# সোভিয়েত ইউনিয়নের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ
( পশ্চিমবঙ্গ সরকারের একটি সংস্থা )

২য় মুদ্রণ, পৌষ সংক্রান্তি ১৩৫৭ ]

## সূচী

### প্রথম পরিচ্ছেদ ॥ আদিম সমাজ ও দাসপ্রথা



### দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ ॥ সামন্ত যুগ

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সূত্রপাত ও বিকাশ
(৪র্থ-১২শ শতক)।
রাষ্ট্র রূপে প্রাচীন রুশের উদ্ভব



সামন্ত অনৈক্য

## ১৫শ শতকের শেষে এবং ১৬শ শতকে রুশ কেন্দ্রীভূত বহুজাতিক রাষ্ট্র



## প্রখরতর ভূমিদাসপ্রথা, পুঁজিবাদী সম্পর্কের জন্ম ও বিকাশের পর্বে রাশিয়া (১৭শ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি)

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ ॥ পুঁজিবাদী পর্ব



## সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে রাশিয়া

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ ॥ সমাজতন্ত্রের যুগ



### বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ (১৯১৮-১৯২০)



### জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার (১৯২১-১৯২৫)



### দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় (১৯২৬-১৯৪০)

## সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়। বিপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ (১৯৪৬-১৯৬১)

প্রথম পরিচ্ছেদ

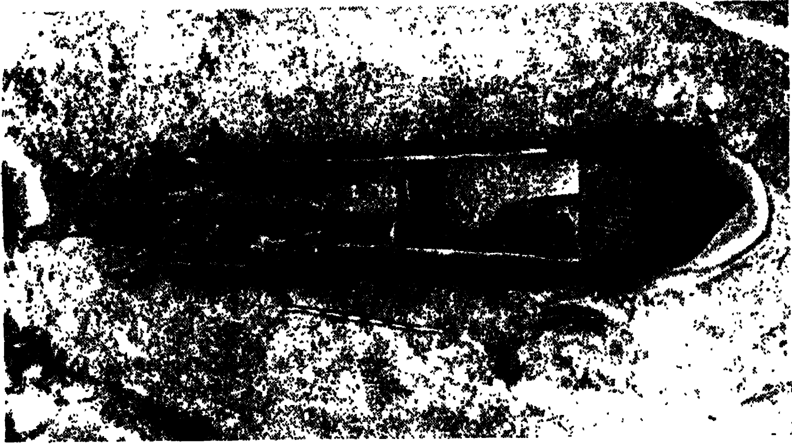
# আদিম সমাজ ও দাসপ্রথা

## সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে প্রাচীন কাল্‌চার

সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা প্রমাণ করেছেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের বর্তমান ভূখণ্ডের দক্ষিণাঞ্চল এমন একটি বিস্তৃত এলাকার অংশ যেখানে মানুষের বিবর্তন ঘটে এবং যেখান থেকে আদি মানুষ আরো উত্তরের অঞ্চলে চলে যায়। আর্মেনিয়ার সাতানি-দারে চেল্লীয় কাল্‌চারের একটি পুরা প্রস্তর যুগের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। আরো পরের, যদিও পুরা প্রস্তর যুগেরই অন্তর্গত আচেলীয় কাল্‌চারের নিদর্শন আছে আর্মেনিয়া, আব্‌খাজিয়া, উক্রেন, ক্রিমিয়া এবং তুর্কমেনিয়ার কয়েকটি স্থানে। ও অঞ্চলের উষ্ণ উপগ্রীষ্মমণ্ডলীয় আবহাওয়ায় আদিম মানুষের ছোট ছোট দল অন্ন আহরণ ও যৌথ শিকার চালাত। মাইক্রোলিথ বা পাথরের কুঠার হাতিয়ারের কাজ দিত তাদের। মুস্তেরীয় যুগে হিমবাহের যে দুটি বিরাট ধারা দক্ষিণে দন তীরের কালাচ এবং দ্‌নেপ্‌র্‌ (নীপার) তীরের কানেভ পর্যন্ত আসে, তার দরুন উত্তর-পূর্ব ইউরোপের আবহাওয়া ও জীবজন্তু বদলে যায় এবং তাতে আদিম মানুষের জীবনাবস্থায় পরিবর্তন আসে। উষ্ণতা-প্রিয় জন্তুজানোয়ারের জায়গা নিল



অরণি-পাথরের কুঠার — চুসভায়া নদী তীরে নব্য প্রস্তর যুগের পেশ্‌চোর্নি লগ আস্তানায় প্রাপ্ত।



ওক কাঠের ডিঙি নৌকো, নব্য প্রস্তর যুগ, ১৯৫৪ সালে ভরনেজের কাছে দন নদীর খাড়া পাড়ে ৬ মিটার নিচে প্রাপ্ত; দৈর্ঘ্য — ৭ মিটার।

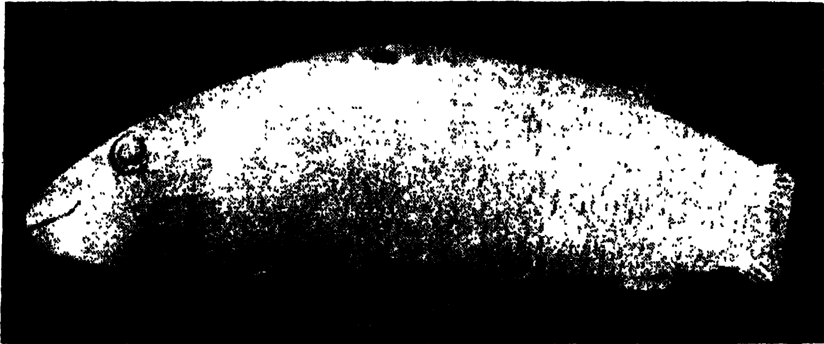
তথাকথিত ম্যামথ গোষ্ঠীর জন্তু যথা ম্যামথ, লোমশ গণ্ডার, গুহা-ভালুক এবং বল্‌গা-হরিণ। মানুষের প্রধান বৃত্তি হল বড়ো বড়ো যূথচারী পশুর ঘেরাও-শিকার, যাতে যোগ দিত গোষ্ঠীর সবাই। এই শিকার ছিল তাদের খাদ্য সংস্থানের প্রধান উপায়। এ সময় নাগাদ শিকারীর বড়ো বড়ো গোষ্ঠী আস্তানা বেঁধে (কুবান নদী তীরের ইলস্কায়া) থাকতে শুরু করে ন্যূনাধিক দীর্ঘ কালের জন্য। মুস্তেরীয় মানুষেরা ব্যবহার করত উন্নততর হাতিয়ার (ছুঁচালো অরণি-পাথর এবং চাঁচার যন্ত্র), আগুন জ্বালাতে তারা পারে, বাসা বাঁধে গুহায়। আবহাওয়া কঠোর, তবু মানুষ ক্রমশ ছড়িয়ে পড়ে পূর্ব ইউরোপের দক্ষিণ এবং এমনকি মধ্য এলাকায় (উন্দরি, ভলগোগ্রাদের কাছে গুহা-আস্তানা) এবং দেস্‌না নদীর মধ্যভাগ বরাবর। সোভিয়েত ভূখণ্ডে সর্বপ্রাচীন নিয়ানডারথাল কবর পাওয়া যায় ক্রিমিয়া (কিইক-কবা, স্তারসেলিয়ে) এবং মধ্য এশিয়ার (তেশিক-তাশ) গুহাগৃহে।

পাথর ব্যবহারের রীতি অনেক উন্নতি লাভ করে উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগে এবং কাঠ, হাড়, শিং এবং চামড়া নিয়ে কাজের বিশেষ যন্ত্রপাতি দেখা দিল — ছুঁচালো অরণি-পাথর, র‍্যাঁদা, ছুরি এবং শূল। দেখা দিল আরো উৎকৃষ্ট হাতিয়ার — বল্লমের পাথর-ফলা, সড়কি ছোঁড়ার যন্ত্র, হাড়ের টেটা ইত্যাদি। এ যুগে প্রথম দেখা দেয় আদিম শিল্প, রঙীন ছবি এবং হাড়ের মূর্তি। দন নদীর কস্তেন্‌কি এবং গাগারিনো বসতি, রাগজ্‌নিয়া নদীর (সেইমের শাখা) আভ্‌দেয়েভো, সুদস্ত্‌ নদীর ইয়েলিসেয়েভিচি এবং ইর্কুৎস্কের কাছে মাল্‌তা ও বুরেতের আস্তানায় ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তি পাওয়া গেছে, এগুলিকে মনে করা হয় মাতৃদেবীর প্রতীক। উচ্চ পুরা প্রস্তর সমাজের মাতৃপ্রধান গঠনের সাক্ষ্য এগুলি।

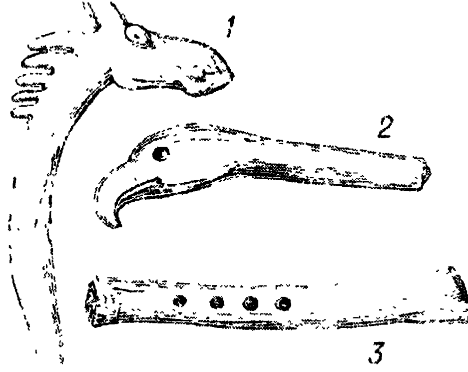
বড়ো বড়ো গোষ্ঠী গৃহের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে বসতিগুলিতে। এরা প্রথম আবিষ্কৃত হয় ব্রিয়ানস্কের কাছে তিমনভকা বসতিতে। দন তীরের কস্তেনকিতে প্রাপ্ত বাড়িটি দৈর্ঘ্যে ৩৫ মিটার, প্রস্থে ১০ মিটার, অনেকগুলি চুল্লি এতে; দেস্না নদী তীরের পুশকারিতে যৌথ বাড়িটিতে আছে তিনটি সংলগ্ন কুঠুরি, মোট আয়তন ৫০ বর্গ মিটার, প্রত্যেকটিতে একটি করে চুল্লি। উচ্চ পুরা প্রস্তর বসতির বৃহৎ সংখ্যা থেকে বোঝা যায় যে জনসংখ্যা অনেক বেড়েছিল (১৯৫৪ সাল পর্যন্ত সোভিয়েত ইউনিয়নে এরকম প্রায় তিন শ বসতি আবিষ্কৃত হয়, আর নিম্ন পুরা প্রস্তর যুগের বসতির সংখ্যা এক শ'র কম)। উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগের বসতি পাওয়া গেছে জর্জিয়া (দেভিস-খভরেলি), তুর্কমেনিয়া এবং তাজিকিস্তানে।

উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগের শেষাশেষি হিমবাহ সরে যাবার সময় মানুষ ছড়িয়ে পড়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভূখণ্ডের উত্তরাংশে। উরালে উচ্চ পুরা প্রস্তর বসতি পাওয়া গেছে চুসভায়া নদীর মুখ পর্যন্ত এবং সাইবেরিয়ায় আঙ্গারা ও লেনার উৎপত্তিস্থলের মত উত্তরাঞ্চলে।

মধ্য প্রস্তর যুগে (পুরা ও নব্য প্রস্তর যুগের মাঝামাঝি), (খৃষ্টপূর্ব ১৩শ থেকে ৫ম সহস্রক পর্যন্ত) বিস্তার প্রক্রিয়া আরো সুতীব্র হয়, তার কারণ কয়েকটি — পাথরের সাধারণ যন্ত্রপাতির জায়গায় কাঠ বা হাড়ের হাতল লাগানো অরণি পাথর-খণ্ডের হাতিয়ার; নতুন যন্ত্রপাতি, বিশেষ করে কাটার যন্ত্রপাতির ব্যবহার এবং তীর ধনুকের উদ্ভাবন, যার ফলে শিকার আরো ফলপ্রসূ হয়ে দাঁড়াল; মাছ-ধরারও বিকাশ ঘটল। এ যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের অরণ্য বসতিগুলিতে থাকত শিকারী ও জেলেদের ছোট ছোট দল, বসতিগুলি নদী তীরে গড়ে উঠত, অনেক সময় বালিয়াড়িতে (গ্রেমিয়াচেয়ে, ইয়েলিন বর ইত্যাদি)। খাদ্য আহরণের সমূহ গুরুত্ব ছিল গোষ্ঠীর জীবনে, বিশেষ করে সমুদ্র তীর এবং দক্ষিণাঞ্চলগুলিতে (ভক্ষণযোগ্য শামুক গুগলি ইত্যাদি)। সবচেয়ে



নব্য প্রস্তর যুগের পাথর-মাছ, সাইবেরিয়া।

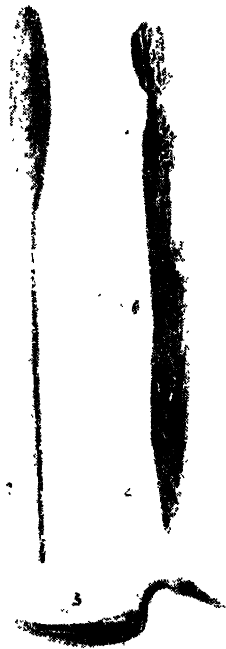



নব্য প্রস্তর যুগের খোদাই হাড়: (1) ওলেনেওস্ত্রভ্স্কি সমাধিস্তূপের হরিণ; (2) পাখির মাথা; (3) রিয়াজান অঞ্চলের চর্নায়া গরা নব্য প্রস্তর যুগীয় আস্তানার পাইপ।

গুরুত্বপূর্ণ মধ্য প্রস্তর যুগের বসতি হল এস্তনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের কুন্দায়।

নব্য প্রস্তর যুগে (খৃঃ পূঃ ৫ম থেকে ২য় সহস্রক) ঘষামাজা ও ছিদ্রণরীতির প্রবর্তনে পাথরের যন্ত্রপাতির আরো উন্নতি ঘটে। ডোঙ্গা, নৌকো, স্লেজ এবং স্কি দেখা দিল, এগুলি বিভিন্ন ধরনের কুঠার, বাটালি এবং অন্যান্য কর্তন যন্ত্রপাতির ব্যবহারসাপেক্ষ। প্রথম দেখা দিল মৃৎপাত্র। সোভিয়েত প্রত্নতত্ত্ববিদরা নব্য প্রস্তর কালচারে কয়েকটি প্রকারভেদের বর্ণনা দিয়েছেন; মনে হয় এগুলি কয়েকটি বিশেষ উপজাতি সংঘ বা কয়েকটি উপজাতি দলের কালচার। নিজস্ব ধরনের পাথর বা হাড়ের যন্ত্রপাতির রূপ ও তাদের নির্মাণ এবং মৃৎপাত্রের অলঙ্করণে প্রত্যেকটি কালচারের বৈশিষ্ট্য। (জাতিবিদ্যা সংক্রান্ত তথ্যের নমুনা থেকে বোঝা যায় যে আদিম কুলগুলি কর্তৃক ব্যবহৃত অলঙ্করণের সঙ্গে তাদের জ্ঞাতিভিত্তিক প্রতীকের সম্বন্ধ আছে—বিভিন্ন কুলের অলঙ্করণ বিভিন্ন, আর যাদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ তাদের অলঙ্করণ এক ধরনের)। এ ধরনের পর্যবেক্ষণ মিলিয়ে দেখে ইতিহাসবিদরা ঠিক করতে পারেন বিশেষ বিশেষ উপজাতি কোথায় ছিল, কোথা থেকে কোথায় যায় তারা। অনুমান করা হয় যে মধ্য প্রস্তর যুগের শেষাশেষি দক্ষিণ ট্রান্সউরাল অঞ্চলবাসী উপজাতিরা পশ্চিম সাইবেরিয়ার অনেকখানি জায়গায় ছড়িয়ে পড়ে। উত্তরের নদীগুলি এবং তাদের শাখা বরাবর পশ্চিমে গিয়ে তারা বাস করতে থাকে বর্তমান ভলগদা প্রদেশ, কারেলিয়া এবং বল্টিক উপকূলের এলাকায়।

ওকা এবং ক্লিয়াজমা নদীর আরো জনবহুল অববাহিকায় নিজ নিজ কাল্চার সহ কয়েকটি বিশিষ্ট উপজাতি অঞ্চল ছিল — লিয়ালভো (প্রাচীনতম), বেলেভ, রিয়াজান, ভলসভো এবং বালাখ্না কাল্চার। প্রমাণিত হয়েছে যে ভল্গা-ওকা এলাকা থেকে কয়েকটি উপজাতি সোভিয়েত ইউনিয়নের উত্তর-ইউরোপীয় অংশে বাসপরিবর্তন করে কার্গপালিয়ে, শ্বেত সাগর এবং কারেলীয় কাল্চার সংশ্লিষ্ট উপজাতিগুলির কেন্দ্র গঠন করে। সমগ্র উত্তরাঞ্চল হয়ে ওকা থেকে শ্বেত সাগর পর্যন্ত এবং উরাল অঞ্চলে এই বাসপরিবর্তন নব্য প্রস্তর যুগের শেষাশেষি কয়েকটি কাল্চার সৃষ্টি করল, যাদের মৃৎশিল্প অভিন্ন (তথাকথিত গড়ে-থাকা পীট-কোম মৃৎশিল্পের কালচার), কিন্তু নকসা বিভিন্ন। এ কাল্চারের উপজাতিরা সম্ভবত ফিনো-উগ্রিক উপজাতিদের পূর্বপুরুষ। নব্য প্রস্তর যুগের একেবারে শেষ পর্যন্ত শিকার ও মাছধরা তাদের প্রধান বৃত্তি ছিল। উরাল এবং আঙ্গারা নদী পর্যন্ত সাইবেরীয় তাইগার এলাকায় নব্য প্রস্তর যুগের কালচারের বৈশিষ্ট্য হল মাছধরার তুলনায় শিকারের প্রাধান্য (ইসাকভকা ও সেরভ কালচার)। ট্রান্সবৈকাল অঞ্চলের সমাধিস্তূপে নারী ও পুরুষ উভয়ের কবরে তীর-ধনুক পাওয়া গিয়েছে — এটা হল মাতৃপ্রধান সমাজের বৈশিষ্ট্য। কয়েকটি আদি জিনিস সোভিয়েত ইউনিয়নের অরণ্যাঞ্চল বাসী কিছু উপজাতির মধ্যে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে চাষবাস শুরুর সাক্ষ্য দেয়। ভলগ্দা প্রদেশে মদ্লনা স্তূপ আবাসগুলি খোঁড়াখুঁড়ির সময়ে তিসি ও ঢেঁকো পাওয়া যায়, উরালে গর্বুনভ্স্কি পীট-জলায় বীজ থেকে তৈল নিষ্কাশনের একটি চাপযন্ত্র আর লাতভিয়ায় সার্নাতের পীট-জলায় পাওয়া গেছে কাঠের কোদাল। কৌলিক বা উপজাতিমূলক সমাধিভূমিতে যুগসুলভ কবর পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানকার উপকরণ সম্পত্তিগত কোনো বৈষম্যের সাক্ষ্য দেয় না (ওলেনি দ্বীপ এবং মারিউপল সমাধিভূমি)। নব্য প্রস্তর শিল্পের নিদর্শন পাথরে আঁকা ছবি ও খোদাই'এ আছে বিস্তৃত এলাকা জুড়ে (ওনেগা হ্রদ, শ্বেত সাগরের উপকূল, ককেশাস [কবিস্তান], সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া [জারাউত-সাই])। পুরা প্রস্তর যুগের মতই জন্তুজানোয়ার ছবির প্রাধান্য — শিকারের দৃশ্য প্রধানত বর্ণনা করা হয়েছে, কিন্তু আঁকার ধরনটা রেখা-ছকের মতো। অন্যদিকে জন্তুজানোয়ারের যে সব পাথর ও হাড়ে গড়া ছোট ছোট মূর্তি পাওয়া গিয়েছে সেগুলি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী।



(1) কাঠের দাঁড়; (2) উরালে গর্বুনভ্স্কি পীট-জলায় প্রাপ্ত মূর্তি; (3) কাঠের পাত্র।

ভৌগোলিক প্রাকৃতিক পরিবেশ এবং প্রাচীন কালচার কেন্দ্রগুলির আরো কাছে থাকার দরুন সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণাংশের নব্য প্রস্তর উপজাতিদের বিকাশ ঘটে দ্রুততর ভাবে। মধ্য এশিয়ার কয়েকটি উপজাতি (দক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার জেইতুন বসতি) এবং ট্রান্সককেশাস ও ক্রিমিয়ার কয়েকটি উপজাতি নব্য প্রস্তর যুগেই চাষবাস এবং পশুপালন করত। তাম্র যুগে (কালপঞ্জীর দিক থেকে উত্তর নব্য প্রস্তর যুগের অনুরূপ) ট্রান্সককেশাসের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের বন-স্তেপ এবং উন্মুক্ত স্তেপের দক্ষিণী উপজাতিরা প্রধানত কোদাল-চাষে এবং পশুপালনে (গরুবাছুর, ভেড়া, শুয়োর; পরে মধ্য এশিয়ায় ঘোড়া এবং উট) নিযুক্ত ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে প্রাচীনতম চাষ হয় দক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার আনাউ কাল্‌চারে, এর কাল খৃষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রক। আনাউর তাম্র যুগের মৃৎশিল্প বিশেষভাবে চিত্তাকর্ষক, কেননা এর ধাঁচ বিভিন্ন এবং অলংকরণ জটিল।

জর্জিয়া, আর্মেনিয়া এবং আজেরবাইজানের এলাকায় (কুল-তাপা ও শেঙ্গাভিৎ) প্রাচীনতম কৃষি বসতিগুলি খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের। এ কালচারের মৃৎশিল্প দুটো ধাঁচের—কালোর চিক্কণলেপ আর লাল রঙ-দেওয়া। উত্তর ককেশাসের নাল্‌চিক সমাধিস্তূপ হল এ যুগের, স্থানীয় পশুপালকরা যেসব সমাধিস্তূপ রেখে গেছে তাদের প্রাচীনতমের একটি। তাম্র যুগের ত্রিপলিয়ে কাল্‌চারের বিষয়ে চর্চা করা হয়েছে সবচেয়ে বিশদভাবে; খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় এবং দ্বিতীয় সহস্রকে দ্নেপ্‌র্ এবং দ্নেস্তর উপত্যকায় ছড়িয়ে-পড়া উপজাতিগুলির কাল্‌চার এটি। এরা রেখে গিয়েছে কয়েক হেকটার জোড়া বড়ো গ্রাম, সেখানে বৃত্তাকারে দুশ'র বেশি বাড়ি বিন্যস্ত; মাঝখানের খোলা জায়গা গরুবাছুরের খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহৃত হত। মাতৃপ্রধান বৃহৎ পরিবারগুলির বাসগৃহে প্রাপ্ত আদি-উপকরণের মধ্যে আছে রঙ-করা মাটির পাত্র (কয়েকটি শস্যের জালা), পাথর ও হাড়ের কোদাল এবং যাঁতা। ত্রিপলিয়েতে প্রাপ্ত বহুসংখ্যক ছোট ছোট স্ত্রীমূর্তিগুলি মাতৃপ্রধান কুল অনুষ্ঠানে ব্যবহৃত হত।



বাঁ দিকে — শেঙ্গাভিতের চকচকে কালো পাত্র; ডান দিকে — ত্রিয়ালেতিতে প্রাপ্ত বিদরির কাজ এবং রঙীন পাথরে অলংকৃত স্বর্ণপাত্র।

সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় তামা এবং পরে ব্রোঞ্জ নিয়ে কাজ শুরু হয় খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষ পাদে ব্রোঞ্জ যুগের শুরুতে। ব্রোঞ্জ যুগের সর্বপ্রাচীন কালচার হল দ্নেপর এবং ভল্গার মাঝখানে বসবাসকারী উপজাতিগুলির তথাকথিত বিবর কাল্চার (শেষ পর্যায়ের)। খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষে এই উপজাতিগুলি দুটি দলে বিভক্ত হয় — ভল্গার ভাঁটির অববাহিকায় একটির প্রতিভূ হল পল্তাভকা কাল্চার এবং আর একটি — দন ও দ্নেপর উপত্যকার মাঝখানে সুরঙ্গ-কবর কালচার।

পরিণত ব্রোঞ্জ যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের স্তেপ এলাকায় একটি স্থায়ী কৃষি ও গবাদি পশুপালনভিত্তিক অর্থনীতির বিকাশ ঘটে, এর প্রসার ঘটে দন আর ভল্গা উপত্যকা থেকে দক্ষিণ সাইবেরিয়া পর্যন্ত। এর ভিত্তি ছিল নদী-জল প্লাবিত অঞ্চলে আবাদ এবং চারণের জন্য ঘাসমাঠের ব্যবহার। সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় অংশের স্তেপভূমিতে স্রুবনায়া কাল্চারের উপজাতিরা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়ায়। গরুবাছুর পালন প্রাধান্য পায়, সমাজ সংগঠন ছিল পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর। লোক বেড়ে গেল, পশুর সংখ্যা বাড়ল, প্রয়োজন হল আরো চারণভূমির, তাই উপজাতিরা পশ্চিমে গিয়ে সুরঙ্গ-কবর কাল্চারের কয়েকটি উপজাতিকে তাড়িয়ে দিতে অথবা সম্ভবত আত্তীকরণ করে নিতে বাধ্য হল। অনুমান করা হয় যে স্রুব্নায়া কালচারের উপজাতিরা শকদের পূর্বপুরুষ এবং ইন্দো-ইউরোপীয় জাতিভুক্ত।



ভিখ্বাতান্স'এ শেষ দিককার ত্রিপলিয়ে সমাধিস্তূপের একটি মৃন্ময়ী নারীমূর্তি।

দক্ষিণ সাইবেরিয়া এবং আল্তাই'এর স্তেপে প্রাচীনতম ব্রোঞ্জ যুগীয় কাল্চার হল আফানাসিয়েভস্কায়া কালচার ; এর উপজাতিরা শিকার ছেড়ে পশুপালন ধরে, ফলে পিতৃপ্রধান সম্পর্কের বিকাশ ঘটে। ব্রোঞ্জ ধাতুবিদ্যার আবির্ভাবে এ সম্পর্ক সংহত হয়। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের মাঝামাঝি থেকে আর একটি কাল্চার, আন্দ্রনভ্স্কায়া কাল্চার, ইয়েনিসেই নদী থেকে উরাল নদী পর্যন্ত বিরাট একটি এলাকায় ব্যাপ্ত হয়। এ কাল্চারের বৈশিষ্ট্য হল ব্রোঞ্জ ধাতুবিদ্যার উচ্চ মান এবং আরো বিকশিত পশুপালন ও কৃষি। উত্তর চীন কালচারের তীব্র প্রভাবে খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের শেষাশেষি কারাসুক কাল্চার বেড়ে ওঠে ওব নদীর উজান এবং ইয়েনিসেই বরাবর আর আল্তাই-সায়ান উচ্চভূমিতে।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষাশেষি এবং দ্বিতীয় সহস্রকের শুরুতে মধ্য-দ্নেপর

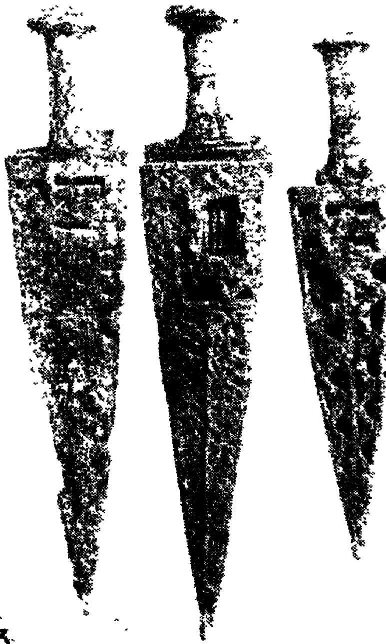
কালচারের উপজাতিরা দেস্‌না এবং দ্‌নেপরের মধ্যভাগ অঞ্চল দখল করে, এদের প্রধান পেশা গবাদি পশুপালন। আরো উত্তরের অঞ্চলে খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রকের শেষ থেকে একটি তাৎপর্যপূর্ণ ব্রোঞ্জ যুগীয় কালচার দেখা দেয় ফাতিয়ানভোতে, এটির সঙ্গে মধ্য-দ্‌নেপর কাল্‌চারের খুব সাদৃশ্য: অনেক সমাধি-ভূমিতে এর পরিচয়। মধ্য-দ্‌নেপর উপজাতিদের স্বজন কয়েকটি উপজাতি দলের পূর্বমুখী যাত্রার ফলে এ কাল্‌চার দেখা দেয় ওকা এবং ভল্‌গা নদীর মাঝের অঞ্চলে। নব্য প্রস্তর যুগের শিকারী এবং জেলেদের কাল্‌চারের স্তরে তখনো গড়ে-থাকা পীট-কোম মৃৎশিল্প-বানানো দেশজ উপজাতিদের সঙ্গে পশুপালনপ্রধান ফাতিয়ানভো কালচারের উপজাতিদের প্রখর পার্থক্য। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকের শেষে ভল্‌গা অববাহিকার ওকা-কামা অঞ্চল এবং উরালের সানুদেশ আবাশেভো কাল্‌চারের উপজাতিরা অধিকার করে: এদের বৃত্তি ছিল গরুবাছুর পালন এবং কৃষি।

ব্রোঞ্জ যুগে সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকা বাসী বিভিন্ন উপজাতিদের বিকাশ স্তরের পার্থক্য অত্যন্ত সুস্পষ্ট রূপ নিল। ককেশাস এবং ট্রান্সককেশাসের পশুপালক এবং কৃষিজীবী উপজাতিগুলো যে উচ্চ স্তরে পেঁছয় তার কারণ খনন এবং ধাতুকর্ম একটা বিশেষ বৃত্তি রূপে বিকশিত হয়ে ওঠে। জাঁকালো সমাধিগুলি প্রখর সম্পত্তিভেদের পরিচায়ক, যেমন উত্তর ককেশাসের মাইকপে সমাধিস্তূপ, কুবানে নভস্‌ভবদ্‌নায়া গ্রামের কাছের সমাধিটি এবং জর্জিয়ায় ত্রিয়ালেতি সমাধিগুলি। এ সব সমাধিস্থানে সোনা রূপোর অনেক জিনিস। অন্যান্য অঞ্চল থেকে আমদানি দ্রব্যের সংখ্যা থেকে বোঝা যায় পুরাকালের প্রাচ্য দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগের কথা। অস্ত্রসমেত দলপতিদের সঙ্গে আনুষ্ঠানিকভাবে কবরস্থ দাসেদের সমাধি পাওয়া গিয়েছে। ট্রান্সককেশাসের কয়েকটি জায়গায় দলপতিদের আবাসকে পাথর-দুর্গে পরিণত করা হয়। ককেশাস এবং ট্রান্সককেশাসের শেষের ব্রোঞ্জ যুগ এবং আদি লৌহ যুগের কাল্‌চারে (কিজিল-ভান্‌ক্‌, গাঞ্জা-কারাবাখ, কবান এবং কলচিস্‌) তখনি ক্রমবর্ধমান দাসপ্রথার প্রভাবে ভাঙন-ধরা পিতৃপ্রধান গোষ্ঠীর উপজাতিদের জীবন প্রতিফলিত। ব্রোঞ্জ যুগের শেষে ট্রান্সককেশাসের কয়েকটি উপজাতি গঠনের দিক দিয়ে রাষ্ট্রপত্তনের কাছাকাছি এসে পড়ে। দক্ষিণ তুর্কমেনিয়ার আনাউ জেলায় শ্রেণী সমাজ বিকাশের অবস্থা ঘনিয়ে আসে ব্রোঞ্জ যুগের শেষে। এ অঞ্চলের বসতিগুলিতে দেয়ালে-ছবি-আঁকা কাঁচা ইটের বড়ো বড়ো বাড়ি পাওয়া গিয়েছে। ধাতুবিদ্যা এবং মৃৎশিল্প তখনি বিশেষীকৃত পেশায় পরিণত। খৃষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রকে কুমোরের চাকা চালু হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকার মধ্যে এখানেই এটির সর্বপ্রাচীন প্রবর্তন। সে-সময় খরেজমের অপেক্ষাকৃত কম বিকশিত তাজা-বাগিয়াব কাল্‌চারে তখনো হাতে-তৈরি মৃৎশিল্প চালু। ইউরোপীয় রাশিয়ার













আর্মেনিয়ায় সেভান হ্রদের সঙ্কোচনজনিত শুকনো জমিতে লুচাশেন গ্রামের কাছে ১৯৫৬ সালে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের কারু-সামগ্রী। যে সমাধিস্তুপের ভিতরে এগুলি পাওয়া যায় সেটি খৃঃ পূঃ ১১শ শতকের। (1) কটাহে রাখা দুটি কুঠার, একটি আয়না, একটি বাটালি ও একটি উকনঠেঙ্গা (১ নং সমাধিস্তুপ); (2) খুরোর উপর পাখি; (3) বাহারে খাপে রাখা ছুরি (২ নং সমাধিস্তুপ); (4) হাতা।

উত্তরাংশ, সাইবেরীয় তাইগা এবং ট্রান্সবৈকাল অঞ্চলের লোকেদের মধ্যে তখনো নব্য প্রস্তর যুগের সময়কার কৌলিক ও গোষ্ঠীগত সম্পর্ক টিকে ছিল।

লৌহ যুগে (খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শুরুতে) কয়েকটি স্তেপ উপজাতি (শক এবং সারমেসিয়ান, মধ্য এশিয়ায় সাসাই এবং মাস্‌সাগেটাই, দক্ষিণ সাইবেরিয়ায় কয়েকটি উপজাতি) যাযাবর বা আধা-যাযাবর পশুপালক হয়ে যায়। এতে উৎপাদন-শক্তি বিকাশ, কৃষিপ্রধান উপজাতিদের সঙ্গে দ্রব্য বিনিময় এবং ব্যবসা ও হস্তশিল্পের কেন্দ্র হিসেবে সহর অভ্যুদয়ের সুবিধা হল।

লৌহ ধাতুবিদ্যার প্রাচীনতম কেন্দ্র ছিল ট্রান্সককেশাস। খৃষ্টপূর্ব আট থেকে ছ শতকে লোহা খনন এবং লোহা নিয়ে কাজ মধ্য এশিয়ার লোক এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দক্ষিণ এবং মধ্যাঞ্চলের উপজাতিদের মধ্যে ব্যাপক ছিল। লৌহ যুগ কাল্‌চারের মধ্যে অত্যন্ত প্রাচীন এবং অত্যন্ত বিকশিতদের অন্যতম হল স্থায়ী চাষ ও পশুপালনে নিযুক্ত শক উপজাতিদের কাল্‌চার; এরা দ্‌নেপর নদীর লৌহ-আকরিকে সমৃদ্ধ ভাঁটির অঞ্চলে বসতি বাঁধে। এখানে বড়ো বড়ো বসতি তারা বানায়, মাটির প্রাকার দিয়ে ঘেরে গরুবাছুরের খোঁয়াড়। কয়েকটি বসতি সুবিকশিত ধাতুবিদ্যার সাক্ষর বহন করে (কামেন্‌কা)। মৃত অভিজাতদের স্মারক হিসেবে শকরা রেখে যায় অনেক কুর্গান বা কবর ঢিবি, এদের কাল খৃষ্টপূর্ব চার ও তিন শতক (কুল-ওবা, সলখা, চের্তম্লিক ইত্যাদি)।

খোঁড়াখুঁড়ির ফলে ক্রিমিয়ায় অনাবৃত হয়েছে শকদের গোড়াকার দাসমালিক রাষ্ট্রের রাজধানী (শকদের নেপ্‌ল্‌স্‌)। এর সমৃদ্ধ নাগরিক কাল্‌চারের সঙ্গে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর ও পশ্চিম উপকূলের গ্রীক নগর-রাষ্ট্রের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষে ভল্‌গা, দন এবং কুবান অববাহিকার স্তেপে যাদের আদি বাস সেই সারমেসিয়ানরা শুরু করল শকদের জায়গা নিতে। অনেকটা শকদের বৈষয়িক কাল্‌চারের মতো ছিল তাদের কাল্‌চার। এদের অনেক গোরস্থান সমাধিভূমি, কুর্গানের সমষ্টিগুলি (রুশ ফেডারেশনের ক্রাস্নদার প্রদেশে নেক্রাসভস্কায়া, পাশ্‌কভস্কায়াতে) এবং সেই সঙ্গে শকদের রাজকীয় কবরের মতোই জমকালো সারমেসিয়ান অভিজাত বিশেষের কবর (নভচের্কাস্কে সারমেসিয়ান রাণীর কবর) ভালো করে পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। পূর্ব ইউরোপে শকদের যুগ ইয়েনিসেই নদী তীরের তাগার্স্কায়া কাল্‌চারের সমকালীন। এরা জমি প্লাবিত করে চাষ চালাত, গবাদি পশুপালন করত। এ কাল্‌চারের অস্ত্রশস্ত্র ও ব্রোঞ্জের জিনিস শকদের মতো। তামার ব্যাপক ব্যবহারের দরুন এ অঞ্চলে লৌহ ধাতুবিদ্যা খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতক পর্যন্ত অজানা থেকে যায়। এদের সমাজ-গঠন পিতৃপ্রধান কুলভিত্তিক, অবশ্য কবরগুলিতে প্রচুর সম্পত্তিভেদের পরিচয় পাওয়া যায়। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ থেকে তিন শতকে আলতাই উপজাতি দলপতিদের কবর (পাজিরিক) বড়ো আকারের স্তূপ এবং খিলান-দেওয়া পাতাল প্রকোষ্ঠে প্রাপ্ত

জিনিসের সমৃদ্ধির জন্য বিশিষ্ট। মধ্য এশিয়া এবং পারস্য থেকে আমদানি দামী জিনিস পাওয়া গেছে এখানে। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষে ইর্ষেনিসেই-এর তাগার্স্কায়া কালচারেব জায়গায় দেখা দেয় তাশ্তিক কালচাব, এটি তখনি পরিণত লৌহ যুগের কালচাব। এদেব কববে পাওযা যায় মৃতেব মুখেব ছাঁচে ঢালাই সংকার-মুখোস। মুখোসগুলি যাচিযে দেখলে বোঝা যায় যে এ সময নাগাদ তখন পর্যন্ত সাইবেবীয স্তেপে যে ইউবোপীযড্ টাইপেব প্রাধান্য ছিল তাদেব জাযগা নিতে শুরু কবেছে নৃতত্ত্বেব দিক দিযে একটি মঙ্গোলযড টাইপ।

মধ্য এশিযায (খবেজম) খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে আমিবাবাদ আদি লৌহ যুগের কালচাব বিশেষ ব্যাপক ছিল, কৃষি ও গবাদি পশুপালনেব উপব প্রধানত নির্ভব করত এ কাল্চাব। এ সময এবং এমন কি পবেও কৌলিক সম্বন্ধ টিকে থাকে খবেজমে, এব সাক্ষ্য হল "সেই সব সহব যেখানকাব লোকে থাকত প্রাচীবে" অর্থাৎ খৃষ্টপূর্ব ছ থেকে চাব শতকেব কৌলিক বসতি। চত্বরেব মধ্যভাগে বিবাট খোঁয়াড আব তার চাব দিকে বাডিব প্রাকাব বাডিতে ঢুকতে হত ছাদ দিযে। তখনি কিন্তু দাসত্ব পবিণত হযেছে প্রথায, তা প্রমাণ হয বিশেষ কবে সেচখালেব বিবাট ব্যবস্থায, আদিম গোষ্ঠী সমাজেব যুগে যা গঠন কবা সম্ভব ছিল না। মধ্য এশিযায প্রাচীনতম দাসমালিক



তপবাক্ কালা প্রাসাদ (পুনঃকল্পিত), খৃঃ পূঃ প্রথম শতক থেকে খৃষ্টীয ষষ্ঠ শতক।

রাষ্ট্রগুলি দেখা দেয় খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে (ট্রান্সককেশাস, সাইবেরিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অংশেও)।

এ সময় সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্য এবং উত্তরের অরণ্যাঞ্চলে কয়েকটি উপজাতি দল গড়ে ওঠে যা থেকে পিতৃপ্রধান কৌলিক ধাঁচের একটি সমাজের বিবর্তন ঘটে। উপজাতিগুলি ছিল কৃষক এবং পশুপালক, লোহার প্রবর্তনে উৎপাদন-শক্তির দ্রুত বিকাশ ঘটল, অর্থনীতির সমস্ত শাখা গেল এগিয়ে। এ উপজাতিগুলি হল ঐতিহাসিকভাবে জ্ঞাত উপজাতি ও জাতিসত্তার আদিপুরুষ, যেমন মেরিয়া, মুরমা ও ভেসের মতো স্লাভ কর্তৃক আত্তীকৃত উপজাতির পূর্বপুরুষ — ভলগা-ওকার মাঝামাঝি অঞ্চলের দিয়াকভো কালচারের উপজাতিরা; ওকা ও ভল্গার মধ্যভাগের গরদেৎস কাল্চারের এবং কামা তীরের আনানিইনো ও পিয়ানবর কাল্চারের উপজাতিগুলি, বর্তমান মর্দভীয়, উদ্মুর্তীয়, চুভাশীয় ইত্যাদি জাতিসত্তার পিতৃপুরুষ এরা।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষাশেষি দ্নেপর এবং দ্নেস্তরের মধ্যভাগের অধিবাসীরা একটি বিশিষ্ট কাল্চারের বিবর্তন করে — এতে ছিল কৃষিজীবী লোকের বিস্তৃত গোরস্থান কালচার। এরা হল পূর্ব স্লাভ উপজাতিগুলির পূর্বপুরুষ।

### ট্রান্সককেশাস এবং মধ্য এশিয়ায় দাসমালিক রাষ্ট্র এবং উপজাতিক জোট

জমি ও উৎপাদন উপায়ের ব্যক্তিগত মালিকানার প্রবর্তনে আদিম গোষ্ঠী সমাজের ভাঙন ঘটল। সমাজের শ্রেণী-বিভাগের আদি রূপ হল দাস এবং দাসমালিকদের বিভাগ। সোভিয়েত ইউনিয়নের এলাকায় সবচেয়ে প্রাচীন দাসমালিক রাষ্ট্র দেখা দেয় ট্রান্সককেশাসে। উরার্তুর দাসমালিক রাষ্ট্রের উৎপত্তি ঘটে ভান হ্রদের (তুর্কী আর্মেনিয়া) কাছে খৃষ্টপূর্ব নয় শতকে; আট শতকে এটি অনেকখানি এলাকা জোড়ে এবং অগ্র এশিয়ার বেশ খানিকটা জায়গায় প্রাধান্য বিস্তার করে। উরারতুর সবচেয়ে সচ্ছল যুগ এটি, অর্থনীতির অনেক শাখায় সবিশেষ অগ্রগতি ঘটে। চাষজমির সেচ করা হত একটি জটিল ইঞ্জিনিয়রিং ব্যবস্থায়, এ ব্যবস্থা গড়ে এবং চালু রাখে দাস এবং মুক্ত চাষী উভয়েই এবং বাঁধা-গোলাম। কারুকলার উচ্চ বিকাশ ঘটে, বিশেষত ধাতুবিদ্যার; কীলাকার একটি লিপি পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। গণিতশাস্ত্রের উন্নতি হল, গোণা ও মাপার একটি পদ্ধতি প্রথা বের করা হয়। খৃষ্টপূর্ব ৫৯০ নাগাদ মেদিসদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উরারতু রাষ্ট্রের পতন ঘটে।

উরারতু রাজ্যভূমির একাংশবাসী আর্মেনীয় উপজাতিক জোট ক্রমশ সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, স্থানীয় উপজাতিদের আত্তীকরণ করে নেয় তারা। খৃষ্টপূর্ব সাত



মদ কুঠরি, উরারতু দুর্গ, তেইশেবাইনি, আর্মেনিয়া, খৃঃ পূঃ সপ্তম শতক থেকে ষষ্ঠ শতকের শুরু।

শতকের শেষ নাগাদ আর্মেনীয় উপজাতিদের একটি সংঘ গড়ে ওঠে; খৃষ্টপূর্ব ৫২০ নাগাদ এরা পারসীক শাসনের আওতায় আসে। খৃষ্টপূর্ব চার শতকে আর্মেনীয় ভূখণ্ডের কিছুটা জয় করেন ম্যাসিডনের আলেকজান্দর, কিন্তু ওই শতকের শেষাশেষি কয়েকটি স্বাধীন আর্মেনীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হল। খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে জর্জিয়ার ভূখণ্ডে জর্জীয় উপজাতিদের দুটি শক্তিশালী জোট ছিল, পরবর্তী দুটি রাষ্ট্র, পশ্চিম জর্জিয়ায় কল্‌চিস এবং পূর্ব জর্জিয়ায় ইবেরিয়া। বর্তমান আজেরবাইজানের উত্তরাংশে আলবেনীয় উপজাতি জোট গড়ে ওঠে খৃষ্টপূর্ব চার এবং তিন শতকে।

মধ্য এশিয়ায় খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে ছিল দাসমালিক খরেজম, বক্তৃয়া এবং সগ্‌দ্‌ (বা সগদিয়ানা) রাষ্ট্র। এ সব রাষ্ট্রে কৃষি ও পৌর কাল্‌চার বেশ উঁচু স্তরে পৌঁছয়। প্রাচীন পৃথিবীর সবচেয়ে বড়ো বড়ো সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের অন্যতম খরেজম

প্রাচীন পারসীক আকেইমেনিদ রাষ্ট্রের আওতায় আসে খৃষ্টপূর্ব ছ শতকে। খৃষ্টপূর্ব চার শতকে আলেকজান্দর আকেইমেনিদ রাষ্ট্র বিনষ্ট করে এটিকে গ্রীক-ম্যাসিডনীয় সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এই শতকেই উপরোক্ত সাম্রাজ্যটির পতনের পর মধ্য এশিয়া এবং ট্রান্সককেশাসের অনেকটা অংশ অন্তর্ভুক্ত হয় সেলিউসিদ রাষ্ট্রে। গ্রীক আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের কালে নতুন কয়েকটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে; খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে কাস্পিয়ান সাগরের দক্ষিণ-পূর্বে পার্থিয়ান রাষ্ট্র এবং গ্রীক-বক্ত্রিয়ান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, শেষেরটির অন্তর্গত ছিল বর্তমান তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান এবং তুর্কমেনিয়ার ভূখণ্ডের অংশ। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে কেন্দ্রীয় এশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ায় শুরু হয় যাযাবর পশুপালক উপজাতিদের একটি ব্যাপক প্রব্রাজন। প্রব্রাজনের সঙ্গে দেখা দেয় নতুন রাজনৈতিক গঠন, এদের একটি হল খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে বক্ত্রিয়া এবং সগদিয়ানার ভূখণ্ডে দাসমালিক কুশান রাজ্য। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষাশেষি ট্রান্সককেশাস এবং মধ্য এশিয়ায় আকার নেয় আর্মেনীয়, জর্জীয়, তাজিক এবং অন্যান্য জাতিরাও।

খৃষ্টপূর্ব দুই এবং এক শতকে দাসমালিক আর্মেনিয়া রাজ্য দাসপ্রথার বিকাশ, সহরবৃদ্ধি এবং সার্থবাহ বিশ্ব বাণিজ্যে অংশগ্রহণের ফলে শক্তিশালী হয়ে দাঁড়ায় (খৃষ্টপূর্ব ১৮৯-১৬১'তে প্রথম আর্তাশেস এবং খৃষ্টপূর্ব ৯৫-৫৬'তে মহান দ্বিতীয় তিগ্রানের রাজত্বকাল)। পার্থিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় রোম খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে ট্রান্সককেশাস আক্রমণ করে। এই শতকের শেষে এবং খৃষ্টীয় প্রথম শতকের শুরুতে আর্মেনিয়া জয় করে রোম, সমগ্র ট্রান্সককেশাস রোমক সাম্রাজ্যের অধীন রাজ্যে পরিণত হয়। রোমক শাসনের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে ট্রান্সককেশাসের জাতিগণ।

### ***পূর্ব ইউরোপে উপজাতিক জোট এবং দাসমালিক রাষ্ট্র। স্লাভগণ***

খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকে কৃষ্ণ সাগরের উত্তরের অঞ্চলে কয়েকটি বিভিন্ন উপজাতি থাকত। এদের মধ্যে সবচেয়ে প্রাচীন বলে যাদের জানা যায় তারা হল সিমেরিয়ান (খৃষ্টপূর্ব নয় থেকে সাত শতকের কাছাকাছি)। পাঁচ শতক থেকে প্রাচীন গ্রীক ঐতিহাসিকরা এ অঞ্চলের সমস্ত উপজাতিকে "শক" এই সমজাতিজ্ঞাপক নামে অভিহিত করতেন, যদিও এদের মধ্যে ছিল স্থায়ী কৃষিজীবী উপজাতি এবং যাযাবর পশুপালক। শকদের মধ্যে সম্পত্তিবিভেদ এবং দাসপ্রথার বিশেষ বিকাশ ঘটে। খৃষ্টপূর্ব তিন শতকে কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে শকরা একটি দাসমালিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। একই এলাকায় চার শতক থেকে সারমেসিয়ান উপজাতিসমূহের সামরিক এবং রাজনৈতিক জোট গড়ে উঠল। এদের চাপে ক্রিমিয়ার নেপ্‌ল্‌সে শকদের রাজধানী স্থানান্তরিত হয় তিন শতকে।

খৃষ্টপূর্ব ছয় এবং পাঁচ শতকে গ্রীকরা কৃষ্ণ সাগরের উত্তর উপকূলে অনেকগুলি নগর-উপনিবেশের পত্তন করে — ওলভিয়া, চেরসোনেস, ফেওদসিয়া, পান্টিকাপায়উম, টানায়স্ ইত্যাদি। খৃষ্টপূর্ব পাঁচ শতকে পান্টিকাপায়উম দাসমালিক বসফোরাস বাজ্যের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। কৃষ্ণ সাগবের উত্তর উপকূলেব লোকেদেব সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখত গ্রীক উপনিবেশগুলি. বাণিজ্য চলত বেশ, গ্রীকরা এ্যাথেন্সে বপ্তানি করত শস্য, মাছ এবং অন্যান্য দ্রব্য। দাস কিনত বা জোর করে ধবে নিয়ে যেত। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকেব শেষাশেষি বসফোবাস রাজ্যের শক-দাসেবা সাভ্মাকাসেব নেতৃত্বে বিদ্রোহ কবে, বিদ্রোহটি এত বড়ো বূপ নেয় যে পণ্টাসের (এশিয়া মাইনব) রাজা ষষ্ঠ মিথ্রিডিটিস ইউপাটরেব সাহায্যে শুধু এটি দমিত হয়; তিনি বসফোবাস বাজ্যকে নিজের অধীনে আনেন। খৃষ্টপূর্ব দুই শতকে কৃষ্ণ সাগবেব সহরগুলিকে প্রথমে আক্রমণ কবে সাবমেসিয়ানবা এবং পরে (খৃষ্টপূর্ব প্রথম শতকে) গেটাইরা, এরা অগ্রসর হয় পশ্চিম থেকে। আক্রমণেব ফলে গ্রীক উপনিবেশগুলি পতনোন্মুখ হয়ে পড়ে। খৃষ্টীয় প্রথম শতকে বোমানরা পণ্টাসের রাজ্য জিতে নিল, কৃষ্ণ সাগব রোমানদের অধীনে চলে আসে। কৃষ্ণ সাগরেব সহবগুলির চরম ভাঙন ঘটে খৃষ্টীয় তিন শতকে।



ওলভিয়া। আগোবাব উপব বেদী। ১৯৫২ সালে খননেব পর।

খৃষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রক থেকে স্লাভ উপজাতিগুলিব দীর্ঘ এবং জটিল উদ্ভব শুরু হয় মধ্য ও পূর্ব ইউবোপে (ভিস্টুলা ও দ্নেপবের অববাহিকা এবং ভলিনিয়ায়)। খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের মাঝামাঝি আদি স্লাভ উপজাতিগুলো সুস্পষ্ট আকার লাভ কবে। জাতি-উৎপত্তির এই প্রক্রিয়ার সময় তাবা বিভক্ত হয় পূর্বী, দক্ষিণী এবং পশ্চিমী স্লাভে।

খৃষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রকের শেষ নাগাদ পূর্বী স্লাভবা দেস্না ও দ্নেপরের অববাহিকা এবং ওকা ও ভল্গার উৎপত্তিস্থলে পৌঁছয়। কৃষিপ্রধান অর্থনীতি ছিল এদের। লিখিত ইতিহাসে স্লাভদের (ভেনেদিয়ান) প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে।

## দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ

# সামন্ত যুগ

## সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের সূত্রপাত ও বিকাশ (৪র্থ-১২শ শতক)। রাষ্ট্র রূপে প্রাচীন রুশের উদ্ভব

### সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্কের উৎপত্তি

তিন এবং ছয় শতকের মধ্যে ইউরোপ এবং নিকট প্রাচ্যের দাসমালিক রাষ্ট্রগুলিতে অবক্ষয়ের একটা প্রক্রিয়া ঘটে। দাসদের অনুৎপাদক শ্রম উৎপাদন শক্তির ব্যাঘাত হয়ে দাঁড়ায় এবং দাসমালিকরা তীব্রতর শোষণে উৎপাদন বাড়াবার চেষ্টা করাতে শ্রেণী সংগ্রাম আরো প্রখর হয়, দেখা দেয় ব্যাপক বিদ্রোহ। একই সঙ্গে তথাকথিত "বর্বরদের" (স্লাভ এবং জার্মানিক উপজাতিগুলির) আদিম গোষ্ঠী সমাজে শ্রেণীভেদ দেখা দিচ্ছিল; শ্রেণীভেদের সঙ্গে চলে বিরাট আকারে সশস্ত্র হামলা, যার ফলে উপজাতির অভিজাতেরা বিপুল ধন সঞ্চয় করে; ক্ষয়শীল দাসমালিক রাষ্ট্রগুলিকে বাইরে থেকে প্রচণ্ড আঘাত করে বর্বরেরা। উদাহরণ স্বরূপ, তিন শতকের মাঝামাঝি স্লাভ উপজাতিরা রোমক সাম্রাজ্যের উপর হামলা চালায়। তীব্র সংকটের পর্যায়ে এসে পড়ে দাসমালিক রাষ্ট্রগুলি।

পূর্বী স্লাভেরা ইতিহাসের দাসমালিক যুগকে পাশ কাটিয়ে যায়। নিজেদের খামারের উন্নতিতে আগ্রহান্বিত চাষীদের শ্রম দাসশ্রমের চেয়ে বেশি উৎপাদিকা। আদিম গোষ্ঠী সমাজে একটি অভিজাত শ্রেণী গড়ে ওঠে। তারা বেশ পরিমাণে সম্পত্তি সঞ্চয় করে, উৎপাদনের প্রধান উপায় অর্থাৎ জমি দখল করতে শুরু করে। এর পর চাষী শ্রমের শোষণে তারা মন দিল। সামন্ত প্রথার সূত্রপাত হল, নতুন একটি সমাজ ব্যবস্থা দেখা দিল নতুন শ্রেণী সমেত—ভূমি মালিক সামন্ত প্রভু এবং তাদের মুখাপেক্ষী

ও তাদের দ্বারা শোষিত চাষী। সামন্ত প্রথার ভিত্তি হল জমির মালিকানা, এর ফলে শাসক শ্রেণী চাষীদের নিজেদের অধীনে এনে তাদের শ্রম শোষণ করতে পারে।

সামন্ত প্রথার বিকাশ ইতিহাসের দিক দিয়ে প্রগতিশীল, কেননা এর ফলে উৎপাদনে নিয়ুক্ত লোকেদের পারস্পরিক সম্পর্ক বর্ধমান উৎপাদন শক্তির সঙ্গে খাপ খায়। সামন্ত প্রথায় উৎপাদনের সম্ভাব্যতা আরো উচ্চ স্তরে পোঁছয়, যেটা সম্ভব হয়নি দাসপ্রথায়। লোহার যন্ত্রপাতি এবং নতুন নানা শস্য চালু হল, পশুপালনের পরিমাত্রা আরো বাড়ল। উন্নততর যন্ত্রপাতির প্রবর্তনে কারুশিল্পের বিকাশ ঘটল। নতুন যন্ত্র উৎপাদন এবং নিপুণ লোকের সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। এ সব পরিবর্তন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক অগ্রগতির বুনিয়াদ রচনা করে। সামন্ত প্রথায় অর্থনীতি প্রধানত হল স্বনির্ভর সমাজের অর্থনীতি, অর্থাৎ এমন একটা স্বাভাবিক অর্থনীতি যাতে পণ্য বিনিময় চালু কিন্তু যেখানে মুদ্রা-সম্পর্ক হয় একেবারে অজানা বা অত্যন্ত অল্প জানা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূখণ্ডে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সম্পর্ক বিভিন্ন স্তরে থাকাতে বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন সময় সামন্ত প্রথার উদ্ভব ঘটে। ট্রান্সককেশাসের লোকেরা প্রথমে পা দেয় সামন্ত যুগে।

## ট্রান্সককেশাস ও মধ্য এশিয়া, ৪র্থ-৯ম শতক

আর্মেনিয়ায় সামন্ত প্রথার বিকাশ ঘটে চার এবং পাঁচ শতকে এবং আজেরবাইজানে তিন থেকে ছয় শতকে; ছয় শতক নাগাদ জর্জিয়াতেও একটি সামন্ত রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। আর্মেনিয়ায় ৩০১ সাল নাগাদ এবং বছর পঞ্চাশেক পরে জর্জিয়াতে (কার্ত্লি) খৃষ্টধর্ম গৃহীত হয়।

আর্মেনিয়া এবং জর্জিয়ার এলাকা পারস্যদেশ এবং বাইজানটিয়ামের মধ্যে আধিপত্য নিয়ে লড়াইয়ের একটা ক্ষেত্র ছিল। ৪৫০-৫১, ৪৮১-৮৪, ৫৭১-৭২ সালে পারসীক সাস্‌সানিদ রাজবংশের বিরুদ্ধে আর্মেনীয়, জর্জীয় এবং আল্‌বেনীয়দের (উত্তর আজেরবাইজানের প্রাচীন অধিবাসী) ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে।

মধ্য এশিয়ায় (খরেজম ও সগদিয়ানা) দাসমালিক রাষ্ট্র থেকে সামন্ত প্রথায় রূপান্তর ঘটে ছয় থেকে ন শতকের মধ্যে। সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক বিকাশের সঙ্গে চাষীদের শ্রেণী সংগ্রাম বেড়ে চলে। ৫৮৫-৮৬ সালে বোখারা অঞ্চলে আব্রুই'এর নেতৃত্বে একটি বিদ্রোহ শুধু তুর্কি কাঘানের সাহায্যে দমিত হয়। এর কিছু কাল পরে মধ্য এশিয়া তুর্কি কাঘানেতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

সাত এবং আট শতকে মধ্য এশিয়া ও ট্রান্সককেশাস জয় করে আরবরা; এরা করতলগত এলাকাগুলিতে নৃশংস অত্যাচারের ধারা চালু করে। মধ্য এশিয়া ও

ট্রান্সককেশাসের লোকেরা কয়েক শতাব্দী ধরে আরব শাসনের বিরুদ্ধে অটল সংগ্রাম চালায়। মধ্য এশিয়ায় সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে মুকান্নার নেতৃত্বে সগদিয়ানায় ৭৭৬ থেকে ৭৮৩ পর্যন্ত। আর্মেনিয়ায় সাত শতকে রশ্‌তুনির নেতৃত্বে একটি মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়; তা ছাড়া ৭৭২ থেকে ৭৭৫ পর্যন্ত আর্মেনিয়ায় আরবদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে। আজেরবাইজান এবং দাগেস্তানের বর্তমান ভূখন্ডের উপর অবস্থিত আলবেনীয় রাষ্ট্রে বাবেকের নেতৃত্বে জনগণের মুক্তি সংগ্রাম চলে ৮১৬ থেকে ৮৩৭ পর্যন্ত।

## ৪র্থ থেকে ৯ম শতকের মধ্যে পূর্বী স্লাভগণ

চার থেকে ছ শতকের মধ্যে এ্যান্টিস নামে একটি উপজাতি থাকত পূর্ব ইউরোপে. কয়েকজন পন্ডিতের মতে, এ্যান্টিস নামটি এসেছে আরো আগেকার ভেনেদিয়ানদের কাছ থেকে। এ্যান্টিসরা চাষী ও পশুপালক. দ্‌নেস্তরের পূর্ব দিকে থাকত। খননকার্যের ফলে এ্যান্টিসদের যেসব বসতি পাওয়া গিয়েছে তাতে বোঝা যায় যে, তাদের কারুশিল্প অত্যন্ত বিকশিত ছিল, দ্রব্যাদির মধ্যে আছে লোহা এবং ব্রোঞ্জের জিনিস আব দামী ধাতুর অলঙ্কার। এ্যান্টিসদের সামাজিক সম্পর্ক থেকে প্রমাণ হয় যে সমাজের কৌলিক ব্যবস্থার ভাঙন ধরেছিল। চার শতকে স্লাভদের তীব্র সংগ্রাম চলে আজভ সাগরের উত্তব দিকের গথদের সঙ্গে। দলপতি বজেব অধীনে পূর্বী স্লাভ উপজাতিদের একত্র হবার সংবাদ ইতিহাসে এই যুগেই প্রথম পাই। চার শতকের শেষে কৃষ্ণ সাগর উপকূলের উত্তরেব গথদের বিধ্বস্ত করে হুনরা, মধ্য এশিয়া থেকে চলে এসে এই যাযাবরেরা বিজিত দেশগুলির উৎপাদনী শক্তি এবং সংস্কৃতির প্রচন্ড ক্ষতি কবে। পাঁচ শতকে পতন ঘটে হুন রাষ্ট্রের।

কৃষ্ণ সাগর, উত্তর ককেশাস এবং ভলগা অববাহিকার স্তেপে ছয় শতকে তিনটি তুর্কিক উপজাতি জোট গড়ে ওঠে, পবে এগুলি পরিণত হয় আভার, খাজার এবং বুলগার রাষ্ট্রে। ছয় শতকে আভাবরা স্লাভ ভূমি পার হয়ে নিজেদের রাষ্ট্র আভার কাঘানেত স্থাপন করে ডানিউব এবং কার্পেথিয়ানের মধ্যে; এটি টিকে থাকে নয় শতক পর্যন্ত। সাত থেকে ন শতকে খাজাররা স্লাভদের উপর সর্বনেশে হামলা চালায়। আজভ এলাকার স্থানীয় বুলগার যাযাবর উপজাতি সাত শতকে দুটি দলে বিভক্ত হয়; একটি গেল ডানিউবের ভাঁটিতে, সেখানে স্লাভদের সাথে মেলামেশা চলে, স্লাভরাও শেষ পর্যন্ত বুলগার নামে অভিহিত হয়; অন্য দল উত্তর দিকে গিয়ে ভলগার অববাহিকার মাঝামাঝি জায়গায় পেঁাছিয়ে ভলগা বুলগার রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে; এর রাজধানী বুলগার কামা নদীর মুখের দক্ষিণে ভলগা নদী তীরেই। তেরো শতকের শুরু পর্যন্ত এ রাষ্ট্রটি টিকে থাকে।

ছয় শতকে যাযাবর আভারদের বির্দ্ধে সংগ্রাম কালে কার্পেথিয়ান এলাকায় দ্লেব স্লাভদের একটি উপজাতিক জোট গড়ে ওঠে। প্র্বী স্লাভদের মধ্যে সাধারণত উপজাতি জোটের উদ্ভব হয় সাধারণ শত্র্র বির্দ্ধে সংগ্রামের দর্ন। ন শতকে এদের তিনটি রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল: স্লাভিয়া, কুয়াভিয়া এবং আর্তানিয়া।

## প্রাচীন র্শ রাষ্ট্রের গঠন

প্র্বী স্লাভদের অর্থনীতি কৃষিপ্রধান, প্রধানত ক্ষেত-খামারিয়া: অবশ্য পশ্পালন, শিকার, মাছধরা এবং অন্যান্য কাজের সবিশেষ গ্র্ত্ব ছিল। সঙ্গে সঙ্গে বিকাশ ঘটে কার্শিল্পের। শ্রমেব সামাজিক বিভাগের ফলে স্ত্রপাত হয় পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের। প্রাচীন র্শের ব্যবসাবাণিজ্য চলত পাশ্চাত্য এবং প্রাচ্যের সঙ্গে, জলপথের দৌলতে বাণিজ্যের স্বিধা ঘটে, এ পথের নাম ছিল “গ্রীকদের কাছে ভারাঙ্গিয়ানদের যাবার রাস্তা” — সমস্ত দ্নেপ্র্ ব্যাপী এর প্রসর। বাণিজ্যের উন্নতির ফলে সম্পত্তি বিভেদ আবো বাড়ে, স্থানীয় অভিজাত শ্রেণীর হাতে বৈষয়িক সম্পদ জমে ওঠে; এতে প্র্বী স্লাভদের মধ্যে শ্রেণী গঠন ত্বরান্বিত হয়।

শ্রেণীবিভক্ত সমাজের উদ্ভবে প্রাচীন র্শ রাষ্ট্র স্ষ্টির রাস্তা সাফ হল, এ রাষ্ট্র দেখা দিল নয় শতকের দ্বিতীয়ার্ধে। ইতিব্ত্তের উপকথায় আছে, কয়েকটি স্লাভ উপজাতি ভারাঙ্গিয়ান রিউরিক, সিনিউস এবং ত্র্ভরকে ডেকে পাঠায় তাদের শাসনভার নেবার জন্য। আঠারো শতকে রাশিয়ায় কর্মলিপ্ত কয়েকটি জার্মান ঐতিহাসিক, যাঁরা যা কিছ্ র্শ তাকে উন্নাসিক অবজ্ঞার চোখে দেখতেন, উপকথাটি নিজেদের কাজে লাগিয়ে একটি অবৈজ্ঞানিক তত্ত্বের স্ষ্টি করেন এই মর্মে যে র্শ রাষ্ট্রসত্তা একটি স্বাধীন পরিণতি নয়। তাঁরা বলেন যে র্শ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা হল নর্মানরা (ন শতকে সম্দ্রে ঘ্রে বেডানো স্কাণ্ডিনেভীয় জলদস্যরা), ভারাঙ্গিয়ানরা না আসা পর্যন্ত স্লাভরা ছিল এমন একটা বর্বর উপজাতি যাদেব কৃষি, কার্শিল্প বা স্থায়ী বাস বলে কিছ্ ছিল না। কিয়েভ র্শের সমস্ত সংস্কৃতি নাকি ভারাঙ্গিয়ানদের দৌলতে। কিন্তু দেশ শাসনের জন্য বিদেশী ভারাঙ্গিয়ানদের আমন্ত্রণে প্রাচীন র্শ রাষ্ট্রসত্তার গোড়াপত্তন হতে পারে না, কেননা সমাজের আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলে রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়, বাইরে থেকে সেটাকে আমদানি করা চলে না। র্শ রাজাদের ভাড়া-করা কয়েক দল ভারাঙ্গিয়ানের অস্তিত্ব প্রাচীন র্শের সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির উপর বিশেষ কোনো ছাপ ফেলতে পারেনি, কেননা সংখ্যায় তারা নগণ্য এবং সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশে তারা র্শের চেয়ে নিচু স্তরের লোক। অবিলম্বে ভারাঙ্গিয়ানরা স্লাভদের সঙ্গে মিশে যায়।

নভ্‌গরদের রাজা ওলেগ ৮৮২ সালে কিয়েভ দখল করেন, এটি প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রের রাজধানী হয়ে দাঁড়ায়। রাজা ওলেগ এই প্রথম পলিয়ানে, স্‌লভেনি, ক্রিভিচি এবং অন্যদের একীভূত করলেন। নয় শতকের শেষে এবং দশ শতকের শুরুতে কিয়েভের রাজারা দ্রেভ্‌লিয়ানে, সেভেরিয়ানে এবং রাদিমিচিদেরও বশীভূত করেন, দশ শতকের প্রথমার্ধে উলিচি এবং তিভের্তসি এবং আরো পরে ভিয়াতিচিদের।

কিয়েভের অধীনস্থ জনগণের শোষণ অনেক দিন ধরে চলে রাজা এবং তাঁর দ্রুজিনিকদের (দ্রুজিনার সদস্য বা রাজার সশস্ত্র অনুচরবর্গ) জবরদস্তি আদায় মারফত। প্রধান দ্রুজিনা বা দলের সদস্যরা, অর্থাৎ যে অভিজাতরা রাজার খাস অনুচরবর্গ তারা জায়গির পেত এবং সে জায়গির থেকে নিজেদের ভোগের জন্য রাজকর আদায় করত। করের কিছুটা (ফার, মধু ইত্যাদি) যেত বিদেশে, তার বদলে আসত বিদেশী দ্রব্য। এভাবে রাজনৈতিক সম্পর্কের একটি বিচিত্র প্রথা গড়ে ওঠে যাকে মার্ক্স বলেন সামন্তবিহীন জায়গির প্রথা অথবা এমন সামন্ত যারা বাস্তবত জমির মালিক না হয়ে শুধু কর আদায়কারী। রাষ্ট্রশক্তি ছিল রাজা এবং তাঁর দ্রুজিনার হাতে; রাজা অনেক পরিমাণে নির্ভর করতেন দ্রুজিনার উপর, সর্বেসর্বা তিনি ছিলেন না। পৌর কেন্দ্রে ছিল হাজারির অধিনায়ক — নাগরিক সৈন্যদলের ক্যাপ্টেন। স্থানীয় প্রশাসনের ভার ছিল রাজার প্রতিনিধিদের উপর (ভিরনিকি বা জরিমানা আদায়কারী এবং অন্যান্যরা), এরা বিচার এবং কর আদায় করত। ৯৪৫ সালে দ্রেভ্‌লিয়ানেদের একটি বিদ্রোহ দমনের পর নিজের রাজ্যে রাণী ওল্‌গা প্রশাসনিক কেন্দ্র স্থাপন এবং কর আদায়ের ব্যাপারে নিয়মের প্রবর্তন করেন। নয় থেকে এগারো শতকে সামন্ত প্রথা বিস্তারিত হয়ে দৃঢ় শিকড় গাড়ে প্রাচীন রুশে। গ্রাম সমাজের এজমালি জমি আত্মসাৎ করে ক্রমশ সামরিক নেতারা (রাজারা) এবং তাঁদের দ্রুজিনা ভূস্বত্বাধিকারী হয়ে দাঁড়ান। সম্পত্তিবিভেদ, প্রতিবেশী উপজাতি ও জাতিদের ক্রমান্বয় যুদ্ধবিগ্রহ আর হামলা, এবং রাজাদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে আরো বেশি জরিমানা ও করের দাবী, এ সবের ফলে গরীব হয়ে পড়ে গোষ্ঠীর চাষীরা। স্লাভ গোষ্ঠীর (ভের্ভ্‌) অভ্যন্তরে সম্পত্তিবিভেদ হল এবং যেসব কৃষক স্বতন্ত্রভাবে চাষবাস চালাতে পারল না তারা উৎপাদনের যা প্রধান উপায় সেই জমির মালিকদের সঙ্গে বশ্যতামূলক সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হল।

প্রাচীন রুশ নগর বৃদ্ধি এবং বিকাশ ঘটে আট থেকে দশ শতকের মধ্যে। কয়েকটি নগর — *কিয়েভ, নভ্‌গরদ, প্‌স্কভ, পলৎস্ক, স্‌মলেন্‌স্ক ইত্যাদি — সে সময় নাগাদ* শুধু সুরক্ষিত ঘাঁটি নয়, বাণিজ্যকেন্দ্রেও পরিণত হয়েছে, কারিগরেরা চালাচ্ছে নিজ নিজ পেশা।

সামাজিক সম্পর্কে সামন্ত প্রথা চালু হবার পর কৌলিক প্রাচীন আচার আচরণকে নিজেদের প্রয়োজনের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজেদের স্বার্থোন্নতির সব রকম চেষ্টা করে শাসক শ্রেণী। এর পরিষ্কার একটি ছবি পাওয়া যায় এগারো শতকের শুরুতে রাজা

ইয়ারস্লাভ ভ্লাদিমিরভিচ কর্তৃক আদি সামন্ততান্ত্রিক আইনী সম্পর্কের সংহিতা রচনায় — এটি "রুশ আইন" বা "ইয়ারস্লাভের আইন" নামে পরিচিত।

ভ্লাদিমির স্ভিয়াতস্লাভিচের আমলে (রাজত্ব ৯৮০-১০১৫'এর কাছাকাছি) খৃষ্টধর্ম গ্রহণ (৯৮৮-৯৮৯'এর কাছাকাছি) সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ককে বিশেষ জোরালো করে। তখন পর্যন্ত স্লাভরা ছিল পৌত্তলিক। স্লাভদের প্রাচীন পৌত্তলিক আরাধনা পদ্ধতিতে প্রকৃতির নানা শক্তিকে — জল, অগ্নি, ভূমি, গাছপালা এবং জন্তুজানোয়ারকে — দেবদেবী হিসেবে দেখা হত। পূর্বী স্লাভরা হ্রদ, নির্ঝরিণী, কুঞ্জ, গাছপালা এবং জন্তুজানোয়ারের পূজো করত; পূর্বপুরুষ পূজোও ব্যাপক ছিল (একটি পিতৃদেবতা এবং একটি মাতৃদেবী)। কৃষি এবং শ্রেণী সম্পর্কের অগ্রগতির প্রতিচ্ছায়া পড়ে পূর্বী স্লাভদের পৌত্তলিক পূজো পদ্ধতিতে। তাদের প্রধান দেব ছিল দাজ্দ্-বগ (সূর্য দেব), ভূমির অধিষ্ঠাত্রী দেবী, গবাদি পশুর দেব ভেলেস, অগ্নি দেব স্ভারগ এবং বজ্র দেব পেরুন। তা ছাড়া ছোটখাটো অনেক দেবদেবী।


জ্ঞানী ইয়ারস্লাভ। গেরাসিমভ কর্তৃক পুনঃকল্পিত।

প্রাচীন রুশের বিভিন্ন অংশের সমস্ত লোককে একটি একক মতাদর্শের আওতায় আনতে সাহায্য করে নতুন খৃষ্টধর্ম, কিন্তু এতে প্রধানত সুবিধা হয় সামন্ত ভূস্বত্বাধিকারী শ্রেণীর, কেননা এ ধর্ম প্রভুত্ব ও আনুগত্যমূলক একটি ব্যবস্থার প্রচার করে। শাসক শ্রেণীর প্রতিষ্ঠা কায়েম করার জন্য রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষের বৈষয়িক ও মতাদর্শগত প্রচণ্ড অনুমোদন মেলে চার্চের কাছ থেকে; চার্চ নিজেও পরে শক্তিশালী জমিদার হয়ে দাঁড়ায়। খৃষ্টধর্ম গ্রহণ প্রাচীন রুশের আন্তর্জাতিক মর্যাদা জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ কাজ দেয়। লিপি কৌশলের বিস্তারে, সাহিত্য, চিত্রকলা ও স্থাপত্য বিকাশের মাধ্যমে সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়নে সাহায্য করে চার্চ। খৃষ্টধর্ম

ছড়িয়ে পড়াতে অনুবাদের মাধ্যমে বাইজানটাইন সাহিত্য দেখা দেয় রুশে। সাহিত্যের মধ্য দিয়ে রুশ জনগণ পরিচিত হল পুরাকালের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকারের সঙ্গে।

নয় থেকে এগারো শতকে প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রের শক্তি সঞ্চয় ঘটে জটিল আন্তর্জাতিক সম্পর্কের একটি কালে। পূর্ব থেকে যাযাবরদের, প্রধানত পেচেনেগদের ভয়াবহ হামলার বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হয় কিয়েভ রুশকে; দুর্গ ও দুর্গপ্রাকারাদি নির্মাণ করতে হয় আত্মরক্ষার জন্য। কৃষ্ণ সাগর অববাহিকার উপর নিরঙ্কুশ শাসনের দাবীদার বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে ক্রমাগত সংগ্রাম চলে। কৃষ্ণ সাগর উপকূল এবং ক্রিমিয়ায় নিজেদের প্রতিষ্ঠা জোরদার করার জন্য সামন্ত প্রভু এবং সওদাগরদের প্রয়াস চলেছিল, কিন্তু এ সব অঞ্চলকে নিজ শাসনের আওতায় আনার জন্য বাইজানটিয়ামের চেষ্টা তার অন্তরায় হয়। তাই বাইজানটিয়াম এবং রুশের মধ্যে সশস্ত্র সংঘাত বারবার ঘটে, মাঝে মাঝে সফল হত সে সংঘাত। নয় শতকের মাঝামাঝি পূর্বী স্লাভরা কনস্তান্তিনোপল আক্রমণ করে। ৯০৭ সালে রাজা ওলেগ একটি বৃহৎ বাহিনী নিয়ে বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে ব্যাপক অভিযান শুরু করেন, রুশের পক্ষে সুবিধাজনক সর্তের সন্ধিতে তিনি বাধ্য করেন বাইজানটিয়ামকে, বাইজানটিয়ামে ব্যবসাবাণিজ্য চালাবার অধিকার পায় রুশ সওদাগররা (৯১১ সালের চুক্তি)। ৯৪১ সালে বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে রাজা ইগরের আর একটি অভিযান ব্যর্থ হয়, কিন্তু ৯৪৪-৪৫ সালে আর একটি অভিযানের ফলে নতুন একটি চুক্তি সম্পাদিত হল। ৯৪৩-৪৪ সালে ট্রান্সককেশাসে সফল একটি অভিযান চালায় রুশ সৈন্যবাহিনী।

প্রাচীন রুশের বৈদেশিক কার্যকলাপ সবচেয়ে প্রখর হয় রাজা স্‌ভিয়াতস্লাভের রাজত্বকালে (৯৬৪-৯৭২'এর কাছাকাছি)। কিয়েভের শাসনে পূর্ব স্লাভ অঞ্চলগুলির একীকরণ চালিয়ে যান স্‌ভিয়াতস্লাভ। তাঁর দ্রুজিনা প্রাচীন রুশের চরম শত্রু খাজার কাঘানেতকে ভীষণভাবে হারিয়ে দিয়ে তাদের রাজধানী ইতিল সমেত কয়েকটি সহর ধ্বংস করে (৯৬৫)। ভলগা তীরের বুলগার রাষ্ট্রও করতলগত হয়। পশ্চিমে বুলগারিয়া বাইজানটাইন সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করাতে বাইজানটিয়ামের কঠিন পরিস্থিতিকে নিজের কাজে লাগান স্‌ভিয়াতস্লাভ। রুশের সাহায্যে নিজ শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার আশা ছিল বাইজানটিয়ামের, তার অনুরোধে বুলগারিয়া দখল করে স্‌ভিয়াতস্লাভ ডানিউবে নিজের শক্তি জোরদার করতে চেষ্টা করেন। এতে বাইজানটিয়ামের সঙ্গে আবার সংঘাত বাধল। ৯৬৮ এবং ৯৬৯ সালে বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে দুটি অভিযান চালান স্‌ভিয়াতস্লাভ্। এ দুটিতে তিনি স্বয়ং এবং তাঁর দ্রুজিনা অসমসাহসের পরিচয় দেন। বাইজানটিয়ামের সংখ্যাধিক সৈন্যদল দ্বারা ডানিউব তীরের দরস্তলে ৯৭১ সালে অবরুদ্ধ হওয়াতে তিনি সন্ধি করতে বাধ্য হন, ছেড়ে দিতে হয় দরস্তল। প্রত্যাবর্তনের সময় দ্‌নেপর যেখানে খরস্রোতা সেখানে পেচেনেগরা রুশ সৈন্যদলকে আক্রমণ করে হারিয়ে দেয়: স্‌ভিয়াতস্লাভ নিহত হন

(৯৭২)। তাঁর পুত্র এবং উত্তরাধিকারী ভ্লাদিমির স্ভিয়াতস্লাভিচ সক্রিয় বৈদেশিক নীতির জের টেনে দক্ষিণে এবং দক্ষিণ-পূর্বে কিয়েভ রুশকে সংহত করেন পর পর কয়েকটি সহর বানিয়ে, পেচেনেগদের আক্রমণ থেকে দেশকে রক্ষা করে এগুলি; কয়েকটি রুশ এলাকা অধীনস্থ করার চেষ্টা করছিল পোল্যান্ড, তার বিরুদ্ধে সফল সংগ্রাম তিনি চালান। বাইজানটিয়ামের বিরুদ্ধে আরো কয়েকটি সংগ্রাম সফল হয়। রুশে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের জন্য খৃষ্টীয় চার্চকে কাজে লাগানোর যে চেষ্টা বাইজানটিয়াম করে সে চেষ্টা দেশের সক্রিয় প্রতিরোধে ব্যাহত হয়। ১০৫১ সালে রাজা ইয়ারস্লাভের রাজত্বকালে (১০১৯-১০৫৪) রুশ প্রধান ধর্মাচার্য ইলারিওন রুশ চার্চের শীর্ষে প্রতিষ্ঠিত হন।

কিয়েভের রাজাদের সঙ্গে জার্মানি, ইংলন্ড, ফ্রান্স, স্কান্ডিনেভিয়ান দেশগুলি, বাইজানটিয়াম ইত্যাদির রাজবংশের সঙ্গে ব্যাপক বৈবাহিক সূত্রে প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক প্রতিপত্তি বাড়ে। দক্ষিণ এবং পশ্চিমের স্লাভ, ককেশাস, মধ্য এশিয়া, বল্টিক এবং ভল্গা তীরের বুলগারিয়ার সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য চালাত প্রাচীন রুশ।

## প্রাচীন রুশে সামন্ত সম্পর্কের বিকাশ

এগারো শতক নাগাদ সামন্ত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। এ সময় রাজা এবং বয়ারদের দখলে অনেক খাস জমি। সেবার পরিবর্তে দ্রুজিনিকরা চাকরান জমি পেত মহারাজের কাছ থেকে, এ খেতাব তখন নিয়েছিলেন কিয়েভের রাজারা। ফলে একটি কড়ারি ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার প্রবর্তন ঘটে। সামন্ত জমিদার শ্রেণী সংখ্যায় দ্রুত বাড়ে, ক্রমশ বেশি করে চাষীরা কোনো না কোনো প্রকারে সামন্ত শোষণের আওতায় আসে।

এগারো বারো শতকে বার্শ্চিনা প্রথা বা বেগার খাটুনি ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়। লেনিন বলেন যে বেগার খাটুনি প্রায় রুশের উৎপত্তির সময় থেকে চালু ("রুশ আইন"এর সময় চাষীরা জমিদারদের দাসে পরিণত হয়)। বৈষয়িক মূল্যের প্রধান উৎপাদক ছিল স্মের্দ (চাষী), সামন্ত জমিদারির রকমারি সব কাজ করতে হত তাকে।

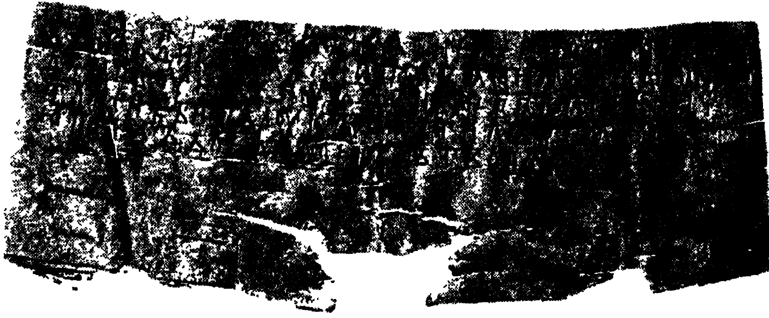
প্রাচীন রুশে সহর বৃদ্ধির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ ছিল সামন্ত অর্থনীতি বিকাশের। সামন্ত দুর্গপ্রাসাদ ও দুর্গাদি প্রাকারের আওতায় গড়ে উঠা নতুন সব বসতি হস্তশিল্প ও বাণিজ্যের কেন্দ্র (পসাদ) হয়ে দাঁড়ায়। এগারো বারো শতকে সহুরে কারিগরদের শিল্পকৌশল অত্যন্ত উঁচু মানে পৌঁছয়, তারা কি সহর কি গ্রাম, উভয়ের প্রয়োজন মেটাত। যে সহরে কারিগরদের আস্তানা তার চারিপাশে দশ এমনকি একশ মাইল দূরের জায়গায় যেত তাদের মাল। বৈদেশিক বাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ

কেন্দ্রও ছিল সহরগুলি। অধিবাসী সওদাগর এবং কারিগরেরা সহরের স্বাধীনতা রক্ষা এবং তাদের উপর রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার জন্য আন্দোলন চালাত।

প্রাচীন রুশে সামন্ত প্রথা বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে শ্রেণী সংগ্রাম আরো প্রখর হতে থাকে। গ্রাম গোষ্ঠীর মুক্ত লোকেরা অধীন চাষীতে পরিণত হচ্ছে, এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় জনগণ। সুজদাল ভূমিতে ১০২৪ সালে স্মের্দরা বিদ্রোহ করে। এগারো শতকের সপ্তম দশকে এবং অষ্টম দশকের শুরুতে কিয়েভে (১০৬৮) সামন্ত প্রথার বিরুদ্ধে একটি বড়োগোছের বিদ্রোহ এবং রস্তভে স্মের্দের মধ্যে গন্ডগোল ও বিক্ষোভ ঘটে (১০৭১'এর কাছাকাছি), সে সময় শ্রেণী সংগ্রাম আবার সুতীব্র রূপ নেয়। শাসক সামন্ত শ্রেণী এবং তাদের রক্ষক রাষ্ট্রশক্তি জনগণের অভ্যুত্থানকে অত্যন্ত নিষ্ঠুরভাবে দমন করে। সঙ্গে সঙ্গে শাসক শ্রেণীর সম্পত্তি ও শক্তি রক্ষার জন্য সামন্ত আইন ব্যবস্থাকে আরো জোরদার করা হল। এগারো শতকের অষ্টম দশকের শুরুতে "রুশ আইন"এর দ্বিতীয় অংশ চালু হয়, এটির নাম "ইয়ারস্লাভিচদের আইন" ("প্রাভদা ইয়ারস্লাভিচেই"), কারণ এটি অনুমোদন করে ইয়ারস্লাভের পুত্ররাজাদের একটি সম্মেলন। "রুশ আইন"এর নীতিগুলিতে প্রখর শ্রেণী সংগ্রামের ছাপ। সামন্ত প্রথা বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে নতুন নানা প্রত্যয়কে আইনগত স্বীকৃতি দেওয়া হয় কিয়েভের ১১১৩'র বিদ্রোহের পর প্রস্তুত "ভ্লাদিমির মনমাখের সনদ"এ এবং "বর্ধিত আইন" নামে পরিচিত "রুশ আইন"এর নতুন একটি সংস্করণে। এটিকে প্রস্তুত করা হয় বারো-তেরো শতকের মোড়ে।

## প্রাচীন রুশের সংস্কৃতি

প্রাচীন রুশে একটি সমৃদ্ধ বৈষয়িক ও মানসিক সংস্কৃতি দানা বেঁধে বিকশিত হয়। কারিগরদের বিশেষ করে জহুরীদের বানানো জিনিস এবং হস্তশিল্প-টেকনিকের সাধারণ উচ্চ মান দেশের বৈষয়িক সম্পদ কতখানি ব্যাপ্ত তার সাক্ষ্য। মৌখিক সাহিত্যে উপকথা ও কাহিনীর (বিলিনি ও স্কাজানিয়া) সবিশেষ বিকাশ ঘটে। দশ শতক নাগাদ লিপি এবং বই নকলের কৌশল বিস্তার লাভ করতে শুরু করে। ১৯৫১ সাল থেকে কয়েকটি বার্চবাকলের পুঁথি পেয়েছেন প্রত্নতাত্ত্বিকেরা, সবচেয়ে প্রাচীন হল এগারো শতকের। বড়ো বড়ো রাজার লাইব্রেরী এবং মঠ-স্কুলের অস্তিত্বের কথা জানা গিয়েছে। রুশীতে সর্বপ্রাচীন যে পুঁথি টিকে আছে সেটির নাম "অস্ত্রমির গস্পেল"। সে সময়কার আলঙ্কারিক পুঁথির চমৎকার নমুনা এটি। অনূদিত (প্রধানত গ্রীক থেকে) বই ছাড়াও কয়েকটি মৌলিক সাহিত্যিক ও ঐতিহাসিক বই রচিত হয়। এসব বই শাসক শ্রেণীর লোকের লেখা, বিশ্বের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী হল ধর্মপ্রণোদিত। সে-যুগের সামাজিক চিন্তাধারণার সবচেয়ে মহৎ সাহিত্য রচনা হল "অতীতের ইতিবৃত্ত"



বার্চবাকলে লেখা চিঠি, খৃষ্টীয় ১১শ শতক।

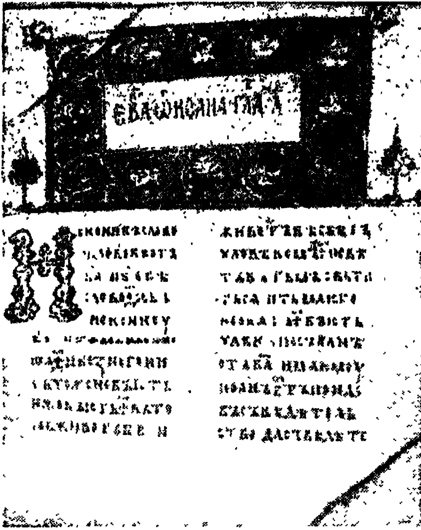
("পভেস্ত ভ্রেমেনিখ লেত্")। আগেকার বিলুপ্ত ইতিবৃত্তের ভিত্তিতে বারো শতকের গোড়ায় লেখা ঐতিহাসিক সংকলন এটি। স্লাভ জাতিগুলির ঐতিহাসিক বিকাশে একত্বের প্রত্যয় প্রকাশ পেয়েছে "অতীতের ইতিবৃত্তে", মহিমাকীর্তন করা হয়েছে প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রশক্তির।

প্রাচীন রুশ নির্মাতারা অনেক মহান স্থাপত্যের সৃষ্টি করেন, বিশেষ উল্লেখযোগ্য হল কিয়েভ, নভ্গরদ এবং পলৎস্কে সেণ্ট সফিয়ার ক্যাথিড্রাল। চিত্র এবং ফলিতকলা যে স্তরে পেঁছিয় সেটা তখনকার পক্ষে বিশেষ উঁচু। পূর্বী স্লাভদের বহুশতাব্দীর সংস্কৃতি থেকে গড়ে ওঠে প্রাচীন রুশের সংস্কৃতি।

প্রাচীন রুশের কাঠামোয় পুরাতন রুশ জাতি দানা বেঁধে পরে তিনটি ভ্রাতৃভাবাপন্ন জাতিতে বিকশিত হয়· রুশ, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয়। মধ্যযুগের ইউরোপের বৃহত্তম এবং অতিপরাক্রান্ত রাষ্ট্রগুলির অন্যতম ছিল প্রাচীন রুশ।

## ৯ম থেকে ১২শ শতকে ট্রান্সককেশাস এবং মধ্য এশিয়া

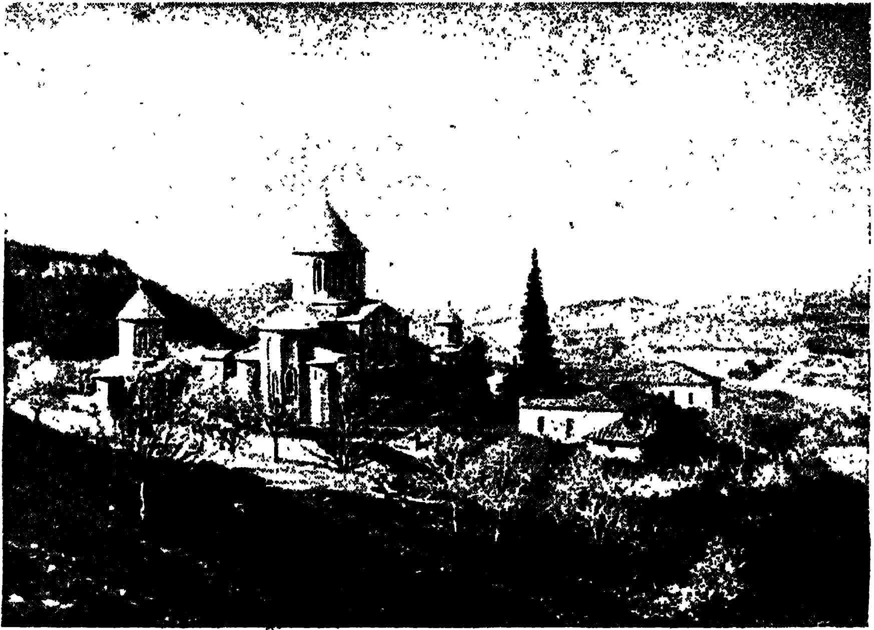
ট্রান্সককেশাস এলাকায় সামন্ত প্রথার বিকাশ প্রক্রিয়া নয় থেকে বারো শতকের মধ্যে অত্যন্ত তীব্র। লোকের প্রধান জীবিকা ছিল কৃষি, ক্ষেতচাষ ছাড়া ছিল আঙুর ইত্যাদি ফলের চাষ, মদ তৈরি, পশুপালন এবং রেশমকীটের চর্চা; লোহার কাজ সমেত কারুশিল্প ছিল অনেক। বাণিজ্যপথে গড়ে ওঠে সহর দ্ভিন, আনি, কার্স, ত্বিলিসি, কুতা ন, শেমাখা, বাকু ইত্যাদি। সামন্ত অভিজাতদের অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা দৃঢ় হয়, চাষীদের অধীনতা আরো বাড়ে। নয়-দশ শতকের মোড়ে ট্রান্সককেশাস আরবদের হাত থেকে মুক্তি পায়।



"অস্ত্রমির গস্‌পেল"এর প্রথম পৃষ্ঠা। ১০৫৬-৫৭।

আরব আধিপত্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় কয়েকটি সামন্ত রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। শিরাকের আর্মেনীয় জাররা (বাগরাতিদ রাজবংশের) নয় শতক নাগাদ শক্তিমান হন, আরব খলিফাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের পুরোভাগে তাঁরা ছিলেন, তাঁদের রাজধানী আনি আর্মেনীয় জায়গাগুলির একত্রিত হবার কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। সামন্ততান্ত্রিক জর্জিয়াকে একসূত্রে বাঁধার (নয়-দশ শতক) কেন্দ্র ছিল তাও-ক্লার্জেতি। প্রায় সারা জর্জিয়া জার তৃতীয় বাগরাতের (৯৭৫-১০১৪) অধীনে এক হয়, কিন্তু বাইজানটিয়ামের পেটোয়া কয়েকটি বড়ো সামন্ত প্রভুর বিভেদমূলক নীতির ফলে এ জোট কায়েমী হয়নি, কয়েকটি রাজ্যে দেশ আবার বিভক্ত হয়ে যায়। এগারো শতকের মাঝামাঝি জর্জিয়ায় ভয়ংকর ধ্বংসাত্মক আক্রমণ চালায় সেল্‌জুকরা। এগারো-বারো শতকের মোড়ে, নির্মাতা চতুর্থ ডেভিডের (১০৮৯-১১২৫) আমলে জর্জিয়া আরো বলিষ্ঠ হয়, ইনি রাষ্ট্রের কেন্দ্র শক্তিকে সহর নির্মাণের মাধ্যমে দৃঢ় করেন। জর্জীয় এলাকায় সেলজুকদের হাত থেকে ছাড়িয়ে নেওয়া হয় কয়েকটি কেল্লাকে, এদের একটি ত্বিলিসি (১১২২) জর্জিয়ার রাজধানী হল। নির্মাতা ডেভিড পূর্ব জর্জিয়া এলাকা নিজের রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এগারো-বারো শতকের মোড়ে অন্যান্য দেশের সঙ্গে ব্যবসাবাণিজ্য আর নির্মাণকার্য বিশেষ প্রসার পায়। জর্জিয়া রাজনৈতিক ক্ষমতার চরমে পেঁছিয় রাণী তামারার আমলে (১১৮৪-১২১৩), বারো-তেরো শতকের মোড়ে। জর্জিয়ার অধীনস্থ ত্রেবিজন্দ সাম্রাজ্য স্থাপিত হয় বাইজানটিয়াম থেকে বিজিত কৃষ্ণ সাগরের দক্ষিণ উপকূলে। এ সময় জর্জিয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উঁচু স্তরে পেঁছিয়। শতা রুস্তাভেলি রচিত "ব্যাঘ্রচর্মাবৃত নাইট" জর্জীয় এবং বিশ্বসাহিত্যে একটি সেরা অবদান, মানবিকতা ও স্বদেশপ্রেমে এটি ওতপ্রোত।

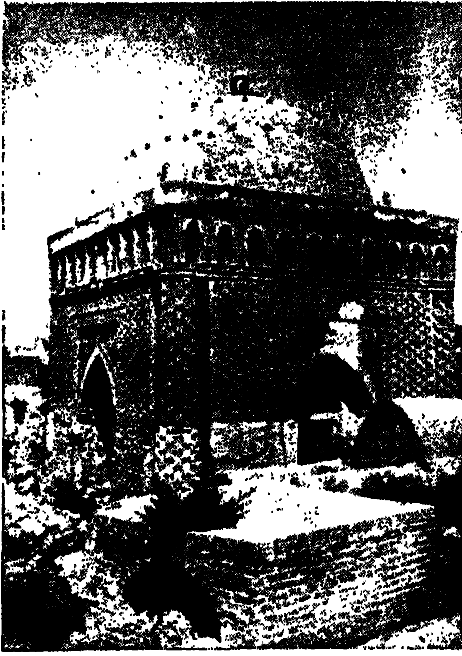
এগারো শতকের প্রথম দিকে আর্মেনিয়ার বৃহৎ একটি অংশ বাইজানটিয়াম দখল করে; এর ফলে আর্মেনীয় ভূমির একতা বিচ্ছিন্ন এবং পরে সেলজুক আক্রমণের সুবিধা হল। আর্মেনীয় অর্থনীতির ক্রমিক পুনঃস্থাপন এগারো শতকের শেষাশেষি শুরু হয়, আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাড়ে। ক্ষুদে কয়েকটি রাজ্য দেখা দিল; সেলজুক আক্রমণের সময় অনেক আর্মেনীয় পালিয়ে যায় সিলিসিয়ায়, সেখানে তারা



জর্জিয়ায় গেলাতি মঠ, খৃষ্টীয় ১১শ শতক।

একটি স্বাধীন সিলিসীয় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করে (১০৮০-১৩৭৫)। জর্জিয়ার সাহায্যে সেলজুকদের কাছ থেকে মুক্ত উত্তর আর্মেনিয়া কিছুকাল জর্জিয়ার অধীন রাজ্য রূপে থাকে, রাজধানী ছিল আনি। বারো শতকের শেষাশেষি আবার আর্মেনিয়া মাথা তুলতে থাকে; তখন বৃহৎ সামন্ত জমিদারির আর সহুরে কারুশিল্পের সুসময়; উত্তর কৃষ্ণ সাগর উপকূলের অঞ্চল এবং অন্যান্য জায়গার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ঘটল। এ যুগে আর্মেনীয় সংস্কৃতির বহুল বিকাশ ঘটে। এগারো শতক থেকে আনি, নরগেতিক এবং অন্যান্য সহরে উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উদ্ভব; মখিতার গেরাত্সি (চিকিৎসাশাস্ত্র) এবং মখিতার গোষ (আইন ও সাহিত্য) ইত্যাদির মতো সুপণ্ডিতের খ্যাতি চারিদিকে রটে। ইতিহাসের অনেক বই লেখা হয়; চিত্রকলা, স্থাপত্য এবং ভাস্কর্যের বিকাশ ঘটে।

নয় শতকের শেষাশেষি আরব খলিফাতের হাত থেকে আজেরবাইজানের মুক্তির পর কয়েকটি ছোটখাটো সামন্ত রাজ্য গড়ে ওঠে। গুরুত্বপূর্ণ অনেক পৌর কেন্দ্র ছিল — বাকু, গাঞ্জা, দের্বেন্ত, তাব্রিজ ইত্যাদি, কারুশিল্পের অনেক উন্নতি ঘটে, প্রসার ঘটে বাণিজ্যের। এগারো শতকের মাঝামাঝি সেলজুকরা আজেরবাইজান আক্রমণ করে, তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় আজেরবাইজানে জর্জীয় প্রভাব বেড়ে যায়। আজেরবাইজানীয় সংস্কৃতি বেশ বিকশিত হয়, বারো শতকের দুটি কবির নাম বিশ্বসাহিত্যের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ — নিজামি এবং হাগানি।



বোখারার সামানিদদের সমাধিমন্দির।

মধ্য এশিয়ায় খলিফা শাসনের অবসান ঘটে নয় শতকে। এই শতকের শেষাশেষি তাজিক সামানিদ রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়, এর আয়ু এক শ বছরের বেশি (৮৭৫-৯৯৯); সামানিদ রাষ্ট্রের মধ্যে আসে সমগ্র পারস্যদেশ ও মধ্য এশিয়া। সে সময় সমস্ত শাখায় — কৃষি, হস্তশিল্প ও বাণিজ্যে বিশেষ উন্নতি ঘটে। সবচেয়ে বড়ো সহর ছিল রাজধানী বোখারা এবং মার্ভ। জায়গির হিসেবে দেওয়া জমির ক্রমবৃদ্ধিতে সামন্ত প্রথার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়। মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উঁচু স্তরে পেঁাছিয়ে বিশ্ব গুরুত্ব অর্জন করে। বিখ্যাত তাজিক পণ্ডিত ইব্‌ন্ সিনা (আভিসেন্না) (জন্ম ৯৮০'এর কাছাকাছি, মৃত্যু ১০৩৭) দার্শনিক, প্রাণী ও উদ্ভিদবিদ, পদার্থবিদ, গণিত বিশারদ ও কবির কর্মস্থল ছিল বোখারা। তাজিক ও পারসীক কবিতার চিরায়ত লেখক ফিরদৌসী রচনা করেন তাঁর বিখ্যাত "শাহনামা"।

সামন্ত সম্পর্ক বৃদ্ধির ফলে সামানিদ রাষ্ট্রের ক্রমিক অবক্ষয় ঘটে। দশ শতকে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের ভূখণ্ড জুড়ে প্রতিষ্ঠিত হল কারাখানিদদের নতুন সামন্ত রাষ্ট্র। পরে তুর্কমেনীয়দের অন্যতম জাতি-উপকরণ হয়ে ওঠে যে অগুজ-তুর্কীরা তারা জেরাভ্‌শান নদী উপত্যকা থেকে কারাখানিদ কর্তৃক বিতাড়িত হয়ে যায় মার্ভে। এখানে তারা সেলজুক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে, এ রাষ্ট্র ক্ষমতার চরম শিখরে পেঁাছয় এগারো শতকের শেষার্ধে। বারো শতকে কারাকিতাইরা আক্রমণ করে কারাখানিদ এবং সেলজুক রাষ্ট্রকে, দুটিই হীনবল হয়ে ভেঙে যায়। অধিবাসীদের কাছ থেকে কর আদায় করত কারাকিতাইরা, কিন্তু মধ্য এশিয়ায় সামাজিক সম্পর্ক বদলাবার চেষ্টা তারা করেনি।

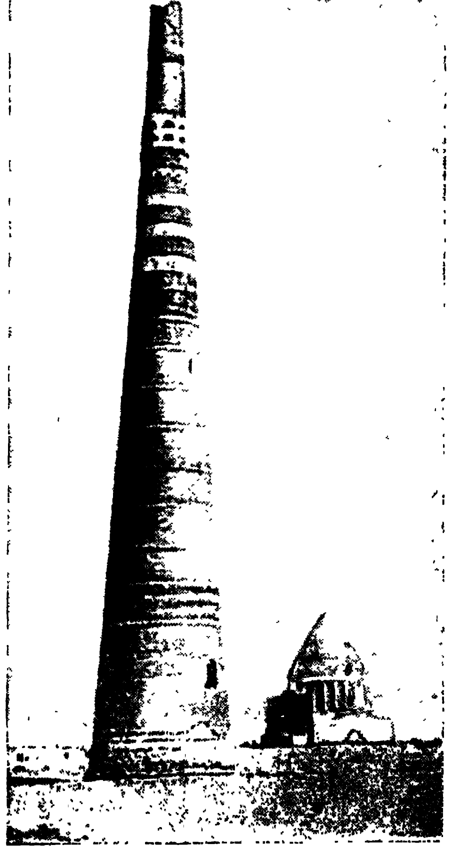
মধ্য এশিয়ায় অর্থনীতি ও সংস্কৃতিতে অত্যন্ত উন্নত একটি রাষ্ট্র ছিল খরেজ্‌ম, উটবাহিত বাণিজ্য পথের একটি সঙ্গমে, উর্বরা মরূদ্যানে এর অবস্থিতি। খরেজ্‌মের রাজনৈতিক উত্থান শুরু হয় বারো শতকের শেষে, সেলজুক ও কারাকিতাইদের সফলভাবে রোখে খরেজ্‌ম।

# সামন্ত অনৈক্য

## র‍ুশে সামন্ত অনৈক্য

### (১২শ শতকের শ‍ুর‍ু থেকে ১৫শ শতকের শেষ পর্যন্ত)

এমন কি এগারো শতকের মধ্য ভাগেই র‍ুশ রাষ্ট্রের প্রাথমিক বিকলন চিহ্ন দেখা দেয়। কিয়েভের আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসে কয়েকটি এলাকা এবং প্রাচীন র‍ুশের ভূখণ্ডে কয়েকটি নতুন রাজনৈতিক গঠন দেখা দিল, এগ‍ুলি আবার ছোটছোট খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যায়। সামন্ত অনৈক্যের যে য‍ুগের স‍ূত্রপাত হল তা দেশের ইতিহাসে একটি স্বাভাবিক পর্যায়। অর্থনীতির স্বনির্ভর র‍ুপের প্রাধান্য যখন তখন সামন্ত জমিদারির বৃদ্ধির ফলে দেখা দিল কয়েকটি বিচ্ছিন্ন স্বনির্ভর সামন্ত খাস ভূসম্পত্তি। কিয়েভের মহারাজদের ক্ষমতা হ্রাস পেতে থাকে।



উর্গেঞ্চের মিনার।

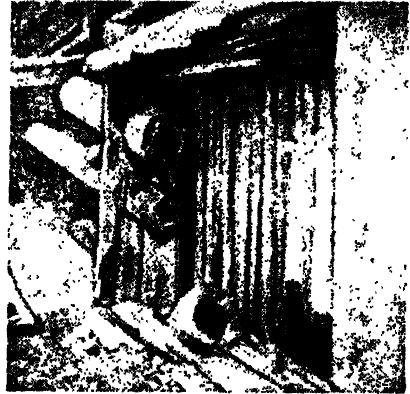
এ প্রক্রিয়ার ফলে কয়েকটি এলাকা ও রাজ্যের প্রখর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ ঘটল। চাষজমির প্রসার ঘটল, কাজে লাগানো হল উন্নত কৃষি পদ্ধতি, স্বতন্ত্র সামন্ত রাজ্যের কেন্দ্র র‍ুপে উদ্ভব হল নতুন সহরের। শ‍ুধ‍ু লিখিত প‍ুঁথিপত্রের বিবরণ থেকেই দেখা যায় যে র‍ুশে এগারো শতকে ষাটের বেশি এবং বারো শতকে ১৩০'এর বেশি নতুন পৌর কেন্দ্র গড়ে ওঠে। এদের অনেকগ‍ুলি বাণিজ্য, শিল্প ও সংস্কৃতির গ‍ুর‍ুত্বপ‍ূর্ণ কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়।

ভূমি, সহর, চাষী ও কারিগরদের উপর প্রভুত্ব ও রাজনৈতিক প্রাধান্যের জন্য নাছোড়বান্দা দলাদলি শ‍ুর‍ু হল সামন্ত অভিজাতদের মধ্যে, নিজেদের মধ্যে য‍ুদ্ধবিগ্রহ লেগে যেত প্রায়ই।

কিয়েভের (ভ্লাদিমিরের পরবর্তী) মহারাজদের নামমাত্র প্রাধান্য তখনো বজায় ছিল, কিন্তু বর্ধিষ্ণু ক্ষমতার ফলে নানা মহাল ও রাজ্য বস্তুত কিয়েভের অধীনতা কাটিয়ে ওঠে। ল্যুবেচে ১০৯৭ সালে অনুষ্ঠিত রাজন্য সম্মেলনে এই নীতি গৃহীত হল: "নিজের নিজের অধিকারে নিজ ভূসম্পত্তি"। যাযাবর (পলভৎসি ইত্যাদি) হামলার বিরুদ্ধে আত্মরক্ষা সংগঠনের জন্য বা সুতীব্র শ্রেণী সংগ্রামের সময় নিজেদের শক্তি সংহত করার জন্যই শুধু রাজারা মিলতেন। কিয়েভে একটি বৃহৎ সামন্ত বিরোধী বিদ্রোহের পর ১১১৩ সালে ভ্লাদিমির মনমাখ নিজের এক্তিয়ারে দেশকে এক করতে সক্ষম হন, কিন্তু সেটা কিছু কালের জন্য। ১১৩২ সালে তাঁর পুত্র ম্স্তিস্লাভের মৃত্যুর পর প্রাচীন রুশ রাষ্ট্র অবশেষে ভেঙে গেল। সামন্ত অনৈক্যের যুগে সবচেয়ে বড়ো সামন্ত রাজ্য ছিল নভগরদ ও প্স্কভ ভূমির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত রস্তভ-সুজদাল এবং গালিসিয়া-ভলিনিয়া।

ওকা ও ভলগার মাঝে রস্তভ-সুজদাল এলাকায় স্লাভ অধিবাসীদের পাশাপাশি থাকত ফিনীয়-উগ্রিক ভাষা গোষ্ঠীর উপজাতিরা—মেরিয়া, মুরমা ও মর্দভীয়। বেশির ভাগ জায়গায় ঘন অরণ্যের বিস্তার থাকলেও বন-পুড়িয়ে-তৈরি-করা বড়ো বড়ো উর্বর কৃষি জমির অস্তিত্ব এখানে ছিল দীর্ঘ কাল। এসব এলাকায় নানা সহর গড়ে উঠে বেশ বড়ো হয়ে দাঁড়ায়, এদের মধ্যে সবচেয়ে পুরোন হল রস্তভ ও সুজদাল। দ্নেপর অববাহিকা এবং নভগরদ ভূমি থেকে লোকজনের স্থানান্তর এবং ওকা ও ভলগার গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য পথের দরুন এ রাজ্যের অগ্রগতি দ্রুত হয়। এগারো-বারো শতকে রস্তভ-সুজদাল রাজ্যের রাজনৈতিক গুরুত্ব বৃদ্ধি পায় এবং বারো শতকের চতুর্থ দশকে আলাদা হয়ে গেল এটি। কয়েকটি নতুন নগরের পত্তন করেন রাজা ইউরি দল্গরুকি (রাজত্বকাল ১১২৫-১১৫৭): মস্কো (ইতিবৃত্তে এর প্রথম উল্লেখ ১১৪৭ সালে), দ্মিত্রভ, ইউরিয়েভ-পল্স্কি, কস্ত্রমা ইত্যাদি। কিয়েভের মহারাজপদের জন্য দল্গরুকির সংগ্রামের জের টেনে রাজা আন্দ্রেই বগলিউব্স্কি (রাজত্বকাল ১১৫৭-১১৭৪) ১১৬৯ সালে কিয়েভ দখল করেন; উত্তরে থেকে গিয়ে তিনি রাজধানী স্থানান্তরিত করেন ক্লিয়াজমা তীরের ভ্লাদিমিরে, এটি রাজ্যের কেন্দ্র এবং মহারাজের শাসনপীঠ হল। মহারাজের ক্ষমতা দৃঢ় করার জন্য খানদানী বয়ারদের বিরুদ্ধতা করেন আন্দ্রেই বগলিউবস্কি, তাঁকে সাহায্য করে দ্ভরিয়ানস্তভো ও সহরের লোকেরা। ১১৭৪ সালে বয়ারদের ষড়যন্ত্রের ফলে তিনি নিহত হন, সামন্ত শোষণের বিরুদ্ধে জন বিদ্রোহের খোরাক জোগাল এটি। তাঁর উত্তরাধিকারী ভ্সেভলদ বলশয়ে গ্নেজদো (রাজত্বকাল ১১৭৬-১২১২) বয়ারদের প্রশমিত করেন, নভগরদ ও মুরম-রিয়াজান রাজ্যগুলিকে ভ্লাদিমির-সুজদালের অধীনে নিয়ে আসেন এবং পূর্বে নিজের রাজ্য সীমানা বাড়াবার প্রয়াস চালান। কিন্তু সামন্ত ভূমিস্বত্ব এবং নতুন সামন্ত কেন্দ্রের নিয়ত

বৃদ্ধির ফলে ভ্লাদিমির-সুজদাল কয়েকটি ক্ষুদ্র খণ্ডে ভেঙে গেল: পেরেয়াস্লাভ্ল্, রস্তভ, সুজদাল, ইয়ারস্লাভ্ল, ত্ভের, মস্কো ইত্যাদি।



নভগরদের জলপাইপ, ১২শ শতক।

নভগরদ-প্স্কভ অঞ্চলের বিকাশ অন্যদের থেকে আলাদা। অর্থনীতির প্রধান খুঁটি ছিল অবশ্য চাষ, কিন্তু শিকার, মাছ-ধরা, বুনো মৌমাছির মধু আহরণ. লোহা খোঁড়া আর লবণ পরিশোধনেরও ভূমিকা ছিল। নভগরদ মহালের কেন্দ্র নভগরদ বড়ো একটি সহর, সেখানে সমৃদ্ধ হস্তশিল্প ছিল, ব্যাপক বাণিজ্য চলত রুশ এলাকা ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে; তেরো, চোদ্দ এবং পোনেরো শতকে উত্তর-ইউরোপীয় বাণিজ্য সহরগুলির হান্সিয়াটিক সংঘের সঙ্গে যুক্ত ছিল নভগরদ। পশ্চিম দ্ভিনা নদী পর্যন্ত পূর্ব বল্টিক উপকূল ভূমি, কারেলিয়া এবং ফিনীয় এলাকা ছিল নভগরদের আধিপত্যে। নভগরদের ভূমি এলাকার অন্তর্গত ছিল উরাল পর্যন্ত প্রসারিত এবং নেন্তসি, কমি এবং অন্যান্য জাতি অধ্যুষিত বিস্তৃত উত্তরাঞ্চল; এসব অঞ্চল থেকে সংগ্রহ করে নভগরদ বিদেশে চালান দিত ফার।

নভগরদের বয়াররা ছিল জমিদার, শিকার ও মাছ-ধরার অধিকারী, বাণিজ্যিক উদ্যোগে আগ্রহী। সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে গণ বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে বয়াররা রাজার ক্ষমতা কমিয়ে নিজেদের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করে। ১১৩৬ সাল নাগাদ রাজনৈতিক সংগঠনে নভগরদ সামন্ত প্রজাতন্ত্রের এমন একটি বিচিত্র রূপ গ্রহণ করে যার রাজার ক্ষমতা সবিশেষ সীমাবদ্ধ। আসলে প্রজাতন্ত্রের শাসন চালাত বয়ার অভিজাতবর্গ, সহরের সমস্ত প্রাপ্ত-বয়স্ক পুরুষ যাতে যোগ দিত সেই জনসভার (ভেচে) উপরে নিজেদের কর্তৃত্ব তারা চাপিয়ে দিত। ভেচের হাতে ছিল দেওয়ানী, আদালতী এবং সামরিক ক্ষমতার সর্বোচ্চ প্রতিনিধি শাসক (পসাদনিক) ও হাজারির অধিনায়ক নির্বাচনের ভার; রাজা আমন্ত্রণ, যুদ্ধ ও শান্তি সংক্রান্ত প্রশ্ন সমাধানের মীমাংসা, ইত্যাদি করত ভেচে।

নভগরদে বণিক ও কারিগর সমিতির বিশেষ প্রতিপত্তি ছিল। সহরের সামাজিক ও রাজনৈতিক বিকাশ তীব্র শ্রেণী সংগ্রামের মধ্য দিয়ে হয়, সামন্ত অত্যাচারের বিরুদ্ধে কারিগর ও চাষীদের অনেক বিদ্রোহ ঘটে (১১৩৬, ১২০৭, ১২২৮-১২২৯, ১২৭০ এবং অন্যান্য সালে)। পশ্চিম থেকে জার্মান এবং অন্যান্য সামন্ত আক্রমণ থেকে আত্মরক্ষা করতে হয় নভগরদ এবং প্স্কভকে (১৩৪৮ সাল পর্যন্ত নভগরদের শাসনে

ছিল প্স্কভ)। লিপিৎসা নদী তীরে যুদ্ধে ভ্লাদিমির-সুজদালের মহারাজদের জবর দখলের বিরুদ্ধে সফল লড়াই করে নভগরদ ১২১৬ সালে।

গালিসিয়া-ভলিনিয়া অঞ্চলে বয়াররা বড়োগোছের ভূস্বত্বাধিকারী হয়ে দাঁড়ায়। অনুকূল প্রাকৃতিক অবস্থার দৌলতে কৃষি ও কৃষিঘটিত অন্যান্য কাজ এবং বাণিজ্যও বেশ চলে। বারো শতকে সহরগুলি বিশেষ বড়ো হয়ে ওঠে (গালিচ, খল্ম ইত্যাদি), এদের শাসনের ভার ছিল যে ভেচের উপর তাতে সবচেয়ে ধনী বয়ার ও বণিকদের প্রভুত্ব। ইয়ারস্লাভ অস্মমিস্লের (রাজত্বকাল ১১৫২-১১৮৭) আমলে গালিসিয়া রাজ্য বেশ সমৃদ্ধ ও রাজনৈতিকভাবে শক্তিশালী হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত বিচ্ছিন্ন হয় কিয়েভ থেকে। ১১৯৯ সালে রাজা রমান ম্স্তিস্লাভিচ হাঙ্গেরীয় সামন্ত হামলাদারদের হটিয়ে দেবার এবং নিজের বয়ারদের ক্ষমতা হ্রাস করার পর গালিসিয়া ও ভলিনিয়া রাজ্যকে একত্রিত করেন। উর্বরা ভূমিলোভী লিথুয়ানীয়, পোলিশ এবং হাঙ্গেরীয় সামন্তদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে গালিসিয়া-ভলিনীয় রাজ্য শক্তিমান হয়ে ওঠে। তাছাড়া ক্ষুদে ভূস্বত্বাধিকারী ও সহরের লোকেদের সাহায্যে রাজাদের লড়তে হয় বড়ো সামন্ত অভিজাতবর্গের সঙ্গে। গালিসিয়া-ভলিনিয়া রাজ্য ক্ষমতা চরম শিখরে ওঠে দানিইল গালিৎস্কির (রাজত্বকাল ১২৩৮-১২৬৪) আমলে, কিন্তু চোদ্দ শতকে লিথুয়ানিয়া ও পোল্যান্ড এটিকে অধিকার করে।

দেশের রাজনৈতিক অনৈক্যের ফলে অবশ্য স্বতন্ত্র অংশগুলির মধ্যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান একেবারে থেমে যায়নি। লোকমানসে দেশের ঐক্যের একটা ধারণা বজায় ছিল। স্থানীয় বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সে যুগের সংস্কৃতি বিষয়বস্তুতে সমগ্রভাবে রুশ। সুপরিচিত "ইগরের দলবল গাথা"য় (১১৮৫-১১৮৭) বহির্বিপদের মুখে ঐক্যের জন্য আবেদন আছে।

প্রাচীন রুশ সংস্কৃতির অধিকতর বিকাশের চিহ্ন পাওয়া যায় কিয়েভ, ভ্লাদিমির, নভগরদ এবং অন্যান্য সহরের সুন্দর স্থাপত্য, মোজেইক এবং চিত্রে। এ সময় নাগাদ বই নকলের পদ্ধতি ব্যাপক হয়ে দাঁড়ায়, জনসংখ্যার উপরের স্তর সাক্ষর ছিল এবং সামন্ত কেন্দ্রগুলিতে অঞ্চল এবং রাজ্য বিশেষের ইতিহাস এবং সারা-রুশ তাৎপর্যের ঘটনাবলী লিপিবদ্ধ করা হত কালপঞ্জীতে। কিয়েভ রুশের মতো সাংস্কৃতিক যোগাযোগ রাখা হত দক্ষিণী স্লাভ, ককেশাস, পশ্চিম ইউরোপ ইত্যাদির সঙ্গে।

### মঙ্গোল-তাতার দিগ্বিজয় এবং জার্মান ও সুইড আক্রমণের বিরুদ্ধে রুশ, মধ্য এশিয়া, ট্রান্সককেশাস এবং বল্টিক উপকূলবর্তী জনগণের সংগ্রাম

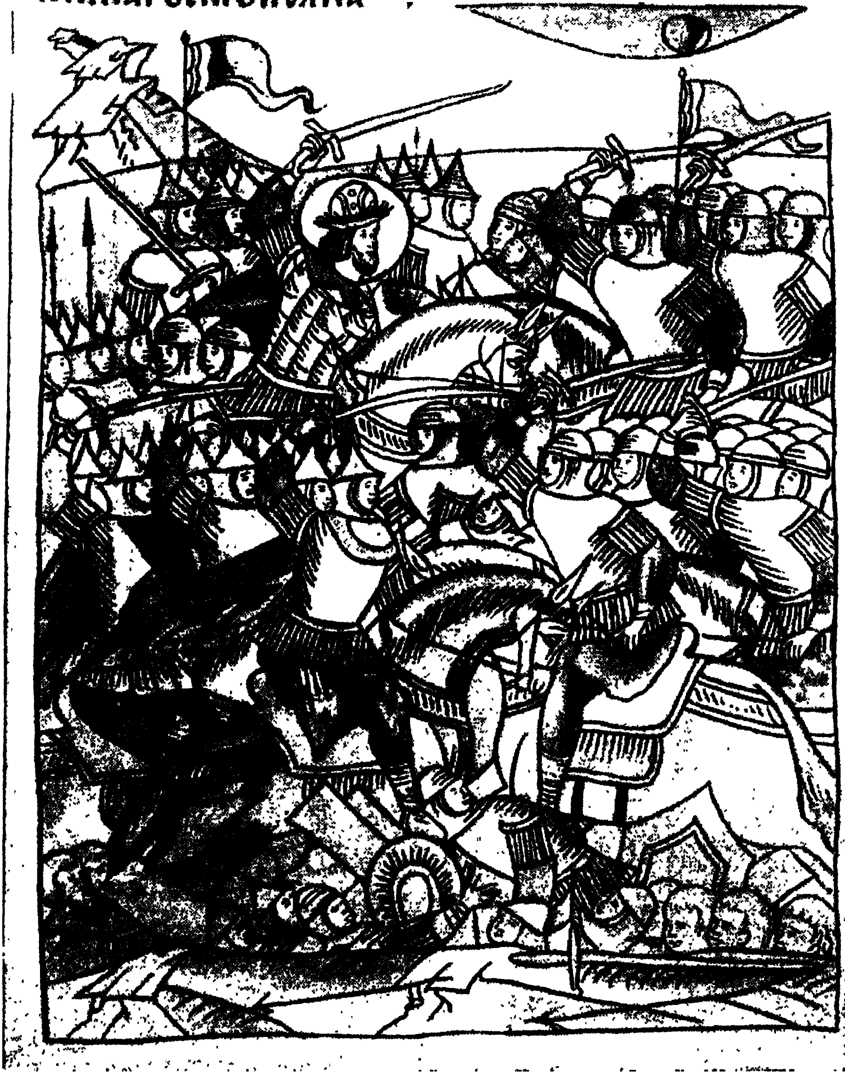
তেরো শতকের শুরুতে চেঙ্গিস খাঁর নেতৃত্বে দক্ষিণ সাইবেরিয়ার কয়েকটি অংশে এবং কেন্দ্রীয় এশিয়ায় একটি সামরিক-সামন্ত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রেণীবিভেদ প্রক্রিয়ার ফলে উদ্ভব ঘটে মঙ্গোল-তাতার রাষ্ট্রের। গবাদি পশুর মালিক মঙ্গোল

অভিজাতরা লুঠতরাজ ও করের দাবীদার ছিল, জনগণের অসমসাহসী প্রতিরোধ সত্ত্বেও তারা বিরাট ভূমিখণ্ড (চীন এবং অন্যান্য দেশ) দখলে আনতে সমর্থ হয়। কড়া নিয়মানুবর্তিতার ভিত্তিতে বলিষ্ঠ একটি সামরিক সংগঠন ছিল মঙ্গোলদের। তাদের বাহিনীর সার অংশে ছিল বলিষ্ঠ এবং অত্যন্ত ক্ষিপ্র ঘোড়সওয়ারী দল। তাদের সাফল্যের আর একটি কারণ আক্রান্ত দেশগুলির সামন্ত অনৈক্য।

চীন ও কোরিয়া জয়ের জন্য দীর্ঘ সংগ্রামের পর মঙ্গোলরা মধ্য এশিয়ার এলাকা আক্রমণ করে ১২১৯ সালে। খরেজ্‌ম্‌ রাষ্ট্র শ্মশানে পরিণত হল। অধিকৃত হল বোখারা ও সমরখন্দ। আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সাহসে লড়ে মধ্য এশিয়ার জনগণ, কিন্তু সামন্ত অনৈক্যের ফলে গোটা এলাকা অধিকার করতে বিশেষ বেগ পেতে হয়নি মঙ্গোলদের। ট্রান্সককেশাস আক্রান্ত হয় ১২২০ সালে। ১২২৩ সালে মঙ্গোল-তাতাররা দের্বেন্তের ফটক পার হয়ে পলভেৎস্‌ স্তেপে প্রবেশ করে এবং সে বছরে কাল্‌কা নদীর তীরে যুদ্ধে পরাজিত করে রুশ রাজাদের দ্রুজিনাদেরকে। পরের কয়েকটি বছর মঙ্গোল-তাতাররা পূর্ব ইউরোপে ব্যাপক অভিযানের তোড়জোর চালায়। ১২৩৬'এ তারা রুশের দিকে অগ্রসর হল; ও বছরে ভল্‌গা তীরের বুলগারিয়া ধ্বংস হল তাদের হাতে। ১২৩৭'এ চেঙ্গিস খাঁর পৌত্র খাঁ বাতু'র নেতৃত্বে মঙ্গোল-তাতার বাহিনী মর্দভীয় অরণ্য হয়ে রিয়াজান অঞ্চল আক্রমণ করে; প্রাচীন রিয়াজান তাদের হাতে পরাজিত ও বিনষ্ট হল। কঠিন ও অসমান যুদ্ধে রুশ জনগণ বীরোচিত প্রতিরোধ চালায়, যতদিন সম্ভব দেশরক্ষার চেষ্টা করে। মঙ্গোল-তাতারদের পঙ্গপাল নিজেদের সংখ্যাধিক্যের সুযোগ নিয়ে আলাদাভাবে প্রতিটি রাজ্যের সৈন্যদের হারায়। ১২৩৭-৩৮'এর শীতকালে উত্তর-পূর্ব রাশিয়া ছারখার হয়ে যায়। ১২৩৮'এ ভলগার শাখা, সিৎ নদী তীরে ভ্লাদিমিরের রাজা ইউরি ভ্সেভলদভিচের সৈন্যদল পরাজিত হল মঙ্গোল-তাতারদের কাছে। মঙ্গোল-তাতার আক্রমণে রুশ সহরের বিস্তর ক্ষতি হয়, এতে পরবর্তী পর্যায়ে রুশের অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যাহত হল। জনগণের প্রচণ্ড প্রতিরোধ বৃথায় যায়নি: বিপুল লোকক্ষয় হওয়াতে মঙ্গোল-তাতাররা নভগরদে অগ্রসর হবার মতলব ছেড়ে দিয়ে ভল্‌গার ওপারে হটে যেতে লাগল। ফিরতি পথে সর্বত্র



সিৎ নদীর যুদ্ধ, ১২৩৮। ১৭শ শতকের মিনিয়েচর। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।



বরফের উপর যুদ্ধ। "অলংকৃত ইতিবৃত্ত"র মিনিয়েচর, ১৬শ শতক।

প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হল তাদের। ১২৩৮'এ ছোট সহর কজেলস্ক সংখ্যায় অত্যধিক সৈন্যদলের বিরুদ্ধে সাত সপ্তাহ অদ্ভুতভাবে আত্মরক্ষা করে। ১২৩৫-৩৯'এর মধ্যে মঙ্গোল-তাতাররা ট্রান্সককেশাস জয় করে আনি, কার্স্, ত্‌বিলিসি, গাঞ্জা, শেমাখা

ইত্যাদি সহর ধ্বংস করে; প্রত্যেক স্থানে জনগণ তীব্র প্রতিরোধ চালায়। ১২৪৫ নাগাদ আক্রমণকারীরা পশ্চিম জর্জিয়া দখল করে। ১২৩৯'এ বাতুর দ্বিতীয় অভিযান রওনা হল, এর ফলে কিয়েভ সমেত (১২৪০) দক্ষিণ রুশ রাজ্যগুলি বিজিত হয়। মঙ্গোল-তাতার আক্রমণের হাত থেকে রেহাই পায় শুধু পলৎস্ক-মিনস্ক এবং নভগরদ-প্স্কভ।

রুশ জনগণের একরোখা অসমসাহসিক প্রতিরোধের দরুন মঙ্গোল-তাতাররা সমগ্র ইউরোপ জয় করতে পারেনি। বোহেমিয়া হয়ে মধ্য ও পশ্চিম ইউরোপে বাতুর প্রবেশ চেষ্টা ব্যর্থ হল; রুশদের সঙ্গে যুদ্ধে ইতিমধ্যে বিরাট লোকসান ঘটে তার, এর পর চেকদের প্রতিরোধ; তাছাড়া পিছনে এমন দেশ রাখা তার ইচ্ছে ছিল না যেগুলি বিজিত হয়েও দমিত নয়, যেখানে রুশ, মধ্য এশিয়া, ভলগা, ককেশাস এবং অন্যান্য অঞ্চলের লোক তখনো প্রতিরোধী; ১২৪২'এ ভলগার ভাঁটির দিকে সৈন্যদল ফিরিয়ে নিয়ে বাতু সেখানে স্বর্ণ ওর্দা নামক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা করে।

রুশ রাজ্যগুলির অবস্থা তখন বেশ কঠিন। লুঠতরাজে তাদের ছারখার করেছে মঙ্গোল-তাতাররা, শক্তিহ্রাসের এ রকম সময় তাদের সম্মুখীন হতে হয় প্রতিবেশীদের আক্রমণের — সুইড ও জার্মান সামন্ত ব্যারনরা তেরো শতকের মাঝামাঝি চূড়ান্ত আক্রমণ করে তাদের উপর। বারো শতকের শেষ থেকে নাইট সম্প্রদায়ের জার্মান সামন্তরা খ্রীষ্টধর্ম গ্রহণ করাবার ছুতোয় স্লাভ ও বল্টিক উপকূলের জনগণের বিরুদ্ধে হামলা চালায়, তাদের প্রচেষ্টাকে সক্রিয়ভাবে সাহায্য করে কিউরিয়া রোমানা (পোপ-দরবার)। জার্মান নাইটদের অগ্রগমনের সঙ্গে চলত স্থানীয় লোকদের বলপূর্বক ধর্মান্তর এবং সামন্ত, জাতীয় ও ধর্মমূলক অত্যাচারের একটি নিষ্ঠুর প্রথা। রুশ জনগণের সঙ্গে বহুদিন নিকট যোগাযোগ ছিল বল্টিক উপকূলের জনগণের, রুশরা তাদের সাহায্য পাঠাত শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। নভগরদ, প্স্কভ এবং অন্যান্য রুশ সহর কয়েকবার নাগরিক সৈন্যদল পাঠায় বল্টিক দেশগুলিতে, এদের হাতে জার্মান নাইটদের পরাজয় ঘটে। কিন্তু বল্টিক দেশগুলির মুক্তি সংগ্রামে অনৈক্যের ফলে তেরো শতকের চতুর্থ দশক নাগাদ জার্মানরা বিস্তৃত এলাকা দখলে আনতে সক্ষম হয়। ১২০২ সালে প্রতিষ্ঠিত নাইট সম্প্রদায়ের অসিবাহীরা ১২৩৭'এ যুক্ত হল টিউটনিক বর্গের সঙ্গে, লাতভিয়া ও এস্তনিয়াতে এদের একটি পৃথক সংগঠন ছিল, তার নাম লিভনীয় বর্গ। বল্টিক দেশগুলির বিরুদ্ধে অভিযান বাড়িয়ে জার্মান নাইটরা নভগরদ ও প্স্কভ ভূমির সীমানার কাছাকাছি এসে পড়ল। রুশ ভূমির বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণে ১২৪০ সালে যোগ দেয় সুইড সামন্তরা। নেভা তীরের যুদ্ধে (১২৪০) রাজা আলেক্সান্দর ইয়ারস্লাভিচের নেতৃত্বে নভগরদের নাগরিক সৈন্যদল সুইডদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে; জয়লাভের জন্য তাঁকে আলেক্সান্দর নেভস্কি নামে ডাকা হত। দু বছর পরে, ১২৪২ সালে, আলেক্সান্দর নেভস্কি লিভনীয় বর্গের নাইটদের ভীষণভাবে হারান চুদস্কয়ে (পেইপাস) হ্রদের যুদ্ধে, বরফের উপর যুদ্ধ বলে এটি

পরিচিত। রুশ ভূমি থেকে বিতাড়িত হল নাইটরা, নভগরদের সামন্ত প্রজাতন্ত্রের স্বাধীনতা অটুট রইল।

মঙ্গোল-তাতারদের গুরুভার শাসনে রুশের সবচেয়ে কঠিন সময় হল তেরো শতকের শেষার্ধ। স্বর্ণ ওর্দার প্রাপ্ত হিসেবে রুশ ভূমি থেকে অত্যন্ত বেশি কর আদায় করত মঙ্গোল-তাতাররা; অনেক এলাকা আক্রমণ করে অধিবাসীদের সর্বনাশ ঘটাত। করের পরিমাণ নির্ধারণের জন্য মঙ্গোলীয় খাঁরা লোক গণনা চালায়। তাদের প্রাদেশিক শাসনকর্তারা (বাস্‌কাক) কর-আদায়ের তদারক করত, সন্ত্রাস ও বলপ্রয়োগের একটি নিষ্ঠুর শাসন ব্যবস্থা তারা প্রতিষ্ঠা করে। রাজনৈতিকভাবে রুশ রাজ্যগুলি স্বর্ণ ওর্দার অধীনে ছিল, বাহিনীর খাঁরা প্রত্যেক রাজাকে একটি করে সনদ দিত। রাশিয়ার সামন্ত অনৈক্য বিজেতাদের পক্ষে সুবিধাজনক ছিল বলে রাজাদের মধ্যে শত্রুতা বাধাবার যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করত। প্রতিযোগী রাজারা নিজেদের স্বার্থে নিজভূমির স্বাধীনতা জলাঞ্জলি দিয়ে সাহায্যের আবেদন প্রায়ই জানাত খাঁদের কাছে, নিজেদের ঘরের শত্রুর সঙ্গে লড়াই চালাবার জন্য দেশে আনাত মঙ্গোল-তাতারদের নতুন দল। কিন্তু এমন অবস্থাতেও রুশ জনগণ আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে যায়। অনেক জায়গায় (নভগরদে, ১২৫৯; রস্তভ, ইয়ারস্‌লাভ্‌ল, সুজদাল এবং অন্যান্য সহরে, ১২৬২; ত্‌ভেরে, ১২৯৩ এবং ১৩২৭'এ ইত্যাদি) গণবিদ্রোহ ঘটে, এতে মঙ্গোল-তাতার শাসনের বিরুদ্ধে মুক্তিসংগ্রাম ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয় সামন্ত বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে।

## ১৪শ এবং ১৫শ শতকে রুশ ভূমির সামাজিক এবং অর্থনৈতিক প্রথা

দেশের উৎপাদন শক্তিকে ভেঙে দেয় মঙ্গোল-তাতার আক্রমণ, সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায় হয়। কিন্তু জনগণের শ্রমের দৌলতে ধীরে ধীরে আক্রমণ জনিত প্রচণ্ড লোকসান মেটে। চোদ্দ শতকের শেষার্ধে রুশ দেশের অর্থনীতি আবার ভালো হতে শুরু করে। প্রথমে অর্থনীতির প্রধান শাখা, অর্থাৎ কৃষির উৎপাদন পুনর্গঠিত হল। মঙ্গোল-তাতারদের দুর্বহ শাসনকালে অধিবাসীরা ওকা ও ভলগার মধ্যবর্তী অঞ্চলের আরো সুরক্ষিত জেলায় চলে যাওয়াতে এসব জায়গা আরো জনবহুল হল, সুবিধা হল উত্তর-পূর্ব রুশের অর্থনীতি বিকাশের। লাঙল চালানো হল নতুন জমিতে, লোহার লাঙল দেখা দিল এবং পোনেরো শতকে শস্য পালাবদলের তিন ক্ষেতী ব্যবস্থা আরো ব্যাপক হল। ক্ষেতচাষ ছাড়া ব্যাপকভাবে চলত পশুপালন, লবণ-শোধন, বীবর-শিকার এবং মাছ-ধরা; কারুশিল্প, বিশেষ করে কাঠ এবং লোহার কাজ আবার জেগে উঠল।

ত্‌ভেরে ১২৮৫'তে পাথুরে বাড়ি তৈরি আবার শুরু হয়; ১৩২৬'এ মস্কোবাসীরাও পাথুরে-দালান নির্মাণ আরম্ভ করে। অনেক রুশ সহরে চোদ্দ-পোনেরো শতকে দেখা

দিল পাথরের বাড়ি। চোদ্দ শতকের সপ্তম দশকে মস্কোর শক্তিশালী দুর্গ ক্রেমলিন পাথরে পুনর্নির্মিত হল। সহরে সহরে ধাতুর কাজ তখন চলতি, কিছু কাল পরে ধাতু ঢালাই দেখা দিল। চোদ্দ শতকের শেষাশেষি ছাঁচে ঢেলে কামান তৈরি হয়, এর প্রথম ব্যবহার ঘটে ১৩৮২'তে মস্কোয় খাঁ তকতামিশের হামলার সময়। বাণিজ্য ও হস্তশিল্পের আবার সুসময় এল, বিশেষ করে মস্কো, নভগরদ, ত্ভের এবং নিজনি নভগরদে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের দেশগুলির সঙ্গে যোগাযোগ আবার হল। নভগরদে "ইভান শত" নামে একটি বণিক সংঘ ছিল; মস্কোতে ছিল দুটি সংঘ — সুরজ (সুদাক) ও কাফা (ফেওদসিয়া) এবং তাদের মাধ্যমে নিকট প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যরত "সুরজীয় সংঘ" এবং "বস্ত্র সংঘ", পশ্চিমের সঙ্গে এর বাণিজ্য। পোনেরো শতকের শেষে গড়ে উঠল দূর বাণিজ্য উদ্যোগের জন্য নানা বণিক কোম্পানি। দূর দেশে রুশ বণিকরা যেত। পোনেরো শতকের শেষার্ধে ত্ভেরের বণিক আফানাসি নিকিতিন ভারতে যান, তাঁর যাত্রার কথা তিনি লেখেন "তিন সমুদ্র পাড়ি" নামক বইতে। সবচেয়ে শক্তিশালী সামন্তরা — মঠ, বয়ার ও রাজারা -- বণিক উদ্যোগে যোগ দিত। বাণিজ্য বিস্তারের ফলে রুশ অঞ্চলগুলি একত্র হবার সুবিধা হয়। তবু চোদ্দ-পোনেরো শতকে মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্কের স্তর ছিল নিম্ন। একই সময় আরো জমি কেন্দ্রীভূত হয় সামন্তদের হাতে, বিশেষ করে রাজা ও মঠের হাতে। এ সময় প্রতিষ্ঠিত ত্রইত্সে-সের্গিয়েভস্কি, কিরিলো-বেলজের্স্কি এবং সলভেৎস্কি মঠ খামার, শিকার, মাছ-ধরা এবং আয়ের অন্যান্য উৎস সমেত বড়ো বড়ো জমিখণ্ডের সামন্ত মালিক হয়ে দাঁড়ায়। চোদ্দ-পোনেরো শতকে জায়গির হিসেবে সর্তাধীনভাবে দেওয়া জমির পরিমাণ অত্যন্ত বাড়ে; এ ব্যবস্থা শুরু হয়েছিল প্রাচীন রুশে। সামন্ত সম্পত্তির বিস্তার প্রধানত ঘটে চাষীদের জমি নিয়ে, অনেক সময় এগুলিকে আত্মসাৎ করে নেওয়া হত; এ বিস্তারের অনুমোদন মিলত রাজার প্রাধিকারে। খাজনার প্রধান রূপ ছিল ফসলী ছাড়-খাজনা (পরিশ্রমের পরিবর্তে দেয় খাজনা), কিন্তু বেগার খাটুনিও চলত। সামন্ত জমিদারি ও সামন্ত শোষণ বৃদ্ধিকে প্রতিরোধ করার চেষ্টা করত জনগণ; সশস্ত্র সংঘাত, জমি ছেড়ে পলায়ন ইত্যাদিতে প্রকাশ পেত সে প্রতিরোধ। তখনকার প্রচলিত ধর্মমতের বিরুদ্ধতা সরকারী সামন্ত চার্চের বিরুদ্ধে শ্রেণী প্রতিবাদের একটি রূপ।

## মস্কোর আশেপাশে রুশ অঞ্চলের একত্র হওয়া শুরু। কুলিকভোর যুদ্ধ, ১৩৮০

মঙ্গোল-তাতার শাসনের সময় রুশ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনের প্রধান কেন্দ্র ছিল উত্তর-পূর্ব রুশ। তেরো শতকের শেষে এ অঞ্চলে সবচেয়ে বড়ো রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল ত্ভের, কিন্তু চোদ্দ শতকের শুরুতে দ্বন্দ্ব শুরু হয় মহারাজ হিসেবে

খাঁর সনদ প্রাপ্ত ত্ভেরের রাজাদের সঙ্গে মস্কোর রাজাদের। মস্কো রাজ্যের ক্ষমতা দ্রুত বৃদ্ধি পায়: ১৩০১'এ এতে যোগ দেয় কলম্না, ১৩০২'এ পেরেয়াস্লাভ্ল-জালেস্কি এবং ১৩০৩'এ মজাইস্ক। মস্কোর রাজারা চার্চকে নিজেদের দলে টানতে সফল হন, তাঁদের রাজনৈতিক প্রভাব বৃদ্ধিতে এটা নিল মহা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। সারা রুশের ধর্মাচার্যের পীঠ হয়ে দাঁড়াল মস্কো। স্বর্ণ ওর্দার খাঁদের বিশ্বাস অর্জনে এবং ত্ভেরের বিরুদ্ধে তাদের কাজে লাগাতে সমর্থ হন মস্কোর রাজারা। মহারাজ সনদ ১৩২৮'এ পেলেন মস্কোর রাজা ইভান দানিলভিচ, অন্য নাম কালিতা ("টাকার থলি") (রাজত্বকাল ১৩২৫-১৩৪০)। মঙ্গোল-তাতার হামলা থেকে দীর্ঘ বিরতি ইনি পান, এতে মস্কো রাজ্যের অর্থনীতিতে একটি সচ্ছল যুগ সুনিশ্চিত হল।

চোদ্দ শতকের শেষার্ধে উত্তর-পূর্ব অন্যান্য রুশ রাজ্যের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ে — নিজের প্রতিপত্তি ফিরে পেল ত্ভের, আবার পুরোধায় এল সুজদাল, নিজনি নভগরদ এবং রিয়াজান রাজ্য। এ শতাব্দীর সপ্তম এবং অষ্টম দশকে রুশ অঞ্চলে তাতার আক্রমণের মাত্রা বাড়ে, তাদের বিরুদ্ধে রুশ অঞ্চলগুলিকে এককরার কর্তব্যভার গ্রহণ করল মস্কো। মস্কো রাজ্য ব্যাহত করে লিথুয়ানিয়ার মহারাজ ওলগিয়ার্দাসের আক্রমণ, হারিয়ে দেয় সুজ্দাল ও নিজনি নভগরদ, ত্ভের এবং রিয়াজান রাজ্যকে এবং স্বর্ণ ওর্দার বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের জন্য প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি চালায়।



মস্কোর মহারাজ ইভান কালিতার সীলমোহর। ১৩৩৯ সাল নাগাদ লিখিত থেকে।

১৩৭৮ সালে রিয়াজান এলাকায় ভোজা নদীতে সরাসরি যুদ্ধে মঙ্গোল-তাতার সৈন্যদলকে প্রথম পরাজিত করে রুশ দ্রুজিনা। রুশ ভূমিতে স্বর্ণ ওর্দার শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় তাতার সেনাপতি মামাই লিথুয়ানিয়ার মহারাজ জাগাইলোর সঙ্গে সন্ধি করে বিরাট একটি বাহিনী সমবেত করল; রিয়াজানের রাজা ওলেগের বিশ্বাসঘাতকতার ভরসাও তার ছিল। মামাই'এর সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য বৃহৎ একটি সৈন্যদল জড়ো হল মস্কোয়, এতে সহরের সৈন্যদল ও চাষীদের দল ছিল। অধিনায়ক হলেন মস্কোর মহারাজ দ্মিত্রি ইভানভিচ্ (রাজত্বকাল ১৩৫৯-১৩৮৯), পরে এঁর পদবী হয় দনস্কই — দন নদী তীরে কুলিকভোতে জয়লাভের জন্য, এখানে তিনি বাহিনী নিয়ে যান এবং এখানেই ১৩৮০ সালের ৮ই সেপ্টেম্বরে মঙ্গোল-তাতার



কুলিকভোর যুদ্ধ। ১৬শ শতকের শেষের দিকের মিনিয়েচর
(লেনিন রাষ্ট্রীয় লাইব্রেরি, মস্কো)।

আক্রমণকারীরা যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হয়। কুলিকভোর যুদ্ধে মঙ্গোল-তাতার কবলের অবসান হল না বটে, কিন্তু এ থেকে রুশের বর্ধিষ্ণু শক্তির পরিচয় পাওয়া গেল, মস্কো কর্তৃক রুশ রাজ্যগুলির একীকরণের পরিণতি হল এই যুদ্ধ। তখন রুশ অঞ্চলগুলির প্রধান কেন্দ্র হিসেবে মস্কো নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছে সম্পূর্ণভাবে এবং মহারাজ দ্মিত্রি দনস্কই সেই প্রথম স্বর্ণ ওর্দার অনুমতি বিনা নিজের পুত্র প্রথম ভাসিলিকে (রাজত্বকাল ১৩৮৯-১৪২৫) মহারাজত্ব দিয়ে যান উত্তরাধিকার সূত্রে। সহরের লোক

এবং মধ্য ও ক্ষুদ্র সামন্ত জমিদারদের সাহায্যে মস্কোর রাজারা রুশ অঞ্চলগুলির একীকরণ ও বিদেশী আক্রমণ থেকে তাদের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার আন্দোলন চালিয়ে যান।

পোনেরো শতকের তৃতীয় দশকে যে সামন্ত যুদ্ধ বাধে তাতে একটি মাত্র রাষ্ট্রে রুশ রাজ্যগুলির একত্রিত হবার সুবিধা হয়। এ যুদ্ধে জ্‌ভেনিগরদ এবং গালিচের রাজা ইউরি দ্‌মিত্রিয়েভিচ, এবং পরে তাঁর পুত্র দ্‌মিত্রি শেমিয়াকার নেতৃত্বে স্বাধীন রাজারা লড়েন সেই সব রাজাদের বিরুদ্ধে যাঁরা একটি একক রাষ্ট্রীয় কেন্দ্রের পক্ষে ছিলেন; এ'দের নায়ক ছিলেন মস্কোর মহারাজ দ্বিতীয় আলোহীন ভাসিলি (রাজত্বকাল ১৪২৫-১৪৬২), অন্ধ করে দেওয়া হয় বলে ইনি এই পদবীতে পরিচিত।



রুশ সৈনিকের বর্ম।

আলোহীন ভাসিলি কয়েকটি যুদ্ধ হারলেন, তবু চূড়ান্ত জয়লাভ হয় মস্কো মহারাজ্যের। এ যুগের বিশিষ্ট স্বাক্ষর হল এই যে, রুশের নেতৃত্ব থেকে মস্কোকে হটাবার জন্য যুদ্ধ হল না (যেমন হয়েছিল চোদ্দ শতকের নানা দ্বন্দ্বে), যুদ্ধ হল মহারাজ্যের সিংহাসনলাভের জন্য, মস্কোর প্রতিপত্তি ও গুরুত্বের খাতিরে। পোনেরো শতকের শেষ নাগাদ সামন্ত রাজতন্ত্র রূপে একটি একক রুশ রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত অনুকূল হয়। কৃষির এবং সহুরে হস্তশিল্পের উৎপাদন-শক্তির উন্নতির ফলে বিভিন্ন অঞ্চলের অর্থনৈতিক যোগাযোগ দৃঢ় হয়।

কিন্তু মঙ্গোল-তাতার আক্রমণ এবং বিদেশী প্রভুত্বের ফলে সহরের ধ্বংস ও শক্তিহ্রাস, সামন্ত প্রভুদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অবস্থার বিশেষ দৃঢ়তা আর পৃথিবীর বাণিজ্য পথ থেকে বিচ্ছিন্নতা পুঁজিবাদী উপাদানের বিকাশযোগ্য পরিস্থিতির অন্তরায় হয়। সে জন্য কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রের ভিত্তি ছিল কড়াভাবে সামন্তিক। সামন্ত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থা বৃদ্ধি পাওয়াতে এবং সামন্ত শ্রেণীর মধ্যে একটি নতুন দলের — দ্‌ভরিয়ানস্তভোর উদ্ভব ঘটাতে — চাষীদের আনুগত্য সুনিশ্চিত করতে পারে এমন

কড়া কেন্দ্রীয় শাসনে উৎসাহান্বিত ছিল তারা — মহারাজের শাসনের সামাজিক সহায় মেলে। মস্কোর রাজাদের একীকরণ নীতি সমর্থন করত সহরবাসীরা, তারা ভাবত বহিঃ শত্রুর আক্রমণ এবং অন্তর্বিরোধ, দুয়োরি বিরুদ্ধে মহারাজের ক্ষমতা নির্ভরযোগ্য, তাছাড়া এ ক্ষমতার ফলে রুশ অঞ্চলগুলির বাণিজ্যিক যোগাযোগ বাড়বে। এ ছাড়া সেবাদলের বয়াররা এবং চার্চ সমর্থন করত মস্কোর মহারাজত্বকে।

বাইরে থেকে রুশের মহা বিপদের আশঙ্কার দরুন দেশের স্বাধীনতা সুনিশ্চিত করতে পারে এমন একটি কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা ত্বরান্বিত হল।

সামন্ত অনৈক্যের সময় পূর্বী স্লাভরা ক্রমে ক্রমে তিনটি ভ্রাতৃভাবাপন্ন জাতি গড়ে তোলে — বড়ো রুশী, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় — এদের সকলের আদিপুরুষ হল প্রাচীন রুশের লোকেরা। চোদ্দ-পোনেরো শতকে বড়ো রুশী ভাষার বৈশিষ্ট্য এবং রুশের সাধারণ রাজ্য এলাকার সীমা স্পষ্ট হয়ে ওঠে; এ এলাকার মর্মস্থান হল ওকা এবং ভলগার মধ্যবর্তী অঞ্চল। ষোলো শতক নাগাদ রুশ জাতির গঠন মোটের উপর সমাপ্ত হয়।

চোদ্দ-পোনেরো শতকে রুশে বিশেষ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। সে সময়ের সংস্কৃতির কেন্দ্রীয় ধারণা ছিল সমস্ত রুশ অঞ্চলের একীকরণ এবং মঙ্গোল-তাতার কবলের হাত থেকে মুক্তির কথা। এ ধারণা বিশেষ বলিষ্ঠভাবে প্রকাশ পায় ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তে, বিশেষ করে মস্কোর ঐতিহাসিক ইতিবৃত্তে এবং সাহিত্য রচনায় ("মামাইয়ের সঙ্গে যুদ্ধের কাহিনী", "দনের ওপারে", "দ্মিত্রি দনস্কইয়ের জীবন", "ইতিবৃত্ত")। চারুকলা পৌঁছয় উচ্চ স্তরে — ফিওদর গ্রেক এবং বিশেষ করে আন্দ্রেই রুব্লিওভের চিত্রকলা; স্থাপত্যে অগ্রগতির নিদর্শন মেলে মস্কোয় ক্রেমলিন ক্যাথিড্রালগুলি, কভালিওভে রক্ষাকর্তার চার্চ এবং ভলতভে (নভগরদ ভূমি) অ্যাসাম্প্সন চার্চ ইত্যাদির নির্মাণে।

## লিথুয়ানিয়ার মহারাজ্য। ১৩শ-১৫শ শতকে বল্টিক উপকূল এলাকা

লিথুয়ানীয় উপজাতিগুলির মধ্যে সামন্ত সম্পর্কের বিকাশ এবং বল্টিক অঞ্চলে জার্মান আক্রমণ প্রতিরোধের আবশ্যিকতার ফলে তেরো শতকের মাঝামাঝি লিথুয়ানীয় রাষ্ট্র গড়ে ওঠে। এ সংগ্রামে একত্রে লড়ে লিথুয়ানীয় ও রুশেরা। বিদেশী শত্রুর সঙ্গে সংঘর্ষের সময় গড়ে উঠল লিথুয়ানীয় রাষ্ট্র এবং তার সঙ্গে লিথুয়ানীয় জাতি। লিথুয়ানীয় উপজাতিগুলির একীকরণ শুরু হয় রাজা মিনদাউগাসের আমলে (তেরো শতকের মধ্যভাগ)। প্রক্রিয়া আরো জোরে চালিয়ে যান গেদিমিনাস (রাজত্বকাল ১৩১৬-১৩৪১)। মঙ্গোল-তাতার আক্রমণের সময় রুশ অঞ্চলগুলির দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে

*লিথ্বয়ানিয়ার সামন্ত প্রভুরা পশ্চিম-রুশী, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় এলাকাগুলি* দখল করে।

লিথুয়ানীয় রাষ্ট্রে রুশ, উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় উচ্চ বিকশিত সামন্ত প্রথাধীন এলাকার অন্তর্ভুক্তি বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে লিথুয়ানিয়ার রাষ্ট্রসত্তা, সামাজিক কাঠামো এবং সংস্কৃতির উপর, কিন্তু এ সব এলাকার লোককে লিথুয়ানিয়ার সামন্ত প্রভুদের হাতে অনেক নির্যাতন সইতে হয়। চোদ্দ-পোনেরো শতকে প্রবর্তিত হল ভূমিদাসত্ব, সে সঙ্গে আরো তীব্র হল চাষীদের শোষণ।

চোদ্দ শতকের শেষাশেষি টিউটনিক বর্গের আক্রমণ বেড়ে ওঠায় ১৩৮৫'তে ক্রেভ্‌সের মিলন চুক্তি সম্পাদিত হল, এতে লিথুয়ানিয়া এবং পোল্যান্ড যুক্ত হয়: টিউটনিক বর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রামে এর ভূমিকা সমধিক, কিন্তু এর ফলে লিথুয়ানিয়ার এলাকায় পোল্যান্ডের অভিজাত বর্গ এবং ক্যাথলিক ধর্মের অনুপ্রবেশ ঘটে: ভিতাওতাসের নেতৃত্বে প্রতিরোধ জানাল লিথুয়ানীয় এবং রুশীয় জনসাধারণ।

পোনেরো শতকের শুরুতে টিউটনিক বর্গের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চরমে পেঁছিয়। ১৪১০ সালে গ্রুন্‌ভালদের ঐতিহাসিক যুদ্ধে সম্মিলিত লিথুয়ানীয়, পোলিশ, রুশী, উক্রেনীয়, বেলরুশীয় এবং চেক সৈন্যদলের হাতে টিউটনিক বর্গের নাইটরা সম্পূর্ণভাবে পরাজিত হয়; টিউটনিক বর্গের পতনের শুরু এখান থেকে। লিথুয়ানিয়ায় বিকাশ ঘটল সামন্ত প্রথার, ভূমিদাসত্বকে দেওয়া হল বৈধ রূপ; মাগদেবুর্গ আইনে স্বশাসিত সহরগুলি অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে বিশেষ এগিয়ে যায়। চোদ্দ-পোনেরো শতকে লিথুয়ানিয়ার শাসক সামন্ত শ্রেণী কয়েকটি সামাজিক স্তরের একটি নিয়মিত সংগঠন পায় --- বড়ো জমিদার (পানভে) এবং মধ্য ও ক্ষুদে সামন্ত (শ্লিয়াখ্‌তা)। উচ্চতর সামন্ত অভিজাত বর্গে গঠিত হত পরিষদ (রাদা), মহারাজের ক্ষমতা সীমাবদ্ধ হত তাতে; এ ছাড়া ছিল সামন্তদের সম্মেলন (সেইম)। মহারাজ কর্তৃক নিযুক্ত লোকের হাতে থাকত স্থানীয় কর্তৃত্ব। মহারাজ ভিতাওতাস কেন্দ্রীকরণ নীতির অনুসরণ করেন, কিন্তু এ নীতি এবং পোল্যান্ডের অধীনতা বর্জনে তাঁর প্রয়াস সফল হয়নি।



ভালিনের ক্রেমলিন।

চোদ্দ-পোনেরো শতকে লাতভিয়া ও এস্তনিয়ার এলাকা জার্মান সামন্তদের শাসনাধীন ছিল, এরা জনগণকে শোষণ করত। রিগা, সেসিস, ভালমিয়েরা, তালিন, তার্তু এবং অন্যান্য বল্টিক সহর গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্য ও হস্তশিল্প কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায়। রুশ অঞ্চলের সাহায্যে বল্টিক উপকূলের জনসাধারণ বিদেশী অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়। এস্তনীয় জনগণের সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ চলে ১৩৪৩ থেকে ১৩৪৫ পর্যন্ত (সেণ্ট জর্জের রাত্রি নামে পরিচিত); প্রাশিয়া থেকে সৈন্য আনিয়ে শুধু এ বিদ্রোহ দমাতে পারে লিভনীয় বর্গ।

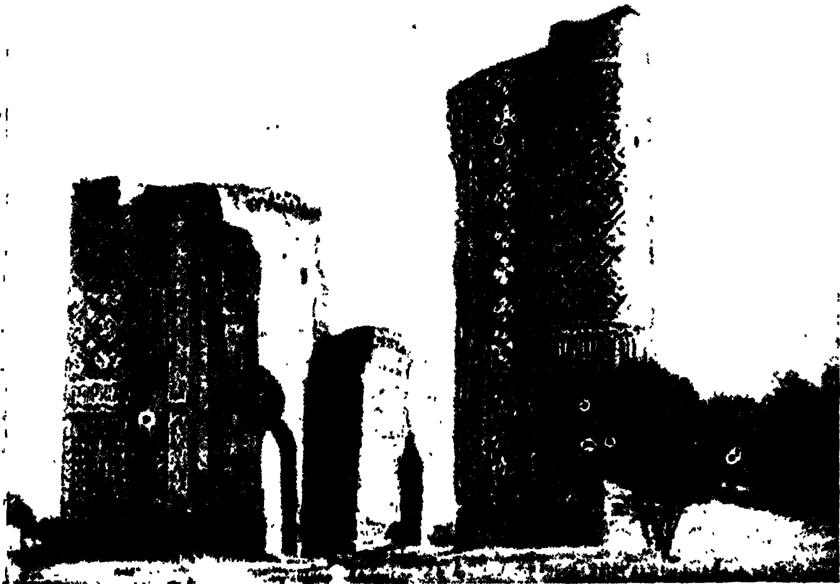
## ১৪শ-১৫শ শতকে উক্রেন, বেলরুশিয়া এবং মলদাভিয়া

মঙ্গোল-তাতারদের যুদ্ধ জয়ের ফলে রুশের অন্যান্য অংশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয় দক্ষিণ এবং পশ্চিম রুশ অঞ্চলগুলি। পোলিশ, হাঙ্গেরীয় এবং লিথুয়ানীয় সামন্ত প্রভুদের দ্বারা আক্রান্ত রাজ্যগুলি নিজেদের স্বাধীনতা রাখতে পারেনি। হাঙ্গেরীয় সামন্তরা ট্রান্সকার্পেথীয় এলাকা দখল করে (তেরো শতক) আর পোলিশ সামন্তরা গালিসিয়া (চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি)। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি লিথুয়ানিয়ার মহারাজ উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় অঞ্চলের অনেকটা গ্রাস করে (ভলিনিয়া ও ভিতেব্স্ক রাজ্য, তুরভো-পিন্স্ক, কিয়েভ, পেরেয়াস্লাভ্ল, চের্নিগভো-সেভের্স্কি ইত্যাদির অঞ্চল)। চোদ্দ-পোনেরো শতকে বিশেষ অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটে, বাড়ে সহর, দানা বাঁধে উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জাতি। সে-সময়কার উক্রেন এবং বেলরুশিয়ার সাহিত্য, স্থাপত্য এবং চিত্রকলা রুশ সংস্কৃতির প্রভাবে বিকশিত হয়; রুশ, উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় জনগণের লক্ষ্যের ঐতিহাসিক ঐক্য এবং বিদেশী কবল থেকে মুক্তি সংগ্রামের একতার ভাবে ওতপ্রোত এগুলি। উক্রেন এবং বেলরুশিয়ার পুরাতন রাজ্যগুলির অবসান ঘটিয়ে লিথুয়ানীয় রাষ্ট্র সেখানে গড়ে শাসনকর্তাধীন প্রদেশ। বিশেষাধিকারসম্পন্ন ছিল লিথুয়ানীয় সামন্তরা এবং পোলিশ ও জার্মান মধ্যবিত্তরা। ভূমিদাস প্রথার অসহ্য অত্যাচার ছড়িয়ে পড়ে উক্রেন এবং বেলরুশিয়ায়; চোদ্দ-পোনেরো শতক জুড়ে প্রায়ই সামন্ত-বিরোধী অভ্যুত্থান ঘটে। মস্কোকে কেন্দ্র করে যখন রুশ অঞ্চলগুলি একত্র হতে থাকে, যখন রুশ অঞ্চলগুলির বিরুদ্ধে লিথুয়ানীয় ও পোলিশ সামন্তরা তাদের আক্রমণ বাড়ায় তখন লিভনীয় বর্গ এবং মঙ্গোল-তাতার আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে উক্রেনীয় এবং বেলরুশীয় অঞ্চল রক্ষায় একদা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল লিথুয়ানিয়ার যে মহারাজ্য সেটা এ সব অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল।

*হাঙ্গেরীয় সামন্তদের বিরুদ্ধে মলদাভীয় বিদ্রোহের ফলে চোদ্দ শতকের শেষার্ধে উদ্ভব ঘটে একটি স্বাধীন মলদাভীয় সামন্ত রাষ্ট্রের। বিদ্রোহকে সাহায্য জোগায় ট্রান্সকার্পেথীয় অঞ্চল এবং বুকভিনার উক্রেনীয় অধিবাসীরা।*

## ১৪শ-১৫শ শতকে মধ্য এশিয়া ও ট্রান্সককেশাস

মধ্য এশিয়া ও ট্রান্সককেশাসের অর্থনৈতিক বিকাশের ভয়ংকর ক্ষতি হয় মঙ্গোল-তাতার শাসনে। কৃষির পতন ঘটে, প্রচণ্ড ক্ষতি হয় সহরগুলির। উৎপাদন শক্তির মন্থর গতি, ভারত ও চীনের সঙ্গে মধ্য এশিয়ার উটবাহিত বাণিজ্য-পথের জায়গায় নতুন সমুদ্র পথের বিকাশ এবং সামন্তদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব অর্থনৈতিক বিকাশে বাধা দেয়। চোদ্দ শতকের মাঝামাঝি মধ্য এশিয়ায় পরাক্রান্ত একটি রাষ্ট্র গড়ে তোলেন তৈমুরলঙ্গ (রাজত্বকাল ১৩৭০-১৪০৫); ইনি ট্রান্সককেশাস, এশিয়া মাইনর, পারস্য এবং চীন আক্রমণ করে এ সব অঞ্চল ছারখার করেন। স্বর্ণ ওর্দার খাঁ তকতামিশকে হারিয়ে তৈমুর ১৩৯৫ সালে রুশের বিরুদ্ধে অভিযানে নামেন, কিন্তু ইয়েলেৎস পর্যন্ত পৌঁছিয়ে ফিরে যান। তৈমুর-বিজিত দেশগুলির লোকে ভূমি কর (খোরাজ) ও মাথা-পিছু কর (জিজিয়া) দিত, কঠিন বেগারি ও অন্যান্য বাধ্যতামূলক কাজ করতে হত তাদের। দেশজ



শাহরিসিয়াবজে তৈমুরের আকসেরাই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ (মাওয়েরান্নার)।

ও মঙ্গোল সামন্তদের বিরুদ্ধে জনসাধারণের সংগ্রাম লেগে থাকত। ১৩৬৫ ও ১৩৬৬ সালে মৌলানা জাদা এবং আবু বেকর কেলেভির নেতৃত্বে সমরখন্দে ব্যাপক জন বিদ্রোহ ঘটে। খরেজমে বিদ্রোহ হয় ১৩৮৮'তে। তৈমুরের মৃত্যুর পর তাঁর সাম্রাজ্যের নানা অঞ্চলে সামন্ত প্রভুদের মধ্যে শুরু হল খেয়োখেয়ি। পোনেরো শতকের মধ্যে এবং ষোলো শতকের গোড়ায় মধ্য এশিয়ায় দেখা দিল কয়েকটি খাঁনেত্ — উজবেক, বোখারা এবং খরেজম খাঁনেত। মধ্য এশিয়ার পূর্ব ভাগ চলে গেল যাযাবর ঘোড়সওয়ারদের সাম্রাজ্য মগলিস্তানে। গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল হেরাত ও সমরখন্দ। সমরখন্দে উলুগ-বেগ (১৪০৯-১৪৪৯) শাসন চালান পোনেরো শতকের গোড়ায়, এ যুগে মধ্য এশিয়ার সংস্কৃতি অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পেঁছয়। এ সময় নির্মিত হয় সমরখন্দের বিখ্যাত মানমন্দির। পোনেরো-ষোলো শতকের মোড়ে যাযাবর উজবেক উপজাতিরা মধ্য এশিয়ার কৃষি অঞ্চলগুলি জয় করে নেয়।

পোনেরো শতকে সামন্ত অনৈক্যে দীর্ণ হয় ট্রান্সককেশীয় দেশগুলি। কয়েকটি ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হয় জর্জিয়া। আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান এলাকার রাজ্যগুলি আক্-কয়উন্লু এবং কারা-কয়উন্লু ("শাদা ভেড়া" এবং "কালো ভেড়া") নামক যাযাবর উপজাতি জোটের বশ্যতায় ছিল। পোনেরো-ষোলো শতকের মোড়ে তুর্কী এবং পারসীকরা আক্রমণ করে ট্রান্সককেশাসের দেশগুলিকে।

## স্বর্ণ ওর্দার পতন

চোদ্দ শতকে স্বর্ণ ওর্দার মঙ্গোল-তাতারদের মধ্যে সামন্ত প্রথা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে চলে অবিরত অন্তর্বিরোধ। এ শতকের শেষে তৈমুর স্বর্ণ ওর্দাকে ভীষণভাবে পরাজিত করেন। স্বর্ণ ওর্দার পতন ত্বরান্বিত হয় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ কারণে — মঙ্গোল-তাতার কবলের বিরুদ্ধে রুশ জনগণের সংগ্রাম এবং এ সংগ্রামের সঙ্গে যুক্ত রুশ রাষ্ট্রের কেন্দ্রীকরণে। চোদ্দ শতকের সপ্তম দশকের গোড়ায় খরেজ্ম বিচ্ছিন্ন হল স্বর্ণ ওর্দা থেকে এবং এ শতকের শেষে বৃহৎ নগাই ওর্দা স্বাধীন হল। ১৪২৭'এ ক্রিমিয়ার খাঁনেত এবং এই শতকের চতুর্থ দশকে কাজানের খাঁনেত প্রতিষ্ঠিত হয়। একই সময় গড়ে ওঠে উজবেক খাঁনেত এবং শতকের শেষে কয়েকটি কাজাখ খাঁনেত বিচ্ছিন্ন হয় এ থেকে। উজবেক খাঁনেত থেকে সাইবেরীয় খাঁনেতও বেরিয়ে আসে পোনেরো শতকের শেষে। ভলগার ভাঁটিতে প্রতিষ্ঠিত হল (১৪৫৯-১৪৬০'এর কাছাকাছি) আস্ত্রাখানের খাঁনেত। প্রাক্তন স্বর্ণ ওর্দার বিচ্ছিন্ন খাঁনেতে সামাজিক ও অর্থনৈতিক স্তর ছিল বিভিন্ন, কিন্তু মোটামুটি বিকাশ ছিল সামন্ত সামাজিক প্রথার দিকে।

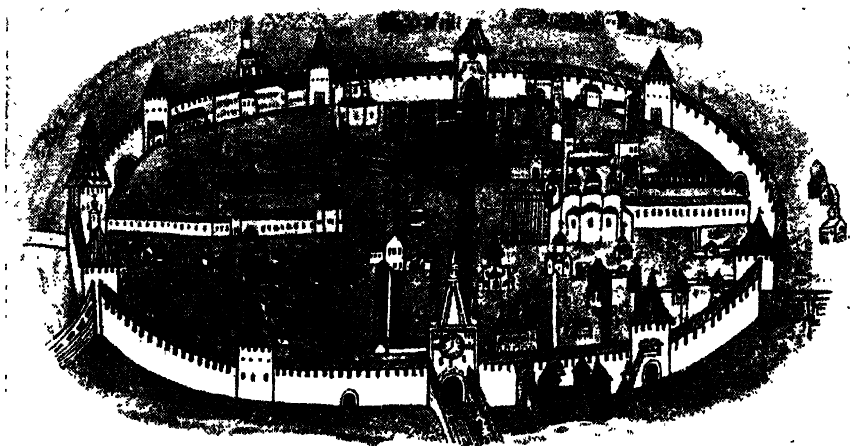
# ১৫শ শতকের শেষে এবং ১৬শ শতকে রুশ কেন্দ্রীভূত বহুজাতিক রাষ্ট্র

## রুশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের সৃষ্টি

সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের সমগ্র ধারা রুশকে রাষ্ট্রীয় একীকরণের দিকে নিয়ে যায়, এই একীকরণ বিশেষভাবে সফল হয় মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ইভান (রাজত্বকাল ১৪৬২-১৫০৫) এবং তৃতীয় ভাসিলির (রাজত্বকাল ১৫০৫-১৫৩৩) আমলে। ইয়ারস্লাভ্‌ল রাজ্য মিলিত হয় ১৪৬৩'তে এবং রস্তভ রাজ্য ১৪৭৪'এ। বিশেষ গুরুত্ব ছিল ১৪৭৮'এ মস্কোর সঙ্গে নভগরদ সামন্ত প্রজাতন্ত্রের মিলনের। নভগরদ বয়ার এবং বড়ো বণিকদের কয়েক জন লিথুয়ানিয়ার সাহায্যে নিজেদের স্বাধীনতা টিকিয়ে রাখার চেষ্টা করে। ১৪৭০'এর নভেম্বরে তারা লিথুয়ানিয়ার মহারাজকে আমন্ত্রণ করে নভগরদে। ১৪৭১'এর বসন্তকালে নভগরদের বয়ার-সরকার সামরিক সাহায্যের জন্য চুক্তি করে লিথুয়ানিয়ার মহারাজ এবং পোল্যাণ্ডের রাজা চতুর্থ কাসিমিরের সঙ্গে। বয়ারদের কার্যকলাপে নভগরদের সামাজিক বিরোধ তীব্রতর হয়ে ওঠে। সহরবাসী ও চাষী উভয়ের বেশির ভাগ মস্কোর নেতৃত্বে একটি কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রকাঠামোর মধ্যে রুশ অঞ্চলগুলির সঙ্গে মিলিত হবার পক্ষে ছিল। সামন্ত প্রজাতন্ত্রে শ্রেণী বিরোধের সুযোগ নিয়ে এবং সহরবাসী ও চাষীদের সাহায্যে তৃতীয় ইভান নভগরদের সঙ্গে যুদ্ধ চালিয়ে ১৪৭১'এ শেলন নদী তীরে নভগরদ বাহিনীকে পরাজিত করেন। এর পরে নভগরদের সঙ্গে যে চুক্তি ইভান করেন তাতে মহারাজের আরো অধীন হয়ে পড়ে নভগরদ। ১৪৭৮'এ বিস্তীর্ণ এলাকা সমেত নভগরদ রাজ্য মিলিত হল মস্কো মহারাজ্যের সঙ্গে। নভগরদের ভেচে (জনসভা) তুলে দেওয়া হল, অঞ্চল থেকে "সরিয়ে" দেওয়া হল বেশ কিছু নভগরদ বয়ারকে এবং তাদের জমি গ্রাস করে মস্কোর দ্‌ভরিয়ানস্তভো বা অভিজাত সম্প্রদায়ের মহাল বাড়ানো হল।

নভগরদ ভুক্তির পর ত্‌ভের রাজ্য এলাকা পরিবেষ্টিত হয় ক্রমশ গড়ে-ওঠা কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রের এলাকা দ্বারা। ১৪৮৫ সালে ত্‌ভের রাজ্যও রুশ রাষ্ট্রের অংশে পরিণত হল। পোনেরো শতকের নবম দশকে প্‌স্কভের ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করেন তৃতীয় ইভান, স্থানীয় সামন্তদের বিরুদ্ধে কৃষক ও সহরবাসীদের আন্দোলন তিনি কাজে লাগান। প্রকৃতপক্ষে বহুদিন মস্কোর মুখাপেক্ষী এই প্‌স্কভ মস্কোর অন্তর্ভুক্ত হল ১৫১০'এ। ১৫২১'এ স্বাধীনতা হারাল রিয়াজান রাজ্য, এটিও বহুদিন মস্কোর মুখাপেক্ষী ছিল।

রুশ ভূমির অনেক এলাকা ছিল লিথুয়ানিয়ার শাসনে। পুনরুদ্ধারের জন্য লড়াই চলে পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের প্রথম দিকে; তাতে ওকা, দেস্‌না, সজ এবং অন্যান্য নদীর উজানির আশেপাশের এলাকা ফিরে আসে রুশ রাষ্ট্রে;



১৬শ শতকের একটি আইকন থেকে নভগরদের খসড়া চিত্র।

১৫১৪ সালে প্রাচীন রুশ সহর স্মলেনস্ক ফিরিয়ে দেওয়া হয় রাশিয়াকে। এটি লিথুয়ানিয়ার শাসনে ছিল ১৪০৪ থেকে।

রুশ রাষ্ট্রের একীকরণের সঙ্গে সঙ্গে রুশদের সঙ্গে বহুদিন ঐতিহাসিক যোগসূত্র আছে এমন কয়েকটি জনসমষ্টি রুশ রাষ্ট্রের এক্তিয়ারে আসে: উত্তরের এবং ভলগা অববাহিকার লোক — মারির অংশ, ইউগ্রা, কমি (১৪শ শতকের শেষে), পেচরা, কারেলীয় (১৫শ শতকের শেষে) ইত্যাদি। রুশ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র বহুজাতিক রাষ্ট্র হিসেবে দানা বাঁধে, এর অন্তর্গত হয় এমন কয়েকটি জনসমষ্টি যারা স্বতন্ত্র জাতিতে পরিণত না হয়েও সাধারণ একটি রাষ্ট্রের সদস্য হিসেবে মিলিত হয়।

একক একটি রাষ্ট্রে দেশ একহওয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিরাট: এতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ নিশ্চিত হল, বিদেশী আক্রমণের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার সুবিধা হল। পোনেরো শতকের নবম দশক নাগাদ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সংগঠনের চেহারা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে: মহারাজের ক্ষমতা বিশেষ বৃদ্ধি পেল এবং পূর্বেকার স্বাধীন-করা রাজ্যগুলির সামন্ত অভিজাতবর্গ মহারাজের প্রজায় পরিণত হল। মস্কো মহারাজের সেবা অস্বীকার করাটা রাজদ্রোহের সামিল হয়ে দাঁড়াল। কেন্দ্রীয় সরকারের নানা অঙ্গ গঠিত হল: বয়ার-পরিষদ এবং মন্ত্রিদপ্তর; নতুন একটি সামরিক সংগঠন গড়া হল যাতে দ্ভরিয়ানস্তভোর মহাল থেকে নেওয়া সৈন্যদলের ভূমিকা হল প্রধান। দ্ভরিয়ানস্তভোর অর্থনৈতিক অবস্থা ও চাষীদের উপর তাদের ক্ষমতা দৃঢ়করণের পাকা বিধি ব্যবস্থা করে রাষ্ট্রীয় কর্তৃপক্ষরা। গ্রাম সমেত মহালের দ্রুত বিকাশ ঘটল, গ্রামবাসীরা জমিদারদের প্রজা হয়ে দাঁড়াল (এই সব মহালকে বলা হত পমেস্তিয়ে)। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে

বিশেষ তাৎপর্য ছিল ১৪৯৭ সালে তৃতীয় ইভান কর্তৃক গৃহীত প্রথম "আইন বিধি"র, যাতে বিচার ও পরিচালনা আরও কেন্দ্রীভূত হল। মালিকরা নিজেদের খুশিমতো বছরে একবার মাত্র (সেণ্ট জর্জ বা ইউরিয়েভ দিন) ভূমিদাসদের মুক্তি দিত, এ ব্যবস্থাকে "আইন বিধি" বৈধ করাতে আইনসঙ্গতভাবে সারা দেশে ভূমিদাস প্রথা প্রবর্তনের ভিত রচিত হয়।

কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রের একহওয়া বয়ারদের বিরুদ্ধে দ্ভরিয়ানস্তভোর একটি তীব্রতর সংগ্রামের সূচনা করে; বয়াররা পরের শ্রেণীর ক্রমবর্ধমান ক্ষমতা এবং মহারাজের একচ্ছত্র শাসন হ্রাসের চেষ্টা করত। পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের গোড়ায় বড়ো বয়ারদের চক্রান্ত এবং বিদ্রোহ দমনে সক্ষম হন মহারাজ। রাষ্ট্র শক্তিকে জোরদার করার ব্যাপারে সাহায্য দেয় চার্চ, অপরপক্ষে যারা সম্পত্তি অর্জনকে পাপ আখ্যা দিয়ে চার্চের ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার দাবী জানিয়ে এর অর্থনৈতিক ক্ষমতা হ্রাসের প্রয়াস করত তাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে চার্চকে সাহায্য করেন মহারাজ। সে জন্য চার্চ ছিল মহারাজের বিশ্বস্ত মিত্র।

রুশ অঞ্চল একহওয়ার ফলে সমস্ত বৈদেশিক রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপের কেন্দ্র হয় মস্কো। রুশ রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধিতে যারা বাধা দিতে চেয়েছিল সেই সব শত্রুদের চক্রান্তের পাল্টা জবাবে তৃতীয় ইভানের সরকার পোনেরো শতকের শেষে তাদের অন্তর্বিরোধকে সুকৌশলে কাজে লাগায় — কাজে লাগায় স্বর্ণ ওর্দা এবং ক্রিমীয় খাঁনেতের বিরোধকে, ক্রিমীয় খাঁনেত এবং পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া এবং লিভনীয় বর্গ ইত্যাদির বিরোধকে। ১৪৬৭ এবং ১৪৬৯'এর অভিযান কাজানের খাঁনেতের বিরুদ্ধে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে সাময়িকভাবে; তারপর মঙ্গোল-তাতার কবল এবং স্বর্ণ ওর্দার অধীনতার চরম অবসানে মন দেয় সরকার। ক্রিমিয়ার খাঁ মেঙ্গলি গিরেই'এর সঙ্গে রুশ রাষ্ট্র একটি চুক্তি করাতে শত্রুপক্ষ দুর্বল হয়ে যায়। ১৪৭৬'এ স্বর্ণ ওর্দাকে করদান বন্ধ করা হল। ১৪৮০'তে স্বর্ণ ওর্দার খাঁ আহমাতের অভিযান উগ্রা নদীতে পরাজিত হল। শেষ হল সেই মঙ্গোল-তাতার কবল যা রুশের উৎপাদন শক্তি বিকাশের অন্তরায় এবং দেশের পিছিয়ে-পড়ে থাকার প্রধান কারণ ছিল। রুশ জনগণের দীর্ঘ সাহসী সংগ্রামের ফলে এ কবলের অবসান রুশ রাষ্ট্রের পক্ষে বিরাট একটি বৈদেশিক রাজনৈতিক ঘটনা। নতুন রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষে পরাজিত



রুশ রাষ্ট্রের প্রতীক (তৃতীয় ইভানের সীলমোহরে)।

হল লিথ্ুয়ানিয়া, লিভনীয় বর্গ এবং রাশিয়ার অন্যান্য শত্রুরা। অন্যান্য দেশের সঙ্গে রাজনৈতিক সম্পর্ক বাড়ল। বিদেশী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রুশ মনোভাব ছিল উক্রেন, বেলরুশিয়া এবং মলদাভিয়ার জনগণের, তাদের পক্ষে বিরাট তাৎপর্যপূর্ণ রাশিয়ায় কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র শক্তির গঠন।

মস্কোর মহারাজ্যের অধীনে রাশিয়া একহওয়ার ফলে পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকের গোড়ায় সবিশেষ সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। যে ধর্মীয় রচনা মধ্য যুগের বৈশিষ্ট্য তখনকার সে ধরনের রুশ রচনাবলীতে রুশ রাষ্ট্রকে দৃঢ় করার কথা বলা হত ("ভ্লাদিমির রাজাদের কাহিনী", মহারাজ তৃতীয় ভাসিলির কাছে প্স্কভের ইয়েলেআজার মঠবাসী ফিলফেই'এর পত্রাবলী, যাতে মস্কোকে "তৃতীয় রোম" হিসাবে দেখার কথা প্রথমে তোলা হয়, ইত্যাদি)। মস্কোর অগ্রণী ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলা হয় এসব রচনায়, সারা রুশ অঞ্চলের নেতৃত্ব শুধু নয়, অর্থডক্স খ্রীষ্টধর্মাবলম্বী সব দেশের নেতৃত্বের একটা ভিত্তি এতে সূচিত হয়। কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার কথা সমর্থন করে ইতিবৃত্তকাররা।

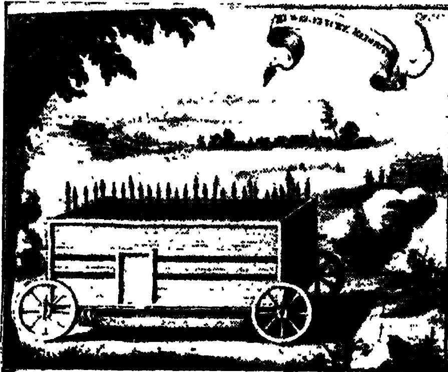
রুশ চিত্রকলা এবং স্থাপত্যের সমৃদ্ধ যুগ এটি। পোনেরো শতকের শেষার্ধে এবং ষোলো শতকের গোড়ায় ক্রেমলিনের মধ্যে সুন্দর কয়েকটি দালান নির্মিত হয়, গড়া হয় নতুন একটি প্রাকার। ক্রেমলিন দালানগুলির স্থাপত্য কায়দায় ধরা পড়েছে রুশ রাষ্ট্রের ক্রমবর্ধমান শক্তির ছাপ।

### ১৬শ শতকে রুশ রাষ্ট্রের সংহতি

ষোলো শতকে সামন্ত সম্পর্কের সবিশেষ বিকাশ ঘটে। উত্তরে এবং দক্ষিণে নতুন জমিতে লাঙল পড়ে, বেড়ে যায় পশুপালন। ক্রমশ বেশি করে জমি পরিণত হল সামন্ত সম্পত্তিতে, বিশেষ করে দ্ভরিয়ানস্তভোর জমিদারির সংখ্যা বৃদ্ধি পেল। সামন্ত ভূমি ব্যবস্থার জমিদারি প্রথার বিস্তার কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রকে জোরালো করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। চাষীদের খাস জমি সামন্ত সম্পত্তিতে পরিণত করে ভূস্বামীরা কৃষক শোষণের ভিত্তি বাড়ায়, ফলে সামন্ত উৎপীড়নের মাত্রা বেড়ে গেল। ষোলো শতকের শেষাশেষি বেগারি বেশ ব্যাপক ছিল। উচ্ছন্ন চাষী এবং সহুরে লোক জমিদারদের বাঁধা-গোলামে পরিণত হল। শ্রমের সামাজিক বিভাগ বিকশিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সহর বাড়তে থাকল, এই সঙ্গে আরো বেশি করে দেখা দিল মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক। দু শ'র বেশি বিভিন্ন বৃত্তির কারিগররা কাজ করত ষোলো শতকের রুশ সহরে, এবং দেশের বিভিন্ন অংশের মধ্যে বাণিজ্যের দ্রুত বিস্তার ঘটল। ষোলো শতকের শেষাশেষি কয়েকটি অঞ্চল প্রাকৃতিক ভৌগোলিক অবস্থা অনুযায়ী এক একটা বস্তুর উৎপাদনে বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে শুরু করে (নভঁগরদ ভূমিতে লোহা উৎপাদন, ভলগ্দা, ইয়ারস্লাভ্ল, নভগরদে

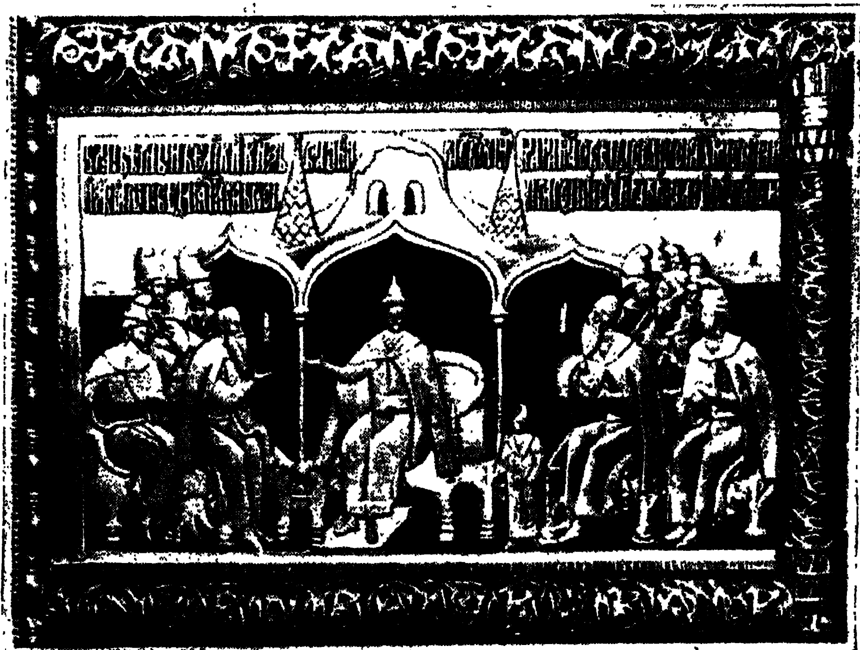
চর্ম এবং চর্ম দ্রব্যের উৎপাদন, ইত্যাদি)। সহর গ্রামে সম্পত্তিভেদ ত্বরান্বিত হল। কিন্তু সামন্ত প্রথার প্রাধান্যের সময় রুশ অঞ্চলগুলি একীভূত হওয়াতে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক অনৈক্য অনেকটা থেকে যায়। বয়ারদের শক্তির অর্থনৈতিক ভিত্তি তাদের বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তি অটুট থাকে, স্থানীয় ক্ষমতা তখনো তাদের হাতে। কেন্দ্রীয় শক্তির বিশেষ অধীন তারা ছিল না, তাই স্থানীয় শুল্ক প্রাচীরের মতো অনেক বৈশিষ্ট্য টিকে থাকে। সামন্ত প্রভুদের মধ্যে যারা আরো ক্ষমতাবান তাদের এমনকি নিজস্ব সশস্ত্র বাহিনী ছিল। কয়েকটি রাজ্য নিজেদের স্বাধীনতা বজায় রেখেছিল। নিজেদের বিশেষাধিকার অটুট রাখার জন্য রাজা ও বয়াররা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিল, কেন্দ্রীয় শক্তির বিরুদ্ধে তারা নিয়ত আন্দোলন চালাত। ষোলো শতকের মাঝামাঝি মহারাজ চতুর্থ ইভানের নাবালকত্বের সুযোগ নিয়ে বয়াররা ক্ষমতা দখল করে (এ সময়টা বয়ারদের শাসনকাল নামে পরিচিত, ১৫৩৮-১৫৪৭)। বয়ারদের শাসন রুশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থার পক্ষে মারাত্মক হয়। প্রদেশে প্রদেশে বয়ারদের স্বেচ্ছাচারী স্থানীয় শাসন এবং প্রতিযোগী বয়ারদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্র ও সংগ্রাম জনসাধারণের পক্ষে অসহ্য হয়ে দাঁড়ায়; এতে আরো তীব্র শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দিল। দেশে শ্রেণী সম্পর্কের তীব্রতা প্রমাণিত হয় ১৫৪৭ সালের মস্কো বিদ্রোহে। চতুর্থ ভয়ংকর (গ্রজনি) ইভানের রাজত্বকাল শুরু হল এ অবস্থায়।

১৫৪৭'এ চার্চ (বিশেষ করে ধর্মাচার্য মাকারি), দ্‌ভরিয়ানস্তভো এবং বলিষ্ঠ কেন্দ্রীয় শক্তির পক্ষপাতী সহরবাসীদের সাহায্যে চতুর্থ ইভানের অভিষেক হল জার হিসেবে। জার উপাধির উদ্দেশ্য স্বৈরতন্ত্রের শক্তি ও স্বাধীনতা স্পষ্টভাবে প্রচার করা। নিজের রাজত্বকালের প্রথম কয়েকটি বছরে চতুর্থ ইভান শ্রেণী সংগ্রামের জন্য সামন্ত জমিদারদের এক-করার উদ্দেশ্যে বয়ারদের সঙ্গে আপোষ করতে বাধ্য হন, কিন্তু তাঁর স্বরাষ্ট্র ও বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল দ্‌ভরিয়ানস্তভোর শক্তি বৃদ্ধি ও তাদের শ্রেণী-স্বার্থ রক্ষা করা। তাঁর আমলে "ইজব্রান্নায়া রাদা" বা "নির্বাচিত পরিষদ" নামে যে বেসরকারী রাষ্ট্রীয় সংস্থাটি সৃষ্টি করা হয় তাতে ছিল নবসৃষ্ট দ্‌ভরিয়ানস্তভো, যাজক সম্প্রদায় ও প্রবলতম বয়ার জোটের প্রতিনিধিরা, কিন্তু শেষোক্তদের প্রতিনিধি সংখ্যায় কম। ষষ্ঠ দশকে এ পরিষদ কয়েকটি সংস্কার সাধন করে।



চলমান দুর্গ। উইৎসেন কর্তৃক ১৬৯২ সালে লিখিত একটি বই থেকে ১৭শ শতকের শেষাশেষির এনগ্রেভিং।

দ্ভরিয়ানস্তভোকে দেওয়া হল নতুন জমি। দ্ভরিয়ানস্তভোর যে সৈন্যদল রুশ রাষ্ট্রের প্রধান সামরিক বাহিনীতে পরিণত হয় তার সংগঠনে কড়া শৃংখলা আনে সার্ভিস অর্ডিনান্স (১৫৫৬'র কাছাকাছি)। এ ছাড়া স্থায়ী পদাতিক বাহিনী (স্ত্রেলৎসি) গঠিত করা হয়, কামান এবং সামরিক ইঞ্জিনিয়রদের প্রতি আরো নজর দেওয়া হল। রাজস্ব সম্বন্ধীয় সংস্কারের ফলে কর-আদায় ব্যবস্থার উন্নতি ঘটল, বাড়ল করভার। ১৫৫৫'তে স্থানীয় শাসনকর্তাদের জায়গা নিল নির্বাচিত স্থানীয় সংস্থা। সেই সঙ্গে চালু হল ফৌজদারি আদালত (গুবনই সুদ)। খুন খারাবি ও ডাকাতির (এর মধ্যে সামন্ত প্রথার বিরোধী সমস্ত কর্মকলাপ পড়ে) বিচারভার স্থানীয় কর্মচারীদের কাছ থেকে চলে এল জ্যেষ্ঠ বিচারকদের উপর। এদের নেওয়া হত দ্ভরিয়ানস্তভো সম্প্রদায় থেকে এবং এরা ছিল ফৌজদারি দপ্তরের অধীন। এসব সংস্কারে সরকার আরো কেন্দ্রীভূত হল এবং সেই সঙ্গে গ্রামাঞ্চলে দ্ভরিয়ানস্তভো সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক ক্ষমতা বাড়ল। কেন্দ্রীয় সরকারকে আরো জোরদার এবং চাষীদের উপর সামন্ত জমিদারদের ক্ষমতা সুদৃঢ় করার জন্য নতুন একটি "আইন বিধি" প্রস্তুত হয় ১৫৫০'এ। সর্বোচ্চ রাষ্ট্রঅঙ্গ হল বয়ার পরিষদ, এ ছাড়া জারের একটি খাস পরিষদ, তার অন্তরঙ্গ বয়ার সদস্যারা গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যাপারে তাঁকে মন্ত্রণা



বয়ার দুমার অধিবেশন। মস্কো ক্রেমলিনের এ্যাসাম্পসন ক্যাথিড্রালে ভয়ংকর ইভানের "রাজাসনের" অংশ। গিল্টিকরা কাঠ-খোদাই, ১৫৫১।

দিত। ষোলো শতকের মাঝামাঝি গড়া হয় একটি দেশসভা (জেম্‌স্কি সবর), এটি বিভিন্ন সামাজিক সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের একটি প্রতিষ্ঠান। এর প্রথম অধিবেশন হয় ১৫৪৯'এ, তারপর অনিয়মিতভাবে এটি মাঝে মাঝে বসে। সভার ভূমিকা ছিল সম্পূর্ণ পরামর্শমূলক। মন্ত্রিদপ্তর বা প্রিকাজ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, বিশেষ গুরুত্ব আরোপণ করা হয় যুদ্ধ (রাজরিয়াদ্‌নি) ও পররাষ্ট্র (পসল্‌স্কি) দপ্তরের উপরে।

কেন্দ্রীয় ক্ষমতা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যাগুলির সমাধান সম্ভাবনা বৃদ্ধি পেল; এসব ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি প্রভাব বিস্তার করে আরো জমির জন্য দ্‌ভরিয়ানস্তভোর বাসনা এবং তাতার আক্রমণ থেকে তাদের নিশ্চিতির দাবী। ১৫৫২'র যুদ্ধের ফলে কাজানের খাঁনেতের পতন ঘটে, ১৫৫৬'র যুদ্ধে লুপ্ত হল আস্ত্রাখানের খাঁনেত। ১৫৫৭'তে বৃহৎ নগাই ওর্দা রুশ রাষ্ট্রের অধীনতা স্বীকার করে। কাজান ও নগাই সামন্তদের অধীন বাশকিররা স্বেচ্ছায় রুশ শাসন মেনে নিয়ে রুশ প্রজা হল (১৫৫৭)। ভলগার সমগ্র অববাহিকা অধিকার ভুক্তির ফলে ষোলো শতকের শেষার্ধে ও সতেরো শতকের গোড়ায় সাইবেরিয়া ভুক্তি সম্ভব হয়। ভল্‌গা অববাহিকা এবং উরাল অঞ্চলের জনগণের উপর জার এবং জমিদাররা উপনিবেশিক উৎপীড়নের একটি ব্যবস্থা চাপায়। তাতার সামন্ত প্রভু এবং অন্যান্য জাতির প্রভুশ্রেণীর লোকেরা রাশিয়ার শাসক শ্রেণীর অংশে পরিণত হল। রুশ রাষ্ট্রের গঠনে এদের ভুক্তি বাস্তবের দিক দিয়ে একটি প্রগতিশীল ব্যাপার, কেননা এর ফলে আধুনিকতর অর্থনৈতিক ধারার প্রবর্তন সম্ভব হয়। সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে ভলগা অববাহিকার জনগণের শ্রেণী সংগ্রামকে নিজেদের শাসন পুনঃপ্রতিষ্ঠার কাজে লাগাবার চেষ্টা করে নব বিজিত এলাকাগুলির কয়েকটি সামন্ত প্রভু, কিন্তু রাশিয়া থেকে ভলগা ভূমির বিচ্ছেদ চেষ্টা বিফল হয়।

কাজান ও আস্ত্রাখানের খাঁনেত বিলোপ করা ছাড়াও রুশ রাষ্ট্র ক্রিমিয়ার খাঁনেত এবং তুরস্কের সুলতানের বিরুদ্ধে নিরাপত্তামূলক বিধি ব্যবস্থা গ্রহণ করে। সুদূরে দক্ষিণে গড়া হল দুর্গশ্রেণী এবং তা পৌঁছল ভাঁটির দন পর্যন্ত; এবার সম্ভব হল ওকা নদীর দক্ষিণে উর্বরা নতুন জমি, তথাকথিত বুনো জমির আবাদ। ক্রিমিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান চলে ১৫৫৬-৫৯ সালে। রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বিকাশের ফলে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ যে বৈদেশিক সমস্যাটি দেখা দেয় সেটি হল বল্টিক সমুদ্রে বহির্গমনের একটি পথ। দ্‌ভরিয়ানস্তভো ক্রমাগত বৃদ্ধি পাওয়াতে তাদের জন্য প্রয়োজন হয় আরো জমি। বাণিজ্য বিকাশের ফলে পৃথিবীর বাণিজ্য পথে পৌঁছনোর সমস্যা ক্রমে ক্রমে আরো জরুরী রূপ নিল। ইউরোপের কয়েকটি দেশের পক্ষে ষোলো শতক ছিল মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয়ের যুগ। ইউরোপের বর্ধিষ্ণু বুর্জোয়া শ্রেণী পৃথিবীর বাণিজ্য পথ ও উপনিবেশ আত্মসাৎ করে চলেছে তখন। রাশিয়ার পক্ষে ব্যাপারটা আরো জটিল হয়ে পড়ে এই কারণে যে পোল্যান্ড, লিভনিয়া ও সুইডেন রাশিয়ার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ছিল



চতুর্থ ইভানের রাজত্বকালে রাষ্ট্রদূতদের সম্বর্ধনা।
জেকব উলফেল্ডের একটি বই'এর এনগ্রেভিং।

এবং পশ্চিম ইউরোপের সঙ্গে রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ যাতে না হয় তার যথাসাধ্য চেষ্টা তারা করে।

বল্টিক অঞ্চলে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি চালায় চতুর্থ ইভানের সরকার এবং দভরিয়ানস্তভো ও সহরবাসীদের উচ্চতর স্তরের সাহায্যের ভরসায় লিভনিয়ায় যুদ্ধ শুরু করে; যুদ্ধ চলে ১৫৫৮ থেকে ১৫৮৩ পর্যন্ত। যুদ্ধের গোড়ার পর্যায়ে রুশ সৈন্যদল বিশেষ সাফল্য অর্জন করে। কিন্তু লড়াই চলতে থাকার সময় দীর্ঘকালব্যাপী যুদ্ধের জন্য দেশের অর্থনৈতিক অবস্থার অবনতি এবং বয়ার অভিজাতবর্গের বিশ্বাসঘাতকতা এবং রাষ্ট্রবিরোধী কার্যকলাপ প্রকট হয়ে পড়ল। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিও জটিল আকার নিল, কেননা পোল্যান্ড, সুইডেন এবং অন্যান্য দেশ যোগ দিল যুদ্ধে। ১৫৬৯'এর লুবলিন মিলন চুক্তিতে পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়া পরিণত হল একটি একক রাষ্ট্রে (রেচ পস্পলিতা), এতে লিভনীয় যুদ্ধে রাশিয়ার শত্রুদের সৈন্যবল বেড়ে যায়। এ সময় বল্টিক সমুদ্রে পা রাখার মতো কোনো জায়গা রাশিয়া পায়নি, কিন্তু পোলিশ বাহিনীর রাশিয়া আক্রমণের চেষ্টা ১৫৮১ এবং ১৫৮২'তে পস্কভের বীরোচিত প্রতিরক্ষায় ব্যাহত হয়। রাশিয়ার দুরূহ অবস্থার সুযোগ নিয়ে

তার উপর প্রতিকূল সন্ধি সর্ত চাপাবার এবং দেশে ক্যাথলিক ধর্ম বিস্তারের যে চেষ্টা *পোপের দরবার করে তা কূটনীতির সাহায্যে এড়ায় রাশিয়া।*

ষোল শতাব্দীর মধ্য ভাগের সংস্কারাবলীতে রুশ রাষ্ট্র আরো দৃঢ় হল, বৃদ্ধি পেল দ্‌ভরিয়ানস্তভোর ক্ষমতা। রাজন্য এবং বয়ার অভিজাতবর্গের প্রতাপ কিন্তু তখনো অটুট। সামন্ত অনৈক্যের সময়কার যে বিশেষাধিকার বড়ো বয়াররা হারায় তা তখনো তারা মেনে নিতে পারেনি। বয়ারদের রাজনৈতিক ক্ষমতার অর্থনৈতিক ভিত ভাঙার উদ্দেশ্যে চতুর্থ ইভানের সরকার ১৫৬৫ থেকে ১৫৮৪'র মধ্যে কয়েকটি জরুরী বিধি ব্যবস্থার প্রবর্তন করে, যেগুলি পরিচিত হয় ওপ্রিচ্‌নিনা নামে। কথাটি এসেছে পুরাতন রুশ শব্দ "ওপ্রিচ" থেকে যার মানে "তাছাড়া" বা "ব্যতিরেক"। রাষ্ট্রকে দু ভাগে বিভক্ত করেন চতুর্থ ইভান। বয়ারদের শাসনাধীন দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলে জেমশ্‌চিনা বা মহাল এবং রাষ্ট্রের কেন্দ্রীয় ভাগে ওপ্রিচ্‌নিনা, যেখানে তাঁর নিরঙ্কুশ ক্ষমতা, দ্‌ভরিয়ানস্তভো থেকে সংগঠিত ওপ্রিচনিকদের প্রধান তিনি। রাজা ও বয়ার বা খাস অভিজাতবর্গের এবং সামন্ত অনৈক্যের বিরুদ্ধে, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র সংগঠনের জন্য হাতিয়ার ছিল ওপ্রিচনিনা। পুরাতন বয়ার অভিজাতদের প্রতি এটি একটি নিদারুণ আঘাত। ভূমি বিভাগ এবং ওপ্রিচনিকদের পেটোয়া সৈন্যবাহিনী সংগঠনের পর শুরু হল ব্যাপক সন্ত্রাস, এ সন্ত্রাসের লক্ষ্য শুধু বয়াররা নয়, সহর গ্রামের জনসাধারণও (দৃষ্টান্তস্বরূপ, ১৫৭০'এ ভয়ঙ্কর ইভানের তথাকথিত নভগরদ অভিযান)। ওপ্রিচনিনার হাতে চাষীদেরও ভীষণ উৎপীড়ন সইতে হয়। লিভনীয় যুদ্ধ ও ওপ্রিচ্‌নিনার দৌলতে দেশের অনেকটা অংশ উচ্ছন্নে গেল। তাছাড়া জমিদারদের সংহতিকরণ এবং চাষীদের গোলাম বানাবার পর্বে আর একটি পদক্ষেপ ছিল ওপ্রিচনিনা।

## ১৬শ শতকে রুশ রাষ্ট্রের সংস্কৃতি

কেন্দ্রীভূত রুশ রাষ্ট্রের ভিত্তি দৃঢ় হওয়াতে সবিশেষ সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে। সামাজিক চিন্তাধারা কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ রচনায় প্রতিফলিত, যেমন অভিজাতবর্গের জনৈক প্রাবন্ধিক, একচ্ছত্র রাজতন্ত্রের প্রবক্তা ইভান পেরেস্‌ভেতভ ও স্বয়ং চতুর্থ ইভান, আন্দ্রেই কুর্বস্কি, যিনি বয়ার অভিজাতদের স্বার্থ সমর্থন করেন, ইত্যাদি। চাষী ও ক্রীতদাসদের সামন্তবিরোধ প্রতিফলিত হয় কসই এবং অন্যান্য তথাকথিত "ধর্মদ্রোহীদের" রচনায়। তখনকার উল্লেখযোগ্য স্থাপত্য নিদর্শন হল কলমেনস্কয়ের গির্জা এবং মস্কোর পুণ্যবান সেণ্ট বাসিলের ক্যাথিড্রাল। দেশের সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল মুদ্রাযন্ত্রের প্রবর্তন (১৫৫৩'র কাছাকাছি)। ১৫৬৪'তে প্রথম রুশ মুদ্রাকর ইভান ফিওদরভ তাঁর প্রথম মুদ্রিত বই

"খৃষ্টধর্মপ্রচারক" ("আপস্তল") প্রকাশ করেন। ধর্মাচার্য মাকারির চক্র থেকে কয়েকটি সাহিত্যিক রচনা প্রকাশিত হয়। সে-সময়কার ঐতিহাসিক রচনাবলীর মধ্যে আছে "কাজান ইতিবৃত্তকার" (রুশ রাষ্ট্র এবং কাজান খাঁনেতের সংগ্রামের কাহিনী এটি), একটি অক্ষর-অলঙ্কৃত ইতিবৃত্ত এবং "স্তেপেন্নায়া ক্নিগা" বা একটি "কুলপঞ্জী" (ভয়ঙ্কর ইভানের রাজকীয় পূর্বপুরুষদের পদমর্যাদা অনুসারে এই কুলপঞ্জী রচিত, এর উদ্দেশ্য রুশ জারদের স্বৈর ক্ষমতার শাশ্বত প্রকৃতি এবং কিয়েভ রুশ ও বাইজানটিয়ামের উত্তরসূরী রূপে বিশ্ব ব্যাপারে রাশিয়ার তাৎপর্যের গুণগান করা)। টেকনিকাল চিন্তাধারার বিকাশ ঘটান ইঞ্জিনিয়র ভিরদকভ এবং কামান নির্মাতা চখভ।

## ১৫শ শতকের শেষে এবং ১৬শ শতকে বল্টিক, উক্রেন এবং বেলরুশিয়া, মলদাভিয়া, ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান

বল্টিক সাগর তীরের জন্য রাশিয়ার সংগ্রামের শুরু, লিভনীয় বর্গের পরাজয় এবং রাশিয়ার সঙ্গে শান্তি চুক্তি সম্পাদন — এ সব কারণে বল্টিক ও রুশ রাষ্ট্রের মধ্যে আরো ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। নার্ভার বিপরীত দিকে রুশ দুর্গ ইভান-গরদ নির্মিত হল ১৪৯২'তে আর রাশিয়ার সঙ্গে মিটমাটের পক্ষপাতী একটি করে দল গড়ে রিগা, তার্তু এবং তালিনের সহরবাসীরা। দলগুলির নাম "রুশ পার্টি"।

বল্টিক উপকূলের চাষীদের ভূমিদাসে পরিণত হবার প্রক্রিয়া চলতে থাকে ষোলো শতকে, ফলে জার্মান সামন্ত এবং জমি-মালিক-চার্চের সঙ্গে সংগ্রাম আরো প্রখর হয়। তিন শ বছর বল্টিকের জনগণকে নিপীড়নের পর জবরদস্ত জঙ্গী — লিভনীয় বর্গের পতন ঘটে লিভনীয় যুদ্ধে ১৫৬১'তে। কিন্তু পরে বল্টিক সাগরের আশেপাশের অঞ্চল আবার আসে বিদেশী সামন্ত প্রভুদের কবলে, এরা পূর্বতন লিভনীয় বর্গের সব অঞ্চল নিজেদের মধ্যে ভাগবাঁটোয়ারা করে নিল। সুইডেনের অধীনে এল এস্টল্যান্ড, পোল্যান্ডের অধীনে এল লিফল্যান্ড এবং নবগঠিত কুরল্যান্ড রাজ্য।

উক্রেন এবং বেলরুশিয়ায় পোনেরো শতকের শেষে এবং ষোলো শতকে মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্কের আরো বিকাশ ঘটল, সহরের প্রসার হল এবং সহর ও গ্রামবাসী উভয়ের সম্পত্তিগত অবস্থিতিতে অধিকতর বিভেদ দেখা দিল। চাষীদের ভূমিদাসে রূপান্তর বাড়ল, সামন্ত শোষণ ও বেগারি বৃদ্ধি পেল। দাসত্ব এড়ানোর জন্য ভূমিদাসেরা পালাত বড়ো বড়ো জমিদারি থেকে এবং ষোলো শতকের মাঝামাঝি প্রথমে উক্রেনীয় এবং পরে রুশ পলাতক ভূমিদাসেরা দ্নেপরের প্রপাত অঞ্চল ছাড়িয়ে (জাপরজিয়ে) একটি সুরক্ষিত ঘাঁটি জাপরজ্স্কায়া সেচ্ গঠন করে; ক্রিমিয়া, তুরস্ক এবং পোলিশ সামন্তদের বিরুদ্ধে উক্রেনীয় জনগণের স্বাধীনতা সংগ্রামে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় তা। একটি বিশিষ্ট

সামাজিক সম্প্রদায়ে বিকশিত জাপরজিয়ের কসাকরা চাষীদের সামন্তবিরোধী সংগ্রামেরও সমর্থন করত।

উক্রেন এবং বেলরুশিয়ায় ষোলো শতকের তৃতীয় দশক থেকে ভূমিদাসপ্রথা শ্রেণী সম্পর্কের নিয়মিত একটি ব্যবস্থায় পরিণত হয়; এ ব্যবস্থার আইনগত রূপ মেলে ১৫৮৮'র "তৃতীয় লিথুয়ানীয় সংবিধি"তে। ১৫৬৯'এ লুবলিন মিলন চুক্তি সম্পাদিত হবার পর পোল্যাণ্ডের সামন্ত প্রভুরা উক্রেনের জমিতে আরো বেশি করে থাবা বসায়। ভূমিদাসপ্রথার বিস্তার ও তীব্রতার ফলে প্রখরতর শ্রেণী সংগ্রাম প্রকাশ পায় কসিন্স্কি (১৫৯১-১৫৯৩), নালিভাইকো, লবদা (১৫৯৪-১৫৯৬) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে উক্রেনে, বেলরুশিয়ায় মাতিউশা এবং গলিই (১৫৯০) এবং অন্যান্য কয়েকটি কসাক ও কৃষক বিদ্রোহে। উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জাতি গড়ে ওঠে ষোলো শতকে। এ শতকে উক্রেন এবং বেলরুশিয়ায় সাংস্কৃতিক অগ্রগতিতে সাহায্য করে চার্চ সম্প্রদায়গুলি, এরা বসায় ছাপাখানা ও স্কুল, সাহিত্যের বিস্তার ঘটায়, ইত্যাদি; ১৫৯৬'এর ব্রেস্ত মিলন চুক্তির পর জনগণকে পোল ও ক্যাথলিক করার যে চেষ্টা সমধিক বাড়ে তা ব্যাহত করায় সম্প্রদায়গুলির অত্যন্ত গুরুত্ব ছিল। ব্রেস্ত মিলন চুক্তিতে পশ্চিম-রুশ অঞ্চলে ক্যাথলিক ও অর্থোডক্স চার্চ মিলিত হয়ে ইউনিয়েট চার্চ গঠন করে, এটি কিউরিয়া রোমানার এক্তিয়ারে ছিল। ষোলো শতকে উক্রেন ও বেলরুশিয়ার লোকেরা রুশ রাষ্ট্রের সঙ্গে নিজেদের যোগসূত্র দৃঢ় করার প্রয়াস করে। এ শতকের শুরুতে লিথুয়ানিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে রুশ সেনাদলকে সাহায্য দেয় উক্রেনীয় ও বেলরুশীয়রা।

পোনেরো শতকের শেষে (১৪৭৪) তুর্কীরা মলদাভিয়া আক্রমণ করে। ভাসলুয়ার যুদ্ধে ১৪৭৫'এ মলদাভীয়রা তুর্কীদের হারিয়ে দেয়, কিন্তু পরের কয়েকটি বছরে তুর্কীরা কয়েকবার মলদাভিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে গ্রামাঞ্চল বিধ্বস্ত করে। এ অবস্থার সুযোগ নিয়ে পোলিশ সামন্তরা মলদাভিয়া আক্রমণ করল (১৪৯৭), তৃতীয় ইভানের হস্তক্ষেপের দরুন শুধু লিথুয়ানিয়ার সৈন্যরা পোলিশদের সাহায্যে যেতে পারেনি। কজমিনস্কি বনের যুদ্ধে ছত্রভঙ্গ হল পোলিশ সৈন্যদল। উক্রেনীয়দের সঙ্গে একযোগে সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে লড়ে মলদাভিয়ার জনগণ। মুখা'র নেতৃত্বে ১৪৯০ থেকে ১৪৯২ পর্যন্ত স্থায়ী কৃষক বিদ্রোহ মলদাভিয়া ও গালিসিয়াকেও স্পর্শ করে।

ষোলো শতকে জর্জিয়া কয়েকটি রাজ্য ও রাজ্যখণ্ডে বিখণ্ডিত হয়: পূর্বে কাখেতিয়া, পশ্চিমে ইমেরেতিয়া, কেন্দ্রে কার্তলি, দক্ষিণে সামৎস্‌খে-সাআতাবাগো এবং আরো কয়েকটি। এ সময় সামন্ত ভূমিব্যবস্থার বিকাশ ঘটে, কৃষক ভূমিদাসদের শোষণ বাড়ে। পোনেরো এবং ষোলো শতকের মোড়ে গঠিত সাফাভিদ রাষ্ট্রের অন্তর্গত হল আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজান। ষোলো শতকে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে ভয়াবহ যুদ্ধ চলে ট্রান্সককেশাস এলাকায়, এর ফলে এসব অঞ্চলের অর্থনীতি ও সংস্কৃতি ভীষণ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সবচেয়ে বেশি ভোগে আর্মেনিয়া, জনসংখ্যার বড়ো একটা অংশ হয়

নিশ্চিহ্ন নয় দেশ থেকে বিতাড়িত হল। ১৫৫৫ সালে তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে যে চুক্তি হল তাতে আর্মেনিয়া ও জর্জিয়াকে দুটি দেশ ভাগাভাগি করে নিল। বিদেশী শাসকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের সময় ট্রান্সককেশাস ও রুশ রাষ্ট্রের মধ্যে যোগাযোগের পত্তন। জর্জিয়া থেকে রাজদূত মস্কোয় যায় পোনেরো শতকের শেষে; ষোলো শতকের মাঝামাঝি কাখেতিয়ার রাজা লেভানকে একটি কসাক দল পাঠান চতুর্থ ইভান এবং ১৫৮৭'তে কাখেতিয়ার রাজা দ্বিতীয় আলেক্সান্দর রুশ রাষ্ট্রের আধিপত্য মেনে নেন। আর্মেনিয়া থেকে উদ্বাস্তুরা বাসা বাঁধল রুশ এলাকায়, মস্কো সমেত রুশ সহরগুলিতে ব্যবসাবাণিজ্য চালাল আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানের সওদাগররা।

ষোলো শতকের শেষার্ধে উত্তর ককেশাসের লোকদের (চের্কেশীয় ইত্যাদি) সঙ্গে রুশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বেড়ে যায়, কেননা এরা তুর্কী ও পারসীকদের হামলার বিরুদ্ধে সাহায্যপ্রার্থী ছিল। কাবার্দা এলাকা ১৫৫৭'এ রুশ আশ্রয়ে এল।

পোনেরো-ষোলো শতকে উজবেকরা জমিতে আস্তানা গাড়তে শুরু করে; এটা হল উজবেক জাতিসত্তা গঠনের যুগ। বোখারা ও সমরখন্দ তখন ব্যবসাবাণিজ্যের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র। ষোলো শতকের শেষে বোখারার খাঁ দ্বিতীয় আবদুল্লা মধ্য এশিয়ার বিস্তৃত এলাকা জিতে উজবেক খাঁনেতের সঙ্গে জুড়লেন; খাঁনেতের লোকসমষ্টির অন্তর্গত ছিল তাজিক ও তুর্কমেনরা। উজবেক খাঁনেতের অর্থনীতি উন্নত হল, সেচকার্য সবিশেষ বিস্তার পেল, সওদাগর সার্থবাহ দল কারবার চালাত সব জায়গায়, হস্তশিল্পের অবস্থা তখন বেশ ভালো। দ্বিতীয় আবদুল্লার মৃত্যুর পর (১৫৯৮) অবসান ঘটে শেইবানিদ রাজবংশের, উজবেক খাঁনেত বিভক্ত হয় দুটি অংশে, বোখারা এবং খিভার খাঁনেতে। সামন্ত ভূমিস্বত্ব ব্যবস্থার আধিপত্য শুরু হল, করভার অত্যন্ত বাড়ল।

কাজান ও আস্ত্রাখানের খাঁনেতকে অধিকারভুক্ত করার পর রাশিয়া ও মধ্য এশিয়ার মধ্যে বাণিজ্যের পত্তন হল, রুশ সরকার এবং দুটি উজবেক খাঁনেতের মধ্যে সরাসরি সম্পর্ক দেখা দিল।

কাজাখস্তান এলাকায় পোনেরো-ষোলো শতকে কয়েকটি ছোট ছোট খাঁনেত ছিল; পৃথক জাতিসত্তা হিসেবে কাজাখদের সংহতি ঘটে ষোলো শতকে।

## ১৭শ শতকের গোড়ার দিকে কৃষক বিদ্রোহ। পোলিশ ও সুইড হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম

ষোলো শতকে রাশিয়ার অভ্যন্তরে সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক অধিকতর সামন্ত উৎপীড়নের রূপ পরিগ্রহ করে। এ শতকের অষ্টম ও নবম দশকে অর্থনৈতিক মন্দার সময় সামন্ত জমিদাররা বেগারি বাড়িয়ে নিজেদের অর্থনৈতিক অবস্থা সুদৃঢ়

করার প্রয়াস চালায়। অতিরিক্ত শোষণের ফলে চাষীরা দলে দলে পালায় দেশের সীমান্ত অঞ্চলে (দন, ভাঁটির দ্নেপর এবং কুবান), সেখানে তারা একটি বিশেষ সামাজিক সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে; এরা হল কসাক। জমিদারদের ক্ষমতা দৃঢ় করার উদ্দেশ্যে ভয়ঙ্কর ইভান ষোলো শতকের নবম দশকের গোড়ার দিকে "নিষেধ কালের" প্রবর্তন করেন: সেণ্ট জর্জ দিবসে মুক্তি পাবার যে অধিকার ছিল ভূমিদাসেদের এই নতুন আইনে তা নাকচ করা হয় সাময়িকভাবে। সঙ্গে সঙ্গে ভূস্বামী মহালের চাষীদের বিষয়ে কাছারি-খাতা চালু করা হল; এর উদ্দেশ্য, আর্থিক নিয়ন্ত্রণ। ১৫৯৭ সালের একটি নির্দেশে ঠিক করে দেওয়া হল যে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে পলাতক ভূমিদাসদের খুঁজে পেতে বের করে জমিদারদের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া যেতে পারে। কাছারি-খাতা সরকারী দলিল, এতে ভূমিদাসেরা জমিদারের আইনসঙ্গত সম্পত্তিতে পরিণত হল। সেই বছরেই বাঁধা গোলামরা প্রকৃতপক্ষে ভূমিদাস হয়ে দাঁড়াল, কেননা একটি নতুন আইন অনুসারে শুধু মালিকের মৃত্যুর পরেই দাসখতের অবসান হতে পারে বলে ঘোষিত হল। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথাকে বৈধ রূপ দেবার ব্যাপারে ষোলো শতকের শেষের সরকারী বিধিব্যবস্থা একটি গুরুত্বপূর্ণ পর্যায়। জনসাধারণের দুরবস্থা আরো অসহনীয় হয়ে পড়ে ১৬০১-১৬০৩'এর দুর্ভিক্ষে।

এ সবের ফলে শ্রেণীসংগ্রাম আরো প্রখর হল। ষোলো শতকের শেষে আপনা থেকে কৃষক ও সহরবাসীদের বিদ্রোহ ঘটে (১৫৯১'তে উগলিচে বিদ্রোহ, ১৫৯৪'তে ভলকলামস্কে সেণ্ট জোসেফের মঠে কৃষক বিক্ষোভ)। সেভের্স্কায়া উক্রেন বলে পরিচিত অঞ্চলে কৃষক বিক্ষোভ হয় সতেরো শতকের গোড়ায় এবং ১৬০৩'এর খ্লপক'এর নেতৃত্বে দেশের মধ্যভাগে বাঁধা গোলাম ও ভূমিদাসদের ব্যাপক আন্দোলন চলে। জারের সৈন্যদল অতিকষ্টে বিদ্রোহ দমন করে।



মঠকে ছাড়-খাজনা দিচ্ছে চাষীরা। ১৬শ শতকের শেষের দিকের মিনিয়েচর।

শ্রেণী বিরোধ ত ছিলই, তাছাড়া ছিল সামন্ত শ্রেণীর মধ্যেই দলাদলি। ১৫৮৪'তে ভয়ঙ্কর ইভানের মৃত্যুর পর সিংহাসনে আরোহণ করে তাঁর রুগ্ন ও দুর্বলচিত্ত সন্তান ফিওদর ইভানভিচ (রাজত্বকাল ১৫৮৪-১৫৯৮), সে সময় সত্যকার ক্ষমতা ছিল জারের শ্যালক

বরিস গদ্‌নভের হাতে; ১৫৯৮'তে ফিওদরের মৃত্যুর পর দেশসভা থেকে গদ্‌নভ জার নির্বাচিত হন (রাজত্বকাল ১৫৯৮-১৬০৫)। ভয়ঙ্কর ইভানের সরকারের রাজনীতির অনুসরণ করেন গদ্‌নভ, এর উদ্দেশ্য ছিল দ্‌ভরিয়ানস্তভো অবস্থার উন্নতি করা। মস্কোর জারদের পূত মন্ত্রে অভিষিক্ত করত যে চার্চ ১৫৮৯'তে প্যাট্রিয়ার্কি'র প্রতিষ্ঠায় সে চার্চের শক্তি বাড়ে। ওপ্রিচনিনার ফলে লুপ্ত অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিশেষাধিকার ফিরে পাবার চেষ্টা করে বয়ার অভিজাত বর্গের প্রতিনিধিরা। তাদের আন্দোলন প্রকাশ পেত দরবারী চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রে, প্রধান উদ্দেশ্য গদ্‌নভের অপসারণ। চতুর্থ ইভানের কনিষ্ঠ সন্তান জারেভিচ্‌ দিমিত্রি হঠাৎ উগলিচে মারা যান ১৫৯১'তে, তখন গুজব রটানো হয় এই বলে যে, রাজ উত্তরাধিকারীকে হত্যা করার পিছনে আছেন গদ্‌নভ।

ষোলো শতকের শেষাশেষি আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি খারাপ হল। ১৫৬৯'এর লুব্‌লিন মিলন চুক্তির পর পোল্যান্ড ও লিথুয়ানিয়ার যুদ্ধপ্রিয় সামন্তরা আরো ঘন ঘন হামলা করতে থাকে উক্রেন এবং বেলরুশিয়ার এলাকায়। লিভনীয় যুদ্ধের পরিণতিতে অসন্তুষ্ট হয়ে তারা পশ্চিম রুশ ভূমি, বিশেষ করে স্‌মলেনস্ক, হাতাবার চেষ্টা করে, মতলব ছিল ধীরে ধীরে সারা রাশিয়াকে করতলগত করা। পোলিশ প্রভুরা ক্যাথলিক চার্চের সক্রিয় সাহায্য পেত, চার্চের উদ্দেশ্য ছিল উক্রেন, বেলরুশিয়া এবং



চাষী। ওলিয়ারিসের বই'এর একটি এনগ্রেভিং, ১৭শ শতক।

রাশিয়াকে বশে আনা। একই সময় সুইডেন ও তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধে রাশিয়াকে জড়াবার চেষ্টা করছিল পোলিশ সরকার।

পরিবর্তনশীল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখে গদুনভের সরকার, রুশ রাষ্ট্রকে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা অবলম্বন করে। ফিওদর ইভানভিচের রাজত্বকালে সুইডেনের বিরুদ্ধে সফল যুদ্ধ চলে (১৫৯০-১৫৯৩); এটির অবসান ঘটে তিয়াভ্‌জিনের সন্ধিতে (১৫৯৫), যার ফলে বল্টিক সাগর তীরের কয়েকটি জায়গা ফিরে পায় রাশিয়া। দেশের পশ্চিম অংশে অর্থনীতি ও যুদ্ধকৌশলের দিক দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র স্মলেনস্ককে সুরক্ষিত করা হল; মস্কোর স্থাপত্যশিল্পী কন্‌ এমন একটি দুর্গ বানান যেটা সে সময়কার মিলিটারি ইঞ্জিনিয়রিঙে একটি অসামান্য অবদান। ১৬০০'তে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে মস্কো সন্ধি করে এই সর্তে যে, একটি নির্দিষ্ট কালের জন্য পরস্পর পরস্পরের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে না। পোলিশ শ্লিয়াখ্‌তা কিন্তু রাশিয়া জয়ের প্রস্তুতি চালিয়ে যেতে থাকে।

প্রখর শ্রেণী ও আন্তর্জাতিক বিরোধিতা এবং শাসক শ্রেণীর মধ্যে সংঘর্ষের ফলে সতেরো শতকের প্রথম দশকে একটি তীব্র রাজনৈতিক সংকটের সৃষ্টি হয়, (বুর্জোয়া ও দ্‌ভারিয়ানস্তভো ইতিবৃত্ত-লেখকদের রচনায় এটি "দুঃসময়" বলে পরিচিত); বাইরের যুদ্ধপ্রিয় চক্রেরা এ অবস্থার সুযোগ নেয়। পোলিশ-লিথুয়ানীয় রাষ্ট্রের (রেচ পস্পলিতা) আভ্যন্তরীণ অবস্থা এবং রাশিয়ার সঙ্গে সন্ধি, এ দুটির জন্য প্রকাশ্যভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি করা কিছুটা শক্ত ছিল, তাই ক্যাথলিক চার্চ ও পোলিশ প্রভুরা নিজেদের দালাল প্রথম জাল-দিমিত্রির সাহায্যে পরোক্ষ হস্তক্ষেপের ব্যবস্থা করে। ১৬০৪'এর শরৎকালে পোলিশ সৈন্যদল নিয়ে প্রথম জাল-দিমিত্রি আক্রমণ করেন সেভের্স্কায়া উক্রেন, সেখানে তখন গণ বিক্ষোভ চলেছে। সামন্ত নিপীড়নের বিরুদ্ধে উত্থিত জনগণ "ভালো একটি জার" চাইত, তাদের সাহায্যে সাময়িক সাফল্য অর্জন করেন সিংহাসনের এই জাল দখলদার। তাঁর অগ্রগতি রোখার জন্য সৈন্য সহ যেসব বয়ারকে পাঠানো হয় তারা সরকারের দ্‌ভারিয়ানস্তভো-সুলভ নীতিতে অসন্তুষ্ট ছিল বলে শত্রুপক্ষে যোগ দিল। ১৬০৫'এ হঠাৎ মৃত্যু হয় গদুনভের। সে-বছরের জুন মাসে প্রথম জাল-দিমিত্রি মস্কোয় প্রবেশ করে গদুনভের ষোলো-বছর বয়স্ক সন্তান ফিওদর বরিসভিচ্‌কে সরিয়ে সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর অভিষেকের সঙ্গে সঙ্গে পোলিশ হস্তক্ষেপকারীদের সৈন্যদল রওনা হল মস্কোতে। আক্রমণকারীরা এমন ভাব করত যেন তারা বিজিত দেশে আছে; রুশ জনগণের জাতীয় বোধের অবমাননা তারা করে, চালায় লুঠতরাজ। প্রথম জাল-দিমিত্রি দক্ষিণের ("উক্রেনের") দ্‌ভারিয়ানস্তভোর অবস্থা জোরদার করে দেশের মধ্যে একটা সামাজিক সমর্থন খোঁজেন নিজের জন্য, কিন্তু এতে অসন্তুষ্ট হল বয়ার অভিজাতেরা। হস্তক্ষেপকারী এবং তাদের দালালের প্রতি জনগণের ক্রোধেও তাঁর অবস্থার অবনতি ঘটে। মস্কোয় একটি গণ অভ্যুত্থানের সময়

১৬০৬ সালের ১৭ই মে প্রথম জাল-দিমিত্রি নিহত হন। জনগণের এই জয়কে কাজে লাগিয়ে বয়াররা সিংহাসনে বসাল নিজেদের দালালকে; ইনি হলেন ভাসিলি শুইস্কি (রাজত্বকাল ১৬০৬ থেকে ১৬১০)। নিজেদের মৌরুসী পাট্টা যাতে অটুট থাকে তাই জারের অধিকার ও কার্যকলাপ হ্রাসের উদ্দেশ্যে বয়াররা তাঁকে দিয়ে "ক্রুশ স্পর্শ করে এক শপথ" নেওয়াল যে গুরুত্বপূর্ণ রাষ্ট্র ব্যাপারে তিনি তাদের পরামর্শ বিনা কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন না। শুইস্কি আমলে বয়ারদের স্বেচ্ছাচার যা বাড়ে আগে তা কখনো ততটা হয়নি। শ্রেণী বিরোধ আরো তীব্র হল এবং অনতিবিলম্বে সে বিরোধ আকার নিল ইভান বলৎনিকভের নেতৃত্বে রাশিয়ার ইতিহাসে প্রথম কৃষক যুদ্ধে (১৬০৬-১৬০৭)।

দেশের দক্ষিণভাগে, সেভের্স্কায়া উক্রেনে ব্যাপকভাবে শুরু হল গণ আন্দোলন, তারপর ছড়িয়ে পড়ল অনেকখানি এলাকায়। বাঁধা-গোলাম, কসাক এবং সহরের নিম্ন শ্রেণীরা যোগদান করে কৃষক যুদ্ধে, কিন্তু এর চালক-শক্তি ছিল চাষীরা স্বয়ং। একই সময় ঘটে সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে রুশ চাষীর ব্যাপক আন্দোলন, ভলগা অববাহিকার জনগণের মধ্যে বিক্ষোভ, কিছুকাল পরে পশ্চিম সাইবেরিয়ায়ও বিক্ষোভ শুরু হয়। দ্‌ভরিয়ানস্তভোর একটি ভাগ নিজেদের স্বার্থে কৃষক আন্দোলনকে লাগাবার চেষ্টায় যোগ দিল বলৎনিকভের বিদ্রোহে, উদ্দেশ্য শুইস্কি সরকারের অপসারণ। বলৎনিকভের লোকজনের মধ্যে পাশকভ এবং লিয়াপুনভের নেতৃত্বাধীন দলটি ছিল নেহাৎ পথচলতি সঙ্গে। শ্রেণী সংগ্রাম যখন চরমে পৌঁছল, যখন বিদ্রোহের সামন্ত বিরোধী রূপ সকলের কাছে স্পষ্ট হল তখন দ্‌ভরিয়ানস্তভো বয়ার সরকারের সঙ্গে আপোষে আসাটাই শ্রেয় মনে করল। মস্কো দখল করতে পারেননি বলৎনিকভ, ১৬০৬'এর ডিসেম্বরে তিনি হটে যেতে বাধ্য হন প্রথমে কালুগায় তারপর তুলায়। ১৬০৬-১৬০৭'এর শীতকালে আর একটি বৃহৎ দল যোগ দেয় বলৎনিকভের সঙ্গে — "জারেভিচ পিওতর"এর (ইলেইকা মুরমেৎস) নেতৃত্বে দন কসাক, চাষী ও কারিগরেরা। কৃষক বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় শুইস্কির সরকারকে, কিন্তু সাফল্য লাভের পরও অবস্থা পাকাপোক্ত হয়নি। দেশের বেশির ভাগ জায়গায় চলতে থাকে সামন্ত বিরোধী গণ বিদ্রোহ। এমনকি শাসক শ্রেণীর পুরো সমর্থন পেত না সরকার। শুইস্কির প্রতি শত্রু ভাব পোষণ করত দ্‌ভরিয়ানস্তভো। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অতি সঙীন। রাশিয়ার বাইরে সিংহাসনের আর একটি মিথ্যা দাবিদার দেখা দিলেন, দ্বিতীয় জাল-দিমিত্রি। ইনি ১৬০৭'এর গ্রীষ্মকালে পোলিশ সৈন্যদল নিয়ে, "অলৌকিকভাবে উদ্ধার পাওয়া" প্রথম জাল-দিমিত্রির ভোল নিয়ে রুশ এলাকা আক্রমণ করলেন। ১৬০৮'এর জুন মাসে ইনি মস্কোর কাছে পৌঁছন, সহর দখলের চেষ্টা ব্যাহত হওয়াতে সহরের বাইরে তুশিনোতে শিবির গেড়ে বসলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর ডাকনাম হল "তুশিনোর চোর"। শুইস্কির সরকারে অসন্তুষ্ট দ্‌ভরিয়ানস্তভোর অনেকে যোগ দিল তুশিনো শিবিরে:

কসাকদের একটা ভাগও যোগ দিল। শুইস্কির রাজনীতির প্রতিবাদস্বরূপ কয়েকটি সহর দ্বিতীয় জাল-দিমিত্রির প্রতি আনুগত্যের শপথ নেয় কিন্তু সিংহাসনের এই দ্বিতীয় মিথ্যা দাবিদারের বিশেষ আশা ছিল না জয়লাভের।

জনগণের সঙ্গে বর্বর ব্যবহার করত পোলিশ শ্লিয়াখতা সৈন্যদল, জনমুক্তি সংগ্রামের নতুন একটি অধ্যায় শুরু হয় এতে। ১৬০৮'এ উত্তর ভল্গা অববাহিকাকে (ইয়ারস্লাভল— কস্ত্রমা অঞ্চল) কেন্দ্র করে বিদেশী হস্তক্ষেপকারী এবং তুশিনো শিবিরের বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক পার্টিজান আন্দোলন গড়ে ওঠে। আক্রমণকারীদের সঙ্গে লড়াইয়ের জন্য সহুরে সশস্ত্র দল গড়া হয়। হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে জন আন্দোলনের উপর নির্ভর করার সাহস ছিল না বলে শুইস্কি সরকার সুইডেনের রাজার কাছে সাহায্যের আবেদন জানায়; প্রতিদানে রুশ সহর করেলা এবং মোটা টাকার প্রতিশ্রুতি দেন শুইস্কি। জারের ভাগ্নে স্কপিন-শুইস্কি উত্তরের সহরগুলির সশস্ত্র দল এবং সুইডেনের সৈন্যদের সাহায্যে ১৬০৯'এর বসন্তকালে জোর লড়াই চালিয়ে তুশিনো শিবিরকে ভয়ানকভাবে পরাজিত করেন। আমন্ত্রণের ছুতোয় নভগরদ এবং প্স্কভ অঞ্চল দখল করে নেয় সুইডরা, এর জন্য বহুদিন প্রস্তুতি চালিয়েছিল সুইড সামন্তরা। জনগণ দৃঢ়ভাবে এর প্রতিরোধ করে। রুশ ভূমিতে সুইড সৈন্যর আবির্ভাবে মওকা মিলল পোলিশ শাসকদেব, সে সময় পোল্যান্ড ও সুইডেনের মধ্যে যুদ্ধ চলেছিল বলে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রাম শুরু করল তারা।

সিংহাসনের মিথ্যা দাবিদারদের সাহায্যে রাশিয়াকে বশে আনার প্রয়াসের ব্যর্থতা উপলব্ধি করে পোলিশ অভিজাতবর্গ এবং শ্লিয়াখতা সরাসরি আক্রমণের নীতি গ্রহণ করল। ১৬০৯'এর সেপ্টেম্বরে তৃতীয় সিগিসমুন্ডের নেতৃত্বে একটি পোলিশ বাহিনী রাশিয়ায় আক্রমণ চালিয়ে স্মলেনস্ক অবরোধ করে; সহরের অধিবাসীরা পোলদের আক্রমণ বীরের মতো রোখে, বিশ মাস অবরোধ তারা প্রতিহত করে; এর ফলে পোলিশ বাহিনী মস্কোর দিকে এগোতে পারেনি। ১৬১১ সালের জুন পর্যন্ত পোলরা স্মলেনস্ক নিতে পারেনি। আক্রমণকারীরা এবং তুশিনো বাহিনী অবরোধ চালিয়ে ত্রইত্সে-সের্গিয়েভস্কি মঠ দখল করতে পারল না; মস্কোর উত্তরে গুরুত্বপূর্ণ এই সামরিক ঘাঁটি রক্ষা করে সেখানকার অধিবাসীরা। সরাসরি হস্তক্ষেপ শুরু করার পর তৃতীয় সিগিসমুন্ড পোলদের বললেন তারা যেন মিথ্যা দাবিদারকে ছেড়ে দিয়ে তাঁর পতাকার নিচে আসে। স্কপিন-শুইস্কির সৈন্যদলের তাড়া খেয়ে দ্বিতীয় জাল-দিমিত্রি ১৬০৯'এর ডিসেম্বরে তুশিনো ছেড়ে পালান, তুশিনো শিবিরের পতন ঘটল।

ব্যাপক মুক্তিসংগ্রাম যখন চরমে পৌঁছল, তখন বয়ার অভিজাতবর্গ হস্তক্ষেপকারীদের সঙ্গে যোগ দিল একটি ষড়যন্ত্রে। ১৬১০'এর ফেব্রুয়ারিতে তুশিনো শিবিরে অবস্থিত বিশ্বাসঘাতক বয়াররা রুশ সিংহাসন দখলের জন্য পোলিশ রাজপুত্র ভ্লাদিস্লাভকে আমন্ত্রণ জানাবার সর্তে একটি চুক্তি করে পোল্যান্ডের সঙ্গে।

১৬১০'এর গ্রীষ্মকালে মস্কোর কারিগরদের সমর্থনে দ্‌ভরিয়ানস্তভোর একটি দল শুইস্কি সরকারের অবসান ঘটায়, কিন্তু ক্ষমতা দখল করল ম্স্তিস্লাভস্কির নেতৃত্বে এক দল বয়ার; ১৬১০'এর অগস্টে পোল্যান্ডের সঙ্গে একটি নতুন চুক্তিতে তারা পোলিশ রাজপুত্র ভ্লাদিস্লাভকে রাশিয়ার জার বলে মেনে নেয়। বয়ার অভিজাতদের বিশেষাধিকার বজায় রাখার প্রতিশ্রুতি দিলেন ভ্লাদিস্লাভ। ১৬১০'এর সেপ্টেম্বরে বিশ্বাসঘাতক বয়াররা মস্কোয় পোলিশ সৈন্যদলকে প্রবেশ করতে দিল।

সারা দেশে শুরু হল হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক গণ আন্দোলন। রুশ রাষ্ট্রের মর্মস্থল মস্কো থেকে পাত্রিয়ার্ক গেরমগেন আবেদন জানালেন, হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন সংগঠন করা চাই। প্রথম গণ বাহিনী গঠিত হয় ১৬১১'র শুরুতে, এর নেতা ছিলেন লিয়াপুনভ, ত্রুবেৎস্‌কই এবং কসাক আতামান জারুৎস্কি। ১৬১১'র মার্চের মাঝামাঝি এ বাহিনীর কয়েকটি দল মস্কোর কাছে এসে পড়ে এবং সহরের একটি অংশ দখল করে। খাস মস্কোয় শুরু হয় গণ উত্থান, পোলরা দাবায় সেটা। ১৬১১'র গ্রীষ্মকালে চাষী, কসাক ও দ্‌ভরিয়ানস্তভোর অন্তর্বিরোধের ফলে গণ বাহিনী ভেঙে গেল। তাতে অবশ্য মুক্তি সংগ্রামের অবসান ঘটেনি। দ্বিতীয় একটি গণ বাহিনী গড়া হয় নিজনি নভগরদে ১৬১১ সালের শরৎকালে, এর নেতা ছিলেন মিনিন এবং পজার্স্কি। এটি ছিল সহুরে সব শ্রেণী ও চাষী এবং মধ্য ও নিম্ন দ্‌ভরিয়ানস্তভোর একটি জোট; পোলদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে কোনো প্রকার বিদেশী সাহায্য নিতে অস্বীকার করে এরা ১৬১২ সালের অক্টোবর রাশিয়ার রাজধানী মস্কোকে মুক্ত করে। আক্রমণকারীদের হাত থেকে দেশ মুক্তির ব্যাপারে প্রধান ভূমিকা নেয় জনসাধারণ, এদের মধ্যে ছিল অনেক বীর, যেমন কৃষক ইভান সুসানিন*। রুশ ছাড়া অন্যান্য জাতিও দেশের মুক্তি সংগ্রামে যোগ দেয় — চুভাশ, মারি ইত্যাদিরা। জনগণের সামন্তবিরোধী আন্দোলন স্বভাবতই বলিষ্ঠ স্বদেশ প্রেমের আকারে প্রকাশ পায়। বিদেশী হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে লড়ার মানে নিজেদের সেই সব উৎপীড়কের বিরুদ্ধে লড়া যারা বহির্বিপদের সময় দেশের বিশ্বাসভঙ্গ করে। বলৎনিকভের বিদ্রোহ দমনের পরও সামন্তবিরোধী যে গণ আন্দোলন চলতে থাকে সেটা হস্তক্ষেপকারীরা নিজেদের স্বার্থে লাগাতে চেয়েছিল, কিন্তু তা গেল হস্তক্ষেপকারীদেরই বিরুদ্ধে।

মস্কোর মুক্তির পর রাষ্ট্র শক্তি আবার প্রতিষ্ঠিত হল। ১৬১৩'র জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে দেশসভার অধিবেশন চলে, তাতে নতুন জার নির্বাচিত হন — মিখাইল ফিওদরভিচ রমানভ (রাজত্বকাল ১৬১৩-৪৫)। এ'র পক্ষে ছিল দ্‌ভরিয়ানস্তভো, সহুরে

* জার মিখাইল ফিওদরভিচকে হত্যার উদ্দেশ্যে পোলিশ একটি দল ১৬১৩'র মার্চ মাসে পথ দেখানোর জন্য সুসানিনকে পাকড়াও করে। সুসানিন তাদের নিয়ে যায় গভীর অরণ্যে, হত্যা করা হয় তাকে। তার এই মহান কীর্তি গ্লিঙ্কার অপেরা "ইভান সুসানিন"এর বিষয়বস্তু।



পজার্স্কি'র ধ্বজা। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

লোক এবং কসাকদের একটি অংশ। বয়ার অভিজাত প্রতিনিধিদের পোলিশ এবং সুইড রাজপুত্রদের পক্ষাবলম্বী সুপারিশ দৃঢ়ভাবে প্রত্যাখ্যান করে দেশসভা।

হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে কয়েক বছর, সুইডেনের সঙ্গে স্তল্‌বভা চুক্তি (১৬১৭) এবং পোল্যান্ডের সঙ্গে দেউলিনো যুদ্ধ-বিরতি (১৬১৮) না হওয়া পর্যন্ত। স্মলেনস্ক ইত্যাদি কয়েকটি রুশ সহর পোলিশ শাসনে রয়ে গেল, সমগ্র বল্টিক সমুদ্র তীর সুইডেনের হাতে। হস্তক্ষেপের ফলে কয়েকটি প্রাচীন রুশ অঞ্চল সাময়িকভাবে হস্তচ্যুত এবং দেশের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হল।

সতেরো শতকের গোড়াকার প্রখর রাজনৈতিক সংঘাত এবং রুশ রাষ্ট্রের মুক্তিসংগ্রাম রুশ সামাজিক চিন্তা ও রচনার উপর প্রভাব বিস্তার করে। ১৬১০ ও ১৬১১ সালে মস্কোয় বণ্টিত অনামী "মহান রুশ রাজ্য ও মস্কোর বৃহৎ রাষ্ট্র বিষয়ক নূতন কাহিনী" একটি স্মরণীয় রচনা, এতে তখনকার রুশ সমাজের দেশপ্রেম প্রতিফলিত হয়। আরো কিছুকাল পরে আরো অনেক লেখা প্রকাশিত হয়, যেমন আভরাআমি পালিৎসিন, তিমফেয়েভ এবং কাতিরেভ-রস্তভস্কির রচনা, এতে সে যুগের ঘটনাবলী বর্ণনা করা হয়েছে শাসকশ্রেণীর বিভিন্ন স্তরের বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গি থেকে।

# প্রখরতর ভূমিদাসপ্রথা, পুঁজিবাদী সম্পর্কের জন্ম ও বিকাশের পর্বে রাশিয়া (১৭শ থেকে ১৯শ শতকের মাঝামাঝি)

## ১৭শ শতকে রাশিয়ার সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ

দেশের বিনষ্ট অর্থনীতিকে প্রখরতর ভূমিদাস শোষণের ভিত্তিতে আবার গঠন করা হয়। সতেরো শতকে দক্ষিণী অঞ্চল, ভলগা অববাহিকা এবং সাইবেরিয়ার নতুন সব জায়গায় কৃষির বিস্তার ঘটে। অ-রুশ জনগণ স্থায়ী কৃষিকর্মে আত্মনিয়োগ করল। জার সরকার দভোরিয়ানস্তভোকে মুক্ত হস্তে রাষ্ট্রীয় ও রাজকীয় জমি বিতরণ করে। ১৬৭৮ সাল নাগাদ দেশের কৃষক শ্রেণীর দশভাগের প্রায় ন ভাগ ছিল দভোরিয়ানস্তভো. চার্চ ও জার পরিবারের সম্পত্তি। সামন্ত ভূমি ব্যবস্থায় বিপুল পরিবর্তন ঘটে এবং শতকের শেষে অভিজাতবর্গের বংশানুক্রমিক মৌরসী জমি এবং দভোরিয়ানস্তভোর জায়গির জমির স্বত্ব সমান হয়ে যায়, অর্থাৎ শেষোক্তগুলিও বংশানুক্রমিক হয়ে দাঁড়াল। সামন্ত ভূমি মালিকানার বৃদ্ধির সঙ্গে দেখা দিল প্রখরতর ভূমিদাস শোষণ, সামন্ত মালিকদের মধ্যে ভূমিদাস নিয়ে চলল সুতীব্র লড়াই। চতুর্থ দশকে সামন্ত মালিকেরা দাবী করতে শুরু করল যে পলাতক ভূমিদাসদের ফিরে পাবার নির্দিষ্ট মেয়াদ যেন সরকার তুলে দেয়, এদের খুঁজে পেতে বের করার অধিকার অনির্দিষ্ট কালের জন্য তারা চায়। কয়েকটি সরকারী নির্দেশে মেয়াদ বাড়ানো হল পোনেরো বছর পর্যন্ত। সতেরো শতকে ফসলী ছাড়-খাজনা (কুইট্‌রেণ্ট) এবং বেগারি ছাড়াও টাকায় খাজনা দেবার প্রথা আরো ব্যাপক হয়।

এ যুগে শ্রমের সামাজিক বিভাগও আরো গভীর হয়, পণ্যদ্রব্যের উৎপাদন বাড়ে। এ প্রক্রিয়ার ছাপ পড়ে দেশের কয়েকটি অঞ্চলে বিশেষ বিশেষ স্থানীয় জিনিসের উৎপাদনে (তুলা-সের্পুখভ জেলা, উস্‌তিউজনা জেলেজপল্‌স্কায়া এবং ওনেগা জেলায় লোহার জিনিস; উত্তর এলাকায় এবং কামার অববাহিকায় লবণ; প্‌স্কভ এবং স্‌মলেনস্ক অঞ্চলে শণ ইত্যাদি), ব্যবসায় মুদ্রা সঞ্চালনের গুরুত্ব বেড়ে গেল, ব্যবসায়ী ও মহাজনদের মূলধন বৃদ্ধি পেল। সতেরো শতকে শস্যের আঞ্চলিক বাজার গড়ে উঠল ভিয়াৎকা জেলায়, ভোলিকি উসতিউগ এবং অন্যান্য স্থানে। সহরের কারিগররা ক্ষুদে পণ্যোৎপাদক হয়ে দাঁড়াল। ছোটখাটো উৎপাদন পুঞ্জীভূত হল, সঙ্গে সঙ্গে মজুর খাটানো শুরু হল। সতেরো শতকে রুশ অর্থনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল হস্তশিল্প কারখানার (manufactory) প্রবর্তন — তুলা ও কাশিরা এবং পরে ওলনেৎসে লোহা-কারখানা; মস্কোর কাছে কাঁচের কারখানা; কামান ঢালাই'এর কারখানা (১৫ শতকে প্রতিষ্ঠিত); টাঁকশাল এবং তাঁতশালা। এ সব হস্তশিল্প কারখানায় মজুর এবং ভূমিদাস উভয়েই খাটত। লবণ-শোধনাগার এবং নৌপরিবহণ ব্যবস্থাতেও মজুর রাখা হত। প্রতীচ্য



নিজনি নভগরদের মেট্রপলিটান ত্রেফিলির সোনার পাত দেওয়া রৌপ্য পাত্র, ১৬৯৯। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

ও প্রাচ্যের দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক বিশেষ বেড়ে গেল, কাঁচা মাল ও হস্তশিল্পের জিনিস রপ্তানি হত, আনা হত কারখানায় প্রস্তুত দ্রব্য ও ধাতু। আভ্যন্তরীণ ব্যবসাও বৃদ্ধি পেল। সারা-রুশ বাজারের কেন্দ্র ছিল মস্কো। মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্কের বৃদ্ধির প্রভাব পড়ে কৃষিতেও। বাজারের সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ হল চাষী খামারগুলির, এতে চাষীদের মধ্যে বৈষম্য দেখা দিল। কয়েকটি বৃহৎ সামন্ত জমিদার, যেমন বয়ার মরজভ, পটাশ, মদ ইত্যাদি উৎপাদনের জন্য শিল্পোদ্যোগ শুরু করে।



লোহা গলাইয়ের চুল্লি। আর্তসিখভস্কি ও ইয়ানিশিন কর্তৃক পুনঃকল্পিত।

উৎপাদনে পুঁজিবাদী সম্পর্কের উপাদান প্রথম দেখা দেয় সতেরো শতকে। রুশ ইতিহাসে এ শতককে নতুন একটি পর্বের শুরু হিসেবে দেখেন লেনিন, তিনি বলেন, নানা অঞ্চলে পণ্য সঞ্চালনের বিকাশ হওয়াতে এবং ক্ষুদ্র স্থানীয় সব বাজার ধীরে ধীরে একটি সারা-রুশ বাজারে দানা বাঁধাতে বিভিন্ন এলাকা, ভূমি ও রাজ্য বাস্তবিকপক্ষে একটি অখণ্ড সমগ্রে পরিণত হয় এ পর্বে, বুর্জোয়া জাতীয় সম্পর্ক বাঁধার পর্ব এটি। সামন্ত ভূমিস্বত্ব এবং ভূমিদাসভিত্তিক শক্তিশালী রাষ্ট্রের ছায়ায় এ পর্ব বিস্তৃত হয় পুরো একটি ঐতিহাসিক যুগে। অত্যন্ত মন্থর গতিতে দানা বাঁধে পুঁজিবাদী সম্পর্ক, উনিশ শতক পর্যন্ত ভূমিদাসপ্রথা ঘোচাবার মতো শক্তি তা সঞ্চয় করতে পারেনি। পশ্চিম ইউরোপের উন্নত দেশগুলির তুলনায় সামন্ত রাশিয়া অনেক পিছনে পড়ে ছিল। সামাজিক ও অর্থনৈতিক বিকাশের জটিল প্রক্রিয়ায় শ্রেণী সংগ্রাম আরো প্রখর হল। দেশের দক্ষিণাংশে জমিদারদের কাছ থেকে চাষীদের দলে দলে পলায়ন, কসাকদের দ্রুত সংখ্যা বৃদ্ধি এবং সহরে গভীর সামাজিক বিরোধের ফলে অসংখ্য সামন্তবিরোধী বিদ্রোহ ঘটে।

সহরের মধ্যে ব্যক্তিগত সামন্ত মালিকানার ফলে সহরতলির পসাদ অর্থাৎ সেই সব গঞ্জ অঞ্চলের বিকাশ ব্যাঘাত পায় যেখানে আগেকার দিনে দুর্গ বা মঠের প্রাকারের তলায় কারিগররা ঘর বেঁধেছিল। এসব "কালো" মহল্লার ক্ষুদে স্বাধীন কারিগরদের নিজের নিজের কামারশালা ছিল, জারকে দেয় কর এবং নজরানার ঠেলায় এরা দেখল "সাদা" বা সামন্ত মহল্লার কারিগরদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা কঠিন ব্যাপার। পসাদ-সম্প্রদায় সম্পত্তিগত এবং সামাজিক নানা স্তরে বিখণ্ডিত হয়ে যেতে শুরু করে; বেশ সম্পত্তি সঞ্চয়-করা "বড়ো" বা "সেরা" লোকের একটা দল অন্যদের থেকে পৃথক করল নিজেদের। কিন্তু সমগ্রভাবে "কালো" মহল্লা "সাদা" মহল্লার ও সামন্ত নিপীড়নের বিরোধী ছিল। সহরের অর্থনৈতিক বিকাশের জন্য প্রয়োজনীয় ছিল "কালো" মহল্লার কারিগরদের শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের সমস্ত বাধার অপসারণ। বড়ো ব্যবসায়ীদের নিজের দলে ভিড়িয়ে এবং একান্ত সামন্ত পেটোয়া সংঘ — বণিক, বস্ত্র উৎপাদক এবং অন্যান্যদের "শতক" বা সংঘ গড়ে সরকার উচ্চ স্তরের বণিক ও সামন্ত অভিজাতদের মধ্যে একটা সমঝোতা আনে। বণিক এবং কারিগরদের উচ্চ স্তরের লোকদের সরকারী কাজে নিয়োগ করাতে শিল্প ও বাণিজ্য থেকে তাদের বিচ্ছেদ ঘটল, যে প্রক্রিয়া মূলধনের প্রাথমিক সঞ্চয় নামে পরিচিত সে প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত হল।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ করের মাত্রা বৃদ্ধিতে সতেরো শতকে আর্থিক বোঝা বাড়ে। নতুন নানা কর চাপানো হল, যেমন রাজপথ কর, সৈন্যবাহিনী কর ইত্যাদি। সতেরো শতকের মাঝামাঝি জনগণের কাছ থেকে প্রাপ্ত প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ ষোলো শতকের শেষার্ধের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে দাঁড়ায়। ১৬৭৯-১৬৮১'তে পুরাতন লাঙল করের জায়গায় চালু হল খামার কর, এতে প্রত্যক্ষ করের পরিমাণ আরো বাড়ল।

## ১৭শ শতকের মাঝামাঝি নাগরিক বিদ্রোহ। স্তেপান রাজিনের নেতৃত্বে কৃষক যুদ্ধ

অধিকতর সামন্ত শোষণ, করের গুরুভার এবং তার জন্য প্রখরতর শ্রেণী সংগ্রামের ফলে সতেরো শতকের মাঝামাঝি কয়েকটি নাগরিক বিদ্রোহ ঘটে — মস্কোয় ১৬৪৮ এবং ১৬৬২'তে, নভগরদ এবং প্স্কভে ১৬৫০'এ, দেশের মধ্যভাগের কয়েকটি সহরে, দক্ষিণে এবং সাইবেরিয়ায়। সহরের গণবিদ্রোহগুলিতে শ্রেণী শক্তিগুলির ভেদ রেখা স্পষ্ট হয়ে ওঠে: নাগরিকদের উচ্চ স্তর এবং বণিকেরা সামন্ত রাষ্ট্রের স্বপক্ষে এবং পসাদ-সম্প্রদায়ের লোকেদের সামন্ত বিরোধী আশা আকাংক্ষার বিরুদ্ধে ছিল। নাগরিক বিক্ষোভের সুযোগ নিয়ে দ্‌ভরিয়ানস্তভো বয়ার অভিজাতবর্গের সমান অধিকার দাবী করে, নিজেদের জমি এবং ভূমিদাসদের উপর ক্ষমতা আরো ভালোভাবে গুছিয়ে নিতে চায়।

সতেরো শতকের রাশিয়ায় শ্রেণী সংগ্রামের একটি অসামান্য বৈশিষ্ট্য হল কৃষক যুদ্ধ (১৬৬৭-১৬৭১), এর নেতৃত্বে ছিলেন স্তেপান রাজিন। এর শুরু দনে, এখানে দেশের মধ্যাঞ্চলের উৎপীড়ক জমিদারদের কাছ থেকে পলাতক অনেক ভূমিদাস জমায়েৎ হয়। দন কসাকদের মধ্যে সামাজিক ভেদের ফলে শ্রেণী বিরোধ আরো বাড়ে, শুরু হয় ব্যাপক গণ আন্দোলন। কৃষক যুদ্ধ বিরাট আকার ধারণ করে, রুশ রাষ্ট্রের অনেকটা এলাকা জড়িয়ে পড়ে এতে। বয়ার এবং সমগ্র দ্‌ভরিয়ানস্তভো শ্রেণীর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করে বিদ্রোহীরা। যুদ্ধের প্রধান শক্তি ছিল রুশ চাষী, কিন্তু ভলগা এলাকার লোকেরাও সামন্তবিরোধী সংগ্রামে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। উক্রেনের আশেপাশে বিক্ষোভ ঘটে, এর সাড়া এমনকি দেশের মধ্যাঞ্চল পর্যন্ত পেঁছয়। জনগণের মুক্তিপ্রয়াসী অনেক নিঃস্বার্থ যোদ্ধা সাহসের পরিচয় দেন এ সংগ্রামে। ১৬৭০-১৬৭১'এ, কঠিনতম সংগ্রামের সময় কৃষক যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে ভলগার মধ্যভাগ ও ভাঁটিতে এবং রাশিয়ার দক্ষিণাঞ্চলে। ১৬৭১'এর বসন্তকালে শুধু বিদ্রোহের প্রধান অঞ্চলগুলি দাবাতে পারে সরকার। সামন্ত যুগের সমস্ত কৃষক যুদ্ধের মতো এ যুদ্ধেও কৃষকেরা পরাজিত হল, তার কারণ সংগঠনের দুর্বলতা এবং রাজতন্ত্রী মতাদর্শ। জারের সৈন্য কর্তৃক বিদ্রোহের প্রধান কেন্দ্রগুলির দমন এবং রাজিনের প্রাণদন্ডের পরও পাশবিক নিপীড়ন সত্ত্বেও সামন্তবিরোধী বিদ্রোহগুলি শেষ হয়ে যায়নি। এদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো ছিল ১৬৬৮-১৬৭৬'এর সলভেৎস্কি বিদ্রোহ, এখানে বিদ্রোহীরা সরকারী সৈন্যদের অবরোধ রোখে কয়েক বছর। জনগণের শ্রেণীগত প্রতিবাদ তখন প্রকাশ পায় "সনাতন ধর্মের" পক্ষে সংগ্রামের মাধ্যমে, সতেরো শতকের মাঝামাঝি যাজকদের মধ্যে এ ধর্ম বিশ্বাসের শুরু। গ্রীক অর্থোডক্স ঐতিহ্যের সঙ্গে মিলিয়ে ধর্মগ্রন্থ এবং চার্চ-অনুষ্ঠানক্রিয়া সংশোধনের ভার নেন প্যাট্রিয়ার্ক নিকন এবং তাঁর শিষ্যরা। এর বিশেষ বিরোধিতা করেন যাজক

আভ্ভাকুম এবং নেরনভ এবং বয়ার মিলস্লাভস্কি, খভান্স্কি, মরজভা ইত্যাদিরা। "সনাতন ধর্মের" জন্য এই সামাজিক ও ধর্মীয় আন্দোলন রুশ ইতিহাসে "রাস্কল" বা "বিভেদ" বলে পরিচিত। যে সনাতন ধর্মে বিশ্বাসের জন্য লোকে নিপীড়িত সেই ধর্ম লাঞ্ছিত জনগণের চেতনায় অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতীক হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সেই সঙ্গে চার্চের বিভেদের মতাদর্শকে নিজেদের কাজে লাগায় প্রতিক্রিয়াশীল নানা দল।

উদগ্র এই পরিস্থিতিতে জার আলেক্সেই মিখাইলভিচের (রাজত্বকাল ১৬৪৫-১৬৭৬) সরকার সামন্ত ভূমিদাসভিত্তিক প্রথাকে জোরালো করার উদ্দেশ্যে আরো বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৬৪৯'এ দেশসভা একটি অর্ডিনান্স গ্রহণ করল, এটি সরকারের একটি জরুরী রাজনৈতিক ও আইনসংক্রান্ত বিধি। স্বৈরতন্ত্র বা জমিদারদের সম্পত্তি ও শক্তির যারা বিরোধী তাদের নিপীড়নের নিষ্ঠুর ব্যবস্থা করে সরকারের আশা ছিল জনগণের বিদ্রোহ দাবানো। স্বৈরতন্ত্রের প্রধান সামাজিক খুঁটি যারা সেই দ্ভরিয়ানস্তভোর অবস্থা কায়েম করা হল অর্ডিনান্সে এবং সাবেকী অভিজাতবর্গের সঙ্গে তাদের প্রাপ্ত জায়গির এক পর্যায়ে এনে সেটাকে বংশানুক্রমিক করে দেওয়া হল। ভূমিদাসপ্রথাকেও আইনসঙ্গত রূপ দেওয়া হল। ভূমিদাসত্বের মেয়াদ হল আজীবন এবং বংশানুক্রমিক, চাষীর সম্পত্তির মালিক বলে ঘোষণা করা হল জমিদারকে। পলাতক ভূমিদাসকে খুঁজে পেতে ফিরে পাবার নির্দিষ্ট সময় তুলে দেওয়া হল, যে কোনো সময় পলাতককে ধরে তার মালিকের কাছে ফিরিয়ে দেওয়া চলবে। ষষ্ঠ এবং সপ্তম দশকে পলাতক ধরার ভার সরকারের হাতে দেয় দ্ভরিয়ানস্তভো। পসাদ-সম্প্রদায়ের কয়েকটি দাবী দাওয়া স্বীকৃত হয়। সামন্ত-অধিকৃত "সাদা" মহল্লা তুলে দিয়ে "রাজাধিরাজের নামে" তাদের রেজিস্ট্রি করা হল। "সাদা" মহল্লার বিরুদ্ধে "কালো" মহল্লার লোকেদের আন্দোলনের সুযোগ নিয়ে স্বৈরতন্ত্রী সরকার সহরে সামন্ত অনৈক্যের যে জের ছিল তার অবসান ঘটাল; সেই সঙ্গে তখন পর্যন্ত সহরে সম্পত্তি ছিল যেসব শক্তিশালী বৃহৎ সামন্ত মালিকদের হাতে তাদের ক্ষমতা কমানো হল। রাষ্ট্রীয় কর আরোপণের একটি যুক্তিসঙ্গত ভিত্তি এতে মেলে। সহুরে ব্যবসা পসাদ-সম্প্রদায়ের লোকেদের একচেটিয়া হল, চাষীদের কাছে সহরে ব্যবসা নিষিদ্ধ হল।

নাগরিক এ সব সংস্কারে পসাদ-বাসীদের বেশির ভাগের কোনো সুবিধে হয়নি, সামন্ত রাষ্ট্রের শোষণ চক্রে ক্রমশ বেশি করে তারা এসে পড়ে। তাদের উপর শুল্ক ও কর ও নানা বাধ্যবাধকতার অন্ত ছিল না, এতে রুশ নগর বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু বাণিজ্য বিকাশে আগ্রহান্বিত রাষ্ট্র বণিক শ্রেণীর অবস্থা জোরদার করার জন্য কিছু বিধিব্যবস্থা নিতে বাধ্য হয়। ১৬৫৩'তে একটি শুল্ক আইন স্থানীয় শুল্ক প্রাচীর ভেঙে দিয়ে একটি একক শুল্ক ব্যবস্থার প্রবর্তন করে। সে যুগের একটি অগ্রণী রাষ্ট্র নেতা, অর্দিন-নাশ্চকিন কর্তৃক প্রস্তুত নূতন বাণিজ্যিক সনদে (১৬৬৭) রাশিয়ায় বিদেশী

বণিকদের ব্যবসা কমাবার ব্যবস্থা থাকে। সতেরো শতকের রুশ রাষ্ট্রের অর্থনৈতিক নীতির একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল বণিকতন্ত্রের অপেক্ষাকৃত বেশি প্রভাব।

সামন্ত ভূমিদাসপ্রথার সংহতির সঙ্গে সামন্ত রাষ্ট্রের শক্তি বৃদ্ধির ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ। সতেরো শতকে রাশিয়ার রাষ্ট্রীয় কাঠামোকে লেনিন "বয়ার দুমা এবং বয়ার অভিজাতবর্গ সমেত" স্বৈরতন্ত্র বলে বর্ণনা করেন। এ শতকে স্থানীয় প্রশাসন ছিল ভয়েভদা অর্থাৎ সামরিক গভর্ণরের হাতে; রাষ্ট্রের সমগ্র এলাকায় এ প্রথা ব্যাপক হয়ে পড়ে। জনগণের বিরুদ্ধে প্রশাসনিক ও আদালতী কর্তৃপক্ষদের স্বেচ্ছাচারী কার্যকলাপের ফলে সামন্ত ভূমিদাসপ্রথার গুরুভার আরো অসহনীয় হয়ে ওঠে।

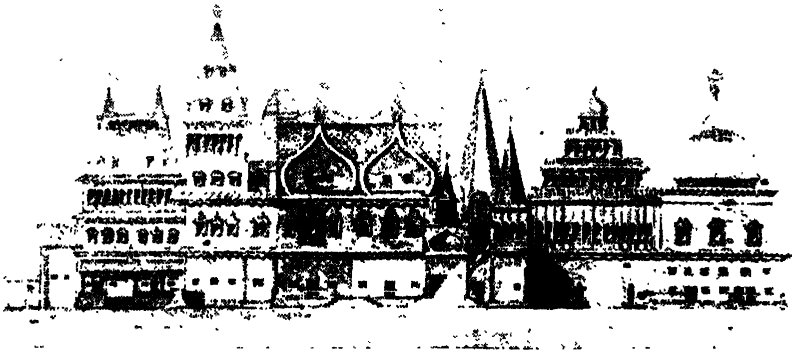


প্রিকাজ'এর (মন্ত্রিদপ্তর) একটি দৃশ্য। ১৭শ শতকের আইকন থেকে।

সতেরো শতকের শেষার্ধে বয়ার দুমা এবং দেশসভার মতো পুরাতন মধ্য যুগীয় প্রতিষ্ঠানের ক্রমশ অবসান ঘটাতে এবং দেশের শাসনে চার্চের ভূমিকা কমে আসাতে জারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ হতে থাকে। রাজক্ষমতা যত নিরঙ্কুশ তত কম ডাকা হত দেশসভাকে, নবম দশকে অধিবেশন একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। আমলাতন্ত্রী নানা জীব পুরাতন অভিজাত পরিবারগুলিকে স্থানচ্যুত করাতে বয়ার দুমার গুরুত্ব ক্রমশ হ্রাস পেল। রুশ জারদের মধ্যে মিখাইল রমানভ প্রথম "সর্বেসর্বা" খেতাব গ্রহণ করেন সরকারীভাবে। সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসন ব্যবস্থা আরো কেন্দ্রীভূত হল।

প্রিকাজ বা মন্ত্রিদপ্তরগুলির জটিল ব্যবস্থা সংস্কারের চেষ্টা করা হয়। স্থায়ী সৈন্য বাহিনীর উপাদান দেখা দিল। সতেরো শতকের মাঝামাঝি চার্চ সংস্কারের ফলে একটি একক চার্চ অনুষ্ঠান পদ্ধতি প্রতিষ্ঠিত হয়, এতে রাজনৈতিক কেন্দ্রীকরণের সুবিধা হল।

সতেরো শতকের গোড়ার দিকে পররাষ্ট্র নীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল শতকের শুরুতে পোলিশ ও সুইড হস্তক্ষেপে বিচ্ছিন্ন রুশ ভূমির রাষ্ট্রীয় ঐক্যের পুনঃস্থাপন।



জার আলেক্সেই'এর প্রাসাদ, কলমেন্‌স্কয়ে। ১৮শ শতকের ড্রয়িং।

দেশের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কঠিন ছিল বলে এ সমস্যার দ্রুত সমাধান হয়নি। পোল্যান্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ (১৬৩২-১৬৩৪) রাশিয়ার অনুকূলে গেল না। শতকের মাঝামাঝি দুটি ভ্রাতৃভাবাপন্ন জাতি, রুশ ও উক্রেনীয়, পোলিশ শ্‌লিয়াখতার বিরুদ্ধে এক না হওয়া পর্যন্ত কয়েকটি বৈদেশিক সমস্যার সমাধান মেলেনি।

সতেরো শতকে দক্ষিণে তুর্কী ও তাতার হামলার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা ব্যবস্থা রুশ পররাষ্ট্র নীতিতে গুরুত্বপূর্ণ স্থান নেয়। চতুর্থ ও অষ্টম দশকের মধ্যে কয়েকটি প্রতিরক্ষা ঘাঁটির লাইন তৈরি করা হয়। তুরস্কের সুলতান এবং ক্রিমিয়ার খাঁ'র বিরুদ্ধে সংগ্রামে দন ও উক্রেনীয় কসাকরা বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। প্রায়ই তার সাহসে হামলা চালাত। এমনকি ইস্তানবুল পর্যন্ত তারা যায় (১৬২৪)। ১৬৩৭'এ দন কসাকরা আজভ দখল করে, কিন্তু তা ধরে রাখার মতো যথেষ্ট সৈন্যবল রাশিয়ার না থাকাতে দেশসভার সিদ্ধান্ত অনুসারে এটি ফেরৎ দেওয়া হয় তুরস্ককে। ১৬৭৬এ উক্রেন জয়ের উদ্দেশ্যে রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু করে তুরস্ক। ১৬৭৬-১৬৮১'র যুদ্ধে উক্রেনীয়দের সঙ্গে পাশাপাশি লড়ে রুশ সৈন্যরা তুর্কী আক্রমণ থামায়। রুশ পদাতিক বাহিনীর চমৎকার গুণ দেখা গেল এ যুদ্ধে, এরা তুরস্কের শ্রেষ্ঠ সৈন্যদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

## ১৭শ শতকে রুশ সংস্কৃতি

সামন্ত ভূমিদাসপ্রথার প্রাধান্য এ যুগে রুশ সংস্কৃতি বিকাশকে ব্যাহত করে। শিক্ষার মান ছিল নিচু। তবু কিছুটা সাংস্কৃতিক অগ্রগতি ঘটে। ভাসিলি বুর্তসেভ্‌ "রুশ পাঠ"(১৬৩৪) এবং মেলেতি স্‌মত্রিৎস্কি "স্লাভনিক্‌ ব্যাকরণ" প্রকাশ করেন। স্লাভ-

গ্রীক-লাটিন আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হল ১৬৮৭'এ। সাইবেরিয়ায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক আবিষ্কার করে রুশরা, প্রাচ্য দেশের কয়েকটি বর্ণনা প্রকাশিত হয়; স্পাফারির চীন বর্ণনা এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। রাশিয়ার কয়েকটি মানচিত্র তৈরি হল। সতেরো শতকে সাহিত্যের আয়তন বেশ ছিল, বিশেষ করে শ্লেষাত্মক ও গেরস্থালীর ব্যাপার নিয়ে রচনার। সে যুগের স্থাপত্য কয়েকটি সুন্দর নিদর্শন রেখে গিয়েছে -- এদের মধ্যে অসাধারণ হল নিউ জেরুজালেম ক্যাথিড্রাল, তথাকথিত "নারিশ্‌কিন রীতির" দালানগুলি, ইত্যাদি। চিত্রকলায় বাস্তবধর্মী একটা ঝোঁক ছিল, যেমন উশাকভের চিত্রাবলী; এ সময় প্রতিকৃতি চিত্র দেখা দিল। প্রথম রুশ পুঁথি-সংবাদপত্র "কুরান্তি" ("ঘণ্টা") প্রকাশিত হয় সতেরো শতকে; প্রথম রুশ থিয়েটার অথবা কমেডি ভবন মস্কোর কাছে প্রিয়ব্রাজেনস্কয়ে গ্রামে খোলা হয় (১৬৭২-১৬৭৬)। সতেরো শতকে আকার নিতে শুরু করে রুশ জাতি।

## পোলিশ সামন্ত ভূমিদাসভিত্তিক এবং জাতীয় অত্যাচারের বিরুদ্ধে উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জনগণের সংগ্রাম। উক্রেন ও রাশিয়ার পুনর্মিলন

পোলিশ শ্‌লিয়াখতার অত্যাচার থেকে উক্রেনকে বাঁচাবার জন্য বহু বছর নিঃস্বার্থ সংগ্রাম চালায় উক্রেনীয় জনগণ। উক্রেনের বড়ো জমিদার এবং কসাকদের মধ্যে যারা সমৃদ্ধ তাদের একটি অংশ নিজেদের স্বার্থে প্রায়ই গণ আন্দোলনের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করত। মুক্তি সংগ্রামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল সামন্তবিরোধী আন্দোলন। সতেরো শতকের প্রথমার্ধে তারাস ফিওদরভিচ, যার ডাকনাম ছিল ত্রিয়াসিলো (১৬৩০), পাভলিউক (১৬৩৭), অস্ত্রিয়ানিন (১৬৩৮) এবং অন্যান্যদের নেতৃত্বে কয়েকটি ব্যাপক কৃষক ও কসাক বিদ্রোহ ঘটে। রুশ জনগণের সঙ্গে একত্র হবার আগ্রহ ক্রমশ বেশি করে দেখা দেয় উক্রেনীয় জনসাধারণের মধ্যে, এর প্রমাণ রুশ সরকারের কাছে বিদ্রোহীদের ঘন ঘন আবেদন। ১৬৪৮'এ উক্রেনীয় জনগণের মুক্তি সংগ্রাম শুরু হয়, এর নেতা ছিলেন নামী রাষ্ট্র নেতা ও যোদ্ধা বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি। বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে বেলরুশিয়ায়, বিদ্রোহী কৃষক ও কসাকদের হাতে কয়েকবার পরাজিত হয় পোলিশ শ্‌লিয়াখতা।

মুক্তি সংগ্রামের সময় পুরোভাগে আসে জনগণের অনেক বীর: ক্রিভনস, বগুন, নেবাবা ইত্যাদিরা। বেলরুশিয়ায় বিদ্রোহীদের পরিচালনা করেন গার্কুশা, ক্রিভশাপকা, নেপালিচ এবং অন্যরা।। উক্রেন কিন্তু নিজের সৈন্যবলে পোল্যাণ্ডের কাছ থেকে স্বাধীনতা রক্ষা করতে পারেনি। খ্‌মেলনিৎস্কি উপলব্ধি করলেন যে উক্রেন ও রাশিয়ার মিলন

একটি ঐতিহাসিক প্রয়োজন, দুটি দেশ যাতে আবার এক হয় তার আবেদন জানালেন মস্কোয়; ১৬৫৩ সালে দেশসভা এ প্রস্তাব মানে। ১৬৫৪'র ঐতিহাসিক পেরেয়াস্লাভ্ল সম্মেলনে উক্রেন ও রাশিয়ার পুনর্মিলনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হল। তখন থেকে উক্রেনীয় জনগণের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ সম্ভব হল। দুটি মহান জাতির ভ্রাতৃত্বমূলক বন্ধন বাইরের শত্রু এবং ঘরের অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে দৃঢ় হয়। রুশ রাষ্ট্রের জরুরী বৈদেশিক রাজনৈতিক সমস্যাগুলির সমাধান হল।

পোল্যাণ্ডের বিরুদ্ধে যুদ্ধ শুরু হয় ১৬৫৪'এ। এর ফলে স্মলেনস্ক মুক্তি পেল এবং অনেক উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় অঞ্চল ফিরে এল। যুদ্ধে সুইডেনের হস্তক্ষেপে (১৬৫৬-১৬৫৮) আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়ে।

অসফল যুদ্ধের পর ১৬৬১'তে রুশ সরকার সুইডেনের সঙ্গে কার্দিস চুক্তি করে। ১৬৬৭'তে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে আন্দ্রুস্‌সভো সন্ধি স্বাক্ষরিত হয়; এটি অনুমোদিত হল ১৬৮৬'র "চির শান্তি চুক্তি" দ্বারা, এতে কিয়েভ এবং দ্নেপরের ডান তীরে কিয়েভ অঞ্চল সহ পূর্ব উক্রেন রুশ এলাকা বলে স্বীকৃত হল; পশ্চিম উক্রেন পোল্যাণ্ডের অধীনে রয়ে গেল। উক্রেনের অনেকটা রাশিয়ায় চলে আসাতে এবং পোল্যাণ্ডের সঙ্গে সন্ধি হওয়াতে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যার দ্বার উন্মুক্ত হল — সমুদ্রে পৌঁছবার একটি পথ বের করা। রাশিয়ার সমগ্র ঐতিহাসিক বিকাশ দাবী করে এটি।

### ১৭শ শতকে বল্টিক উপকূল এলাকা

বল্টিক উপকূল এলাকা সুইডেন, পোল্যাণ্ড ও ডেনমার্কের মধ্যে বিভক্ত ছিল। সতেরো শতকে সেই এলাকায় সামন্ত প্রথার বিকাশের সঙ্গে ভূমিদাসপ্রথাকে আইনগত রূপ দেওয়া হয়। পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের যুদ্ধ এবং তিরিশ বছরের যুদ্ধের* (১৬১৮-১৬৪৮) সময় আল্‌ত্‌মার্ক সন্ধি অনুসারে (১৬২৯) এস্তনিয়া, লিভনিয়ার উত্তর-পূর্ব অংশ এবং রিগা যায় সুইডেনের কাছে আর লিভনিয়ার দক্ষিণ অংশ পায় পোল্যাণ্ড। রুশ-পোলিশ যুদ্ধ (১৬৫৪-১৬৬৭) এবং রুশ-সুইড যুদ্ধের সময় (১৬৫৬-১৬৫৮) রুশ সৈন্য লিথুয়ানিয়া, লাতগালিয়া এবং এস্তনিয়ার এলাকায় প্রবেশ করে বটে, কিন্তু

---

* প্রথম সারা ইউরোপ ব্যাপী যুদ্ধ, এতে ইউরোপের বেশির ভাগ রাষ্ট্র দুটি শিবিরে বিভক্ত হয় — একটি হল হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ জোট, এতে ছিল পোপের রাষ্ট্র ও পোল্যাণ্ড কর্তৃক সমর্থিত স্পেন এবং অস্ট্রিয়ার হ্যাপ্‌স্‌বুর্গরা এবং জার্মানির ক্যাথলিক প্রিন্সগণ; অপরটি হল হ্যাপ্‌স্‌বুর্গ বিরোধী জোট, এতে ছিল ব্রিটেন, হল্যাণ্ড এবং রাশিয়া কর্তৃক সমর্থিত প্রোটেস্টাণ্ট জার্মান প্রিন্সরা, ডেনমার্ক, সুইডেন এবং ফ্রান্স। কয়েকটি ইউরোপীয় দেশে সামন্ততন্ত্রের ভাঙ্গন ও পুঁজিবাদী সম্পর্কের আবির্ভাবের সময় এ যুদ্ধ চলে; এ সময় বুর্জোয়া জাতিসমূহ গড়ে উঠছিল, শ্রেণী সংগ্রাম প্রখর রূপ নিয়েছিল এবং বুর্জোয়া বিপ্লবের শুরু হচ্ছিল।

হটে যেতে বাধ্য হয়। সতেরো শতকে কারেলিয়ার একটি অংশ ছিল সুইডেনের অধীনে। রেচ পস্পলিতা'র অন্তর্গত লিথুয়ানিয়ায় সে সময় গুরুতর অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবনতি ঘটে। নিজেদের মধ্যে সামন্ত প্রভুদের খেয়োখেয়ি এবং পোলিশ কুবেরদের লুণ্ঠনের ফলে লিথুয়ানিয়ার অর্থনীতির অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে।

## ১৭শ শতকে মলদাভিয়া

ষোলো শতকের গোড়া থেকে তুরস্কের সুলতানের অধীনে ছিল মলদাভিয়া, কিন্তু কিছুটা স্বায়ত্তশাসন উপভোগ করত। সতেরো শতকে কৃষকদের শোষণ তীব্রতর হয়, বিশেষ করে ১৬৪৬'এ যখন সামাজিক সম্পর্কের একটি আইনসঙ্গত ব্যবস্থা রূপে ভূমিদাসপ্রথা স্বীকৃত হল হসপদার ভাসিলি লুপু'র অর্ডিনান্সে; জমিদারদের ছেড়ে চলে যাওয়া নিষিদ্ধ হল কৃষকদের পক্ষে। ষোলো শতকের শেষে এবং সতেরো'র শুরুতে স্থানীয় সামন্ত প্রভু এবং তুর্কী দখলকারীদের বিরুদ্ধে ব্যাপক বিদ্রোহ ঘটে। সতেরো শতকের মাঝামাঝি মলদাভিয়ার লোকেরা পোলিশ সামন্ত প্রভুদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে উক্রেনীয়দের সাহায্য করে। আর অপরপক্ষে নিজেদের তরফ থেকে তিমফেই খ্মেলনিৎস্কির নেতৃত্বে উক্রেনীয় কসাকরা সামন্ত পোল্যান্ড, হাঙ্গেরি এবং ওয়ালাচিয়ার সম্মিলিত শক্তির বিরুদ্ধে মলদাভিয়াকে সাহায্য করে। ১৬৫৬ সালে মলদাভিয়ার শাসক হসপদার গেওর্গি স্তেফান মলদাভিয়াকে রুশ রাষ্ট্রের অন্তর্গত করার অনুরোধ জানান রুশ সরকারকে। সুলতান কিন্তু স্তেফানকে সিংহাসনচ্যুত করলেন। সতেরো শতকের শেষে রাশিয়ার সঙ্গে মলদাভিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক যোগাযোগ বাড়তে থাকে।

## ১৭শ শতকে ট্রান্সককেশাস

সতেরো শতকের গোড়ায় পারসীক সামন্ত প্রভুরা আজেরবাইজানীয় অভিজাতবর্গকে সরিয়ে সাফাভিদ রাষ্ট্রের প্রধান শক্তিতে পরিণত হয়। তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে সংগ্রামের ক্ষেত্র ছিল ট্রান্সককেশাস। ১৬২৩'এ গেওর্গি সাআকাজে পারসীক শাসনের বিরুদ্ধে কার্তলিতে ব্যাপক একটি বিদ্রোহের সূত্রপাত করেন। কয়েকবার জিতে শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহীরা পারসীকদের কাছে হেরে যায় ১৬২৪'এর মারাব্দা যুদ্ধে। সতেরো শতকের তৃতীয় দশকে আজেরবাইজান ও আর্মেনিয়ার পাহাড়ে এলাকায় সামন্তবিরোধী বৃহৎ বিদ্রোহ ঘটে। তুরস্ক ও পারস্যের মধ্যে সন্ধি হয় ১৬৩৯'এ, পূর্ব ট্রান্সককেশাস পেল পারস্য আর পশ্চিম অংশ তুরস্কের হাতে রয়ে গেল। জর্জিয়ার অর্থনীতির বিকাশ ঘটল না; কৃষ্ণ সাগর থেকে ট্রান্সককেশাসকে বিচ্ছিন্ন রাখল তুরস্ক, আভ্যন্তরীণ দলাদলির

প্রশ্রয় দিতেন সুলতান, কৃষক শোষণ আরো তীব্র হল। সারা সতেরো শতকে রাশিয়ার সঙ্গে জর্জীয় রাষ্ট্রগুলির রাজনৈতিক সম্পর্ক বিকাশ পায়। ১৬৩৯'এ কাখেতিয়ার জার প্রথম তেইমুরাজ এবং ১৬৫১'এ ইমেরেতিয়ার জার আলেক্সান্দর রাশিয়ার আনুগত্যমূলক শপথ গ্রহণ করেন, তাঁদের আশা ছিল রাশিয়া তাঁদের সাহায্য ও আশ্রয় দেবে।

পারসীক আক্রমণে আজেরবাইজানীয় অর্থনীতি বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়, অবনতি ঘটে খামার সেচব্যবস্থার।

আর্মেনীয় ভূখণ্ডে পারস্যের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের যুদ্ধের ফলে ষোলো শতকে এবং সতেরো'র গোড়ায় আর্মেনিয়ার ভয়াবহ লোকসান হয়। সতেরো শতকের শুরুতে শাহ আব্বাসের পারসীক সৈন্যদল আর্মেনিয়াকে একেবারে বিধ্বস্ত করে। মুক্তির জন্য দুরূহ সংগ্রামের সময় রাশিয়ার দিকে ঝোঁকে আর্মেনিয়া, রাশিয়ার সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বাড়ে। ১৬৬৭ সালে রেশম ব্যবসার একচেটিয়া অধিকার রাশিয়ার কাছ থেকে আর্মেনীয় বণিকেরা পায়। আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি অনুকূল ছিল না বলে ককেশাস অঞ্চলের ব্যাপারে প্রত্যক্ষভাবে যোগ দিতে পারেনি রুশ রাষ্ট্র।

## ১৭শ শতকে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান

এ যুগে মধ্য এশিয়ায় কৃষি ও পশুবাহিত (কারাভান) বাণিজ্যের প্রসার ঘটে এবং সহর বাড়তে থাকে। রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক যোগাযোগ ছিল। তবু খিভা ও বোখারার খাঁ এবং কাজাখ সুলতানদের মধ্যে নিয়ত যুদ্ধ এবং যাযাবরদের আক্রমণ অর্থনীতির উপর সর্বনাশা ছাপ ফেলে। তিনটি মধ্য এশীয় খাঁনেতের (বোখারা, খিভা এবং কারা-কল্পাকিয়া) রাষ্ট্রীয় ভূসম্পত্তি দখল করে ব্যক্তিগত ভূসম্পত্তি বেড়ে ওঠে। কৃষকদের কাছ থেকে ফসলের দুই-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত ভাগ নিত সামন্ত ভূস্বত্বাধিকারীরা। বড়ো বড়ো জমিদারিতে কৃষকেরা দাস হিসেবে খাটত। সর্বনাশা আভ্যন্তরীণ সংঘাত এবং কারাভান বাণিজ্য পথের পরিবর্তনে সতেরো শতকের গোড়া থেকে মধ্য এশিয়ায় একটি সুদীর্ঘ অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আকাল দেখা দেয়।

সে যুগে কাজাখরা প্রধানত রাখালিয়া জীবন নির্বাহ করত; অবশ্য গৃহশিল্প কিছুটা ছিল এবং কাজাখ অর্থনীতিতে শিকারও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থা বিকশিত হয় কম। পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত সম্পর্কের প্রাধান্য ছিল তখনো। সতেরো শতকে জুনগারিয়ানদের আক্রমণে প্রায়ই ছারখার হত কাজাখস্তান। পশ্চিম সাইবেরিয়া রাশিয়ার অধিকারভুক্ত হওয়াতে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের সঙ্গে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক বাড়ে।

## ১৭শ শতকে সাইবেরিয়া

পোনেরো ও ষোলো শতকের মোড়েই ট্রান্সউরাল এবং পশ্চিম সাইবেরিয়ায় রুশ উপনিবেশনের সূত্রপাত; এতে বিশেষ ভূমিকা নেয় শিল্পপতি পরিবার স্ত্রগানভরা এবং কৃষক বসতিকারীরা। কসাক আতামান (প্রধান) ইয়ের্মাক তিমফেয়েভিচের নেতৃত্বে সশস্ত্র অভিযানে (১৫৮১-১৫৮৪) সাইবেরীয় খাঁনেত পদানত হল। সুরক্ষিত রুশ সহর নির্মিত হয় — তিউমেন, তবল্স্ক, মাঙ্গাজেয়া ইত্যাদি। সতেরো শতকে পূর্ব সাইবেরীয় এলাকা আত্মসাৎ করে রাশিয়া। রুশ "ভূপর্যটক" দেজনেভ, পয়ার্কভ, খাবারভ এবং অন্যরা গোটা সাইবেরিয়া অতিক্রম করে প্রশান্ত মহাসাগরে পৌঁছন, কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ভৌগোলিক আবিষ্কার তাঁরা করেছিলেন।

চীনের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপিত হল, কয়েকটি দৌত্য পাঠানো হয় ও দেশে, বিশেষ করে স্পাফারি দৌত্য (১৬৭৫-১৬৭৮)। ১৬৮৯ সালে রাশিয়া ও চীনের মধ্যে স্বাক্ষরিত নের্চিনস্ক চুক্তিতে দুটি দেশের সীমান্ত আগুন ও গর্বিৎসা নদী বরাবর নির্ধারিত হল। তখনো অনেক উপজাতি ছিল আদিম গোষ্ঠী সমাজের নানা পর্যায়ে, তাদের পক্ষে সাইবেরিয়ার রুশ রাষ্ট্র ভুক্তি অত্যন্ত উল্লেখযোগ্য একটি ঘটনা। সাইবেরীয় তাতার এবং আলতাই অঞ্চলের যাযাবরদের মধ্যে সূত্রপাত হল পিতৃতান্ত্রিক সামন্ত সম্পর্কের। সাইবেরিয়ায় রুশ উপনিবেশনে দেখা দিল উন্নততর অর্থনৈতিক পদ্ধতি, বিশেষ করে কৃষির ক্ষেত্রে। সেই সঙ্গে শিকার, মাছ-ধরা এবং অন্যান্য বৃত্তিতে সাইবেরীয় লোকদের পদ্ধতি গ্রহণ করে রুশরা। নানা বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও সতেরো শতকের সাইবেরিয়ায় সামন্ত সম্পর্কেরও বিকাশ ঘটে।

রুশরা আসার আগে অ-রুশরা সামগ্রী রূপে যে কর দিত সেই "ইয়াসাক" প্রথা বজায় রাখে জার সরকার, এতে মোটা আয় হত রাষ্ট্রের। সতেরো শতকে সামন্ত নিপীড়ন ও জারের কর্মচারীদের অত্যাচারের বিরুদ্ধে কয়েকবার বিদ্রোহ করে সাইবেরিয়ার জনগণ। সবচেয়ে বড়ো বিক্ষোভ ঘটে পূর্ব সাইবেরিয়ায় শেষ দশকে। জার সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম ছাড়াও ছিল রুশদের একেবারে বহিষ্করণ, রুশ বসতির উচ্ছেদ এবং স্থানীয় অভিজাতবর্গের ক্ষমতা পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য প্রতিক্রিয়ামূলক আন্দোলন (সতেরো শতকের সপ্তম দশকে কুচুমের বংশধরদের বিদ্রোহ)।

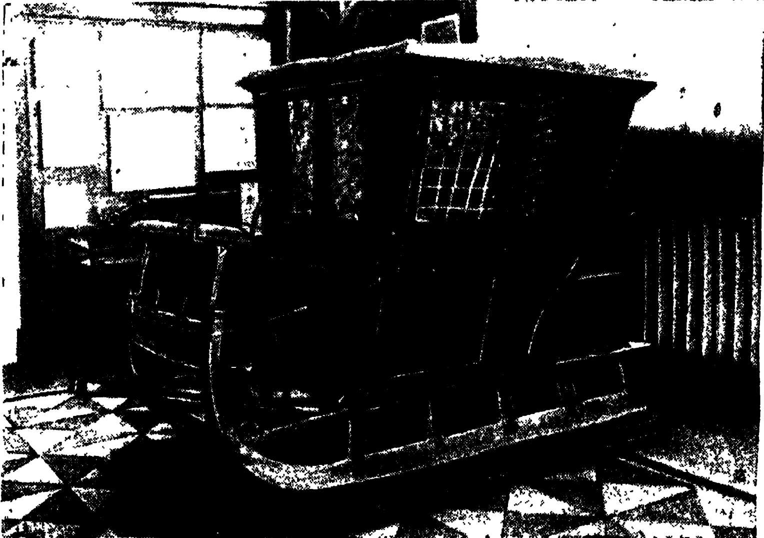
## ১৭শ শতকের শেষে এবং ১৮শ শতকের গোড়ায় রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশ। প্রথম পিটারের সংস্কার

সতেরো শতকে রাশিয়ায় অর্থনৈতিক বিকাশ কিছু ঘটে বটে, তবু পশ্চিম ইউরোপের অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় এ শতকের শেষে রাশিয়ার সামন্ত পশ্চাদবর্তিতা ঘোচেনি। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ বৃদ্ধির জন্য

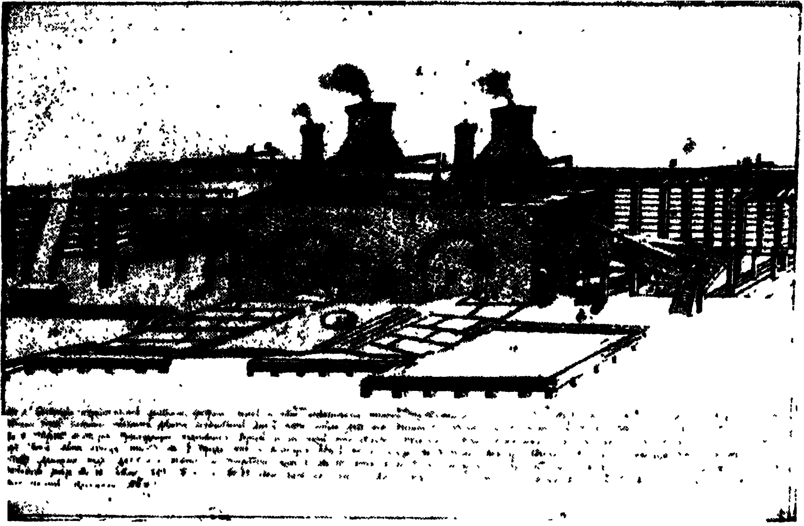
রাশিয়ার বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্য ছিল বল্টিকে বহির্গমনের একটি পথ সুনিশ্চিত করা।

সতেরো শতকের শেষের কয়েকটি দশকে শাসক শ্রেণীর বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতা লাভের তীব্র সংগ্রামে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি নির্ধারিত হয়। ১৬৮২'তে স্ত্রেলেৎসদের বিদ্রোহের সুযোগ নিয়ে মিলস্লাভস্কি দল ক্ষমতা পায় এবং জারকন্যা সফিয়াকে সিংহাসনে বসায়। সফিয়ার সরকারও তুরস্কের বিরুদ্ধে আন্দোলনকে বৈদেশিক নীতির প্রধান কর্তব্য বিবেচনা করে তুরস্ক-বিরোধী নিখিল-ইউরোপীয় জোটে যোগ দেয়; মিত্ররা রাশিয়াকে সাহায্য না করাতে ক্রিমিয়ার বিরুদ্ধে অভিযান (১৬৮৭-১৬৮৯) বিশেষ সাফল্যমণ্ডিত হয়নি।

১৬৮৯ সালে প্রথম পিটার (রাজত্বকাল ১৬৮২-১৭২৫) পূর্ণ ক্ষমতা পেয়ে অর্থনীতি ও সংস্কৃতির সমস্ত শাখায় ব্যাপক সংস্কারের প্রবর্তন করেন; সমুদ্রে বহির্গমনের একটি পথের জন্য তিনি অক্লান্ত প্রয়াস চালান। ১৬৯৫-১৬৯৬'তে পিটারের আজভ অভিযানে তুর্কী দুর্গ আজভের পতন ঘটে (১৬৯৬)। ১৬৯৭-১৬৯৮'তে বিদেশে মহান দৌত্য পাঠানো হয়, এর উদ্দেশ্য তুরস্ক-বিরোধী জোটকে জোরদার করা এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিচার। দৌত্যে স্বয়ং পিটার যোগ দেন। অবিলম্বে প্রথম পিটারের সরকারের হৃদয়ঙ্গম হল যে, তুরস্কের বিরুদ্ধে জোর যুদ্ধের পক্ষে অবস্থা অনুকূল নয়, কিন্তু আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি যা তাতে বল্টিকের জন্য রাশিয়া যুদ্ধ শুরু করতে পারে; সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের প্রস্তুতি চলল। উত্তরাঞ্চলে যুদ্ধের সময়



প্রথম পিটার কর্তৃক ব্যবহৃত স্লেজ। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।



ব্লাস্ট-ফার্নেস। জল-রঙা। গেন্নিন কর্তৃক উরাল ও সাইবেরিয়ার কারখানার বর্ণনা থেকে, ১৭৩৫।

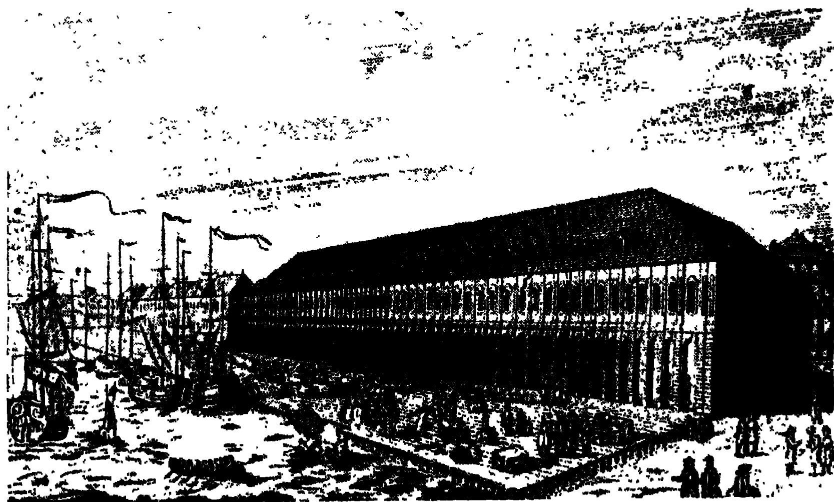
(১৭০০-১৭২১) পিটারের সরকার জাতীয় অর্থনীতি ও দেশের সংস্কৃতি উন্নয়ন এবং রাষ্ট্র ও সশস্ত্র বাহিনীর শক্তি বৃদ্ধির জন্য নানা বলিষ্ঠ বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করে।

আঠারো শতকের গোড়ায় কৃষি ও বিশেষ করে শিল্পে উৎপাদন শক্তিকে অনেক পরিমাণে বাড়ানো হয়। আগেকার বিকাশের জন্য যেসব সংস্কার প্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে সেগুলি শিল্পোৎপাদনের সংগঠনের জন্য রাষ্ট্রের কার্যকলাপে আরো দ্রুত কার্যকরী হল। উরালে প্রতিষ্ঠিত হল বৃহৎ একটি লোহা ও ইস্পাত শিল্প, বাড়ানো হল লোহার উৎপাদন। ১৭২৫'এ সারা রাশিয়ায় ঢালাই লোহার তিন চতুর্থাংশ উৎপাদিত হত উরালের লোহা-কারখানায়; আগেকার পাঁচিশ বছরে উৎপাদন বাড়ে ৫০০%, বাৎসরিক উৎপাদন দাঁড়ায় ৮ লক্ষ পুদ্ (এক পুদ — প্রায় ৩৬ পাউন্ড)। জাহাজ নির্মাণ, বস্ত্র, লৌহেতর ধাতু ইত্যাদি জাতীয় অর্থনীতির অনেক শিল্পের বিকাশ ঘটে। ১৭০৩ সালে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ — পরে এটি রাশিয়ার রাজধানী হয় — গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে পরিণত হয়। ১৭২৫ নাগাদ প্রায় ১৮০টি কারখানা ছিল, এগুলি গড়ে ওঠে শুধু মধ্যাঞ্চলে নয়, উরাল, কারেলিয়া, উক্রেন, তাতারিয়া এবং সাইবেরিয়াতেও। শিল্পোদ্যোগে পুঁজিলগ্নি করার জন্য বণিকদের অনুরোধ জানায় সরকার। সুবিধাজনক সর্তে রাষ্ট্রীয় কারখানা শিল্পপতিদের কাছে হস্তান্তরিত করে বেসরকারী উদ্যোগকে উৎসাহ দেওয়া হয়। সে যুগে রুশ শিল্প বিকাশের একটি খাস বৈশিষ্ট্য হল কারখানায় ভূমিদাস শ্রমের নিয়োগ। রাশিয়ায় সামন্ত-ভূমিদাসপ্রথা বলবৎ

থাকাতে মজুরিখাটা শ্রমিকের প্রয়োজনীয় বাহিনী গড়ে উঠতে পারেনি। ১৭২১ সালের ১৮ই জানুয়ারিতে বিশেষ একটি নির্দেশে পিটার সরকার কারখানা মালিক বণিকদের ভূমিদাস কেনার অনুমতি দেয়। আঠারো শতকে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন ভূমিদাসদের ব্যাপকভাবে কারখানার কাজে বিলি করা হয়। ভূমিদাস-শ্রমিকদের বিষয়ে জমিদারদের যা অধিকার ঠিক তাই দেওয়া হল কারখানা-মালিকদের (সরাসরি অভিযোগ ও শাস্তি দানের অধিকার ইত্যাদি)। এমনকি কারখানায় যেসব মজুরিখাটা শ্রমিক কাজ করতে আসে তারাও বস্তুতপক্ষে মনিবদের বান্দায় পরিণত হয়, এবং ১৭৩৬'এ তাদের "বরাবরের জন্য সঁপে-দেওয়া মজুর" -- ভূমিদাস-শ্রমিক হিসাবে ঘোষণা করা হয়। বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার কিছুকাল শিল্পবিকাশে কাজ দেয় বটে কিন্তু পরের পর্যায়ে এটি পুঁজিবাদ বিকাশের একান্ত অন্তরায় হয়ে দাঁড়াল। স্বৈরাচারী রাষ্ট্রের সমর্থন পেত কারখানাগুলি, বাজারের সঙ্গে তাদের অনেকের যোগাযোগ থাকলেও সরকারের জন্য অনেকটা উৎপাদন করতে হত এদের। এদের স্বার্থে সরকার চাষী ও হস্তশিল্পীদের কয়েকটি জিনিস বানাতে নিষিদ্ধ করে, ফলে কৃষকদের ক্ষুদ্রায়তন উৎপাদন ব্যাহত হয়।

শিল্পে অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে পরিবহণের উন্নতি (রাস্তা ও খাল নির্মাণ), কৃষির শ্রেয় পন্থা, নতুন খাদ্য এবং শিল্পশস্য প্রবর্তন ইত্যাদির জন্য বিধিব্যবস্থা করা হল।

দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নের সমস্ত বোঝাটা চাপানো হয় জনসাধারণের উপর। কারখানায় ও নির্মাণ কার্যে বাধ্যতামূলক শ্রমের ব্যাপক ব্যবহার, সৈন্যদলে ভুক্তি এবং



ভাসিলিয়েভস্কি দ্বীপে এক্সচেঞ্জ - ও গাস্তিনি- দ্ভর। ইয়েলিয়াকভের এনগ্রেভিং, ১৭৫৩। মাখায়েভের ড্রয়িং থেকে।

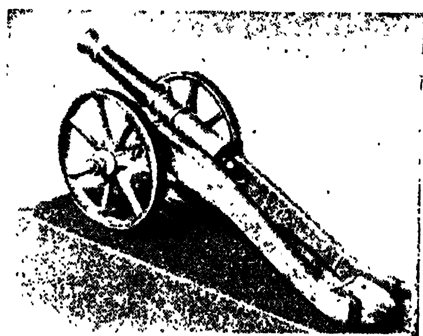
তীব্র কর বৃদ্ধি (১৭২৪ থেকে একটি মাথা-গুণতি কর বসানো হয়, এতে প্রত্যক্ষ করের মাত্রা অনেক বেড়ে যায়) — সব মিলে সহরে ও গ্রামে মেহনতীদের অবস্থা অতি শোচনীয় হয়ে ওঠে।

পিটার নিজের নিরঙ্কুশ ক্ষমতা প্রথমত এবং প্রধানত জমিদারদের অবস্থা জোরদার করায় নিয়োগ করেন। দ্ভরিয়ানস্তভোর ভূসম্পত্তি দ্রুত বেড়ে চলল। ১৭১৪'র একটি নির্দেশে বলা হয় উত্তরাধিকার বর্তাবে শুধু একজন লোকে; এর উদ্দেশ্য ছিল যাতে জমিদারি ছোট ছোট কয়েকটি খণ্ডে ভেঙে না যায়; জমিদারের ভূসম্পত্তি বংশগত করা হয়। স্বৈরতন্ত্রের প্রধান সামাজিক খুঁটি যারা সেই দভরিয়ানস্তভোর স্বার্থে যাতে ব্যাঘাত না ঘটে এমন সীমানার মধ্যে বণিকদের কয়েকটি বিশেষাধিকার ও সুবিধা দেওয়া হয়। রাষ্ট্র প্রশাসনে সবচেয়ে প্রভাবশালী দল হিসেবে দভরিয়ানস্তভোর ভূমিকাও বৃদ্ধি পেল।

ভূমিদাসদের উপর প্রখর অত্যাচারের ফলে শ্রেণী সংগ্রাম আবার সুতীব্র হবে, এটা অবশ্যম্ভাবী। সামন্ত উৎপীড়নের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রাম প্রকট হয় আস্ত্রাখান বিদ্রোহে (১৭০৫-১৭০৬), বুলাভিনের নেতৃত্বে দন বিদ্রোহে (১৭০৭-১৭০৮) এবং অন্যান্য অনেক অনেক গণ্ডগোলে। এতে যোগ দেয় অ-রুশ জাতিরাও।

শাসক শ্রেণীর ক্ষমতা যাতে দৃঢ় হয়, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ঘটে এবং সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি জরুরী বৈদেশিক সমস্যার সমাধান মেলে তার জন্য প্রথম পিটার রাষ্ট্রযন্ত্রে সবিশেষ সংস্কার আনেন; রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্র গঠনে একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়ের সূচনা হয় সংস্কারগুলিতে। পূর্বে প্রিকাজ বা মন্ত্রিদপ্তরগুলি স্বতন্ত্রভাবে কাজ করত, এদের দায়িত্ব সুনির্দিষ্ট ছিল না, পুরাতন এ শাসন পদ্ধতিতে সামন্ত রাষ্ট্রের তৎকালীন কাজের সুরাহা হত না। স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি পরিচালনায় বয়ার দুমা দেখা গেল একেবারে অক্ষম। ১৭১১ সালে দুমা'র পরিবর্তে পিটার সরকারী সেনেট স্থাপিত করেন, এর সদস্য নির্বাচিত করতেন জার। সেনেটের হাতে প্রভূত ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেকেলে প্রিকাজ বা মন্ত্রিদপ্তরের জায়গায় ১৭১৮ সালে নয়টি (পরে বারোটি) কলেজিয়াম বা বিশেষ অধিকার প্রাপ্ত মণ্ডলী গড়ে তাদের হাতে শিল্প, অর্থনীতি, বৈদেশিক নীতি ইত্যাদি বিভিন্ন শাখায় পূর্ণ প্রশাসন ক্ষমতা দেওয়া হয়। সেনেট ও কলেজিয়াম সংগঠনের পর প্রশাসনে চূড়ান্ত ভূমিকা ন্যস্ত হল দভরিয়ানস্তভো সম্প্রদায় থেকে নিযুক্ত রাজপুরুষদের হাতে (চিনভ্নিক বা পদস্থ ব্যক্তি), এরা ১৭২২'এ পিটার কর্তৃক প্রবর্তিত "পদমর্যাদা পর্যায়" ক্রমে রাষ্ট্রের সেবা করত। খানদানী বংশের জন্য নয়, ব্যক্তিগত কাজের জন্য রাষ্ট্রের প্রধান প্রধান স্থানে পদোন্নতি হত রাজপুরুষদের; সামনে থেকে একেবারে হটে গেল বয়ার অভিজাতবর্গ। সামন্ত রাষ্ট্রের একান্ত সেবায় লাগানো হল চার্চকে। পাত্রিয়ার্কেটের অবসান ঘটিয়ে চার্চ পরিচালনার জন্য একটি রাজপুরুষের তদারকে প্রথম পিটার প্রতিষ্ঠা করলেন পুণ্য যাজক

সমিতি (১৭২১)। যাজক সমিতির উচ্চ প্রতিনিধি হলেন এই রাজপুরুষ। স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে সঙ্গে প্রবর্তিত হল একটি অভিশংসকের নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা। পরিদর্শন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হল; এর কাজ ছিল আইন নির্বাহের তদারকি, এর বড়োকর্তা সরাসরি জারের অধীন। মিলিটারি সার্ভিস থেকে আলাদা করা হল সিভিল সার্ভিসকে। স্থানীয় প্রশাসন ব্যবস্থায় অনেক রদবদল হল; পুরাতন উয়েজ্‌দের জায়গায় এল গুবের্নিয়া (১৭০৮ সাল), প্রত্যেক গুবের্নিয়ায় পুরো বেসামরিক ও সামরিক ক্ষমতা সম্পন্ন একজন গভর্ণর। ১৭১৯'এ গুবের্নিয়াগুলি প্রদেশে বিভক্ত হল। এ-রকম জটিল একটি আমলাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা স্বৈরতন্ত্রের প্রকৃষ্ট নিদর্শন, শোষিত জনসাধারণের প্রতিরোধ ব্যাহত করা ছিল এর উদ্দেশ্য। রুশ স্বৈরতন্ত্রের গঠনে আর একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সূচিত হয় ১৭২১ সালে যখন পিটার সম্রাট উপাধি গ্রহণ করেন এবং একটি ভালোভাবে তালিম-দেওয়া স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর ভিত রচনা করেন; এ বাহিনীতে কৃষক ও পসাদ-সম্প্রদায়ের লোকেরা যোগ দিতে বাধ্য হত (প্রায় বিনা ব্যতিক্রমে অফিসাররা আসত দভরিয়ানস্তভো থেকে)। রুশ নৌবাহিনীর বুনিয়াদ গড়ে দেশের মহৎ উপকার করেন পিটার।



চ-কামান, ১৭২৩।
রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

## ১৮শ শতকের গোড়ায় রুশ বৈদেশিক নীতি। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ, ১৭০০-১৭২১

রুশ শিল্পের বিকাশ এবং একটি স্থায়ী স্থল ও নৌবাহিনীর পত্তনে দেশের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বৈদেশিক সমস্যা, অর্থাৎ বল্টিক সমুদ্রে বহির্গমন পথ লাভের যে সমস্যা তার সমাধানের অপরিহার্য উপায় মেলে। সুইডেন ও সুইডেনের সমর্থনকারী দেশগুলির বিরুদ্ধে ১৭০০-১৭২১'এর উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধ প্রথমে অসফল হলেও (১৭০০ সালে নার্ভা যুদ্ধ) পরে বল্টিক সমুদ্রতীর রাশিয়া পায়। শত্রুদের সম্পূর্ণভাবে পরাজিত করে রাশিয়া। লেস্‌নায়া (১৭০৮), পল্‌তাভা (১৭০৯) এবং অন্যান্য স্থানে রুশ স্থলবাহিনীর চমকপ্রদ জয় এবং হাঙ্কো (১৭১৪) এবং গ্রোনহামনের (১৭২০) যুদ্ধে রুশ নৌবহরের সাফল্য রুশ রণকৌশলের শ্রেষ্ঠতা, স্থলবাহিনী ও নৌবহরের চমৎকার শিক্ষা এবং রুশ সৈনিক ও নাবিকদের বীরত্ব ও দৃঢ়তা প্রমাণ করে। স্থলে ও

জলে সৈন্য পরিচালনা বিদ্যায় প্রথম পিটার ও মেনশিকভ, শেরেমেতিয়েভ ইত্যাদির মত তাঁর রণনীতিকদের প্রতিভা সবিশেষ কাজ দেয়। ব্রিটিশ ও ডাচ কূটনীতির লক্ষ্য ছিল যে কোনো রূপে যুদ্ধ দীর্ঘায়ত করা, রুশ-বিরোধী জোট গড়া এবং বল্টিক সমুদ্রতীরে পা-রাখার জায়গা যাতে রুশরা না পায় তার চেষ্টা — এ সবই উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভে ভেস্তে যায়।

সুইডেনের সঙ্গে নিস্টাডের চুক্তি সম্পাদিত হল ১৭২১'এ।



পলতাভায় জয়লাভের স্মরণে বিজয় তোরণ। জুবভের এনগ্রেভিং, ১৭১১।

রাশিয়ার জাতিসমূহের ইতিহাসে সবিশেষ গুরুত্ব আছে উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের। ১৭০৮-১৭০৯'এ সুইড সৈন্য বেলরুশিয়া এবং উক্রেনের এলাকা আক্রমণ করে; অত্যাচারীদের বিরুদ্ধে দাঁড়াল উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় জনগণ। রাশিয়া থেকে উক্রেনকে আলাদা করার চেষ্টা করে বেইমান গেতমান মাজেপা, কিন্তু জনসাধারণ সমর্থন না করাতে এ চেষ্টা বিফল হয়। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের সময় বল্টিক অঞ্চল এবং কারেলিয়ার বিস্তৃত অংশ যুক্ত হয় রাশিয়ার সঙ্গে; এখানকার জাতিগুলি (লেৎস, এস্তনীয় ও কারেলীয়) রুশ জনগণের সঙ্গে চিরন্তন ডোরে আবদ্ধ হল। জারের অত্যাচার সত্ত্বেও রাশিয়ার জাতিসমূহের সঙ্গে এ মিলনের তাৎপর্য সদর্থক, কারণ এতে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যথেষ্ট সুবিধা হয়। বল্টিক সমুদ্রতীরের জন্য যুদ্ধের সময় তুরস্কের বিরুদ্ধে লড়ে রাশিয়া

(১৭১১-১৭১৩), কিন্তু ফলাফল সুবিধাজনক হয়নি, শেষপর্যন্ত আজভ হারাতে হয় রাশিয়াকে। কিন্তু এ যুদ্ধের দরুন দক্ষিণে রাশিয়ার প্রতিষ্ঠা এবং মলদাভিয়ার সঙ্গে যোগসূত্র দৃঢ় হল। ১৭২২-১৭২৩'এর পারসীক অভিযানে রাশিয়া শেষ পর্যন্ত কাস্পিয়ান সাগরের পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূল দখল করে, এতে রাশিয়ার সঙ্গে উত্তর ককেশাস ও ট্রান্সককেশাসের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্ক আরো জোরালো হল। এই সব সম্পর্কের সংহতি এবং এসব অঞ্চলের রুশ পক্ষাবলম্বনের মনোভাব প্রকাশ পায় কার্তালির জার ষষ্ঠ ভাখতাঙ্গের নীতিতে।

রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীর জন্য যে আন্দোলন আর্মেনিয়ায় বেড়ে উঠছিল আঠারো শতকের গোড়ায়, সেটা ব্যাহত হয় আর্মেনিয়ায় তুর্কী আক্রমণে এবং ১৭২৪'এ এরেভান দখলে; কিছুকালের জন্য এরেভান তুরস্কের হাতে ছিল। রাশিয়া ও তুরস্কের মধ্যে ১৭২৪'এর কনস্তান্তিনোপল চুক্তি অনুসারে আজেরবাইজানের বড়ো একটা অংশ রাশিয়া পেল, কিন্তু তুরস্কের সঙ্গে যুদ্ধের প্রাক্কালে, ১৭৩২-১৭৩৫'এর মধ্যে পারস্যের সঙ্গে রাশিয়া একটি চুক্তি করে আজেরবাইজানের উপকূলবর্তী ককেশাস অঞ্চল পারস্যকে ফিরিয়ে দেয়। ট্রান্সককেশাস থেকে তুর্কী হামলাদাররা বিতাড়িত হয়, কিন্তু পারস্যের অধীনে থেকে গেল আজেরবাইজান। আঠারো শতকের গোড়ায় মধ্য এশিয়ায় সামরিক অভিযান পাঠানো হয়। ফ্রেডারিক এঙ্গেল্‌স্‌ বলেছিলেন যে রুশ বৈদেশিক নীতির প্রধান লক্ষ্যগুলি প্রথম পিটারের আমলে আকার গ্রহণ করে। বৈদেশিক নীতির জটিল সমস্যা সমাধানে পুরোভাগে আসেন অসাধারণ কয়েকজন কূটনীতিবিদ, এ'দের মধ্যে ছিলেন গলভিন, কুরাকিন, গলভ্‌কিন, শাফিরভ ও তলস্তয়: এ'দের শীর্ষে ছিলেন প্রথম পিটার স্বয়ং।

## ১৮শ শতকের গোড়ায় রুশ সংস্কৃতি

জাতীয় অর্থনীতির বিস্তার, ব্যাপক নির্মাণকার্য, স্থায়ী স্থল ও নৌবাহিনীর পত্তন, নতুন জমি ও তাদের সম্পদ ব্যবহার, রাষ্ট্র প্রশাসনের জটিল কর্তব্যকর্মের বিস্তার — এ সবের ফলে দক্ষ শিক্ষিত লোকের চাহিদা বিপুলভাবে বাড়ে এবং রাশিয়ায় শিক্ষা প্রসারের সাহায্য করে। প্রথম পিটার বিদেশী বিশেষজ্ঞদের আমন্ত্রণ করে আনেন (বিশেষ করে শাসনকালের শুরুতে) এবং শিক্ষার জন্য রুশদের যে বিদেশে পাঠান তা আবশ্যক ছিল; তবে শিক্ষা, বিজ্ঞান এবং সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তাঁর সমগ্র নীতির উদ্দেশ্য ছিল দেশজ দল গড়ে তোলা। অর্থনীতি ও রাষ্ট্র প্রশাসনের নানা বিভাগের জন্য রুশেরা তৈরি হবার সঙ্গে সঙ্গে বিদেশীদের জায়গা তারা নেয়। আঠারো শতকের গোড়ায় বিশেষ নানা স্কুল খোলা হয় (১৬৯৯'তে গোলন্দাজদের স্কুল, ১৭০১'এ তোপ ও নৌচালন

স্কুল ইত্যাদি), সামুদ্র আকাদমী প্রতিষ্ঠিত হল (১৭১৫), দেখা দিল লাইব্রেরী, থিয়েটার এবং মিউজিয়ম। নতুন একটি ক্যালেণ্ডার ১৭০০'তে প্রবর্তিত হল। পুস্তক প্রকাশনের পরিমাণ অনেক বাড়ে এবং প্রাচীন স্লাভনিক লিপির পরিবর্তে চালু হল নতুন একটি "প্রাকৃত" বর্ণমালা। দ্ভরিয়ানস্তভো ও বণিকদের স্বার্থে স্বৈররাষ্ট্রটিকে সংহত করার মতবাদ সৃষ্ট ও বিকশিত হল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় (এর দৃষ্টান্ত ফেওফান প্রকপভিচের প্রবন্ধ ও পসশ্কভ, সাল্তিকভ এবং অন্যদের রচনা)। ভূগোলের ক্ষেত্রে রুশ পাণ্ডিত্যের গুরুত্বপূর্ণ অবদান দেখা দিল; পূর্ব সাইবেরিয়ায় নতুন নানা এলাকা আবিষ্কৃত হল, সুমেরু মহাসমুদ্র ও কামচাৎকার উপকূল সন্ধান করে দেখা হল (ইয়েভ্রেইনভ ও লুজিনের নেতৃত্বে অভিযান, ১৭১৯-১৭২২), ইত্যাদি। সেণ্ট পিটারস্বুর্গে ১৭১৪'এ একটি পাব্লিক লাইব্রেরী ও মিউজিয়ম খোলা হয়; বিজ্ঞান আকাদমী খোলা হল ১৭২৫'এ (এটির গোড়াপত্তন হয়েছিল এক বছর আগে)। বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এই সব বৃহৎ পরিবর্তনে প্রথম পিটার নিজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন; রাশিয়ায় বিজ্ঞানের বিকাশ এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য তিনি যথাসাধ্য চেষ্টা করেন। এ যুগে এবং পরবর্তী শতাব্দীগুলিতে রুশ সংস্কৃতি পশ্চিম ইউরোপের অগ্রগামী সংস্কৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগে বিকশিত হতে থাকে। সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও পিটারের সংস্কারের শ্রেণী চরিত্র ছিল, প্রধানত শাসক শ্রেণীর স্বার্থে এগুলি সাধিত হয়।

ইতিহাসে অনন্যসাধারণ পুরুষদের একজন হলেন প্রথম পিটার। অভিনব তাঁর মন, রাষ্ট্রনেতা হিসেবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী উদার, অসাধারণ সাহসী তিনি। সংস্কারের প্রয়োজন তিনি সঠিকভাবে বোঝেন এবং সেগুলিকে কার্যে পরিণত করার মহান প্রয়াস করেন; মাঝে মাঝে অত্যন্ত কঠোর বিধিব্যবস্থা গ্রহণে একেবারে ইতস্তত তিনি করেননি। বড়ো দরের কূটনীতিজ্ঞ ও যোদ্ধা তিনি ছিলেন। উত্তরাঞ্চলের যুদ্ধের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ বিজয় ঘটে প্রথম পিটারের ব্যক্তিগত যোগদানে (লেসনায়া, পলতাভা, হাঙ্কো)।



পামকাঠের পদকে প্রথম পিটার কর্তৃক খোদিত নোটবুর্গ দখলের বর্ণনা। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

আঠারো শতকের গোড়াকার সংস্কারগুলি প্রগতিমূলক ছিল। পশ্চাদবর্তিতা কাটাবার এবং সঙ্গে সঙ্গে সামন্ত প্রথা বজায়ের একটি অভিনব

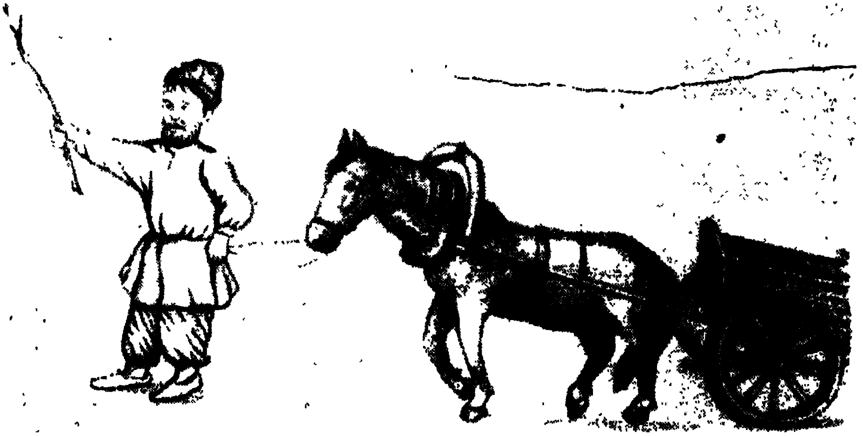
প্রচেষ্টা সেগুলি। রাশিয়ার অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশে অনুপ্রেরণা জোগায় পিটারের সংস্কারাবলী, বিশ্বশক্তি হিসাবে রাশিয়ার সংহতি ও অভ্যুদয়ে সাহায্য করে। সংস্কারগুলির প্রধান লক্ষ্য ছিল রাশিয়ায় স্বৈরতন্ত্রকে জোরদার করা। এদের সমস্ত ভার বহন করে জনগণ।

## দ্ভরিয়ানস্তভোর সাম্রাজ্য, ১৮শ শতকের দ্বিতীয় পাদ

আঠারো শতকে মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক বিকাশের ফলে জমিদারিগুলি বাজারের আওতায় আসে এবং বাজারের জন্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের উৎসাহ বাড়ায় দ্ভরিয়ানস্তভোর মধ্যে। সরকারীভাবে এর প্রকাশ ঘটে অগুস্তি নির্দেশে, এগুলিতে ভূমিদাসদের কী কী বাধ্যবাধকতা এবং মালিকদের কাছে তাদের কী কী দিতে হবে তার বিধিবিধান বিশদভাবে লিপিবদ্ধ হয়। সে সময় হস্তশিল্প কারখানায় উৎপাদন বাড়ে, বিশেষ করে উরাল লোহা শিল্প অনেক এগিয়ে যায়। শতাব্দীর মাঝামাঝি রাশিয়া প্রথম স্থান অধিকার করে লৌহ উৎপাদনে (১৭৫০'এ বিশ লক্ষ পুদ), এবং লোহা রপ্তানি করে অন্য দেশে। কৃষি ও শিল্পে উৎপাদন শক্তি বৃদ্ধির ফলে আভ্যন্তরীণ বাজারের অবস্থা ভালো হয়, বেড়ে যায় মেলার সংখ্যা; সেণ্ট পিটারসবুর্গ, আর্খানগেলস্ক এবং রিগা হয়ে পশ্চিম ইউরোপ, চীন এবং মধ্য এশীয় খাঁনেতগুলির সঙ্গে বৈদেশিক বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। দেশের আভ্যন্তরীণ অর্থনৈতিক বিকাশ এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে অগ্রগতির ফলে ১৭৫৩'তে আভ্যন্তরীণ শুল্ক এবং পরে সপ্তম দশকে কয়েকটি উৎপন্নে (পোটাশ, রেজিন ইত্যাদি) রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া অধিকারের অবসান ঘটে। একটি সারা-রুশ বাজার গঠনে এগুলি এবং অন্যান্য বিধিব্যবস্থা সাহায্য করে। এ শতকের দ্বিতীয় পাদে সামন্ত শোষণ বাড়ে, ফলে চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ দশকে কৃষক আন্দোলন আরো প্রখর হয়, বিশেষ করে মঠের জমিদারিতে; দেশের সীমান্ত অঞ্চলে এবং পোল্যাণ্ডে পলাতক চাষীর সংখ্যা বেড়ে যায় এবং কারখানার শ্রমিকদের মধ্যে গুরুতর গণ্ডগোল ঘটে (১৭৫২'তে কালুগা গুবের্নিয়ায় ক্যাম্বিশকারখানা এবং অন্যান্য জায়গায়)। একই সময় অ-রুশ জাতিগুলির মধ্যে বিদ্রোহ ঘটে (যেমন ১৭৪৭ এবং ১৭৫৫ সালের বাশকিরীয় বিদ্রোহ)।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় পাদে রুশ রাজনৈতিক জীবনের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল দ্ভরিয়ানস্তভোর বিভিন্ন দলের মধ্যে ক্ষমতালাভের জন্য রেষারেষি।

উত্তরাধিকারীর নাম নির্দিষ্ট না করে প্রথম পিটার মারা যান ১৭২৫'এ। তাঁর বিধবা প্রথম ক্যাথারিন (রাজত্বকাল ১৭২৫-১৭২৭) সম্রাজ্ঞী হিসেবে অভিষিক্ত হন, তাঁর জায়গায় আসেন পিটারের পৌত্র, জারেভিচ আলেক্সেই'এর সন্তান; ইনি হলেন দ্বিতীয় পিটার (রাজত্বকাল ১৭২৭-১৭৩০)। ১৭২৬'এ প্রথম ক্যাথারিনের আমলে



লোহা-খনির শ্রমিক। "ইয়েকাতেরিনবর্গ কারখানার প্রস্পেকটাস, ১৭২৯" নামক বইয়ের একটি ছাপ থেকে ড্রয়িং। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

সুপ্রিম প্রিভি কাউন্সিল প্রতিষ্ঠিত হয়, এর মধ্যে ছিলেন মেনশিকভ এবং ওস্তের্মানের মতো রাষ্ট্রনেতা। দ্বিতীয় পিটারের অকস্মাৎ মৃত্যুর পর প্রিভি কাউন্সিলের সদস্যরা প্রথম পিটারের ভাগ্নী কুরল্যাণ্ডের ডাচেস আন্না ইভানভনাকে সিংহাসন আরোহণের আমন্ত্রণ জানান (রাজত্বকাল ১৭৩০-১৭৪০)। কাউন্সিল অভিজাতবর্গের স্বার্থে তাঁর ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করে, দ্ভরিয়ানস্তভোর দৃঢ় বাধায় সে চেষ্টা ব্যাহত হল।

আঠারো শতকের দ্বিতীয় পাদে নিজেদের বিশেষাধিকার বৃদ্ধি এবং বাধ্যতামূলক বেসামরিক ও সামরিক কর্ম থেকে অব্যাহতির চেষ্টা করতে থাকে দ্ভরিয়ানস্তভো। ১৭৩১'এ দ্ভরিয়ানস্তভোর জন্য অভিজাত বাহিনী (শলিয়াখেৎস্কি কোর) প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৭৩৬'এ দ্ভরিয়ানস্তভোর বাধ্যতামূলক সেবার মেয়াদ কমিয়ে ২৫ বছর করা হল, আরো কয়েকটি সরকারী নির্দেশে জমি মালিকানায় এদের একান্ত অধিকার সুদৃঢ় হয়।

চতুর্থ দশকে আন্না ইভানভনার দরবারে কয়েকটি কুরল্যাণ্ড জার্মান দেখা দিল. ইনি রুশ দ্ভরিয়ানস্তভোকে পুরোপুরি বিশ্বাস করতেন না। রাশিয়া, রাশিয়ার জনগণ এবং সংস্কৃতির প্রতি প্রকাশ্যভাবে বিদ্বেষপরায়ণ কয়েকটি বিদেশী স্বার্থান্বেষী সরকারে গুরুত্বপূর্ণ নানা পদ দখল করে প্রভূত অর্থসঞ্চয়ে দেশের স্বার্থহানি করে, যেমন বিরন,

মুনিক ইত্যাদিরা। এতে প্রতিবাদ জানায় ক্ষমতাচ্যুত রুশ দ্ভরিয়ানস্তভো। মৃত্যুর আগে আন্না ইভানভনা ভ্রাতুষ্পুত্র ইভান আন্তনভিচ্‌কে (রাজত্বকাল ১৭৪০-১৭৪১) উত্তরাধিকারী করে যান। ১৭৪১'এ ইনি সিংহাসনচ্যুত হন, প্রথম পিটারের কন্যা এলিজাবেথকে সম্রাজ্ঞী ঘোষণা করা হল (১৭৪১-১৭৬১)। তাঁর রাজত্বকালে সরকারে এবং দরবারে বিদেশীদের জায়গা নিল দ্ভরিয়ানস্তভো।

১৭৩৫ থেকে ১৭৩৯ পর্যন্ত কৃষ্ণ সাগরে বহির্গমনের পথ নিয়ে রাশিয়া তুরস্কের সঙ্গে লড়ে, আজভ অঞ্চল ফিরে পায় এবং দক্ষিণ সীমান্ত প্রসারিত করে। বল্টিক অঞ্চলে পুনরায় পদস্থাপনের অসফল প্রয়াস সুইডেন করাতে যুদ্ধ চলে ১৭৪১ থেকে ১৭৪৩ পর্যন্ত।

১৭৫৬'তে প্রাশিয়া ও ব্রিটেনের বিরুদ্ধে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া এবং অন্যান্য দেশের পক্ষে রাশিয়া যোগ দেয় সাত বছরের যুদ্ধে, এ যুদ্ধের কারণ উপনিবেশ নিয়ে দেশগুলির উদগ্র রেষারেষি। প্রাশিয়ার ক্রমবর্ধমান শক্তি এবং পূর্বদিকে রাজত্বসীমা বাড়াবার জন্য দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের চেষ্টায় রাশিয়া ভীত হয়। এদিকে বেলরুশীয় ও উক্রেনীয় অঞ্চল ফিরে পাবার জন্য পোল্যান্ডের দিকে পশ্চিমাভিমুখে সীমান্ত বাড়াবার, কুরল্যান্ড আত্মসাৎ এবং বল্টিকে নিজের অবস্থা জোরদার করার চেষ্টা করছিল রাশিয়া। প্রাশিয়ার অধীনস্থ বল্টিক অঞ্চলগুলি দিয়ে পোল্যান্ডকে তুষ্ট করার অভিপ্রায় ছিল রাশিয়ার। দ্বিতীয় ফ্রেডেরিকের পরিচালনায় যে বাহিনীকে মনে করা হত অপরাজেয় সেই প্রাশিয়ান বাহিনী যুদ্ধে একেবারে ছত্রভঙ্গ হল। কয়েকটি চমৎকার জয়লাভের পর রুশ বাহিনীগুলি বার্লিন দখল করে ১৭৬০'এ। ১৭৬১'তে এলিজাবেথের মৃত্যুতে এবং সর্বান্তঃকরণে প্রাশিয়ার পক্ষপাতী তৃতীয় পিটারের সিংহাসনারোহণে প্রাশিয়ার সঙ্গে অবিলম্বে শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হল, আগেকার সমস্ত জায়গা ফিরে পেল প্রাশিয়া। তৃতীয় পিটার প্রাশিয়ার সঙ্গে সামরিক মৈত্রীতে আবদ্ধ হলেন, এমনকি ডেনমার্কের বিরুদ্ধে প্রাশিয়াকে সশস্ত্র সাহায্য দেবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল। ১৭৬২ সালের ২৮শে জুনের দরবারী কু'দেতা'য় (coup-de-état) সিংহাসনচ্যুত হলেন তৃতীয় পিটার ক্ষমতা পেলেন দ্বিতীয় ক্যাথারিন (রাজত্বকাল ১৭৬২-১৭৯৬): প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী ভেঙে দেওয়া হল।

যা কিছু বিদেশী তার প্রতি রুশ অভিজাতদের অন্ধ অনুরাগ, ভূমিদাসপ্রথার প্রাধান্য এবং বিদেশী স্বার্থান্বেষীদের স্বেচ্ছাচারী শাসনে রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির অগ্রগতি ঘটে অতিশয় অসুবিধার মধ্যে। মিখাইল লমনসভের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত (১৭৫৫) রাশিয়ার প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় (মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়) প্রগতিশীল রুশ বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিকাশের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল।

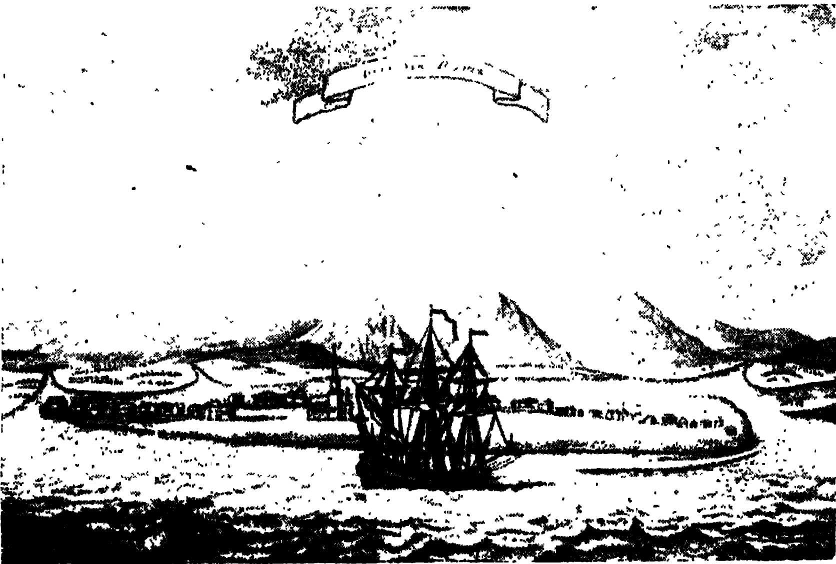
বিজ্ঞান আকাদমীর সাহায্যে বেরিং, চিরিকভ এবং চ শেনিন্নিকভের অধীনে কয়েকটি অভিযান উত্তরাঞ্চল এবং কামচাৎকায় কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার করে। রুশ

সাহিত্য ও শিল্পকলা যথেষ্ট উন্নতি লাভ করে। রুশ ছন্দঃশাস্ত্রের সংস্কার করা হল; সংস্কারের পত্তন ঘটে ত্রেদিআকভস্কির হাতে, এ প্রক্রিয়াকে নিখুঁত করেন লমনসভ। ১৭৫৬ সালে প্রথম রুশ পেশাদার থিয়েটার খোলেন ভল্‌কভ্‌। ১৭৫৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হল প্রথম কলা আকাদমী।

## ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ অর্থনৈতিক বিকাশ

আঠারো শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রাশিয়ার দক্ষিণ এবং দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে নতুন খামার জমি কাজে লাগানো হয়; কালো মাটির বলয় প্রধান শস্য-উৎপাদক অঞ্চল হয়ে দাঁড়াল; গমভূমির বিস্তার ঘটল, প্রবর্তন হল আলু চাষের। এ সময় বর্ধমান উৎপাদন শক্তি এবং ভূমিদাসভিত্তিক উৎপাদন সম্পর্কের অসঙ্গতি ধরা পড়তে শুরু করে।

যে সময়ের কথা বলা হচ্ছে সে সময় দেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপাদানের গুরুত্ব বেড়ে যেতে শুরু করে। হস্তশিল্প কারখানার উৎপাদন বিস্তার পেতে থাকে। আঠারো শতকের শেষে দেশে দু হাজারের বেশি শিল্পোদ্যোগ ছিল, এর প্রায় অর্ধেক বড়ো কারখানা ধাঁচের। প্রায় দু লক্ষ মজুর খাটত। তুলো, পশম এবং চর্মদ্রব্য শিল্প দ্রুত এগিয়ে গেল, দ্রুত প্রসার ঘটল কৃষি কাঁচামাল শোধন শাখাগুলির, বিশেষ করে মদ



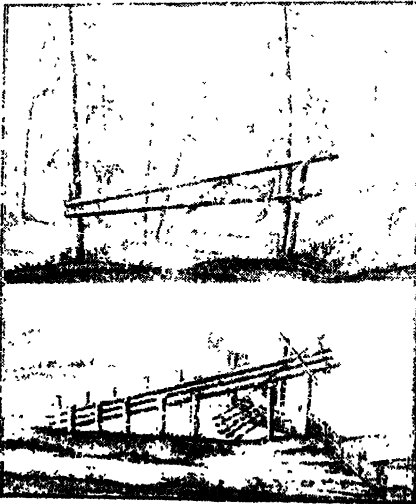
ওখৎস্ক বন্দর। ১৭৫৫ সালে প্রকাশিত ক্রাশেনিন্নিকভ লিখিত "কামচাৎকা ভূমির বর্ণনা" থেকে এনগ্রেভিং।

চোলাই কারখানার। লোহা ও ইস্পাতের (প্রধানত উরালে) উৎপাদন এত বেড়ে গেল যে ১৮০০ নাগাদ রাশিয়ার লোহা উৎপন্ন পৌঁছয় ৯৯ লক্ষ পুদে। শিল্প গড়ে উঠল সাইবেরিয়া ও আলতাই'এ। এ পর্যায়ে শিল্প বিকাশের খাস বিশেষত্ব হল পুঁজিবাদী ধরনের সংগঠনের বিস্তার, বিশেষ করে তুলো এবং অন্যান্য শিল্পে মজুরিখাটা শ্রমিকের নিয়োগ। ধাতু এবং ফেল্ট বস্ত্র কারখানায় অবশ্য বেশির ভাগ কাজ চলত ভূমিদাস শ্রমে। মজুরিশ্রমের নিয়োগ বিশেষ করে গুরুত্বপূর্ণ ছিল অ-কৃষ্ণ বলয়ের শিল্পকেন্দ্রে (মস্কো, ভ্লাদিমির, ইয়ারস্লাভ্ল এবং কস্ত্রমা গুবের্নিয়ায়), এখানে দ্রব্যে নয়, টাকায় ছাড়-খাজনা দেবার প্রথায় দলে দলে কৃষকের চলে আসাতে একটি শ্রম-বাজার গড়ে ওঠে। উৎপাদনে মজুরিশ্রমের ভিত্তিতে সংগঠিত বণিক শ্রেণীর হস্তশিল্প কারখানার ভাগ উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল। চাষী কাবখানার আবির্ভাব দেশের অর্থনৈতিক বিকাশের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ, এতে গ্রামাঞ্চলে গড়ে উঠল পুঁজিবাদী উপাদান। আঠারো শতকের ষষ্ঠ এবং অষ্টম দশকের মধ্যে কয়েকটি বাধার অপসারণে ক্ষুদ্র চাষী শিল্প এবং চাষী ব্যবসার উপকার হয়; এতে রাজকোষাগার এবং দ্ভরিয়ানস্তভোর সুবিধা, কেননা এতে ভূমিদাসদের কাছ থেকে ছাড়-খাজনা আদায়ের পরিমাণ বাড়ে। আঠারো শতকের শেষ নাগাদ কিছু কিছু জমিদারিতে বৃহৎ শিল্পপতি দেখা দিল, সেখানে গ্রামের গরিবদের করতলগত করে কারখানায় তাদের শোষণ করে। কি গ্রামে কি সহরে সম্পত্তি ও সামাজিক মর্যাদার বৈষম্য বেড়ে গেল।

উৎপাদন শক্তির বৃদ্ধিতে শ্রমের সামাজিক বিভাগ আরো গভীর এবং কয়েকটি অঞ্চলের অর্থনৈতিক বিশেষীকরণ আরো প্রখর হল, দেশীয় ও বৈদেশিক বাণিজ্য বাড়ল, সারা-রুশ বাজার প্রসারিত হতে থাকল। মধ্যভাগের কালো মাটির বলয় এবং উক্রেনের বিশেষত্ব ছিল খামার-উৎপন্নে, প্স্কভ, নভগরদ এবং স্মলেনস্ক গুবের্নিয়া জোগাত শণ। দেশের মধ্যভাগের অন্যান্য অঞ্চল বাজারে পাঠাত ছোট পণ্যোদ্যোগ এবং হস্তশিল্প কারখানার উৎপন্ন। সলিকামস্ক, ইলেৎস্ক এবং এল্তন হ্রদের আশেপাশে লবণ শোধন চলত। উরাল দিত ঢালাই এবং নমনীয় লোহা, তামা এবং অন্যান্য ধাতু। বৃহত্তম বাণিজ্যিক কেন্দ্র ছিল মস্কো এবং মাকারিয়েভ (নিজনি নভগরদের কাছে), স্ভেন (ব্রিয়ান্স্কের কাছে) এবং অন্যান্য মেলা, এদের সংখ্যা বেড়ে অষ্টম দশকে দাঁড়ায় ১,৬০০'র বেশি। বৈদেশিক বাণিজ্য, বিশেষ করে পিটারসবুর্গ মারফত সবিশেষ বাড়ে। তাছাড়া বাড়ে সাইবেরিয়া ও চীন (কিয়াখতা এবং ইর্বিত হয়ে) এবং মধ্য এশিয়ার সঙ্গে (ওরেনবুর্গ হয়ে) বাণিজ্য। আঠারো শতকের শেষাশেষি কৃষ্ণ সাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে বাণিজ্য বৃদ্ধি পায়, শস্য রপ্তানির পরিমাণ বাড়ল। প্রধানত রপ্তানি হত খামার-উৎপন্ন, লোহা, শণ এবং অন্য কয়েকটি দ্রব্য। প্রাচ্য থেকে আমদানি হত বস্ত্র এবং চা এবং পশ্চিম থেকে পশম ও সুতীর কাপড় এবং বিলাস সামগ্রী। সারা-রুশ বাজারে যুক্ত হল অ-রুশ জাতিরাও। শতাব্দীর শেষে সহর বাড়তে থাকে, যদিও শতাব্দীর শেষে সহুরে

জনসাধারণের সংখ্যা তখনো মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪·১ ভাগ মাত্র। মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক বিকাশের সূত্রে প্রথম কয়েকটি ব্যাংক রাশিয়ায় দেখা দিল। দ্ভরিয়ানস্তভোর ঋণব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ১৭৫৪ সালে, প্রায় সঙ্গে সঙ্গে খোলা হয় বণিকদের ব্যাংক।

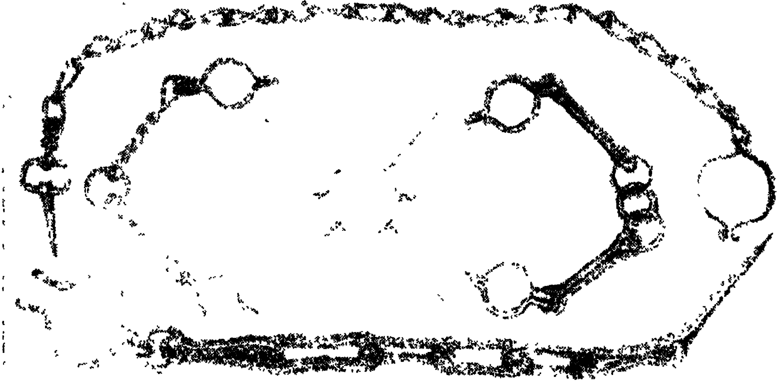
মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্ক ক্রমশ গভীরভাবে রুশ অর্থনীতিতে প্রবেশ করল এবং এর প্রভাবে দ্ভরিয়ানস্তভো তাদের ভূমিদাসভিত্তিক অর্থনীতিকে নতুন অবস্থার সঙ্গে মানিয়ে নেবার চেষ্টা করে। নতুন জমিতে চাষ আবাদ ছাড়াও (প্রধানত নভরাশিয়ায়) তারা ভূমিদাসদের শোষণ মাধ্যমে অর্থনীতি সুদৃঢ় করার বিভিন্ন পদ্ধতির অনুসরণ করে। বাজারের জন্য খামার উৎপাদন আরো বিস্তার পেল। ১৭৬৫'তে প্রতিষ্ঠিত "মুক্ত অর্থনৈতিক সমিতি" জমিদারির আয় বৃদ্ধির যে সমস্যা তার বিশদ অধ্যয়ন করে। নতুন নানা শিল্পশস্যের উৎপাদন শুরু হল, আবাদের উন্নততর পদ্ধতি চালু করার প্রয়াস করা হল, কিন্তু ভূমিদাসপ্রথা যতদিন রইল ততদিন এদের কোনটিই কাজ দিল না। জমিদারির উৎপাদিকা বৃদ্ধির প্রধান উপায় তখনো সাবেকী রয়ে গেল -- এটা হল বেগারি ও ছাড়-খাজনা বাড়িয়ে দাসশ্রমের সেই একান্ত শোষণ। এতে ছোট ছোট চাষীখামার সর্বস্বান্ত হয়ে গেল, ক্রমশ বেশি সংখ্যায় চাষীকে জমি ছেড়ে কারখানায় যেতে হল, ছাড়-খাজনা দেবার জন্য যাতে উপার্জন করা যায়। ব্যবসা ও শিল্পে যোগ দেবার চেষ্টাও করল দ্ভরিয়ানস্তভো, প্রতিষ্ঠিত হল জবরদস্তি ভূমিদাসশ্রমের ভিত্তিতে জমিদারি হস্তশিল্প কারখানা।



ফারবহ জীবজন্তু ধরার ফাঁদ ও মাছ ধরা ফাঁদের একটি বেড়া, সাইবেরিয়া। ১৮০৯ সালে প্রকাশিত পাল্লাসের "ভ্রমণ" পুস্তকের এনগ্রেভিং, ১৭৭০।

আঠারো শতকে সাইবেরিয়ায় অনুসন্ধানমূলক কাজ চলতে থাকে, নের্চিনস্ক ও আলতাই'এ খনির পত্তন হল। ফার আছে এমন পশুর সন্ধানে রুশ অভিযাত্রীরা প্রশান্ত ও সুমেরু মহাসাগরের উপকূলে তল্লাস চালায়। অষ্টম দশকে শুরু হল আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্য এবং নবম দশকে আলাস্কায় দেখা দিল প্রথম রুশ বসতি। উত্তর আমেরিকায় রুশ অধিকৃত জায়গা বাড়ানো এবং সংহত করার জন্য ১৭৯৯ সালে "রুশ-আমেরিকান কোম্পানি" প্রতিষ্ঠিত হয়।

দেশের অর্থনীতিতে পুঁজিবাদী উপকরণের দ্রুত বৃদ্ধির সময় সামন্ত ভূমিদাসপ্রথা অগ্রগতির অন্তরায় হয়ে



১৮শ শতকের শ্রুতে উরালের কলকারখানায় ভূমিদাস মজ্রদের শাস্তিদানের জন্য ব্যবহৃত নিগড়, গজাল-দেওয়া কলার এবং শেকল। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়াম।

দাঁড়াল। ম্দ্রা ও পণ্য সম্পর্কের ব্দ্ধি বিবেচনা করে শিল্প ও বাণিজ্য প্রসারের জন্য কয়েকটি বিধিব্যবস্থা অবলম্বন করতে বাধ্য হয় স্বৈরতন্ত্রী সরকার, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে চেষ্টা চলে ভূমিদাসপ্রথাকে টিকিয়ে রাখার এবং জোরদার করার।

## ১৭৬০ এবং ১৭৯০ সালের মধ্যে জারতন্ত্রের আভ্যন্তরীণ নীতি এবং শ্রেণীসংগ্রাম। প্গাচভের পরিচালনায় কৃষক য্দ্ধ

আঠারো শতকের শেষার্ধে ভূমিদাস শোষণ আরো বেড়ে যায়। দ্ভোরিয়ানস্তভোর অর্থনৈতিক অবস্থা জোরালো করার চেষ্টায় জার সরকার তাদের বিস্তীর্ণ রাষ্ট্রীয় ও রাজকীয় জমি ও অনেক ভূমিদাস জোগায়। সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রের অধীনস্থ ভূমিদাসদের আরো বেশি করে শোষণ চলে; এদের দেয় ছিল অনেক, রাষ্ট্রকে ছাড়-খাজনা দিতে হত নগদে আর এর পরিমাণ ক্রমাগত বাড়ানো হয় এ সময়। হস্তশিল্প কারখানার জন্য বরাদ্দ ভূমিদাসদের অবস্থা ছিল আরো শোচনীয়।

ম্দ্রা ও পণ্য সম্পর্ক বিকাশ এবং বাজারের ক্ষেত্রে জমিদারি — সম্পত্তি এবং চাষীখামারের ভূমিকা ব্দ্ধি — এ সমস্তের ফলে ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট ভূমিদাসদের শোষণ বেড়ে যায়; বেগারি বেড়ে গেল, বাড়ানো হল ছাড়-খাজনার পরিমাণ। সপ্তম দশকে ভূমিদাস পরিবারের প্রত্যেক প্র্ষকে বছরে সাধারণত এক থেকে দ্ র্বল ছাড়-খাজনা দিতে

হত, কিন্তু আঠারো শতকের শেষাশেষি এটা বেড়ে পাঁচ রুবল হয়। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে শস্য ও অন্যান্য খাদ্যদ্রব্যের দাম বাড়াতে আসল ছাড়-খাজনার বৃদ্ধির পরিমাণ কম পড়ে। ভূমিদাস কেনাবেচা রেওয়াজে দাঁড়ায়। দেশের মোট জনসংখ্যার অর্ধেকের বেশি যারা সেই ভূমিদাসেদের শুধু যে কোনো মানবিক অধিকার ছিল না তা নয়, নিষ্ঠুর উৎপীড়ন সইতে হত তাদের, জমিদারের নৃশংস ইচ্ছার অধীন তারা ছিল, এর কুখ্যাত উদাহরণ হলেন সাল্‌তিকভা, এঁর আদেশে নাকি শ খানেক লোককে চাবকে মেরে ফেলা হয়। শিল্পোদ্যোগেও মেহনতীদের নিষ্ঠুরভাবে শোষণ করা হত। কর্মদিন ছিল তেরো থেকে পোনেরো ঘণ্টা। নিষ্ঠুর সামন্ত উৎপীড়নে শ্রেণী সংগ্রাম তীব্র হয়ে ওঠে, এবং সপ্তম দশকের গোড়ায় প্রায় দু লক্ষ চাষী বিক্ষোভে যোগ দেয়। মঠের জমিদারিতে কৃষক হাঙ্গামা থামাবার এবং রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন জমি বাড়ানোর জন্য ১৭৬৪ সালে চার্চের সম্পত্তিকে লোকায়ত করণের ব্যবস্থা হয়; মঠ এবং চার্চের অন্যান্য সামন্ত মালিকদের সম্পত্তি বিশ লক্ষের বেশি স্ত্রী পুরুষ ভূমিদাসকে আনা হল রাষ্ট্র মালিকানায় (অর্থনৈতিক কৃষক বলে পরিচিত)। ১৭৫৪ সালে ভূসম্পত্তির সীমা নির্দেশ করা শুরু



জমিদারের সামনে চাষীকে বেত্রাঘাত। হেইসলেরের এনগ্রেভিং। ১৮শ শতকের শেষাশেষি।



মস্কোর কাছে "জাবাভা" (প্রমোদ) জমিদারি মহাল। ১৮শ শতকের শেষাশেষি।
প্রিচেত্‌নিকভের জল-রঙা ছবি। রাষ্ট্রীয় ইতিহাস মিউজিয়ম।

হয়েছিল, এ কাজকে ত্বরান্বিত করা হল সপ্তম দশকে। এর উদ্দেশ্য সামন্ত ভূস্বত্ব জোরদার করা এবং জমি নিয়ে মামলার সংখ্যা কমানো।

এ পর্যায়ে ভূমি ছাড়া ভূমিদাস বেচার রেওয়াজও আরো বাড়ে, সৈন্যবাহিনীতে পাঠাবার জন্যও এদের বেচা হত। আদালতে বিচারের তোয়াক্কা না রেখে ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় চিরনির্বাসনে পাঠাবার অধিকার জমিদারদের দেওয়া হয় ১৭৬০ সালে। ১৭৬৫ সালের একটি সরকারী নির্দেশে জমিদাররা ফৌজদারী দণ্ডভোগের জন্য ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় পাঠাবার অধিকার পায়, আর ১৭৬৭ সালের একটি সরকারী নির্দেশে বলা হল মালিকের বিরূদ্ধে অভিযোগ করলে যে কোনো চাষীকে এ শাস্তি দেওয়া চলবে।

সরকারী প্রতিষ্ঠানের আংশিক সংস্কার এবং আইনের রদবদল করে দ্বিতীয় ক্যাথারিন দ্‌ভরিয়ানস্তভোর আধিপত্য সুদৃঢ় করেন। তাঁর উদারপন্থী নানা বুলি এবং "কুসংস্কারমুক্ত অধিপতি"র ভোলের পিছনে ছিল দ্‌ভরিয়ানস্তভোর দ্বারা এবং দ্‌ভরিয়ানস্তভোর জন্য শাসিত দেশের ভূমিদাসপ্রথার সত্যকার চেহারাটা গোপন রাখা এবং এই তত্ত্বকে প্রতিপাদন করা যে, "কুসংস্কারমুক্ত অধিপতি" শাসিত দেশে প্রগতি সম্ভব, সে প্রগতির জন্য তদানীন্তন ফ্রান্সের ঘনায়মান বিপ্লবের মতো জিনিসের প্রয়োজন নেই; এ বিপ্লবের ভাবধারণা রাশিয়ায় পেঁছিতে তখন শুরু করে। তবু নতুন একটি

আইনবিধি সংকলনের জন্য ১৭৬৭ সালে গঠিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের কমিশনে প্রকট হয়ে দেখা দিল দ্ভোরিয়ানস্তভো, বণিক এবং চাষীদের মধ্যকার বিরোধ। জমি ও ভূমিদাস মালিকানার একচেটিয়া অধিকার এবং বাণিজ্য ও শিল্পক্ষেত্রে বিশেষাধিকারের বিস্তার দাবী করল দ্ভোরিয়ানস্তভো, বণিকেরা চাইল ব্যবসা ও শিল্পে একচেটিয়া অধিকার এবং সস্তা ভূমিদাস শ্রম শোষণের অধিকার রক্ষণ, আর রাষ্ট্র-মালিকানার দাসেদের অল্প সংখ্যক প্রতিনিধিরা চাষীদের নিদারুণ দুরবস্থার কথা জানাল। করবৃইন চাষীদের ভার লাঘব, তাদের বাধ্যবাধকতার নিয়ন্ত্রণ এবং চাষীর দেহের উপর জমিদারদের অধিকার হ্রাসের অনুরোধ জানিয়ে যে বিবৃতি দেন তার নিন্দে করে দ্ভোরিয়ানস্তভো। ১৭৬৮ সালে রুশ-তুরস্ক যুদ্ধ শুরু হওয়াতে কমিশন ভেঙে দেওয়া হল, নতুন আইনবিধি রচিত হল না।

শ্রেণীবিরোধ আরো প্রখর হওয়াতে পুগাচভের নেতৃত্বে দেখা দিল রাশিয়ার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো কৃষক যুদ্ধ (১৭৭৩-১৭৭৫)। কৃষক যুদ্ধ শুরু হয় ইয়াইক নদীতে (বর্তমান উরাল নদী) এবং ছড়িয়ে পড়ে ভলগার সমস্ত অববাহিকায়। সামন্তবিরোধী আন্দোলনে যোগ দিল চাষী, কসাক ও উরাল মজুরদের বেশ বড়ো একটা অংশ; ভলগা এবং উরাল বরাবর যাদের বসতি সেই সব অ-রুশ জাতিরা জারতন্ত্র ও ভূমিদাসপ্রথার বিরুদ্ধে পক্ষ নিল রুশ কৃষকদের। সামন্তবিরোধী আন্দোলনের একজন প্রধান সংগঠক ছিলেন বাশকিরীয় সালাভাত ইউলায়েভ। সমস্ত কৃষক বিদ্রোহের যা বিশেষত্ব, সেই রাজতান্ত্রিক চরিত্র (পুগাচভ নিজেকে বলতেন জার তৃতীয় পিটার) এবং অন্যান্য দুর্বলতা সত্ত্বেও পুগাচভ বিদ্রোহ রুশ রাষ্ট্রের সবচেয়ে ক্ষমতাবান শ্রেণী দ্ভোরিয়ানস্তভোকে বিশেষভাবে বিচলিত করে। ভূমিদাসপ্রথা, বাধ্যতামূলক সৈন্যভুক্তি এবং কর আদায়ের অবসান দাবী করে বিদ্রোহী চাষীরা। বিদ্রোহ দমনে যথেষ্ট বেগ পেতে হয় সরকারকে। এ রকম বিদ্রোহ যাতে আর না ঘটে তার চেষ্টায় নৃশংস নিপীড়ন করে ক্যাথারিনের সরকার। স্থানীয় প্রশাসনে দ্ভোরিয়ানস্তভোর ভূমিকা প্রধান হতে শুরু করেছিল, সেই প্রশাসনের বিস্তার করা হল ১৭৭৫ সালের গুবের্নিয়া (প্রদেশ) সংস্কারে; পত্তন করা হল জেলা ও গুবের্নিয়ায় দ্ভোরিয়ানস্তভোর সভা, প্রত্যেকটির শীর্ষে একজন মার্শাল। দ্নেপরে কসাক ঘাঁটি (সেচ্) ভেঙে দেওয়া হল (১৭৭৫) এবং কসাক সৈন্যদের স্বায়ত্তশাসন সীমাবদ্ধ করার ব্যবস্থা করা হল। ১৭৮৫ সালে দ্ভোরিয়ানস্তভোকে দত্ত সনদে তাদের ব্যক্তিগত অধিকার নির্দিষ্ট করা হয়, এতে করে একটি গণ্ডিবদ্ধ পেটোয়া শ্রেণীতে তাদের রূপান্তর সম্পূর্ণ হল। একই বছরে সহরগুলিকে দেওয়া সনদে বর্ধমান বণিক শ্রেণী কিছু সুযোগ সুবিধা পায়, কিন্তু দ্ভোরিয়ানস্তভোর আধিপত্য অটুট থাকে।

## ১৭৬০ থেকে ১৭৯০ পর্যন্ত রুশ বৈদেশিক নীতি

আঠারো শতকের শেষার্ধে কয়েকটি জরুরী বৈদেশিক সমস্যার সম্মুখীন হল রাশিয়া। সপ্তম দশক নাগাদ কৃষ্ণ সাগরের সমস্যা সমাধান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়ায়; এর পিছনে ছিল দ্ভরিয়ানস্তভোর অর্থনৈতিক স্বার্থ; দক্ষিণে অধিক পরিমাণে উর্বরা জমির জন্য তাদের তৃষ্ণা, কৃষ্ণ সাগর কাছাকাছি বলে এখান থেকে শস্য রপ্তানির সুবিধা। কৃষ্ণ সাগর হয়ে নিকট প্রাচ্য ও দক্ষিণ ইউরোপের নানা দেশের সঙ্গে বাণিজ্য প্রসারে বণিকদের যে আগ্রহ হবে সেটা স্বাভাবিক। কিন্তু এরি সঙ্গে প্রয়োজনীয় ছিল ক্রিমীয় তাতারদের সর্বনেশে হামলা থেকে রাশিয়ার দক্ষিণ সীমান্তকে বাঁচাবার একটা নিশ্চিতি। কৃষ্ণ সাগর নিয়ে রাশিয়ার যে সমস্যা তার সমাধানে বাধা দিত ব্রিটেন ও ফ্রান্স, কৃষ্ণ সাগর বা বলকানে রাশিয়ার প্রতিপত্তি বৃদ্ধি তারা চাইত না। তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ বলকানের স্লাভ জনগণের মুক্তি সংগ্রামের পক্ষে শুভ হয়, জার সরকারের প্রয়াস লুঠেরাগোছের হলেও রুশ ও স্লাভ জনগণের ঐক্যবন্ধন এ যুদ্ধের ফলে আরো দৃঢ় হয়। আর একটি বৈদেশিক সমস্যা — তখনো পোলিশ শাসনাধীন উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় এলাকাগুলিকে পুনরায় একত্র করা।

আঠারো শতকের শেষার্ধে এই বৈদেশিক সমস্যাগুলির সফল সমাধান মেলে। ক্যাথারিনের সরকার প্রাশিয়ার সঙ্গে একটি আত্মরক্ষামূলক (১৭৬৪) ও ব্রিটেনের সঙ্গে



একটি রুশ স্কোয়াড্রন চেস্মা উপসাগরে ১৭৭০ সালে তুর্কী নৌবহরকে ধ্বংস করছে। পাতনের ছবি থেকে কানো এবং ওয়াটসের এনগ্রেভিং। ১৮শ শতকের শেষাশেষি।

একটি বাণিজ্য চুক্তি (১৭৬৬) করাতে ইউরোপে রাশিয়ার পরিস্থিতি জোরদার হল। ১৭৬৮-১৭৭৪ এবং ১৭৮৭-১৭৯১'র দুটি রুশ-তুর্কী যুদ্ধে জেনারেল রুমিয়ানৎসেভ্ এবং সুভরভের অধীনে রুশ সৈন্যরা চমৎকার জয়লাভ করে। শতকের শেষে বিখ্যাত এ্যাডমিরাল উশাকভের পরিচালনায় রুশ নৌবহর তুরস্কের বিরুদ্ধে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ জয়লাভ করে। এ সব যুদ্ধের দৌলতে রুশ সামরিক কৌশল অত্যন্ত উচ্চ স্তরে পৌঁছয়। ক্রিমিয়ায় (১৭৮৩), কুবান অঞ্চলে এবং কৃষ্ণ সাগর উপকূলে নিজের অবস্থা রাশিয়া দৃঢ় করে। কৃষ্ণ সাগর নৌবহরের ভিত স্থাপিত হল, বিকশিত হল রাশিয়ার দক্ষিণে প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকাগুলি (নভরাশিয়া)। ১৭৯১ সালের ইয়াস্‌সি চুক্তিতে মলদাভিয়ার অংশ এল রাশিয়ায়। ১৭৭২'এ রাশিয়া, অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার হাতে পোল্যান্ডের প্রথম বিভাগ ঘটে, এর ফলে পূর্ব বেলরুশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ার অংশ রাশিয়া পায়। ১৭৮৮-১৭৯০'র রুশ-সুইড যুদ্ধের মূলে ছিল সুইডেন কর্তৃক বল্টিকে নিজেকে পুনরায় প্রতিষ্ঠার এবং দক্ষিণে তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার সংগ্রামে বাধা দেবার চেষ্টা।

আঠারো শতকে রাশিয়ার আন্তর্জাতিক গুরুত্ব সবিশেষ্ বাড়ে। ১৭৮০'তে রাশিয়া কর্তৃক ঘোষিত "সশস্ত্র নিরপেক্ষতা"র ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ, এতে ব্রিটেনের বিরুদ্ধে মুক্তি সংগ্রামে আমেরিকান জনগণের সাহায্য হয়।

## ১৮শ শতকের শেষার্ধে ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তান

এ সময় ট্রান্সককেশাসের সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক বিশেষভাবে জোরালো হয়। তুর্কী ও পারসীক আক্রমণের বিরুদ্ধে রাশিয়া যুদ্ধ চালাতে ক্রমশ রাশিয়ার দিকে হেলে ট্রান্সককেশাসের রাষ্ট্র নেতারা, এতে অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক যোগাযোগ বাড়ে। ১৭৬২'তে জর্জিয়ার দুটি রাজ্য কাখেতিয়া ও কার্তলি এক হয় এবং প্রথম রুশ-তুর্কী যুদ্ধে রাশিয়ার পক্ষে যোগ দিল জর্জিয়া। ১৭৭৪ সালের কুচুক-কাইনার্জি চুক্তিতে কাবার্দা ও রাশিয়া মিলিত হওয়াতে জর্জিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ আরো বাড়ল। ১৭৮৩ সালে জর্জিয়ার জার দ্বিতীয় ইরাক্লি রাশিয়ার সঙ্গে একটি চুক্তিতে পূর্ব জর্জিয়াকে রাশিয়ার আশ্রয়াধীন করে, অবশ্য রাশিয়া ও জর্জিয়ার আসল মিলন ১৮০১ পর্যন্ত হয়নি। আর্মেনিয়াতে মুক্তি সংগ্রাম অনেক শক্তি সঞ্চয় করে, রাশিয়ার সাহায্য প্রত্যাশী ছিল এটিও। মুক্তি আন্দোলনের একজন বিশিষ্ট নেতা ছিলেন এমিন।

আঠারো শতকে কাজাখস্তানের বেশ বড়ো একটা অংশ রাশিয়ার অন্তর্গত হয়। জুনগারীয় যাযাবরদের বিরুদ্ধে কঠিন সংগ্রামের পরিস্থিতিতে কনিষ্ঠ জুজ (ইলেক, ইর্গিজ এবং ইয়াইক [উরাল] নদী বরাবর রাখালিয়া উপজাতির সমষ্টি) ১৭৩১'এ রুশ শাসন গ্রহণ করে আর ১৭৪০'এ মধ্য জুজ (সির-দরিয়া ভাঁটি এবং ইর্তিশ, ইশিম এবং তবল নদীর অঞ্চলে ছিল এদের চারণ-ভূমি)।

শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মধ্য এশিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার সম্পর্ক দৃঢ় হল। বোখারা এবং খিভা খাঁনেতের সামন্তদের মধ্যে নিরন্তর বিলম্বিত রেষারেষি চলত। শতকের শেষাশেষি ফেরগানা উপত্যকায় গড়ে উঠল কখন্দ খাঁনেত। শতকের শেষে মধ্য এশিয়ায় ঈষৎ অর্থনৈতিক সচ্ছলতার একটি পর্বে রুশ ব্যবসাবাণিজ্য বাড়ে।

## ১৮শ শতকের শেষে রাশিয়া

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সরকার স্বরাষ্ট্র নীতিতে প্রতিক্রিয়াশীল ছিল, ফরাসী বিপ্লবের প্রতি বিদ্বেষ বশত ফ্রান্সে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের প্রস্তুতি চালায়। পুলিশ এবং সেন্সরের যথেচ্ছাচার বাড়ল। অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়ার প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের সঙ্গে একযোগে ক্যাথারিন সরকার পোলিশ মুক্তি সংগ্রামের দমনে এবং পোল্যান্ডের দ্বিতীয় ও তৃতীয় বিভাগে (১৭৯৩ এবং ১৭৯৫) যোগ দেয়; এর পর রাষ্ট্র হিসেবে পোল্যান্ডের আর অস্তিত্ব রইল না। পোলিশ জনগণের প্রতি জার সরকারের শত্রুভাব প্রকাশ পায় পোল্যান্ড বিভাগে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে বিভাগের ফলে পশ্চিম উক্রেন, বেলরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং বল্টিক উপকূল অঞ্চলগুলি রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত হল।

ক্যাথারিনের নীতি চালিয়ে যান সম্রাট প্রথম পাভেল, ইনি সিংহাসনে আরোহণ করেন ১৭৯৬ সালে। তাঁর আমলে দ্‌ভরিয়ান্‌স্তভোর জন্য জায়গির দান ক্যাথারিনের আমলের চেয়ে বাড়ে, ভূমিদাসদের নিপীড়ন বর্ধিত ও শ্রেণীসংগ্রাম তীব্রতর হয় (৩২টি গুবের্নিয়ায় হাঙ্গামা)। বিপ্লবী ফ্রান্সের বিরুদ্ধে তিনি লড়াই চালিয়ে যান ফরাসী বিরোধী জোটে যোগ দিয়ে। ফ্রান্সের সঙ্গে যুদ্ধের সময় জেনারেলিসিমো সুভরভের (১৭৯৯) নেতৃত্বে ইটালীয় ও সুইস অভিযানে রুশ সৈন্যেরা বীরত্বের জন্য খ্যাতি অর্জন করে। পরে বৃটেনের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপ হতে প্রথম পাভেল নেপোলিয়নের সঙ্গে মিত্রতা করে ইংলন্ডের সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করেন, দ্‌ভরিয়ানস্তভো সম্প্রদায় এটা পছন্দ করেনি, তারা ইংলন্ডের সঙ্গে বাণিজ্য করতে চাইছিল। তাই দরবারের অভিজাতরা পাভেলকে সরাতে চায়। চক্রান্তের ফলে পাভেল নিহত হন (১৮০১) ও তাঁর পুত্র প্রথম আলেক্সান্দর সিংহাসনে বসেন।

## ১৮শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ সংস্কৃতি

ক্রমশ প্রখর শ্রেণীসংগ্রামে ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কট আরো গভীর হতে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে দেখা দেয় বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন। প্রগতিশীল সামাজিক ও রাজনৈতিক চিন্তাধারায় ভূমিদাসপ্রথার নিন্দা আরো তীব্র রূপ ধারণ করে। এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেন

প্রখ্যাত রুশ শিক্ষাবিদ নভিকভ। এ শতকের শেষে রুশ বিপ্লবী মতাদর্শের সূত্রপাত; রুশ দ্‌ভরিয়ানস্তভোর প্রথম বিপ্লবী রাদিশ্চেভ নিজের রচনাবলী ছাপালেন; তাঁর "সেণ্ট পিটার্‌স্‌বুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা" (১৭৯০) ভূমিদাসপ্রথা ও রাশিয়ার স্বৈরতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করে।

দ্বিতীয় ক্যাথারিনের সরকার প্রগতিশীল সামাজিক চিন্তাধারা দমন করে নিষ্ঠুরভাবে; রাদিশ্চেভকে প্রথমে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়, পরে সাইবেরিয়ায় নির্বাসনে এ দণ্ডের লাঘব হয় (১৭৯০); নভিকভকে শ্লিসেলবুর্গ দুর্গে বন্দী করে রাখা হল (১৭৯২)।

ভূমিদাসপ্রথা জনিত নানা অসুবিধা সত্ত্বেও রুশ বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়রিং এগিয়ে যেতে থাকে। দেশের ভূগোল অধ্যয়নের জন্য নতুন নানা অভিযানকে সজ্জিত করা হয় (লেপিওখিন, পাল্লাস ইত্যাদি), গুরুত্বপূর্ণ টেকনিকাল উদ্ভাবন করলেন পলজুনভ (বাষ্পীয় ইঞ্জিন), কুলিবিন (বলবিদ্যায় কয়েকটি উদ্ভাবন ও গবেষণা), ইত্যাদি। প্রগতিশীল বস্তুবাদী বিজ্ঞানের কেন্দ্র ছিল মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়, এখানে কাজ করতেন লমনসভের শিষ্য ও অনুচরেরা — পপভ্‌স্কি, দেসনিৎস্কি, আনিচ্‌কভ, ত্রেতিয়াকভ ইত্যাদিরা।

ফনভিজিন, দের্জাভিন এবং কারামজিনের রচনায় আঠারো শতকের শেষে নতুন উদ্দীপনা পেল রুশ সাহিত্য। বিকাশ পেল রুশ সাংবাদিকতা। কয়েকটি পত্রিকা ও সংবাদপত্র চালু হল, এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ১৭৫৬ সালে মস্কো বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত "মস্কো সমাচার"।

রুশ নাট্যকলার বিকাশ ঘটে প্রধানত ভূমিদাস অভিনেতাদের দৌলতে। সে যুগের অনন্যসাধারণ স্থপতি ছিলেন কাজাকভ এবং বাজেনভ। রুশ কলাকে উচ্চ স্তরে নিয়ে যান ভাস্কর শুবিন, শ্চেদ্রিন এবং কজলভস্কি এবং চিত্রকর রকতভ, লেভিৎস্কি, বরভিকভ্‌স্কি এবং শ্চেদ্রিন।

## ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে রাশিয়ার অর্থনৈতিক বিকাশ

এ পর্বে সামন্ত ভূমিদাসভিত্তিক অর্থনীতিতে ভাঙন তখনি ধরেছে। দেশের দক্ষিণ এবং পূর্ব সীমান্তে নতুন জমি আবাদের ফলে ইউরোপীয় রাশিয়ার ৪৫টি গুবের্নিয়ার কর্ষিত এলাকা ১৮০২ সালে ৩ কোটি ৮০ লক্ষ দেসিয়াতিনা থেকে ১৮৬১ সালে ৫ কোটি ৮০ লক্ষ দেসিয়াতিনায় দাঁড়ায় (৫ কোটি ৩৮ লক্ষ একর বৃদ্ধি)। শস্যের বাৎসরিক ফসল ১৮০৬ সালে ছিল ১৫ কোটি ৫০ লক্ষ রুশ কোয়ার্টার আর ১৮৬১'তে ২১ কোটি ৬০ লক্ষ (প্রায় চার কোটি ইম্পিরিয়াল বুশেল বৃদ্ধি); অবশ্য এই ষাট বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধি বিবেচনা করলে মাথা পিছু উৎপাদন বাড়েনি। কৃষির

প্রধান শাখা তখনো শস্য উৎপাদন, কিন্তু নতুন কয়েকটি শাখার প্রচলন শুরু হয় (চিনি বীট, দীর্ঘ লোম মেষ পালন.) শিল্প শস্যের (তিসি ও শণ) অনুপাত বাড়ে এবং তামাক ও আঙুর ক্ষেতের এলাকা প্রসার লাভ করে। আগে শুধু বাগানে গজাত আলু, এখন ক্ষেতে আলুর চাষ চলল। ১৮০২ সালে গঠিত হয় প্রথম রুশ চিনি বীট শোধনাগার, ১৮৪৪ নাগাদ এ রকম শোধনাগারের সংখ্যা হয় ২০৬। উনিশ শতকের পঞ্চম দশক নাগাদ একমাত্র উক্রেনের চিনি বীট ক্ষেত্রের পরিমাণ ২৫,০০০ দেসিয়াতিনার বেশি।

বাজার-সম্পর্ক বাড়াতে নিজেদের সম্পত্তিকে আরো লাভজনক এবং আরো বেশি বিক্রয়যোগ্য পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের চেষ্টা করে দ্‌ভোরিয়ানস্তভো। কেউ কেউ শস্যের বহুক্ষেত্রী পালাবদল পদ্ধতির চেষ্টা করে, কৃষি যন্ত্র নিয়োগ করে, রাখে মজুর। জমি পেয়েছে এমন বণিক, সহুরে লোক ও রাষ্ট্রীয় চাষীরা নিজেরা ভূমিদাস রাখতে পারত না, অথচ ১৮০১ থেকে জমি বিনাবাধায় বেচাকেনার অধিকার দেওয়ায় এ সব দলের অনেকে ভূস্বামী হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সেজন্য তাদের ক্ষেতে কাজ করত ক্ষেত মজুর — এটি হল ভূমিস্বত্বের একটি নতুন বুর্জোয়া ধর্মী বিকাশ, এতে মজুর খাটানো বেড়ে যায়। দ্‌ভোরিয়ানস্তভোর সামন্ত ভূমিস্বত্বের আধিপত্য তখনো ছিল, বেশির ভাগ সামন্ত ভূস্বামী ভূমিদাসপ্রথা বজায় রাখে, এ প্রথার নিম্ন উৎপাদিকা শক্তি ক্রমশ স্পষ্ট হওয়া সত্ত্বেও। চাষীদের জমি কমিয়ে নিজেদের খাস খামার বাড়াত জমিদাররা, বেগারি এবং ছাড়-খাজনার মাত্রা তারা বাড়ায়, সামগ্রীর পরিবর্তে নগদী খাজনা নিত তারা। ভূমিদাসদের এই বর্ধিত শোষণে চাষীরা উৎসন্নে যেত, ভূমিদাস শ্রমের উৎপাদিকা কমার ফলে ভূসম্পত্তিগুলির আয় কমে গেল, অর্থাৎ সামন্ত প্রথার অর্থনৈতিক বুনিয়াদে ঘুণ ধরল। মুদ্রা ও পণ্য সম্পর্কের বিকাশে চাষীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য দ্রুততর হয়ে উঠল। জমিদারদের কাছ থেকে অতিরিক্ত জমি, আটাকল এবং চটি ইজারা নিয়ে ধনী কৃষকেরা ভাটিখানা ও দোকান খুলে গরীব চাষীদের ঋণে জড়িয়ে তাদের দোহন করত। অপেক্ষাকৃত ধনী কয়েকজন কুলাক চাষী জমিদারদের কাছ থেকে টাকার বিনিময়ে স্বাধীনতা পেয়ে বণিক শ্রেণীতে যোগ দিল। এরি সঙ্গে গ্রামে ঘোড়াহীন ও এমন কি ভূমি বিহীন চাষীর সংখ্যা বেড়ে গেল; এইসব গ্রামের গরিবদের পক্ষে নিজের শ্রম অপরকে বেচা ছাড়া কোনো উপায় ছিল না।

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাশিয়ায় শিল্পোদ্যোগ সংখ্যায় বাড়ে, অনেকগুলি ছিল মজুরি-শ্রমিক খাটানো পুঁজিবাদী সংস্থা। পুঁজিবাদী শিল্পের প্রথম ধাপ অর্থাৎ ক্ষুদ্র কৃষক কুটির শিল্প সংখ্যায় অনেক বেড়ে গেল। অ-কৃষ্ণ মাটি এলাকার লোকেদের একটা ভাগ চাষবাস একেবারে ছেড়ে দিল; পাভ্‌লভো, কিম্‌রি ইভানভো, শুইয়া ইত্যাদি স্থানে গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র গড়ে উঠল। কুটির শিল্পের বেশির ভাগ উৎসন্নে গেল, মালিকেরা উৎপন্নের যারা খরিদ্দার সেই বণিকদের মুখাপেক্ষী হয়ে পড়ল। বণিক ও মহাজনদের

সঙ্গে সঙ্গে যে সব চাষী ও কুটির শিল্পী বড়লোক হয়ে ওঠে তারা হস্তশিল্প কারখানা খোলে, মজুরি-শ্রমিক রাখে।

শিল্পে যন্ত্রের নিয়মিত ব্যবহার শুরু হয় চতুর্থ দশকের কাছাকাছি। একটি শিল্প বিপ্লবের শুরু এতে, পুঁজিবাদ বিকাশের একটি নতুন স্তর; এর সঙ্গে শুধু টেকনিকাল নয় সামাজিক ও অর্থনৈতিক অগ্রগতি ঘটে। যেসব শিল্পশাখায় মজুরিখাটা শ্রমিকেরা সংখ্যায় বেশি তাতে হাতের কাজ থেকে যন্ত্র শ্রমে রূপান্তর আরো দ্রুত গতিতে হল। যেমন বস্ত্র শিল্প, এতে এমনকি ১৮২০'তে শ্রমিকদের শতকরা ৯৫·৭ জন ছিল মজুরি-শ্রমিক, ১৮৬১ নাগাদ তুলো বয়ন শিল্প পুরোপুরি যন্ত্রচালিত হয়, বেশির ভাগ কারখানায় যন্ত্রচালিত হয় ক্যালিকো ছাপানো। খনন ও ধাতু শিল্পে মজুরদের শতকরা ৭০ জন ১৮৬১ পর্যন্ত ছিল ভূমিদাস, এতে যন্ত্রের ব্যবহার ছিল অত্যন্ত কম। মজুরি-শ্রমিকদের বেশির ভাগ অবশ্য ছিল ভূমিদাস, মালিকেরা এদের ভূমি থেকে ছাড়ান দেয় অন্যত্র কাজের জন্য, এরা ছাড়-খাজনা দিত নগদ টাকায়।

আধ শতকের মধ্যে মজুর ও শিল্পোদ্যোগের সংখ্যা (খনি, ভাটিখানা ও আটাকল বাদে) প্রায় ছ গুণ বাড়ে (সংখ্যাগুলি লিয়াশ্চেঙ্কোর "সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির ইতিহাস", প্রথম খণ্ড থেকে নেওয়া):

| | ১৮০৪ | ১৮৬০ |
|---|---|---|
| উদ্যোগের সংখ্যা . . . . . . . . . . . . . . . . | ২,৪০২ | ১৫,৩৮৮ |
| কর্মরত মজুরের সংখ্যা . . . . . . . . . . . . . | ৯৫,২০০ | ৫,৬৫,১০০ |

এদের মধ্যে মজুরি-শ্রমিকরা সংখ্যায় বাড়ে প্রায় দশ গুণ, ৪৫,০০০ থেকে ৪,৩০,০০০। সবচেয়ে দ্রুত বৃদ্ধি ঘটে বস্ত্রশিল্পে — ১৮০৪ সালের ১৯৯টি উদ্যোগ ও ৮,১৮১ জন শ্রমিক থেকে ১৮৬০ সালের ১,২০০ উদ্যোগ ও ১,৫২,২৩৬ জন শ্রমিক।

শ্রমিকদের মোট সংখ্যায় মজুরি-শ্রমিকদের সংখ্যাবৃদ্ধির (লিয়াশ্চেঙ্কোর তথ্য অনুসারে পাকামাল উৎপাদক শিল্পগুলিতে ১৮৬০'এ শতকরা ৮৭ জন) মানে ভূমিদাসভিত্তিক জমিদারি উদ্যোগ এবং সহরে দুভরিয়ানস্তভোর উদ্যোগ মজুরি-শ্রমিক খাটানো উদ্যোগগুলির কাছে হটে যাচ্ছিল। ১৮৬০'এ জমিদারি উদ্যোগগুলিতে মজুরের সংখ্যা ছিল পাকামাল উৎপাদক শিল্পে কর্মরত মজুরদের মাত্র শতকরা ১১ ভাগ।


№ МОСКОВСКІЯ ВѢДОМОСТИ 53

ІЮЛЯ 4 ДНЯ, 1800 ГОДА, ВЪ СРЕДУ.

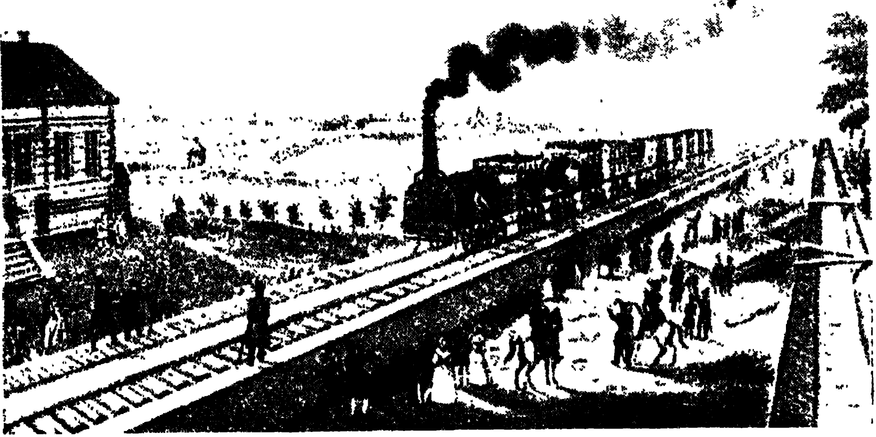
Продаются за излишествомъ дворовые люди: сапожник 22 лѣтъ женаж его прачка. цѣна оному 500 руб., другой рѣщикъ 20 лѣтъ женою, а жена его хорошая прачка, также и бѣлье шьет хорошо, и цѣна оному 400 руб., и все оные люди хорошего поведенія и трезвого состоянія. Видѣть ихъ могутъ на Остоженкѣ, под N309.

Продаются 3 девушки видные 14 и 15 лѣтъ и всякому рукодѣлію знающие, кошельки с вензелями вяжутъ и одна из нихъ на гусляхъ играетъ. Видѣть и о цѣне узнатъ Арбатской части I кв N117.

Продаются шесть сѣрыхъ молодыхъ лошадей легкихъ породъ, хорошо выѣзжанныхъ в хомутахъ, которымъ последняя цѣна 1200 руб. Видѣть ихъ можно на малои Никитской в приходѣ Старого-Вознесенія в домѣ князя Бориса Михайловича Черкаского.

"মস্কো সমাচার" ("মস্কোভ্স্কিয়ে ভেদোমস্তি") ৫৩ নং, ৪ঠা জুলাই, ১৮০০।

শ্রমের সামাজিক বিভাগ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম থেকে সহরে অনেক লোক চলে আসে। ১৮১২'তে রাশিয়ায় পৌরবাসীদের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৪·৪ ভাগ ছিল, কিন্তু ১৮৫১ নাগাদ এটা দাঁড়ায় শতকরা ৭·৮ ভাগে। সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে দক্ষিণের সহরগুলি। যেমন, ওদেসা; শতাব্দীর শুরুতে এর জনসংখ্যা ছিল প্রায় দশ হাজার, আর ১৮৬০ সাল নাগাদ এক লক্ষের বেশি। সঙ্গে সঙ্গে কয়েকটি অঞ্চলে অর্থনৈতিক



জারস্কয়ে সেলো রেলওয়ে। লিথোগ্রাফ, ১৮৩৭।

বিশেষীকরণ ঘটে (মধ্য শিল্পাঞ্চল, মধ্য কালো-মাটি অঞ্চল, দক্ষিণ-পূর্ব পশুপালন এলাকা, উত্তর-পশ্চিম শণ অঞ্চল, ইত্যাদি) এবং পণ্যদ্রব্যের সঞ্চালন বৃদ্ধি পায়। সপ্তম দশকের মাঝামাঝি নাগাদ রাশিয়ায় হত প্রায় ৬,৫০০টি মেলা, এদের মধ্যে তেত্রিশটির লেন-দেন ছিল দশলক্ষ রুবল (নির্জনি নভগরদ, ইর্বিত, করেন্নায়া [কুর্স্ক], খার্কভ, ইলিনস্কায়া [পলতাভা], কনত্রাক্‌তভায়া [কিয়েভ], ইত্যাদি)।

বণিক সম্প্রদায়ের প্রসার চলেছিল অবিরত। ১৮৩৬'এ ১,২৩,৭৯৬ জন বণিক, আর ১৮৫১'তে ১,৮০,৩৫৯ জন, এদের মোট পুঁজি ৫০ কোটি রুবল। আভ্যন্তরীণ ব্যবসার প্রসার ঘটাতে পরিবহণ ব্যবস্থা কিছুটা উন্নত হয়: ১৮১৫ সালে রাশিয়ায় প্রথম স্টীমার চালু হয় নেভায়; ১৮৬১ নাগাদ শুধু ভলগায় প্রায় ২০০টি স্টীমার ছিল। সেণ্ট পিটারসবুর্গ-মস্কো রেলপথ (৬৪৪ কিলোমিটার) খোলা হয় ১৮৫১ সালে। দশ বছর পরে রাশিয়ায় ১,৬২৬ কিলোমিটার রেলপথ ছিল। তবু পরিবহণ অব্যবস্থা অর্থনৈতিক বিকাশের অন্তরায় ছিল। পশ্চিম ইউরোপের শিল্পায়িত দেশগুলিতে রুশ শস্য (বিশেষ করে পঞ্চম দশকে) ও কাঁচা মালের চাহিদা বেড়ে যাওয়াতে বৈদেশিক বাণিজ্য, সমুদ্র বন্দরের বৃদ্ধি এবং সমুদ্র উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলগুলিতে বাজারের জন্য কৃষি ও গরাদি পশুপালনের সুবিধা হয়। ষাট বছরে বৈদেশিক বাণিজ্য শতকরা প্রায় ৩৫০ ভাগ

বাড়ে — ১৮০১ সালে ১২ কোটি ৭০ লক্ষ রুবল থেকে ১৮৬০ সালে ৪৩ কোটি ১০ লক্ষ রুবল।

ভূমিদাসপ্রথায় দেশের উৎপাদন শক্তির বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয়, নিম্ন-উৎপাদিকার অনুন্নত কৃষি পদ্ধতি কায়েম হয়ে থাকে। দেশের বাজার, শ্রম-বাজার বাড়বার সুযোগ পায় না, ধন সঞ্চয়ের অসুবিধা ঘটে, আরো উন্নত পুঁজিবাদি উৎপাদন পদ্ধতির বিকাশ ব্যাহত হয়। রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অবসান অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াল।

## ১৮১২ পর্যন্ত জার সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি

রাশিয়ার ঐতিহাসিক বিকাশে জারতন্ত্রের জরদ্গব প্রভাব বিশেষভাবে স্পষ্ট হয়ে ওঠে উনিশ শতকে। ভূমিদাসপ্রথায় ভাঙন ধরা সত্ত্বেও জারতন্ত্র সেটাকে টিকিয়ে রাখার এবং দ্ভরিয়ানস্তভোর প্রাধান্য জোরালো করার প্রয়াস চালায়। একই সময় নতুন সামাজিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে নিজেকে খাপ খাইয়ে নিয়ে জারতন্ত্র শিল্প ও বাণিজ্য বিকাশে কিছুটা সাহায্য করে: বহিঃশুল্ক প্রচলিত হল, শিল্প মেলা বসল, খোলা হল টেকনিকাল স্কুল, ইত্যাদি।

উনিশ শতকে কৃষক বিক্ষোভ বাড়ে — আগের চেয়ে ঘন ঘন এবং আরো বড়ো আকারে হতে থাকে, পুলিশ ও সৈন্যদের সঙ্গে এর ফলে প্রায়ই সশস্ত্র সংঘাত হত। ১৮০২ এবং ১৮০৪ সালের মধ্যে সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ এবং নভগরদ গুবের্নিয়াতে, ১৮০২ এবং ১৮০৫ সালের মধ্যে বল্টিক উপকূল অঞ্চলে এবং ১৮০৭'এ বেলরুশিয়ায় সংঘাত ঘটে।

১৮০২ সালে ভল্মারে লেৎস কৃষক এবং ১৮০৩ সালে পের্নাও'র কাছে এস্তনীয় কৃষকদের বিদ্রোহে সরকার এত বিচলিত হয় যে ১৮০৪ সালে কৃষকদের কিছুটা সুযোগ সুবিধা দেবার একটা চেষ্টা করা হয়; জমি বিনা ভূমিদাস বিক্রয় নিষিদ্ধ করা হল, বলা হল নিজেদের জোতজমা আজীবন এদের হাতে থাকবে। ১৮১৬-১৮১৯'এর মধ্যে জমিদারদের ব্যক্তিগত অধীনতা থেকে মুক্ত করা হয় বল্টিক গুবের্নিয়ার কৃষকদের, এতে রাশিয়ার এ অংশে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের কিছুটা সুবিধা হয়। সমস্ত জমি অবশ্য জমিদারদের দখলে রয়ে গেল। জমিদারের কাছ থেকে জমি ইজারা নিতে বাধ্য হত লেৎস ও এস্তনীয় কৃষকরা, তাই তাদের অবস্থাও ভালো হল না।

রুশ জীবনে নতুন একটি জিনিস দেখা দিল; ক্রমশ বর্ধমান শ্রমিক অশান্তি; কারখানায় ভূমিদাসপ্রথার জন্য এদের শোষণ চলত সবচেয়ে নৃশংসভাবে। দিনে ১৫ থেকে ১৬ ঘণ্টা খাটুনি, কয়েকটি ক্ষেত্রে এমনকি ১৮ ঘণ্টা। মজুরি অত্যন্ত কম, তার উপর জরিমানা ও অন্যান্য আদায়। জমিদারি উদ্যোগ এবং সহরে ভূস্বামীদের কারখানাগুলিতে ভূমিদাস শ্রমিকদের চরম দুরবস্থা। উনিশ শতকের শুরুতে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটে উরাল

শ্রমিক ও ভূমিদাসদের মধ্যে (রেভ্‌দায় ১৮০০ এবং ১৮০২'এ, নিজনি তাগিলে ১৮০৩'এ, উফালেই'এ ১৮০৩ থেকে ১৮০৫ পর্যন্ত, ইত্যাদি)। ১৮০৯'এ সেণ্ট পিটার্‌সবুর্গ ঢালাই-কারখানার শ্রমিকেরা সংগ্রামে প্রবৃত্ত হয়। প্রধানত এসব প্রতিক্রিয়া শিল্পে ভূমিদাস শোষণের বিরুদ্ধেই ছিল, কিন্তু কৃষক বিদ্রোহের মতো নয় এগুলি, এতে প্রতিফলিত হত পুঁজিবাদী ও শ্রমিকদের মধ্যে ক্রমশ বর্ধমান বিরোধিতা।

শ্রেণীবিরোধ তীব্রতর হওয়াতে জার সরকার আরো নমনীয় নীতি অবলম্বনে বাধ্য হল, বিপ্লবী তোলপাড় যাতে না ঘটে তার চেষ্টায়। নিপীড়ন চলত, তার সঙ্গে মাঝে মাঝে সামান্য অনুগ্রহ দেখানো হত, লোক দেখানো উদারনীতির আড়ালে গোপন করা হত প্রতিক্রিয়াশীল নীতি। বিশেষ করে প্রথম আলেক্সান্দরের (রাজত্বকাল ১৮০১-১৮২৫) প্রথম বছরগুলির লক্ষণ এটি। তাঁর প্রতিষ্ঠিত "গোপন সমিতি" কয়েকটি আংশিক প্রশাসনিক সংস্কারের প্রবর্তন এবং কৃষক সমস্যারও আলোচনা করে। সমিতির কার্যকলাপ কিন্তু সেকেলে কলেজিয়ামের স্থানে মন্ত্রিদপ্তর এবং একটি মন্ত্রিসমিতির প্রতিষ্ঠানে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৮০৩'এ জার মুক্ত কৃষিজীবীদের বিষয়ে একটি আজ্ঞপ্তি জারি করেন, এতে নিজের ইচ্ছায় ভূমিদাসদের মুক্তিমূল্য নিয়ে ভূমি সমেত মুক্তিদানের অনুমতি পায় জমিদারেরা। ব্যবহারিক দিক দিয়ে আজ্ঞপ্তিটির তাৎপর্য বেশি কিছু নয়। জারের নির্দেশে ১৮০৯ সালে স্পেরান্‌স্কি কর্তৃক রচিত রাষ্ট্রসংস্কার পরিকল্পনাও ব্যর্থ হয়, এ সময় স্পেরান্‌স্কি ছিলেন স্বরাষ্ট্র নীতির আসল রচয়িতা। যে প্রথা তখন বর্তমান তার ভিত অটুট রেখেও এ পরিকল্পনায় প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠান (রাষ্ট্রীয় এবং স্থানীয় দুমা) সৃষ্টির ব্যবস্থা ছিল, প্রতিনিধিরা নির্বাচিত হবেন সম্পত্তিগত অধিকারে সীমাবদ্ধ নির্বাচকমণ্ডলী দ্বারা। স্পেরানস্কির পরিকল্পনায় স্বৈরতন্ত্র এবং নিজেদের বিশেষাধিকার ক্ষুণ্ণ হবে জেনে প্রতিক্রিয়াশীল দ্‌ভরিয়ানস্তভো অতি তীব্র সমালোচনা চালায়। ১৮১২ সালে স্পেরানস্কি পদচ্যুত হয়ে নির্বাসিত হলেন। দরবারের যেসব প্রধান ব্যক্তি দ্বারা প্রথম আলেক্সান্দর সমাবৃত থাকতেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ভূমিদাসমালিক প্রতিক্রিয়াশীল কাউণ্ট আরাকচেয়েভ, ১৮০৮ সালেই যিনি যুদ্ধমন্ত্রী হন।

প্রথম পাভেলের শাসনকালের শেষাশেষি ফ্রান্সের সঙ্গে পরিকল্পিত মৈত্রী নীতি প্রথম আলেক্সান্দর প্রত্যাখ্যান করে ইংলণ্ডের সঙ্গে একটি বন্ধুত্ব চুক্তি করেন। ১৮০৫ সালে ইংরাজ কূটনীতি প্ররোচিত ফরাসী-বিরুদ্ধ জোটে রাশিয়া যোগ দিল। অস্ট্রিয়াকে এবং পরে প্রাশিয়াকে সাহায্যের জন্য রুশ সৈন্য পাঠানো হয়। ১৮০৫-১৮০৭'এর অভিযানে মিত্রশক্তিরা পরাজিত হয় অস্টারলিট্‌জ্‌ (১৮০৫) এবং ফ্রিডল্যাণ্ডে (১৮০৭)। হার স্বীকার করল অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া। ইউরোপে আর মিত্র নেই, ইংলণ্ড বিশেষ কোনো সাহায্য করল না, বাধ্য হয়ে প্রথম আলেক্সান্দর ১৮০৭ সালে নেপোলিয়নের সঙ্গে টিল্‌সিটের শান্তি চুক্তি করেন। রাশিয়ার পক্ষে চুক্তির সবচেয়ে

কঠিন সর্ত হল ফ্রান্সের সঙ্গে মৈত্রী এবং ইংলণ্ডের বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক সংগ্রামের জন্য ১৮০৬ সালে নেপোলিয়ন কর্তৃক ঘোষিত অবরোধে যোগদান। এতে রাশিয়ার অর্থনীতি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হয়, কেননা রাশিয়ায় কারখানা-জাত জিনিসের সবচেয়ে বড়ো সরবরাহক এবং রাশিয়ার কাঁচা মাল ও শস্যের সবচেয়ে বড়ো খরিদ্দার ছিল ইংলণ্ড। ইংলণ্ডের সঙ্গে বাণিজ্য বন্ধ হওয়াতে এবং নেপোলিয়নের রাজনীতিতে রাশিয়া জড়িয়ে পড়াতে অসন্তোষ প্রকাশ করতে শুরু করে জমিদারেরা। টিলসিটে নিজের ব্যর্থতার ক্ষতিপূরণের জন্য প্রথম আলেক্সান্দর নেপোলিয়নের সহায়তায় ১৮০৮'এ সুইডেনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালান, সে সময় ইংলণ্ডের পক্ষে ছিল সুইডেন। উত্তর বল্টিক এলাকার কঠোর আবহাওয়ায় রুশ-সুইড যুদ্ধ চলে অনেক দিন, প্রভূত প্রয়াস লাগে এতে। বথনিয়া উপসাগরের বরফ পেরিয়ে রুশ বাহিনী যুদ্ধের ফলাফল নির্ণয় করে। ১৮০৯ সালে সন্ধি হল। চুক্তি অনুসারে গ্রাণ্ড ডাচির অধিকার সমেত রুশ সাম্রাজ্যে যোগ দিল ফিনল্যাণ্ড, তার নিজস্ব সংবিধান অপরিবর্তিত রইল। ফিনল্যাণ্ড দখলে আনার পর জার সরকার জাতীয় নিপীড়ন নীতির অনুসরণ করে, প্রায়ই ফিনিশ সংবিধান ভঙ্গ করত রাশিয়া।

### রাশিয়ার সঙ্গে জর্জিয়া, উত্তর আজেরবাইজান ও বেসারাবিয়ার মিলন

কৃষ্ণ সাগর উপকূলস্থ স্তেপে এবং ককেশাসের নিকটস্থ এলাকায় আঠারো শতকের শেষে নতুন জমি পায় যেসব রুশ জমিদার তাদের প্রয়োজন ছিল সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমান্তের নিরাপত্তা এবং কাস্পিয়ান ও কৃষ্ণ সাগরে বাণিজ্যের নিশ্চিতি। এ জন্য উনিশ শতকের প্রথম দিকে রুশ বৈদেশিক নীতিতে বেশ বড়ো একটা জায়গা জুড়ে থাকে ককেশাস ও বল্‌কানের সমস্যা। সে সময় পারস্য দেশ দ্বারা বিজিত হবার ও ইংরাজ ঔপনিবেশিক আওতার মধ্যে এসে পড়ার আশঙ্কা ছিল পূর্ব ককেশাস অঞ্চলের। ট্রান্সককেশাসে রুশদের আরো তৎপর রাজনৈতিক ক্রিয়াকলাপ দেখা দিল। ১৭৯৯'তে জর্জিয়ার জার দ্বাদশ গিওর্গির অনুরোধে ত্‌বিলিসিতে রুশ সৈন্য মোতায়েন করা হয় এবং ১৮০১'এ পূর্ব জর্জিয়া রাশিয়ার সঙ্গে মিলিত হয়। পরে মিনগ্রেলিয়া (মেগ্রেলিয়া, ১৮০৩), ইমেরেতিয়া (১৮০৪) এবং গুরিয়া (১৮১১) রুশ সাম্রাজ্যের অধীনে আসে।

জর্জিয়া ও রাশিয়ার মিলনের পাল্টা জবাবে পারস্যের শাহ ইংরাজ কূটনীতির সমর্থনে রাশিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ শুরু করে। ১৮০৪-১৮১৩ সালের রুশ-পারসিক যুদ্ধে শেষ পর্যন্ত পারস্যের পরাজয় ঘটে। ১৮১৩ সালের গুলিস্তান সন্ধি অনুসারে উত্তর আজেরবাইজান ও দাগেস্তান পেল রাশিয়া।

১৮০৬ সালে নেপোলিয়নীয় কূটনীতির প্রভাবে তুরস্কের সুলতান ক্রিমিয়া ও

জর্জিয়াকে রাশিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ শুরু করে। এ যুদ্ধের সময় রুশ সৈন্য মলদাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া দখল এবং সার্বদের সাহায্য করে, এরা ১৮০৪'এ তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিল। ১৮১১ সালে রুশচুকে ফিল্ডমার্শাল কুতুজভের অধিনায়কত্বে প্রধান তুর্কী বাহিনীগুলি ঘেরাও হয়ে বিধ্বস্ত হয়। ১৮১২ সালের বুখারেস্ট চুক্তি অনুসারে বেসারাবিয়া ও পশ্চিম জর্জিয়া পেল রাশিয়া। ডানিউব রাজ্যগুলির স্বায়ত্তশাসন মেনে চলার এবং সার্বিয়াকে আভ্যন্তরীণ স্বশাসন ক্ষমতা দেবার প্রতিশ্রুতি দিল তুরস্ক।

স্থানীয় সামন্ত জমিদারদের উপরের স্তর তাদের বিশেষাধিকার বজায় রাখে এবং রুশ সামরিক আমলাতন্ত্র স্বৈরাচারী শাসন চালায় কর্কশভাবে, তবু ট্রান্সককেশাসের জনগণের পক্ষে রাশিয়ার সঙ্গে মিলন বস্তুত প্রগতিমূলক ছিল। এ মিলনে তারা পশ্চাৎপদ পারস্য ও তুরস্কের দাসত্ব এবং যে সর্বনেশে সামন্ত আভ্যন্তরীণ যুদ্ধ বিগ্রহের অর্থ ছিল অবলুপ্তি তা থেকে মুক্তি পায়। অর্থনৈতিক অচল-অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার এবং সামন্ত অনৈক্য ক্রমশ ঘুচিয়ে পুঁজিবাদী বিকাশে রাশিয়ার অনুসরণ করার একটা পথ পেল জর্জিয়া ও আজেরবাইজান। রুশ জাতিসমূহের সংস্পর্শের ফলে ট্রান্সককেশাসের লোকেদের সংস্কৃতি এগিয়ে গেল, বিপ্লবী চিন্তাধারা পেঁছিল তাদের কাছে, বাড়ল সামন্তবিরোধী আন্দোলন। রাশিয়ার সঙ্গে মিলনের ফলে নিজের পিছিয়ে-পড়া অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাবার সুযোগ পেল বেসারাবিয়া। মিলনের পর তিরিশ বছরের মধ্যে বেশ বেড়ে উঠল বেসারাবিয়া, জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেল তিন গুণ এবং শস্যের ফলন চার গুণ।

## ১৮১২ সালের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ

ইউরোপের বেশির ভাগ দেশকে কবলে এনে বিশ্বজয়ের প্রয়াসে নেপোলিয়ন ১৮১২ সালের ১২ই (২৪শে) জুন রাশিয়া আক্রমণ করেন। পশ্চিম সীমান্তের নিশ্চিত প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করেনি জার সরকার। পরস্পর থেকে বেশ দূরে, তিনটি বাহিনীতে রুশ সৈন্য মোতায়েন ছিল, সংখ্যায় শত্রু সৈন্যের মাত্র এক-তৃতীয়াংশের অল্প কিছু বেশি (শত্রুপক্ষ ৬ লক্ষের বেশি, রুশ ২ লক্ষ ৩০ হাজার)। দেশের অভ্যন্তরে হটে আসতে বাধ্য হল তারা। যুদ্ধের গোড়া থেকে ব্যাপক আকারে চলে পার্টিজান আন্দোলন, গড়ে ওঠে গণ সৈন্যদল। যুদ্ধের এই গণপ্রকৃতি রুশ বাহিনীকে জোগায় উচ্চ নৈতিক ও অটল সংগ্রামের শক্তি।

নেপোলিয়নের রণকৌশল ছিল একটি বড়ো সংগ্রামে রুশ বাহিনীকে পরাজিত করে যথাসম্ভব অল্প সময়ে যুদ্ধ শেষ করা। প্রথম রুশ বাহিনী (বার্কলাই দ্য তল্লি) সময়মতো পশ্চাদপসরণ করে এবং দ্বিতীয় বাহিনী (বাগ্রাতিওন) সুকৌশলে আক্রমণ এড়িয়ে নেপোলিয়নের পরিকল্পনাকে একেবারে পণ্ড করে দেয়। ২২শে জুলাই দুটি

বাহিনী মিলিত হল স্মলেন্স্কে। শত্রুপক্ষকে ধরে রাখতে সমর্থ হল রুশ বাহিনী দুটি এবং পিছু হটতে হটতে তাদের অনেক লোকসান করে। ক্রাস্নি সহরের যুদ্ধে নেভেরভস্কির ডিভিসন এবং স্মলেনস্ক রক্ষায় রায়েভস্কি এবং দখতুরভের কোর মহা সাহস ও ধৈর্যের পরিচয় দেয়। মস্কোর কাছে ফরাসী বাহিনী এসে পড়াতে যে বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিল তাতে বাধ্য হয়ে প্রথম আলেক্সান্দর বাহিনীর দাবী অনুসারে মহান রুশ যোদ্ধা কুতুজভকে সেনানায়ক নিয়োগ করলেন। ২৬শে অগস্ট বরদিনোর যুদ্ধে কুতুজভের পরিচালনায় রুশ সৈন্য শত্রুপক্ষের এত ক্ষতি করে যে ক্ষতি কাটিয়ে ওঠার উপায় থাকে না তাদের, আক্রমণাভিযানে ছেদ পড়ে। কিন্তু রুশ বাহিনীরও অনেক লোকক্ষয় হয়, মস্কো রক্ষা করার মতো ক্ষমতা বা রিজার্ভ না থাকাতে সহরটিকে তারা পরিত্যাগ করল। ২রা সেপ্টেম্বর ফরাসী বাহিনী মস্কো অধিকার করে। পাশ কাটিয়ে সরে গিয়ে কুতুজভ হাতে সময় পেলেন, রিজার্ভ জড়ো করে নিজের বাহিনীকে পুনরায় সংগঠিত করার, তাদের তালিম দেবার এবং অস্ত্রশস্ত্র জোগাবার বিরাট কাজ সমাপ্ত করে লোকবলের অনুপাতে আমূল একটা পরিবর্তন আনলেন: সংখ্যায় রুশ বাহিনী তখন শত্রুপক্ষকে ছাড়িয়ে গিয়েছে। অক্টোবরের গোড়ায় কুতুজভের প্রধান বাহিনীতে ১,২০,০০০'এর বেশি লোক, আর এদিকে নেপোলিয়নের বাহিনী কমে গিয়ে এক লক্ষে দাঁড়িয়েছে; রুশ ঘোড়সওয়ারী বাহিনী ফরাসীদের তুলনায় সাড়ে তিনগুণ এবং গোলন্দাজ বাহিনী প্রায় দ্বিগুণ। ৬ই থেকে ১১ই অক্টোবরের মধ্যে মস্কো ত্যাগ করেন নেপোলিয়ন। পশ্চিম দিকে শত্রুদলকে তাড়িয়ে নিয়ে যায় রুশ বাহিনী এবং তারুতিনো (৬ই অক্টোবর) ও মালইয়ারস্লাভেৎসের (১২ই অক্টোবর) যুদ্ধের ফলে প্রতি-আক্রমণ চালিয়ে শত্রুপক্ষকে দু পাশ থেকে অনুসরণ করতে থাকে। পার্টিজান ও গণ সেনাদলের সঙ্গে একত্রে রুশ বাহিনী ফরাসীদের সম্পূর্ণভাবে ছত্রভঙ্গ করে দিল। বেরেজিনা নদী পার হবার সময় (১৪ই-১৬ই নভেম্বর) যুদ্ধে যা লোকসান হয় তার পর নেপোলিয়নের বাহিনীর অস্তিত্ব বলতে গেলে বিলোপ পেল। রাশিয়ার বিজয় লাভের ফলে নেপোলিয়নের কবল থেকে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশগুলিকে মুক্ত করার মতো অবস্থার সূচনা হয়। নেপোলিয়ন-বিরোধী জোটের বাহিনীদের সঙ্গে এক যোগে রুশ বাহিনী এগোয় প্যারিস পর্যন্ত।

### জার সরকারের স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্র নীতি, ১৮১৫-১৮২৫। ভূমিদাসপ্রথা-বিরোধী গণ আন্দোলনের বৃদ্ধি

ভিয়েনা সম্মেলনের (১৮১৪-১৮১৫) ফলে ইউরোপের মানচিত্র বদলে গেল: ফ্রান্স, জার্মানি, ইটালি এবং অন্যান্য দেশে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল পুরনো সামন্ততন্ত্র এবং রাজবংশাবলী। সম্মেলনের একটি সিদ্ধান্ত অনুসারে "পোল্যান্ড রাজ্য" নামে



দু সারির মধ্যে দিয়ে দৌড়িয়ে শাস্তিগ্রহণ (তেঙ্গিন্‌কা রেজিমেন্টের এ্যালবাম থেকে)।

পরিচিত পোল্যান্ডের একটি অংশ ভুক্ত হল রুশ সাম্রাজ্যে। বিপ্লবী এবং জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের আতঙ্কে অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া ও রাশিয়ার রাজারা ১৮১৫ সালের ২৬শে সেপ্টেম্বর প্রতিক্রিয়াশীল "পূত মৈত্রী" চুক্তিতে আবদ্ধ হলেন। অন্যান্য ইউরোপীয় নৃপতিরাও এ মৈত্রীতে যোগ দেন। "পূত মৈত্রীর" অন্যতম নায়ক প্রথম আলেক্সান্দর ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি সংহত করার কাজে লাগালেন রুশ বৈদেশিক নীতিকে। ইউরোপের "সশস্ত্র প্রহরীর" ভূমিকা নিল জারের রাশিয়া। এ নীতি নতুন বিপ্লবী বিক্ষোভের আশঙ্কায় ভীত রুশ জমিদারদের স্বার্থের সম্পূর্ণ অনুকূল। স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের ফলে জনগণ তখন জাগ্রত। চাষীরা যুদ্ধের পর দীর্ঘ প্রত্যাশিত "মুক্তির" আশায় ছিল। কিন্তু সামন্ত প্রথার গভীরে যে ভাঙন চলেছিল তার ফলে দেখা দিল অধিকতর ভূমিদাসভিত্তিক নিপীড়ন। জনগণের ক্রমশ বর্ধমান ক্রোধে আতঙ্কিত জার সরকার প্রতিক্রিয়া ও সন্ত্রাসের নীতি গ্রহণ করে প্রকাশ্যভাবে। "আরাকচেয়েভশ্চিনা" — অর্থাৎ সন্ত্রাসের প্রধান পাণ্ডা কাউণ্ট আরাকচেয়েভের নামে পরিচিত হল সে-সময়কার শাসনব্যবস্থা। "আরাকচেয়েভশ্চিনার" অন্যতম নিষ্ঠুর প্রকাশ ঘটে সামরিক বসতির সংস্থাপনে, এর উদ্দেশ্য ছিল হাতের কাছে সামরিক রিজার্ভ মজুত রাখা, সামরিক খরচা কমানো এবং গণ আন্দোলনকে দাবানোর জন্য একটি দলের সৃষ্টি। রাষ্ট্রের ভূমিদাসদের রাখা হত এ সব বসতিতে, তারা কৃষি কাজের সঙ্গে সঙ্গে তালিম পেত ফৌজী শিক্ষায়, ব্যারাক জীবনের কঠোর শাসনের অধীনে থাকতে হত, লঘু

অপরাধে পেত অতি গুরু দণ্ড। এ প্রথার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় চাষীরা এবং ১৮১৭ ও ১৮১৮'এ নভগরদ গুবের্নিয়া ও উক্রেনে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটে এ কারণে। ১৮১৯'এ চুগুয়েভের কাছে একটি বসতিতে বড়ো গোছের একটা বিদ্রোহ দেখা দেয়। আজভ অঞ্চল এবং দন পারের এলাকায় সদ্য বসা চাষীদের ভূমিদাসে পরিণত করার বিরুদ্ধে একটি ব্যাপক প্রতিবাদ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে ২৫০'এর বেশি গ্রামে ১৮১৮-১৮২০'র মধ্যে। ১৮২২'এ প্রথম আলেক্সান্দর একটি ডিক্রী জারি করেন যার ফলে নির্যাতনের মাত্রা আরো বাড়ে; এ ডিক্রীতে আদালতে না পাঠিয়ে ভূমিদাসদের সাইবেরিয়ায় নির্বাসিত করার যে পুরনো অধিকার ছিল জমিদারদের সেটা আবার সমর্থিত হল। ক্রমাগত কুচকাওয়াজ ও নিষ্ঠুর নিয়মানুবর্তিতার ফলে সৈন্যদের মধ্যে অশান্তি দেখা দিল; সবচেয়ে বড়ো প্রতিবাদ জানায় সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গের সেমিওনভস্কি রেজিমেণ্ট ১৮২০'তে। "আরাকচেয়েভশ্চিনার" বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায় প্রগতিশীল অফিসারেরা, মতামতের জন্য চাকরী যায় অনেকের।

মতাদর্শবাদের ক্ষেত্রে প্রতিক্রিয়াশীলতা প্রকাশ পেল শিক্ষাকে চার্চের অধীনে আনয়নে, প্রগতিশীল অধ্যাপকদের নিপীড়নে, আরো কড়া সেন্সরশিপে এবং ধর্মোন্মাদনা ও অতীন্দ্রিয়তার প্রচারে। কিন্তু নিপীড়ন নির্যাতন রাশিয়ায় গণ মুক্তি আন্দোলন ও বিপ্লবী চিন্তাধারার বিকাশ ব্যাহত করতে পারেনি।

## ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহ

১৮১২ সালের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ ও এ বছরগুলিতে ভূমিদাসপ্রথা-বিরোধী গণ আন্দোলনের তীব্রতা বিশেষ প্রভাব ফেলে দ্‌ভরিয়ানস্তভো থেকে উদ্ভূত সেরা বুদ্ধিজীবীদের উপর। ফরাসী বুর্জোয়া বিপ্লব, প্রথম রুশ বিপ্লবী রাদিশ্চেভ এবং বিদেশী বুর্জোয়া শিক্ষাবিদদের ভাবধারণায় মানুষ এঁরা। এঁদের মধ্যে যাঁরা বেশি প্রগতিবাদী তাঁরা শুধু ভূমিদাসপ্রথার নিন্দায় ক্ষান্ত হলেন না, স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং রাশিয়ার বিপ্লবী রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তা তাঁরা উপলব্ধি করলেন। তাঁদের চিন্তাভাবনা জোর পায় ১৮১৩ এবং ১৮১৪ সালের বিদেশে অভিযান এবং পশ্চিমে ১৮২০ ও ১৮২১ সালের নানা বিপ্লবী ঘটনার ছাপ থেকে। বিপ্লবী মনোভাবাপন্ন অফিসাররা ১৮১৬'তে প্রথম গুপ্ত সমিতি সংগঠিত করেন — এর নাম "পরিত্রাণ সমিতি"। এ থেকে ১৮১৮'এ আর একটি সমিতি গড়ে ওঠে — "সচ্ছলতা সমিতি"। ১৮২১'তে নতুন দুটি সমিতি গঠিত হয় — "উত্তরের সমিতি" (সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে) এবং "দক্ষিণের সমিতি" (উক্রেনে)। আরো একটি সমিতি প্রতিষ্ঠিত হল ১৮২৩'এ — "সম্মিলিত স্লাভ সমিতি", এটির পীঠ উক্রেন। কয়েকটি ব্যাপারে মতান্তর থাকলেও একটি বিষয়ে দ্‌ভরিয়ানস্তভো থেকে আসা বিপ্লবীরা একমত ছিলেন — স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ

ও ভূমিদাসপ্রথার অবসান। "দক্ষিণের সমিতির" সদস্যরা ছিলেন প্রজাতন্ত্রপন্থী; এ'দের নেতা ছিলেন পেস্তেল। "উত্তরের সমিতিতে" নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থকদের (মুরাভিওভের নেতৃত্বে) প্রাধান্য; অবশ্য প্রজাতন্ত্রপন্থীদের একটি গুরুত্বপূর্ণ দল ছিল রিলেয়েভের নেতৃত্বে, ১৮২৩'এ তিনি এ দলের নেতা হন। চাষী সমস্যা সমাধানের কয়েকটি বিভিন্ন উপায়ে বিশ্বাস করতেন ডিসেম্ব্রিস্টরা। পেস্তেলের পরিকল্পনায় চাষীদের জমিসমেত মুক্তিদানের ব্যবস্থা ছিল, এ জমি দেওয়া হবে জমিদারদের বড়ো বড়ো জমির কিছুটা বাজেয়াপ্ত করে। মুরাভিওভের মতে, চাষীদের মুক্ত করা হবে হয় জমি ছাড়া কিম্বা পরিবার পিছু দু দেসিয়াতিনা জমি শুদ্ধ। দ্ভরিয়ানস্তভো থেকে আসা বিপ্লবীদের শ্রেণীগত সীমাবদ্ধতার মূলে ছিল জনগণ থেকে তাদের বিচ্ছিন্নতা। জনগণের নামে, কিন্তু তাদের যোগদান বিনাই তাঁরা একটি বিপ্লবের আয়োজন করেন। এ'দের অধিকাংশ সৈন্যবাহিনীর অফিসার, নিজের নিজের সৈন্যদলের সাহায্যে বিপ্লব বাধাবার আশা করতেন এ'রা।

প্রথম আলেক্সান্দরের অপ্রত্যাশিত মৃত্যু এবং তাঁর ভাই ও উত্তরাধিকারী কন্স্তান্তিন সিংহাসন গ্রহণে অসম্মতি জানাতে সরকারী মহলে যে বিভ্রান্তি ঘটে তাতে হঠকারি কর্মে প্রবৃত্ত হন বিপ্লবীরা। ১৮২৫'এর ১৪ই ডিসেম্বর নতুন জার প্রথম নিকলাস শপথ গ্রহণের সময় সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে বিদ্রোহ বাধান "উত্তরের সমিতির" সদস্যরা। বিপ্লবী অফিসারদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেনেট স্কোয়ারে বেরিয়ে আসে তিন হাজারের বেশি সৈনিক। কিন্তু জনগণের যোগদান বিনা এ বিদ্রোহের ব্যর্থতা অবধারিত



চিতা কারাগার। ডিসেম্ব্রিস্ট আস্রেন্‌কভের ড্রয়িং থেকে নকল।

ছিল। স্কোয়ারে কয়েক ঘণ্টা অটল থাকে বিপ্লবীরা, জারের বিশ্বস্ত সৈন্যদের আক্রমণ রোখে কিন্তু তারপর কামানের গোলায় বিক্ষিপ্ত হয়। ১৮২৫'এর ২৯শে ডিসেম্বর "দক্ষিণের সমিতির" সদস্য দ্বারা পরিচালিত চের্নিগভ রেজিমেণ্ট বিদ্রোহ শুরু করে উক্রেনের ভাসিল্‌কভো জেলায়। ১৮২৬'এর ৩রা জানুয়ারী এ রেজিমেণ্ট কভালিওভ্‌কা গ্রামের কাছে পরাজিত হল। ডিসেম্বিস্ট আন্দোলনের পাঁচজন নেতা — পেস্তেল, মুরাভিওভ-আপস্তল, বেস্তুজেভ-রিউমিন, কাখভস্কি এবং রিলেয়েভ — ফাঁসিকাঠে প্রাণ দেন ১৮২৬'এর জুলাই মাসে; অন্যান্য ডিসেম্বিস্টরা কারাদণ্ডে দণ্ডিত বা নির্বাসিত হন সাইবেরিয়ায়। বিদ্রোহী সৈনিকদের অনেককে বেত্রাঘাত করা হয়, কয়েকটি অফিসারকে সাধারণ সৈনিকের পদে নামিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া হয় ককেশাসে। সেখানে প্রেরিত হল চের্নিগভ রেজিমেণ্টের সৈন্যরাও।

রাশিয়ায় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক চিন্তাধারা প্রণোদিত ও গুপ্ত রাজনৈতিক সংগঠন অনুষ্ঠিত বিপ্লবী কর্মধারা প্রথম প্রকাশ পায় ডিসেম্বিস্টদের বিদ্রোহে। বিপ্লবী আন্দোলনের ইতিহাসে শুরু হল দ্‌ভরিয়ানস্তভো পর্ব. ১৮৬১ পর্যন্ত এ পর্ব টিকে থাকে।

## ১৯শ শতকের দ্বিতীয় পাদে জার সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতি

জার প্রথম নিকলাস (রাজত্বকাল ১৮২৫-১৮৫৫) ডিসেম্বিস্টদের প্রতি নিষ্ঠুর ব্যবহারে ও কৃষক আন্দোলনের দমনে শুরু করেন নিজের রাজত্ব। ১৮২৬ সালের ১২ই মে একটি বিশেষ ইস্তাহারে তিনি "স্বাধীনতার সর্বপ্রকার কথা বরবাদ" করেন। নতুন জার ভাবলেন স্বৈরতন্ত্রের শক্তি বৃদ্ধিতে ও সরকারের কড়া কেন্দ্রীয়করণে ভূমিদাসপ্রথা নিশ্চিত হয়ে বজায় থাকবে। এর সঙ্গে তিনি গোয়েন্দা পুলিশকে জোরদার করলেন এবং সব রকমে "স্বাধীন চিন্তকদের" প্রতি নিষ্ঠুর নিপীড়ন চালালেন। স্বরাষ্ট্র নীতির এই ধারার ফলে গোয়েন্দা পুলিশকে পরিচালনার জন্য ১৮২৬'এ ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলারির "তৃতীয় বিভাগ" গঠিত হল। প্রতিক্রিয়ার এ আক্রমণের সঙ্গে চলল সংস্কৃতি ও শিক্ষার বিরুদ্ধে অভিযান এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের নিপীড়ন। ১৮২৬'এ সেন্সরশিপের নতুন নানা নিয়ম প্রকাশিত হল, লোক এদের নাম দিল "লোহায় ঢালা নিয়মকানুন", বিশ্ববিদ্যালয়গুলির উপর রাজনৈতিক তদারকি আরো তীব্র হল। শাসনযন্ত্রকে নিখুঁত করে "রাজদ্রোহ" দাবাবার আরো উপযোগী করার চেষ্টা করেন প্রথম নিকলাস। চতুর্থ দশকে প্রবর্তিত নানা আইনকে সংহিতাবদ্ধ করা এবং মাঝে মাঝে স্থানীয় প্রশাসন প্রতিষ্ঠানগুলির সংস্কার — সবেরি উদ্দেশ্য ছিল এক। কিন্তু জার আমলাতন্ত্রের বৈশিষ্ট্যমূলক ভীষণ অনাচারগুলির অবসান ঘটল না এ সব

বিধিব্যবস্থায়। রাজকর্মচারীদের বিরাট বহর আরো বেড়ে ওঠে প্রথম নিকলাসের আমলে, দেশের বাজেটের বড়ো একটা ভাগ যেত এদের রক্ষণাবেক্ষণে।

ভূমিদাসপ্রথার ভাঙন ধরাতে দ্ভরিয়ানস্তভোর অবস্থায় ঘুণ ধরেছিল, এ অবস্থা উন্নত করার উদ্দেশ্যে জার সরকার সর্বস্বান্ত ও গরীব-হয়ে-যাওয়া জমিদারদের নতুন ঋণ ও পারিতোষিক মঞ্জুর করে। এর সঙ্গে কয়েকটি বিধিব্যবস্থা গ্রহণ করা হল যাতে সমাজের অন্যান্য অংশ থেকে দ্ভরিয়ানস্তভোর পর্যায়ে কেউ আসতে না পারে। কৃষক আন্দোলনের প্রসারে উদ্বিগ্ন হয়ে প্রথম নিকলাস গ্রামাঞ্চলে বিক্ষোভ এবং কৃষক ও জমিদারদের বিরোধ কমাবার জন্য বিধিব্যবস্থা প্রবর্তনের আদেশ দেন উপদেষ্টাদের। ভূমিদাসপ্রথার মূলে হাত দেবার সাহস ছিল না সংস্কারকদের, বিশেষ করে কৃষক সংস্কারের খসড়া প্রস্তুতের ভারপ্রাপ্ত তথাকথিত গুপ্ত সমিতিগুলির, তাই তারা আধা-ব্যবস্থায় সন্তুষ্ট থাকে। ১৮৩৭ ও ১৮৪১'এর মধ্যে রাষ্ট্র সম্পত্তির মন্ত্রী কিসেলিওভ রাষ্ট্রীয় ভূমিদাসদের প্রশাসন ব্যবস্থার সংস্কার করেন। রাষ্ট্রের হাতে যেসব গ্রামের ভার সেগুলির প্রশাসনযন্ত্রের ব্যবস্থা কিছুটা নিয়ন্ত্রিত হয় এতে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে গ্রামগুলির আমলাতান্ত্রিক অছিদারি বেড়ে গেল, চাষী অধিবাসীদের ভূমিদাসসুলভ শোষণ বজায় রইল। ১৮৪২'এ কৃষকদের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধে একটি ডিক্রী প্রকাশিত হল। ডিক্রী অনুসারে জমিদাররা কৃষকদের সঙ্গে চুক্তি করতে পারে, এতে কৃষকেরা কিছু ব্যক্তিগত অধিকার পায় কিন্তু জমি ব্যবহারের জন্য জমিদারদের খিদমত করতে তারা বাধ্য রয়ে গেল। জমিদাররা ডিক্রীতে অসন্তুষ্ট বোধ করেন, যদিও বাস্তবিক পক্ষে এর প্রয়োগক্ষেত্র ছিল অত্যন্ত সীমাবদ্ধ। পঞ্চম দশকে লিথুয়ানিয়া, বেলরুশিয়া এবং পশ্চিম উক্রেনে প্রবর্তিত তথাকথিত সম্পত্তি ঘটিত নিয়মকানুন একইভাবে অসফল হয়; এগুলিতে কৃষকদের ভূমি সীমানা এবং সামন্ততান্ত্রিক বাধ্যবাধকতা নির্ণয় করা হয়। পুরাতন ভূমি ব্যবস্থা বজায় রাখে এ নিয়মগুলি, বেগারিকে আইনসঙ্গত করে এবং কৃষকদের কাছ থেকে কিছুটা জমি কেড়ে নেয়, সেজন্য চাষীরা খুশি হল না, কৃষক আন্দোলনের শক্তি কমল না। ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কট সমাধানের চেষ্টা ব্যর্থ হল জার সরকারের।

### ১৯শ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে গণ আন্দোলন

১৮৩০'এর জুলাই মাসে ফ্রান্সে একটি বিপ্লব ঘটে এবং তারপর বেলজিয়ামে। ১৮৩০'এর নভেম্বরে পোল্যান্ডে বিপ্লব শুরু হল; এটি চলে এক বছর, দাবাতে বেগ পায় জারের সৈন্যদল। ১৮৩০-১৮৩১'এ বিদ্রোহ ছড়িয়ে পড়ে লিথুয়ানিয়ায়। চতুর্থ দশকের শুরুতে সারা রাশিয়ায় "কলেরা দাঙ্গা" হয়, কলেরা মহামারীর সময় কোয়ারান্টিন ব্যবস্থার ফলে এদের উদ্ভব। ভূমিদাসপ্রথা ও জার প্রশাসনের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে স্বতঃপ্রবৃত্ত গণ প্রতিবাদ এগুলি। সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা ঘটে তাম্বভ, সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ

এবং স্তারায়া রুসায় (নভগরদ সামরিক বসতিগুলির বিদ্রোহ)। উক্রেনে চাষীরা ব্যাপকভাবে সংগ্রামকর্ম চালায়, এখানে পদোলিয়া ও ভলিনিয়ার চাষীদের সশস্ত্র আন্দোলনের নেতা ছিলেন উস্তিম কার্মালিউক। কৃষক আন্দোলন চলে বিরাট সব এলাকায়, যোগ দেয় হাজার হাজার লোক। ১৮৪৯'এ কুর্স্ক গুবের্নিয়া পুতিভ্‌ল্‌ জেলায় ছজন জমিদারের প্রায় ১০ হাজার ভূমিদাস একযোগে বিদ্রোহ করে। জমিদারদের অধীনস্থ ভূমিদাসের পাশাপাশি রাষ্ট্রীয় এবং জার পরিবারের অধীনস্থ ভূমিদাসরা স্থানীয় কর্তৃপক্ষদের নিষ্ঠুরতা এবং বলপূর্বক আদায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে যোগ দেয়। প্রায়ই দণ্ডার্থে প্রেরিত সৈন্যদলের সঙ্গে সংঘর্ষ বাধত। ১৮৪১ এবং ১৮৪২'এ ভলগা এবং উরাল এলাকায় চাষীরা লাঠি, কাস্তে এবং মাঝে মাঝে এমনকি বন্দুক হাতে লড়ত সৈন্যদের সঙ্গে। কৃষক আন্দোলন বাড়তে লাগল: ১৮২৬ এবং ১৮৩৪'এর মধ্যে ১৪৫টি কৃষক হাঙ্গামা ঘটে, আর ১৮৪৫ এবং ১৮৫৪'র মধ্যে ৩৪৮টি।

অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে সামন্তবিরোধী আন্দোলন নতুন আকার গ্রহণ করে; সামন্ত শোষণ এবং ঔপনিবেশিক অত্যাচার—দুয়েরি বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে চাষীরা। ১৮৪১'এ লাতভিয়া ও জর্জিয়ায় চাষীরা ব্যাপকভাবে উত্থিত হয়। কসাক সামরিক উপনিবেশনের বিস্তার এবং জার সরকারের নিষ্ঠুর রাজ্যগ্রাস নীতির ফলে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ককেশাসের পাহাড়িয়ারা ব্যাপক আন্দোলন করে। তৃতীয় দশকে বিদ্রোহ ঘটে আবখাজিয়া, কাবার্দা এবং ওসেতিয়ায়। চেচ্‌নিয়া ও দাগেস্তানে পাহাড়িয়াদের মুক্তি সংগ্রাম রূপ নিল মুরিদ্‌বাদে। এটি সমস্ত "কাফেরকে" নিঃশেষ করার জেহাদ ডাকা একটি প্রতিক্রিয়াশীল মুসলমান আন্দোলন। সমাজের সমস্ত স্তর তাদের আভ্যন্তরীণ বিভেদ সমেত যোগ দেয় এ আন্দোলনে। বিভেদের ফলে জার সরকারের প্রবলতর সশস্ত্র সৈন্যদলের মুখোমুখি এসে আন্দোলন হীনবল হয়ে পড়ে। ১৮৩৪ থেকে ১৮৫৯ পর্যন্ত জার ঔপনিবেশিকতার বিরুদ্ধে দাগেস্তান ও চেচ্‌নিয়া পাহাড়িয়াদের আন্দোলন চালান শামিল। পঞ্চম দশকে শ্রমিক হাঙ্গামা (যেমন, উরালে) আরো ঘন ঘন হতে থাকে। শ্রমিকদের আন্দোলনে কৃষকদের তুলনায় আরো বেশি ঐক্য ও দৃঢ়তার ছাপ দেখা যায়।

১৮৪৮ এবং ১৮৪৯'এ পশ্চিম ইউরোপের নানা দেশের বিপ্লব সে সময়কার কৃষক আন্দোলনে উদ্দীপনা জোগায় এবং রাশিয়ায় ভূমিদাসবিরোধী মনোভাবকে ব্যাপক করে তোলে।

## ১৯শ শতকের চতুর্থ এবং পঞ্চম দশকে সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন

দ্‌ভরিয়ানস্তভোর একটি অংশ বুর্জোয়া সম্পর্কের জগতে এসে পড়েছিল। ভূমিদাসপ্রথার সঙ্কট তীব্রতর হওয়াতে তারা ভূমিদাসপ্রথার অবসান এবং উপর থেকে সংস্কারের মাধ্যমে সামন্ত রাজতন্ত্রকে বুর্জোয়া রাজতন্ত্রে রূপান্তরের কথা তোলে।

চতুর্থ দশকের শেষে গড়ে ওঠা উদারনৈতিক বুদ্ধিজীবীদের নানা দলের মধ্যে তর্কবিতর্কে এটা দেখা যায়।

"পশ্চিমী" নামে পরিচিত একটি দল ইউরোপীয় বুর্জোয়া প্রথার পক্ষে ছিল, কিন্তু "স্লাভভক্তরা" একান্ত রুশ বৈশিষ্ট্যের কথা জোর দিয়ে বলতেন। "পশ্চিমীদের" কাছে (কাভেলিন, চিচেরিন, বতকিন, কর্শ ইত্যাদি) ইংলণ্ড ও ফ্রান্সের বুর্জোয়া পার্লামেণ্টারি রাজতন্ত্র আদর্শ স্বরূপ। "স্লাভভক্তরা" (কিরেয়েভস্কি, খমিয়াকভ, আক্সাকভেরা ইত্যাদি) গ্রামসমাজ (কমিউন) এবং পিতৃপ্রধান গ্রামজীবনের জয়গান করতেন। "স্লাভভক্তরা" বলতেন, "অবক্ষয়ী পাশ্চাত্যের সর্বনেশে প্রভাব" এবং "প্রলেতারিয়েতবাদের বিষফোড়া" থেকে রাশিয়ার পরিত্রাণের একমাত্র উপায় হল পিতৃপ্রধান সমাজ এবং অর্থোডক্স চার্চ। সব রকমের মতানৈক্য সত্ত্বেও "পশ্চিমী" এবং "স্লাভভক্তরা" একটি বিষয়ে একমত ছিলেন — ভূসম্পত্তি এবং রাজতন্ত্র অটুট রেখে উপর থেকে ভূমিদাসপ্রথা অবসান করা প্রয়োজন। বিপ্লবী আন্দোলনের আশংকা তাঁদের এক করেছিল।

ভূমিদাসমালিক এবং উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে ছিলেন প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবীরা, এঁরা চাইতেন জারতন্ত্রের বিপ্লবী উচ্ছেদ এবং ভূমিদাসপ্রথার সম্পূর্ণ অবসান। দ্‌ভরিয়ানস্তভো থেকে আসা বিপ্লবীদের নতুন পুরুষের প্রতিনিধি হের্ৎসেন ও ওগারিওভ ডিসেম্বিস্টদের ছাড়িয়ে যান চিন্তাধারায়, কেননা সমাজের বিপ্লবী রূপান্তরে জনগণের ভূমিকা সম্বন্ধে তাঁরা সচেতন ছিলেন। এ বিষয়ে আরো চূড়ান্ত মতবাদ পোষণ করতেন বেলিনস্কি। "আমাদের মুক্তিসংগ্রামে বিভিন্ন শ্রেণী থেকে উদ্ভূত বুদ্ধিজীবী দ্বারা দ্‌ভরিয়ানস্তভোর স্থান গ্রহণের অগ্রদূত তিনি" (লেনিন)। লেনিন আরো বলেন যে, এমন সেন্সর বহির্ভূত (স্বাধীন) রচনার অন্যতম শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল গগোলকে লিখিত বেলিনস্কির বিখ্যাত চিঠি। নিজের আধ্যাত্মিক সংকটের বিষয়ে গগোল যে "বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে পত্রালাপ থেকে নির্বাচিত অংশ" নামক বই লেখেন তার প্রতিক্রিয়াশীল, ভূমিদাসপ্রথা সমর্থক ভাবধারণার জন্য বেলিনস্কি এ চিঠিতে গগোলের নিন্দা করেন সক্রোধে। হের্ৎসেন, ওগারিওভ ও বেলিনস্কির বহুমুখী কার্যকলাপ — বস্তুবাদী প্রত্যয় ও কল্পস্বর্গীয় সমাজতন্ত্রের ভাবধারণার প্রচার, ভূমিদাসপ্রথা ও জার আমলের



সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পিটার ও পল দুর্গে নিঃসঙ্গ কারাবাসের কুঠরি (একটি ডিসেম্বিস্টের আঁকা)।

স্বরূপের সাহসী উদ্ঘাটন, জনগণের শিক্ষা এবং সামাজিক মুক্তির জন্য অক্লান্ত সংগ্রাম—রাশিয়ায় বিপ্লবী গণতান্ত্রিক চিন্তাধারা সৃষ্টিতে মহান ভূমিকা নেয়। ১৮৪৫'এ সেণ্ট পিটারসবুর্গে পেত্রাশেভস্কির নেতৃত্বে গড়ে ওঠা বিপ্লবী চক্রের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে হেৎর্সেন ও বেলিনস্কির চিন্তাধারা; এ চক্রতে প্রতিফলিত হয় তখনকার মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী গণতান্ত্রিকদের সামাজিক রাজনৈতিক ও মতাদর্শগত অন্বেষণ। চক্রের কয়েকজন গণবিপ্লবের কথা সমর্থন করতেন, তাঁদের আশা ছিল চাষী, শ্রমিক ও সৈন্যদের জাগরিত করা যাবে বিদ্রোহে। ১৮৪৯'এ চক্রটিকে ভেঙে দেওয়া হয়। পশ্চিমে ১৮৪৮ এবং ১৮৪৯'এর বিপ্লব পরাজিত হল, তখন হের্ৎসেন কল্পস্বর্গীয় এই ধারণাটি পরিবেশন করেন যে, পুঁজিবাদী পর্যায় এড়িয়ে গ্রাম সমাজের মাধ্যমে সরাসরি সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার সম্ভাবনা আছে রাশিয়ার। লেনিন বলেন যে, হের্ৎসেনের ওই কল্পস্বর্গীয় ধ্যানধারণার মধ্যে "সমাজতন্ত্রের ছিটেফোঁটা নেই"।

## ১৯শ শতকের দ্বিতীয় পাদে জার সরকারের পররাষ্ট্র নীতি

এ পর্বেও ইউরোপে বিপ্লবের সম্ভাবনার বিরুদ্ধে সংগ্রামকে বৈদেশিক নীতির মূল উদ্দেশ্য বলে বিবেচনা করত জার সরকার। ইউরোপের "সশস্ত্র প্রহরী"র ভূমিকায় প্রথম নিকলাস ১৮৩১'এ পোলিশ বিদ্রোহ দমন করেন নৃশংসভাবে; ১৮৪৯'এ অস্ট্রীয় প্রতিক্রিয়াপন্থীদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে হাঙ্গেরীয় বিপ্লবের অবসান তিনি ঘটান। ইউরোপীয় নানা বিপ্লবের ফলে হৃত মর্যাদা "পূত মৈত্রীকে" আবার চাঙ্গা করার প্রচেষ্টায় রুশ জার প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার প্রতিক্রিয়াপন্থী রাজাদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে চলতেন।

একই সময়ে ভূমিদাসপ্রথার ভিতরকার বাড়ন্ত সংকট প্রতিরোধে, সামন্ত শোষণের ক্ষেত্র বৃদ্ধি ও দেশের মধ্যকার উত্তেজনা হ্রাসের চেষ্টা চালায় জার সরকার; বলকানে রাজনৈতিক প্রভাব প্রতিষ্ঠা, কৃষ্ণ সাগর প্রণালীর ওপর নিয়ন্ত্রণ এবং ট্রান্সককেশাসে দখলি এলাকা বৃদ্ধির আশায় পূর্বের সমস্যা নিয়ে আরো তৎপরতা দেখা দিল সরকারের। জারের আত্মসাৎমূলক নীতির সঙ্গে সংঘর্ষ বাধল গ্রেট ব্রিটেন ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশের জঙ্গী পরিকল্পনার এবং পারস্যের শাহ ও তুরস্কের সুলতানের প্রতিশোধ স্পৃহার। এ সবের ফলে উদ্ভূত কূটনৈতিক ও সামরিক সংঘাতের সংখ্যা বেড়ে গেল পূর্বে, বিশেষ করে তুর্কী শাসনের বিরুদ্ধে গ্রীকদের অভ্যুত্থানের পর। নিকট প্রাচ্যে রাশিয়ার শক্তি সঞ্চয়ে ব্রিটিশ কূটনীতির আতঙ্ক হয়, গ্রীক সমস্যায় যাতে রাশিয়া নজর না দেয় তার চেষ্টায় ব্রিটেন ট্রান্সককেশাসে রাশিয়ার বিরুদ্ধে একটি প্রতিহিংসামূলক যুদ্ধ বাধাতে সাহায্য করে পারস্যের শাহকে। ১৮২৬-১৮২৮'এর রুশ-পারসীক যুদ্ধ কালে রুশ সৈন্যদল এরিভান ও নাখিচেভান খাঁনেত জয় করে,

কবলে আনে তাব্রিজকে এবং ১৮২৮'এ তুর্কমান্‌চাই'এর চুক্তি সম্পাদনে বাধ্য করে শাহকে। এ চুক্তিতে রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হল পূর্ব আর্মেনিয়া।

১৮২৮'এ রুশ-তুর্কী যুদ্ধ শুরু হল। যুদ্ধের ফলে ডানিউবের মুখ এবং ককেশাসের কৃষ্ণ সাগর উপকূল পেল রাশিয়া, তখনি রুশ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত জর্জিয়ায় যুক্ত হল আখাল্‌ত্‌শিখ প্রদেশ। ১৮২৯'এর আদ্রিয়ানোপল চুক্তিতে যুদ্ধের অবসান ঘটে, এ চুক্তি অনুসারে স্বায়ত্তশাসন পেল সার্বিয়া, মল্‌দাভিয়া ও ওয়ালাচিয়া, স্বাধীন হল গ্রীস। ১৮৩০'এ গ্রীসকে স্বাধীন রাষ্ট্র ঘোষণা করা হয়।

তুর্কী-মিশরী যুদ্ধে হস্তক্ষেপের উদ্দেশ্যে প্রথম নিকলাস বসফোরাস উপকূলে একটি রুশ অভিযান বাহিনীকে নামান, ১৮৩৩'এ উনকিয়ার-ইস্কেলেস্সি মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সই করাতে তুরস্ককে বাধ্য করে রাশিয়া। চুক্তির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একটি সর্ত ছিল, দার্দেনেলসে অন্যান্য দেশের যুদ্ধজাহাজ প্রবেশ করতে পারবে না। ১৮৪১'এ অবশ্য লণ্ডনে একটি আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ব্রিটিশ সরকারের প্রস্তাবে গৃহীত দার্দেনেলস্‌ বিষয়ক একটি নতুন চুক্তিতে এ সর্তটি বাতিল হয়।

১৮৪৬'এ জ্যেষ্ঠ জুজের কাজাখরা রুশ সাম্রাজ্যের প্রজা হল; আঠারো শতকে রাশিয়া ও কাজাখস্তানের যে মিলনপ্রক্রিয়ার শুরু তা সম্পূর্ণ হল এভাবে। রুশদের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার প্রভাবে কাজাখ অর্থনীতির চিরাচরিত বিচ্ছিন্নতা ব্যাহত হল, কয়েকটি যাযাবর কাজাখ মন দিল কৃষিতে।

## ক্রিমীয় যুদ্ধ, ১৮৫৩-১৮৫৬

পূর্বের সমস্যার আর একটি সঙ্কটের ফলে নিকট প্রাচ্যে প্রভাব ক্ষেত্রের জন্য ইউরোপীয় শক্তিবর্গের রেষারেষির দরুন ক্রিমীয় যুদ্ধ ঘটে। এটির শুরু রুশ-তুর্কী যুদ্ধ হিসেবে, কিন্তু পরে এটি দাঁড়াল রাশিয়ার বিরুদ্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স, তুরস্ক ও সার্ডিনিয়ার যুদ্ধে; অস্ট্রিয়া ও প্রাশিয়া নিরপেক্ষ কিন্তু রাশিয়ার বিরুদ্ধে শত্রুভাবাপন্ন ছিল। যুদ্ধের গোড়ার দিকে এ্যাডমিরাল নাখিমভের নেতৃত্বে রুশ নৌবাহিনী সিনপে একটি চমৎকার জয়লাভ করে (১৮ই [৩০শে] নভেম্বর, ১৮৫৩)। সলভেৎস্কি দ্বীপপুঞ্জ, পেত্রপাভ্‌লভস্ক (কামচাৎকা) এবং ওদেসায় ব্রিটিশ ও ফরাসী যুদ্ধজাহাজের আক্রমণ পরাভূত করে স্থানীয় রক্ষী সৈন্যদল। ১৮৫৪'র শরতের শুরু থেকে ক্রিমিয়া প্রধান যুদ্ধক্ষেত্র হয়ে দাঁড়াল, এখানে শত্রুবাহিনী সেভাস্তপল অবরোধ করে। শত্রুপক্ষের তুলনায় অস্ত্রশস্ত্র ও রসদে দুর্বল হলেও সেভাস্তপলের রক্ষীরা দেখা গেল মনোবল, যুদ্ধগুণ এবং রণকৌশলে অনেক শ্রেয়। শত্রু পথ রোখার জন্য সেভাস্তপল উপসাগরের প্রবেশমুখে নৌবহরের একটি অংশ ডুবিয়ে দেওয়া হল, ডোবানো জাহাজগুলির কামান

বসানো হল ভূমিতে, নাবিকেরা রক্ষী সৈন্যদলে যোগ দিল — এরা ৩৪৯ দিন ব্যাপী অবরোধের সময় (১৮৫৪,অক্টোবর — ১৮৫৫, অগস্ট) সহর রক্ষা করে অসমসাহসে। ভূমিদাসভিত্তিক রাশিয়ার টেকনিকাল ও অর্থনৈতিক অনুন্নতি এবং জার আমলের পচা অবস্থা বোঝা গেল এ যুদ্ধে। তবু অস্ত্রবলে শ্রেয় রুশ-বিরোধী জোটের বাহিনী জিততে পারেনি সহজে, অনেক দিন চলে যুদ্ধ। ১৮৫৬'র প্যারিস চুক্তিতে যুদ্ধের সমাপ্তি। চুক্তির সর্তগুলি রাশিয়ার পক্ষে কড়া। কৃষ্ণ সাগরে নৌবাহিনী রাখা রাশিয়ার পক্ষে নিষিদ্ধ হল, কিন্তু ভূমি লোকসান বিশেষ হয়নি, ডানিউবের মুখে সামান্য ভূমি ছেড়ে দিতে হয় শুধু।

ভূমিদাসভিত্তিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার আসন্ন পতনের কথা উদ্ঘাটন করে ক্রিমীয় যুদ্ধ জন-উত্তেজনার সৃষ্টি করে। যুদ্ধের সময় চাষীদের সামন্তবিরোধী আন্দোলন আরো শক্তিশালী হয়, বিশেষ করে কিয়েভ গুবের্নিয়ায়, সেখানে গণ সৈন্যদলভুক্তি উপলক্ষে চাষীরা বেগার খাটতে ও জমিদারদের কথা মেনে চলতে অস্বীকার করে। শত্রুর বিরুদ্ধে স্বদেশ রক্ষায় তারা তৈয়ার কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে জানাল যে, ভূমিদাস রূপে খিদমত্ করতে হবে না এমন স্বাধীন কসাক হিসেবে তাদের দেখতে হবে। যুদ্ধের পর কৃষক হাঙ্গামার বহর আরো ব্যাপক হয়ে দেখা দিল দেশের বিভিন্ন অংশে: ১৮৫৭'এ পশ্চিম জর্জিয়ায়, ১৮৫৮'তে এস্তল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বেলরুশিয়ায়, ১৮৫৯'এ ভলগা অববাহিকায় এবং বিশেষ করে মধ্য গুবের্নিয়াগুলিতে। গণ আন্দোলন প্রসারিত হবার সঙ্গে সঙ্গে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের কার্যকলাপ বাড়ল। এমনকি ১৮৫৩'তেই হের্ৎসেন লন্ডনে "স্বাধীন রুশ প্রেস" সংগঠিত করেছিলেন, এতে নানা ঘোষণাপত্র তিনি ছাপাতেন, তারপর তিনি প্রতিষ্ঠা করেন "ধ্রুব তারা" ("পলিয়ার্নায়া জ্ভেজদা") নামক সিম্পোজিয়াম (১৮৫৫ থেকে) এবং "ঘণ্টা" ("কলোকল") (১৮৫৭ থেকে); লেনিন বলেন যে, শেষোক্তটি "কৃষক মুক্তির স্বপক্ষে ছিল দৃঢ়ভাবে।" সেণ্ট পিটার্স্‌বুর্গে আইনসঙ্গত প্রেসকে সুকৌশলে বিপ্লবী প্রচারের জন্য ব্যবহার করে চের্নিশেভস্কি এবং দব্রলিউবভ সফল বিপ্লবী কাজ চালিয়ে যান। তাঁদের সাময়িক পত্র "সমসাময়িক" ("সভরেমেনিক") হের্ৎসেনের "ঘণ্টা"র মতোই প্রগতিশীল রুশ বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে অনেক কাটত।

## ১৯শ শতকের প্রথমার্ধে রুশ সংস্কৃতি

ভূমিদাসপ্রথার অধিকতর বিকলন এবং নতুন পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশে রুশ জাতীয় সংস্কৃতির অভ্যন্তরে পৃথক দুটি সামাজিক সংস্কৃতির অস্তিত্ব স্পষ্ট হয়ে ওঠে। সামন্ত জমিদারদের প্রতিক্রিয়াশীল সংস্কৃতির বিরোধিতা করে



রেড স্কোয়ার, মস্কো। লিথোগ্রাফ, ১৮৪০।

প্রগতিশীল, গণতান্ত্রিক ও বিপ্লবী সেই সংস্কৃতি যার মধ্যে জনগণের মুক্তি পিপাসা প্রতিফলিত।

দেশের অর্থনৈতিক বিকাশ ও প্রশাসনিক যন্ত্রের ক্রমিক জটিলতার জন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের সংখ্যা বাড়াতে বাধ্য হয় সরকার। ১৭৫৫'এ সংস্থাপিত মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়াও উনিশ শতকের প্রথম দিকে বিশ্ববিদ্যালয় খোলা হল সেণ্ট পিটারসবুর্গ, কাজান, খার্কভ্, দের্পাত (তার্তু) এবং ভিলনোতে (১৮৩২'এ বন্ধ)। ১৮২৮ সালে খোলা হল সেণ্ট পিটারসবুর্গে টেকনলজিকাল ইনস্টিটিউট। রুশ অনুসন্ধানীদের আবিষ্কার ভূগোল বিদ্যার অগ্রগতির সাক্ষ্য। রুশ পণ্ডিতদের দৃষ্টি আকর্ষণ করল যন্ত্রবিজ্ঞান ও বিদ্যুৎ ইঞ্জিনিয়রিং, তার উৎসাহ আসছিল রুশ শিল্পে টেকনিকাল বিপ্লবের সূত্রপাত থেকে। এই নতুন আগ্রহের ফলে চলে কতকগুলি অনন্যসাধারণ গবেষণা।

বিপ্লবী গণতান্ত্রিক মতবাদ বিস্তারের সংগ্রামে বিকাশ পেল রুশ সামাজিক চিন্তাধারা; হের্ৎসেন ও বেলিনস্কির রচনাবলী বস্তুবাদী দর্শনকে নিয়ে গেল নতুন একটা স্তরে, ইতিহাস, প্রকৃতি বিজ্ঞান, সাহিত্য সমালোচনা, নীতিশাস্ত্র এবং নন্দনতত্ত্বের ক্ষেত্রে সমৃদ্ধ করল রুশ ও বিশ্ব সংস্কৃতিকে। তখন জারের রাশিয়ায় যে অবস্থা তাতে

প্রগতিমূলক ভাবধারার প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় সাহিত্য ও কলা। তীব্র সামাজিক আন্দোলন প্রকাশ পেল সাহিত্য ও কলায় নানা ঝোঁকের পরিবর্তনে (ক্ল্যাসিসিজ্ম, সেণ্টিমেণ্টালিজ্ম, রোমাণ্টিসিজ্ম)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় পাদে রুশ কলা ও সাহিত্যের প্রধান ধারা হয়ে দাঁড়াল বাস্তববাদ; এর প্রকাশ পুশকিন, গ্রিবয়েদভ, লের্মন্তভ এবং গগোলের লেখায়, ফেদতভ এবং ইভানভের চিত্রকলায়, গ্লিঙ্কার সঙ্গীতে এবং শেচ্পকিনের নাট্যকলায়। ইউরোপীয় সংস্কৃতির সবচেয়ে প্রগতিশীল ভাবধারণা গ্রহণ করে প্রগতিশীল রুশ সংস্কৃতি শুভ প্রভাব বিস্তার করে দেশে এবং বিদেশে, বিশেষ করে স্লাভ দেশগুলির জনগণের সাংস্কৃতিক বিকাশের উপর।

## তৃতীয় পরিচ্ছেদ

# পুঁজিবাদী পর্ব

### ভূমিদাসপ্রথার পতন

উনিশ শতকের মাঝামাঝি সামন্ত উৎপাদন সম্পর্ক এবং দেশের বাড়ন্ত উৎপাদন শক্তির বিরোধের ফলে একটি সংঘাত দেখা দিল তীব্র সামাজিক ও অর্থনৈতিক সঙ্কটের রূপে। সামন্ত ভূমি ব্যবস্থায় প্রতিষ্ঠিত পুরনো উৎপাদন সম্পর্ক টেকনিকাল অগ্রগতি এবং শ্রমোৎপাদিকার উন্নতির বিঘ্ন হয়ে দাঁড়াল, দেশীয় বাজার সঙ্কুচিত হল, ধন-সঞ্চয়ের গতি কমে গেল এবং উৎপাদনের পুঁজিবাদী পদ্ধতি গঠন ব্যাহত হল। ভূমিদাসপ্রথার সংকটে জনগণের অবস্থা আরো খারাপ দাঁড়াল, গণ মুক্তি সংগ্রাম পেল বৃহত্তর ইন্ধন। রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের বাস্তব ধারা ষষ্ঠ দশকের শেষাশেষি দেশে একটি বৈপ্লবিক পরিস্থিতি আনে। এ অবস্থায়, ক্রিমীয় যুদ্ধে পরাজয়ের পর ১৮৬১'র ভূমি সংস্কারের উদ্যোগে বাধ্য হল জার সরকার। দ্বিতীয় আলেক্সান্দর (রাজত্বকাল ১৮৫৫-১৮৮১) বললেন, নিচের থেকে অর্থাৎ কৃষক বিপ্লবের ফলে ঘটার আগে উপর থেকে ভূমিদাসপ্রথার অবসান করা ভালো। এ সংস্কার উপজাত হয় জনগণের বিপ্লবী আন্দোলন থেকে, এতে জার সরকার বাধ্য হয় সংস্কার-সাধনে। গণ আন্দোলন কিন্তু আগেকার মতোই স্বতঃস্ফূর্ত, বিভক্ত ও স্থানীয় রয়ে গেল, চাষীদের কোনো নেতা ছিল না; দুর্বল রুশ বুর্জোয়া শ্রেণী বিপ্লবী ছিল না, শ্রেণী হিসেবে তখনো প্রলেতারিয়েত গড়ে ওঠেনি। সংস্কার রচনায় নিযুক্ত সরকারী সমস্ত সংস্থা এবং দভরিয়ানস্তভো গুবের্নিয়া সমিতিগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল জমিদারদের স্বার্থে সংস্কারকে কাজে লাগানো। ভূমিদাস-মালিক এবং উদারপন্থীদের মধ্যে যে সংগ্রাম চলে সেটা শুধু কতোখানি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হবে তা নিয়ে, সেটা শাসক শ্রেণীর ঘরোয়া সংগ্রাম মাত্র। ভূমিদাস-মালিক এবং উদারপন্থীদের বিরুদ্ধে ছিলেন বিপ্লবী

গণতান্ত্রিকেরা, এঁরা লড়ছিলেন কৃষক শ্রেণীর সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত মুক্তির জন্য। ১৮৬১'র সংস্কারে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটল। জমিদারদের মালিকানা থেকে সবসুদ্ধ ২ কোটি ২৫ লক্ষ ভূমিদাস মুক্তি পেল। জমিদারদের শ্রেণী প্রাধান্যের যা ভিত্তি, দুভরিয়ানস্তভোর হাতে জমির সেই মালিকানা অটুট রইল।

১৮৬১'র ১৯শে ফেব্রুয়ারির "নির্দেশে" চাষীরা যে জমি পেল, সংস্কারের আগেকার তুলনায় গড়ে তা আকারে ছোট। সংস্কারের আগে তাদের যা জমি ছিল তার পাঁচভাগের দুভাগ পর্যন্ত জমিদারদের জন্য কেটে রাখা হল এবং এই কেটে রাখা জমিই সাধারণত সেরা জমি। চাষীদের দ্বারা তাদের কাছে অর্পিত জমি কেনার বাধ্যতামূলক ব্যবস্থা প্রবর্তিত হয় মাত্র ১৮৮১ সালে, এটা কার্যকরী হল যেভাবে তার নাম "ক্রয় প্রক্রিয়া"। জমির সত্যকার যা দাম তার চেয়ে বেশি ধরা হল। "ক্রয় প্রক্রিয়া" সমাপ্ত না করা পর্যন্ত চাষীদের মুক্ত মনে করা হত না। তাদের আগেকার সামন্ত বাধ্যবাধকতা করে যেতে হত। কেনার খরচা এবং অসংখ্য কর চাষী খামারের আয় ছাড়িয়ে যাওয়াতে খামারগুলি উৎসন্নে যেত। কৃষক শ্রেণীর মধ্যে ব্যাপক দুঃস্থতার সৃষ্টি হল। ১৯০৭ পর্যন্ত চলে জমি-কেনা টাকার আদায়। জমির জন্য ক্ষুধা, মালিকানার বিচ্ছিন্ন বিখণ্ডীকরণ, তার উপর অসংখ্য কর এবং রাষ্ট্রের প্রতি বাধ্যবাধকতা, সব মিলিয়ে কৃষকদের বন্ধন দশা আরো দুর্বহ হয়ে উঠল। কাজের পরিবর্তে চাষীদের জমি ইজারা দেবার যে চাকরান ব্যবস্থা সংস্কারের পর প্রচলিত হয় তা আসলে বেগারির একটা ছদ্মবেশী রূপ। ১৮৬৩'তে ১৯শে ফেব্রুয়ারির সংস্কারের অন্তর্গত হল রাজকীয় তালুকের ভূমিদাসেরা এবং ১৮৬৬'তে রাষ্ট্রের ভূমিদাসেরা। ১৮৬১'র ভূমি সংস্কার হল ভূমিদাস-মালিক কর্তৃক প্রবর্তিত বুর্জোয়া সংস্কার। এতে পুঁজিবাদ বিকাশের অনুকূল কিছু অবস্থার সৃষ্টি হয় বটে, কিন্তু সংস্কারের পরও রাশিয়ায় ভূমিদাসপ্রথার অনেক দায়ভাগ টিকে থাকে। অ-রুশ অঞ্চলে সংস্কারটি বিশেষ একটি রূপ নেয়। পূর্ব উক্রেনে জমিদারদের উপকারার্থে এমনকি শতকরা ৪০ ভাগ পর্যন্ত জমি কেটে রাখা হয়, কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে শতকরা ৩০ ভাগ পর্যন্ত। ভলগা অববাহিকায় অত্যন্ত ছোট ছোট ভূমিখণ্ড দেওয়া হয় অ-রুশ জাতির কৃষকদের। ককেশাসে ভূমিদাসপ্রথার অবসান ঘটে ১৮৬৪ থেকে ১৮৭১ সালের মধ্যে, যে সর্তে অবসান ঘটে সেটা জমিদারদের পক্ষে এমনকি আরো অনুকূল। যেমন, জর্জীয় জমিদারদের কৃষকদের তুলনায় সাতগুণ বেশি জমি এবং তার উপর ভূমিদাসমুক্তির জন্য ৭০ লক্ষ রুবল পারিতোষিক দেওয়া হয়। ককেশীয় কৃষকদের সাময়িক বন্ধন ১৯১২ পর্যন্ত বজায় থাকে, জমি কেনা শুরু হয় ১৯১৩'তে। ভূমিদাসপ্রথার জের এখানে আরো অসংখ্য। এদের প্রভাব কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়াগুলির তুলনায় আরো প্রবল। বেলরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া এবং পশ্চিম উক্রেনে ব্যাপক কৃষক হাঙ্গামা এবং ১৮৬৩-১৮৬৪ সালের পোলিশ বিদ্রোহের ফলে কৃষকদের কিছু

সুযোগসুবিধা দিতে বাধ্য হয় জার সরকার — তাদের আরো বেশি জমি দিতে হয়, কমাতে হয় জমির মূল্য, সাময়িক বন্ধনের অবসান করতে হয়।

ভূমিদাসপ্রথা অবসানের পর সপ্তম এবং অষ্টম দশকে জার সরকার অন্যান্য কয়েকটি বুর্জোয়া সংস্কারের প্রবর্তন করে স্থানীয় শাসনে (গ্রামাঞ্চলে ১৮৬৪'তে এবং সহরে ১৮৭০'এ), আদালতে (১৮৬৪'র আদালত সংক্রান্ত নতুন বিধি), অর্থ ব্যবস্থায় (১৮৬০'এ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা, রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণের পুনর্গঠন, ইত্যাদি), সৈন্য বিভাগে (১৮৭৪'এ সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সেবার প্রবর্তন ইত্যাদি) এবং অন্যান্য কয়েকটি ক্ষেত্রে। এ সমস্ত সংস্কার অবশ্য সামন্ত রাজতন্ত্রের বুর্জোয়া রাজতান্ত্রিক রূপান্তরের পথে একটি মাত্র পদক্ষেপ। স্থানীয় বুর্জোয়া প্রতিনিধিমূলক অঙ্গগুলিকে কিছুটা কার্যকলাপের সুযোগ দেওয়া হল বটে, কিন্তু জারতন্ত্রে দভরিয়ানস্তভো-জমিদারদের একনায়কত্বই বজায় রইল, প্রধানত তাদের শ্রেণীগত স্বার্থ ও বিশেষাধিকার রক্ষিত হল।

## সপ্তম দশকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলন

ভূমিদাস-মালিকদের স্বার্থে প্রবর্তিত সংস্কারের সাড়ায় সারা রাশিয়ায় জাগে গণ আন্দোলনের নতুন একটি জোয়ার। ১৮৬১-১৮৬৩'এর মধ্যে প্রায় দু হাজার কৃষক হাঙ্গামা ঘটে। প্রায়ই প্রকাশ্য বিদ্রোহ এবং জারের সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে পরিণত হত এগুলি। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে বেজদ্‌না (কাজান গুবের্নিয়া) এবং কান্দেয়েভ্‌কায় (পেন্‌জা গুবের্নিয়া) ১৮৬১'তে। চাষীদের বিচ্ছিন্ন স্বতঃস্ফূর্ত কার্যকলাপ সফল হবার সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু এগুলি বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। এ সময় নাগাদ রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা দ্‌ভরিয়ানস্তভোর হাত থেকে চলে আসে সেই সব বুদ্ধিজীবীদের কাছে যারা অভিজাত সম্প্রদায়ের সদস্য নয়, যাদের উৎপত্তি পেটি বুর্জোয়া, বণিক, যাজক সম্প্রদায়ের নিম্নস্তর এবং চাষীদের মধ্যে (রাজনোচিনৎসি)। ১৮৬১'তে রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে একটি নতুন পর্বের শুরু। এটি হল বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক আন্দোলন। প্রায় ১৮৯৫ পর্যন্ত এটি চলে।

প্রগতিশীল মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবীদের বিপ্লবী মনোভাব প্রকাশ পায় সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ, মস্কো এবং কাজানের ছাত্র বিক্ষোভে, গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির আবির্ভাবে এবং বেআইনী লেখার বণ্টনে ("রুশদের প্রতি", "তরুণদের প্রতি", "নবীন রাশিয়া" ইত্যাদি ঘোষণা)। সপ্তম দশকের শুরুতে "ভূমি ও স্বাধীনতা" নামক গুপ্ত বিপ্লবী সমিতির প্রতিষ্ঠানে সক্রিয় ভূমিকা নেন চের্নিশেভস্কি, হের্ৎসেন ও ওগারিওভ। এ দশকে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের কার্যকলাপের ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিরাট। এতে প্রকাশ

পায় নিপীড়িত জনগণের স্বার্থ, সংস্কারের লুঠেরা প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়, ভূমিদাসপ্রথার জের এবং জার স্বেচ্ছাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলন চলে। এ'রা জার সরকারের তাঁবেদার উদারপন্থীদের মুখোস খুলে নেন, এ'দের কাছে রাশিয়ার সামাজিক রূপান্তরের একমাত্র উপায় ছিল গণ-বিপ্লব। তত্ত্বের জগতে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকেরা দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ পর্যন্ত পে'ৗছন কিন্তু ঐতিহাসিক বস্তুবাদ তাঁদের আয়ত্ত হয়নি।

সপ্তম দশকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিকেরা ছিলেন কল্পস্বর্গী সমাজতান্ত্রিক। প্রাচীন কৃষক গোষ্ঠী সমাজের মাধ্যমে সমাজতন্ত্রে উপনীত হবার স্বপ্ন তাঁরা দেখতেন, কিন্তু পশ্চিম ইউরোপের কল্পস্বর্গী সমাজতান্ত্রিকদের সঙ্গে তাঁদের এই পার্থক্য ছিল যে তাঁরা বিপ্লবে আস্থা রাখতেন, শান্তিপূর্ণ উপদেশামৃতে নয়। রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের প্রশংসা করতে হয় এই জন্য যে, তাঁরা শুধু যে জার আমলের প্রতিক্রিয়াশীল স্বরূপ উদ্ঘাটিত করেন তা নয়, বুর্জোয়া পশ্চিমকে আদর্শ করে তোলার বিরুদ্ধেও আন্দোলন চালান। বিশেষ করে চের্নিশেভস্কি পুঁজিবাদের গভীর সমালোচক ছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিদেশের লোকের বিপ্লবী ভাবধারণা এবং অভিজ্ঞতার সঙ্গে পরিচয়ে রুশ বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য করেন চের্নিশেভস্কি ও হের্ৎসেন। বিপ্লবী আন্দোলনের মতাদর্শগত তত্ত্বগত এবং কৌশলগত সমস্যা নিয়ে দুজনের মতানৈক্য ছিল। চের্নিশেভস্কি ছিলেন আরো সঙ্গত গণতান্ত্রিক।

রুশ সামাজিক জীবনের বিকাশে এবং রাশিয়ার অন্যান্য জাতির প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের মতাদর্শগত শিক্ষায় প্রভূত প্রভাব বিস্তার করে সপ্তম দশকের বিপ্লবী গণতান্ত্রিকেরা — রাশিয়ার বিপ্লবী সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির এই অগ্রদূতেরা, রুশ গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির এই পতাকা বাহীরা। উক্রেনে গুপ্ত রাজনৈতিক চক্রগুলির সদস্যরা (নিচিপরেঙ্কো এবং অন্যরা) যোগাযোগ রাখত হের্ৎসেনের সঙ্গে। চের্নিশেভস্কি, দব্রলিউবভ এবং হের্ৎসেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল তারাস শেভচেঙ্কোর। তাঁছাড়া হের্ৎসেন ও চের্নিশেভস্কির চিন্তাধারার শুভ প্রভাব পড়ে বেলরুশিয়ার নামী বিপ্লবী গণতান্ত্রিক কাসতুস্ কালিনভস্কির কার্যকলাপে এবং বেলরুশিয়ার প্রগতিশীল লেখক বগুশেভিচের রচনায়। একই চিন্তাধারায় অনুপ্রাণিত হন আর্মেনিয়ার বিপ্লবী গণতান্ত্রিক নাল্বান্দিয়ান: হের্ৎসেন ও ওগারিওভের সঙ্গে এর ব্যক্তিগত পরিচয় ছিল। হের্ৎসেন ও চের্নিশেভস্কির রচনাবলীর সঙ্গে পরিচয় কাজাখ শিক্ষাবিদ ভালিখানভ এবং তখনকার সামাজিক ব্যাপারে নামকরা জর্জীয় লেখক চাভচাভাজে'র প্রগতিশীল বিশ্বাস গঠনে বিশেষ সাহায্য করে।

রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের ভাবধারণা গ্রহণ করেন অন্যান্য স্লাভ দেশের প্রগতিবাদীরা যেমন বুলগারীয় বিপ্লবী মুক্তিসংগ্রামের নেতা বতেভ ও লেভস্কি এবং সার্বীয় বিপ্লবী মার্কভিচ।



চের্নিশেভস্কির "সামাজিক মৃত্যুদণ্ড"। কজমিচভের আঁকা থেকে।

১৮৬৩'তে কেন্দ্রীয় জাতীয় সমিতির নেতৃত্বে পোল্যাণ্ডে বিদ্রোহ ঘটে। "লালদের" পার্টির কয়েকটি নেতা (দমব্রভস্কি ইত্যাদি) রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের ভাবধারণার অংশীদার ছিলেন। একই বছরে বেলরুশিয়া এবং লিথুয়ানিয়ায় শুরু হয় কৃষক বিদ্রোহ; এর উপর বলিষ্ঠ প্রভাব ছিল রুশ বিপ্লবী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের। লিথুয়ানিয়ায় বিদ্রোহের নেতা ছিলেন সেরাকভস্কি এবং ১৮৬৩'র এপ্রিলে তিনি ধরা পড়ার পর মাৎস্কিয়াভিচিউস। বেলরুশিয়ায় বিপ্লবের নায়কতা করেন কালিনভস্কি; ইনি লিথুয়ানিয়া ও বেলরুশিয়ার গণ-সরকারের ("লাল সরকার") প্রধান ছিলেন। পোলিশ বিদ্রোহ দমনের জন্য জার সরকার যে সৈন্যদল পাঠায় তার কয়েকটি অফিসার ছিলেন "ভূমি ও স্বাধীনতা" সংগঠনের সদস্য এবং চালাতেন বিপ্লবাত্মক কার্যকলাপ। এ'দের কয়েকজন (পতেব্নিয়া এবং অন্যরা) বিদ্রোহী দলে যোগ দিয়ে পোলিশ জনগণের মুক্তির জন্য প্রাণ দেন। হের্ৎসেনের প্রকাশিত "ঘণ্টা" পত্রিকায় এবং রুশ বিপ্লবীদের বেআইনী ইস্তাহারে পোলিশ, লিথুয়ানীয়, বেলরুশীয় এবং উক্রেনীয় জনগণের জাতীয় ও সামাজিক মুক্তি সমর্থন করা হয়। ১৮৬৪'তে এক লক্ষ লোকের একটি জার বাহিনী পোলিশ বিদ্রোহ দমন করে; বিদ্রোহীরা নৃশংস শাস্তি পেল। রাশিয়ায় কৃষক আন্দোলনে যোগদানকারী এবং বিপ্লবী গণতন্ত্রের নেতাদের সঙ্গে ব্যবহার করা হয় সমান নিষ্ঠুর-ভাবে। ১৮৬২'তে চের্নিশেভস্কি গ্রেপ্তার হন। ১৮৬৪'র ১৯শে মে সর্বসাধারণের

সামনে একটি অনুষ্ঠানে তাঁকে ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়ে মাথার উপর একটি তরবারি ভাঙা হয়, তারপর দণ্ডভোগের জন্য পাঠানো হয় সাইবেরিয়ায়।

গণতান্ত্রিক শক্তির চাপে জার সরকার কাবু হল না। অগ্রণী কৃষক বিপ্লবে বিপ্লবী গণতান্ত্রিকদের আস্থা সার্থকতা লাভ করেনি।

## রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ, ১৮৬০-১৮৯০

রুশ ইতিহাসের নতুন পুঁজিবাদী পর্বের শুরু সপ্তম দশকে। ভূমিদাসপ্রথার পতনে পুঁজিবাদ দ্রুত এগিয়ে যাবার সুযোগ পায়। সংস্কারের বিশ বছর পর যন্ত্রদ্বারা উৎপাদন হস্ত উৎপাদনকে চূড়ান্তভাবে হটিয়ে দেয়। ১৮৮০'তে বস্ত্রশিল্পে তাঁতের দুই-তৃতীয়াংশ ছিল যন্ত্রচালিত। নবম দশকে শিল্পবিপ্লব সম্পূর্ণ হল। শুরু হল গুরু শিল্পের বিকাশ. দেখা দিল নতুন সব শিল্প কেন্দ্র। সামাজিক সম্পর্কে, সমাজের শ্রেণী কাঠামোয় গুণগত পরিবর্তন হল: আবির্ভূত হল নতুন শ্রেণী -- প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া। সংস্কার পরবর্তী রাশিয়ায় শিল্প বিকাশের হার পশ্চিম ইউরোপের চেয়ে বেশি ছিল। ১৮৬০ থেকে ১৯০০ - এই ৪০ বছরে রাশিয়ায় উৎপাদন বাড়ে সাতগুণ। জার্মানিতে একই সময়ে পাঁচগুণ, ফ্রান্সে আড়াইগুণ, ব্রিটেনে দুগুণের একটু বেশি। বিকাশের উচ্চ হার সত্ত্বেও রাশিয়া কিন্তু অর্থনীতিতে পশ্চাৎপদ, তখনো মূলত কৃষিপ্রধান দেশ রয়ে গেল। রুশ শিল্পে উৎপাদন ও শ্রমিকের পুঞ্জীভবন ছিল খুব বেশি: হাজারের বেশি শ্রমিক খাটে এমন বৃহৎ উদ্যোগের সংখ্যা ১৮৬৬ থেকে ১৮৯০'এর মধ্যে দুগুণের বেশি বাড়ে, এ সব কারখানায় সমবেত শ্রমিকের সংখ্যা বাড়ে তিনগুণের বেশি আর উৎপন্ন প্রায় পাঁচগুণ। ১৮৯০'তে শ্রমিকদের শতকরা ৪৬ জন এবং মোট উৎপন্নের শতকরা ৪৩ ভাগ সংহত ছিল বড়ো কারখানাগুলিতে। বড়ো শিল্পোদ্যোগ বাড়ে বটে, কিন্তু হস্তশ্রমনির্ভর পুরনো কর্মশালাগুলি অন্যান্য দেশের তুলনায় আরো বেশি দিন টিকে থাকে রাশিয়ায়; তাছাড়া পণ্যদ্রব্যের ক্ষুদ্রাকার উৎপাদন বেশ ব্যাপক ছিল, প্রধানত কুটির শিল্পে। কারখানা-সহরের সঙ্গে সঙ্গে (ইভানভো-ভজ্‌নেসেনস্ক, বগরদস্ক, সেপুর্খভ ইত্যাদি) গড়ে ওঠে বিকশিত কুটির শিল্প সমেত বড়ো বড়ো গ্রাম (পাভলভো, ভর্সমা ইত্যাদি)। সংস্কারের প্রথম দশ বছরের পর কোম্পানি স্থাপন প্রক্রিয়ার হিড়িক আসে রাশিয়ায়, ব্যাঙের ছাতার মতো এগুলি গজিয়ে উঠতে থাকে, জল্পনাকল্পনা চলে নতুন নতুন শিল্পোদ্যোগ নিয়ে। পাঁচ বছরের মধ্যে (১৮৬৯-১৮৭৩) মোট ৬৯ কোটি ৭৬ লক্ষ রুবল মূলধন সমেত ২৮১টি লিমিটেড কোম্পানি প্রতিষ্ঠিত হয়। শেয়ার বাজার গরম থাকার সময় প্রতিষ্ঠিত অনেক কোম্পানি ১৮৭৩'এর শিল্প সঙ্কটে দেউলিয়া হয়ে গেল। ১৮৭৮'এ শিল্পে যে সাচ্ছল্যের সময় শুরু হয় তা বেশি দিন

টেকেনি, নবম দশকের গোড়াতে দেখা দেয় আর একটি সংকট, অতি-উৎপাদনের সংকট, দীর্ঘকালব্যাপী মন্দা চলে ১৮৮৬ পর্যন্ত। ১৮৮৭'র আগে অর্থনৈতিক উন্নতির লক্ষণ দেখা যায়নি, ভূমিদাসপ্রথার দায়ভাগের দরুন রুশ শিল্প সংকটাবস্থা থেকে বেরিয়ে আসতে বেগ পায়।

আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য এবং বিশ্ববাজারের সঙ্গে রাশিয়ার যোগাযোগ বৃদ্ধির ফলে বাষ্পীয় পরিবহণ ব্যবস্থা বিকাশের সুবিধা হয়। রেলপথের দৈর্ঘ্য ১৮৬৫'তে ছিল ৩,৮০০ কিলোমিটার, ১৮৯০'এ সেটা হল ২৯,০০০ কিলোমিটার। রুশ নদীতে বাষ্পীয় পোতের সংখ্যা ১৮৬৮'এর ৬৪৬ থেকে ১৮৯৫'এ ২,৫৩৯টি হয়।

মোটা মুনাফার সম্ভাবনায় বিদেশী পুঁজিবাদীরা রাশিয়ায় আকৃষ্ট হল; রুশ অর্থনীতিতে এদের প্রবেশ বৃদ্ধি পেল নবম দশকে এবং বিশেষ করে শেষ দশকে, পশ্চিমে একচেটিয়া পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে। ১৮৮০'তে খনি, ধাতু, ইঞ্জিনিয়রিং এবং রাসায়নিক শিল্পে বিদেশী মূলধনের ভাগ এ সব শিল্পে বিনিয়োগ করা মোট শেয়ার মূলধনের শতকরা ৩৮ ছিল।

রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ চলে অসমানভাবে। উরালে আগে ভূমিদাসশ্রমের ভিত্তিতে যে শিল্প গড়ে ওঠে তা অনেক পিছিয়ে থাকল। ১৮৬৭ থেকে ১৮৯৭'এর মধ্যে ঢালাই লোহা উৎপাদনের মোট পরিমাণে উরালের ভাগ শতকরা ৬৫·১ থেকে নামে ৩৫·৮'এ, আর সে সময় দক্ষিণের শিল্পের ভাগ বাড়ে শতকরা ০·৩ থেকে ৪০·৪ পর্যন্ত। কেন্দ্রীয় কালো-মাটি ও মধ্য ভলগার গুবেনিয়াগুলিতে (এখানে বেগারি বর্তমান ছিল প্রখরভাবে) পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ ব্যাহত হয় ভূমিদাসপ্রথার জেরে। যেখানে সংস্কার প্রবর্তনের আগেই বেগারিপ্রথা হীনবল হয়ে গিয়েছিল সেই কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলগুলিতে ভূমিদাসপ্রথার জের শক্তি হারায় অচিরে এবং পুঁজিবাদী ধাতু ও বস্ত্র শিল্প দ্রুত এগিয়ে যায়। পুঁজিবাদী বিকাশের সর্বোচ্চ হার দেখা দেয় বল্টিক, আজভ এবং সিসককেশীয় (ককেশাসের অগ্রবর্তী) অঞ্চলে; এর কারণ শুধু সমুদ্র বন্দরের নৈকট্য নয়, প্রাক-সংস্কার দিনগুলিতে সামন্ত সম্পর্কের অপেক্ষাকৃত দুর্বলতা। নবম দশকে দক্ষিণে গড়ে ওঠে নতুন শিল্পাঞ্চল — দনবাস (দনেৎস কয়লা এলাকা) এবং ক্রিভই রগ; গড়ে ওঠে নতুন শিল্পকেন্দ্র — দন তীরের রস্তভ, তাগানরগ এবং ইয়েকাতেরিনস্লাভ (বর্তমান দনেপ্রপেত্রভস্ক)। ট্রান্সককেশাসের প্রধান শিল্পকেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল বাকু। সাইবেরিয়ায় প্রচুর কাজ চলে সোনা খনিতে, খোঁড়া হয় লোহা ও কয়লা খনি।

শিল্পবৃদ্ধি এবং গ্রাম থেকে সহরে লোকের আগমনের ফলে কাঁচামাল ও খাদ্যদ্রব্যের চাহিদা বেড়ে গেল। ফলে বাজারের জন্য চাষ এবং পশুপালন প্রসার লাভ করে। বেগারিপ্রথায় চালিত ভূসম্পত্তিগুলি পুঁজিবাদী খামারে রূপান্তরিত হল। বাজারের জন্য খামার উৎপাদনের বৃদ্ধিতে কৃষকদের বিভাগ তীব্রতর হল — মাঝের স্তর "ভেসে



বকেয়া আদায়। পুকিরেভের আঁকা।

গেল", এক দিকে রইল গ্রাম্য বুর্জোয়ার ছোট দল ও অন্যদিকে প্রলেতারিয়েত হয়ে-যাওয়া অনেক গরিব কৃষক। কৃষকদের ভাঙনে শিল্পজাত দ্রব্যের জন্য দেশীয় বাজার প্রসারিত হল, নতুন শ্রেণী — প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া — এদের গঠনের প্রধান উৎস ছিল এ ভাঙন। পুঁজিবাদী বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হয় ভূমিদাসপ্রথার জেরে। ভূস্বামী হিসেবে দভরিয়ানস্তভোর আধিপত্য এবং কৃষকদের অধিকারহীনতায় গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদের বিকাশ চলে "প্রাশিয়ান" পদ্ধতিতে — বড়ো বড়ো ভূসম্পত্তি বজায় রেখে জমিদারদের উপর অর্থনৈতিকভাবে নির্ভরশীল কৃষকদের নিষ্ঠুর শোষণ মারফত। জমি কেটে নেওয়ার ফলে দেখা দেয় বিরাট ভূমি-ক্ষুধা। ভাগচাষ এবং গতরে-খেটে খাজনা পরিশোধ ব্যবস্থায় সর্বস্বান্ত হয়ে যায় কৃষকেরা। এর উপর যন্ত্র কেনা বা কৃষি পদ্ধতির উন্নয়নে কোনো আগ্রহ ছিল না জমিদারদের। গ্রামাঞ্চলে ক্রমাগত বুভুক্ষা এবং দারিদ্র্য লেগে থাকত; গ্রামবাসীদের বেশির ভাগের নিম্নক্রয়ক্ষমতার ফলে দেশীয় শিল্পবাজার সংকুচিত হয়।

রাশিয়ায় কৃষিতে পুঁজিবাদের বিকাশ অষ্টম দশকের শেষের দিকের কৃষি সংকটে জটিল হয়ে ওঠে, ভূমিদাসপ্রথার জেরে এ সংকট গড়ায় শেষ দশকের মাঝামাঝি পর্যন্ত। ১৮৯১-১৮৯২'এর আকাল ও দুর্ভিক্ষ গুরুভার চাপায় রুশ অর্থনীতিতে। অনেক অঞ্চলের লোক ব্যাপকভাবে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

রুশ পুঁজিবাদ ককেশাসকে অর্থনৈতিকভাবে নিজের অঙ্গীভূত করতে শুরু করে সংস্কার পরবর্তী যুগে। দীর্ঘ ও রক্তাক্ত ককেশীয় যুদ্ধ শেষ হল ১৮৬৪'এ। এরপর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যা আগেই প্রবর্তিত হয়েছিল সেই বুর্জোয়া সংস্কার জার সরকার ককেশাসে চালু করে, অবশ্য সীমাবদ্ধভাবে; কয়েকটি প্রশাসনিক পরিবর্তন করা হল. স্থানীয় রাজনৈতিক বৈশিষ্ট্যের অবসান ঘটাবার প্রয়াসে সর্বত্র রুশ প্রশাসন চাপানো হয়। এ সব বিধিব্যবস্থায় বিকাশমান রুশ পুঁজিবাদে ও তারপর বিশ্ববাজারে ককেশাসকে আনার সুবিধা হল। কিন্তু ট্রান্সককেশাসে পিতৃতান্ত্রিক সামন্তপ্রথার জের এবং তার সঙ্গে জার প্রশাসন কর্তৃক প্রবর্তিত সামরিক সামন্ত শাসনপ্রণালী পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের অন্তরায় ঘটায়। কৃষিপ্রধান অঞ্চল হিসেবে রয়ে গেল ট্রান্সককেশাস, রুশ শিল্পের প্রয়োজনীয় কাঁচামালের উৎস ও বাজার ছিল এ এলাকা। সিসককেশাস কিন্তু পুঁজিবাদী বিকাশের পথে অগ্রসর হল অনেক তাড়াতাড়ি; প্রধানত রুশ বসতিকারীরা অনাবাদী স্তেপগুলিতে কৃষিকার্য চালায়, উনিশ শতকের শেষ নাগাদ এগুলি বাজারের জন্য খামারদ্রব্য উৎপাদন ও পশুপালন করতে থাকে। তখন কুবান এবং স্তাভ্রপল অঞ্চলের মোট জনসংখ্যার শতকরা ৯০ জনের বেশি ছিল রুশ ও উক্রেনীয়রা। এ সময়ে কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলেরও বিকাশ ঘটে; বড়ো সমুদ্র বন্দর (নভরসিইস্ক, তুআপসে) এবং স্বাস্থ্য কেন্দ্র (আনাপা, সচি) খোলা হল, দেখা দিল বড়ো একটি সুরাশিল্প (আব্রাউ-দিউর্সো)। রেলপথ নির্মাণ (ট্রান্সককেশীয় রেলওয়ে, ১৮৭১-১৮৮৩: ভ্লাদিকাভ্কাজ রেলওয়ে, ১৮৭৫ ইত্যাদি), তেল (বাকু, গ্রজনি) এবং লোহা (চিআতুরি, আলাভের্দি, কাফান) খনিতে কাজের দরুন ককেশাসের অর্থনৈতিক বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

১৮৬৪-১৮৮৫'তে মধ্য এশিয়া জয় করে রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত করে জার সরকার। তিনটি বৃহৎ সামন্ত রাজ্যের একটিকে (কখন্দের খাঁনেত) তুলে দেওয়া হল আর দুটির (বোখারার আমিরশাহী এবং খিবার খাঁনেত) এলাকা কমিয়ে রুশ জারের উপরাজ্যে পরিণত করা হল। ১৮৬৭'তে অধিকৃত সমস্ত এলাকাগুলিকে জুড়ে বড়োলাট শাসিত তুর্কিস্তান অঞ্চল গড়া হল, এর কেন্দ্র হল তাশখন্দ। সামরিক কর্তৃপক্ষদের হাতে ক্ষমতা কেন্দ্রীভূত হওয়াতে ঔপনিবেশিক আমলের প্রবর্তন এবং স্থানীয় জনগণের যে কোনো বিক্ষোভ দমনের সুবিধা হয়। ১৮৮০-১৮৯৬'এর মধ্যে ট্রান্সকাসপিয়ান রেলওয়ের প্রধান লাইন নির্মাণে মধ্য এশিয়া দ্রুত পরিণত হল তুলাচাষ অঞ্চলে এবং রুশ শিল্পদ্রব্যের বাজারে।

জার সরকারের "বৃহৎ শক্তিসুলভ" রাজনীতি, জার রাজপুরুষদের স্বেচ্ছাচারী শাসন, সামরিক (কসাক) উপনিবেশন, স্থানীয় লোকদের হীনতর অঞ্চলে বিতাড়ন,

বাইরের প্রতিযোগিতায় স্থানীয় কুটির শিল্প এবং চাষী ও কারিগরদের অধিকাংশের সর্বনাশ — এ সব সত্ত্বেও বাস্তব দিক থেকে রাশিয়া কর্তৃক মধ্য এশিয়া আত্মসাৎকরণের একটি সদর্থ ছিল মধ্য এশিয়ার জনগণের পক্ষে। এতে অবসান ঘটে সামন্ত দ্বন্দ্বের; সামন্ত অনৈক্য দূর করার মতো অবস্থার সৃষ্টি হয়। প্রগতিশীল রুশ সংস্কৃতির সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যমে মধ্য এশিয়ার মেহনতীরা সারা-রুশ বিপ্লবী আন্দোলনে এসে পড়ে। সামন্ত ও পুঁজিবাদী উৎপীড়ন ও জার সরকারের ঔপনিবেশিক নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনে তারা রুশ জনগণের মধ্যে একটি বলিষ্ঠ মিত্র ও নেতা পেল।

রুশ পুঁজিবাদ যে ছড়িয়ে পড়ার এবং সাম্রাজ্যের প্রান্ত প্রদেশে বাজার পাবার প্রয়াস করে তার পিছনে অনেকটা ছিল দেশীয় বাজারের সীমাবদ্ধতা। রাশিয়ার দক্ষিণ এবং পূর্ব উপান্ত অনেক বেশি করে রুশ পুঁজিবাদের উপনিবেশ হয়ে দাঁড়াল। পুঁজিবাদ প্রসারের সম্ভাবনায় সংস্কার পরবর্তী রাশিয়ার আভ্যন্তরীণ বিরোধ কিছুটা কমে বটে, কিন্তু এর সমাধান হয় না। আধা-সামন্ত বন্ধন থেকে মুক্তি লাভের আশায় হাজার হাজার রুশ ও উক্রেনীয় চাষী কেন্দ্রীয় অঞ্চল ছেড়ে গেল সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্যের বসতিবিরল অংশে। কিন্তু নতুন জায়গায় তাদের উপর উৎপীড়ন চালাল রাজপুরুষেরা, শোষণ চালাল স্থানীয় বুর্জোয়ারা। বসতিকারীদের অনেকে একেবারে সর্বস্বান্ত হয়ে কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ফিরে এসে যোগ দিল প্রলেতারিয়েতের দলে। নতুন অঞ্চলে যেসব বসতিকারী সাফল্য অর্জন করে তারা দেশের উপান্তভাগের অর্থনৈতিক বিকাশে, খামার-শস্যের বিস্তারে, প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। স্থানীয় অধিবাসীরা রুশ এবং উক্রেনীয় বসতিকারীদের কাছ থেকে শিখল উন্নততর খামার-পদ্ধতি, পেল খামার যন্ত্র, নতুন শস্য (আলু, চিনিবীট ইত্যাদি), উন্নততর পশুপালন, আরো ভালো বাড়ি, পরিবহণ এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা।

পুঁজিবাদী বিকাশের পথে রাশিয়া এসে পড়াতে রুশ বুর্জোয়া জাতি গঠনের দীর্ঘকালব্যাপী প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হল; সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে গড়ে উঠল উক্রেনীয়, বেলরুশীয়, জর্জীয়, আর্মেনীয়, লাতভীয়, এস্তনীয় এবং অন্যান্য বুর্জোয়া জাতি। কয়েকটি লোকসমষ্টি অবশ্য প্রাকবিপ্লব রাশিয়ায় জাতিতে পরিণত হয়নি (ককেশাসের পাহাড়িয়ারা, বাশকির, কির্গিজ, তুর্কমেন ইত্যাদি)। এদের কয়েকটি তখনো বিকাশের দিক দিয়ে আধা-পিতৃতান্ত্রিক আধা-সামন্ত পর্যায়ে থাকে।

জারতন্ত্র এবং বিদেশী পুঁজির উপর কিছুটা নির্ভরশীল রুশ বুর্জোয়া কখনো বিপ্লবী ছিল না; সংস্কার পরবর্তী পর্বে আসন্ন বিপ্লবের ভীতিতে দ্ভরিয়ানস্তভোর সাম্রাজ্যের শাসকচক্রের সঙ্গে তারা আরো শক্তভাবে বাঁধা পড়ে। উপান্ত অঞ্চলের জাতীয় বুর্জোয়ারা জাতীয় স্বার্থ রক্ষার কথা কপচাত বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা যথাসাধ্য চেষ্টা করত যাতে স্থানীয় অ-রুশ মেহনতীরা সারা-রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের আওতায় না পড়ে, তারা চাইত উগ্র জাতীয়তাবাদের বিষ সঞ্চারণ। সারা রাশিয়া জুড়ে শ্রেণী

বিন্যাস স্পষ্ট আকার নিতে শুরু করল, বিভিন্ন জাতির মেহনতীদের আন্তর্জাতিক যোগাযোগ বলিষ্ঠতর হতে লাগল, তখন অ-রুশ বুর্জোয়ারা রুশ বুর্জোয়ার সঙ্গে মৈত্রী এবং জারতন্ত্রের সঙ্গে আপোষের পক্ষপাতী হয়ে ওঠে।

## অষ্টম দশকে বিপ্লবী নারোদনিক (জনবাদী)। অষ্টম ও নবম দশকে জার সরকারের স্বরাষ্ট্র নীতি

সপ্তম দশকে চের্নিশেভস্কি এবং বিপ্লবী গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীর অন্যান্য নেতারা দণ্ডিত হবার এবং ব্যাপক কৃষক আন্দোলন ম্রিয়মাণ হয়ে যাবার পর শুরু হল প্রতিক্রিয়ার একটি পর্ব। অষ্টম দশকের গোড়ার দিকে বিপ্লবী আন্দোলন কিন্তু আবার উদ্দীপনা লাভ করল। এ সময় প্রধান বিপ্লবী ধারা হল নারোদ্‌নিকরা। প্রথম নারোদ্‌নিক চক্রগুলি গঠিত হয় সপ্তম দশকের শেষাশেষি এবং অষ্টম দশকের শুরুতে (নাতান্‌সন, ইশুতিন, দলগুশিন ইত্যাদির নেতৃত্বে)। নারোদনিক আন্দোলন চরমে পৌঁছল তখন যখন তাঁরা "জনগণের মধ্যে গেলেন"। ১৮৭৩-১৮৭৪'এ নবীন বুদ্ধিজীবীরা অনেক সময় চাষীদের পোষাক পরে গ্রামে গ্রামে ঘোরেন প্রধানত ভলগা, দন এবং দ্‌নেপর এলাকায়। কৃষক গোষ্ঠীকে আদর্শ করেন এঁরা, এর মধ্যে দেখেন সমাজতন্ত্রের বীজ, এঁদের বিশ্বাস ছিল যে কৃষক শ্রেণীই বিপ্লবের প্রধান শক্তি, সমাজতান্ত্রিক প্রচারের সাহায্যে সারা রাশিয়াব্যাপী অভ্যুত্থানের জন্য গ্রামাঞ্চলকে জাগাবার প্রয়াস করেন এঁরা। রুশ নারোদনিকদের ভাবধারণা সাড়া জাগায় উক্রেনীয়, আর্মেনীয় ও জর্জীয় গণতান্ত্রিক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে। "জনগণের মধ্যে যাওয়া" নামে পরিচিত এই আন্দোলন ব্যর্থ হল। ১৮৭৪'এর শেষাশেষি এক হাজারের বেশি নারোদ্‌নিক-বিপ্লবী গ্রেপ্তার হলেন, তদন্ত চলে ১৮৭৭-১৮৭৮ পর্যন্ত, তারপর ১৯৩ জনের বিচার করা হয়। ১৮৭৬'এ "ভূমি ও স্বাধীনতা" নামক নারোদনিক সংগঠন গড়া হয় সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে। এর প্রধান সদস্য ছিলেন ক্রাভ্‌চিন্‌স্কি, প্লেখানভ, মিখাইলভ, আপ্‌তেকমান ইত্যাদিরা। "ভূমি ও স্বাধীনতা" সংগঠনের কার্যপন্থা ছিল কৃষক বিদ্রোহ সংগঠিত করার জন্য গ্রামে স্থায়ীভাবে বাস করা। ১৮৭৯'তে ব্যক্তিগত সন্ত্রাসের বিষয়ে মতানৈক্যের ফলে "ভূমি ও স্বাধীনতা" দু দলে বিভক্ত হয় — "চোর্নি পেরেদেল" বা "কালো পুনর্বণ্টন" (প্লেখানভ, আক্সেলরদ, আপ্‌তেকমান, জাসুলিচ ইত্যাদিরা) এবং "নারোদনায়া ভলিয়া" বা "গণ স্বাধীনতা" (জেলিয়াবভ্‌, মিখাইলভ, ফ্রলেঙ্কো, ফিগ্‌নের, পেরোভ্‌স্কায়া ইত্যাদিরা)।

"ভূমি ও স্বাধীনতা" সংগঠনের নীতি মোটের উপর বজায় রাখে প্রথম দলটি; পরে এঁদের কয়েকজন প্লেখানভের নেতৃত্বে নারোদনিক আন্দোলনের সঙ্গে সম্পর্ক

ঘুচিয়ে মার্ক্সবাদ গ্রহণ করেন। "গণ স্বাধীনতা" দলের লক্ষ্য ছিল রাজনৈতিক বিপ্লবের সংগঠন, এঁরা ব্যক্তিগত সন্ত্রাসবাদী কাজে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করেন।

১৮৭৯-১৮৮০'র নতুন বিপ্লবী পরিস্থিতিতে নারোদ্‌নিকদের বিপ্লবী কার্যকলাপ একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। বিপ্লবী পরিস্থিতির একান্ত বৈশিষ্ট্য ছিল শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার এবং রাশিয়ার প্রথম স্বনির্ভর শ্রমিকশ্রেণী সংগঠনের উদ্ভব: ওদেসায় "দক্ষিণ রুশ শ্রমিক সংঘ" (১৮৭৫) এবং সেণ্ট পিটার্সবুর্গে "রুশ শ্রমিকদের উত্তর সংঘ" (১৮৭৮)। প্রথমটির মতোই এই দ্বিতীয় বিপ্লবী পরিস্থিতি বিপ্লবে পরিণত হয়নি। জনগণের বিপ্লবী উদ্দীপনা চালনের ক্ষমতা ছিল না নারোদ্‌নিকদের। ১৮৮১'র ১লা মার্চে জার দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের হত্যায় তাঁরা নিজেদের শক্তি নিঃশেষ করে ফেলেন। জার সরকার প্রকাশ্য প্রতিক্রিয়া এবং পুলিশী সন্ত্রাসের নীতি অবলম্বন করল। নতুন জার তৃতীয় আলেক্সান্দরের (রাজত্বকাল ১৮৮১-১৮৯৪) সরকার কয়েকটি প্রতিক্রিয়াশীল বিধিব্যবস্থা বা "প্রতি-সংস্কার" চালু করে — উদ্দেশ্য, সামন্ত প্রথার জের বজায় রেখে এবং ভূমিদাস সংক্রান্ত কয়েকটি আইন পুনরায় চালু করে স্বৈরতন্ত্র ও দ্‌ভোরিয়ানস্তভোর শ্রেণীশাসন জোরদার করা। ১৮৮৯'এ "জেম্‌স্কি নাচালনিক" বা "গ্রাম্য শাসক" প্রথা প্রবর্তিত হল; ১৮৯০'এ গ্রাম শাসন বিধি এবং ১৮৯২'এ সহরের স্থানীয় প্রশাসন বিধির পুনর্বিচার করা হল। ১৮৯৪ থেকে জার সরকার ১৮৬৪ সালের আদালত বিধির পুনর্বিচার শুরু করে।

## রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলন এবং মার্ক্সবাদের প্রসার

পুঁজিবাদ বিকাশের সঙ্গে রুশ প্রলেতারিয়েত দানা বাঁধে। ১৮৬৫'তে বৃহৎ শিল্প এবং রেলওয়েতে ৭,০৬,০০০ শ্রমিক ছিল, ১৮৯০ নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ১৪,৩২,০০০। প্রলেতারিয়েতের দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে চলে বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে তাদের অধিকতর পুঞ্জীভবন। কোটি কোটি কৃষকের নেতৃত্ব নিল শ্রমিক শ্রেণী। উক্রেন, বেলরুশিয়া, বল্টিক অঞ্চল, পোল্যাণ্ড এবং ককেশাসের নানা জাতির শ্রমিকদের বিপ্লবী আন্দোলনে টেনে আনে প্রগতিশীল রুশ শ্রমিকেরা। উক্রেনের প্রলেতারিয়েত রুশ এবং উক্রেনীয় জনগণ উভয় থেকে গঠিত; বেলরুশিয়া, বল্টিক অঞ্চল এবং ট্রান্সককেশাসে প্রলেতারিয়েতদের বড়ো একটা ভাগ ছিল রুশ শ্রমিকেরা। ঐতিহাসিক বিকাশের সমগ্র ধারার ফলে রুশ শ্রমিক শ্রেণী সারা-রুশ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধায় আসে, সামাজিক ও জাতীয় উৎপীড়নের বিরুদ্ধে যুক্ত সংগ্রামে রাশিয়ার সমস্ত জাতির শ্রমিকদের নেতা হয়ে দাঁড়ায় রুশ শ্রমিকেরা। প্রলেতারীয় সংহতি সমস্ত জাতির শ্রমিকদের এক করে।



ইউজভ্কাতে খনি মজুরদের বাড়ি। ১৯শ শতকের অষ্টম দশক। ড্রয়িং।

নবম দশকের শিল্প সংকটের সময়; এ সংকটের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শ্রমিকদের মধ্যে ধর্মঘট আন্দোলন আরো ব্যাপক হয়। কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে (মস্কো, ইভানভো-ভজ্নেসেনস্ক এবং সেপুর্খভে) কয়েকটি ধর্মঘট হল। এদের অন্যতম হল ১৮৮৫'তে ওরেখভো-জুয়েভোর বিখ্যাত মরজভ ধর্মঘট — রুশ শ্রমিকদের প্রথম সংগঠিত গণসংগ্রাম এটি। ধর্মঘট আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল উক্রেন (১৮৮০'তে কিয়েভ ও ১৮৮৪'তে পল্তাভা রেলকর্মীদের ধর্মঘট ইত্যাদি), বেলরুশিয়া এবং বল্টিক অঞ্চলে। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিপ্লবী আন্দোলনের উদ্যোক্তা ছিল রুশ শ্রমিকেরা, নিজেদের দৃষ্টান্তে তারা উৎসাহ জোগায় অন্য জাতির শ্রমিকদের।

রাশিয়ায় শ্রমিক আন্দোলনের বিস্তার এবং পশ্চিম ইউরোপীয় শ্রমিকদের অভিজ্ঞতার প্রভাবে প্রথম রুশ মার্ক্সবাদী সংগঠন গড়ে তোলার পক্ষে অবস্থা অনুকূল হয়। ১৮৮৩'তে জেনেভায় প্লেখানভ প্রথম রুশ মার্ক্সবাদী দল গঠন করেন — "শ্রমমুক্তি দল"; এটি রুশ বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের তত্ত্বগত বুনিয়াদ স্থাপন করে। রাশিয়ায় বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের চিন্তাধারা বিস্তারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় এর সদস্যরা। খাস রাশিয়ায় দেখা দিল মার্ক্সবাদী দল ও চক্র। ১৮৮৩-১৮৮৪'র শীতকালে সেণ্ট পিটারসবুর্গে ব্লাগয়েভের দল গঠিত হল; ১৮৮৫'তে তচিস্স্কির দল, ১৮৮৮'তে ব্রুসনেভের দল, ১৮৮৮'তে কাজানে ফেদসেয়েভের দল, ইত্যাদি। রুশ শ্রমিক শ্রেণীর সামনে দেখা দিল একটি বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের সমস্যা। এ ধরনের পার্টি গঠনের পক্ষে নারোদনিকরা ছিল মতাদর্শগত অন্তরায়। নারোদনিকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম এবং রাশিয়ায়

মার্ক্সবাদের বিস্তারে মহান তাৎপর্য আছে প্লেখানভের রচনার — "সমাজতন্ত্র ও রাজনৈতিক সংগ্রাম" (১৮৮৩), "আমাদের মতভেদ" (১৮৮৫), "ইতিহাস বিষয়ে অদ্বৈতবাদী মনোভঙ্গীর বিকাশ" (১৮৯৫), "ইতিহাসে ব্যক্তির ভূমিকা" (১৮৯৮) এবং অন্যান্য লেখা। নারোদনিকদের ভ্রান্তধারণার মার্ক্সবাদী সমালোচনা প্রথম দেন প্লেখানভ এবং এভাবে রাশিয়ায় মার্ক্সবাদ বিস্তারের পথ উন্মুক্ত করেন। ১৮৯৩'এ সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে লেনিন আসেন এবং ওখানকার মার্ক্সবাদীদের নেতা হিসেবে স্বীকৃত হন। নারোদ্‌নিকদের আত্মমুখী ভাববাদী মতাদর্শে চরম আঘাত হেনে লেনিন তাঁদের মতাদর্শগত পরাজয় সম্পূর্ণ করেন। "'জনগণের বন্ধুরা' কী এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়েন?" (১৮৯৪) বইতে তিনি দেখান যে শেষ দশকের উদারপন্থী নারোদনিকরা হলেন কুলাক চাষীদের মতাদর্শগত প্রবক্তা, এঁরা বিপ্লবী আন্দোলন প্রত্যাখ্যান করেন এবং জার সরকারের সঙ্গে মিটমাটের পক্ষে প্রচার চালান। "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" গ্রন্থে (১৮৯৬-১৮৯৯; ১৮৯৯'তে প্রকাশিত) লেনিন গ্রামাঞ্চল সংক্রান্ত পরিসংখ্যান এবং সরকারী লোকগণনা থেকে আহৃত অনেক তথ্যের সাহায্যে নারোদনিকদের আত্মমুখী ভাববাদী এই মতামতের খণ্ডন করেন যে রাশিয়ায় পুঁজিবাদের যে বিকাশ চলেছে তা "কৃত্রিমভাবে"। তিনি দেখান কী ভাবে কৃষি ও শিল্পে পুঁজিবাদের বিকাশ ঘটেছে, কৃষকশ্রেণীর মধ্যে সামাজিক ভেদ চলেছে, গড়ে উঠছে প্রলেতারিয়েত ও বুর্জোয়া শ্রেণী; তিনি দেখান কেন আসন্ন বিপ্লবে প্রধান ভূমিকা নেবে প্রলেতারিয়েত। শুধু নারোদনিকদের সমালোচনা করে ক্ষান্ত হননি লেনিন, তিনি মার্ক্সবাদের বুর্জোয়া উদারনৈতিক পথসঙ্গীদের, তথাকথিত বৈধ মার্ক্সবাদীদেরও বিরোধিতা করেন। ১৮৯৫'এ সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে লেনিন "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘ" প্রতিষ্ঠিত করেন। অনুরূপ সংঘ গঠিত হয় মস্কো, কিয়েভ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ এবং অন্যান্য সহরে। লেনিনের সংঘ শ্রমিক আন্দোলনের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত সমাজতন্ত্র মেলাবার বুনিয়াদ রচনা করে এবং একটি বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টির কোষ কেন্দ্রে পরিণত হয়। রুশ বিপ্লবী ইতিহাসের তৃতীয়, অর্থাৎ প্রলেতারীয় পর্ব শুরু হল ১৮৯৫'তে।

## সংস্কার পরবর্তী পর্বে জার সরকারের বৈদেশিক নীতি

ক্রিমীয় যুদ্ধের পরাজয়ে জার সরকারের আন্তর্জাতিক মর্যাদার হানি হয়। জার সরকারের কূটনীতির প্রধান উদ্দেশ্য ছিল, ১৮৫৬ সালের প্যারিস চুক্তির ফলে রাশিয়ার উপর যে সব বাধানির্দেশ চাপানো হয় সেগুলিকে নাকচ এবং বলকানে রুশ প্রভাবের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। জার সরকারের আশা ছিল ফরাসী সম্রাট তৃতীয় নেপোলিয়নের সঙ্গে সমঝোতার মাধ্যমে এ উদ্দেশ্য সাধিত হবে। এ নীতি অসার্থক হওয়াতে রুশ পররাষ্ট্র মন্ত্রী গর্চাকভ প্রাশিয়ার সঙ্গে সমঝোতা করতে চান। ফরাসী-প্রাশিয়ান যুদ্ধে ফ্রান্সের

পরাজয়ের সুযোগ নিয়ে প্রাশিয়ার সমর্থনে গর্চাকভ ১৮৭০'এর ১৯শে অক্টোবরে ঘোষণা করেন যে প্যারিস চুক্তির বাধানির্দেশমূলক সর্তে রাশিয়া নিজেকে আর আবদ্ধ মনে করে না। ব্রিটিশ কূটনীতির বিরোধিতা সত্ত্বেও রাশিয়া এবং অন্যান্য শক্তির প্রতিনিধিরা ১৮৭১'এর ১৩ই মার্চ একটি চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন, এতে কৃষ্ণ সাগর নিরপেক্ষতা নীতি বাতিল হল, ওখানে নৌবহর রাখা এবং উপকূলবর্তী আত্মরক্ষা ব্যবস্থা সংগঠনের অনুমতি রাশিয়া পেল। কৃষ্ণ সাগরে আবার প্রতিষ্ঠিত হল রাশিয়ার সার্বভৌমত্ব। ১৮৭৩'এ "তিন সম্রাটের মৈত্রী" — রাশিয়া জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির সম্রাটের মৈত্রী গঠিত হল, কিন্তু এ মৈত্রী দেখা গেল খুব শক্ত নয়, কেননা বলকান এলাকায় অস্ট্রিয়ার সম্প্রসারণ এবং জার্মান সাম্রাজ্যের বর্ধিষ্ণু শক্তি রুশ শাসকচক্রকে ভীত করে।

১৮৭৫'এ বস্‌নিয়া এবং হের্ৎসেগভিনায় তুর্কী কবলের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ দেখা দিল; বুলগারিয়াতে অনুরূপ বিদ্রোহ ঘটে ১৮৭৬'এ। সার্বিয়া এবং মণ্টিনিগ্রো বলকান জনগণের মুক্তি আন্দোলনে যোগ দিল। বলকান স্লাভদের স্বায়ত্তশাসনের একটা দাবী জানায় রুশ কূটনীতি, মতলব ছিল রুশ জারের ছত্রছায়ায় সমস্ত স্লাভদের একীকরণ। বলকান স্লাভদের প্রতি আন্তরিক সহানুভূতির জন্য রাশিয়ার প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবী এবং লোকসাধারণ তাদের সাহায্যার্থে অর্থসংগ্রহ করে; কয়েক হাজার রুশ স্বেচ্ছাসেবক মুক্তি সংগ্রামে যোগদানের জন্য সার্বিয়ায় গেল। যুদ্ধ সফল হলে আভ্যন্তরীণ সামাজিক সমস্যা থেকে রাশিয়ার জনগণের দৃষ্টি বিক্ষিপ্ত করা যাবে এবং বলকানে রুশ প্রভাব শক্তিলাভ করবে, এই আশায় তুরস্কের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে জার সরকার।

১৮৭৭-১৮৭৮'এর রুশ-তুর্কী যুদ্ধে রুশ সৈন্যদলের সফলতায় তুরস্কের সম্পূর্ণ সামরিক পরাজয় ঘটে। রাশিয়ার জয়লাভ ১৮৭৮ সালের সান স্টেফানো শান্তি চুক্তিতে পাকা হল। কিন্তু বিস্‌মার্কের সমর্থনে, ব্রিটিশ ও অস্ট্রীয় কূটনীতির নির্বন্ধে সে বছরে আন্তর্জাতিক বার্লিন কংগ্রেসে যুদ্ধের ফলাফল পুনরায় বিচার করে দেখা হল। পশ্চিমী শক্তিদের বিরোধিতা সত্ত্বেও রুমানিয়া, সার্বিয়া এবং মণ্টিনিগ্রো স্বাধীনতা লাভ করল, বুলগারিয়া পেল স্বায়ত্তশাসন অধিকার। বাতুম, কার্স, আর্দাগান এবং আশেপাশের জায়গা পেল রাশিয়া, তাছাড়া ক্রিমীয় যুদ্ধে হাতছাড়া-হওয়া বেসারাবিয়ার দক্ষিণ অংশ।

বার্লিন কংগ্রেসের পর রাশিয়া রাজনৈতিক বিচ্ছিন্নতার অবস্থায় পড়ে। মধ্য এশিয়ায় ইঙ্গ-রুশ বৈর বেড়ে চলল। এ অবস্থায় ১৮৮১'তে জার সরকার "তিন সম্রাটের মৈত্রী"কে আবার চাঙ্গা করায় সম্মতি জানাল। কিন্তু বলকানে রুশ-অস্ট্রীয় প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অচিরে এ চুক্তির কোনো মূল্য রইল না।

ইতিমধ্যে, ১৮৮৭ থেকে যার সম্ভাবনা স্পষ্ট, সেই রুশ-ফরাসী সমঝোতার ফলে দেখা দিল রুশ-ফরাসী মৈত্রী, এটি হল অস্ট্রিয়া, জার্মানি এবং ইটালির ত্রিপক্ষীয়

মৈত্রী গঠনের পাল্টা বন্দোবস্ত। রাশিয়াকে ফ্রান্স বৃহৎ ঋণ দেওয়াতে এবং রুশ শিল্পে ফরাসী পুঁজিলগ্নিতে দুই দেশের সমঝোতা তাড়াতাড়ি ঘটে। ১৮৯১'এর রুশ-ফরাসী চুক্তির পরিপূরণ করে ১৮৯২'এর একটি সামরিক চুক্তি, এটি ১৮৯৩'এর শেষে অনুমোদিত হয়। ফরাসী-রুশ মৈত্রীর ভিত্তিতে ১৯০৭'এ গঠিত হয় আঁতাঁত।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি দূর প্রাচ্যে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সম্প্রসারণে বহুদিনকার রুশ-চীন অর্থনৈতিক যোগাযোগ বিনষ্ট হবার সম্ভাবনা ঘটাতে রাশিয়া বাধ্য হয়ে আমুর অববাহিকা আত্মসাৎ করে। আপোষ-আলোচনার ফলে ১৮৬০'এ রুশ-চীন চুক্তি সম্পাদিত হল, এতে রাশিয়া ও চীনের স্থায়ী সীমান্তরেখা নির্দেশিত এবং রুশ-চীন বাণিজ্যিক সম্পর্ক নিয়ন্ত্রিত হয়। মার্কিন পুঁজিবাদীদের প্রতিযোগিতা, প্রশান্ত মহাসাগরে রাশিয়ার শক্তিহীনতা এবং আর্থিক নানা অসুবিধার জন্য জার সরকার মার্কিন শাসক শ্রেণীর নাছোড়বান্দা প্রস্তাব মেনে নিতে বাধ্য হয়, ১৮৬৭'তে আলাস্কা এবং উত্তর আমেরিকায় রাশিয়ার অন্যান্য অঞ্চল বেচে দেওয়া হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে।

## ১৯শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে রুশ সংস্কৃতি

সংস্কার পরবর্তী পর্যায়ে শিল্প বিপ্লবের সমাপন এবং বৃহদাকার যন্ত্র শিল্পের বিকাশে রুশ বৈজ্ঞানিক ও টেকনিকাল অগ্রগতি দ্রুততর হয়।

সে সময়কার রুশ সামাজিক চিন্তাধারার বিকাশ প্রকাশ পেল চের্নিশেভস্কি এবং দব্রলিউবভের রচনাবলীতে। মার্ক্স বলেন, চের্নিশেভস্কি মহাপণ্ডিত ও সমালোচক, তাঁর অর্থনৈতিক গবেষণা সম্বন্ধে মার্ক্স উচ্চমত পোষণ করতেন। উনিশ শতকের শেষাশেষি, রাশিয়ায় প্রলেতারিয়েতের গঠন এবং বিপ্লবী মার্ক্সবাদের ভাবধারণা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে, সাধারণ গণতান্ত্রিক ভাবধারা ছাড়াও রুশ সংস্কৃতিতে দেখা দিল নতুন সমাজতান্ত্রিক নানা উপাদান। মার্ক্সপন্থী প্রথম রচনা হল প্লেখানভের, নবম দশকে এগুলির প্রকাশ।

সাহিত্যে ও কলায় সমালোচনামূলক বাস্তববাদ প্রধান ধারা হিসেবে পাকাপাকি প্রতিষ্ঠিত হল। সাহিত্যে এ ধারার প্রধান প্রবক্তা ছিলেন তুর্গেনেভ, গন্‌চারভ, তলস্তয়, দস্তয়েভ্‌স্কি, সালতিকভ-শ্চেদ্রিন, উস্‌পেনস্কি এবং নেক্রাসভ। প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক ঝোঁক প্রকাশ পায় রুশ চিত্রকলা, সঙ্গীত এবং নাট্যমঞ্চে। প্রগতিশীল রুশ সংস্কৃতির মহান মতাদর্শগত বিষয়বস্তু এবং গভীর জাতীয় ভাব রাশিয়ার অন্যান্য জাতির সংস্কৃতিতে বিপ্লবী প্রভাব বিস্তার করে।

পুঁজিবাদের বিকাশ এবং বুর্জোয়া জাতির গঠন উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে জাতীয় সংস্কৃতিসমূহকে আরো তাড়াতাড়ি এগিয়ে নিয়ে যায়। যে কোনো জাতির সংস্কৃতিতে ধরা যায় দুটি সংস্কৃতির সংঘাত। প্রতি দেশে বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীদের সঙ্গে, এবং অনেক ক্ষেত্রে, প্রতিক্রিয়াশীল সামন্ত ও যাজক সম্প্রদায়ের সঙ্গে যুদ্ধে জিততে হয় বিপ্লবী-গণতান্ত্রিকদের। রুশ জারতন্ত্রের "বৃহৎ শক্তি" সুলভ উগ্রজাতিবাদ এবং সাম্রাজ্যের উপান্ত প্রদেশে জার রাজপুরুষগণ কর্তৃক চাপানো ঔপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থা প্রগতিশীল গণতান্ত্রিক সংস্কৃতি বিকাশে বাদ সাধে।

জনসাধারণকে আলোকদানের, জনগণের কথিত ভাষার কাছাকাছি সাহিত্যিক ভাষাকে নিয়ে যাওয়ার এবং নতুন বাস্তববাদী সাহিত্য সৃষ্টির সংগ্রামে স্থানীয় প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা অনুপ্রেরণা এবং নৈতিক সমর্থন পায় প্রগতিশীল রুশ সংস্কৃতি থেকে। প্রগতিশীল রুশ মনীষী এবং চিরায়ত লেখকেরা সর্বদাই ভ্রাতৃত্বমূলক সমর্থন জানান অ-রুশ সংস্কৃতিগুলির নায়কদের — উক্রেনের কবি বিপ্লবী তারাস শেভচেঙ্কো, আজেরবাইজানের শিক্ষাবিদ আখুনদভ, লাতভিয়ার লেখক গণতান্ত্রিক ইয়ানিস রাইনিস, কাজাখস্তানের কবি এবং শিক্ষাবিদ আবাই কুনান্‌বায়েভ প্রভৃতিকে।

বিশ্বসংস্কৃতির ভাণ্ডারে সুন্দর সম্পদ জোগায় রুশ জনগণের এবং বিশেষ করে বড়ো রুশী জনগণের অবদান। বিশ্ব বিজ্ঞান ও কলার বিকাশে সক্রিয় ভূমিকা নেন রুশ বিজ্ঞানী, লেখক, চিত্রকর, সুরকার এবং নাট্যশিল্পীরা।

## সাম্রাজ্যবাদ এবং বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পর্বে রাশিয়া

### সাম্রাজ্যবাদের পর্বে রাশিয়ার প্রবেশ। বিপ্লবী সংগ্রামের কেন্দ্র রূপে রাশিয়া

উনিশ শতকের শেষ দশকে বৃহৎ শিল্প দ্রুত প্রসারিত হয়, এর মূলে প্রধানত ব্যাপক রেলপথ নির্মাণ (নবম দশকে ৭,৭০০ কিলোমিটার, শেষ দশকে ২২,৬০০ কিলোমিটার), জার সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা (রক্ষামূলক শুল্ক, সরকারী অর্ডার ইত্যাদি) এবং স্বর্ণমান গ্রহণ (১৮৯৭'এর মুদ্রা সংস্কার)। পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ বিকাশ এবং প্রসারের সময় এটি। গ্রামাঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বিকাশ এবং কৃষকশ্রেণীর ভাঙন থেকে শ্রমিক বাহিনী এবং কারখানাজাত দ্রব্য বিক্রয়ের জন্য একটি দেশীয় বাজার সৃষ্টি হয়। সারা রাশিয়ার শিল্প প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের মোট সংখ্যা ১৮৯০ এবং ১৯০০ সালের মধ্যে শতকরা ৬৬·৬ ভাগ বাড়ে (১৪,২৪,৭০০ থেকে ২৩,৭৩,৪০০) এবং উৎপাদিত পণ্যদ্রব্যের মোট মূল্য বাড়ে শতকরা ১০০ ভাগ (১৫০ কোটি ২৭ লক্ষ রুবল থেকে ৩০০ কোটি ৫৯ লক্ষ)।

১ নং তালিকা

**১৮৯০ এবং ১৯০০'তে রাশিয়ায় কয়লা, তেল এবং লোহা আকরিক নিষ্কাশন এবং লোহা ও ইস্পাত তৈরি (লক্ষ পুদ হিসেবে)**

| | ১৮৯০ | ১৯০০ |
|---|---|---|
| কয়লা — মোট নিষ্কাশন | ৩,৬৭২ | ৯,৯৫২ |
| তার মধ্যে দনেৎস কয়লা এলাকা | ১,৮৩৩ | ৬,৯১৫ |
| মোটের অনুপাতে শতকরা | ৪৯·৯ | ৬৯·৫ |
| তেল — মোট নিষ্কাশন | ২,৪১০ | ৬,৩২০ |
| তার মধ্যে বাকু | ২,২৬০ | ৬,০১০ |
| মোটের অনুপাতে শতকরা | ৯৩·৮ | ৯৫·১ |
| লোহা আকরিক — মোট নিষ্কাশন | ১,০৬৩ | ৩,৬৭২ |
| তার মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চল | ২৩০ | ২,১০১ |
| মোটের অনুপাতে শতকরা | ২১·৬ | ৫৭·২ |
| ঢালাই লোহা — মোট | ৫৫২ | ১,৭৬৮ |
| তার মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চল | ১৩৪ | ৯১৬ |
| মোটের অনুপাতে শতকরা | ২৪·৩ | ৫১·৮ |
| লোহা এবং ইস্পাত — মোট | ৪৮৪ | ১,৩৪৪ |
| তার মধ্যে দক্ষিণ অঞ্চল | ৮৬ | ৫৯২ |
| মোটের অনুপাতে শতকরা | ১৭·৮ | ৪৪·০ |

অগ্রগতির মূল বৈশিষ্ট্য হল গুরু শিল্পের বৃদ্ধি। শিল্পোৎপাদন ১৮৯০-১৯০০'এর মধ্যে মোট দ্বিগুণ বাড়ে, কিন্তু গুরু শিল্পের বাড়ে ১৮০% আর লঘু শিল্পের মাত্র ৬০%। রাশিয়ার দক্ষিণ অঞ্চলে খনি এবং খনন শিল্পের বৃদ্ধি অসাধারণ দ্রুতভাবে চলে।

উরালের ছবিটা আলাদা। পুরাতন, প্রাক-সংস্কার সম্পর্ক তখনো এখানে বজায় থাকাতে (লোহা কারখানার মালিক তথা বৃহৎ ভূম্যধিকারীদের একচেটিয়া, ক্ষুদ্রাকার জমি মারফত শ্রমিকদের সঙ্গে কারখানার সংযোগ, ইত্যাদি) শিল্পবিকাশের বাধা ঘটে। উরালের প্রাকৃতিক সম্পদের বিরাট বৈচিত্র্য এবং আয়তন সত্ত্বেও টেকনিকাল পশ্চাদগামিতা কাটানো হয় অতি মন্থরভাবে, শ্রমোৎপাদিকা পড়ে থাকে নিচু স্তরে, ফলে পুঁজিবাদী দক্ষিণের ক্রমশ পিছনে পড়ে উরাল, এ দক্ষিণে ভূমিদাসপ্রথা অবসানের পর উনিশ শতকের শেষ কটি দশকে বৃহৎ শিল্প এগিয়ে

যায়। এ জন্য দক্ষিণ অঞ্চলগুলিতে "ছিল না ঐতিহ্যগত প্রথা, সামাজিক সম্প্রদায়ভেদ বা জাতীয় বিভাগের বালাই, অধিবাসীদের কোনো নির্দিষ্ট অংশ ছিল না অপাঙক্তেয়" (লেনিন)। ধাতুর উৎপাদনে উরালের ভাগ অষ্টম দশকে ৬৭% থেকে ১৯০০'তে ২৮%এ নেমে আসে।

অসীম প্রাকৃতিক সম্পদের অধিকারী রাশিয়া, লোকসংখ্যা বিরাট, বিজ্ঞানে এবং টেকনিকাল ক্ষেত্রে তার তাৎপর্যপূর্ণ অবদান — এ সবের তুলনায় শেষ দশকে শিল্প বৃদ্ধির বহর সম্ভাব্যের অনেক পিছনে ছিল। এ দশকে রাশিয়া কয়লা উৎপাদন দেড়গুণের বেশি বাড়ায় বটে, কিন্তু তবু বিশ শতকের গোড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উৎপাদনের বিশভাগের মাত্র একভাগ, ব্রিটেনের প্রায় এক-চতুর্দশাংশ, জার্মানির এক-ষষ্ঠাংশ এবং ফ্রান্সের অর্ধেক ছিল এর পরিমাণ। ১৯০০'তে লোহার উৎপাদনে পৃথিবীতে চতুর্থ স্থান অধিকার করে রাশিয়া, পেরিয়ে যায় ফ্রান্সকে, কিন্তু তখনো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট ব্রিটেন এবং জার্মানির অনেক পিছনে পড়ে থাকে। মাথাপিছু উৎপাদনের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক সূচকে এ ব্যবধান আরো বেশি ছিল। ১৮৯৮'তে রাশিয়ায় মাথাপিছু লোহা উৎপাদন ছিল ফ্রান্সের ২৫%. মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ১০% এবং ব্রিটেনের প্রায় ৮%। শিল্পবৃদ্ধি সত্ত্বেও রাশিয়া তখনো কৃষিপ্রধান দেশ। ১৮৯৭'এর লোকগণনায় দেখা গেল জনসংখ্যার ৭৭·২% কৃষিজীবী, মাত্র ১৭·৩% শিল্প, ব্যবসা, পরিবহণ এবং নির্মাণে নিযুক্ত। ইউরোপীয় রাশিয়ার নগরবাসীরা ছিল মোট জনসংখ্যার মাত্র শতকরা ১৩·৪ ভাগ।

দেশীয় বাজার সীমাবদ্ধ থাকাতে শিল্পবৃদ্ধির তুলনায় পেছিয়ে ছিল কারখানাজাত দ্রব্যের চাহিদা। বাজার সঙ্কোচনের ফলে ঋণের মহার্ঘতা দেখা দিল অতি-উৎপাদনের সংকেত হিসাবে। এ সঙ্কট ঘটে শতকের সন্ধিক্ষণে। ১৮৯৯'এর শেষে ব্যাঙ্ক হার (রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের) ওঠে ৭%এ, বছরের শুরুতে এটি ছিল ৫%। প্রাইভেট বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলি বিল ভাঙানো এবং ঋণদান কমিয়ে অবিলম্বে ঋণশোধের তাগিদ দিতে লাগল। ১৮৯৯'এর গ্রীষ্মকালে ফন দের্ভিজ, মামন্তভ এবং আল্‌চেভস্কির বৃহৎ ব্যাঙ্কিং শিল্প জোট দেউলিয়া হয়ে গেল।

লঘু শিল্পে সঙ্কটের শুরু, কিন্তু এটি চরমে পেঁছয় ধাতু এবং ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্পে। বাজেটের অর্থ সাহায্যে এবং বিদেশী ঋণের মাধ্যমে শিল্পের এ শাখাগুলি প্রধানত বেড়ে ওঠে। আর্থিক অকুলানের জন্য সরকার রেলওয়ে সরঞ্জামের অর্ডার কমিয়ে দেওয়াতে এ শিল্পগুলিতে অতি-উৎপাদনের সঙ্কট আরো তীব্র হয়ে উঠল। ১৯০০-১৯০৩'এর মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদন ৫·৭% কমে, তুলোর পরিভোগ ০·৬% হ্রাস পায়; কিন্তু একই সময়ে লোহা উৎপাদন কমে ১৫%, রেল উৎপাদন ৩২%, লোকোমোটিভ ও রোলিং স্টক উৎপাদন ২৫-৩৭%। ধাতু কারখানাগুলির মোট উৎপাদন ক্ষমতার মাত্র ৫৩% কাজে লাগানো হয় ১৯০৩'এ।

সংকট এবং তার পরের মন্দার ফলে বিশ্ব উৎপাদনে রুশ ধাতু শিল্পের ভাগ ১৯০০'র ৭·৮% থেকে ১৯০৮'এ ৪·৮%এ নামে। একই সঙ্গে এ শিল্প সংকটে শিল্পের পুঞ্জীভবন আরো ত্বরান্বিত হল। সর্বোচ্চ পুঞ্জীভবন ঘটে দক্ষিণ অঞ্চলের ধাতু, কয়লা এবং তেল শিল্পে; রাশিয়ায় আরো বেশি পরিমাণে বিদেশী পুঁজি প্রবেশ করে যৌথমূলধনের আকারে, সরকারী অর্ডারে প্রধানত এর মুনাফা, এরি ভিত্তিতে উপরোক্ত শিল্পগুলির বিকাশ। এমনকি ১৯০০'তেই দক্ষিণ রাশিয়ার মোট লোহা উৎপাদনের প্রায় ৫০% এবং মোট রুশ উৎপাদনের ২৫% আসে ও অঞ্চলের ষোলোটি ধাতু কারখানার পাঁচটি থেকে। শিল্পের পুঞ্জীভবনের সঙ্গে ঘটে শক্তি নিয়োগের বৃদ্ধি; ইঞ্জিনের মোট শক্তি (খনি, পরিবহণ এবং সামরিক কারখানা বাদে) ১৯০০'তে ৮,৫৪,০০০ অশ্বশক্তি থেকে ১৯০৮'এ ১২,০৬,০০০ অশ্বশক্তিতে দাঁড়ায়, অর্থাৎ ৪১·২% বৃদ্ধি। তাছাড়া শিল্পের পুঞ্জীভবনের সঙ্গে যৌথমূলধন বিশিষ্ট বাণিজ্যিক ব্যাংকগুলির পুঁজি বাড়ে। ১৯০০ থেকে ১৯০৮'এর মধ্যে সর্ববৃহৎ ১২টি এ-রকম ব্যাঙ্কের মূল পুঁজি সমস্ত যৌথমূলধন বিশিষ্ট ব্যাঙ্কের মোট পুঁজির ৬৮·৮% থেকে ওঠে ৭৮·২%তে। শিল্প ও ব্যাঙ্কিঙের পুঞ্জীভবন শিল্পে একচেটিয়া জোটের আবির্ভাবের পথ রচনা করে। রুশ শিল্পে প্রথম একচেটিয়া উদ্যোগ দেখা দেয় ১৮৮০-১৮৯০'এর মধ্যে। কিন্তু প্রথমকার এই একচেটিয়া চুক্তিগুলি ছিল অস্থায়ী ও ভঙ্গুর। ১৯০০-১৯০৩'এর শিল্প সংকট শুরু হওয়াতে ক্রমে ক্রমে শিল্পের সমস্ত শাখায় একচেটিয়া প্রসার লাভ করে। ১৯০২'এ জারের রাশিয়ার সবচেয়ে শক্তিশালী সিণ্ডিকেট, "প্রদামেত" গঠিত হল রুশ ধাতু কারখানাগুলির উৎপন্ন বিক্রয়ের জন্য; এ সিণ্ডিকেটে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় ফরাসী, বেলজিয়ান এবং জার্মান মূলধন। এর পর ১৯০৪'এ গঠিত হয় "প্রদুগল", দনেৎস কয়লা এলাকার খনিজ জ্বালানি বিক্রয়ের সমিতি এবং উরাল লোহা কারখানা মালিকদের ট্রাস্ট, ইত্যাদি। তেল শিল্পে একচেটিয়া সংগঠন আনুষ্ঠানিকভাবে দেখা দেয় অল্প পরে, কিন্তু এমনকি ১৯০০'তেই সুইডিশ ফার্ম নোবেলের হাতে ছিল তেলজাত দ্রব্যের মোট উৎপাদনের ৩০%। লঘু শিল্পেও সিণ্ডিকেট দেখা দিল। ১৯০১'এ পাটকল এবং সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গের বস্ত্র উৎপাদকদের দুটি সিণ্ডিকেট গঠিত হল। ১৯০৪ নাগাদ প্রায় ৩০টি প্রকাশ্যভাবে ঘোষিত একচেটিয়া সংগঠন বর্তমান ছিল, এ-রকম গুপ্ত সংগঠনের সংখ্যাও তিরিশের কম হবে না।

বাজার নিয়ে রেষারেষি লাগল একচেটিয়া সংগঠন এবং বাইরের উৎপাদকদের মধ্যে। যেসব বাজারে প্রতিযোগীরা ব্যবসা চালাচ্ছে সেখানে "লড়াইয়ের" জন্য বিশেষ কম দাম রাখে সিণ্ডিকেটগুলি। তাছাড়া বিভিন্ন দলের ভাগ বাড়াবার জন্য একচেটিয়া সংগঠনগুলির অভ্যন্তরেও চলে রেষারেষি। শিল্প, বাণিজ্য ও পরিবহণ উদ্যোগে ব্যাঙ্কের যোগদান এবং ব্যাঙ্কের মধ্যে একচেটিয়াগুলির যোগদানে শিল্প ও ব্যাঙ্ক-মূলধন এক হল, গড়ে উঠল মহাজনী পুঁজি ও মহাজনী চক্র শাসন।

বিশ শতকের গোড়ার দিকে রুশ পুঁজিবাদ সাম্রাজ্যবাদী বিকাশের পর্যায়ে প্রবেশ করে। উৎপাদন ও মূলধনের অতি পুঞ্জীভবনের ভিত্তিতে পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংগঠনের আবির্ভাব, শিল্প ও ব্যাঙ্ক মূলধনের মিশ্রণ এবং মহাজনী পুঁজি ও মহাজনী চক্র শাসনের সংগঠন, মূলধনের রপ্তানি, পৃথিবীর অর্থনৈতিক এবং এলাকাগত বিভাগ ও পুনর্বিভাগের সংগ্রামে রাশিয়ার যোগদান - সাম্রাজ্যবাদের এ সমস্ত লক্ষণ সে সময়কার রাশিয়ায় দেখা দিল। তবু দেশের সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভূমিদাসপ্রথার প্রখর জের টিকে থাকাতে রুশ সাম্রাজ্যবাদের স্বকীয় কিছু বৈশিষ্ট্য ছিল।

উনিশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে বাণিজ্যিক খামার বেড়ে ওঠে, দেশের নানা অঞ্চলে দেখা দেয় বিশেষীকরণ, বিদেশ থেকে আরো বেশি করে আসে খামার যন্ত্র, রাশিয়ায় এদের নির্মাণও বাড়ে, আরো বড়ো আকারে চলে মজুরি-শ্রমিকের নিয়োগ; জমি, ভারবাহী পশু এবং উন্নত খামার যন্ত্র জড়ো হয় কুলাক অর্থাৎ ধনী খামারীদের হাতে। ১৯০০'তে ইউরোপীয় রাশিয়ার ৪৮টি গুবের্নিয়াতে ১ কোটি ১১ লক্ষ চাষীখামারের মধ্যে ২০ লক্ষ ছিল কুলাকদের (১৮·৫%), ২৫ লক্ষ মধ্যচাষীদের (২২%) এবং ৬৬ লক্ষ গরিব চাষীদের (৫৯·৫%)। বিক্রয়যোগ্য জমির দুই-তৃতীয়াংশ থেকে তিন-চতুর্থাংশের, এবং চাষীদের ইজারা-নেওয়া জমির ৫০% থেকে ৮০%এর মালিক ছিল কুলাকেরা; যত ঘোড়া তার অর্ধেকের বেশি ছিল কুলাকদের হাতে। ঘোড়া ও খামার যন্ত্রপাতি হারিয়ে চাষীদের বেশির ভাগ নিঃস্ব হয়ে যাওয়াতে জমিদারেরা বেগারি-শোষণ ছেড়ে দিয়ে খামার কাজে পুঁজিবাদী পদ্ধতি অবলম্বন করে। তারা খামার যন্ত্রপাতি জোগাড় করে, শস্যের পালাবদল এবং ঘাস-রোপণের প্রবর্তন করে, মজুরি-শ্রমিকের নিয়োগ বাড়ায়। নিজেরা চাষ-আবাদ শুরু করার সময়, সপ্তম দশকে যেসব জমি জমিদারের সম্পত্তি হিসেবে লিখে রাখা হয় কিন্তু যা কৃষকদের হাতেই ছিল সেগুলি চাষীদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে জমিদারেরা "বেড়া দিয়ে **ঘিরল**"।

শিল্পে অত্যন্ত বিকশিত পুঁজিবাদী নানা রূপের সঙ্গে কৃষিতে চলতে থাকে অনুন্নত আধা-সামন্ত সম্পর্কাদি এবং জমিদারদের রাজনৈতিক আধিপত্য। উনিশ শতকের শেষ নাগাদ ৩০ হাজার বড়ো জমিদারের হাতে ছিল ৭ কোটি দেসিয়াতিনা জমি, অর্থাৎ মহাল পিছু ২,৩৩৩ দেসিয়াতিনা; এদিকে ১ কোটি ৫ লক্ষ দারিদ্র্যপীড়িত চাষীখামারের ভোগে ছিল ৭ কোটি ৫০ লক্ষ দেসিয়াতিনা, অর্থাৎ খামার পিছু গড়ে ৭ দেসিয়াতিনা। জমিদারেরা চাষীদের উৎপীড়ন করত, ভাগচাষ বা বেগারির ভিত্তিতে তাদের প্রয়োজনীয় জমি ইজারা দিত। জোতজমির হ্রাস, জমিদারদের জন্য খাটুনি, কর, অত্যন্ত চড়া খাজনা এবং জরিমানার ফলে মেহনতী চাষীদের দুরবস্থার সীমা ছিল না। ১৮৭০ সালে প্রতি একশ জন গ্রামবাসীর ছিল ২০টি ঘোড়া আর ১৯০০ নাগাদ ১৪টি। চাষের আদিম পদ্ধতি এবং গতানুগতিক খামার কাজ — এগুলি ভূমিদাসপ্রথার

দায়ভাগ। প্রায়ই শস্য হানি ঘটত। মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থার সঙ্গে জাতীয় অর্থনীতির যে সমগ্র ব্যবস্থাটা পুঁজিবাদী হয়ে উঠছে এ দুয়ের মধ্যকার গভীর অসামঞ্জস্যের ফলে শতকের শেষে কৃষি-সংকট প্রখর হয়ে ওঠে। পুঁজিবাদী বিকাশের ফলে মধ্যযুগীয় ভূমি ব্যবস্থা ও ভূমিদাসপ্রথার সমস্ত জেরের অবসান ঘটানো ঐতিহাসিকভাবে অনিবার্য হয়ে পড়ে। এ পরিবর্তন আনা চলত দুভাবে: হয় বিপ্লবে নয় সংস্কারে। কৃষিতে "প্রাশিয়ান ইউঙ্কার" ধাঁচের পুঁজিবাদী বিকাশের জন্য লড়ে জমিদাররা; এ পদ্ধতিতে জমিদারের সাবেকি ভূমিদাসভিত্তিক মহাল ক্রমে ক্রমে বুর্জোয়া উদ্যোগে পরিণত হল, চাষীদের উৎপীড়ন ও সর্বনাশ ঘটল এর ফলে, দেখা দিল ক্ষুদ্র একটি কুলাক শ্রেণী। বড়ো ভূসম্পত্তি, সম্প্রদায়গত বিশেষাধিকার প্রভৃতি সামন্ত প্রথার জেরের অবসান ঘটানোর জন্য আন্দোলন চালায় চাষীরা। পুঁজিবাদী ও আধা-সামন্ত নানা সম্পর্কের বিজড়ন গ্রামাঞ্চলে দুটি সামাজিক সংগ্রামের সৃষ্টি করে: সমগ্র কৃষক শ্রেণী ও জমিদারদের মধ্যে সংগ্রাম এবং কুলাক ও গরিব চাষীদের মধ্যে সংগ্রাম। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষ নেয় চাষীরা। দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কাঠামোয় ভূমিদাসপ্রথার জের টিকে থাকাতে ও রাজনৈতিক উৎপীড়নে রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণীরও দুরবস্থা ঘটে। তাই এদের উচ্ছেদে প্রত্যক্ষ স্বার্থ ছিল রুশ শ্রমিক শ্রেণীর।

উনিশ শতকের শেষ কয়েকটি দশকে রুশ প্রলেতারিয়েত দ্রুত সংখ্যায় বাড়ে। ১৮৯৭'এর লোকগণনা হিসেবে, শিল্প, রেলওয়ে, কৃষি, নির্মাণ এবং কাঠ কাটায় মজুরি-শ্রমিকের মোট সংখ্যা ছিল প্রায় এক কোটি; এদের মধ্যে প্রথম স্থান তখনো সুতাকল শ্রমিকদের (১৯০০ সালে — ৬,২১,০০০ অথবা সমস্ত শিল্প-শ্রমিকদের ৩৮%), দ্বিতীয় স্থান ধাতুকর্মীদের (২,৩৬,০০০)। শিল্পের নতুন শাখা এবং নতুন শিল্পাঞ্চলে সবচেয়ে দ্রুত বাড়ে প্রলেতারিয়েত। ১৮৮৭-১৮৯৭'এর মধ্যে ধাতু কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা ১০৭% বৃদ্ধি পায়, তুলনায় বস্ত্রশিল্পে বাড়ে ৫৭%। ১৮৯০'তে গুরু শিল্পে কর্মরত শ্রমিকেরা ছিল সমস্ত শিল্প-শ্রমিকদের ৪৩%; ১৯০০ নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৫০%। দারিদ্র্য দশায় পতিত চাষী সম্প্রদায় থেকে প্রধানত আসে প্রলেতারিয়েত।

কৃষিতে উৎপাদনী শক্তির বিকাশ নিচু স্তরে থাকাতে দেখা দেয় বিরাট সংখ্যায় উদ্বৃত্ত শ্রমিক, মজুদ শ্রমিকদের বিরাট একটা বাহিনী। ১৯০০ নাগাদ এদের সংখ্যা পৌঁছয় ২ কোটি ৩০ লক্ষে, অর্থাৎ মোট প্রাপ্তবয়স্ক গ্রামবাসীদের প্রায় অর্ধেক। গ্রামাঞ্চলে, বিশেষ করে কেন্দ্রীয় আবাদ অঞ্চলগুলিতে জনাধিক্যের প্রভাব পড়ে শ্রমিকদের মজুরিতে, ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লব পর্যন্ত মজুরি একেবারে বাড়েনি। রুশ শ্রমিকদের কম মজুরির ফলে পুঁজিবাদীরা সাংঘাতিক অতি-মুনাফা লুঠত, পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলির তুলনায় বনিয়াদী মূলধনের ওপর চলতি মুনাফার দু থেকে তিন গুণ বেশি। জার আইনে ধর্মঘটে যোগদান ফৌজদারী অপরাধ হিসেবে গণ্য হত।

কিন্তু ১৮৯৭'তে রুশ শ্রমিকদের দৃঢ় ধর্মঘট আন্দোলনের ফলেই কর্মদিনকে আইনত সাড়ে এগারো ঘণ্টায় নামানো হয়। ভূমিদাসপ্রথার জের এবং পুলিশ অত্যাচার দুইয়ে মিলে অত্যন্ত লুঠেরা প্রকৃতির শোষণ দেখা দিল — এ শোষণ চলত অকারণ জরিমানায়, নানাভাবে মজুরী হ্রাসে এবং কারখানা মালিকদের দোকানের একটি পদ্ধতিতে, মরসুমী শ্রমিকদের খত বাঁধা করে রাখার একটি ব্যবস্থায় এবং শারীরিক শাস্তিতে। কারখানা ঘরগুলির অবস্থা ছিল অস্বাস্থ্যকর — যৎসামান্য আলো, ঘিঞ্জি, তাছাড়া বায়ু চলাচল এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থার বালাই নেই। এর ফলে শ্রমিকদের স্বাস্থ্য হানি হত ভয়ঙ্করভাবে।

শুধু বৃদ্ধির দ্রুত হারে নয়, বৃহৎ শিল্পোদ্যোগে পুঞ্জীভবনের জন্যও রুশ প্রলেতারিয়েতের নিজস্ব একটা রূপ ছিল ( ২ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

**২ নং তালিকা**

**১৯০১, ১৯১০ এবং ১৯১৪'এ ইউরোপীয় রাশিয়ায় শিল্প পুঞ্জীভবনের মাত্রা**

(ফ্যাক্টরি ইনস্পেক্টরদের তদারকাধীন উদ্যোগ)

| কারখানা পিছু শ্রমিকের সংখ্যা | কারখানার সংখ্যা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯০১ | % | ১৯১০ | % | ১৯১৪ | % |
| ৫০'এর কম . . . . | ১২,৭৪০ | ৭০·৫ | ৯,৯০৯ | ৬৫·৭ | ৮,৯২৯ | ৬৩·৫ |
| ৫১ থেকে ১০০ . . | ২,৪২৮ | ১৩·৪ | ২,২০১ | ১৪·৬ | ২,০৮৮ | ১৪·৯ |
| ১০১ থেকে ৫০০ . | ২,২৮৮ | ১২·৬ | ২,২১৩ | ১৪·৭ | ২,২৫৩ | ১৬·১ |
| ৫০১ থেকে ১,০০০ . | ৪০৩ | ২·২ | ৪৩৩ | ২·৯ | ৪৩২ | ৩·১ |
| ১ ০০০'এর বেশি . . | ২৪৩ | ১·৩ | ৩২৪ | ২·১ | ৩৪৪ | ২·৪ |
| | ১৮,১০২ | ১০০·০ | ১৫,০৮০ | ১০০·০ | ১৪,০৪৬ | ১০০·০ |

| কারখানা পিছু শ্রমিকের সংখ্যা | শ্রমিকদের সংখ্যা | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ১৯০১ | % | ১৯১০ | % | ১৯১৪ | % |
| ৫০'এর কম . . . . | ২,৪৩,৬১৫ | ১৪·৩ | ২,১৯,৬৬৫ | ১১·৬ | ১,৯৯,৯২২ | ১০·২ |
| ৫১ থেকে ১০০ . . | ১,৭১,১৭০ | ১০·১ | ১,৫৮,৭০৪ | ৮·৩ | ১,৪৮,৯৫৪ | ৭·৬ |
| ১০১ থেকে ৫০০ . . | ৪,৯২,০৯৫ | ২৮·৯ | ৫.০৭,৮৮৬ | ২৬·৭ | ৫,০৪,৪৪০ | ২৫·৭ |
| ৫০১ থেকে ১,০০০ . | ২,৬৯,১৩৩ | ১৫·৮ | ৩,০২,৮৪০ | ১৫·৯ | ২,৯৬,৩৪৭ | ১৫·১ |
| ১,০০০'এর বেশি . . | ৫,২৫,৬৩৭ | ৩০·৯ | ৭,১৩,৬৪৮ | ৩৭·৫ | ৮,১১,১৯৭ | ৪১·৪ |
| | ১৭,০১,৬৫০ | ১০০·০ | ৯,০২,৭৪৩ | ১০০·০ | ১৯,৬০,৮৬০* | ১০·০ |

শিল্প পুঞ্জীভবনের এই উচ্চ মাত্রার কারণ এই যে, নতুন পুঁজিবাদী দেশে রাশিয়ায় শিল্পের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শাখাগুলি — ধাতু শিল্প, জ্বালানি এবং ইঞ্জিনিয়রিং —

* ওয়ারশ এলাকা বাদে।

গোড়া থেকেই বৃহৎ পুঁজিবাদী উদ্যোগ হিসেবে বেড়ে ওঠে। জার সরকার রেলওয়ে এবং সামরিক অর্ডার ব্যাপক আকারে দেওয়াতে গুরু শিল্প শাখার ক্ষেত্রে বৃহৎ উদ্যোগের নির্মাণ বেশ জোর চলে। মজুরির মান অত্যন্ত নিচু থাকাতে বেশি যন্ত্র ব্যবহারের প্রয়োজন হয়নি। শ্রমিকদের কায়িক শ্রম বেশি লাভজনক ছিল। সেই জন্য অধিকতর বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় রাশিয়ায় শিল্প পুঞ্জীভবনের চেয়ে বেশি ছিল শ্রমিক পুঞ্জীভবন।

রাশিয়ার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক পশ্চাদবর্তিতার জন্য দেশে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশের সুবিধা হয়। বিরাট প্রাকৃতিক সম্পদ, প্রকাণ্ড বাজার, সস্তা শ্রম, এতে নিজেদের দেশে যা মুনাফা তার চেয়ে বেশি পেত বিদেশী পুঁজিবাদীরা। পুঁজির আমদানিতে রুশ শিল্প বিকাশ দ্রুততর হয় বটে, কিন্তু শিল্পের প্রধান শাখাগুলি (কয়লা, ধাতু, তেল এবং অন্যান্য কয়েকটি শাখা) বিশ্ব মহাজনী পুঁজির করুণা নির্ভর হয়ে পড়ে। অর্থনীতিবিদ ওল হিসেব করেছেন যে, ১৮৯৪ থেকে ১৮৯৯ পর্যন্ত লিমিটেড কোম্পানিগুলিতে ৫৮ কোটি ২২ লক্ষ রুবল বিদেশী পুঁজি ঢোকে, অর্থাৎ সে সময়কার শেয়ার পুঁজির মোট বৃদ্ধির প্রায় ৫২%। বিশ শতকের শুরু নাগাদ লিমিটেড কোম্পানিগুলির এক-তৃতীয়াংশের বেশি স্টক ও শেয়ারের অংশীদার ছিল বিদেশে।

১৯০০'এ রাশিয়ায় বৈদেশিক শেয়ার মূলধনে বিভিন্ন জাতির মালিকানা ছিল এই রকম (লক্ষ রুবল হিসেবে): বেলজিয়ান, ২৯৬৫; ফরাসী, ২২৬১; জার্মান, ২১৯৩; ব্রিটিশ, ১৩৬৮; আমেরিকান, ৮০। কয়েকটি বাদ দিয়ে, রুশ একচেটিয়া সংস্থাগুলির নিয়ন্ত্রণ করত বিদেশী ব্যাঙ্ক। দৃষ্টান্তস্বরূপ, "প্রদামেত" ও "প্রদুগল"এর শীর্ষে ছিল ফরাসী ব্যাঙ্ক।

রুশ শিল্পে ও ব্যাঙ্কে বিদেশী পুঁজির অনুপ্রবেশ ছাড়াও, বিদেশী পুঁজির উপর রাশিয়ার নির্ভরতা বাড়ে রাষ্ট্রীয় ঋণের ফলে। ১৯০০'এর শেষে রুশ সরকার রেলওয়ে ও শিল্প নির্মাণ এবং অস্ত্রশস্ত্রের জন্য ব্যাপকভাবে বিদেশী ঋণ নেয়। ১৯০০'এ রাশিয়ার বিদেশী ঋণ ছিল ৩৯৬ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল, ১৯০৪ নাগাদ এটা দাঁড়ায় ৪২৫ কোটি রুবল। সে সময় রুশ ঋণ তমসুকের বেশির ভাগ ছিল ফ্রান্সের হাতে। বিদেশী ঋণ ও বিদেশী পুঁজির সাহায্যে জার সরকার আভ্যন্তরীণ বিরোধজনিত অচল অবস্থা থেকে রেহাই পাবার চেষ্টা করত। কিন্তু সুদ, ডিভিডেণ্ড এবং প্রতিষ্ঠাতাদের মুনাফা আকারে বিদেশে ক্রমশ বেশি করে মোটা টাকা যাওয়াতে দেশের মধ্যে পুঁজিলগ্নির সম্ভাবনা কমতে থাকে। এ দিকে রাশিয়াতে পুঁজি আমদানি হলেও সেই সঙ্গে রাশিয়ার ভূমিকা ছিল পারস্য, চীন, মাঞ্চুরিয়া, মঙ্গোলিয়া এবং অন্যান্য পিছিয়ে-পড়া দেশে পুঁজি রপ্তানির, বড়ো না হলেও বেশ তৎপর সে রপ্তানি। বিদেশে ১৫ কোটি রুবল পুঁজিলগ্নি করে রাশিয়া। বিদেশী পুঁজির মুখাপেক্ষী রুশ মহাজনী পুঁজি এই ক্ষেত্রেও ছিল প্রথমোক্তের কনিষ্ঠ অংশীদার স্বরূপ। যেমন, ১৮৯৫'তে প্রতিষ্ঠিত রুশ-চীনা



রুত্চেন্কভো খনি সমিতির ৩২ নং খনির ব্যারাক, ১৯০০।

ব্যাঙ্কের শেয়ারের প্রধান অংশীদার ছিল ফরাসী ব্যাংকাররা, মূল শেয়ারের শতকরা বাষট্টির বেশি ছিল এদের হাতে। এমনকি তেল, তামাক এবং মাঙ্গানিজের ক্ষেত্রে বৃহৎ একচেটিয়া জোটেও রুশ শিল্পকে রাখা হত পরাধীন করে, যদিও শেয়ারের ভাগ তার কম ছিল না। সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়ার পদক্ষেপের সময় "ভিতরকার" উপনিবেশ এবং আধা-উপনিবেশগুলিতে পুঁজি রপ্তানি অনেক বাড়ে: পুঁজিলগ্নি করা হল মধ্য এশিয়া, ট্রান্সককেশাস প্রভৃতিতে; উদ্দেশ্য এগুলিকে পাকা মাল উৎপাদনকারী রুশ শিল্পের কাঁচা মাল সরবরাহের উৎসে পরিণত করা। বর্তমান শতকের শুরুতে মধ্য এশিয়ার তুলা কেনাবেচার বাজারে বিশেষ আধিপত্য ছিল মস্কোর ব্যাঙ্কগুলির; এ ব্যবসার ৯০% চালাত তারা। তুলা উৎপাদক এবং ব্যাঙ্কের মধ্যকার দালাল ছিল স্থানীয় সামন্ত বে'রা। জার প্রশাসন চলত এদের সমর্থনের উপর নির্ভর করে। সামন্ত উৎপীড়নের অতি আদিম প্রথা বে'দের হাতে কৃত্রিমভাবে টিকিয়ে রাখার প্রয়াস করত রুশ পুঁজিবাদ ও জারতন্ত্র। জার কর্মচারী এবং স্থানীয় সামন্ত অভিজাতদের সক্রিয় সাহায্যে রুশ ব্যাঙ্কগুলি তুলাচাষের সবচেয়ে ভালো ভালো জমি দখল করে চাষীদের সর্বনাশ ঘটায়। ট্রান্সককেশাসে তেলগর্ভ এলাকাগুলির ব্যাপারে এ রকম লুঠেরা নীতি অবলম্বন করে জারতন্ত্র এবং পুঁজিবাদী একচেটিয়া সংস্থাগুলি। এভাবে রুশ মহাজনী পুঁজির স্বার্থ জারতন্ত্রের স্বার্থের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হল, আর "নতুন" সব সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য ও পদ্ধতি যুক্ত হল পুরনো "সামরিক সামন্ত প্রথার" সঙ্গে।

জারতন্ত্রকে "সামরিক-সামন্ততন্ত্রী সাম্রাজ্যবাদ" আখ্যা দিয়ে লেনিন সাম্রাজ্যবাদী আমলের রাশিয়ার রাজনৈতিক, বিধানিক এবং মতাদর্শগত রূপ ও সম্পর্কের বিশেষত্বের উপর জোর দেন। অর্থনৈতিক দুর্বলতার জন্য রুশ সাম্রাজ্যবাদ অবাধে পুঁজি রপ্তানি করতে পারত না, তাই এশিয়ার ঔপনিবেশিক উপান্ত প্রদেশ এবং পিছিয়ে-পড়া দেশগুলিতে বাজার এবং কাঁচামাল উৎসের একচেটিয়া শোষণের সংগ্রামে প্রধানত নির্ভর করতে হত জারতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর উপর; সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া শ্রেণীর স্বার্থে ক্রমশ বেশি করে নজর দিতে হল জারতন্ত্রকে।

ভূমিদাসপ্রথার জের এবং রুশ গুরু শিল্পে বিদেশী পুঁজির আধিক্যের প্রভাব সবচেয়ে বেশি করে দেখা যায় টেকনিকাল স্থাবরত্বের ঝোঁকে। দক্ষিণ রাশিয়ায় ধাতু শিল্পের এমনকি অপেক্ষাকৃত অগ্রসর শাখাগুলিতেও উৎপাদনের পুঞ্জীভবনের সঙ্গে চলত কষ্টসাধ্য কাজে কায়িক শক্তির ব্যাপক নিয়োগ। পুঁজিবাদীরা যন্ত্রায়নে যথাসম্ভব কম খরচা করে ঘরে তুলত বিরাট মুনাফা; উৎপাদন বিস্তার, নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন, উৎপাদন এবং শ্রম প্রক্রিয়া রেশনালাইজেশনে সাধারণত তাদের কোনো আগ্রহ ছিল না, রুশ বিজ্ঞানী এবং টেকনিকাল চিন্তাধারার কীর্তি বিষয়ে তারা অবজ্ঞা পোষণ করত। অনেক ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এবং উদ্ভাবনকে কাজে লাগানো হত না। কয়েকটি ক্ষেত্রে অবশ্য রুশ শিল্পে বৃহদাকার উৎপাদনের জন্য নতুন সাংগঠনিক রূপ এবং এমনকি কিছু পরিমাণে নতুন যন্ত্রপাতির প্রবর্তন করে বিদেশী পুঁজি, এসব শাখায় প্রাধান্য লাভের প্রচেষ্টায়।

টেকনিকাল উন্নতির মাধ্যমে মুনাফা বাড়ানো হত না, বেশির ভাগ বাড়ানো হত উৎপাদনকে নিয়মিত এবং নিষ্ঠুরভাবে সীমাবদ্ধ করে, এমনকি একেবারে সরাসরি কমিয়ে দিয়ে। "প্রদামেত" প্রভৃতি একচেটিয়া ধাতু সংস্থাগুলি সিন্ডিকেটের উদ্যোগগুলির পূর্ণ উৎপাদন ক্ষমতা কাজে লাগাত না, কয়েকটি উদ্যোগকে তারা বন্ধ করে দেয়, কারখানার বিস্তার এবং নতুন সাজসরঞ্জামের জন্য প্রয়োজনীয় পুঁজিলগ্নি কমিয়ে দিত। তেল-ক্ষেত্রে একচেটিয়া সংস্থাগুলির যত্রতত্র শোষণের ফলে তেল-উৎপাদন কমে গেল। তেল সবচেয়ে বেশি উৎপাদিত হয় ১৯০১'এ — ৭০ কোটি ৬৩ লক্ষ পুদ — কিন্তু ১৯১৩ নাগাদ এটা দাঁড়াল ৫৬ কোটি ১৩ লক্ষ পুদে, অর্থাৎ ২০% হ্রাস; বিশ শতকের প্রথম দশকে তেলের দাম বাড়ে ছ গুণ। টেকনিক এবং অর্থনীতির দিক দিয়ে পশ্চাদবর্তী রাশিয়ার উৎপাদনকে কৃত্রিমভাবে কমানোর ফলাফল হয় অত্যন্ত খারাপ — শিল্প বৃদ্ধির হার কমে গেল, জিনিস হল অগ্নিমূল্য, পণ্য সঞ্চালন হ্রাস পেল, কমে গেল ভোগের মাত্রা, ক্রমশ বাড়ল সাধারণ বেকারি, সহরে ও গ্রামে মেহনতীরা ক্রমশ গরিব হয়ে যেতে লাগল।

বিশ শতকের গোড়ায় সাম্রাজ্যবাদের সমস্ত বিরোধ সবচেয়ে তীক্ষ্ন রূপে পুঞ্জীভূত হল রাশিয়ায়। রাশিয়ায় সামরিক সামন্ত অত্যাচার জড়িত হয় পুঁজিবাদী ও জাতি-

নিপীড়নের সঙ্গে; জার সরকার, জমিদার ও বুর্জোয়া কর্তৃক মেহনতীদের অত্যাচারের সঙ্গে যুক্ত হল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের লুণ্ঠন ক্রিয়া। কয়েকটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির স্বার্থসংঘাত বাধে রাশিয়ায়। রাশিয়ার জনগণের কাছ থেকে ডিভিডেন্ড ও ঋণের সুদ হিসেবে প্রতি বছর কোটি কোটি রুবল পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীরা আদায় করত জারতন্ত্রের সাহায্যে। জারতন্ত্র এবং পশ্চিমী সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিল। তাই জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে বিপ্লব হলে সারা সাম্রাজ্যবাদী ফ্রন্টের শক্তি হ্রাস ঘটত। এ পরিস্থিতিতে রুশ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম একটা আন্তর্জাতিক তাৎপর্য পেল। শতকের মোড়ে বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলন এবং বিপ্লবী চিন্তাধারার কেন্দ্র, লেনিনবাদের অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদ ও প্রলেতারীয় বিপ্লবের যুগে মার্ক্সবাদের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়াল রাশিয়া।

পুঁজিবাদী ও জমিদারদের নৃশংস শোষণ এবং এর সঙ্গে জারতন্ত্রের বন্য স্বেচ্ছাচারে মেহনতীদের অবস্থা অসহনীয় হয়ে দাঁড়াল, গভীর সামাজিক বিরোধগুলি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ হয়ে পড়ল।

উৎপাদনের অতি-পুঞ্জীভবন প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা বৃদ্ধি এবং বিপ্লবের নেতা হিসেবে তাকে গড়ে তোলার উপর প্রভাব বিস্তার করে। শিল্প প্রলেতারিয়েতদের বন্ধু ছিল সহর ও গ্রামের শোষিত প্রলেতারিয়েত এবং আধা-প্রলেতারিয়েতরা। উনিশ শতকের শেষে শুধু কৃষি-শ্রমিকের সংখ্যাই ছিল ৩৫ লক্ষ। এ শতকের শেষে লেনিনের হিসেবে প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের মোট সংখ্যা ছিল ৬ কোটি ৩৭ লক্ষ; এর মধ্যে ২ কোটি ২০ লক্ষ প্রলেতারিয়েত। কৃষক সাধারণের সঙ্গে এদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ থাকাতে এবং প্রলেতারিয়েত ও কৃষক শ্রেণীর স্বার্থ মেলাতে বিপ্লবী আন্দোলনে এ দুটি শ্রেণীর মৈত্রীর একটি বাস্তব ভিত্তি রচিত হয়; বিপ্লবের চালক শক্তি ছিল সমাজের সবচেয়ে প্রগতিশীল শ্রেণী — শ্রমিক শ্রেণী।

## বিপ্লবী আন্দোলনের অভ্যুদয়, ১৯০০-১৯০৪। রাশিয়ায় মার্ক্সবাদী পার্টির গঠন (রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টি)

সারা-রুশ বিপ্লবী আন্দোলনের নেতা হিসেবে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর সাফল্যের জন্য দরকার ছিল এমন একটি জঙ্গী বিপ্লবী পার্টি গড়ে তোলা যেটি সবচেয়ে প্রগতিশীল মার্ক্সীয় মতবাদে সজ্জিত, যেটি সাম্রাজ্যবাদ আক্রমণে জনসাধারণকে নিয়ে যেতে এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জয় নিশ্চিত করতে পারে। ভ্লাদিমির লেনিন প্রতিষ্ঠিত পার্টিটি ছিল এ-রকম।

বিপ্লবী প্রলেতারীয় পার্টির বীজ হল ১৮৯৫'তে সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে লেনিন কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি সংগ্রাম সংঘ"।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে মিনস্কে, ১৮৯৮'এর মার্চ মাসে, কিন্তু বিভিন্ন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র এবং দলকে একটি একক পার্টিতে পরিণত করা যায়নি এতে। অনেক সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র ছিল "অর্থনীতিবাদীদের" প্রভাবাধীন, এঁরা শ্রমিক শ্রেণী কর্তৃক রাজনৈতিক আন্দোলন, শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান ভূমিকা, এবং কেন্দ্রীভূত প্রলেতারীয় পার্টি গঠনের প্রয়োজনীয়তা অস্বীকার করতেন। সুস্পষ্ট মার্ক্সবাদী কর্মসূচী, বিপ্লবী রণকৌশল, একক সংকল্প ও কড়া নিয়মানুবর্তিতার একটি জঙ্গী প্রলেতারীয় পার্টিতে বিচ্ছিন্ন সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্রগুলির একীকরণে এবং "অর্থনীতিবাদীদের" পরাজয়ে চূড়ান্ত ভূমিকা নেয় "শ্রমমুক্তি দল"এর সঙ্গে যুগ্মভাবে লেনিন কর্তৃক ১৯০০'তে প্রতিষ্ঠিত "ইসক্রা" ("স্ফুলিঙ্গ") পত্রিকা এবং তাঁর "কী করিতে হইবে?" (১৯০২) এবং অন্যান্য রচনা।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে (জুলাই-অগস্ট, ১৯০৩) লেনিনের "ইসক্রা" কর্তৃক গড়ে তোলা মতাদর্শ এবং সংগঠনগত ভিত্তিতে নতুন ধাঁচের একটি মার্ক্সবাদী পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল। কংগ্রেসে যোগ দেয় "ইসক্রা"র বিরোধীরা, এই সুবিধাবাদীরা পরে মেনশেভিক (সংখ্যা লঘিষ্ঠ দলের সদস্য) নামে পরিচিত হয়। এদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রাম চালিয়ে লেনিন এবং তাঁর অনুগামী বলশেভিকরা (সংখ্যা গরিষ্ঠ দলের সদস্য) পার্টির কর্মসূচীতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের অতি গুরুত্বপূর্ণ মার্ক্সবাদী



মিনস্কের এই বাড়িতে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম কংগ্রেস বসে।

নীতি এবং ভূমি সমস্যা বিষয়ে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক দাবী অন্তর্ভুক্ত করতে সমর্থ হন এবং মার্ক্সবাদী পার্টির গঠনে আন্তর্জাতিকতা নীতির সমর্থন করেন। এ কংগ্রেসে সত্যিকার বিপ্লবী কর্মসূচীতে সজ্জিত বলশেভিক পার্টি প্রতিষ্ঠিত হল, রুশ ও বিশ্ব শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাস মোড় নিল। "এক পা আগে দু'পা পিছে" (১৯০৪, মে) বই'এ লেনিন মতাদর্শের দিক দিয়ে মেনশেভিকদের বিধ্বস্ত করে মার্ক্সবাদী পার্টি বিষয়ে নিজের তত্ত্ব বিশদ করেন। মার্ক্সবাদী পার্টি গঠনের পক্ষে মেনশেভিকদের সঙ্গে তাঁর সংগ্রামের সেই সময়ে ও পরের বছরগুলিতে তাঁর সাথী ছিলেন দ্মিত্রি উলিয়ানভ, ওর্জোনিকিজে, ওল্মিনস্কি, কালিনিন, কুর্নাতভস্কি, কেৎস্খভেলি, গুসেভ, জেমলিয়াচ্কা, মিখা ত্সখাকায়া, ত্সুলুকিজে, পেত্রভ্স্কি, ফ্রুন্জে, বাউমান, বাবুশ্কিন, ভরভ্স্কি, লিত্ভিনভ, শাউমিয়ান, স্তালিন, স্পান্দারিয়ান, স্ভের্দলভ প্রভৃতিরা।

শিল্প সংকটের ফলে উদ্ভূত ক্রমবর্ধমান বিপ্লবী আন্দোলনের পরিস্থিতিতে বলশেভিক পার্টি গড়ে ওঠে। শ্রমিক শ্রেণীর জীবনযাত্রার মানের উপর পুঁজিবাদীদের আক্রমণে শ্রমিকদের শ্রেণী চেতনার বিকাশ ও সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক প্রভাব বৃদ্ধি দুইয়েরই সুবিধা ঘটে। লেনিনের "ইসক্রা" কর্তৃক প্রচারিত নীতি মেনে-চলা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক সংগঠনগুলির নেতৃত্বে শ্রমিকেরা অর্থনৈতিক ধর্মঘট এবং নিজেদের জীবনযাত্রা মানের উন্নয়নে পুঁজিবাদী ব্যক্তিবিশেষ বিরোধী সংগ্রাম থেকে উপনীত হল শ্রেণী সংগ্রামের উচ্চতর স্তরে — রাজনৈতিক ধর্মঘট এবং রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে, যার শ্লোগান ছিল: "জার-স্বৈরতন্ত্র মুর্দাবাদ!" ১৯০০'তে খার্কভে মে দিবসের রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিলে ১০ হাজার লোক যোগ দেয়। ১৯০১'এর মে দিবসে সেণ্ট পিটারস্বুর্গ, তিফ্লিস, ওয়ারশ, লজ, ভিল্নো, কভ্নো, কাজান প্রভৃতি সহরে বিক্ষোভ-মিছিল বেরয়। ১৯০১'এ সেণ্ট পিটারস্বুর্গে ওবুখভ্ কারখানার যে ধর্মঘট সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাতে শেষ হয় তার তাৎপর্য সবিশেষ; ১৯০২'তে বাতুমের রাজনৈতিক বিক্ষোভ-মিছিল এবং দন তীরের রস্তভের সাধারণ ধর্মঘটও গুরুত্বপূর্ণ। পুলিশ নির্যাতন বাড়ল, তার উপর জার সরকার শ্রমিক শ্রেণীর সংগ্রামের সঙ্গে ছলনা চাতুরী চালাল, উৎকোচের সাহায্য নিল। শতকের প্রথম দিকে বিপ্লবী পরিস্থিতির দ্রুত পরিণতির সময় গুপ্ত পুলিশের অধীনে বৈধ শ্রমিক সংগঠন গড়ে জার সরকার বিপ্লবী আন্দোলন থেকে শ্রমিকদের দৃষ্টি সরাবার চেষ্টা করে। এ নীতি "পুলিশ সমাজতন্ত্র" বা "জুবাতভশ্চিনা" নামে অভিহিত হল, সশস্ত্র পুলিশবাহিনীর কর্নেল জুবাতভ এ সব সংগঠনের উদ্যোক্তা ছিলেন বলে। ১৯০২'এর গোড়ায় মস্কোয় একটার পর একটা ধর্মঘট ঘটাতে বোঝা গেল শ্রমিক আন্দোলন দাবাবার ক্ষমতা নেই জুবাতভ সংগঠনগুলির। ১৯০৩'এ শ্রমিক আন্দোলন নতুন ও উচ্চতর একটি স্তরে উপনীত হল। স্থানীয় বিচ্ছিন্ন ধর্মঘট থেকে বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিকেরা গেল সাধারণ

ধর্মঘটের পর্যায়ে, ট্রান্সককেশাস ও উক্রেনের সমস্ত শিল্পাঞ্চল যার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। ১৯০৩'এ দক্ষিণ রাশিয়ায় প্রায় দু লক্ষ শ্রমিক একটি সাধারণ ধর্মঘটে যোগ দেয়।

প্রলেতারিয়েতের পশ্চাদানুসরণ করে চাষীরা জমিদারদের বিরুদ্ধে গণসংগ্রামী কর্মপন্থা অবলম্বন করে। ১৯০০ থেকে ১৯০৪, এ পাঁচ বছরে রাশিয়ায় ৬৭০টি কৃষক হাঙ্গামা ঘটে। সবচেয়ে বড়ো হাঙ্গামা হয় ১৯০২ সালের বসন্তকালে খার্কভ ও পল্‌তাভা গুবের্নিয়ায়, ছদিনের মধ্যে এখানে ষাটটি জমিদারি মহাল বিনষ্ট হয়।

শতকের শেষে রাশিয়ার অ-রুশ অঞ্চলে গভীর অর্থনৈতিক পরিবর্তন চলেছিল। বিশ শতকের প্রথম দিকে পোল্যান্ড, বল্টিক এলাকা, পূর্ব উক্রেন এবং বাকুর শিল্পগুলি পুরানো শিল্পাঞ্চলগুলিকে ছাড়িয়ে যায়। এসব এলাকায় ছিল বিপ্লবী স্কুলে তালিম-পাওয়া রুশী শ্রমিকদের বড়ো দল এবং স্থানীয় জাতিগুলির শ্রমিকেরাও। মধ্য ভলগায়, উরালের কাছাকাছি জেলাগুলিতে, ককেশাসে (বাকু বাদে), তুর্কিস্তানে এবং সাইবেরিয়ায় শিল্পবিকাশ সবে শুরু হয়েছিল। মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানের অর্থনীতিতে, পিছিয়ে-পড়া অঞ্চলগুলিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের অনুপ্রবেশে এগুলি এসে পড়ল রুশ সাম্রাজ্যবাদের সাধারণ ব্যবস্থায়। সে-সময় অ-রুশ অঞ্চলে পুঁজিবাদী সম্পর্ক বিকাশের অর্থ ছিল জাতীয় ও ঔপনিবেশিক পীড়নের বৃদ্ধি। উক্রেনীয়, বেলরুশীয়, লিথুয়ানীয়, তুর্কমেনীয়, উজবেক, কাজাখ, জর্জীয়. আর্মেনীয়, আজেরবাইজানীয় প্রভৃতির জাতিগত বৈশিষ্ট্যের পরোয়া করত না জার সরকার, স্কুলে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে সেখানকার ভাষা ব্যবহার নিষিদ্ধ ছিল, জাতীয় সংস্কৃতিগুলির লাঞ্ছনা ঘটত। উক্রেন, ট্রান্সককেশাস, পোল্যান্ড, বল্টিক এলাকা এবং বেলরুশিয়ায় শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন গড়ে ওঠে সারা-রুশ শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে। মার্ক্সবাদী বিপ্লবী নানা সংগঠন গড়ে রুশ শ্রমিকরা উপান্ত প্রদেশগুলির বিপ্লবী আন্দোলনে প্রধান ভূমিকা নেয়। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলন অ-রুশ উপান্ত প্রদেশগুলির সমস্ত মেহনতীদের সামাজিক ও জাতীয় মুক্তি সংগ্রাম উদ্বুদ্ধ এবং সংহত করে।

জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বেড়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে জাতীয় সমস্যার তত্ত্বগত সুস্পষ্ট একটি কর্মসূচী ও নীতি দরকার হয়ে পড়ে সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পক্ষে, লেনিন এ কার্য সম্পাদন করেন। এর ভিত্তিতে ছিল সমস্ত জাতির সম্পূর্ণ সমতা, আত্মকর্তৃত্বের অধিকার, প্রলেতারীয় আন্দোলনের আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং এক একটি রাষ্ট্রে সম্মিলিত প্রলেতারীয় সংগঠনের মধ্যে সেখানকার সমস্ত জাতির শ্রমিকদের একতা। মেহনতী মানুষদের সংগ্রামী ঐক্যের পক্ষ নিয়ে বলশেভিকরা দুটো ফ্রণ্টে সংগ্রাম চালায় -- "বৃহৎ শক্তি" উগ্রজাতিবাদ এবং স্থানীয় বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে।

১৯০২ সালের কৃষক বিক্ষোভের প্রভাবে পুরনো নারোদনিক চক্র থেকে পেটি-বুর্জোয়া সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টিটি গড়ে ওঠে, রাশিয়ায় বিপ্লবী আন্দোলনের

মহাক্ষতি করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের বিরোধী এই পার্টি। সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা "বিপ্লবী রাশিয়া" নামে একটি সংবাদপত্র ও "রুশ বিপ্লবের অগ্রদূত" নামে একটি সাময়িক পত্র চালাতেন, দুটিই বিদেশে থেকে প্রকাশিত হয় ১৯০০ থেকে ১৯০৫ পর্যন্ত। দলের নেতা ছিলেন গেশুনি, গৎস, চের্নভ এবং আভ্‌ক্সেন্তিয়েভ। দলটি স্বৈরতন্ত্রের বিপক্ষে এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ছিল, কিন্তু রুশ বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের সামাজিক সারার্থ এদের কাছে ধরা পড়েনি। এরা বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের প্রধান ভূমিকা এবং প্রলেতারীয় একনায়কত্বের কথা মানত না, চাষীদের মধ্যে শ্রেণীবিরোধ ও বৈষম্যের কথা স্বীকার করত না। গ্রামের যে গোষ্ঠী সমাজ চাষীকে জমি দিয়ে তার গতিবিধির স্বাধীনতা কেড়ে নিয়ে জারতন্ত্রের আওতায় তার সামাজিক স্থান নির্ণয় করত, নারোদনিকদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সেই গ্রাম গোষ্ঠীকেই সমাজতন্ত্রের ভ্রূণাবস্থা বলে মনে করতেন সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা। "জমির সমাজীকরণের" একটি কল্পস্বর্গীয় কর্মসূচী হাজির করতেন, জমিদারদের ভূস্বত্বাধিকার এবং জমির ব্যক্তিগত যে কোনো মালিকানার বিরোধিতা করে তাঁরা এই বিপজ্জনক ভ্রান্তির প্রচার করতেন যে "জমির সমাজীকরণ" হলেই, অর্থাৎ জমিকে সামাজিক সম্পত্তিতে পরিণত করে প্রত্যেক কৃষক পরিবারকে গোষ্ঠী সমাজের নিয়ন্ত্রণে সমান পরিমাণ জমি ব্যবহার করতে দিলেই শোষণ ও সর্বনাশের হাত থেকে রেহাই পাবে চাষীরা।

সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের মতে স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রধান হাতিয়ার হল ব্যক্তিগত সন্ত্রাস। এ কর্মপন্থায় জনগণের বিপ্লবী উদ্যম ব্যাহত হত, তারা বাধ্য হত নিষ্ক্রিয় থাকতে। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেসে এ কথা স্বীকৃত হল যে, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের কার্যকলাপ "শুধু প্রলেতারিয়েতের রাজনৈতিক বিকাশের নয় স্বৈরতন্ত্রের বিরুদ্ধে সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পক্ষেও বিপজ্জনক"।

বিশ শতকের গোড়াতে বিপ্লবী আন্দোলনে বৃদ্ধি পাওয়াতে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের বিরোধিতামূলক [illegible] প দেখা দিল। ১৯০২ সালের মার্চ মাসে জেমস্তভো (প্রাক-বিপ্লব স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা যাতে প্রধান ভূমিকা নিত দভোরিয়ানস্তভো এবং বুর্জোয়ারা) কর্ণধারদের একটি চক্র "মুক্তি" নামক সাময়িক পত্র বের করে, এটি প্রকাশিত হত বিদেশে, সম্পাদক ছিলেন স্ত্রুভে। ১৯০৪ সালের জানুয়ারিতে সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গে সাময়িক পত্রটির সমর্থকরা "মুক্তি সমিতি" গড়ে। ১৯০৩ সালের নভেম্বরে "জেমস্তভো নিয়মতান্ত্রিকদের সমিতি" গঠিত হল, জেমস্তভোর সভাগুলি যাতে সংবিধানের দাবি জানাতে পারে তার প্রস্তুতির জন্য। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে সাধারণ ধর্মঘটের পর এ দুটি সমিতি মিলে গড়ে তোলে রুশ বুর্জোয়াদের প্রধান রাজনৈতিক পার্টি — কনস্টিটিউশন্যাল ডেমোক্রাটদের কেন্দ্রমূল (নামের রুশ আদ্যাক্ষরগুলির জন্য এরা পরিচিত "কাদেত" বলে)।

## রুশ-জাপান যুদ্ধ (১৯০৪-১৯০৫)।
## রাশিয়ায় প্রথম বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব (১৯০৫-১৯০৭)

প্রশান্ত মহাসাগরে আধিপত্য লাভের সংগ্রাম আরো তীব্র হয়ে ওঠে শতকের সন্ধিক্ষণে, প্রতিযোগিতা চলল ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি, ফ্রান্স, রাশিয়া ও জাপানের মধ্যে। জাপান-চীন যুদ্ধে (১৮৯৪-১৮৯৫) চীনের পরাজয়ের পর সম্পাদিত সিমোনসেকি চুক্তি (১৮৯৫) অনুসারে তাইওয়ান দ্বীপ (ফোর্মোজা) এবং পোর্ট আর্থার সমেত লিয়াওতুঙ উপদ্বীপ চীন ছেড়ে দিতে বাধ্য হয় জাপানের হাতে। ফ্রান্স ও জার্মানির সহযোগিতায় রাশিয়া জাপানকে বাধ্য করে লিয়াওতুঙ উপদ্বীপ আত্মসাৎ করার ইচ্ছা পরিত্যাগ করতে। ১৮৯৬ সালের মে মাসে সম্পাদিত রুশ-চীনা চুক্তিতে মাঞ্চুরিয়ায় একটি রেলপথ (পূর্বচীন রেলওয়ে) নির্মাণের অধিকার পায় রাশিয়া; পোর্ট আর্থার ইজারা নিয়ে সেখানে একটি নৌঘাঁটি নির্মাণের অধিকার লাভের জন্য চীনের সঙ্গে রাশিয়া একটি চুক্তি করে ১৮৯৮ সালের মার্চ মাসে।

রাশিয়ার শক্তি বৃদ্ধির আশঙ্কায় ব্রিটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জাপানকে কোরিয়া দখল এবং মাঞ্চুরিয়ায় নিজের শক্তি সংহত করতে সাহায্য করে; উদ্দেশ্য ছিল জাপান ও রাশিয়ার মধ্যে লড়াই বাধানো, কেননা দূর প্রাচ্যে তাদের সবচেয়ে বড়ো প্রতিযোগী ছিল রাশিয়া। সামন্ত চীনের দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও রাশিয়া "ইজারা নেবার" ছুতোয় চীনা এলাকা দখল করে ঘাঁটি বানায়। এর ফলে ই-হো-তুয়ান (বক্সার) বিদ্রোহ ঘটে ১৯০০ সালে, রাশিয়া সমেত আটটি বৃহৎ শক্তি নিষ্ঠুরভাবে এর দমন করে। মাঞ্চুরিয়া দখল করল জার সৈন্যদল। ব্রিটেনের সঙ্গে ১৯০২ সালে একটি মৈত্রী চুক্তি করার পর জাপানী যুদ্ধবাদীরা রাশিয়ার বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রস্তুতি চালায়। এদিকে জার সরকারও ভাবে যে, জাপানের বিরুদ্ধে সংক্ষিপ্ত বিজয়ী যুদ্ধে নিজের অবস্থা দৃঢ় হবে, রাশিয়ায় যে বিপ্লব দানা বেঁধে উঠছে তা আটকানো যাবে।

১৯০৪ সালের ২৭শে জানুয়ারি পোর্ট আর্থারে রুশ নৌবহরের উপরে জাপানি ডেস্ট্রয়ারের বিশ্বাসঘাতক আক্রমণে রুশ-জাপান যুদ্ধের শুরু! দুটি রুশ জঙ্গী জাহাজ (ironclad) এবং একটি ক্রুজার ক্ষতিগ্রস্ত হয়। ১৯০৪ সালের মার্চ মাসে প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবহরের অধিনায়ক এ্যাডমিরাল মাকারভের মৃত্যু পোর্ট আর্থার রক্ষীদের পক্ষে ভয়ানক একটি লোকসান। একই সময়ে কোরিয়ায় জাপানী সৈন্য অবতরণ করে, এবং মাঞ্চুরীয় বাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কুরপাতকিনের নিষ্ক্রিয়, কাপুরুষসুলভ রণনীতির সুযোগ নিয়ে পোর্ট আর্থার এবং দক্ষিণ মাঞ্চুরিয়ায় প্রধান রুশ সৈন্যদলের বিরুদ্ধে আক্রমণ চালায়। ১৯০৪ সালের এপ্রিলে জাপানীরা লিয়াওইয়াঙ এলাকায় সমবেত রুশ সৈন্যদল থেকে পোর্ট আর্থারকে বিচ্ছিন্ন করে। পোর্ট আর্থারের রক্ষীদের ছেড়ে দেওয়া হল নিজেদের হাতে। পোর্ট আর্থার স্কোয়াড্রন চেষ্টা করে ব্যূহভেদ করে

ভ্লাদিভস্তকে পৌঁছবার (১০ই জুন এবং ২৮শে জুলাই), কিন্তু নেতৃত্ব দৃঢ় সংকল্প ছিল না বলে সে চেষ্টা বিফল হল। ১৭ই অগস্ট থেকে ২১শে অগস্ট পর্যন্ত চলে লিয়াওইয়াঙের যুদ্ধ, এ সময় জাপানী দ্বিতীয় এবং চতুর্থ বাহিনী ৩৯০টি কামান সমেত চেষ্টা করে ঘুরে গিয়ে রুশ বাহিনীর ডান পাশ আক্রমণ করার। সাইবেরীয় পদাতিক কোর'এর দৃঢ়তায় এ আক্রমণ ব্যর্থ হল। জাপানী প্রথম বাহিনী তাইচি নদী পেরল রুশ যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার উদ্দেশ্যে। নিজের বাহিনীর পার্শ্বদেশ নিয়ে শঙ্কিত কুরপাত্‌কিন মুকদেনে হটে যান। ১৯০৪ সালের অগস্টে প্রত্যক্ষ আক্রমণে পোর্ট আর্থার দখলের চেষ্টায় প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হল জাপানীরা, কিন্তু সাফল্য মিলল না। সমস্ত জাপানী আক্রমণ প্রতিহত করে পোর্ট আর্থারের রক্ষীরা। প্রত্যক্ষ আক্রমণ ছেড়ে ধারাবদ্ধ অবরোধ শুরু করতে হল জাপানীদের। পোর্ট আর্থারের বীরোচিত প্রতিরক্ষার ফলে যেসব জাপানী সৈন্য স্থলে নেমেছিল তার অন্তত অর্ধেক পোর্ট আর্থারের কাছে থাকতে বাধ্য হয়, আক্রমণ শুরু করার সুবিধা পায় রুশ বাহিনীগুলি। কিন্তু প্রস্তুতি ভালোভাবে করা হয়নি বলে তা ব্যর্থ হল। ২২শে সেপ্টেম্বর থেকে ৪ঠা অক্টোবর চলে শা নদীর যুদ্ধ, রুশ বা জাপানী, কারো পক্ষে চূড়ান্ত ফল হল না।

এ্যাডমিরাল রজেস্ত্‌ভেনস্কির অধিনায়কত্বে দ্বিতীয় প্রশান্ত মহাসাগরীয় স্কোয়াড্রন পোর্ট আর্থারের সাহায্যে বল্টিক ছাড়ে অক্টোবরে। রজেস্ত্‌ভেনস্কির স্কোয়াড্রন এসে পড়ার আগেই সমুদ্রে প্রাধান্য নিশ্চিত করার এবং মাঞ্চুরীয় ফ্রন্টে চূড়ান্ত যুদ্ধে এক লক্ষ সৈন্যের বাহিনী পাঠানোর জন্য, যেমন করে হোক পোর্ট আর্থার দখলের জন্য ব্যস্ত সমস্ত হয়ে পড়ে জাপানীরা। পোর্ট আর্থারের ভূবাহিনীর অধিনায়ক জেনারেল কন্দ্রাতেঙ্কো নিহত হন ১৯০৪ সালের ২রা ডিসেম্বর; এ্যাডমিরাল মাকারভের মৃত্যুর পর ইনিই ছিলেন রক্ষী বাহিনীর প্রাণ স্বরূপ। ১৯০৪ সালের ২০শে ডিসেম্বর (২রা জানুয়ারি, ১৯০৫) কোয়ানতুঙ ঘাঁটি এলাকার অধিনায়ক জেনারেল স্তেস্সেল আত্মসমর্পণমূলক সন্ধি সই করেন; এ এলাকার অন্তর্গত ছিল পোর্ট আর্থার। পোর্ট আর্থারের প্রতিরক্ষায় কয়েকটি জার জেনারেলের বেইমানি ও অজ্ঞতা উদ্ঘাটিত হয়। অত্যন্ত কঠিন পরিস্থিতিতে, বিদেশে সমুদ্র ও ভূখণ্ডের সঙ্গে যোগাযোগ হারিয়ে রুশ নাবিক ও সৈন্যরা এবং অফিসারদের মধ্যে যারা ভালো তারা প্রায় আট মাস ধরে দুর্গ প্রতিরক্ষায় বীরত্ব, চরিত্র মাহাত্ম্য এবং আত্মত্যাগের পরিচয় দেয়। যুদ্ধে জার রাশিয়ার সামরিক সংগঠন এবং গোটা শাসনযন্ত্রের গলিত অবস্থা ধরা পড়ে, অবনতি ঘটে মেহনতীদের অর্থনৈতিক অবস্থায়, তাই জনগণের মধ্যে দেখা দেয় প্রবল অসন্তোষ।

বিপ্লবের শক্তি উন্মোচনে ভূমিকা নেয় ১৯০৪ সালের ডিসেম্বরে বাকু শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট; এর ফলে তারা ৯ ঘণ্টার কর্মদিন লাভ করে, রুশ শ্রমিক আন্দোলনের ইতিহাসে মনিবদের সঙ্গে শ্রমিকদের এই প্রথম যৌথ চুক্তি সম্পাদিত হল।

## ১৯০৫'এর বিপ্লবের শুরু

সাম্রাজ্যবাদের যুগে প্রথম গণ বিপ্লব হল ১৯০৫-১৯০৭'এর রুশ বিপ্লব। যে কর্তব্যের সম্মুখীন হয়েছিল এই বিপ্লব তা হল স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে ভূমিদাসপ্রথার জেরের অবসান; এগুলি টিকে থাকার দরুন প্রলেতারিয়েতের নিষ্ঠুরতম পুঁজিবাদী শোষণ দেখা দেয়, রাশিয়ার জনসংখ্যার অধিকাংশ যারা সেই চাষীদের ভাগ্যে লেগে থাকত বারোমেসে অভাব, দারিদ্র্য এবং সর্বনাশ। ভূমিদাসপ্রথার জেরের অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলে ছিল জমিদারদের ভূমিস্বত্ব। সুতরাং রাশিয়ায় বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রধান প্রশ্ন ছিল কৃষি সমস্যা, জমিদারি ব্যবস্থা অবসানের জন্য কৃষক সংগ্রাম। আধারের দিক দিয়ে আসলে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব হলেও, ১৯০৫-১৯০৭'এর রুশ বিপ্লব সতেরো এবং উনিশ শতকের মধ্যে যেসব বুর্জোয়া বিপ্লব ঘটে তাদের থেকে আমূল আলাদা ছিল — এ সব বিপ্লব ঘটে পুঁজিবাদের অভ্যুদয়ের কালে, যখন বুর্জোয়ারা ছিল বিপ্লবী শ্রেণী। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লব ঘটে সাম্রাজ্যবাদের যুগে, যার বিকাশের খাসচরিত্র দেখা দিল পুঁজিবাদের অবক্ষয়ে এবং সমস্ত সামাজিক ও রাজনৈতিক বিরোধের অধিকতর তীব্রতায়। বিশ শতকের শুরু নাগাদ রাশিয়ায় শ্রমিকেরা শুধু যে বিশিষ্ট একটি শ্রেণী হিসেবে গড়ে উঠেছিল তাই নয়, শ্রেণী-সংগ্রামে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছিল, গঠন করেছিল নিজস্ব মার্ক্সবাদী পার্টি, দেখিয়েছিল যে দেশের মধ্যে তারা সবচেয়ে অগ্রসর এবং সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক শক্তি। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের একটি খাস বৈশিষ্ট্য — বিপ্লবের মধ্যেই দুটি সামাজিক সংগ্রামের বিকাশ। লেনিন লেখেন: "আজকের রাশিয়ায় দুটি যুধ্যমান শক্তি থেকে নয়, দুটি বিভিন্ন ও বিচিত্র সমাজ-সংগ্রাম থেকে গড়ে উঠছে বিপ্লবের মর্মবস্তু: এদের একটি নিহিত আছে বর্তমান স্বৈরাচারী ভূমিদাসপ্রথায়, অন্যটি নিহিত ভবিষ্যৎ সেই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রথায় যেটি আমাদের চোখের সামনে জন্ম নিচ্ছে। একটি হল সমগ্র জনগণের মুক্তির জন্য (বুর্জোয়া সমাজের মুক্তির জন্য), গণতন্ত্রের জন্য, অর্থাৎ জনগণের স্বৈরক্ষমতার জন্য সংগ্রাম, আর অন্যটি হল সমাজের সমাজতন্ত্রী সংগঠনের জন্য বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী সংগ্রাম।" শ্রমিক আন্দোলনের ব্যাপকতায় শঙ্কিত এবং প্রতিক্রিয়াশীল জমিদার এবং জারতন্ত্রের সঙ্গে বহুসূত্রে জড়িত রুশ বুর্জোয়ারা গণতান্ত্রিক বিপ্লব বিকাশে ভয় পেত। বিপ্লবের প্রধান নায়ক হয়ে উঠল প্রলেতারিয়েত, আর চাষীরা বুর্জোয়াদের নয়, প্রলেতারিয়েতের মজুত শক্তি এবং প্রধান মিত্র হয়ে দাঁড়াল।

১৯০৫ সালের ৯ই জানুয়ারির ঘটনায় বিপ্লব শুরু হল সেণ্ট পিটারসবুর্গে। শ্রমিকদের একটি শান্তিপূর্ণ মিছিল পুরোহিত গাপনের নেতৃত্বে জার দ্বিতীয়



শীত প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভী শ্রমিকদের উপর সৈন্যদের গুলিবর্ষণ, ৯ই জানুয়ারি, ১৯০৫।

নিকলাসকে নিজেদের অভাব বিষয়ে একটি আবেদন পেশ করার জন্য যাচ্ছিল, সে সময় তাদের উপর গুলিবর্ষণ করা হয়। মৃতের সংখ্যা হাজারের বেশি, আহত হল কয়েক হাজার। ক্রমবর্ধমান শ্রমিক আন্দোলনকে রক্তগঙ্গায় ডুবিয়ে ঠাণ্ডা করার অভিপ্রায় ছিল সরকারের। "রক্তাপ্লুত রবিবার" কিন্তু জারের উপর শ্রমিকদের সরল বিশ্বাস ভেঙে দিল। এমনকি সবচেয়ে পিছিয়ে-পড়া শ্রমিকেরাও বুঝতে পারল যে মুক্তির একমাত্র পথ হল বিপ্লব। সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গের রক্তস্নানের জবাব রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী দিল ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘটে, রাস্তায় বিক্ষোভ-মিছিলে। ১৯০৫ সালের জানুয়ারিতে ৪ লক্ষ ৪০ হাজারের বেশি লোকে ধর্মঘট করে, অর্থাৎ বিপ্লবের আগের গোটা দশকের সব ধর্মঘটে যত লোক যোগ দেয় (৪,৩০,০০০) তার চেয়ে বেশি। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দাবী মেলানো জানুয়ারির এই ধর্মঘটে সবচেয়ে সক্রিয় ছিল ধাতুকর্মীরা। ৯ই জানুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর রাশিয়ার বীরোচিত প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে ঐক্যের একটি ব্যাপক আন্দোলন দেখা দেয় পাশ্চাত্যের শ্রমিক এবং প্রগতিশীল লোকেদের মধ্যে।

১৯০৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি মুকদেন যুদ্ধ শুরু হল, দুপক্ষ মিলিয়ে প্রায় ৬ লক্ষ লোক। রুশ সৈন্যদের সাহস ও ধৈর্যের ফলে রুশ বাহিনীকে ঘেরাও করার জাপানী ফিকির ব্যর্থ হল। প্রধান রুশ সৈন্যদল পিছিয়ে গেল তিয়েলিঙে। ১৯০৫ সালের

১৪ই এবং ১৫ই মে সুশিমা প্রণালীতে জাপানী নৌবহরের হাতে রজেস্ত্ভেনস্কির স্কোয়াড্রনের চরম পরাজয় ঘটল। এর রণনৈতিক তাৎপর্য বিচার করে লেনিন লেখেন: "রুশ নৌবহর একেবারে বিনষ্ট হয়েছে। যুদ্ধে চূড়ান্ত পরাজয় ঘটেছে ... শুধু একটা সামরিক পরাজয় নয়, সামরিক পতনেরই মুখোমুখি হয়েছে স্বৈরতন্ত্র।"

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস লণ্ডনে বসে ১৯০৫ সালের এপ্রিলে। মেনশেভিকরা এতে যোগ দিতে অস্বীকার করে জেনেভায় নিজেদের সম্মেলন ডাকে। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস ও মেনশেভিক সম্মেলনের সিদ্ধান্তগুলিতে বলশেভিক ও মেনশেভিকদের তত্ত্ব ও রণকৌশলের গভীর পার্থক্য সম্পূর্ণ প্রকাশ পেল। পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস বলল, যে-বিপ্লব চলেছে তার প্রকৃতি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক হলেও সর্বাগ্রে ও প্রধানত প্রলেতারিয়েতই সম্পূর্ণ জয়লাভ চায়, কেননা বিপ্লব জয়ী হলে নিজেদের সংগঠিত করার, রাজনৈতিকভাবে বিকশিত হবার এবং সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে আগুয়ান হবার সুযোগ পাবে প্রলেতারিয়েত। শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এই বিপ্লবের জয়লাভের অপরিহার্য সর্ত, এর সঙ্গে সঙ্গে উদারনৈতিক রাজতন্ত্রী বুর্জোয়াদের বিচ্ছিন্ন করতে হবে। কংগ্রেস দৃঢ়ভাবে বোঝে যে, পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান কর্তব্য হল ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট থেকে সশস্ত্র বিদ্রোহে উপনীত হওয়া এবং সে জন্য বিদ্রোহের সংগঠন এবং টেকনিকাল প্রস্তুতির আবশ্যকতার উপর জোর দিল। মেনশেভিকরা যে রণকৌশলের সিদ্ধান্ত নিল তাতে প্রলেতারিয়েতের আধিপত্য এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রীর প্রয়োজনীয়তা অস্বীকৃত। বিপ্লবে উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের নেতৃত্ব এবং বিপ্লবী কর্মপন্থার পরিবর্তে ক্ষুদ্র সংস্কার এই ছিল মেনশেভিকদের প্রতিপাদ্য। এ রণকৌশলের মানে বিপ্লবের শক্তিহ্রাস। "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" (১৯০৫) পুস্তকে লেনিন তৃতীয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত এবং বিপ্লবে বলশেভিকদের রণনীতি ও রণকৌশলের একটি তাত্ত্বিক ভিত্তি দেন, মেনশেভিকদের সুবিধাবাদী রণকৌশল তিনি উদ্ঘাটিত করেন, কী ভাবে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হতে পারে তার একটি সুস্পষ্ট পরিপ্রেক্ষিত তিনি দেন রুশ মার্ক্সবাদীদের।

১৯০৫ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে বিপ্লবী আন্দোলন আরো জোরালো হয়। ১লা মে সেণ্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো, ওয়ারশ এবং অন্যান্য সহরে শ্রমিক ধর্মঘট ও বিক্ষোভ-মিছিল ঘটে। ১৯০৫'এর জুন মাসে সশস্ত্র বিদ্রোহ দেখা দিল লজে। তিন দিন শ্রমিকেরা ব্যারিকেড তুলে অসীম সাহসে লড়ে জার সৈন্যদের সঙ্গে। ইভানভো-ভজনেসেন্স্কের ৭০ হাজার সুতাকল মজুরদের ৭২ দিন ব্যাপী (১২ই মে থেকে ২৩শে জুলাই) ধর্মঘট দেশের মেহনতীদের বিপ্লবী মনোভাবে উদ্বুদ্ধ করতে বিশেষ সাহায্য করে। ধর্মঘটের সময় মুখিয়াদের একটি সোভিয়েত গড়া হয়। এটি বাস্তবিক শ্রমিক প্রতিনিধির প্রথম একটি সোভিয়েত।

বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলনের প্রত্যক্ষ প্রভাবে বেড়ে ওঠে কৃষক আন্দোলন (৩ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

**৩ নং তালিকা**

**১৯০৫-১৯০৭'এর মধ্যে শ্রমিক ও কৃষক আন্দোলন**

| | ১৯০৫ | ১৯০৬ | ১৯০৭ |
|---|---|---|---|
| ধর্মঘটী শ্রমিকদের সংখ্যা (হাজারে) . . . | ২,৮৬৩ | ১,১০৮ | ৭৪০ |
| কৃষক হাঙ্গামার সংখ্যা . . . . . . . . . | ৩,২২৮ | ২,৬০০ | ১,৩৩৭ |

১৯০৫ সালের ফেব্রুয়ারি মাসেই চাষীরা কুর্স্ক, ওরেল, চের্নিগভ, ভরনেজ, সারাতভ এবং তিফ্‌লিস গুবের্নিয়ায় জমিদারদের বিরুদ্ধে ব্যাপক সংগ্রাম চালায়। বল্টিক এলাকায় ক্ষেত-মজুররা ধর্মঘট করে মার্চ মাসে। ১৯০৫'এর বসন্ত ও গ্রীষ্মকালে উক্রেন, বেলরুশিয়া এবং মধ্য ভল্‌গায় আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল। নিজেদেরি উদ্যোগে চাষীরা জমিদার ও সরকারের বনে গাছ কাটা শুরু করল, দাবী করল অত বেশি খাজনা নেওয়া চলবে না, ইজারা-নেওয়া বন্দোবস্ত জমির জন্য চাকরান কাজের মাত্রা কমাতে হবে, জমিদারদের ভূমি দখল করে তারা, জমিদারি মহাল পুড়িয়ে দিল, খাজনা দিতে



ধর্মঘটীদের উপর হামলা, ১৯০৫। ভ্লাদিমিরভের আঁকা।

অস্বীকার করল। ১৯০৫'এর জানুয়ারি থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে কৃষকদের নথিবদ্ধ কার্যকলাপের সংখ্যা ১,৬৩৮টি। বিপ্লবী কৃষক আন্দোলনের অগ্রগতির ফলে ১৯০৫'এর গ্রীষ্মকালে দেখা দিল কৃষক শ্রেণীর প্রথম রাজনৈতিক গণ-সংগঠন — নিখিল রুশ কৃষক সমিতি।

সৈন্য ও নৌবাহিনীতে কয়েকটি বিদ্রোহ ঘটে। জুন মাসে কৃষ্ণ সাগর বহরের জঙ্গী জাহাজ "পতেমকিন"এ বিদ্রোহ হল। সমস্ত কিছু দুর্বলতা ও ত্রুটিবিচ্যুতি সত্ত্বেও "পতেমকিন" বিদ্রোহের ঐতিহাসিক তাৎপর্য বিরাট: জারতন্ত্রের সশস্ত্র বাহিনীর বড়ো একটি অংশ — একটি জঙ্গী জাহাজ এই প্রথম প্রকাশ্যভাবে বিদ্রোহের পক্ষ নিল। বিপ্লবী কার্যকলাপের গণচরিত্রে শঙ্কিত হয়ে জার সরকার অনেক কিছু ফিকিরের সাহায্য নেয়। ৬ই অগস্টের একটি ইস্তাহারে পরামর্শমূলক একটি রাষ্ট্রীয় দুমা প্রতিষ্ঠার ঘোষণা করা হয়, পরে এর নাম হয় বুলিগিন দুমা। দুমা আহ্বান করে বিপ্লবী উত্তেজনা হ্রাসের আশা ছিল সরকারের। বলশেভিকরা দুমা সক্রিয়ভাবে বয়কট করল, কেননা বিপ্লব যখন দ্রুত শক্তিসঞ্চয় করছে তখন দুমায় যোগ দিলে জনগণের দৃষ্টি প্রধান কর্তব্য থেকে যাবে অন্যদিকে, সে কর্তব্য ছিল স্বৈরতন্ত্রের উপর সরাসরি চাপ দেওয়া। বুলিগিন দুমা আর বসেনি, লেনিনের ভাষায় "বিপ্লবের ঘূর্ণিতে তা উড়ে যায়"।

১৯০৫ সালের ২৩শে অগস্ট (৫ই সেপ্টেম্বর) রাশিয়া জাপানের সঙ্গে পোর্টস্মথ্ চুক্তি সই করে; দক্ষিণ সাখালিন, পোর্ট আর্থার এবং পোর্ট আর্থার থেকে চাঙ্গচুন পর্যন্ত রেলপথ জাপান পেল, কোরিয়াকে জাপানী প্রভাবক্ষেত্রের অন্তর্ভুক্ত বলে মেনে নেওয়া হল। অর্থনৈতিক ও সামরিক পশ্চাদবর্তিতার দরুন যুদ্ধে পরাজয় ঘটে রাশিয়ার। জার আমলের প্রতি জনগণের ঘৃণা আরো বাড়ল এ সামরিক পরাজয়ের ফলে।

## বিপ্লবী জোয়ারের কাল।

## অক্টোবরের সারা-রুশ সাধারণ ধর্মঘট।

## ডিসেম্বরের সশস্ত্র বিদ্রোহ (১৯০৫)

১৯০৫'এর হেমন্ত নাগাদ বিপ্লবী আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে। ৭ই অক্টোবর মস্কোয় কাজান রেলকর্মীদের ধর্মঘট শুরু হয় এবং তারপর ছড়িয়ে পড়ে দেশের সব রেলওয়েতে। রেলকর্মীদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে শিল্প, বাণিজ্য, ডাক এবং টেলিগ্রাফকর্মী এবং অন্যরা। অক্টোবরের সাধারণ ধর্মঘটে বিশ লক্ষের বেশি লোক যোগ দেয়। ধর্মঘটের প্রধান স্লোগান ছিল স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। বিপ্লবী জনগণের চাপে ১৭ই অক্টোবর জার সরকার একটি

ইস্তাহারে রাজনৈতিক অধিকার এবং একটি বিধানিক রাষ্ট্রীয় দুমা আহ্বানের কপট প্রতিশ্রুতি দিল। নিজেদের এবং সমস্ত লোকের জন্য প্রলেতারিয়েত যা পেল তা স্বল্প কালস্থায়ী হলেও রাশিয়ার ইতিহাসে তখন পর্যন্ত অজানা — ভাষণ, মুদ্রণ ও ট্রেড ইউনিয়নের স্বাধীনতা।

ইস্তাহার জারির সময় মন্ত্রিসভার নতুন সভাপতি নিযুক্ত হলেন উদারনৈতিকের মুখোষধারী ভিত্তে। লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা জনগণকে হুঁশিয়ারি জানাল যে, জারতন্ত্রের মতলব হল শক্তি পুনর্বিন্যাসের জন্য সময় লাভ করা। বিপ্লবী আন্দোলন দমনের জন্য "কালো শ" সংগঠন গড়া শুরু করল জার সরকার। "কালো শ"দের সাহায্যে জার সরকার দাঙ্গা বাধাত, গ্রেপ্তার চালাত, নৃশংস ব্যবহার করত বিপ্লবীদের সঙ্গে, খুন করত তাদের।

শুধু পার্লামেণ্টারি পথে বিপ্লবী আন্দোলনকে টেনে আনার চেষ্টা করে উদারনৈতিক বুর্জোয়া ও মেনশেভিকরা, কিন্তু সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কথা প্রচার করে বলশেভিকরা মহা উদ্যমে এবং এর প্রস্তুতি চালায়। শ্রমিকদের সশস্ত্র দল সংগঠিত করে বলশেভিকরা, অস্ত্র জোগায় তাদের, তালিম দেয়। ১৭ই অক্টোবরের পর বিপ্লবী আন্দোলন নতুন উৎসাহ পেল। জনসাধারণ নিজেরাই গড়ে তুলল এক অভূতপূর্ব গণ রাজনৈতিক সংগঠন, গড়ে তুলল শ্রমিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত। ১৩ই অক্টোবর সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ সোভিয়েতের প্রথম সভা বসে। ১৯০৫'এর অক্টোবর ও ডিসেম্বরের মধ্যে মস্কো, কিয়েভ, দন তীরের রস্তভ, ওদেসা, নিকলায়েভ, বাকু, স্‌মলেনস্ক, সামারা, কস্ত্রমা, ত্‌ভের, সারাতভ, নভরসিইস্ক, তাগানরগ, ইয়েকাতেরিনস্‌লাভ, সেভাস্তপল, ক্রাস্‌নয়ারস্ক, চিতা প্রভৃতি সহরে সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত হল। ধর্মঘট আন্দোলনের পরিচালক-সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতগুলির সূত্রপাত, কিন্তু বিপ্লবের অগ্রগতির মধ্য থেকে তারা জনশাসনের বাহনের ভবিষ্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়াল, কয়েকটি সহরে (মস্কো, চিতা, নভরসিইস্ক ইত্যাদিতে) সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পরিচালনা তারা করে। সশস্ত্র জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং পরিচালনায় প্রধান ভূমিকা এদের অবধারিত, এভাবে সোভিয়েতগুলিকে দেখতেন লেনিন। আপোষপন্থী পার্টিরা সোভিয়েতগুলিকে মজুরদের শুধু শ্রমস্বার্থ রক্ষার, পুঁজিবাদী মনিব ও শ্রমিকদের সংঘাত মীমাংসার সংস্থায় পরিণত করার চেষ্টা চালায়। বিপ্লবী শক্তির সংস্থা হিসেবে সোভিয়েতের ভূমিকা এরা অস্বীকার করে, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের কর্মাস্ত্রে তাদের রূপান্তরের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। সে সময় মেনশেভিকদের প্রভাবাধীন সেণ্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েত সশস্ত্র শ্রমিক দলকে বলে যে. তাদের কাজ শুধু আত্মরক্ষা, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের জন্য সংগঠন বা প্রস্তুতি এ সোভিয়েত করেনি। সেণ্ট পিটারসবুর্গ ইত্যাদি বহু সহরে সে সময় বিপ্লবী উপায়ে মুদ্রণ স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা করা হয়। সেণ্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো এবং অন্য কয়েকটি সোভিয়েত নিজেদের সংবাদপত্র প্রকাশ করত — "সংবাদ" ("ইজভেস্তিয়া")। প্রথম

বৈধ বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা — "নতুন জীবন" ("নভায়া জিজ্‌ন") — সেণ্ট পিটারসবুর্গে প্রকাশিত হয় ২৭শে অক্টোবর। তখন বলশেভিক সংগঠনগুলি আধা-বৈধ অবস্থায় ছিল। ট্রেড ইউনিয়নের সংখ্যা ঝটিতি বেড়ে গেল।

নভেম্বরে নির্বাসন থেকে ফিরে এলেন লেনিন। জনগণের নেতৃত্ব এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে বলশেভিক পার্টির কার্যকলাপের পরিচালনা তিনি করেন।

বিপ্লবের গণ ভিত্তির প্রসারণ এবং শক্তিবৃদ্ধি এবং এর মধ্যে যত সম্ভব তত গ্রামাঞ্চলকে টেনে আনাকে অসীম গুরুত্ব দিতেন লেনিন। শ্রমিক শ্রেণীর বিপ্লবী কার্যকলাপের প্রভাবে জমিদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংগ্রাম আরো তীক্ষ্ন রূপ ধারণ করল, ক্রমাগত বেশি লোক যোগ দিতে লাগল এতে। ১৯০৫'এর অক্টোবর-ডিসেম্বরে কৃষক সংগ্রামকর্মের সংখ্যা নথি হিসেবে ১,৫৯০। ব্যাপকতম আকারে এ সব কার্যকলাপ ঘটে সেই সব এলাকায় যেখানে বৃহৎ জমিদারদের ভূসম্পত্তির প্রাধান্য (মধ্য কালো মাটি অঞ্চল, ট্রান্সককেশাস) এবং যেখানে কৃষিতে পুঁজিবাদী পদ্ধতির চর্চা বিকশিত (বল্টিক অঞ্চল এবং পশ্চিম উক্রেন)। এ আন্দোলনের মধ্যে পড়ে জমিদারের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ (১৯০৫ থেকে ১৯০৭ পর্যন্ত সমস্ত কৃষক কার্যকলাপের ৭৫·৪%), কর্তৃপক্ষ, পুলিশ এবং সৈন্যদের সঙ্গে সংঘাত (১৪·৫%) এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে কার্যকলাপ (১·৪%)। মরশুমী মজুর হিসেবে প্রতি বছর সহরে যেত যেসব চাষীরা এবং ধর্মঘটে যোগদানের জন্য গ্রামাঞ্চলে যেসব শিল্পশ্রমিকেরা নির্বাসিত হয়েছিল তারা এবং



সেভাস্তপলে নিহত বিপ্লবীদের অন্ত্যেষ্টি, অক্টোবর, ১৯০৫।

সৈন্য, নাবিক প্রভৃতিরা কৃষক বিক্ষোভের প্ররোচক ও নেতা ছিল। বিপ্লবী আন্দোলনে সহুরে মজুরদের অভিজ্ঞতা তারা দিত চাষীদের। কয়েকটি এলাকায় চাষীদের বিপ্লবী কৃষক সমিতি গঠিত হয়, এগুলি গ্রামাঞ্চলে ক্ষমতা নিজেদের হাতে নেয়, কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত প্রতিষ্ঠিত হয় কয়েকটি জায়গায়। কৃষক আন্দোলনের জোয়ার থামাবার চেষ্টা জার সরকার করে রক্তাক্ত নিপীড়নে, কপট প্রতিশ্রুতিতে, যৎসামান্য সুবিধাদানে। ১৯০৫'এর ৩রা নভেম্বর একটি ইস্তাহারে জার ঘোষণা করেন যে ১৯০৬ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে জমির জন্য দেয় টাকা অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হবে এবং তার পরের বছরের ১লা জানুয়ারি থেকে একেবারে নেওয়া হবে না। একই সঙ্গে সেনেটকে নির্দেশ দেওয়া হল যেন কৃষক ভূমি ব্যাঙ্ক থেকে জমি কেনার ঋণ আরো সুবিধাজনক সর্তে দেওয়া হয়।

জার সৈন্য ও নৌবাহিনীর উপর আরো প্রভাব বিস্তার করতে শুরু করে শ্রমিক ও চাষীদের বিপ্লবী কার্যকলাপ। ক্রনস্তাদ, সেণ্ট পিটারসবুর্গ, কিয়েভ, খার্কভ, বাকু, আশখাবাদ, ভ্লাদিভস্তক, তাশখন্দ ইত্যাদিতে সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে হাঙ্গামা ও বিদ্রোহ ঘটে। সবচেয়ে বড়ো বিদ্রোহ ঘটে সেভাস্তপলে সৈনিক ও নাবিকদের মধ্যে ১৯০৫ সালের ১১ই-১৫ই নভেম্বর। ঐক্য না থাকাতে জারের বিশ্বস্ত সৈন্যরা বিদ্রোহগুলিকে দমন করে।

রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস স্লোগান তোলে যেন শ্রমিকেরা নিজেরাই আট ঘণ্টা কর্মদিন চালু করে দেয়। এর উদ্দেশ্য ছিল জনগণের বিপ্লবী উদ্যোগের স্ফুরণ এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের পথে তাদের আনয়ন। ১৯০৫ সালের অক্টোবরে সেণ্ট পিটারসবুর্গের শ্রমিক সাধারণ এ স্লোগান গ্রহণ করে। ২৯শে অক্টোবর সেণ্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েত ৩১শে অক্টোবর থেকে সমস্ত কারখানায় আট ঘণ্টার কর্মদিন চালু করার সিদ্ধান্ত নেয়: পোল্যাণ্ডে সামরিক দণ্ডবিধি এবং ক্রনস্তাদে বিপ্লবী সৈনিক ও নাবিকদের কোর্ট-মার্শাল বিচারের বিরুদ্ধে শ্রমিকদের নিকট নতুন একটি রাজনৈতিক ধর্মঘট শুরু করার আহবান জানায় সেণ্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েত ১লা নভেম্বর। পরের দিন ধর্মঘট শুরু হয়, এতে ১ লক্ষ ২০ হাজার শ্রমিক সমেত ৫২৬টি শিল্পোদ্যোগ জড়িয়ে পড়ে। ১৯০৫ সালে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ধর্মঘটগুলি পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য করে। বিপ্লবের শুরুতে রাজনৈতিক ধর্মঘটের চেয়ে অর্থনৈতিক ধর্মঘটের প্রাধান্য স্পষ্ট ছিল। ১৯০৫'এর শেষ পাদে যখন বিপ্লবী আন্দোলন চরমে পেঁছিয় তখন প্রাধান্য লাভ করে রাজনৈতিক ধর্মঘট (৪ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

শ্রমিকদের ব্যাপক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ধর্মঘটের সঙ্গে এদিক ওদিক ঘটে কৃষক, সৈনিক ও নাবিকদের বিক্ষোভ: ধর্মঘটগুলি পরিণত হয় জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানে, এর মধ্যে এসে পড়ে সমস্ত জনগণ।

## ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরদের তদারকাধীন শিল্পোদ্যোগে ধর্মঘট আন্দোলন

## (১৮৯৫-১৯১৭)

| বছর | অর্থনৈতিক ধর্মঘট | | রাজনৈতিক ধর্মঘট | | মোট | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | ধর্মঘটের সংখ্যা | ধর্মঘটীদের সংখ্যা (হাজার) | ধর্মঘটের সংখ্যা | ধর্মঘটীদের সংখ্যা (হাজার) | ধর্মঘটের সংখ্যা | ধর্মঘটীদের সংখ্যা (হাজার) |
| ১৮৯৫-১৯০৪ . . | ১,৫৯৬ | ৩৯৯ | ১৬৯ | ৩২ | ১,৭৬৫ | ৪৩১ |
| ১৯০৫ . . . . | ৫,৭৮০ | ১,৪৩৯ | ৮,২০৯ | ১,৪২৪ | ১৩,৯৯৫ | ২,৮৬৩ |
| ১৯০৬ . . . . | ২,৫৪৫ | ৪৫৮ | ৩,৫৬৯ | ৬৫০ | ৬,১১৪ | ১,১০৮ |
| ১৯০৭ . . . . | ৯৭৩ | ২০০ | ২,৬০০ | ৫৪০ | ৩,৫৭৩ | ৭৪০ |
| ১৯০৮ . . . . | ৪২৮ | ৮৩ | ৪৬৪ | ৯৩ | ৮৯২ | ১৭৬ |
| ১৯০৯ . . . . | ২৯০ | ৫৬ | ৫০ | ৮ | ৩৪০ | ৬৪ |
| ১৯১০ . . . . | ২১৪ | ৪৩ | ৮ | ৩ | ২২২ | ৪৬ |
| ১৯১১ . . . . | ৪৪২ | ৯৭ | ২৪ | ৮ | ৪৬৬ | ১০৫ |
| ১৯১২ . . | ৭৩২ | ১৭৫ | ১,৩০০ | ৫৫০ | ২,০৩২ | ৭২৫ |
| ১৯১৩ . . . . | ১,৩৭০ | ৩৮৫ | ১,০৩৪ | ৫০২ | ২,৪০৪ | ৮৮৭ |
| ১৯১৪ (জানুয়ারি-জুলাই) . . . | ১,৫৬০ | ৪১৪ | ২,৫৩৮ | ১,০৩৫ | ৪,০৯৮ | ১,৪৪৯ |
| ১৯১৪* (অগস্ট-ডিসেম্বর) . . . | ৬১ | ৩২ | ৭ | ৩ | ৬৮ | ৩৫ |
| ১৯১৫* . . . . | ৭১৫ | ৩৮৪ | ২১৩ | ১৫৬ | ৯২৮ | ৫৪০ |
| ১৯১৬* . . . . | ১,১৬৭ | ৭৭৬ | ২৪৩ | ৩১০ | ১,৪১০ | ১,০৮৬ |
| ১৯১৭ (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি) . . . | — | — | — | — | ১,৩৩০ | ৬৭৬ |

* ওয়ারশ এলাকা বাদে।

এ অবস্থায় প্রতিক্রিয়াশীল দলগুলি আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে। ব্যাপক লক-আউট করে পুঁজিবাদীরা অপরিণত, অপ্রস্তুত সংগ্রামকর্মে শ্রমিকদের উসকাতে চেষ্টা করে। এর সঙ্গে ১৯০৫ সালের অক্টোবরে অর্জিত রাজনৈতিক অধিকারগুলি জার সরকার ধারাবাহিকভাবে খর্ব ও লঙ্ঘন করতে থাকে। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দুর্নভো সারা রাশিয়া ডাক ও তার কর্মীদের ইউনিয়ন নিষিদ্ধ করে দেন। যথেচ্ছাচারের প্রতিবাদে ডাক ও তার



মস্কোর সাদভায়া ও দল্‌গরুকভ্‌স্কায়া স্ট্রীটের মোড়ে ব্যারিকেড, ডিসেম্বর, ১৯০৫।

কর্মীদের একটি কংগ্রেস ১৫ই নভেম্বরে সারা-রাশিয়া ধর্মঘট ঘোষণা করে। ১৯০৫ সালের ২৪শে নভেম্বর "সাময়িক প্রকাশন সংক্রান্ত অস্থায়ী বিধিসমূহ" বলে সরকারের কড়া নিয়ন্ত্রণে আনা হল মুদ্রণকে। ব্যাপক আকারে ট্রেড ইউনিয়ন নেতা, কৃষক কংগ্রেসের প্রতিনিধি, ধর্মঘট কমিটির সদস্য এবং সোভিয়েত প্রতিনিধিদের গ্রেপ্তার চলে। ২রা ডিসেম্বর ধর্মঘট সংক্রান্ত একটি নতুন আইনে হুমকি দেওয়া হল যে পাব্লিক বা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ কোনো উদ্যোগের ধর্মঘটে যোগ দিলে কারাদণ্ড হবে। প্রত্যুত্তরে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সাংগঠনিক কমিশন, শ্রমিক-প্রতিনিধিদের সেণ্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েত এবং অন্যান্য সংগঠন ২রা ডিসেম্বর একটি ইস্তাহারে জনসাধারণকে আবেদন জানাল যেন তারা জার সরকারকে আর্থিক বয়কট করে। সেণ্ট পিটারসবুর্গের যে আটটি গণতান্ত্রিক সংবাদপত্র ইস্তাহারটি পুরো ছাপায় তাদের সেদিনই বন্ধ করে দেওয়া হল এবং ৩রা ডিসেম্বর সেণ্ট পিটারসবুর্গ সোভিয়েতের ২৬৭ জন সদস্য গ্রেপ্তার হলেন। প্রকাশ্য এই গৃহযুদ্ধে জার সরকার বড়ো বুর্জোয়াদের সঙ্গে এক হয়ে চলে — এঁরা ১৯০৫'এর ১৭ই অক্টোবরের পর বিপ্লবের বিরুদ্ধে জারতন্ত্রের পক্ষ নেয় সর্বতোভাবে। ১৯০৫'এর অক্টোবর এবং নভেম্বরে প্রধান দুটি বুর্জোয়া পার্টি গঠিত হয় — কনস্টিটিউশন্যাল-ডেমোক্রাটিক পার্টি (কাদেত), এর মধ্যে ছিল উদারনৈতিক জমিদারদের একটা অংশ, সহুরে মধ্য বুর্জোয়া ও বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের প্রতিনিধিরা

এবং অক্টোব্রিস্ট পার্টি (১৭ই অক্টোবরের সংঘ), এতে একত্রিত হয় বৃহত্তর বুর্জোয়া এবং ইতিমধ্যেই বুর্জোয়া হয়ে-ওঠা বড়ো জমিদাররা।

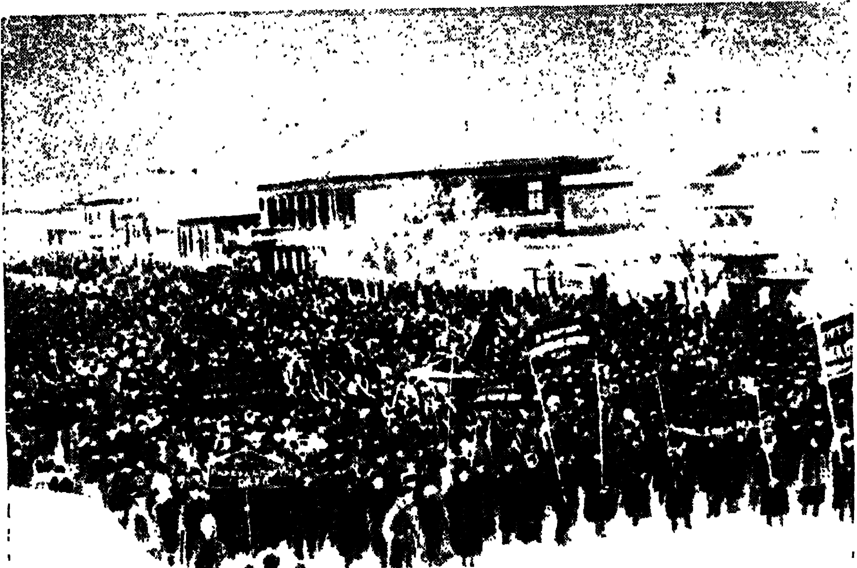
প্রথম রুশ বিপ্লব চরমে ওঠে ১৯০৫'এর ডিসেম্বরে মস্কো এবং অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের সশস্ত্র বিদ্রোহে। বলশেভিকদের প্রস্তাবানুসারে ৬ই ডিসেম্বর মস্কো সোভিয়েত ৭ই ডিসেম্বরে একটি সাধারণ রাজনৈতিক ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে ইস্তাহার বের করে, এ ধর্মঘট সশস্ত্র অভ্যুত্থানে পরিণত হবার কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রথম দিন মোট এক লক্ষ শ্রমিক সমেত প্রায় চারশটি উদ্যোগ জড়িয়ে পড়ে। ৯ই ডিসেম্বর ব্যারিকেড বেঁধে মস্কোর শ্রমিকরা লড়াই শুরু করল জার সৈন্যদের সঙ্গে। সবচেয়ে দৃঢ় সংগ্রাম চলে প্রেস্নিয়া, জামস্কভরেচিয়ে এবং রগজ্স্ক-সিমনভ্স্কি মহল্লায়। বিদ্রোহী শ্রমিকদের যথেষ্ট অস্ত্রশস্ত্র ছিল না। মস্কো বলশেভিকরা ভেবেছিলেন যে, বিদ্রোহ সফল হবার প্রধান ভরসা — যদি মস্কোর রক্ষী সেনাদল শ্রমিকদের পক্ষ নেয়; বিদ্রোহের প্রথম দিনগুলিতে এ সেনাদলের মধ্যে গুরুতর হাঙ্গামা ঘটেছিল। দোমনা সৈনিকদের নিজেদের পক্ষে আনার জন্য যথেষ্ট উদ্যম দেখায়নি বিপ্লবীরা। তাছাড়া আন্দোলনের কোনো সাধারণ পরিকল্পনা এবং ৮ই ডিসেম্বরের রাত্রিবেলায় মস্কো বলশেভিক কমিটির সদস্যারা গ্রেপ্তার হবার দরুন কোনো একীভূত নেতৃত্ব না থাকাতে অভ্যুত্থানের গতি বাধাপ্রাপ্ত হয়। বিদ্রোহীরা আক্রমণাত্মক কার্যকলাপের পরিবর্তে আত্মরক্ষামূলক কার্যকলাপ গ্রহণ করে — এটিই ছিল তাদের প্রধান ভুল। মস্কো বিদ্রোহে একটা জিনিস স্পষ্ট হল — সৈন্যবাহিনীকে নিজেদের দলে টানার দৃঢ় সংগ্রাম বিনা বিপ্লবের সাফল্য অসম্ভব। সেণ্ট পিটারসবুর্গ



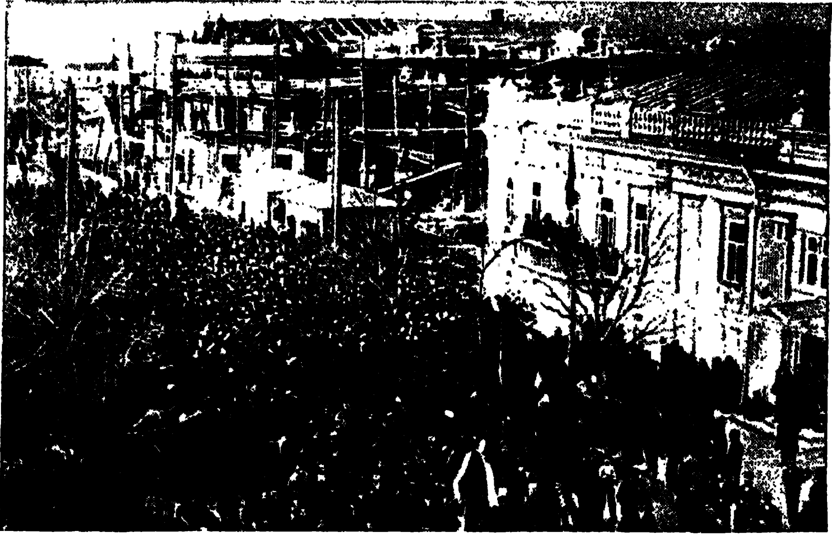
সেণ্ট পিটার্সবুর্গে নেভা বাঁধের উপর বিপ্লবী বিক্ষোভ, অক্টোবর, ১৯০৫।



মস্কোয় ১৯০৫ সালের ডিসেম্বরে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সময় প্রেস্নিয়ার উপর কামানের গোলাবর্ষণ।



ক্রাস্নয়ার্স্কে শ্রমিক ও সৈনিকদের সশস্ত্র বিক্ষোভ, ডিসেম্বর, ১৯০৫।



নভরসিইস্কে সশস্ত্র বিক্ষোভ, ডিসেম্বর, ১৯০৫।

থেকে আনীত জার সৈন্যদল ১৭ই ডিসেম্বর প্রেস্নিয়া ঘেরাও করে কামান দাগে। প্রেস্নিয়া সশস্ত্র শ্রমিক দল সংখ্যায় যথেষ্ট ছিল না, তাই ১৮ই ডিসেম্বর সংগ্রাম বন্ধ করা স্থির হল। পরাজিত হলেও মস্কো শ্রমিকদের জঙ্গী মনোভাব অটুট রইল, তাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অদূর ভবিষ্যতে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে আবার একটা চূড়ান্ত সংগ্রাম চলবে। লেনিন বলেন যে, "প্রলেতারিয়েত পিছু হটে যেতে বাধ্য হলেও বিপ্লবের মহান পতাকা হাতছাড়া করেনি।" শ্রমিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান ঘটে উরাল (মর্তাভিলিখা), সর্মভো, সাইবেরিয়া (ক্রাস্নয়ার্স্ক), দূর প্রাচ্য (চিতা, ভ্লাদিভস্তক), সচি, তুআপ্‌সে, নভরসিইস্ক, খার্কভ, ইয়েকাতেরিনস্লাভ, আলেক্সান্দ্রভ্‌স্ক, গর্লভ্‌কা এবং দন তীরের রস্তভে। জর্জিয়া, বল্টিক অঞ্চল, পোল্যান্ড এবং ফিনল্যান্ডের মেহনতীরাও ১৯০৫'এর ডিসেম্বরে জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে অস্ত্রগ্রহণ করে। এ সমস্ত অভ্যুত্থানের সংগঠন কিন্তু দুর্বল ছিল, একই সঙ্গে এগুলি ঘটেনি এবং পরস্পরের সঙ্গে এদের যোগ ছিল না; সশস্ত্র শ্রমিক দলগুলি ছিল সংখ্যায় দুর্বল, অস্ত্রশস্ত্র তাদের কম ছিল, এবং আত্মরক্ষামূলক রীতি তারা গ্রহণ করে। দোমনা সৈনিকদের নিজেদের দলে আনতে পারেনি অভ্যুত্থানীরা। কয়েকটি সোভিয়েত এবং ধর্মঘট কমিটির নেতৃত্ব হাতিয়ে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভলিউশনারিরা সুবিধাবাদী রীতি গ্রহণ করে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি এবং পরিচালনার ব্যাঘাত ঘটায়। এ অবস্থায় মস্কো ও অন্যান্য সহরে শ্রমিক বিদ্রোহ দমনে সুবিধা পায় জার কর্তৃপক্ষ।



মস্কোর কাছে লিউবের্ৎসি স্টেশনে দণ্ডার্থে প্রেরিত সেমিওনভ্স্কি রেজিমেণ্ট, ডিসেম্বর, ১৯০৫। লেশচিনস্কির আঁকা থেকে।

১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে রাশিয়ার নিপীড়িত জাতিগুলির রাজনৈতিক চেতনা জাগ্রত হয়। রুশ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রামের প্রভাবে জাতীয় মুক্তি আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে উপান্ত অ-রুশ অঞ্চলগুলিতে; সেখানকার শ্রমিক এবং চাষীরা, সারা রাশিয়ার সাধারণ বিপ্লবী স্লোগানগুলি ছাড়াও, স্বকীয় ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের অন্তরায়-ঘটানো সমস্ত আইন নাকচ করার দাবী জানায়। স্কুলে, আদালতে এবং সরকারী প্রতিষ্ঠানে মাতৃভাষা ব্যবহারের দাবী ছিল সবকটি অ-রুশ জাতির দাবী। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের ফলে জাতীয় উৎপীড়ন কিছুটা কমে।

বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদীরা না চাইলেও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন জমিদার ও পুঁজিবাদীবিরোধী শ্রেণী সংগ্রামের অঙ্গাঙ্গি হয়ে দাঁড়ায়। উক্রেন, বল্টিক অঞ্চল, পোল্যাণ্ড, বেলরুশিয়া এবং ট্রান্সককেশাসের শ্রমিকদের শ্রেণী সচেতনতা কত উঁচু, রুশ শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে তাদের ভ্রাতৃমূলক একতা কত দৃঢ়, তা ধরা পড়ে ১৯০৫'এর জানুয়ারির ধর্মঘট ও বিক্ষোভে। উপান্ত অ-রুশ অঞ্চলগুলির প্রলেতারিয়েত অক্টোবরের রাজনৈতিক সাধারণ ধর্মঘটে সক্রিয়ভাবে যোগ দেয়। বিপ্লবের আগুনে ঝালাই হল রুশ এবং অন্যান্য জাতির আন্তর্জাতিক ঐক্য এবং বন্ধুত্ব।

## বিপ্লবে ভাঁটা (১৯০৬-১৯০৭)

ডিসেম্বর অভ্যুত্থানের পরাজয়ের পর বিপ্লবে ভাঁটা এল, জোরদার হয়ে উঠল প্রতিক্রিয়া। হটে যেতে যেতেও শ্রমিক ও বিপ্লবী চাষীরা জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে দৃঢ়ভাবে লড়াই চালায়। নতুন নতুন শ্রমিকদল যোগ দেয় সংগ্রামে। ১৯০৬'এর বসন্ত এবং গ্রীষ্মকালে কৃষক আন্দোলন নতুন জোর পায়, যদিও এটা ১৯০৫'এর স্তরে পেঁছতে পারেনি (৩ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। সৈন্য ও নৌবাহিনীতে বিক্ষোভ বিশৃংখলা চলতে থাকে।

জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিকেরা পার্টির ঐক্য দাবী করে। ঐক্য সম্মেলন ডাকার বলশেভিক প্রস্তাব শ্রমিকদের চাপে মেনে নেয় মেনশেভিক দল। ১৯০৬ সালের এপ্রিলে স্টকহোলমে অনুষ্ঠিত চতুর্থ কংগ্রেসে যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হল সেটা নেহাৎ বাইরেকার। কংগ্রেসের পর বলশেভিক মেনশেভিক বিরোধ শুরু হয় আরো জোরে। চতুর্থ কংগ্রেসে খেসারৎ না দিয়ে সমস্ত জমিদারি বাজেয়াপ্ত করার নীতি এবং অবস্থা বিশেষ অনুকূল হলে দেশের সমস্ত জমি জাতীয়করণের নীতি সমর্থন করেন লেনিন। চাষীদের গণতান্ত্রিক দাবীগুলি সঠিকভাবে রূপ পায় এ কর্মসূচীতে। চতুর্থ কংগ্রেসে মেনশেভিকরা জমি মিউনিসিপালাইজেসনের আপোষমূলক কর্মসূচি পেশ করেন, তাতে শুধু বড়ো মহালগুলিকে বাজেয়াপ্ত করে ছোট জোতগুলিকে বজায় রাখার কথা ছিল।

অবিরাম বিপ্লবী কর্মধারার মুখে জার সরকার শুধু পুলিশী দমন নীতি বাড়াল তাই নয়, সঙ্গে সঙ্গে রাষ্ট্রীয় দুমা'র সাহায্যে বিপ্লব থেকে জনগণকে অন্য পথে নিয়ে যাবারও প্রয়াস চালাল। ১৯০৫'এর ১১ই ডিসেম্বর একটি অগণতান্ত্রিক নির্বাচনী আইনে দুমায় বুর্জোয়া ও জমিদারদের সংখ্যাধিক্য নিশ্চিত করা হয়। পুলিশী দমন নীতির পরিস্থিতিতে ১৯০৬'এর ফেব্রুয়ারি ও মার্চে প্রথম দুমায় নির্বাচন চলে। বিপ্লবী ঢেউ একটা আবার দেখা দেবে এই ভরসায় বলশেভিকরা ঘোষণা করল নির্বাচনকে সক্রিয়ভাবে বর্জন করতে হবে। শ্রমিকদের মধ্যে বিশেষ করে সেণ্ট পিটারসবুর্গ, পোল্যাণ্ড এবং বল্টিক অঞ্চলের শ্রমিকদের মধ্যে বর্জন সফল হয়। চাষীরা কিন্তু বর্জন আন্দোলন সমর্থন করেনি। নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠ হয় কাদেতরা (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। দুমা'র অধিবেশনের আগে ভিত্‌তে পদচ্যুত হন (২২শে এপ্রিল)। মন্ত্রিসভার সভাপতি হলেন গরেমিকিন, ইনি প্রকাশ্যভাবে প্রতিক্রিয়াপন্থী। দুমা'র সবচেয়ে বড়ো আলোচ্য বিষয় ছিল কৃষিসমস্যা। ভূমিসংস্কার খস্‌ড়ায় কাদেতরা প্রস্তাব করে শুধু ভাগচাষ বা ইজারা-দেওয়া জমি হস্তান্তরিত হতে পারবে তাও বিক্রয়ের মাধ্যমে। দুমা'য় মেহনতী দল ছিল চাষী প্রতিনিধিরা, তারা তাদের ভূমিসংস্কার খসড়ায় প্রস্তাব করে যে, ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য যতটুকু দরকার তার বেশি সমস্ত জোত রাষ্ট্রের সম্পত্তি হবে; জমি কেনার দরকার নেই, সার্বজনীন ব্যালটে নির্বাচিত স্থানীয় কমিটিগুলি জমি বিলি করবে চাষীদের।

৫ নং তালিকা

## দুমায় পার্টিগত বিন্যাস

| পার্টি | প্রথম দুমা | দ্বিতীয় দুমা | তৃতীয় দুমা | | চতুর্থ দুমা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রথম বৈঠক | পঞ্চম বৈঠক | প্রথম বৈঠক | চতুর্থ বৈঠক |
| দক্ষিণপন্থী (রাজতন্ত্রী, অক্টোব্রিস্ট, নরমপন্থী-প্রগতিশীল এবং বাণিজ্যিক ও শিল্পীয় পার্টি) . . . . . . . . | ৪৪ | — | — | — | — | — |
| দক্ষিণপন্থী দল . . . . . | — | ১০ | ৪৯ | ৫২ | ৬৪ | ৫২ |
| নরম দক্ষিণপন্থী . . . . . | — | — | ৬৯ | — | ৮৮ | — |
| রুশ জাতীয় দল . . . . . | — | — | ২৬ | ৭৭ | — | ৫৭ |
| কেন্দ্রীয় পার্টি . . . . . | — | — | — | — | ৩২ | ৩৪ |
| জাতীয় প্রগতিপন্থী দল . . . | — | — | — | — | — | ২৮ |
| স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল . . | — | — | — | ১৬ | — | — |
| অক্টোব্রিস্ট . . . . . . . . | — | ৪২ | — | ১১ | — | — |
| জেমস্তভো-অক্টোব্রিস্ট দল . . | — | — | — | — | — | ৬১ |
| ১৭ই অক্টোবরের সঙ্ঘের দল . . | — | — | ১৪৮ | ১২২ | ৯৯ | ২২ |
| স্বায়ত্তশাসনবাদী (পোলিশ চক্র, লিথুয়ানীয় চক্র, উক্রেনীয় গণতান্ত্রিক, লাতভীয় গণতান্ত্রিক, মুসলিম) . . . . . . | ৪৪ | — | — | — | — | — |
| পোলিশ-লিথুয়ানীয়-বেলরুশীয় দল . . . . . . . . . | — | — | ৭ | ৬ | ৬ | ৬ |
| পোলিশ চক্র . . . . . . . | — | ৪৬ | ১১ | ১১ | ৯ | ৬ |
| প্রগতিপন্থী দল . . . . . | — | — | ২৫ | ৩৯ | ৪৭ | ৪৪ |
| মুসলিম দল . . . . . . | — | ৩০ | ৮ | ৯ | ৬ | ৬ |
| গণতান্ত্রিক সংস্কার পার্টি . . | ৬ | ১ | — | — | — | — |
| গণমুক্তি দল (কাদেত) . . . | ১৭৯ | ৯৮ | ৫৩ | ৫১ | ৫৮ | ৫৪ |
| মেহনতী দল . . . . . . . | ৯৪ | ১০৪ | ১৪ | ১৪ | ১০ | ৯ |
| পপুলার সোশ্যালিস্ট . . . . | — | ১৬ | — | — | — | — |
| সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি . | — | ৩৭ | — | — | — | — |

| পার্টি | প্রথম দুমা | দ্বিতীয় দুমা | তৃতীয় দুমা | | চতুর্থ দুমা | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | প্রথম বৈঠক | পঞ্চম বৈঠক | প্রথম বৈঠক | চতুর্থ বৈঠক |
| সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল . . | ১৮ | ৬৫ | ২০* | ১৪ | ১৪** | ৭ |
| রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর দল (বলশেভিক) . . . . | — | — | — | — | — | ৫*** |
| কসাক দল . . . . . . . . | ১ | ১৭ | — | — | — | — |
| পার্টি বহির্ভূত দল . . . . | ১০০ | ৫০ | ১৬ | ১৬ | ৫ | ২৪ |
| স্বতন্ত্র . . . . . . . . . . | — | — | — | — | — | ১৪ |
| মোট | ৪৮৬ | ৫১৬ | ৪৪৬ | ৪৪০ | ৪৩৮ | ৪২৮ |

* ১৮ জন সোশ্যাল-ডেমোক্রাট — ৫ জন বলশেভিক, ২ জন সমর্থক এবং ১১ জন মেনশেভিক — এবং ২ জন সিমপাথাইজার।

** ৬ জন বলশেভিক, ৭ জন মেনশেভিক, আর পোলিশ শ্রমিকদের একজন প্রতিনিধি, ইনি মেনশেভিকদের সমর্থক কিন্তু ভোট ছিল না এ'র।

*** চতুর্থ বৈঠকে বলশেভিক দল ত্যাগ করেন মালিনভস্কি।

কৃষিসমস্যার বিষয়ে আলোচনা শেষ হবার পর, চাষী প্রতিনিধিদের চাপে দুমা একটি বিশেষ কমিশন নিযুক্ত করে, এর কাজ, জমিদারদের কাছ থেকে বাধ্যতামূলক জমি হস্তান্তরের ভিত্তিতে একটি ভূমি আইনের খসড়া রচনা করা। প্রত্যুত্তরে জার সরকার ঘোষণা করল বাধ্যতামূলক হস্তান্তর তারা হতে দেবে না; ১৯০৬'এর ৮ই জুলাই দুমা ভেঙে দেওয়া হল। স্তলিপিনকে মন্ত্রিসভার সভাপতি করা হল, পুলিশ দমন নীতি আরো উগ্র হল এবং স্ভিয়াবর্গ ও ক্রন্‌স্তাদে সৈন্য ও নাবিকদের বিদ্রোহ ১৯০৬'এর জুলাই'এ দমনের পর জার সরকার বিপ্লবী আন্দোলনকে বাগ মানাবার জন্য ফিল্ড কোর্ট মার্শালের প্রবর্তন করল। গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের সমর্থনলাভের উদ্দেশ্যে একটি সরকারী নির্দেশে গ্রাম ছেড়ে বিচ্ছিন্ন কোনো খামারে বসতি করার অনুমতি চাষীদের দেওয়া হল, চাষীদের ছোট ছোট জোত তাদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি হিসেবে নথিভুক্ত করার ব্যবস্থা হল।

দ্বিতীয় দুমা'য় নির্বাচন ঘটে যখন বিপ্লব শ্লথ হয়ে এসেছে। নতুন পরিস্থিতিতে নির্বাচনে যোগ দেওয়া সমীচীন মনে করে বলশেভিকরা; দুমা'য় স্বৈরতন্ত্রের এবং প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়াদের বিশ্বাসঘাতক ভূমিকার মুখোস খুলে নেওয়া যাবে। লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির পঞ্চম কংগ্রেসে (১৯০৭, ৩০শে এপ্রিল — ১৯শে মে) মেনশেভিকদের রাজনৈতিক কর্মরীতির আপোষমূলক চরিত্র সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে, তারা বলে দুমা'য় কাদেতদের সঙ্গে মানিয়ে-চলার রীতি ঠিক। সরকারী সন্ত্রাস ছিল

বটে, কিন্তু নির্বাচনে বলশেভিকরা যোগ দিল, অনেক চাষী কাদেতদের পক্ষ ত্যাগ করল — ইত্যাদি কারণে দ্বিতীয় দুমা প্রথমটির তুলনায় আরো বামে যায় (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। ১৯০৭'এর ২০শে ফেব্রুয়ারিতে আহূত দ্বিতীয় দুমা'র সামনে, প্রথম দুমা'র মতোই, প্রধান প্রশ্ন ছিল কৃষিসমস্যা। কৃষক প্রতিনিধিদের বক্তৃতায় বোঝা গেল যে কৃষকেরা এক জোটে স্তলিপিনের কৃষি বিধানগুলির বিরোধী। এতেই দুমা'র ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। জার সরকার অবশ্য কৃষিসমস্যা নিয়ে দুমা ভেঙে দিতে সাহস করেনি। ছুতো জোগাল গুপ্ত পুলিশ, প্রচলিত শাসন ব্যবস্থা উচ্ছেদের জন্য দুমা'র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দলের একটি "সামরিক ষড়যন্ত্র" তারা সাজায়; ১৯০৭ সালের ৩রা জুন দুমা ভেঙে দেওয়া হল। গ্রেপ্তার হল দুমা'র সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক দল। একই সঙ্গে নতুন একটি নির্বাচনী আইন প্রকাশিত হল, এতে দুমা'য় শ্রমিক ও কৃষকদের প্রতিনিধি সংখ্যা আরো হ্রাস পেল। বর্বর সন্ত্রাসের পর্ব শুরু হল, এর নাম পরে হয় স্তলিপিন প্রতিক্রিয়া (১৯০৭-১৯১০)।

প্রথম রুশ বিপ্লব বলশেভিকদের রণনীতি ও রণকৌশলের সঠিকতা প্রমাণ করে সম্পূর্ণভাবে। লেনিন বলেন: "বিপ্লবের পরাজয় ...কর্তব্যকর্মের ভ্রান্তি, আশুলক্ষ্যের 'কল্পস্বর্গীয়' প্রকৃতি বা ভুল পন্থা ও পদ্ধতির অঠিকতা দেখায়নি। পরাজয়ে ধরা পড়ে যে যথেষ্ট পরিমাণে শক্তি সংবদ্ধ করা হয়নি, বিপ্লবী সংকটের গভীরতা ও প্রসার যথেষ্ট ছিল না।"

১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের পরাজয়ের প্রধান কারণ এই যে, বিপ্লবের যারা প্রধান চালক-শক্তি সেই শ্রমিক এবং কৃষক ও সৈন্যদের কার্যকলাপ একটি একক বিপ্লবী স্রোত ধারায় ঐক্যবদ্ধ করা যায়নি। শ্রমিক-কৃষকদের মিলন তখনো পাকা হয়নি। শ্রমিকেরা নিজেদের কার্যকলাপে যথেষ্ট ঐক্যবদ্ধ ছিল না, যথেষ্ট জঙ্গী ছিল না এবং কয়েকটি দল সংগ্রামে যোগ দেয় অনেক দেরি করে, যখন রক্তক্ষয়ে শ্রমিক শ্রেণীর অগ্রণীদের শক্তি নিঃশেষ হয়ে গিয়েছে। কৃষকদের মধ্যে অনৈক্য ছিল, তারা চলে স্বতঃপ্রবৃত্ত ও অসংগঠিতভাবে, কৃষকদের বেশ বড়ো একটা ভাগ ছিল সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের প্রভাবে। চাষীদের অনেকে লড়ে জমিদারদের বিরুদ্ধে, কিন্তু জারের বিরুদ্ধে যাবার সাহস তাদের ছিল না, তারা বিশ্বাস করত জার তাদের জমি দেবেন। সৈন্যবাহিনীর আচরণের ব্যাখ্যা পাওয়া যায় এ থেকে, সৈন্যরা প্রধানত চাষী সম্প্রদায় থেকে আহৃত। আলাদা আলাদা বিদ্রোহ সত্ত্বেও মোটের উপর সৈন্য ও নৌবাহিনী বিদ্রোহীদের দলে যোগ দেয়নি, বিপ্লবের বিরুদ্ধে তারা জারের বিশ্বাসযোগ্য হাতিয়ার ছিল। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির মধ্যে প্রয়োজনীয় ঐক্য ছিল না। বলশেভিকরা যখন বিপ্লবী কর্মপন্থা অনুসরণ করছে অটলভাবে, তখন আপোষপন্থী মেনশেভিকরা বিপ্লবের অগ্রগতি ব্যাহত করে, শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যে বিভেদ আনে, বিপ্লবী সংগ্রামে কৃষকদের যোগদানের বিরোধিতা করে, বিপ্লবে শ্রমিকদের নেতৃত্ব দুর্বল করে দেয়। পশ্চিম

ইউরোপে বিপ্লব প্রসারিত হবার আতঙ্কে বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীরা জারতন্ত্রকে বিপ্লব দমনে সাহায্য করে। ১৯০৬ সালে কয়েকটি ফরাসী ব্যাঙ্ক জার সরকারকে ৮৪ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল ঋণ দেয়। ১৯০৫ সালে জাপানের সঙ্গে পোর্টস্‌মথ চুক্তিও জারতন্ত্রকে জোরদার করে।

ব্যর্থ হলেও প্রথম রুশ বিপ্লব রাশিয়ার সমগ্র ভবিষ্যত বিকাশ ধারার উপরে অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করে। বিপ্লবের তিন বছরে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর যে রাজনীতিক হাতেখড়ি হল তার তুলনা ইতিহাসে নেই। জারতন্ত্রের ভিত্তি পর্যন্ত টলমল করে ওঠে বিপ্লবে, জারতন্ত্র যে "শ্রেণী নিরপেক্ষ" একটা জিনিস এ অলীক ধারণার অবসান ঘটে। তাছাড়া উদারনৈতিক বুর্জোয়াদের প্রতিবিপ্লবী প্রকৃতি উদ্ঘাটিত হয়, চাষীদের উপর এদের প্রভাবে ভাঙন ধরে। বিপ্লবের প্রধান শক্তি ছিল প্রলেতারিয়েত। কৃষক সাধারণ দেখাল যে অনৈক্য সত্ত্বেও তারা শ্রমিক শ্রেণীর পরিচালনায় লড়তে পারে, হতে পারে তাদের বিশ্বস্ত মিত্র। প্রলেতারিয়েত ও কৃষকদের মিলন তখনো স্বতঃস্ফূর্ত, তখনো রূপ পায়নি, কিন্তু তবু বিপ্লবের সমস্ত কটি গুরু ঘটনার বিশেষত্ব ছিল এই মিলন। বিপ্লবের সময় বীরোচিত রুশ প্রলেতারিয়েতের নেতৃত্বে রাশিয়ার সমস্ত নিপীড়িত জাতিগণের ঐক্যবদ্ধ বিপ্লবী ফ্রন্টের ভিত গড়ে ওঠে। সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা এবং সবচেয়ে অগ্রগামী সামাজিক শক্তি হিসেবে প্রলেতারিয়েতের ভূমিকা আরো দৃঢ় হল বিপ্লবের ফলে। বোঝা গেল যে সাম্রাজ্যবাদের যুগে একমাত্র শ্রমিক শ্রেণীই বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নেতা হতে পারে। চাষীদের বড়ো একটা অংশকে বিপ্লবী সংগ্রামে টেনে আনার এবং জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে সমগ্র জনগণকে বিদ্রোহের জন্য প্রস্তুত করার পক্ষে ব্যাপক রাজনৈতিক ধর্মঘট কত বড় হাতিয়ার, তা প্রমাণ হল ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে। বিদ্রোহ এবং ব্যারিকেড-লড়াই'এর দিন চলে গেছে, দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের এই সব তত্ত্বের ভ্রান্তি প্রমাণিত হল রুশ বিপ্লবে। মস্কোর রাস্তায় যে লড়াই চলে তাতে দেখা গেল যে, চূড়ান্ত মুহূর্তে সৈন্যবাহিনীর বড়ো একটা ভাগ বিদ্রোহী জনগণের দলে চলে এলে ভবিষ্যত বিপ্লবে চূড়ান্ত ভূমিকা নেবে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। ১৯০৫'এর বিপ্লবী সংগ্রামের সময় রুশ শ্রমিক শ্রেণী সোভিয়েত প্রতিষ্ঠা করে, নতুন একটি বিপ্লবী শক্তির কেন্দ্রমূল ছিল এগুলি। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিদ্রোহে জনগণ রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ হয়ে ভবিষ্যৎ মুক্তি সংগ্রামের জন্য তৈয়ার হতে পারে। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্তুতিতে এর ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। লেনিন লেখেন: "১৯০৫'এর মহড়া ব্যতীত ১৯১৭'র অক্টোবর বিপ্লবে জয়লাভ অসম্ভব হত।"

প্রথম বিপ্লবের আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিরাট। এতে দেখা গেল যে রাশিয়া বিশ্ব বিপ্লবী আন্দোলনের কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্ব প্রলেতারীয় আন্দোলনকে উচ্চতর মানে নিয়ে গেল রুশ বিপ্লব। রাশিয়ার বিপ্লবী ঘটনা ঔপনিবেশিক এবং পরাধীন

দেশগুলিতে কোটি কোটি লোককে উদ্বুদ্ধ করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ঘটে পারস্যে (১৯০৫-১৯১১), তুরস্কে (১৯০৮) এবং চীনে (১৯১১);বিপ্লবী আলোড়ন শুরু হয় ভারতে (১৯০৫-১৯০৮) এবং ইন্দোনেশিয়ায় (১৯০৮-১৯১৩)।

## স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময় রাশিয়া (১৯০৭-১৯১০)।

### স্তলিপিনের কৃষিনীতি

১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবের পরাজয়ের পর নতুন কৃষিনীতি এবং তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা'য় জমিদার ও বুর্জোয়াদের একটি রাজনৈতিক জোট সৃষ্টির মাধ্যমে দেশের বুর্জোয়া বিকাশের সঙ্গে নিজেকে খাপ খাওয়াবার একটা চেষ্টা করে স্বৈরতন্ত্র। ১৯০৭'এর ৩রা জুনের প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাচনী আইনে নিজের প্রয়োজন মাফিক একটি দুমা পেল জারতন্ত্র — "কালো শ" এবং কাদেতদের দুমা (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। তৃতীয় দুমা স্তলিপিনের সন্ত্রাস নীতিকে পুরো সমর্থন করে, সংখ্যালঘু জাতিদের বিষয়ে "বৃহৎ শক্তিসুলভ" নীতি গ্রহণ করে এবং গলাকাটা সুদে ঋণ নিতে অনুমতি দেয়, সে ঋণ বিপ্লব দমনে এবং অস্ত্রবৃদ্ধিকরণে ব্যবহার করা হয়।

স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার সময় সবচেয়ে বেশি নির্যাতন সহ্য করে বলশেভিক পার্টি, আবার গা-ঢাকা দিতে হয় বলশেভিকদের। বৈধ শ্রমিক সংগঠনগুলিকেও অনেক কিছু সইতে হয়। দমন নীতির ফলে ধর্মঘট আন্দোলনে মন্দা পড়ে (৪ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। রাজনীতিক ধর্মঘটীদের সংখ্যা ১৯১০'এ শতকরা আটজনে নামে: ১৯০৫'এ সংখ্যাটি ছিল শতকরা ৫০ জন।

প্রতিবিপ্লবের জয়লাভে পেটি-বুর্জোয়া পার্টিগুলিতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারী দলে ভাঙন লাগে। মেনশেভিক-লিকুইডেটররা রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির বেআইনী সংগঠন তুলে দিয়ে তার বদলে একটি সংস্কারপন্থী পার্টি চায়, যার কার্যকলাপ পুরোপুরি বৈধ হবে। বিপ্লবের বিরুদ্ধে মতাদর্শগত অভিযানের নেতৃত্বে ছিল কাদেতরা। ১৯০৯ সালে কাদেত সাংবাদিকদের একটি দল বিপ্লবী মার্ক্সবাদের বিরুদ্ধে এবং রহস্যবাদ ও তামসিকতা প্রচারী একটি সংকলন বের করে — নাম "দিকচিহ্ন" ("ভেখী")। লেনিন বলেন, সংকলনটি হল "উদারনৈতিক স্বধর্মত্যাগী যত ভাবধারণার বিশ্বকোষ", "গণতন্ত্রের উপর প্রতিক্রিয়ার ডিশ-ধোওয়া জলের ধারাস্রোত"। সাহিত্যেও প্রতিবিপ্লবী আক্রমণের ছাপ পড়ল। বিপ্লবে হতাশ বুর্জোয়া বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে ব্যাপক চল ছিল ঈশ্বর-সন্ধানী এবং ঈশ্বর-স্রষ্টাদের হিতোপদেশের। সাহিত্যে প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়াই চালান মাক্সিম গোর্কি প্রমুখ প্রগতিশীল লেখকেরা। গোর্কি তাঁর "মা" পুস্তকে (১৯০৬) উপন্যাস জগতে এই প্রথম একটি শ্রমিক-বিপ্লবীর চরিত্র আঁকেন, বিপ্লবে বলশেভিকদের অগ্রণী ভূমিকা দেখান।

প্রতিক্রিয়ার কঠিন পরিস্থিতিতে শুধু বলশেভিকরাই মার্ক্সবাদের রীতিনীতিতে নিষ্ঠা অটুট রাখে এবং মার্ক্সবাদকে দুর্বল এবং খেলো করার যে চেষ্টা সংশোধনবাদী, মাকিস্ট এবং প্রলেতারিয়েতের অন্যান্য শত্রুরা করে তা ব্যাহত করে। লেনিন তাঁর "বস্তুবাদ ও হাতুড়ে-সমালোচনা" গ্রন্থে (১৯০৮'এ লেখা, ১৯০৯'এ প্রকাশিত), মাকিস্ট এবং অন্যান্য দর্শন কপচানো কূপমণ্ডূকদের মতাদর্শ খণ্ডন করে মার্ক্সবাদী পার্টির তত্ত্বগত ভিত্তিকে — দ্বন্দ্বমূলক এবং ঐতিহাসিক বস্তুবাদকে সমর্থন এবং বিশদ করেন। এ গ্রন্থে লেনিন এঙ্গেলসের মৃত্যুর পর বিজ্ঞান জগতের, বিশেষ করে প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের সর্বাপেক্ষা তাৎপর্যপূর্ণ অবদানের একটি বস্তুবাদী সাধারণ সূত্র জোগান।

প্রতিক্রিয়ার বছরগুলিতে বলশেভিকরা সুকৌশলে বেআইনি কাজের সঙ্গে বৈধ সংগঠনে কাজের যোগাযোগ ঘটায়। দুমা'র মঞ্চ থেকে তারা জার সরকারের গণ-বিরোধী নীতি এবং কাদেতদের কপট গণতন্ত্রের স্বরূপ প্রকাশ করে প্রলেতারিয়েতের দিকে কৃষকদের টেনে আনার আন্দোলন চালায়। সারা রাশিয়া কংগ্রেসগুলিতে শ্রমিকদলের উপর প্রভাব বিস্তার করে তারা; গণ-বিশ্ববিদ্যালয়, নারী, ফ্যাক্টরি ডাক্তার এবং অন্যান্যদের কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় ১৯০৮ থেকে ১৯১১'র মধ্যে।

১৯০৯ পর্যন্ত রুশ শিল্পে অত্যন্ত বেশি রকমের মন্দা চলে, প্রায় সঙ্কটের মতো। সৈন্যবাহিনী এবং রেলপথ নির্মাণসংক্রান্ত অর্ডার অনেক কমে যাওয়াতে বিশেষত গুরু শিল্পের অবস্থা শোচনীয় হয়ে ওঠে। ১৯০০'তে ১৭ কোটি ৬৮ লক্ষ পুদ লোহাপিণ্ড তৈরি হয়, সে জায়গায় ১৯০৮'এ হয় ১৭ কোটি ১০ লক্ষ, আর তেলনিষ্কাশন ৬৩ কোটি ২০ লক্ষ পুদ থেকে ৫২ কোটি ৯০ লক্ষ পুদে নামে। শিল্পে এই দীর্ঘ মন্দার প্রধান কারণ জমিদার এবং স্বৈরতন্ত্রের শাসন, গ্রামাঞ্চলে ভূমিদাসপ্রথার জের এবং সীমাবদ্ধ দেশীয় বাজার। শিল্প মন্দা এবং ব্যাপক বেকারির সুযোগ নিয়ে পুঁজিবাদীরা শ্রমিক শ্রেণীর বিরুদ্ধে আক্রমণ শুরু করে: তারা লক-আউট চালায়, শ্রমিকদের যে কোনো রকম প্রতিনিধিত্ব নিষিদ্ধ করে, "কালা তালিকা" বানায়, কর্মদিন বাড়িয়ে দেয় এবং শ্রমিক আন্দোলনের ফলে ১৯০৫'এ মজুরি যা বেড়েছিল তা কমায়।

গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের সামাজিক সহায়তালাভের ইচ্ছায় জার সরকার যে কৃষি নীতি অনুসরণ করে বাস্তবত সেটা হল তথাকথিত "প্রাশিয়ান পদ্ধতিতে" কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের প্রচেষ্টা। স্তলিপিনের কৃষিবিধানের (১৯০৬, ৯ই নভেম্বরের নির্দেশ, ১৯১০, ১৪ই জুনের আইন ইত্যাদি) উদ্দেশ্য ছিল কুলাকদের স্বার্থে গ্রামগোষ্ঠীর বলপূর্বক ধ্বংসসাধন এবং গোষ্ঠী থেকে হস্তান্তরিত বিচ্ছিন্ন খামারে ও জোতে ব্যক্তিগত ভূমি-স্বত্বের প্রতিষ্ঠা। দশ বছরের মধ্যে (১৯০৭-১৯১৬) বিশ লক্ষের উপর চাষীঘর গ্রামগোষ্ঠী পরিত্যাগ করে; ১৯১৫'র শুরু নাগাদ এদের ১৩ লক্ষের বেশি নিজেদের কিছু বা সমস্ত জমি কুলাকদের কাছে নাম মাত্র মূল্যে বেচে দিয়েছিল। গরিব চাষীরা শুধু গোষ্ঠী নয়, গ্রামাঞ্চল ত্যাগ করে। স্তলিপিনের সংস্কার নীতিতে গ্রামে বৈষম্যের

বিকাশ এবং প্রলেতারিয়েত হয়ে যাবার প্রক্রিয়াটা দ্রুততর হল। স্তলিপিনের কৃষি সংগঠনের একটি গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ ছিল কৃষি ব্যাংক — বেচার আগে ছোট ছোট খামারে আর জোতে ভূমিকে ভাগ করত এ ব্যাংক। স্তলিপিনের ভূমি সংস্কার কৃষিতে পুঁজিবাদী সম্পর্কের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করে, জোরদার করে কুলাক চাষীকে। এরই সাক্ষ্য হল কৃষি সরঞ্জাম ও যন্ত্রপাতির বর্ধমান চাহিদা, ঋণ সমবায়ের দ্রুত বৃদ্ধি, ইত্যাদি। ১৯০৬ থেকে ১৯১৭'র মধ্যে মোট ১৬ লক্ষ বিচ্ছিন্ন জোত গড়ে ওঠে, কিন্তু এটা হল ইউরোপীয় রাশিয়ার সমস্ত চাষী খামারের দশ ভাগের মাত্র এক ভাগ।

স্তলিপিন সংস্কারের ফলে বিচ্ছিন্ন খামারে বসতি বাঁধে চাষীরা, দলে দলে যায় সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য এবং মধ্য এশিয়ায়। দেশের মধ্যভাগে কৃষি সংকটকে কমাবার এবং জমিদারদের জমি দখলের সংগ্রাম থেকে চাষীদের বিচ্যুত করার চেষ্টা এ ভাবে করে জারতন্ত্র। প্রবাসন পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য — সাম্রাজ্যের উপান্ত অঞ্চলগুলিতে রুশ কুলাক চাষীদের বসিয়ে সেখানে জারতন্ত্রের ঘাঁটি বাঁধা। এ ধরনের বসতি-এলাকায় জাতীয় ও ঔপনিবেশিক নিপীড়ন বাড়ে এর ফলে। সেই সঙ্গে অবশ্য রুশ চাষীদের প্রবাসনে এ সব অঞ্চলের পিছিয়ে-পড়া অর্থনীতি ও জীবনযাত্রার উপর রুশ অর্থনীতি ও সংস্কৃতির প্রভাব দৃঢ়তর হয়। প্রথম প্রথম প্রবাসন চলে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে: ১৯০৬-১৯১০'এর মধ্যে ২৫ লক্ষের বেশি লোক দেশের পূর্বাঞ্চলে বসতি বাঁধে। ১৯১০'এর পর দেশান্তরীদের সংখ্যা অনেক কমে যায়, নিজেদের পুরোনো ভিটেতে ফিরে-আসা নিঃস্ব চাষীদের সংখ্যা বাড়তে শুরু করে।

ভূমিদাসপ্রথার জের এবং জমিদারদের পীড়নের অবসান ঘটেনি স্তলিপিন ভূমি সংস্কারের ফলে। কৃষক আন্দোলনের বহরে শঙ্কিত হয়ে জমিদাররা ১৯০৫'এর পর জমি বেচতে শুরু করে বটে, কিন্তু যা জমি থেকে যায় হাতে তা চাকরান কাজ এবং ভাগচাষের মাধ্যমে অত্যন্ত উৎকট শোষণ চালানোর পক্ষে যথেষ্ট। দেশের বিভিন্ন অংশে বর্গা ভাগচাষ জমির পরিমাণ কৃষকদের নিজেদের জমির ২১% থেকে ৬৮% পর্যন্ত হত, আর একই বন্দোবস্তে বিচালির ঘাস জমি ছিল কৃষকদের জমির ৫০% থেকে ১৮৫% পর্যন্ত। কৃষির পুঁজিবাদী রূপান্তর সমস্যা সমাধানের পরিবর্তে নতুন কৃষিনীতি গ্রামাঞ্চলে শ্রেণীবিরোধ আরো অনেক তীব্র ও প্রসারিত করে। জমিদারদের বিরুদ্ধে কৃষক সংগ্রামের সঙ্গে দেখা দিল গ্রামগোষ্ঠীর জমি লুঠ-করা কুলাকদের বিরুদ্ধে মেহনতী চাষীদের নতুন সংগ্রাম। ১৯০৮'এ ২,০৪৫টি, ১৯০৯'এ ২,৫২৮টি এবং ১৯১০'এ ৬,২৭৫টি কৃষক হাঙ্গামা ঘটে।

স্তলিপিন ভূমি সংস্কারের অসাফল্যের কারণ বিশ্লেষণ করতে গিয়ে লেনিন লেখেন: "মরিয়া অভাব, দারিদ্র্য ও অনশনমৃত্যুর যে অবস্থায় সরকার চাষীদের ফেলেছে তা থেকে বেরিয়ে আসার একমাত্র উপায় হল জারের ক্ষমতা উচ্ছেদ করার জন্য প্রলেতারিয়েতের সঙ্গে হাত মিলিয়ে চাষীদের ব্যাপক সংগ্রাম।" দেশে শ্রেণীবিরোধ তীব্র করে স্তলিপিন

ভূমি সংস্কার শ্রমিক শ্রেণী ও কৃষকদের মধ্যে ঘনিষ্ঠতর মিলনের বাস্তব পূর্বসর্ত আরো বলিষ্ঠ করে তোলে।

১৯০৪-১৯০৫'এর রুশ-জাপান যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ের পর ব্রিটিশ ও ফরাসী কূটনীতি ইঙ্গ-ফরাসী জোটে রাশিয়াকে টেনে আনার কাজে হাত দেয়। জাপানের কাছে হেরে যাওয়াতে দূর প্রাচ্যে জারের সুদূর প্রসারী নানা পরিকল্পনা বানচাল হয়। তুরস্ক, পারস্য ও আফগানিস্তানে প্রভাব কমে যায়। ফলে রুশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থ-সংঘাতের এলাকা অনেক কমে গেল। ব্রিটেন ও জার্মানি এবং রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে ক্রমবর্ধমান বিরোধের পরিস্থিতিতে রাশিয়া ও ব্রিটেনের বৈর আর প্রধান রইল না। ১৯০৫'এর আগে অর্থনৈতিক দুর্বলতা সত্ত্বেও একটি স্বাধীন পররাষ্ট্রনীতি পরিচালনার ক্ষমতা ছিল জারতন্ত্রের। যুদ্ধে হৃতশক্তি এবং বিপ্লবে টলমল জারতন্ত্র ব্রিটিশ ও ফরাসী নীতি মেনে নিতে বাধ্য হল। জারতন্ত্র ভাবল ব্রিটেনের সঙ্গে সমঝোতা করলে হয়ত কনস্টান্টিনোপল এবং দার্দেনেলস প্রণালীর চাবিকাঠি হাতে আসবে। ১৯০৭ সালের ১৮ই অগস্ট পারস্য, আফগানিস্তান এবং তিব্বত বিষয়ক ইঙ্গ-রুশ চুক্তি স্বাক্ষরিত হল সেণ্ট পিটার্সবুর্গে। এ চুক্তি অনুসারে তিনটি এলাকায় বিভক্ত হল পারস্য: উত্তর এলাকা পড়ল রাশিয়ার প্রভাব ক্ষেত্রে, দক্ষিণ-পূর্ব এলাকা ব্রিটেনের, মধ্য এলাকা নিরপেক্ষ। রাশিয়া মেনে নিল যে আফগানিস্তান ব্রিটিশ প্রভাব-ক্ষেত্র। রাশিয়া, ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের ত্রিশক্তি মৈত্রীতে (আঁতাঁতে) রাশিয়ার যোগদান এ চুক্তিতে সম্পূর্ণ হয়; এ মৈত্রীর বিরোধিতা করে জার্মানির নেতৃত্বাধীন অন্য সাম্রাজ্যবাদী জোট; প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পথে এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। চুক্তির একটি ফল হল, এশিয়ার জনগণের বিপ্লবী মুক্তি সংগ্রামের বিরুদ্ধে, বিশেষ করে পারসীক বিপ্লবের বিরুদ্ধে রুশ ও ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের যুক্ত কার্যকলাপ।

ত্রিশক্তি আঁতাঁতে রাশিয়া যোগ দেওয়াতে রাশিয়া ও জার্মানি এবং রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার বৈর বৃদ্ধি পেল। ১৯০৪'এ রাশিয়ার উপরে যে অসুবিধাজনক বাণিজ্যিক চুক্তি জার্মানি চাপায় তাতে এবং রাশিয়া থেকে পোল্যাণ্ড, বল্টিক অঞ্চল এবং উক্রেনকে সরিয়ে নেবার জন্য প্যান-জার্মান পার্টির প্রকাশ্য প্রচারকার্যে অসন্তুষ্ট ছিল রাশিয়ার জমিদার এবং বুর্জোয়ারা। জাপানের সঙ্গে যুদ্ধের পর জারতন্ত্রের সামরিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ১৯০৮'এ জার্মানির মিত্র অস্ট্রো-হাঙ্গেরি ঘোষণা করল যে বস্‌নিয়া ও হের্জেগভিনা তার অধিকারভুক্ত। এই আক্রমণী কার্যের প্রতিবাদ জানাল জার সরকার। ১৯০৯'এর ২১শে মার্চ জার্মান সরকার দাবী করে যে, বস্‌নিয়া ও হের্জেগভিনা অস্ট্রো-হাঙ্গেরির অধিকারভুক্ত বলে রাশিয়াকে বিনা সর্তে মেনে নিতে হবে। যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত ছিল না জার সরকার, যুদ্ধ হলে আর একটি বিপ্লব শুরু হবার ভয় ছিল, তাই জার্মানির চরম প্রস্তাব মেনে নিল জার সরকার।

সশস্ত্র সংঘাত এড়াবার এবং সৈন্যবাহিনী দৃঢ়তর করার উদ্দেশ্যে রুশ সরকার

১৯১১ সালের ৬ই (১৯শে) অগস্ট পারস্য বিষয়ে একটি চুক্তি (পট্‌স্‌ড্যাম চুক্তি) করে জার্মানির সঙ্গে। বাগদাদ রেলওয়ে নির্মাণে জার্মান পুঁজিবাদীদের বাধা না দেবার কথা দিল রাশিয়া, রাজী হল পারসীক রেলওয়ে ও বাগদাদ রেলওয়েকে যুক্ত করার জন্য তেহেরান থেকে তুরস্ক সীমান্ত পর্যন্ত একটি রেলপথ বানাতে। জার্মানি কথা দিল যে উত্তর পারস্যে রেলওয়ে, জলপথ বা টেলিগ্রাফ বিষয়ক কোনো সুবিধা চাইবে না — ১৯০৭'এর ইঙ্গ-রুশ চুক্তি অনুসারে উত্তর পারস্য ছিল রুশ প্রভাব-ক্ষেত্রের মধ্যে। জার্মান রাজনীতির লক্ষ্যের সঙ্গে মোটেই খাপ খায়নি পট্‌স্‌ড্যাম চুক্তি, মাত্র কিছু কালের জন্য এটি রুশ-জার্মান বৈর কমায়। ১৯১২ এবং ১৯১৩'র বলকান যুদ্ধে রুশ-জার্মান বিরোধ আবার তীব্র হয়ে ওঠে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের ক্রমবর্ধমান বিরোধ, ইউরোপে শ্রমিক আন্দোলন এবং এশিয়ায় জাতীয় মুক্তি সংগ্রামের উত্থান, গণতন্ত্রের খেলা ছেড়ে প্রকাশ্য রাজনৈতিক প্রতিক্রিয়ায় শাসক শ্রেণীদের চলে আসা — এ সমস্ততে প্রতিফলিত হল পুঁজিবাদী প্রথার ঘনায়মান সাধারণ সংকট, যে সংকট বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদী ফ্রণ্টের সর্বাপেক্ষা দুর্বল অংশ রাশিয়ায় সবচেয়ে প্রখর।

দেখা গেল স্তলিপিন প্রতিক্রিয়ার আমল খুব পাকা নয়। ১৯০৫-১৯০৭ সালের বিপ্লব যেসব মূল অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণে ঘটেছিল সেগুলি তখনো সক্রিয়। নতুন একটি বিপ্লবী সংকট যে পরিণতি পাবে সেটা অবশ্যম্ভাবী।

## রাশিয়ায় নতুন শিল্প ও বিপ্লবী পুনরভ্যুদয়ের বছর (১৯০৯-১৯১৪)

শিল্পে পুনরভ্যুদয় শুরু হয় ১৯০৯'এ। ১৯০৯ থেকে ১৯১৩, এ পাঁচ বছরে কয়লা উৎপাদন ১৫৯ কোটি ১০ লক্ষ পুদ্ থেকে ২২১ কোটি ৪০ লক্ষ পুদে ওঠে। ঢালাই লোহা উৎপাদন ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ পুদ থেকে ২৮ কোটি ৩০ লক্ষ পুদে এবং নমনীয় লোহা ও ইস্পাত ১৬ কোটি ৩০ লক্ষ পুদ থেকে ২৪ কোটি ৭০ লক্ষ পুদে; তুলোর উপভোগ ২ কোটি ১৩ লক্ষ পুদ থেকে ২ কোটি ৫৯ লক্ষ পুদে ওঠে। মোট শিল্পোৎপন্নের মূল্য ৫৪% বাড়ে এবং বৈদেশিক বাণিজ্য ২৩%। স্তলিপিনের ভূমি সংস্কারে কৃষিতে পুঁজিবাদী বিকাশের সুবিধা হয়। এর ফলে দেশের বাজার বৃদ্ধি পাওয়াতে শিল্প পুনর্বিকাশ তাড়াতাড়ি ঘটে। যুদ্ধের আগেকার বছরগুলিতে চাষক্ষেতের আয়তন বৃদ্ধি (১৯০৬-১৯১০'এর ৯,২০,৫৭,০০০ থেকে ১৯১১-১৯১৩'য় ৯,৭৬,৩০,০০০ দেসিয়াতিনা), বিশেষ করে শিল্পশস্য ক্ষেতের বৃদ্ধি, কৃষিতে পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের বিস্তার, খামার উৎপন্নের মূল্য বৃদ্ধি এবং ১৯০৯ এবং ১৯১০'এর পর্যাপ্ত ফসল — সব মিলিয়ে জমিদার ও কুলাকদের নগদ রোজগার বাড়ে, এবং এর দরুন আবার দেশীয় বাজার সম্প্রসারিত হয়। সহরে নির্মাণকার্য বাড়ে, শিল্প এবং পরিবহণ ব্যবস্থার সরঞ্জামের চাহিদা আবার দেখা দেয়। তাছাড়া জার সরকারের যুদ্ধ প্রস্তুতির সঙ্গে শিল্প পুনর্বিকাশের সম্বন্ধ ছিল।

১৯০৯-১৯১৩, এই পাঁচ বছরে গুরু শিল্পের উৎপন্ন প্রায় ৭৬% বাড়ে মূল্যের হিসাবে এবং লঘু শিল্পের উৎপন্ন ৩৯%। বস্ত্রশিল্পে কিন্তু মন্দার পর বাজার চাঙ্গা হয়নি। ১৯১১'এ বাজারে বিক্রয় সংকট ঘটে এবং পরের বছরে বস্ত্র ফার্মগুলি ব্যাপকভাবে লাটে ওঠে। সুতী বাজারের এই শোচনীয় অবস্থার কারণ চাষীদের নিম্ন ক্রয় ক্ষমতা।

শিল্পবৃদ্ধির সঙ্গে চলে উৎপাদনের অধিকতর পুঞ্জীভবন। ১৯১৪ সালে পাঁচ শ বা ততোধিক শ্রমিক খাটানো বৃহৎ উদ্যোগের মধ্যে শ্রমিকদের ৫৬·৫% পড়ত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে নয়টি দক্ষিণ রুশীয় লোহার কারখানা দেশে যত লোহা তৈরি হত তার ৫৩% জোগাত। কাঁচা মালের দাম বাড়াতে প্রতিযোগিতা তীব্র হয়, তাই "কম্বাইনের" গঠন ব্যাপক হয়ে দাঁড়াল; "কম্বাইন" মানে যেসব উৎপাদনের ধাঁচ অনুরূপ তাদের একটি উদ্যোগে সমাবেশ। ১৯১৩ সালে দক্ষিণে মোট ঢালাই লোহা উৎপাদনের শতকরা ৬০ ভাগ, আকরিক নিষ্কাশন এবং কোক-কয়লা দহনের শতকরা ৫০ ভাগ এবং দনেৎস কয়লা এলাকার মোট কয়লা উৎপাদনের শতকরা ২৫ ভাগ হত পাঁচটি উদ্যোগে -- ব্রিয়ান্স্ক, দক্ষিণ রুশ-দ্নেপর, রুশ-বেলজীয়, নভরসিইস্ক এবং দনেৎস-ইউরিয়েভ উদ্যোগে। রুশ শিল্পে একচেটিয়া সংস্থার গঠন দ্রুততর চলে। ১৯০৭ সালে দেখা দিল উরাল লোহা কারখানা মালিকদের "ক্রভ্লিয়া" সিণ্ডিকেট, তামা-গলাই কারখানাগুলির "মেদ" ট্রাস্ট এবং রবার সিণ্ডিকেট; পরের বছর গঠিত হল "প্রদারুদ" নামে লোহা-আকরিক সিণ্ডিকেট, লজ সুতী কলের, এবং দেশলাই-এর সিণ্ডিকেট। এ ছাড়া ছিল কৃষিযন্ত্র নির্মাণের সিণ্ডিকেট এবং আভ্যন্তরীণ জল পরিবহণ ব্যবস্থার সিণ্ডিকেট। কম করে ধরলেও ১৯১৪ সালে একচেটিয়া সংস্থার সংখ্যা ছিল ১৪০ থেকে ১৫০। রুশ একচেটিয়া সংস্থার প্রধান রূপ ছিল সিণ্ডিকেট। কয়েকটি শিল্পশাখায় অবশ্য যুদ্ধের আগেকার বছরগুলিতে ট্রাস্টগঠনের ঝোঁক দেখা দেয়। যেমন, পুতিলভ কারখানা — রুশ ব্যাঙ্ক এবং অস্ত্র-উৎপাদনী বিদেশী সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত এ কারখানা বিরাট একটি "অস্ত্র ট্রাস্টে" পরিণত হচ্ছিল। তেল শিল্পে তিনটি ট্রাস্ট গঠিত হয়।

শিল্পে পুঞ্জীভবনের সঙ্গে চলে ব্যাঙ্কিং পুঁজির অধিকতর সমাবেশ। ১৯১৪ সালে মোট ব্যাঙ্ক-পুঁজির ৮০ ভাগ ছিল মাত্র বারোটি ব্যাঙ্কের হাতে (এর মধ্যে দশটি সেণ্ট পিটারসবুর্গে)। একই সময় জয়েণ্ট স্টক ব্যাঙ্কগুলির অর্থসঙ্গতি বেড়ে ওঠে। ১৯১৪, ১লা জানুয়ারি বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির আসল মূলধন দাঁড়ায় ৮৩ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল, ১৯১০'এর ১লা জানুয়ারি এটা ছিল ৩৩ কোটি ২০ লক্ষ, আর একই সময়ে চলতি হিসেবে আমানত ১২৬ কোটি ২০ লক্ষ রুবল থেকে ২৫৩ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল হয়। আসল পুঁজি এবং বিশেষত আমানত বাড়াতে ব্যাঙ্কগুলি আরো বেশি পরিমাণে ধার দিতে পারে শিল্পকে। শুধু দেনদার নয়, ক্ষমতাশালী শেয়ার হোল্ডার হয়ে দাঁড়াল ব্যাঙ্কগুলি, শিল্পসংস্থার ভাগ্য নির্ণয় করতে পারত

এরা। যুদ্ধের প্রাক্কালে এমন অনেক সংস্থাকে নিয়ন্ত্রণ করত রুশ-এশীয় ব্যাঙ্ক যাদের মোট শেয়ার পুঁজির পরিমাণ ২০ কোটি ৪০ লক্ষ রুবল। প্রধান বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির শেয়ারের শতকরা ৪২ ভাগ ছিল বিদেশী শেয়ার হোল্ডারদের হাতে। ব্যাঙ্ক ও শিল্পের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগের ফলে ব্যাঙ্কিং ও শিল্পীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলি মিলে গড়ে ওঠে মহাজনী পুঁজি। বৃহত্তম বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কগুলির পাণ্ডারা শিল্প, পরিবহণ এবং বীমা কম্পানিগুলিরও প্রধান শেয়ার হোল্ডার ছিলেন। ব্যাঙ্কিং এবং শিল্পীয় একচেটিয়া সংস্থাগুলির একীভবনের অনুপূরণ করে রাষ্ট্রযন্ত্রের সঙ্গে মহাজনী পুঁজির গোষ্ঠীতন্ত্রের মিত্রতা। রাশিয়ায় এ মিত্রতার বিশেষ একটি চেহারা ছিল — বিদেশী পুঁজির দ্বারা অনেকটা নিয়ন্ত্রিত মহাজনী পুঁজি মেলে একটি অতিশয় প্রতিক্রিয়াশীল উপরকাঠামোর সঙ্গে — এটি হল এমন একটি সামন্ততান্ত্রিক রাজতন্ত্র যেটি বুর্জোয়া রাজতন্ত্রের দিকে ধীরে ধীরে বিবর্তিত হচ্ছিল। লেনিন লেখেন: "ক্ষমতায় আসীন ছিল ভূমিদাস-মালিক মুষ্টিমেয় কয়েকটি জমিদার, যাদের পুরোধায় স্বয়ং দ্বিতীয় নিকলাস; এদের ঘনিষ্ঠ সহযোগ ছিল মহাজনী কুবেরদের সঙ্গে -- কুবেররা যা মুনাফা লুঠত তা ইউরোপে কেউ কল্পনা করতে পারে না, এদেরি স্বার্থে লুঠেরা প্রকৃতির বৈদেশিক নানা চুক্তি সম্পাদিত হত।"

শিল্প পুনর্বিকাশ এবং তার জন্য জ্বালানি এবং ধাতুর চাহিদা বৃদ্ধিকে কয়লা, তেল এবং ধাতু শিল্পের একচেটিয়া সংস্থাগুলি বাজার দর বাড়াবার কাজে লাগাত, উৎপাদন জোর করে কমিয়ে, এমনকি প্রকাশ্যভাবে বন্ধ করে দিয়ে। কৃত্রিমভাবে হ্রাস করা হত শিল্পের বিকাশকে, উৎপাদন ক্ষমতা পুরোপুরি ব্যবহার করা হত না, কয়লার নতুন খাদ বা নতুন তৈল-ক্ষেত্র নিয়ে কাজের প্রস্তুতি যত দূর সম্ভব কম করা হত, আকরিকের নতুন স্তর খোঁড়া বারণ ছিল। একচেটিয়া স্বার্থের এই উৎপাদন হ্রাস নীতিতে তেল-নিষ্কাশন অল্প কমে -- ১৯১০'এর ৫৮ কোটি ৮০ লক্ষ পুদ থেকে ১৯১৪'এ ৫৫ কোটি ১০ লক্ষ। কয়লা উৎপাদন বাড়তে থাকে বটে, কিন্তু ১৯০৯-১৯১৩ এ কটি বছরে বাৎসরিক বৃদ্ধির হার ১৮৯৫-১৯০০'র তুলনায় অর্ধেক হয় (১৬% থেকে ৮%'এ নামে)। একটি মাত্র বছরে, ১৯১৩'য়, কয়লার দাম বাড়ে শতকরা ৪০ ভাগ আর ১৯১০-১৯১৩'র মধ্যে তেলের দাম তিন গুণ ওঠে। এতে একচেটিয়া সংস্থাগুলির মোটা মুনাফা মিলত। সরকারী হিসেবে দেখা যায় যে, ১৯১০'এ কয়লা শিল্পের নীট ৯·৮% এবং ১৯১৩'য় ১৩·৯% লাভ হয়।

শিল্প বিকাশ সত্ত্বেও রাশিয়া কৃষিপ্রধান দেশ হয়ে রইল। যুদ্ধের আগে জনসংখ্যার ৭৬% কৃষি কর্মে ব্যাপৃত ছিল, মাত্র ১০% ছিল শিল্পে। ১৯১৩'য় শিল্পের উৎপাদন ও নির্মাণের মূল্য ছিল ৭৭৪ কোটি ৯০ লক্ষ রুবল (৪২·৫%) আর কৃষি উৎপাদনের মূল্য ছিল ১,০২২ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল (৫৭·৫%); শিল্পোৎপন্নের ৬৫% ছিল ভোগ্যদ্রব্য। রাশিয়ার মাথা পিছু জাতীয় আয় ছিল ব্রিটেনের এক-ষষ্ঠাংশ, ফ্রান্সের সাড়ে

চার ভাগের এক ভাগ, আর জার্মানির এক-চতুর্থাংশের অল্প একটু বেশি। যুদ্ধের প্রাক্কালে বিশ্ব শিল্পে বিদ্যুৎশক্তি উৎপাদনে রাশিয়ার স্থান ছিল পঞ্চদশ, কয়লা উৎপাদনে ষষ্ঠ, ঢালাই লোহা এবং ইস্পাতে পঞ্চম, তামায় সপ্তম এবং যন্ত্রনির্মাণে চতুর্থ। ঢালাই লোহা ও ইস্পাতের মাথা পিছু উৎপাদন ছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক-একাদশাংশ, ব্রিটেনের এক-অষ্টমাংশ, জার্মানির এক-ষষ্ঠাংশ এবং ফ্রান্সের এক-চতুর্থাংশ। কয়লা নিষ্কাশন ক্ষেত্রে ব্যবধানটা আরো বেশি। শিল্প পুঞ্জীভবনের মাত্রা সবচেয়ে বেশি রাশিয়ায়, তবু টেকনিকাল সরঞ্জামে, শ্রমোৎপাদিকায় এবং বিশেষীকৃত উৎপাদনে অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলির পিছনে পড়ে ছিল রাশিয়া। ১৯১৩ সালে রাশিয়ায় শ্রমোৎপাদিকা আমেরিকার এক-নবমাংশ, ব্রিটেনের এক-পঞ্চমাংশের সামান্য বেশি আর ফ্রান্সের এক-তৃতীয়াংশ ছিল। শিল্পের ভৌগোলিক বণ্টন অর্থনীতির দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত অসামঞ্জস্যপূর্ণ। বারো আনার বেশি শিল্পোৎপাদন পুঞ্জীভূত ছিল চারটি এলাকায় — মস্কো, ইভানভো, সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ এবং উক্রেনে। রাশিয়ার পশ্চাৎপদতার সাক্ষ্য বহন করত তার বৈদেশিক বাণিজ্যের গঠনও। ১৯১৩ সালে রুশ রপ্তানির শতকরা ৯৪·৪ ভাগ (মূল্যে হিসাবে) ছিল কৃষি উৎপন্ন এবং শিল্পের কাঁচা মাল আর শতকরা মাত্র ৫·৬ ভাগ কারখানাজাত মাল।

১৯০৯ সাল থেকে ক্রমশ বেশি পরিমাণে বিদেশী মূলধন রাশিয়ায় ঢুকতে থাকে। ১৯০৯-১৯১৩ সালের মধ্যে বাণিজ্য ও শিল্প জয়েণ্ট স্টক কোম্পানি এবং ঋণ প্রতিষ্ঠানগুলিতে বিদেশী পুঁজিলগ্নি ৯৮ কোটি ৯০ লক্ষ থেকে ১৭০ কোটি ১০ লক্ষ রুবলে দাঁড়ায়, সমস্ত শেয়ার পুঁজির শতকরা ৪১ ভাগ এটা।

সোভিয়েত অর্থনীতিবিদ এভেন্তভের হিসেবে, ১৮৮৭ থেকে ১৯১৩ পর্যন্ত ১৭৮ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল বিদেশী পুঁজি রাশিয়ায় ঢোকে, লগ্নি পুঁজিতে নীট মোট লাভ হয় ২৩২ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল। ২৬ বছরে তাহলে আসল পুঁজির চেয়ে ৫৪ কোটি ৩০ লক্ষ রুবল বেশি মোট মুনাফা হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রাশিয়ার মোট বৈদেশিক ঋণের পরিমাণ ছিল ৫৯০ কোটি রুবল। সুদে ও ঋণ পরিশোধে এই যুদ্ধের প্রাক্কালে প্রতি বছর ৫০ কোটি রুবল যেত বিদেশে। ১৯১৩'এ বৈদেশিক বাণিজ্যে যে সাড়ে ১৪ কোটি রুবল উদ্বৃত্ত ছিল, পরিমাণটা তার চেয়েও বেশি। আন্তর্জাতিক লেন-দেনে ঘাটতি কমাবার চেষ্টায় জার সরকার অতি সস্তা দরে জোর করে কৃষি উৎপন্ন চালান দেয়, তথাকথিত বাজেট ভারসাম্যের নীতি অনুসরণ করে ভোগ্য বস্তুর উপর অপ্রত্যক্ষ কর বাড়ায় এবং পুরনো ধার শোধের জন্য নতুন বৈদেশিক ঋণ নেয়।

১৯০০ সালে রাষ্ট্রীয় বাজেট ছিল ১৭০ কোটি রুবল, ১৯১৩'তে সেটা দাঁড়ায় ৩৪০ কোটি, অর্থাৎ দ্বিগুণ। প্রত্যক্ষ ও অপ্রত্যক্ষ করের বেশির ভাগ আসে মেহনতীদের কাছ থেকে। বাজেট আয়ের শতকরা মাত্র ৮ ভাগ আসে পুঁজি, বাণিজ্য ও শিল্পোদ্যোগ এবং জমির উপর কর থেকে (পুঁজিবাদী ও জমিদারদের কাছ থেকে)। রাষ্ট্রীয় বাজেটের



সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ইভানভ্স্কায়া স্ট্রীটের এই বাড়িতে ১৯১৪ সালে "প্রাভদা"র সম্পাদকীয় দপ্তর ছিল।

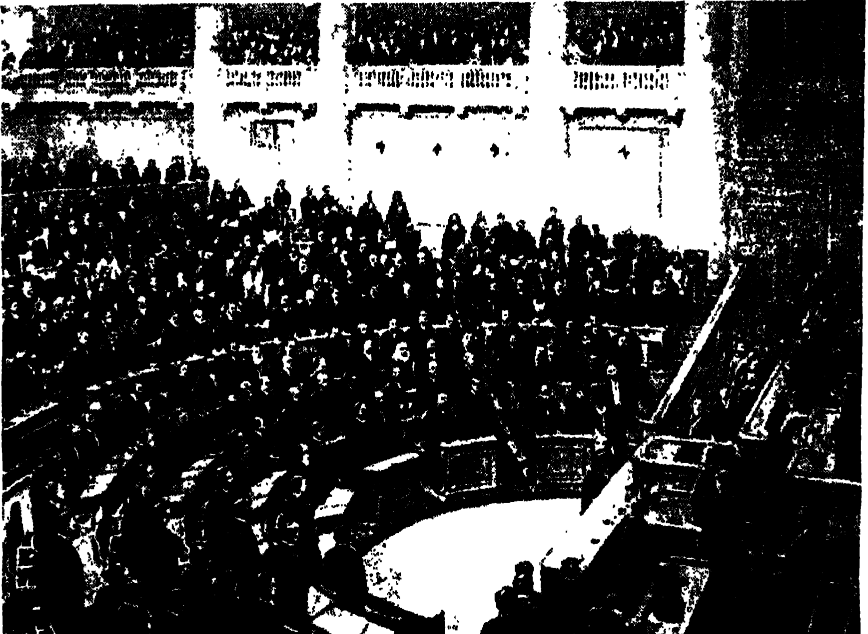
প্রধান ব্যয় খাত ছিল সশস্ত্র বাহিনীর উপর খরচ। ১৯১৩ সালে বাজেটের শতকরা ৩০ ভাগের বেশি যায় সামরিক খরচে। রাষ্ট্রীয় ঋণের সুদ ও পরিশোধ বাবদ ব্যয় এবং পুলিশ, জেল, আদালত এবং যাজক সম্প্রদায়ের উপর খরচা প্রতি বছর বাড়তে থাকে। ১৯১৩ সালে শিক্ষা খাতে বরাদ্দ হয় ১৩ কোটি ৬০ লক্ষ রুবল, জনসংখ্যার মাথা পিছু পড়ে ৮০ কোপেক। দেশের শিশু ও কিশোরদের চার-পঞ্চমাংশ স্কুলে যাবার সুযোগ পেত না, প্রথম বিশ্বযুদ্ধের আগে জনসংখ্যার শতকরা ২১ জনের বেশি সাক্ষর ছিল না।

জারতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে জনগণকে পরিচালনা করতে সক্ষম এমন একটি বিপ্লবী শক্তি দানা বেঁধে ওঠে বিশ শতকের গোড়ায়। এ হল প্রলেতারিয়েত, শিল্প সচ্ছলতার বছরগুলিতে এর শক্তি বৃদ্ধি পায়। ফ্যাক্টরি ইনস্পেকটরদের তদারকাধীন কারখানাগুলিতে শ্রমিকদের সংখ্যা ১৯০৯-১৯১৩, এই পাঁচ বছরে শতকরা ৩০·৮ ভাগ বেড়ে মোট ২২,৮২,১০০'তে দাঁড়ায়। কৃষি ও নির্মাণে কার্যরত প্রলেতারিয়েত ও আধা-প্রলেতারিয়েতের সংখ্যাও বাড়ে। সঙ্গে সঙ্গে যেসব শ্রমিক গ্রাম থেকে নিজেদের সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করেছিল তাদের সংখ্যাও বৃদ্ধি পায়। সমস্ত শিল্পকর্মীদের শতকরা মাত্র ২০·৯ জনের সংযোগ ছিল কৃষির সঙ্গে।

১৯১৩ সালে শিল্প শ্রমিকদের আসল মজুরি ১৯০০ সালের তুলনায় শতকরা দশ ভাগ কমে, আর এদিকে শিল্পপতিদের মুনাফা বাড়ে তিন গুণের বেশি। প্রলেতারিয়েত এবং মেহনতী জনগণের বিপুল ভাগ ক্রমশ গরিব হয়ে যেতে থাকে, মুষ্টিমেয় কয়েকটি একচেটিয়া সংস্থার মুনাফা বাড়ে বিরাট পরিমাণে এবং সঙ্গে সঙ্গে শ্রমিকদের শিল্পে পুঞ্জীভবন বেড়ে চলে—এ সবের ফলে বলশেভিক পার্টি পরিচালিত প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী চেতনা এবং দৃঢ় সংকল্প বৃদ্ধি পায়।

১৯১২ সালের ৪ঠা এপ্রিল লেনা স্বর্ণখনিতে নিরস্ত্র শ্রমিকদের উপর জার সৈন্যরা গুলি চালাতে রুশ প্রলেতারিয়েত ব্যাপক ও সুতীব্র প্রতিবাদ জানায়। রাশিয়ার শ্রমিক শ্রেণী এ হত্যাকাণ্ডের প্রত্যুত্তর দেয় ব্যাপক সভা সমিতিতে, ধর্মঘটে এবং বিক্ষোভ-মিছিলে। ১৯১২ সালের ২২শে এপ্রিল সেণ্ট পিটারসবুর্গে শ্রমিকদের উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত হয় বলশেভিকদের বৈধ দৈনিক পত্রিকা "প্রাভদা"। পার্টির সদস্যসাধারণকে শক্তিশালী করাতে, জনগণের সঙ্গে পার্টির যোগাযোগ প্রসারণে এবং শ্রমিক শ্রেণীর ঐক্য সংগ্রামে বিপ্লবী কর্মীদের নতুন পুরুষকে তালিম দেওয়াতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় পত্রিকাটি।

১৯১২ সালের শরতে, দেশে ঘনায়মান বিপ্লবী সংকটের আবহাওয়ায় চতুর্থ দুমা'য় নির্বাচন সম্পাদিত হয়, নির্বাচনকে নিজেদের বিপ্লবী প্রচার কার্যের সম্প্রসারণে কাজে



চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমা'র প্রথম অধিবেশন, ১৫ই নভেম্বর, ১৯১২।

লাগায় বলশেভিকরা। সফল হল তারা, শ্রমিক নির্বাচক মণ্ডলীগুলি (কিউরিয়া) তাদের পাঠাল দুমা'য়। যে ছয়টি শিল্প গুবের্নিয়ায় সমগ্র শ্রমিক শ্রেণীর চার-পঞ্চমাংশ থাকত তারা চতুর্থ দুমা'য় বলশেভিকদের প্রতিনিধি নির্বাচিত করে (৫ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)। ট্রেড ইউনিয়ন এবং অন্যান্য বৈধ শ্রমিক সংগঠন দ্রুত বেড়ে ওঠে, এদের উপর বলশেভিক পার্টির প্রভাব আরো জোরালো হয়। ১৯১৩ সালে দেশের সবচেয়ে বড়ো সেই পিটার্সবুর্গ ধাতুকর্মী ইউনিয়নের কার্যকরী কমিটির নির্বাচনে বলশেভিকদের জয়লাভ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। স্বৈরতন্ত্র ও বুর্জোয়াদের বিরুদ্ধে জনগণকে সংহত করার সংগ্রামে তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা নেয় ১৯১২-১৯১৪'এ বলশেভিক পরিচালিত বীমা আন্দোলন; সামাজিক বীমা অঙ্গগুলির নির্বাচনের সময় সেগুলিতে ক্ষমতালাভ ও সেগুলিকে পার্টির ঘাঁটিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে বলশেভিকরা আন্দোলন চালায়।

রাজনৈতিক ধর্মঘটীদের শতকরা ভাগ ১৯০৮-১৯১০ সালে ছিল ৩৬, ১৯১১-১৯১৪ সালে হয় ৬৬; এদের শতকরা ৪৩ জন হল সেণ্ট পিটারসবুর্গের শ্রমিক।

নিপীড়িত জাতিগণের মুক্তি সংগ্রাম রুশ শ্রমিক সংগ্রামের প্রত্যক্ষ প্রভাবে শক্তি সঞ্চয় করতে থাকে। ১৯১৪ সালে শেভচেংকো স্মৃতিসভা জার সরকার নিষিদ্ধ করাতে সেণ্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ, তিফ্‌লিস এবং অন্যান্য সহরে ধর্মঘট, সভাসমিতি এবং প্রতিবাদ-মিছিল হয়, পুলিশের সঙ্গে সংঘাত বাঁধে শ্রমিক এবং ছাত্রদের। ১৯১২ সালের ১লা জুলাই তাশখন্দের কাছে ত্রইৎস্ক শিবিরে একটি স্যাপার দল বিদ্রোহ করে।

১৯১০ এবং ১৯১৪ সালের মধ্যকার বিপ্লবী আলোড়ন স্বৈরতন্ত্রের সংকটকে আরো গভীর করে তোলে। সামন্ততন্ত্রী রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার এবং বুর্জোয়াদের সঙ্গে এর



*চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমায় বলশেভিক প্রতিনিধিরা, এ'রা যাবজ্জীবন নির্বাসিত হন। বাঁ থেকে ডান দিকে: পেত্রভস্কি, মুরানভ, বাদায়েভ, সামইলভ, শাগভ। ১৯১৫'তে তোলা ফটো।*

মিলনকে আবার চাঙ্গা করার শেষ প্রচেষ্টা হল "৩রা জুন" ব্যবস্থা। ১৯০৭ সালের ৩রা (১৬ই) জুনের প্রতিক্রিয়াশীল নির্বাচনী আইনে প্রবর্তিত এই ব্যবস্থার শুরু হয় দ্বিতীয় দুমা'কে ভেঙে দিয়ে। যে আইন অনুসারে তৃতীয় দুমা নির্বাচিত হয় তাতে এর প্রতিক্রিয়াশীল সংবিন্যাস নিশ্চিত থাকে। ইতিমধ্যে ৩রা জুন জোটের সামন্ততন্ত্রী জমিদার এবং বুর্জোয়াদের মধ্যে অবিশ্বাস ও অসন্তোষ বাড়তে থাকে। জোটের আভ্যন্তরীণ সংঘাতের সুযোগ নিয়ে বলশেভিকরা জারতন্ত্রের প্রতিক্রিয়াশীল গণ-বিরোধী নীতি এবং উদারনৈতিক বিপক্ষদলের ভুয়ো-গণতন্ত্রের স্বরূপ উদ্ঘাটন করতে থাকে। ১৯১৪ সালের গ্রীষ্মকাল নাগাদ শ্রমিক আন্দোলন অভূতপূর্ব আকার ধারণ করে। ১৯১৪ সালের মে মাসে বাকুতে তৈল-কর্মীদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু হল, সারা দেশে দেখা দিল ধর্মঘট ও ঐক্য প্রদর্শন। ৩রা জুলাই বাকুর ঘটনাবলী আলোচনার জন্য সেণ্ট পিটারসবুর্গে পুতিলভ কারখানায় একটি সভা ডাকা হয়। পুলিশ শ্রমিকদের উপর গুলি চালায়, বলশেভিকদের আবেদনে সাড়া দিয়ে সেণ্ট পিটারসবুর্গের শ্রমিকরা প্রতিবাদমূলক সাধারণ ধর্মঘট ঘোষণা করে। সেণ্ট পিটারসবুর্গের ভিবর্গ জেলায় ব্যারিকেড তোলে শ্রমিকেরা।

বিপ্লবী জোয়ারের এ পর্বে শ্রমিক আন্দোলনের পুরোধায় থেকে বলশেভিক পার্টি শ্রমিক সাধারণকে নিয়ে যায় নতুন একটি বিপ্লবের মুখে; সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ শুরু হওয়াতে বিপ্লবের গতিতে কিন্তু বাধা পড়ল।

১৯১২-১৯১৩ সালের বলকান যুদ্ধে বিশ্ব পরিস্থিতি আরো ঘোরালো হয়ে ওঠে। যুদ্ধ প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তিরা, কিন্তু অস্ত্র প্রতিযোগিতায় পিছিয়ে ছিল রাশিয়া। ১৯১৩ সালে অনুমোদিত একটি সূচী হিসেবে রুশ বাহিনীর সৈন্যসংখ্যা ১৯১৭ সাল নাগাদ ৪,৮০,০০০ লোকে অর্থাৎ শতকরা ৩৯ ভাগ বাড়ার কথা ছিল। ১৯১২ সালে অনুমোদিত জাহাজ নির্মাণ সূচী অনুসারে ১৯১৭ নাগাদ বল্টিক ও কৃষ্ণ সাগর নৌবাহিনীও বাড়ার কথা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রাক্কালে রুশ বাহিনীতে ছিল প্রায় ১৪ লক্ষ সৈন্য ও অফিসার, অর্থাৎ ত্রিশক্তি জোটের জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি এবং ইটালির মিলিয়ে যত সৈন্যসংখ্যা প্রায় তার সমান (১৫ লক্ষ ২৯ হাজার)। কিন্তু টেকনিকাল মান এবং সরঞ্জামে রুশ বাহিনী অন্যান্য সাম্রাজ্যবাদী শক্তিদের তুলনায় নিকৃষ্ট ছিল। যুদ্ধ শিল্প সামর্থ্য নিচু থাকাতে রাশিয়ার যুদ্ধ প্রস্তুতি ব্যাহত হয়। যুদ্ধে কাজে লাগার মতো যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না রেল-পরিবহণ ব্যবস্থার। এমনকি ইউরোপীয় রাশিয়াতেও রেলব্যবস্থার ঘনত্ব জার্মানির ১১ ভাগের এক এবং অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ৭ ভাগের এক ভাগ ছিল। ভারি কামান এবং মেশিন-গান যথেষ্ট পরিমাণে তৈরি হত না রুশ কারখানায়, বিমানবিরোধী কামান এবং বিমানের মোটরের উৎপাদন তখনো সংগঠিত হয়নি। এমনকি রাইফেল এবং কার্তুজ পর্যন্ত যথেষ্ট পরিমাণে বানানো হত না। এরি সঙ্গে অবশ্য প্রথম বিশ্বযুদ্ধের শুরুতে রুশ বাহিনীতে ছিল সে সময়কার একটি

সেরা কামান — ১৯০২ সালী প্যাটার্নের ৭৬ মিলিমিটার ফিল্ড কামান। রুশ বাহিনীর শিক্ষায় রুশ-জাপান যুদ্ধে আহৃত অভিজ্ঞতার কথা কিছুটা বিবেচনা করা হয়। পদাতিক আক্রমণের আগে কামান চালানোয় অনেক নজর দেওয়া হয়। সামরিক শিক্ষার নতুন বইগুলিতে সৈনিকদের ব্যক্তিগত তালিম, নিম্নতম সেনানায়কদের স্বনির্ভরতা এবং সৈন্যদলের মধ্যে আক্রমণাত্মক যুদ্ধের সক্রিয় মনোভাব গড়ে তোলার দিকে দৃষ্টি দেওয়া হয়। উচ্চপদস্থ অফিসারদের ট্রেনিং কিন্তু একেবারে পর্যাপ্ত ছিল না। সৈন্য চালনার পদগুলি ভরানো হত অফিসারদের গুণ বিচার করে নয়, দরবারে তাদের যোগাযোগের উপর এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করত। যুদ্ধে মোটরযান এবং টেকনিকাল সরঞ্জামের মূল্য অত্যন্ত কম করে দেখা হয়। জারতন্ত্রী সামরিক ও রাজনৈতিক নায়কদের অজ্ঞতার দরুন রুশ বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়রদের অনেক উদ্ভাবন বাহিনীতে গ্রহণ করা হয়নি। ১৮৯৩ সালের রুশ-ফরাসী সামরিক চুক্তি ধীরে ধীরে রুশ সেনাপতিমণ্ডলীর পরিকল্পনাগুলিকে ফরাসী সেনাপতিমণ্ডলীর অধীনে আনার বাহনে পরিণত হয়।

## প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়া

পুঁজিবাদের দুরারোগ্য নানা বিরোধ তীব্র হয়ে ওঠাতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধ শুরু এবং যুদ্ধগতির প্রধান কারণ গ্রেট ব্রিটেন ও জার্মানির সাম্রাজ্যবাদী বিরোধ। বলকান্ এবং তুরস্কে প্রাধান্য লাভের জন্য রুশ এবং অস্ট্রো-জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের ক্রমবর্ধমান সংঘাতের দরুন জারের রাশিয়া যুদ্ধে নামে। মৈত্রীতে অপরের মুখাপেক্ষী রাশিয়া প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিজের সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের সাধনে বিশেষ করে দার্দেনেল্স্ আত্মসাৎ করণে প্রবৃত্ত হয়।

১৯১৪ সালের ১৯শে জুলাই (১লা অগস্ট) রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে জার্মানি; ফ্রান্স ও ব্রিটেন জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামল, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি নামল আঁতাঁত দেশগুলির বিরুদ্ধে। যুদ্ধের একেবারে শুরু থেকেই দ্বিতীয় আন্তর্জাতিকের পার্টিগুলি সামাজিক উগ্রজাতিবাদের (social chauvinism) নীতি অনুসরণ করে, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে নিজ নিজ দেশের বুর্জোয়াদের সমর্থন করে। বিপ্লবী মার্ক্সবাদে নিষ্ঠা দেখায় একমাত্র বলশেভিক পার্টি, সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ ও দেশে দেশে সামাজিক উগ্রজাতিবাদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা আহ্বান করে জনসাধারণকে। চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমা'য় বলশেভিক দল যুদ্ধের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতির উদ্ঘাটন করে সক্রিয়ভাবে এবং ১৯১৪ সালের নভেম্বরে গ্রেপ্তার না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধের নিন্দা চালায়, যুদ্ধ ঋণের পক্ষে ভোট দিতে অস্বীকার করে। রুশ শ্রমিক শ্রেণী সমগ্রভাবে সাম্রাজ্যবাদী বুর্জোয়া এবং সোশ্যালিস্ট-

রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকদের উগ্রজাতিবাদী প্রচারের খপ্পরে পড়েনি। ১৯১৪ সালের নভেম্বরে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ইস্তেহারে লেনিন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে পরিণত করার স্লোগান দেন।

যুদ্ধ শুরু করার সময় জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের দ্রুত জয়লাভের ভরসা ছিল। দু ফ্রণ্টে যুদ্ধ অনিবার্য, তাই জার্মান সেনানায়কমণ্ডলী ফ্রান্সে প্রথম এবং প্রধান আঘাত করে। উদ্দেশ্য ছিল ফ্রান্সের পরাজয়ের পর পূর্ব ফ্রণ্টে সৈন্য পাঠিয়ে রাশিয়াকে হারানো। শত্রুপক্ষের শক্তি এবং অর্থনৈতিক সম্ভাব্য কম করে দেখাতে, নিজেদের সম্ভাবনা সম্বন্ধে অত্যধিক ধারণা পোষণ করাতে এবং লক্ষ লক্ষ লোক যে যুদ্ধে নামে সেই আধুনিক যুদ্ধের নানা সর্ত পরিপূরণ না করাতে শুরু থেকেই জার্মান যুদ্ধ পরিকল্পনা ব্যর্থ হতে বাধ্য ছিল। বেলজিয়ম হয়ে উত্তর ফ্রান্সে সফল আক্রমণ চালায় জার্মান বাহিনী, চেষ্টা করে ফরাসী বাহিনীকে ঘেরাও করে বিনষ্ট করার। ঠিক সেই সময় উত্তর-পশ্চিম ফ্রণ্টে দুটি রুশ বাহিনী পূর্ব প্রাশিয়া আক্রমণ করাতে ফ্রান্সের ভবিষ্যৎ নিরূপিত হল চূড়ান্তভাবে। ১৯১৪ সালের ২০শে অগস্ট প্রথম রুশ বাহিনী অষ্টম জার্মান বাহিনীকে গুমবিনেনে ভীষণভাবে হারিয়ে এটিকে হটে যেতে বাধ্য করে। পশ্চিম ফ্রণ্ট থেকে দুটি কোর'কে পূর্ব ফ্রণ্টে পাঠাতে বাধ্য হল জার্মান সেনাপতিমণ্ডলী। এতে মার্ণে জার্মান পরাজয়ে সাহায্য ঘটে। যথেষ্ট প্রস্তুতি না থাকাতে এবং দুর্বল পরিচালনার দরুন পূর্ব প্রাশিয়ায় রুশ আক্রমণ শেষ পর্যন্ত ব্যর্থ হল। ১৯১৪ সালের অগস্ট এবং সেপ্টেম্বরে রুশ সৈন্যদল গালিসিয়ায় অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনীকে পরাজিত করে হটিয়ে দেয় সান নদীর ওপারে কার্পেথিয়ান পাহাড়ে। অস্ট্রো-হাঙ্গেরীয় বাহিনীগুলির চরম পরাজয় অবশ্য ঘটেনি। রুশ অধিনায়কমণ্ডলী গালিসিয়ায় সৈন্যবাহিনীর অগ্রসর থামিয়ে চতুর্থ, পঞ্চম এবং নবম বাহিনীকে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্ট এবং দ্বিতীয় বাহিনী ও প্রথম বাহিনীর দুটি কোর'কে নারেভ নদী থেকে সরিয়ে পাঠাল ওয়ারশ এলাকায়, উদ্দেশ্য ছিল মধ্য ভিস্টুলা থেকে আক্রমণ শুরু করে সাইলেসিয়া হয়ে বার্লিনে যাওয়া। পরাজিত অস্ট্রীয় বাহিনীগুলিকে সাহায্য করার জন্য জার্মানরা আক্রমণ চালায় ভিস্টুলায়, ওয়ারশয়ের দিকে। ১৯১৪ সালের অক্টোবরে ইভান্‌গরদ এবং ওয়ারশয়ের মধ্যে রক্তাক্ত যুদ্ধে রুশ সৈন্যদল নবম জার্মান বাহিনী এবং প্রথম অস্ট্রীয় বাহিনীর একটা ভাগকে বিধ্বস্ত করে। নভেম্বর মাসে জার্মানরা লজ যুদ্ধ নামে পরিচিত অভিযানটি শুরু করে, তাদের চেষ্টা ছিল ও এলাকায় হঠাৎ আক্রমণে দ্বিতীয় ও পঞ্চম রুশ বাহিনীকে ঘেরাও করা। পাল্টা-চালে রুশ সৈন্যদল শুধু যে জার্মান সাঁড়াশি খুলে বেড়িয়ে আসে তা নয়, পাশে-থাকা জেনারেল শেফারের দলকে ঘেরাও করে, এ দলের কয়েকটি রেজিমেণ্ট মাত্র ব্যূহ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে।

২৯শে এবং ৩০শে অক্টোবর তুর্কী নৌবাহিনী এবং দুটি জার্মান ক্রুজার "গোয়েবেন" ও "ব্রেসলাউ" কৃষ্ণ সাগরে রুশ জাহাজ আক্রমণ করে, ওদেসা প্রভৃতি বন্দর ও ঘাঁটিতে

গোলাবর্ষণ করে। সে দিন তুরস্ক রাশিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। ডিসেম্বরে তৃতীয় তুর্কী বাহিনী সারিকামিশের দিকে আক্রমণ চালায়, উদ্দেশ্য ছিল রুশ ককেশীয় বাহিনীর প্রধান ভাগটাকে ঘেরাও করে শেষ করে দেওয়া, কিন্তু রুশরা প্রতি-আক্রমণে তুর্কীদের ছত্রভঙ্গ করে দিল। ১৯১৫ সালের বসন্তকালে ১,২০,০০০ সৈন্যসমেত অস্ট্রীয় দুর্গ পেরেমিসল আত্মসমর্পণ করল। কার্পেথিয়ানে আক্রমণ চালিয়ে অনেক গিরিসংকট দখলে এনে রুশ সৈন্যদল অস্ট্রো-হাঙ্গেরির প্রতিরোধ নিশ্চিহ্ন করার উদ্দেশ্যে হাঙ্গেরীয় উপত্যকা আক্রমণের প্রস্তুতি চালাল। মিত্রকে রক্ষার উদ্দেশ্যে জার্মানি পশ্চিমে প্রতিরক্ষামূলক নীতি গ্রহণ করে রুশ বাহিনীগুলিকে ধ্বংস এবং রাশিয়াকে যুদ্ধ থেকে একেবারে সরিয়ে দেবার জন্য পূর্বে অনেক সৈন্য জমায়েৎ করল। যুদ্ধের শুরুতে পূর্ব ফ্রন্টে জার্মানি ও অস্ট্রো-হাঙ্গেরির ৫২টি পদাতিক, এবং ১৪টি অশ্বারোহী ডিভিসন ছিল, কিন্তু ১৯১৫'তে সংখ্যাটি বেড়ে দাঁড়াল ১১৬টি পদাতিক ও ২৪টি অশ্বারোহী ডিভিসনে, অর্থাৎ মোট সৈন্যসংখ্যার অর্ধেক। ১৯১৫'র মে মাসে অস্ট্রো-জার্মান বাহিনীগুলি গর্লিৎসায় রুশ লাইন ভেদ করে রুশ সৈন্যদলগুলিকে পিছু হটাতে থাকে। ২২শে জুন রুশ সৈন্যদল ল্ভভ্ এবং ৫ই অগস্ট ওয়ারশ পরিত্যাগ করে। জার্মানরা সেপ্টেম্বরে ভিল্নো দখল করল। শীতকাল নাগাদ জার্মান আক্রমণ থামানো হল, পশ্চিম দ্ভিনা — বারানভিচি — পিন্স্ক — দুব্নো লাইন বরাবর ফ্রন্ট পাকা রইল। পোল্যান্ডে রুশ বাহিনীগুলিকে ঘেরাও করার পরিকল্পনা ব্যর্থ হল, জার্মানি তখনো দুটো ফ্রন্টের মাঝখানে আটক। চক্রবেড় কাটাতে পারলেও অত্যন্ত লোকসান সইতে হয় রুশ সৈন্যদলগুলিকে। নিকৃষ্ট অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত রুশ বাহিনীগুলি জার রাশিয়ার টেকনিকাল ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতায়, অধিনায়কমণ্ডলীর নির্বুদ্ধিতায় এবং মিত্রদের কাছ থেকে সাহায্যের অভাবে পরাজিত হয়। যুদ্ধের জন্য অর্থনৈতিক প্রস্তুতি যথেষ্ট পরিমাণে করা হয়নি বলে এমনকি ১৯১৫'র গোড়াতেই অস্ত্রশস্ত্রের ব্যাপারে একটা সংকট দেখা দেয়। ১৯১৪'র শেষ নাগাদ সৈন্যবল বাড়িয়ে ৫৬ লক্ষ করা হয়, এদিকে যুদ্ধের প্রাক্কালে অস্ত্রাগারে রাইফেল ছিল মাত্র ৪৬ লক্ষ ৫২ হাজার। লোকসান পরিপূরণের জন্য মাসে দু লক্ষ করে রাইফেল দরকার, কিন্তু যুদ্ধের প্রথম বছরে রুশ অস্ত্র কারখানায় মাত্র ৪ লক্ষ ৮০ হাজার রাইফেল তৈরি হয়। তাছাড়া কার্তুজ ছিল অত্যন্ত কম। ১৯১৪'র অগস্ট থেকে ১৯১৫'র জুলাই পর্যন্ত ৮৪ কোটি ৩০ লক্ষ রাইফেল কার্তুজ তৈরি হয় কারখানায়, অথচ প্রতি মাসে বাহিনীর ২০ কোটি কার্তুজ দরকার ছিল। কামানের যত গোলার দরকার মাত্র তার এক তৃতীয়াংশ সরবরাহ করে শিল্প (মাসে ৫ লক্ষ)। যুদ্ধের প্রথম বছরে বারুদ এবং অন্যান্য বিস্ফোরক যত পরিমাণে দরকার ছিল তার শতকরা মাত্র ১০ বা ১১ ভাগ জোগায় রুশ কলকারখানা। প্রধানত অন্যান্য দেশে অর্ডার দিয়ে অস্ত্রসংকট অতিক্রমণের চেষ্টা করে জার সরকার। যুদ্ধ কালে ৭৬৯ কোটি ৪০ লক্ষ রুবলের মতো অর্ডার দেওয়া হয় বিদেশে —

২৯৯ কোটি ১০ লক্ষ রুবল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে, ২৩৩ কোটি ১০ লক্ষ গ্রেট ব্রিটেনে এবং ১৬৪ কোটি ১০ লক্ষ ফ্রান্সে। চড়া দাম পেলেও বিদেশী ফার্মগুলি অর্ডার জোগাতে দেরি করত প্রায়ই আর প্রায়ই খারাপ জাতের মাল পাঠাত। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যা অর্ডার দেওয়া হয় সরবরাহ আসে তার শতকরা মাত্র ২৮ ভাগ, ৮৪ কোটি রুবলের মতো। প্রথম প্রথম বিদেশে রুশ রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কের গচ্ছিত টাকা থেকে অর্ডারের দাম দেওয়া হত, কিন্তু এ টাকা ফুরিয়ে গেলে নতুন বিদেশী ঋণ নেওয়া হল। এতে করে বিদেশী পুঁজির উপর জার রাশিয়ার নির্ভরতা বেড়ে গেল। যুদ্ধকালীন বছরগুলিতে ৮০০ কোটি রুবলের বেশি বিদেশী ঋণের বন্দোবস্ত হয়। বিদেশে রাশিয়ার যুদ্ধ অর্ডারগুলির টাকা জোগানোর ভার ব্রিটেন নিজের হাতে নিল। যুদ্ধ ঋণের বন্দোবস্ত করা হল — শতকরা ৭০ ভাগ ব্রিটেনে, ১৯ ভাগ ফ্রান্সে এবং ৭ ভাগ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অস্ত্রশস্ত্রের বিনিময়ে মিত্ররা দাবী করল জার সরকার যেন পশ্চিম ফ্রণ্টে সৈন্য পাঠায়; কয়েকটি রুশ ব্রিগেড ফ্রান্সে এবং গ্রীসের সালোনিকায় লড়ে।

যুদ্ধের প্রথম দশ মাস সৈন্যবাহিনীর প্রয়োজন মেটাবার জন্য রুশ অর্থনীতি পুনর্গঠনের কোনো চেষ্টা করেনি জার সরকার বা বুর্জোয়ারা। ১৯১৫ সালের মে মাসে যখন ধাতু ঘাটতির সম্ভাবনা দেখা দিল, যখন ফ্রণ্টে গোলা ও অস্ত্রশস্ত্রের ঘাটতি গুরুতর আকার ধারণ করে তখনি শুধু যুদ্ধ মন্ত্রীর সভাপতিত্বে বাহিনী সরবরাহের বিষয়ে একটি সম্মেলন বসে; এতে যোগ দেয় রাষ্ট্রীয় কাউন্সিল, রাষ্ট্রীয় দুমা এবং কয়েকটি সরকারী বিভাগের প্রতিনিধি এবং শিল্পপতি ও ব্যাঙ্কারদের প্রতিনিধি। ১৯১৫'র মে মাসের শেষে পুঁজিবাদীরা প্রদেশে জেলা-কমিটি সহ একটি কেন্দ্রীয় যুদ্ধ-শিল্প কমিটি গঠন করে। যুদ্ধের গোড়ায় প্রতিষ্ঠিত জেমস্তভো ও সহুরে কর্তৃপক্ষ ইউনিয়নগুলির ক্ষমতা অনেক বাড়ানো হল এবং এদের উদ্যোগে সৈন্যবাহিনীকে সামরিক এবং অন্যান্য সরঞ্জাম জোগানোর জন্য গড়া হল একটি সংযুক্ত কমিটি ("জেমগর")। যুদ্ধ অর্থনীতি নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৯১৫'র অগস্টে প্রতিরক্ষা, জ্বালানি, খাদ্য এবং পরিবহণ সম্মেলন প্রতিষ্ঠিত হল। শিল্পোদ্যোগগুলির কোটা ঠিক করা, কোন পর্যায়ক্রমে তারা কাঁচা মাল ও ইন্ধন পাবে তার নিয়ন্ত্রণ, দর নির্ধারণ, পরিবহণ ব্যবস্থায় কার দাবী আগে সেটা ঠিক করা, যেসব কারখানা যুদ্ধ-অর্ডার সরবরাহ করে উঠতে পারছে না সেগুলিকে মিলিটারির হাতে দেওয়া বা বাজেয়াপ্ত করণ ইত্যাদি অধিকার পেল সম্মেলনগুলি। ব্যক্তিগত উদ্যোগগুলির শিল্প এবং বাণিজ্য ব্যাপারে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপ কিন্তু অত্যন্ত অসঙ্গত ও ভাসাভাসা রয়ে যায়। ইন্ধনকে কঠোরভাবে রেশন করার এবং ভোগকারীদের কাছে পৌঁছনোর ব্যবস্থা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা ব্যর্থ হল, কেননা ইন্ধনের নিষ্কাশন এবং বিক্রয় ব্যবস্থা ছিল ব্যক্তিগত শিল্পপতিদের হাতে। কয়লা, তেল, লৌহজাতীয় ধাতু, শস্য ইত্যাদিকে একচেটিয়াভাবে রাষ্ট্রের হাতে দেবার পরিকল্পনা গৃহীত হল না, কেননা শিল্পপতি ও জমিদাররা এতে নারাজ, এতে তাদের

অবাধ দাঁওবাজি ও মুনাফালুণ্ঠনের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ হত। সর্বোচ্চ মূল্য বেঁধে দেওয়া হল না — কেননা উৎপাদন ও বণ্টন ব্যবস্থায় হাত দেবার ক্ষমতা ছিল না "নিয়ন্ত্রণী" অঙ্গগুলির। দেশের অভ্যন্তরের সামরিক অর্থনৈতিক উদ্‌যোজন যে শ্লথগতি ও অসম্পূর্ণ ছিল, জার রাশিয়ায় রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদ যে অপরিণত ছিল, ব্রিটেন, ফ্রান্স এবং জার্মানির তুলনায় সরকারী সংস্থা এবং ব্যক্তিগত একচেটিয়া সংস্থার মিলন ও পারস্পরিক নির্ভরতা যে দুর্বল ছিল তার কারণ সামন্ততন্ত্রী শাসক শ্রেণীর উপরিভাগ বুর্জোয়াদের রাজনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির বিরোধিতা করত। রাজনৈতিক দুর্বলতা, জার সরকারের ওপর নির্ভরতা এবং জমিদার বর্গের সঙ্গে ৩রা জুনের প্রতিবিপ্লবী জোটে যোগদানের ফলে দেশের যুদ্ধ-অর্থনীতি সংগঠন করার ক্ষমতা ছিল না বুর্জোয়া শ্রেণীর। "নিয়ন্ত্রণী" সংস্থাগুলি একমাত্র যে কার্যকলাপ চালাতে পারত তা হল শিল্পের তথাকথিত বেসামরিক শাখাগুলিকে সর্বতোভাবে কমিয়ে সামরিক উৎপাদনকে যত সম্ভব বাড়ানো। যুদ্ধের সময় প্রতিরক্ষার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ নেই এমন উদ্যোগগুলিতে শ্রমিকের সংখ্যা শতকরা ১৩ জন কমে যায় এবং অস্ত্রশস্ত্র ও যুদ্ধ সরঞ্জাম উৎপাদনকারী কারখানাগুলিতে এ সংখ্যা বাড়ে শতকরা প্রায় ৮৯ জন। নতুন কারখানা নির্মাণ ব্যাহত করে রাষ্ট্রযন্ত্র, ফলে দেশের শিল্পের জন্য ধাতু বুনিয়াদ বাড়তে পারেনি। যেসব কারখানা বর্তমান ছিল তাদের ওপর পুরো বোঝাটা পড়ে, এগুলির এমনকি পুনরুৎপাদন ক্ষমতা পর্যন্ত ছিল না। সামরিক উৎপাদনের প্রতিক্রিয়াশীল আমলাতান্ত্রিক "নিয়ন্ত্রণ" তাই শেষ পর্যন্ত উৎপাদন বিশৃংখলা এবং শিল্প ও পরিবহণের মূলে পুঁজি লুণ্ঠনকে আরো তীব্র করে তোলে। তথাপি সামরিক উৎপাদনের রাষ্ট্রীয় "নিয়ন্ত্রণ" বুর্জোয়াদের অর্থনৈতিক অবস্থাকে জোরালো করে। সমরীকৃত কারখানাগুলিতে দাসশ্রমসুলভ ব্যবস্থা গৃহীত হল। সামান্যতম নিয়ম লঙ্ঘন বা রাজনৈতিক "অনির্ভরতার" অপরাধে শ্রমিকদের ফ্রণ্টে পাঠানো হত।

বাহিনীর প্রয়োজন মেটানোর জন্য শিল্পের খাপছাড়া পুনর্গঠনে সামরিক উৎপাদন বিশেষ বাড়ে ১৯১৬'তে। ১৯১৭'র শুরুতে রাইফেলের বাৎসরিক উৎপাদন ১৬ লক্ষে দাঁড়ায়, যুদ্ধের প্রথম বছরে যেটা ছিল ৪ লক্ষ ৮০ হাজার। প্রাক-যুদ্ধ পর্যায়ের তুলনায় মেশিন-গানের উৎপাদন ২৫ গুণ বাড়ে। কামান কারখানাগুলির উৎপাদন সবিশেষ বৃদ্ধি পেল। ১৯১৫'তে ২,১০৬টি কামান তৈরি হয়, ১৯১৬'তে ৫,১৩৫টি। অনেকখানি এগিয়ে যায় যুদ্ধ-রাসায়নিক শিল্প, যুদ্ধের আগে যেটি আমদানি মাল এবং আধা-কারখানাজাত দ্রব্যের সম্পূর্ণ মুখাপেক্ষী ছিল। সাধারণভাবে রাশিয়ার রাসায়নিক শিল্পে ১৯১৩'র তুলনায় ১৯১৬'তে উৎপাদন শতকরা ১৫০ ভাগ বাড়ে।

রুশ সশস্ত্র বাহিনীর প্রধান জোগানদার ছিল রুশ শিল্প (৬ নং তালিকা দ্রষ্টব্য)।

৬ নং তালিকা

**যুদ্ধ সরবরাহ, ১৯১৩-১৯১৬ (শতকরা)**

| | মিত্রদের কাছ থেকে প্রাপ্ত | দেশে উৎপাদন |
|---|---|---|
| রাইফেল | ৩০ | ৭০ |
| রাইফেল কার্তুজ | ১ | ৯৯ |
| কামান | ২৩ | ৭৭ |
| গোলাবারুদ | ২০ | ৮০ |

অস্ত্র ও গোলাবারুদ উৎপাদনে দ্রুত বৃদ্ধি সত্ত্বেও যুদ্ধের সারা সময়ে রুশ বাহিনীতে রাইফেল, মেশিন-গান, গোলা, রাইফেল ও মেশিন-গানের কার্তুজ এবং বিস্ফোরকের তীব্র অভাব ছিল। রাইফেলের মোট ঘাটতি ৭০ লক্ষের বেশি। নতুন ধাঁচের সরঞ্জাম, বিমান, মোটরগাড়ি ইত্যাদির ব্যাপারে সরবরাহ ছিল আরো খারাপ, এ সবের জন্য মিত্রদের এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পুরো মুখাপেক্ষী ছিল রুশ বাহিনী।

যা কিছু ইন্ধন এবং কাঁচা মাল বর্তমান সেগুলিকে হাতে এনে রাষ্ট্রকে যোগানো যুদ্ধ দ্রব্যের একচেটিয়া চড়া দর বাঁধার উদ্দেশ্যে পুঁজিবাদীরা একচেটিয়া সংগঠনে ঐক্যবদ্ধ হবার অধিকতর প্রয়াস করে যুদ্ধের সময়ে। যুদ্ধকালে শিল্পের পুঞ্জীভবন এবং একচেটিয়া সংস্থা গঠনের মূল বিশেষত্ব হল — সংযুক্ত উৎপাদন ব্যবস্থার প্রসার (এক ধাঁচের জিনিস একই কারখানায়) এবং এর ফলে কম্বাইন ও ট্রাস্টের গঠন। ১৯১৬ থেকে দেখা দিল লাভের আশায় কোম্পানি গঠনের একটা অভূতপূর্ব ঢেউ, সামরিক উৎপাদন প্রসারে মোটা মুনাফার মৌকা পেয়েছিল পুঁজিবাদীরা। ১৯১৬'তেই ৩৮ কোটি ২০ লক্ষ মূল পুঁজি সমেত ২৪৪টি লিমিটেড্ শিল্প কোম্পানি গঠিত হয়। সামরিক অর্ডারের ফলে পুরো দমে কাজ চালাতে পারে কারখানা, এর সুযোগ নিয়ে একচেটিয়া উদ্যোগগুলি বেচার দর এবং কারখানাগুলির মধ্যে অর্ডার বণ্টনের ব্যাপারে প্রকৃতপক্ষে হুকুম দিত "নিয়ন্ত্রণী" অঙ্গগুলিকে। প্রতিরক্ষার বিশেষ সম্মেলনের অধীনস্থ ধাতু শিল্প কমিটি "প্রদামেত," "ক্রভলিয়া" ইত্যাদি একচেটিয়া সংস্থার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ রেখে কাজ চালাত। সরকারী সংস্থাগুলির সহায়তায় একচেটিয়া সংস্থাগুলি ক্রমাগত সামরিক অর্ডারের দর বাড়িয়ে নিত। যুদ্ধকালে পুঁজিবাদীদের মোট মুনাফা যুদ্ধ পূর্ব সময়ের তুলনায় তিন-চার গুণের বেশি বাড়ে, আর শুধু সামরিক উৎপাদনে নিযুক্ত কয়েকটি ধাতু-শিল্প উদ্যোগের মুনাফা বাড়ে আট-নয় গুণ। এ সময়ে জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিগুলির মূল পুঁজি শতকরা ১০-১৫ ভাগের বেশি

বাড়েনি। এতে বোঝা যায় যে উৎপাদন বাড়িয়ে বা কারখানা নতুন করে গড়ে লিমিটেড কোম্পানিগুলি মুনাফা লোটেনি, মুনাফার মূলে ছিল শ্রমিকদের অধিকতর শোষণ। পুঁজিবাদীদের ডিভিডেন্ড দু গুণের বেশি বাড়ে, আর শ্রমিকদের আসল গড় মজুরি কমে শতকরা অন্তত ১৫-২০ ভাগ।

যুদ্ধকালীন অভাব অনটনের দরুন ১৯১৫ সালের বসন্তকালে ধর্মঘটের নতুন একটা ঢেউ এল। এ বছরের গ্রীষ্মকালে কস্ত্রমা ও ইভানভো-ভজনেসেনস্কে ধর্মঘট হয়, শেষ পর্যন্ত ওখানে শ্রমিকদের উপর গুলি চলে। জারতন্ত্রের এই রক্তাক্ত অপরাধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ধর্মঘট বাধে পেত্রগ্রাদ, মস্কো এবং অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রে। বিপ্লবী শ্রমিক আন্দোলন যখন বেড়ে উঠছে, ফ্রন্টে জার সৈন্যদের পরাজয় ঘটছে, এমন অবস্থায় জারতন্ত্রের বিরোধিতায় নামে বুর্জোয়ারা। ১৯১৫'র অগস্টে রাষ্ট্রীয় দুমা'য় বুর্জোয়া-জমিদার দলগুলি একটি "প্রগতিশীল জোট" গঠন করে একটি "আস্থাযোগ্য মন্ত্রিসভা" গঠনের দাবি জানায়। এরি সঙ্গে সঙ্গে যুদ্ধ শিল্প কমিটিগুলিতে "শ্রমিক গ্রুপ" বানাবার চেষ্টা করে বুর্জোয়ারা, উদ্দেশ্য, ধর্মঘট আন্দোলনকে কাবু করা এবং ফ্রন্টে জোগান-দেওয়া কারখানাগুলি যাতে না থেমে কাজ করে যেতে পারে তা দেখা। এ সব গ্রুপে সক্রিয়ভাবে যোগদানের আহ্বান শ্রমিকদের জানাল মেনশেভিকরা। কিন্তু পেত্রগ্রাদ এবং অন্য অনেক সহরে যুদ্ধ শিল্প কমিটির নির্বাচনে শ্রমিকেরা বিপুল সংখ্যাধিক্যে "শ্রমিক গ্রুপ" বয়কটের বলশেভিক কৌশলের সমর্থন করে।

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে কৃষি সংকট আরো প্রখর রূপ নিল, চাষী সাধারণের দারিদ্র্য আরো বাড়ল। ১৯১৭ সালের সারা রুশ লোকগণনা অনুসারে, গ্রামাঞ্চলের সক্ষমদেহ পুরুষদের সংখ্যা শতকরা ৪৭·৪ ভাগ কমে যায়। খামারের প্রধান ভারবাহী পশু -- ঘোড়ার সংখ্যা ১৯১৪'র ১,৭৯,০০,০০০ থেকে ১৯১৭'য় নামে ১,২৮,০০,০০০'এ। পশুপালনেও মন্দগতি দেখা দেয়। কৃষি যন্ত্র ও সারের উৎপাদন ভয়ানকভাবে কমিয়ে দেওয়া হয়, এ সবের আমদানি একেবারে বন্ধ হল। প্রতি বছর কমতে থাকে শস্য বপনের ক্ষেত্র এবং একর পিছু ফলন। ১৯১৭ নাগাদ শস্য ও আলু ক্ষেতের আয়তন ১৯১৪'র তুলনায় শতকরা ১১·৭ ভাগ আর একই সময়ে খাদ্য শস্য, পশু খাদ্য শস্য এবং আলুর মোট ফসল শতকরা ২৬·২ ভাগ কমে।

ফ্রন্টের সঙ্গে গ্রামের যোগ ছিল সহস্র সূত্রে, সৈন্যবাহিনীতে বিপ্লবী চাঞ্চল্যের প্রত্যক্ষ প্রভাবে চাষীদের রাজনৈতিক চেতনা বাড়ে। বাহিনীর প্রলেতারীয় স্তর বৃদ্ধি পেল যুদ্ধের জন্য শ্রমিক যোজনে। শ্রমিক-সৈনিকদের সহায়তায় সৈন্যদের নানা দলে বলশেভিকরা অবৈধ প্রচার কার্য চালায়, বিরোধী যুদ্ধরত বাহিনীর সৈন্যদের ডাক দেয় পরস্পরের সঙ্গে ভ্রাতৃমূলক সম্পর্ক স্থাপনে। বাল্টিক নৌবাহিনীর নাবিক এবং উত্তর ফ্রন্টে সৈনিকদের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে বলশেভিক প্রচার, কেননা এ সব এলাকা পেত্রগ্রাদ ও রিগার শ্রমিক-কেন্দ্রের কাছাকাছি ছিল।

দেশে একটি বিপ্লবী সংকট ঘনায়মান হয়ে উঠল। ফ্যাক্টরি ও খনি ইনস্পেকটরদের তদারকাধীন উদ্যোগগুলিতে ১৯১৫ সালে ৫,৭১,০০০ এবং ১৯১৬'তে ১১,৭২,০০০ শ্রমিক ধর্মঘট করে। ১৯১৪'র অগস্ট থেকে ১৯১৭'র ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত ধর্মঘটীদের সংখ্যা ছিল ২৪,৬১,০০০, এদের মধ্যে ১৪,০৭,০০০ জন অর্থনৈতিক ধর্মঘটে এবং ১০,৫৪,০০০ জন রাজনৈতিক ধর্মঘটে যোগ দেয়। যুদ্ধকালে পেটি বুর্জোয়ার লোকেরা অনেকে শ্রমিক হয়ে ওঠায় শ্রমিক শ্রেণীর গঠনে অনেক পরিবর্তন ঘটে, ফলে অর্থনৈতিক ধর্মঘটে যোগদানকারীদের সংখ্যা ১৯১১-১৯১৪ সালের শতকরা ৩৪ জনের তুলনায় শতকরা ৫৭ জন বাড়ে। এরি সঙ্গে ১৯১৫ এবং ১৯১৬ সালের ধর্মঘট আন্দোলন প্রাকযুদ্ধ বছরগুলির তুলনায়, এমনকি ১৯০৫'এর তুলনায় অনেক বেশি অটল ও দৃঢ়সংকল্প ছিল। ১৯১১-১৯১৪, এ কটি বছরে ধর্মঘটের শতকরা মাত্র ৩৮টি সফল হয়, আর ১৯১৪-১৯১৬, এ পর্যায়ে শতকরা ৭০টি অর্থনৈতিক ধর্মঘট হয় সম্পূর্ণ নয় আংশিকভাবে সাফল্য লাভ করে। পুরোধায় ছিল পেত্রগ্রাদের শ্রমিকেরা।

রুশ শ্রমিক এবং সৈনিকদের বিপ্লবী সংগ্রামের প্রভাবে নিপীড়িত জাতিগুলির মুক্তি সংগ্রাম আরো জোরালো হয়ে ওঠে। ১৯১৬'র গ্রীষ্মকালে মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে চাষী, ঠিকে মজুর, সহরের গরিব এবং কারখানা শ্রমিকরা আপনা থেকে বিদ্রোহ করে। যুদ্ধকালে জারের ঔপনিবেশিক আমলা এবং স্থানীয় সামন্তপ্রভু ও বে'দের অত্যাচার বৃদ্ধি এর প্রধান কারণ। সাক্ষাৎ কারণ, ১৯১৬'র ২৫শে জুনের একটি সরকারী নির্দেশ যে ট্রেঞ্চ খোঁড়ার জন্য ও সব অঞ্চলের সমস্ত পুরুষকে জমায়েত করতে হবে। সব কটি অঞ্চলে একই সঙ্গে শুরু হয়নি বলে আন্দোলনটি বিচ্ছিন্ন স্থানীয় বিদ্রোহ-কেন্দ্রে খণ্ডিত হয়। ১৯১৬'র বিদ্রোহটির চরিত্র ছিল সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও সামন্তবিরোধী। কয়েকটি জায়গায় সামন্ততন্ত্রী এবং যাজক প্রভাবে আন্দোলনটি প্রতিক্রিয়াশীল রূপ গ্রহণ করে।

১৯১৬'র মে মাসে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমণ শুরু করা হয়। রুশ বাহিনী সাড়ে চার লক্ষ সৈন্যকে বন্দী করে, বিপুল পরিমাণ জিনিসপত্র পায়। অন্য ফ্রন্ট বা মিত্ররা এ আক্রমণকে সাহায্য করেনি বলে যুদ্ধের গতিতে চূড়ান্ত কোনো ফল এতে হল না। পশ্চিম ফ্রন্ট থেকে জার্মানরা ২৪টি ডিভিসন সরিয়ে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে রুশ আক্রমণ রোখে, শেষের দিকে যথেষ্ট পরিমাণে রিজার্ভ ও সরবরাহ লাগানো হয়নি এ আক্রমণে।

১৯১৬'র শেষাশেষি জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়ার দশায় পেঁছয়।

এ সালের ডিসেম্বর নাগাদ আকরিক ও ইন্ধনের অভাবে দক্ষিণের ৫৯টি ব্লাস্ট-ফার্নেসের মাত্র ৩৫টি এবং উরালের ৯৪টির মাত্র ৪২টি চালু ছিল। এ সালে দেশের ২১৯টি ধাতু কারখানার মাত্র ১৪৫টি বন্ধ না হয়ে উৎপাদন চালিয়ে যায়, ধাতুর চাহিদা তাতে বড়ো জোর অর্ধেক মিটত। রেলওয়েতে লোকোমোটিভ ও রোলিং স্টকের নিদারুণ

ঘাটতি। রেলওয়ে ও বন্দরের মাল চলাচল ক্ষমতা এত কম ছিল যে গাদা গাদা জিনিস স্তূপীকৃত হতে থাকে: ১৯১৬'র শুরুতে তার পরিমাণ ছিল দেড় লক্ষ রেল ট্র্যাক বোঝাই মালের সমান। মোট শস্য ফসল প্রাকযুদ্ধ বছরগুলির তুলনায় কম হলেও রপ্তানি প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়াতে (১৯১৪-১৯১৫'য় ছ কোটি পুদ, ১৯১৩-১৯১৪'তে এটা ছিল ৭৬ কোটি ৪০ লক্ষ পুদ) দেশে তখনো খামার উৎপন্নে উদ্বৃত্ত ছিল। তবু সরবরাহ সংগঠনে জার সরকারের অক্ষমতা, রেলওয়ে পরিবহণের বিশৃংখলা, চড়া দাম এবং ব্যাঙ্ক, জমিদার ও কুলাকদের ফাটকাবাজীর ফলে সহরের মেহনতীরা বুভুক্ষু থাকত। ১৯১৭'র ২৯শে জানুয়ারি পেত্রগ্রাদে মাত্র দশ দিনের মতো আটা আর তিন দিনের মতো চর্বি মজুত ছিল: মাংস একেবারে ছিল না। অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রে অবস্থা আরো ভয়াবহ।

১৯১৭'র ফেব্রুয়ারি বিপ্লব পর্যন্ত ৩,০০০ কোটি রুবলের বেশি যুদ্ধ খাতে খরচা হয় (এর এক তৃতীয়াংশ আসে বিদেশী ঋণ থেকে, বাকিটা আভ্যন্তরীণ ঋণ এবং অতিরিক্ত কাগজী মুদ্রার প্রবর্তন থেকে)। ১৯১৪'র ১লা জুলাই ১৬০ কোটি রুবল মূল্যের কাগজী টাকা চালু ছিল, ১৯১৭'র ১লা মার্চ এটা দাঁড়ায় ৯৫০ কোটি। রুবলের ক্রয় ক্ষমতা নামে ২৭ কোপেকে। যুদ্ধের সময়ে বিদেশী পুঁজি আরো শক্ত আস্তানা গেড়ে বসে রুশ শিল্পে। ওলের সংগৃহীত তথ্য অনুসারে ১৯১৭'র ১লা জানুয়ারি শিল্প জয়েণ্ট স্টক কোম্পানিগুলির মূল পুঁজির শতকরা ৫০ ভাগ ছিল বিদেশী: জাতি হিসাবে বিদেশী পুঁজির শতকরা ৩৩ ভাগ ছিল ফরাসী, ২৩ ভাগ ব্রিটিশ, ২০ ভাগ জার্মান, ১৪ ভাগ বেলজিয়ান এবং ৫ ভাগ আমেরিকান।

রুশ সৈন্যদলের পরাজয়, ফ্রণ্টে বিপুল লোকক্ষয়, ধ্বংস ও অনশন — এ সমস্তের ফলে শ্রেণী চেতনা বৃদ্ধি পেল, জারতন্ত্র এবং সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে শ্রমিক, সৈনিক, চাষী এবং সহরের পেটি বুর্জোয়াদের বিপ্লবী আন্দোলন এগিয়ে গেল।

৭ নং তালিকা

**১৯১৭'র ১লা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত রুশ বাহিনীর লোকক্ষয়**

| | অফিসার | সাধারণ সৈন্য |
|---|---|---|
| নিহত বা আঘাতজনিত মৃত্যু | ১১,৮৮৪ | ৫,৮৬,৮৮০ |
| গ্যাসে জখম মৃত্যু | ৪৩০ | ৩২,৭১৮ |
| আহত | ২৬,০৪১ | ২৪,৩৮,৫৯১ |
| শেল-শক | ৮,৬৫০ | ৯৩,৩৯৯ |
| নিখোঁজ | ৪,১৭০ | ১,৮৫,৭০৩ |
| বন্দী | ১১,৮৯৯ | ২৬,৩৮,০৫০ |
| মোট | ৬৩,০৭৪ | ৫৯,৭৫,৩৪১ |

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধকে গৃহযুদ্ধে রূপান্তর এবং জারতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বলশেভিক সংগঠনগুলি ব্যাপক ও সুদৃঢ় সংগ্রাম গড়ে তোলে। বলশেভিক রণনীতির তাত্ত্বিক ভিত্তি জোগান লেনিন তাঁর "সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" নামক গ্রন্থে, এটি ১৯১৬'তে লেখা। এ গ্রন্থে সাম্রাজ্যবাদ ও তার প্রধান বিরোধ ও নিয়মের প্রথম বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ করেন লেনিন, কী অবস্থায় এর অবসান অপরিহার্য তা দেখান। সাম্রাজ্যবাদী যুগে পুঁজিবাদের অসমান অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিকাশের নিয়ম উদ্ঘাটিত তিনি করেন এবং এরি ভিত্তিতে এই মহৎ বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারে উপনীত হন যে প্রথমে কয়েকটি দেশে বা এমনকি একটি মাত্র পুঁজিবাদী দেশে সমাজতন্ত্রের জয়লাভ সম্ভব।

১৯১৬ থেকে একটি আসন্ন বিপ্লবী পরিস্থিতি দানা বাঁধে দেশে। জার আমলের ভঙ্গুরতার সাক্ষ্য বহন করে মন্ত্রিসভার ক্রমাগত রদবদল। যুদ্ধের সময়ে মন্ত্রিসভার সভাপতি চার বার বদলানো হয়, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী ছয় বার, যুদ্ধ মন্ত্রী চার বার, ইত্যাদি। ক্রমাগত মন্ত্রী বদলে সরকার বিশৃংখল হয়ে পড়ে। "কালো শ" রাজভক্ত সংগঠনগুলির সমর্থনভোগী ভাগ্যান্বেষী রাসপুতিনের সবিশেষ প্রতিপত্তি ছিল দরবারে। দেশের ব্যাপারে এই সংগঠনগুলি শুধু জনগণকে নয়, এমনকি তথাকথিত বুর্জোয়া "সাধারণকে" সামান্যতম সুবিধা দানের বিরোধী ছিল। বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে এরা জার্মানির সঙ্গে আলাদা শান্তিচুক্তির দাবী করে, যুদ্ধ বেশি দিন চললে বিপ্লব ঘটবে, এই তাদের ভীতি। এদের মুখপাত্র ছিলেন প্রতিক্রিয়াশীল স্তিউর্মের, ১৯১৬'র শুরুতে ইনি মন্ত্রিসভার সভাপতি হন। যুদ্ধে জয়লাভের ক্ষমতা নেই জারতন্ত্রের, আসন্ন বিপ্লবের মুখে জারতন্ত্র অসহায়, এ জন্য বুর্জোয়ারা জারের উপর অসন্তুষ্ট হয়। ১৯১৬'র ১লা নভেম্বরে রাষ্ট্রীয় দুমা'র একটি বৈঠকে "প্রগতিবাদী জোটের" নেতা মিলিউকভ দরবারী কুচক্রীদের বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনেন। দরবারী বিপ্লব সাধনের সংকল্প করল বুর্জোয়ারা। বিদ্রোহের প্রস্তুতিতে যোগ দিল কাদেত, অক্টোব্রিস্ট ও প্রগতিবাদীদের নেতারা এবং দুমা'র বুর্জোয়া চক্রের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত সৈন্যবাহিনীর অধিনায়কমণ্ডলীর কয়েকজন সদস্য (জেনারেল গুর্কো, ক্রিমভ ইত্যাদিরা)। অন্য দিকে "কালো শ" চক্রগুলি দুমা ভেঙে দিয়ে সামরিক একনায়কত্ব ঘোষণার তোড়জোড় করতে লাগল। ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বেধে যাওয়াতে বুর্জোয়া ষড়যন্ত্রকারী এবং প্রতিক্রিয়াশীল উগ্রপন্থী উভয়েরই পরিকল্পনা বানচাল হল।

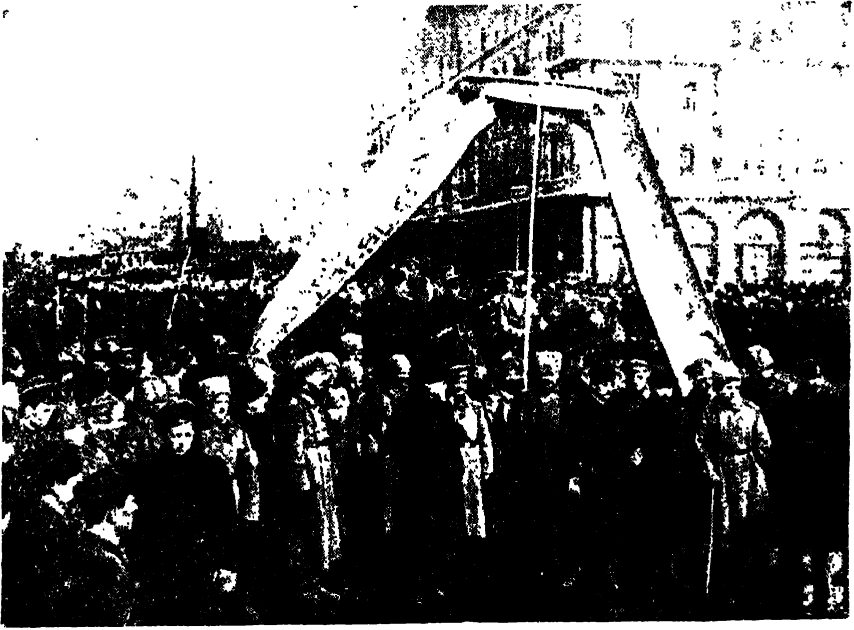
## ফেব্রুয়ারি বিপ্লব, ১৯১৭

পেত্রগ্রাদে ২৩শে ফেব্রুয়ারি (৮ই মার্চ) আন্তর্জাতিক নারী দিবসে ধর্মঘট এবং বিক্ষোভ-প্রদর্শনে ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লবের শুরু। ২৪শে ফেব্রুয়ারিতেই দু লক্ষ শ্রমিকের ধর্মঘট চলেছিল, ২৫শে ফেব্রুয়ারি এটি সাধারণ ধর্মঘটে পরিণত

হল। রাস্তায় বিক্ষোভকারী এবং পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটে। "বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী এবং জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃসুলভ মিলন" — সৈনিকদের এই আহ্বান জানিয়ে বলশেভিকরা প্রচারপত্র বিলি করে। ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১২ই মার্চ) পেত্রগ্রাদ রক্ষী সেনাদল বিপ্লবীদের দলে যোগ দিল। সেই দিন কেন্দ্রীয় কমিটির রুশ ব্যুরো বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির "রাশিয়ার সমস্ত নাগরিকদের প্রতি" ইস্তেহার অনুমোদন করে; এতে জারতন্ত্রের উচ্ছেদ এবং একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার গঠনের জন্য দৃঢ় এবং অবিরাম সংগ্রামের আহ্বান জানানো হয়। পেত্রগ্রাদ শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের মুখপত্র "ইজভেস্তিয়া"র ক্রোড়পত্র হিসেবে ইস্তেহারটি ছাপানো হয় ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩ই মার্চ)। ২৭শে ফেব্রুয়ারির সন্ধ্যাবেলা নাগাদ রাজধানী সম্পূর্ণভাবে চলে আসে অভ্যুত্থানীদের হাতে — শ্রমিক, সৈন্য ও নাবিকদের হাতে। পেত্রগ্রাদের অভ্যুত্থান সারা দেশে বিদ্রোহের সংকেত জানায়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি (১৩ই মার্চ) মস্কো পুরোপুরি বিপ্লবী জনগণের হাতে চলে আসে। পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর ঘটনাবলীর পর সারা দেশে জয়লাভ করে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। রাশিয়ার রাজনৈতিক বিকাশে স্বৈরতন্ত্রের উচ্ছেদ বিরাট একটি পদক্ষেপ। শ্রমিক ও কৃষকদের জঙ্গী ঐক্যে বিপ্লব ঘটাতে এবং বিপ্লবের কর্ণধার শ্রমিক শ্রেণী বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে শান্তি,



বিদ্রোহে সৈন্যদের যোগদান, ফেব্রুয়ারি, ১৯১৭।



মস্কোয় বিক্ষোভ-মিছিল, ১২ই (২৫শে) মার্চ, ১৯১৭।

রুটি ও স্বাধীনতার জন্য কোটি কোটি কৃষক ও সৈনিকদের সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পুরোধায় থাকাতে জয়লাভ সম্ভব হয়। সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ, সর্বনাশ, জিনিসপত্রের অগ্নিমূল্য, শ্রমিকদের অত্যধিক শোষণ এবং ফ্রন্টে বিপুল লোকক্ষয় — এ সমস্ত কিছু ত্বরান্বিত করে বিপ্লবকে। ১৯০৫-১৯০৭'এর বিপ্লবে অর্জিত মূল্যবান অভিজ্ঞতাকে শ্রমিকেরা কাজে লাগায়, এতেও বিপ্লবের সাফল্য নিশ্চিত হয়।

২৭শে ফেব্রুয়ারিতেই পেত্রগ্রাদ কারখানাগুলির শ্রমিকেরা সোভিয়েতের নিজেদের প্রতিনিধি নির্বাচন শুরু করে। সে দিন সন্ধ্যায় পেত্রগ্রাদ শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশন ঘটে। প্রথম দিকে সোভিয়েতের নেতৃত্ব লাভ করে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা। সোভিয়েতের সভাপতি হন রাষ্ট্রীয় দুমা'য় মেনশেভিক দলের নেতা চ্খেইজে। মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও প্রথম দিন থেকেই জনগণের চাপে সোভিয়েত বিপ্লবী শক্তির সংস্থা হিসেবে কাজ করে। মিলিসিয়া সংগঠনে শ্রমিকদের উদ্যোগকে সোভিয়েত সমর্থন করে, রাজধানীর স্থায়ী সশস্ত্র শক্তির ভিত্তি হয়ে দাঁড়ায় এ মিলিসিয়া, পেত্রগ্রাদের মহল্লাগুলিতে জনগণের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার জন্য কমিসার নিয়োগ করে। "কালো শ"র সংবাদপত্র প্রকাশ নিষিদ্ধ করে সোভিয়েত নিজের মুখপত্র "ইজভেস্তিয়া" ছাপাতে থাকে।

২৭শে ফেব্রুয়ারি দুমা'র বুর্জোয়া ডেপুটিরা রদ্‌জিয়াঙ্কোর অধীনে একটি অস্থায়ী কমিটি গড়ে: রাজতন্ত্রকে বাঁচাবার আশায় জারের সদরদপ্তরের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু করে এ কমিটি। ঘটনার বিক্ষুব্ধ আবর্তে নিজেদের ফিকির বদলাতে বাধ্য হল বুর্জোয়ারা। জার সরকারের সঙ্গে সমঝোতায় আসা ক্রমশ অর্থহীন হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, কেননা জার সরকার বলে প্রকৃতপক্ষে তখন কিছু ছিল না। দুমা কমিটি বিপ্লবকে সম্পন্ন কার্য হিসেবে মানার এবং নিজের হাতে রাষ্ট্র শাসনের ভার নেবার সিদ্ধান্ত নিল। মন্ত্রিদপ্তরগুলি চালাবার জন্য দুমা সদস্যদের মধ্য থেকে কমিসার নিযুক্ত হল। দুমা কমিটির প্রথম কাজ হল পেত্রগ্রাদের বিপ্লবী সৈন্যদের অধীনে এনে তাদের দিয়ে "শান্তি ও শৃংখলার পুনঃস্থাপন" প্রচেষ্টা। প্রতিবিপ্লবী কাজে যাতে বাহিনীকে না লাগানো হয় এবং সৈন্য-আন্দোলনে যাতে প্রলেতারীয় নেতৃত্ব নিশ্চিত থাকে সে জন্য পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সৈনিকদের মধ্য থেকে প্রতিনিধি নির্বাচনের বলশেভিক প্রস্তাব গ্রহণ করল। ১লা (১৪ই) মার্চ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের একটি পূর্ণাঙ্গ ও যুক্ত অধিবেশন বসে। সৈন্যদের নিরস্ত্র করে বাহিনীতে পুরনো আমল ফিরিয়ে আনার যে চেষ্টা করে দুমা কমিটি, এর প্রত্যুত্তরে সৈনিক-প্রতিনিধিরা বলশেভিকদের জোর প্রভাবে সোভিয়েতকে দিয়ে ১ নং আদেশ জারি করায় -- এটি অনুসারে প্রত্যেকটি ইউনিটে সৈনিক-কমিটি নির্বাচিত করার কথা হয়, সৈন্যরা দায়ী থাকবে শুধু সোভিয়েত এবং তাদের নির্বাচিত কমিটিগুলির কাছে। ১ নং আদেশে পেত্রগ্রাদ সৈন্যদলকে প্রতিবিপ্লবের স্বার্থে কাজে লাগানোর সম্ভাবনা ফস্‌কে গেল দুমা কমিটির। সত্যকার ক্ষমতা রইল পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের হাতে। সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি ও মেনশেভিকরা কিন্তু শ্রমিকদের বিশ্বাস করত না, তাদের মতে বুর্জোয়ারা বিপ্লবের নায়ক, তাই তাদের চটানো উচিত হবে না। সোভিয়েতের নেতারা সুতরাং বুর্জোয়াদের হাতে ক্ষমতা সমর্পণের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সরকার গঠনের বিষয়ে দুমা কমিটির সঙ্গে তাদের আলোচনা শুরু হল। ২রা (১৫ই) মার্চ সোভিয়েতের একটি পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে ক্ষমতার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা হয়। রাজতন্ত্র, যুদ্ধ, জমি, আট ঘণ্টার কর্মদিন ইত্যাদি প্রশ্ন এড়িয়ে গেছে বলে খসড়া চুক্তির তীব্র সমালোচনা করে বলশেভিকরা, সোভিয়েত কর্তৃক একটি অস্থায়ী বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠার দাবী জানায় তারা।

প্রলেতারিয়েতের শ্রেণী-চেতনা, অভিজ্ঞতা ও সংগঠন যথেষ্ট জোরালো না হওয়াতে সেই সুযোগে মেনশেভিক এবং সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা বিজয়ী জনগণের হাত থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নিতে বুর্জোয়াদের সাহায্য করে। অস্থায়ী সরকারকে বিপ্লবের স্বার্থে লাগানো হবে, মেনশেভিকদের এই ফাঁপা বুলির প্রবল প্রভাবে, বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকার গঠনের প্রস্তাব অনেক ভোটে গ্রহণ করে সোভিয়েত। প্রস্তাবটি করে সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি। বুর্জোয়া ও জমিদার পার্টিগুলির নেতারা যোগ দিল সরকারে: মিলিউকভ, গুচকভ, কনভালভ ইত্যাদিরা, তাছাড়া সোশ্যালিস্ট-



তাভরিদা প্রাসাদে শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের প্রথম একটি সভা, ১৯১৭।

রেভোলিউশনারিদের প্রতিনিধি কেরেন্স্কি। অস্থায়ী সরকারের সভাপতি হলেন বড়ো একজন জমিদার, প্রিন্স ল্ভভ্। দ্নমা কমিটির সঙ্গে আলোচনার সময়ে সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটি রাজতন্ত্র বজায় রাখার অধিকার দেয় অস্থায়ী সরকারকে। রাষ্ট্রীয় দ্নমা'র অস্থায়ী কমিটির প্রতিনিধি গ্নচকভ ও শ্নলগিন জারের সঙ্গে আলোচনার জন্য যান তাঁর সদরদপ্তর প্স্কভে; ২রা (১৫ই) মার্চ নিজের ভাই মিখাইলের জন্য সিংহাসন ত্যাগের একটি ঘোষণাপত্রে সই করেন দ্বিতীয় নিকলাস। ৩রা (১৬ই) মার্চ মিখাইলও সিংহাসন ত্যাগ করলেন। রাজতন্ত্র অক্ষ্নণ্ণ রাখার যে পরিকল্পনা ছিল অস্থায়ী সরকারের তা ভেস্তে গেল, রাশিয়া হল গণতান্ত্রিক ব্নর্জোয়া প্রজাতন্ত্র।

লেনিন বোঝেন যে সোভিয়েতগ্নলির আপোষ-নীতির শ্রেণীগত ম্নল হল ব্নর্জোয়াদের প্রতি জনগণের অচেতন বিশ্বাসী মনোভঙ্গী। স্বৈরতন্ত্রের ওপর জয়লাভটা হয়েছে আকস্মিক, জবরদস্তি শাসনের পরিবর্তে হঠাৎ মাথা ঘ্নরিয়ে দিয়ে এসেছে গালভরা নানা প্রতিশ্রুতি। জারতন্ত্রের উচ্ছেদে আপোষ রফা ও ভাই-ভাই গোছের একটা ভাব দেখা দিয়েছে। এ মনোভাব প্রধানত পেটি ব্নর্জোয়াদের মধ্যে প্রবল কিন্তু প্রলেতারিয়েতও বাদ যায়নি। য্নদ্ধ কালে প্রলেতারিয়েতের গঠনে অনেক পরিবর্তন আসে: প্নরনো পাকা শ্রমিকদের শতকরা প্রায় ৪০ জনকে য্নদ্ধের জন্য নেওয়া হয়, গাঁ থেকে এবং সহরের পেটি ব্নর্জোয়া অংশগ্নলি থেকে কারখানার কাজে ঢোকে নতুন শ্রমিক, বিপ্লবী সংগ্রামের অভিজ্ঞতা এদের ছিল না। তাছাড়া প্নলিশের দমননীতিতে বলশেভিক সংগঠনগ্নলি দ্নর্বল হয়ে পড়েছিল, এতে শ্রমিকদের শ্রেণী-চেতনার অভাব ঘটে, তাদের ভালোভাবে সংঘবদ্ধ করা যায়নি। ক্ষমতা হাতে নেবার ব্যাপারে ব্নর্জোয়ারা প্রলেতারিয়েতের চেয়ে বেশি সংগঠিত ও প্রস্তুত ছিল।

কিন্তু অস্থায়ী সরকারের নিরঙ্কুশ ক্ষমতালাভ আটকাবার মতো শক্তি ও দ্নঢ়তা ছিল শ্রমিক শ্রেণীর। এতে দেখা দিল দ্বৈত ক্ষমতা, দ্নটি কর্তৃত্বের একটি বিচিত্র মিশেল, অস্থায়ী সরকারের ব্নর্জোয়া ক্ষমতা ও শ্রমিক এবং সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের মাধ্যমে মেহনতী জনগণের ক্ষমতা। পেত্রগ্রাদ সৈন্যদলকে শাসনাধীনে আনার যে চেষ্টা দ্নমা অস্থায়ী কমিটি করে সেটিকে বিপ্লবী শ্রমিক এবং সৈনিকেরা ব্যর্থ করার সময় থেকেই (১ নং আদেশ), অস্থায়ী সরকার গঠনের আগে থেকেই, এই দ্বৈত ক্ষমতা দানা বাঁধতে থাকে। জনগণের চাপে, অস্থায়ী সরকার জারকে গ্রেপ্তার করার অন্নমতি দিতে বাধ্য হল: ১৯১৭'র ৩রা (১৬ই) মার্চ পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের কার্যকরী কমিটির একটি সিদ্ধান্ত অন্নসারে দ্বিতীয় নিকলাস গ্রেপ্তার হন। আট ঘণ্টা কাজের দিন বা কারখানা কমিটি সংস্থাপনের ব্যাপারে বিপ্লবী শ্রমিকদের চাপ অগ্রাহ্য করতে ব্নর্জোয়ারা পারল না। সারা দেশে দেখা দিল একটি শক্তিশালী রাজনৈতিক উজ্জীবন।

## চতুর্থ পরিচ্ছেদ

# সমাজতন্ত্রের যুগ

### মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব — ইতিহাসে নব যুগের সূচনা। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উৎক্রমণ। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের পর্ব

সাম্রাজ্যবাদের যুগে সমাজের ঐতিহাসিক বিকাশের স্বাভাবিক পরিণতি হল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।

সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে সাম্রাজ্যবাদ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে শুরু হয় পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট, প্রখরতর হয় সাম্রাজ্যবাদের সবকটি বিরোধ; রাশিয়া তাতে জাতীয় বিপর্যয়ের মুখে এসে পড়ে। যুদ্ধ এবং তার সঙ্গে শিল্পের সমরীকরণের ফলে উৎপাদন ও বিক্রয় আরো কেন্দ্রীভূত হয় একচেটিয়া মহাজনী পুঁজির হাতে। লেনিন লেখেন, "ইতিহাসের দ্বান্দ্বিকতা এমনই যে যুদ্ধ রাষ্ট্রীয় একচেটিয়া পুঁজিবাদে একচেটিয়া পুঁজিবাদের রূপান্তরকে অসাধারণ মাত্রায় ত্বরান্বিত করে **তদ্দ্বারাই** মানবজাতিকে নিয়ে আসে সমাজতন্ত্রের অসাধারণ কাছে।"

স্বৈরতন্ত্রকে উৎখাত করা ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দ্বৈত শাসনের সৃষ্টি করে ফেব্রুয়ারি বিপ্লব বিপ্লবের মূল প্রশ্ন, ক্ষমতার প্রশ্নের একটি অসাধারণ স্ববিরোধী ও অস্বাভাবিক সমাধান দেয়। রাষ্ট্রের জীবনে দ্বৈত ক্ষমতা একটা সাময়িক ব্যাপার না হয়ে যায় না। আপোষপন্থী পার্টিদের, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সমর্থনে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার অনুসরণ করে সাম্রাজ্যবাদী জনবিরোধী কর্মনীতি। জনগণকে শান্তি, জমি বা সত্যকার স্বাধীনতা তারা দিতে চায়নি, এবং তাদের শ্রেণী চরিত্র হেতু দিতে পারতও না। সমাজজীবনের মৌলিক বিরোধগুলির সমাধান হল না। বুর্জোয়া

গণতান্ত্রিক বিপ্লব যে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে পরিণত হবে তা ছিল অনিবার্য। শুধু সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পক্ষেই সম্ভব ছিল সমাজপ্রগতির পেকে-ওঠা সমস্যাগুলির সমাধান, রাশিয়ার বুর্জোয়া-জমিদার সমাজকাঠামোর অবসান, সর্ববিধ সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়ন শেষ ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের জন্য প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা করা। বিপ্লবের নেতা ও প্রধান চালিকা শক্তি ছিল লেনিন পরিচালিত বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বাধীন রুশ শ্রমিক শ্রেণী। প্রলেতারিয়েতের মিত্র ছিল গাঁয়ের গরিবেরা -- কৃষক সম্প্রদায়ের তারাই শতকরা ৬৫ ভাগ।

এই দুরূহ পরিস্থিতিতে জনগণের মধ্যে বৈধ বিপ্লবী কাজ চালাল বলশেভিক পার্টি,--জনগণকে সমবেত ও সংগঠিত করতে থাকল বিপ্লবের পরবর্তী বিকাশের জন্য। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে উত্তরণের একটি প্রত্যক্ষ, তাত্ত্বিক বনিয়াদের পরিকল্পনা রচনা করেন লেনিন। বিদেশের নির্বাসন থেকে ১৯১৭ সালের ৩রা (১৬ই) এপ্রিল দেশে ফিরে লেনিন তাঁর প্রসিদ্ধ "এপ্রিল থিসিস" পাঠ করেন—এতে ছিল ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী পরিস্থিতির বিশ্লেষণ; অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সাম্রাজ্যবাদী প্রকৃতি ও কর্মনীতির দিকে দৃষ্টি আকষর্ণ করেন তিনি, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের উদ্ঘাটিত করেন শ্রমিক শ্রেণীর অভ্যন্তরে বুর্জোয়াদের দালাল ও বিপ্লবের বিপজ্জনক শত্রু বলে; লেনিন দেখালেন, বিপ্লবের গতিপথে জনগণের সৃজনোদ্যোগের ভিত্তিতে গঠিত শ্রমিক সৈনিক



লেনিন তাঁর "এপ্রিল থিসিস" পড়ছেন। পেত্রগ্রাদ, ১৯১৭।

প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলি হল প্রলেতারীয় একনায়কত্বের একটি রাষ্ট্ররূপ এবং রাশিয়ার পরিস্থিতিতে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণকালে সমাজের রাজনৈতিক সংগঠনের শ্রেষ্ঠ রূপ। থিসিসে পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচী নির্ণীত হয়; তাতে ছিল: সমস্ত জমিদারি সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সমগ্র ভূমির জাতীয়করণ, সোভিয়েতগুলির নিয়ন্ত্রণাধীনে একটি জাতীয় ব্যাংকের মধ্যে সকল ব্যাংকের মিলন, সামাজিক উৎপাদন ও উৎপন্ন বণ্টনের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ। "অস্থায়ী সরকারকে কোনো সমর্থন নয়," এই দাবি হাজির করলেও কিন্তু লেনিন তৎক্ষণাৎ এ সরকারের উচ্ছেদ প্রস্তাব করেননি, কারণ শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েত ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সমর্থন ছিল তার পিছনে। সোভিয়েতগুলির শীর্ষে ছিল আপোষপন্থী পার্টিগুলি — মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা, বিপথচালিত জনগণের আস্থা তখনো ছিল তাদের ওপর। দ্বৈত শক্তির মাধ্যমে প্রকাশ পেয়েছিল দেশের শ্রেণী শক্তির জটিল একটি বিজড়ন; এর যথাযোগ্য বিবেচনা করেন লেনিন এবং অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের প্রতিবিপ্লবী চরিত্র এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বেইমানি ফাঁস করে ধৈর্য ধরে ব্যাপক ব্যাখ্যার মাধ্যমে জনগণকে পক্ষে টানার জন্য পার্টিকে পরিচালিত করেন তিনি। বলশেভিকদের মূল রাজনৈতিক লাইন ছিল সোভিয়েতগুলিতে সংখ্যাধিক্য অর্জন করে তাদের নীতি বদলানো এবং তার মাধ্যমে সরকারের সংবিন্যাস ও কর্মনীতি পরিবর্তন করা। এ হল বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশের এক কর্মসূচি। "এপ্রিল থিসিস" নিয়ে পার্টিতে একটি আলোচনা ওঠে। কামেনেভ পরিচালিত দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী গ্রুপের সঙ্গে গুরুতর সংগ্রাম হয় লেনিনের, মেনশেভিকদের মতো এরাও বলত যে রাশিয়া তখনো সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য পরিপক্ক নয়। এপ্রিলের মাঝামাঝি পেত্রগ্রাদ বলশেভিকদের নগর-সম্মেলন এবং অন্যান্য পার্টি সংগঠন থিসিসটিকে সমর্থন করে। এই "এপ্রিল থিসিস"এর ভিত্তিতেই নানা সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) সপ্তম সারা রুশ সম্মেলনে (এপ্রিল)। এ সম্মেলনে যুদ্ধ ও বিপ্লবের সমস্ত প্রধান প্রধান সমস্যাতেই পার্টি কর্মনীতি বিশদ করা হয়; গৃহীত হয় যুদ্ধ, অস্থায়ী সরকার, সোভিয়েত, কৃষি ও জাতীয় সমস্যা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত।

"সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" এই ধ্বনি নিয়ে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের জন্য জনগণকে সমবেত করে বলশেভিকরা। তা করা হয় সোভিয়েত, ট্রেড ইউনিয়ন ও ফ্যাক্টরি কমিটিতে, শহরে, সৈন্যবাহিনীতে ও গ্রামাঞ্চলে প্রচণ্ড প্রচারকার্য চালিয়ে, ব্যাপক মেহনতীজনকে পক্ষে টেনে, তাদের রাজনৈতিকভাবে শিক্ষিত করে তুলে, এবং প্রলেতারীয় বিপ্লবের বিজয় সংগ্রামে নির্ধারক শক্তি হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী কৃষকদের মৈত্রী গড়ে তুলে। শ্রেণী সংগ্রামের গতিপথে একান্ত প্রয়োজন ছিল যাতে বলশেভিক পার্টির ধ্বনি জনগণের ধ্বনি হয়ে দাঁড়ায়, লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, সৈনিক ও চাষী যাতে তাদের নিজ অভিজ্ঞতা থেকে বলশেভিকদের কর্মনীতির সঠিকতা উপলব্ধি করে,

প্রতিবিপ্লবী শক্তির বিরুদ্ধে প্রকাশ্য সংগ্রামে তাকে সমর্থন করে। বিপ্লব বিকাশ পাবার সঙ্গে সঙ্গে বলশেভিকরা আপন ঝান্ডার নিচে শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্রতর কৃষকদের, সকল মেহনতীজনকে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম হয়, স্বল্প সময়ে গড়ে তুলতে পারে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের রাজনৈতিক বাহিনী।

একটি সর্বপ্রধান প্রশ্ন ছিল যুদ্ধ ও শান্তি। ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরবর্তী সময়ে ব্যাপকভাবে প্রচলিত "বিপ্লবী প্রতিরক্ষার"* উত্তেজনা লোকের মধ্যে থিতিয়ে আসার সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের সাম্রাজ্যবাদী নীতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রমিক, সৈনিক ও গরিব চাষীরা ক্রমবর্ধমান সক্রিয় অংশ নিতে থাকে। "বিজয়-সমাপ্তি পর্যন্ত" যুদ্ধ চালিয়ে যাবার সরকারী স্থির সিদ্ধান্ত ঘোষণা করে পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিউকভ ১৮ই এপ্রিল (১লা মে) যে বিবৃতি প্রচার করেন তাতে লোকে রুষ্ট হয়ে ওঠে এবং বিপ্লবী জনগণের পক্ষ থেকে প্রকাশ্য সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হয়। ২০শে ও ২১শে এপ্রিল (৩রা ও ৪ঠা মে) প্রথমে পেত্রগ্রাদের এবং দেখাদেখি অন্যান্য শহরেরও শ্রমিক ও সৈনিকেরা বলশেভিকদের পরিচালনায় "যুদ্ধ নিপাত যাক!" ও "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" ধ্বনি তুলে শোভাযাত্রা সংগঠিত করে। জনগণের এই আলোড়নে সরকারের মধ্যে সংকট সৃষ্টি হয়। বিপ্লবী শক্তিগুলির চাপে মিলিউকভ ও গুচ্কভ সরকার থেকে অপসারিত হন। এপ্রিলের রাজনৈতিক সংকটে দ্বৈত ক্ষমতা অবসানের প্রশ্ন যথা গুরুত্বে সামনে আসে। দেশ জুড়ে চলতে থাকে শ্রেণীগুলির মধ্যে তীব্র প্রকাশ্য ক্ষমতাদ্বন্দ্ব। বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের অগ্রসরতর অংশগুলি সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি করে। কাদেতদের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা দাবি করে অস্থায়ী সরকারের হাতে সব ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন। সোভিয়েতগুলিতে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা একত্রে ছিল সংখ্যাধিক, তারা কোয়ালিশন মন্ত্রিসভা গঠনে রাজী হয়ে পুঁজিবাদী সরকারকে বাঁচিয়ে দেয়। এ বোঝাপড়ার ফলে ৫ই (১৮ই) মে তৈরি হল প্রথম অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার, প্রিন্স ল্ভভ্ রইলেন এটিরও শীর্ষে। বুর্জোয়া ও জমিদার পার্টিগুলি অর্থাৎ কাদেত ও অক্টোব্রিস্ট্রা ছাড়াও সরকারে রইল মেনশেভিক (সেরেতেলি, স্কবেলেভ) ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা (কেরেনস্কি, চের্নভ)। জনবিরোধী সরকারে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের যোগদানের অর্থ প্রকাশ্যভাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়ার পক্ষগ্রহণ। কোয়ালিশনের ফলে সরকারের শ্রেণী চরিত্র বা কর্মনীতি কিছুই বদলাল না। বরং, প্রতিবিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ বাড়িয়ে তুলতেই বুর্জোয়ারা ব্যবহার করতে লাগল "সমাজতন্ত্রী" মন্ত্রীদের, আর তাতে করে আরো বেশি রোষের সঞ্চার হল বিপ্লবী জনগণের মধ্যে।

* ফেব্রুয়ারি বিপ্লবের পরে পুঁজির স্বার্থে লুঠেরা যুদ্ধের সমর্থনে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা হাজির করে "বিপ্লবী প্রতিরক্ষার" একটি কপট স্লোগান।



পেত্রগ্রাদ রক্ষী সৈন্যদের বিপ্লবী ইউনিটগুলির বিক্ষোভ-মিছিল, ১৮ই জুন (১লা জুলাই), ১৯১৭।

প্রথম সারা রুশ কৃষক প্রতিনিধি কংগ্রেস হয় ১৯১৭ সালের ৪ঠা (১৭ই) মে থেকে ২৮শে মে (১০ই জুন)। কংগ্রেসে সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের ছিল সংখ্যাধিক্য, তারা অস্থায়ী সরকারে আস্থাসূচক একটি প্রস্তাব জোর করে পাশ করিয়ে নিতে পারে। লেনিন কংগ্রেসে বক্তৃতা দেন। কংগ্রেসের সাধারণ সদস্যদের ওপর তাঁর এ বক্তৃতার এবং বলশেভিক প্রতিনিধিদের কার্যকলাপের একটা বলিষ্ঠ বিপ্লবী প্রভাব পড়ে। মেহনতী চাষীদের মধ্যে প্রচণ্ড প্রচার কাজ চালায় বলশেভিকরা, নিজেদের দলে তাদের টানতে থাকে।

প্রথম সারা রুশ শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি কংগ্রেস বসে ১৯১৭ সালের ৩রা (১৬ই) জুন। কংগ্রেসে বলশেভিক পার্টির ছিল ১০৫ জন প্রতিনিধি, অন্যদিকে মেনশেভিকদের ছিল ২৪৮ জন আর সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের ২৮৫। সংখ্যাধিক ভোটে কংগ্রেস মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের প্রস্তাব গ্রহণ করে, অস্থায়ী সরকারে আস্থাসূচক ভোটও গৃহীত হয়। কংগ্রেসে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিকরা কোয়ালিশনের বেইমানি নীতির স্বরূপ ফাঁস করে। জনগণের মধ্যে বলশেভিকদের প্রভাব অবিশ্বাস্য গতিতে বাড়ছিল। গ্রীষ্মকালে "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" বলশেভিকদের এ ধ্বনি সমর্থন করে পেত্রগ্রাদের প্রায় সমগ্র



পেত্রগ্রাদে বিপ্লবী নাবিকদের বিক্ষোভ-মিছিল, ১৮ই জুন, ১৯১৭।

প্রলেতারিয়েত। ১৮ই জুন (১লা জুলাই) "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" "যুদ্ধ নিপাত যাক!" ও "পুঁজিবাদী মন্ত্রীরা দূর হও!" ধ্বনি তুলে শোভাযাত্রায় নামে পেত্রগ্রাদের চার লক্ষাধিক শ্রমিক ও সৈনিক। সারা দেশ জুড়েই অস্থায়ী সরকারের নীতিতে অসন্তোষ বাড়ছিল মেহনতী জনগণের মধ্যে, কিন্তু লোকের মেজাজ ও দাবিতে কর্ণপাত করা অস্থায়ী সরকার প্রয়োজন মনে করেনি। মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও রুশ সাম্রাজ্যবাদীদের অভিলাষ পূরণার্থে ও সোভিয়েত কংগ্রেসের সমর্থনের জোরে অস্থায়ী সরকার ১৮ই জুন (১লা জুলাই) ফ্রন্টে অভিযান শুরু করে, কিন্তু অচিরেই তা নিষ্ফল হয়। অভিযান ও এর নিষ্ফলতার সংবাদে প্রলেতারিয়েত ও সৈনিকদের মধ্যে আবার রোষের সঞ্চার হয়। ২রা (১৫ই) জুলাই শুরু হল অস্থায়ী সরকারের জুলাই সংকট এবং ৩রা (১৬ই) জুলাই সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের দাবি করে শুরু হল শ্রমিক ও সৈনিকদের একটি স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা। শোভাযাত্রাকে শান্তিপূর্ণ ও সংগঠিত চরিত্রদানের জন্য রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি গণ আন্দোলনের পুরোভাগে আসে। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই পেত্রগ্রাদে শান্তিপূর্ণ শোভাযাত্রায় যোগ দেয় পাঁচ লক্ষাধিক লোক। অস্থায়ী সরকারের আদেশে এবং আপোষপন্থী সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির জ্ঞাতসারে অফিসার ও সামরিক শিক্ষার্থীরা শোভাযাত্রাকে আক্রমণ করে। হতাহত হয় চার শতাধিক লোক। বিপ্লবী

জনগণের তরফ থেকে ক্ষমতার প্রশ্ন শান্তিপূর্ণ উপায়ে সমাধানের যে চেষ্টা হয়, জুলাই শোভাযাত্রাই তার শেষ। ৪ঠা (১৭ই) জুলাই শোভাযাত্রা হয় মস্কো এবং অন্যান্য শহরেও। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের অধ্যুষিত সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি অস্থায়ী সরকারকে "পরিত্রাণ সরকার" বলে ঘোষণা করে তার "অবাধ ক্ষমতা" মেনে নেয়। এর পর শুরু হল গুন্ডামি, নিপীড়ন ও গ্রেপ্তারের এক পালা। ৫ই (১৮ই) জুলাই "প্রাভদা"র সম্পাদকীয় দপ্তর ও মুদ্রণ-শালা এবং বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও পেত্রগ্রাদ কমিটির সদরদপ্তর ক্শেসিনস্কায়া প্রাসাদ আক্রান্ত ও বিনষ্ট হয়। লেনিনকে গ্রেপ্তার ও অভিযুক্ত করার আদেশ দেওয়া হয় ৭ই (২০শে) জুলাই। জারের আমলে যা করতে হয়েছিল সেই ভাবেই আত্মগোপন করতে হল লেনিনকে। জুলাই শোভাযাত্রায় পেত্রগ্রাদ সৈন্যাবাসের যে সব ইউনিট যোগ দিয়েছিল তাদের ভেঙে দেবার আদেশ হল এর কিছু পরে। ৮ই (২১শে) জুলাই কেরেনস্কি হলেন সরকারের কর্তা, সৈন্য ও নৌবাহিনী দপ্তরের মন্ত্রিপদও তাঁর হাতেই রইল। ১২ই (২৫শে জুলাই) ফ্রন্টের শাস্তি ব্যবস্থায় মৃত্যুদণ্ডের প্রবর্তন করে একটি আইন প্রকাশ করে অস্থায়ী সরকার। প্রবর্তিত হয় অগ্রিম সেন্সর ব্যবস্থা, কয়েকটি বলশেভিক সংবাদপত্র বন্ধ করে দেওয়া হয় এবং শ্রমিকদের নিরস্ত্র করার ব্যবস্থা নেওয়া হয়। ২৪শে জুলাই (৬ই অগস্ট) দ্বিতীয় কোয়ালিশন সরকারের সংগঠন পরিপূর্ণ হয়, নেতা থাকেন কেরেনস্কি, এবং সরকারে থাকে কাদেত, মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা।

জুলাই সংকটের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল হল দ্বৈত ক্ষমতার অবসান। বিপ্লবের শান্তিপূর্ণ বিকাশ আর সম্ভব রইল না। ক্ষমতা গেল সম্পূর্ণভাবে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া সরকারের হাতে, গৃহযুদ্ধকে তারা হাজির করল উপস্থিত কর্তব্য-কর্ম রূপে। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বিশ্বাসঘাতকতায় সোভিয়েতগুলির সব ক্ষমতা অন্তর্হিত হল, তারা পরিণত হল প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের লেজুড়ে। জুলাই ঘটনাবলীর পর অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদের জন্য শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকদের সংগ্রাম হয়ে উঠল আরো সক্রিয়। নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল বিপ্লবের বিকাশ।

## সশস্ত্র অভ্যুত্থানের অভিমুখে

তৎকালীন ঘটনাবলীর বিশ্লেষণ থেকে লেনিন এই সিদ্ধান্তে পৌঁছলেন যে বলশেভিক পার্টির নতুন রণকৌশল গ্রহণ একান্ত প্রয়োজন। এ নতুন রণকৌশলের বনিয়াদ লেনিন দিলেন একাধিক প্রবন্ধে — "রাজনৈতিক পরিস্থিতি", "তিনটি সংকট", "ধ্বনি প্রসঙ্গে", "নিয়মতান্ত্রিক মোহ" ইত্যাদিতে। লেনিনের সিদ্ধান্ত ভিত্তি করে গড়ে উঠল রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) ষষ্ঠ কংগ্রেসের কাজ ও সিদ্ধান্ত। এ কংগ্রেস অনুষ্ঠিত হয় পেত্রগ্রাদে ১৯১৭'র ২৬শে জুলাই থেকে ৩রা অগস্ট (৮ই-১৬ই অগস্ট)।

এতে প্রতিনিধিত্ব থাকে ২,৪০,০০০ জন পার্টি সদস্যের। লেনিন আত্মগোপন করেছিলেন, কংগ্রেসের পরিচালনা তিনি করেন কেন্দ্রীয় কমিটির মারফত; কংগ্রেসের রিপোর্ট হিসাবে তিনি রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর থিসিস রচনা করে দেন। কংগ্রেসের সংগঠন ব্যুরোর পক্ষ থেকে স্ভের্দলভ একটি রিপোর্ট পেশ করেন। কেন্দ্রীয় কমিটির কাজের বিবরণ এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতির ওপর রিপোর্ট দেন স্তালিন। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) ষষ্ঠ কংগ্রেসে বিপ্লবী বিকাশের সম্ভাবনার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে পার্টির নতুন রণকৌশল গৃহীত হয়। প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য কংগ্রেস সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রস্তুতির নির্দেশ দেয় পার্টিকে। দ্বৈত ক্ষমতার কালে পার্টির প্রধান ধ্বনি ছিল "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" এখন দ্বৈত ক্ষমতার অবসান ঘটাতে এবং মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সংখ্যাগুরু সোভিয়েতগুলি প্রতিবিপ্লবী অস্থায়ী সরকারের লেজুড়ে পরিণত হওয়াতে যে নতুন পরিস্থিতি দেখা দেয় তাতে সে ধ্বনি অপ্রযোজ্য হয়ে দাঁড়াল। সাময়িকভাবে কংগ্রেস "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" ধ্বনিটি তুলে নেয়। পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়, তার সর্বপ্রধান কথা হল: জমিদারী সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে সমস্ত ভূমির জাতীয়করণ, ব্যাঙ্ক ও বৃহৎ শিল্পের জাতীয়করণ আর উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব বিজয়ের প্রধান সর্ত হিসাবে শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্রতম কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রীর প্রতি বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয় কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে। কংগ্রেস তীব্রভাবে বসিয়ে দেয় আত্মসমর্পণপন্থী বুখারিন ও প্রেওব্রাজেন্স্কিকে — এঁদের মত ছিল রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয় অসম্ভব। রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি জনগণের উদ্দেশ্যে একটি ইস্তাহার প্রকাশ করে প্রতিবিপ্লবের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত সংগ্রামের প্রস্তুতির জন্য বিপ্লবী জনগণকে আহ্বান করে।

দিন দিন তীব্রতর হয়ে উঠতে লাগল ক্ষমতার জন্য বিভিন্ন শ্রেণী ও পার্টিগুলির সংগ্রাম — আরো নির্দিষ্ট হয়ে উঠল জঙ্গী শক্তিগুলি। কাদেতদের নেতৃত্বে বুর্জোয়ারা সরাসরি দেশে প্রকাশ্য সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার পথ ধরে। এই উদ্দেশ্যে বিপ্লবের বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত দ্রুত সংগঠিত করে তোলেন জেনারেল কর্নিলভ — ১৮ই (৩১শে) জুলাই অস্থায়ী সরকার এঁকে সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক নিযুক্ত করেছিল। কর্নিলভ অভিযান সক্রিয় সমর্থন লাভ করে বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিগুলির কাছ থেকে। প্রতিবিপ্লবের পান্ডাদের (মিলিউকভ, কর্নিলভ, কালেদিন, রদ্‌জিয়াঙ্কো, পুরিশ্‌কেভিচ, রিয়াবুশিন্‌স্কি ইত্যাদি) আদেশে রুশ প্রতিবিপ্লবের সমস্ত শক্তি সমবেত ও সংগঠিত করার জন্য অস্থায়ী সরকার একটি তথাকথিত রাষ্ট্র সম্মেলন ডাকে। এ সম্মেলন হয় মস্কোয় ১২ই (২৫শে) থেকে ১৫ই (২৮শে) অগস্ট, যোগ দেয় কাদেত, মেনশেভিক, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি



পেত্রগ্রাদে বিক্ষোভীদের উপর গুলিবর্ষণ, জুলাই, ১৯১৭।

প্রভৃতি পার্টি। বলশেভিকদের আহ্বানে মস্কোর প্রলেতারিয়েত এই প্রতিবিপ্লবী সম্মেলনের জবাব দেয় প্রতিবাদ ধর্মঘটে, তাতে যোগ দেয় চার লক্ষ লোক। ২৫শে অগস্ট (৭ই সেপ্টেম্বর) জেনারেল কর্নিলভ তাঁর বাছাই-করা সৈন্যদের ৩য় ঘোড়সওয়ার কোর, ককেশীয় "বন্য" ডিভিসন ইত্যাদিকে বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করে শুরু করেন প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ। বিপ্লবী জনগণের নিকট প্রতিরোধের আহ্বান জানায় বলশেভিক পার্টি, কর্নিলভ বিদ্রোহ দমনের জন্য তাদের সমবেত ও সংগঠিত করে তোলে। কয়েক দিনের মধ্যেই প্রায় ৪০,০০০ শ্রমিক লাল রক্ষী বাহিনীতে ভর্তি হয়। পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের সমর্থনে দাঁড়ায় নগরের সৈন্যাবাস, বল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকেরা, রেল শ্রমিকেরা, মস্কো, দনেৎস কয়লা এলাকা, উরাল ও অন্যান্য শিল্পকেন্দ্রের শ্রমিকেরা, ফ্রন্ট ও পশ্চাদভাগের সৈন্যরা এবং গ্রামাঞ্চলের কৃষকেরা। ৩য় ঘোড়সওয়ার বাহিনীতে আন্দোলক প্রেরণ করা হয়, তাদের কাজের ফলে কর্নিলভ সৈন্যরা পেত্রগ্রাদ অভিমুখে অভিযানে আপত্তি করে। কর্নিলভ বিদ্রোহ নিষ্ফল হয়। এর পরাজয়ে প্রতিবিপ্লব বিশৃঙ্খল ও দুর্বল হয়ে পড়ে এবং বিপ্লবী শক্তির ক্ষমতা প্রকাশ পায়। বলশেভিক পার্টির মর্যাদা এতে বেড়ে ওঠে এবং জনগণের বিপ্লবী সমাবেশের জন্য পার্টির সংগ্রামের দিক থেকে এটি হয় একটি নির্ধারক পর্যায়। সুরু হয়ে যায় আক্রমণের চূড়ান্ত প্রস্তুতির যুগ, যে যুগে বিপ্লবী সংকট দ্রুত পেকে উঠছিল।

রেলপথের বিসংগঠন, বিশেষ করে শহরে ও সৈন্যবাহিনীতে অনুভূত খাদ্যের ঘাটতি, কারখানায় কাঁচামাল ও জ্বালানির অভাব, শিল্পক্ষেত্রের গুরুতর পরিস্থিতি, আর্থিক সমস্যা, বিদেশী পুঁজির ওপর ক্রমবর্ধমান নির্ভরতা — এ সবের ফলে দেশ এগিয়ে চলেছিল অনিবার্য বিপর্যয়ের দিকে। ১৯১৬'র তুলনায় ১৯১৭'র শিল্পোৎপাদন হয় শতকরা ৩৬·৫ ভাগ কম। বিপ্লবী প্রলেতারিয়েতের বিরুদ্ধে সংগ্রামে বুর্জোয়ারা ব্যাপক লক-আউট ও অন্তর্ঘাতী ক্রিয়াকলাপের আশ্রয় নেয়। মার্চ ও অগস্টের মধ্যে ১,০৪,০০০ মজুর নিয়োগকারী ৫৬৮টি কারখানা বন্ধ করে দেওয়া হয়। শরত নাগাদ উরাল, দনেৎস কয়লা এলাকা ও অন্যান্য শিল্প কেন্দ্রের সমস্ত কারখানার শতকরা ৫০টি অচল হয়ে থাকে। বেকারি ছড়ায় ব্যাপকভাবে, জীবনধারণের মূল্য ক্রমাগত বাড়তে থাকে। ১৯১৭ সালে দ্রব্যমূল্য ছিল ১৯১৩ সালের তুলনায় শতকরা ২৪৮ ভাগ বেশি, (মস্কোয় প্রধান খাদ্যের দাম ছিল ৮৩৬ ভাগ বেশি) এবং শ্রমিকদের আসল মজুরি কমে শতকরা ৫৭·৪ ভাগ পর্যন্ত। সরকার কাগজী নোট বৃদ্ধি ও নতুন ঋণ-গ্রহণের পথ নেয়। ১৯১৭ সালে বাজেট ব্যয়ের শতকরা ৬৫·৫ ভাগ মেটানো হয় কাগজী মুদ্রায় — ১৯১৭ সালের অক্টোবরের শেষাশেষি চলতি কাগজী মুদ্রার মোট পরিমাণ দাঁড়ায় ২,২৫০ কোটি রুবল। সে সময় রাশিয়ার জাতীয় ঋণ পৌঁছয় ৪,১৬০ কোটি রুবলে, তার মধ্যে ১,৪৮০ কোটি ছিল পররাষ্ট্রের কাছে ঋণ। লেনিন পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করেন সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি লিখিত "আসন্ন বিপর্যয় ও কী

ভাবে তার বিরুদ্ধে লড়তে হবে" নামক প্রবন্ধে। এতে তিনি বলশেভিক পার্টির অর্থনৈতিক কর্মসূচি বিকশিত করেন, এ হল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পরিসমাপ্ত করে আসন্ন বিপর্যয় থেকে দেশকে বাঁচাবার কর্মসূচি। ১৯১৭ সালের যুদ্ধ ও অর্থনৈতিক সর্বনাশের পরিস্থিতিতে রুশ প্রলেতারিয়েতের সংগ্রাম তীব্রতায় বাড়তেই থাকে, সংগ্রামের রূপ বদলে যায় আমূলভাবে। ট্রেড ইউনিয়নগুলির সদস্য সংখ্যা এবং তাতে বলশেভিকদের প্রভাব বৃদ্ধির মারফত শ্রমিকদের মধ্যে শ্রেণী-চেতনার একটা উচ্চ স্তর সূচিত হয়। ১৯১৭ সালের অক্টোবর নাগাদ ট্রেড ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত হয় ২০ লক্ষাধিক শ্রমিক, আপিস কর্মচারী ও অন্যান্য কর্মী, এর অর্ধেকই আবার পেত্রগ্রাদ ও মস্কোর লোক। ট্রেড ইউনিয়ন ছাড়া সব উদ্যোগেই ছিল ফ্যাকটরি কমিটি। এ সময়ের ধর্মঘট আন্দোলন ছিল বিশেষ রকমের জোরদার, সুসংগঠিত এবং সুনির্দিষ্ট রাজনৈতিক লক্ষ্য সমন্বিত। ধর্মঘটীদের মধ্যে ছিল উরালের ধাতুকর্মীরা, দনেৎস কয়লা এলাকার খনি মজুররা, বাকুর তৈল শ্রমিকেরা, ইভানভো-ভজনেসেনস্কের সূতাকল মজুরেরা এবং রেল মজুরেরা। বিশেষ করে সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরের ধর্মঘটগুলির ফলে বহু জায়গায় কলকারখানার পরিচালকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং প্রবর্তিত হয় উৎপাদনের ওপর শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণ ও আট ঘণ্টা শ্রম-দিন। এ থেকে বোঝা যাচ্ছিল যে শ্রমিক আন্দোলন সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার সন্নিকটে।

শ্রমিক আন্দোলনের চরিত্র সমাজতান্ত্রিক, কৃষকদের ব্যাপক গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সঙ্গে মিলে গিয়ে তা সৃষ্টি করল একটি একক বিপ্লবী প্রবাহ। দরিদ্রতম কৃষকেরা জোট বাঁধল শ্রমিক শ্রেণীর চারপাশে। সরকারী পরিসংখ্যান অনুসারে, ৪৪০টি জমিদারি সম্পত্তি দখল করা হয় অগস্ট মাসে, এবং ৯৫৮টি সেপ্টেম্বর মাসে। জমির জন্য কৃষকের সংগ্রাম কৃষক-সমরের চরিত্র গ্রহণ করে। সৈন্যদের অধিকাংশ বিপ্লবের পক্ষ নেয় — (বিশেষ করে পেত্রগ্রাদ সেনানিবাস এবং উত্তর ও পশ্চিম ফ্রন্টের সৈন্যরা)। বল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকেরা তাদের নির্বাচিত সংস্থা সেন্ত্রবাল্‌ত্‌ বা বল্টিক নৌবাহিনীর কেন্দ্রীয় কমিটি মারফত প্রকাশ্যেই ১৯১৭ সালের সেপ্টেম্বরে ঘোষণা করে যে তারা অস্থায়ী সরকারের কর্তৃত্ব মানে না, তাদের কোনো আদেশ পালন করবে না। আপোসপন্থী পেটি বুর্জোয়া পার্টিগুলির মধ্যে ভাঙন শুরু হল: বিভক্ত হল সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টি, সৃষ্টি হল একটি বামপন্থী অংশ যা পরে ডিসেম্বর মাসে একটি পৃথক, বামপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পার্টিতে পরিণত হয়। অ-রুশ এলাকায় নিপীড়িত জাতিদের মুক্তি আন্দোলন বেড়ে ওঠে, সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সংগ্রামে তারা শ্রমিক শ্রেণী পরিচালিত রুশ জনগণের সঙ্গে যোগ দেয়।

কর্নিলভের পরাজয় থেকে শুরু হল সোভিয়েতগুলির নবায়ন ও বলশেভীকরণের একটা নতুন কাল। কর্নিলভ বিদ্রোহের আগেই ইভানভো-ভজনেসেন্‌স্ক, ক্রনস্তাদ

ক্রাস্নয়ার্স্ক এবং আরো কয়েকটি সোভিয়েত বলশেভিক মত গ্রহণ করে। ৩১শে অগস্ট (১৩ই সেপ্টেম্বর) পেত্রগ্রাদের শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতও বলশেভিক পথ নেয় এবং ৫ই (১৮ই) সেপ্টেম্বর মস্কো সোভিয়েত বলশেভিক কর্মনীতির সমর্থন করে। তারপর শুরু হল গোটা দেশ জুড়ে সোভিয়েতগুলির বলশেভীকরণের এক কাল — উরালে, দনেৎস কয়লা এলাকায়, কেন্দ্রীয় শিল্পাঞ্চলে, উক্রেনে, বেলরুশিয়ায়, মধ্য এশিয়ায় ইত্যাদি। ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর এই এক দিনেই সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি স্বহস্তে ক্ষমতা গ্রহণের জন্য ১২৬টি দাবি পায় স্থানীয় সোভিয়েতগুলির কাছ থেকে। "সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" এ দাবি নতুন করে তোলার সময় এল। এ ধ্বনির সারমর্ম অবশ্য ইতিমধ্যে পুরো বদলে গেছে। নতুন অবস্থায় এ হল অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকারের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ধ্বনি, যার লক্ষ্য সারা দেশে বলশেভিক পরিচালিত সোভিয়েতগুলির হাতে ক্ষমতা অর্পণ।

জনগণের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন অস্থায়ী সরকার রইল চিরস্থায়ী সংকটের মধ্যে। ক্ষমতা হাতে রাখার জন্য তারা রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা করল ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর থেকে এবং দেশ শাসনের জন্য স্থাপন করল একটি ডিরেকটরি (কেরেন্স্কির নেতৃত্বে "পঞ্চ-পরিষদ")। এই সরকারী সংকটের দরুন মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি পরিচালিত কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একটি সারা রুশ গণতান্ত্রিক সম্মেলন আহ্বান করে, এটি অনুষ্ঠিত হয় ১৯১৭ সালের ১৪ই থেকে ২২শে সেপ্টেম্বর (২৭শে সেপ্টেম্বর — ৫ই অক্টোবর) এবং সম্মেলনে উপস্থিতদের মধ্য থেকে নির্বাচিত করে প্রজাতন্ত্রের অস্থায়ী পরিষদ (প্রাক-পার্লামেণ্ট)। জনগণের মধ্যে পার্লামেণ্টী মোহ বিস্তার রোধ করার জন্য বলশেভিকরা প্রাক-পার্লামেণ্ট বয়কট করে ও শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেস আহ্বানের দাবি করে। প্রাক-পার্লামেণ্টের সাহায্যে মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা বিপ্লবী উত্তেজনা হ্রাস করে দেশকে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব থেকে বুর্জোয়া-নিয়মতান্ত্রিক পার্লামেণ্টী বিকাশের পথে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে। কিন্তু তাদের প্রচেষ্টা সম্পূর্ণ নিষ্ফল হয়। মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের সঙ্গে কাদেতদের গোপন বোঝাপড়ার ফলে ২৫শে সেপ্টেম্বরে (৮ই অক্টোবর) প্রতিষ্ঠিত তৃতীয় ও শেষ কোয়ালিশন সরকার (৬ জন পুঁজিবাদী ও ১০ জন "সমাজতন্ত্রী" মন্ত্রী) সোভিয়েতগুলির পক্ষ থেকে সুদৃঢ় প্রতিবাদের সম্মুখীন হয়। দেশের বিপ্লবী সংকট ইতিমধ্যে পেকে ওঠে, দরিদ্রতম কৃষকদের সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ হয়ে প্রলেতারিয়েত কর্তৃক ক্ষমতা দখলের প্রশ্ন উত্থাপন করার সময় এসে যায়।

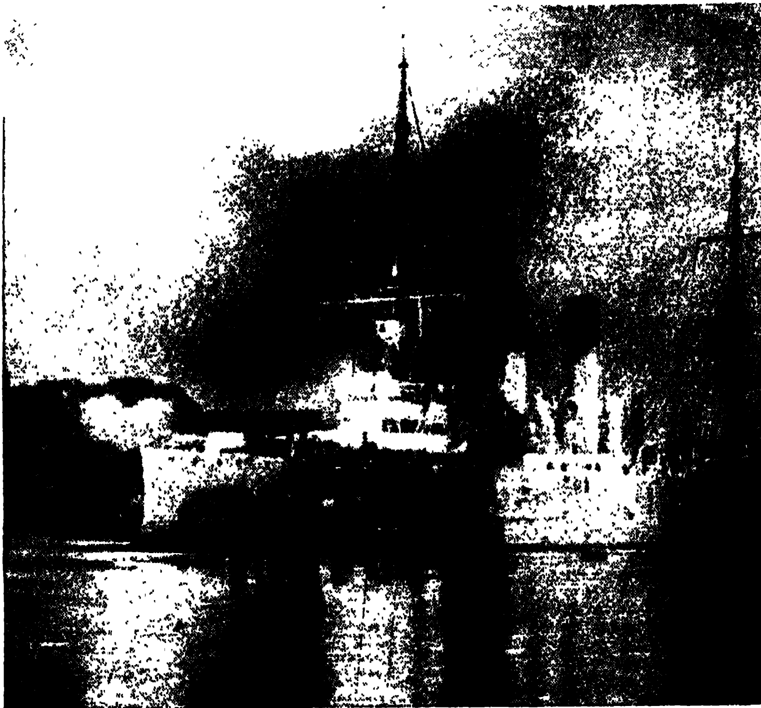
## অক্টোবর সশস্ত্র অভ্যুত্থানের বিজয়

ষষ্ঠ পার্টি কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে এবং কর্নিলভ বিদ্রোহের পরাজয়ের পর দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি যোগ্য বিবেচনা করে সেপ্টেম্বরে বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের আশু প্রস্তুতি শুরু করে। অস্থায়ী সরকারের নিরন্তর নিপীড়নের কারণে লেনিন আত্মগোপন করে থাকতে বাধ্য হন। সেই অবস্থায় তিনি রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পেত্রগ্রাদ ও মস্কো কমিটির কাছে যে দুটি চিঠি লেখেন তা ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। তাঁর লেখা "বলশেভিকদের উচিত ক্ষমতা দখল করা" এবং "মার্ক্সবাদ ও সশস্ত্র অভ্যুত্থান" এই পত্রদুটিতে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও সম্পাদনের একটি প্রত্যক্ষ ছক তিনি গড়ে তোলেন। লেনিন বলেন, "সফল হতে হলে ষড়যন্ত্র বা পার্টির ওপর নয়, পরন্তু অগ্রণী শ্রেণীর উপর নির্ভর করা আবশ্যক সশস্ত্র অভ্যুত্থানের। এই হল প্রথম কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নির্ভর করা চাই **জনগণের বিপ্লবী জোয়ারের** ওপর। এই হল দ্বিতীয় কথা। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নির্ভর করা চাই বর্ধমান বিপ্লবের এমন একটি **ক্রান্তি-মুহূর্তে** যখন জনগণের অগ্রণী বাহিনীর ক্রিয়াকলাপ উঠেছে সর্বোচ্চে এবং শত্রু বাহিনীর মধ্যে এবং **বিপ্লবের দুর্বল দোমনা ও বিচলিতচিত্ত বন্ধুদের মধ্যে দোমনাভাব** প্রচণ্ডতম। এই হল তৃতীয় কথা।" এই সব কটি সর্তই তখন বর্তমান, অভ্যুত্থানের সাফল্য নির্ভর করছিল পার্টির রাজনৈতিক ও সাংগঠনিক কাজ এবং তার কৌশলের সঠিকতার ওপর। ১৫ই (২৮শে) সেপ্টেম্বর লেনিনের চিঠি আলোচিত হয় বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে। সেপ্টেম্বরের শেষ ও অক্টোবরের গোড়ায় দেশের প্রধান প্রধান কেন্দ্রগুলির পার্টি সম্মেলন এবং সোভিয়েতগুলির আঞ্চলিক ও গুবের্নিয়া কংগ্রেস হয়—সবেতেই সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য সংগ্রামের সমর্থন করা হয়।

৭ই (২০শে) অক্টোবর ফিনল্যাণ্ড থেকে লেনিন গোপনে ফেরেন পেত্রগ্রাদে। ১০ই (২৩শে) অক্টোবর রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির ঐতিহাসিক বৈঠক পরিচালনা করেন লেনিন, — এই বৈঠকে আলোচিত হয় সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রশ্ন। কামেনেভ ও জিনভিয়েভের সক্রিয় বিরোধিতা সত্ত্বেও পরবর্তী কয়েক দিনের মধ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু করার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই বৈঠকে গঠিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরো, যার নেতা থাকেন লেনিন। ১২ই (২৫শে) অক্টোবর গঠিত হয় পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের সামরিক বিপ্লবী কমিটি — অভ্যুত্থান প্রস্তুতির বৈধ সংগঠন হল এটি। ১৬ই (২৯শে) অক্টোবর রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত সভা হয়, সশস্ত্র অভ্যুত্থান প্রস্তুতির সমস্যা আলোচনার জন্য তাতে উপস্থিত থাকেন পেত্রগ্রাদের অগ্রণী পার্টি-কর্মীরা, ট্রেড ইউনিয়ন ও সামরিক সংগঠনগুলির প্রতিনিধিরা। ১০ই (২৩শে) অক্টোবর কেন্দ্রীয়

কমিটি যে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন তা এই বর্ধিত সভায় অনুমোদিত হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির সভ্যদের মধ্য থেকে গঠিত হয় একটি সামরিক বিপ্লবী পার্টি কেন্দ্র — তাতে ছিলেন বুবনভ, জের্জিন্‌স্কি, স্‌ভের্‌দলভ, স্তালিন ও উরিৎস্কি। পেত্রগ্রাদ সোভিয়েত সামরিক বিপ্লবী কমিটির একটা অংশ হিসাবে এবং তার পরিচালন কেন্দ্র হিসাবে রইল এই পার্টি কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় কমিটির সামরিক সংগঠনের সদস্য আন্তনভ-অভসেয়েঙ্কো, ক্রিলেঙ্কো, পদ্‌ভইস্কি, চুদ্‌নভস্কি. ইয়েরেমেয়েভ এবং "বামপন্থী" সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের মধ্য থেকে লাজিমির ও অন্যান্যেরা সামরিক বিপ্লবী কমিটির অভ্যন্তরে সক্রিয় কাজ চালান। সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি ও সম্পাদনের গোটা কাজটার পেছনেই ছিল লেনিনের প্রেরণা ও পরিচালনা।

বলশেভিকরা সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি করছে এই ঘোষণা ১৮ই (৩১শে) অক্টোবর কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ মেনশেভিক সংবাদপত্র "নবজীবনে" ("নভায়া জিজ্‌ন্‌") প্রকাশ করে পার্টির গোপন কথা অস্থায়ী সরকারের কাছে ফাঁস করে দেয়। বলশেভিক



ক্রুইজার "অরোরা", অক্টোবর, ১৯১৭।



পেত্রগ্রাদের স্‌মল্‌নি ইনস্টিটিউটে লাল রক্ষীরা, ১৯১৭।

পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির কাছে লেখা এক চিঠিতে লেনিন ও কাজকে বিশ্বাসঘাতকতা বলে অভিহিত করেন ও পার্টি থেকে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভের বহিষ্কার দাবি করেন।

বলশেভিকদের ও বিপ্লবী সংগঠনগুলিকে দমন করার জন্য অস্থায়ী সরকার ব্যাপক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে শুরু করে। দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস যেদিন শুরু হবার কথা তার আগের দিন স্‌মল্‌নি ইন্‌স্টিটিউটের ওপর আক্রমণ করে তা দখল করার পরিকল্পনা নেওয়া হয় — এই স্থানেই ছিল বলশেভিকদের কেন্দ্রীয় কমিটি ও সামরিক

বিপ্লবী কমিটি। পেত্রগ্রাদের সমস্ত প্রতিবিপ্লবী শক্তি জড়ো করা হল, যেসব সৈন্যের ওপর ভরসা করা যায় বলে অস্থায়ী সরকার ভেবেছিল তাদের ডেকে আনা এল ফ্রন্ট থেকে। কিন্তু ও পরিকল্পনা কার্যকরী করার প্রচেষ্টা নিষ্ফল হয়। সেই সময়কার "প্রাভদা"র নাম ছিল "শ্রমিকপথ" ("রাবচি পুত"), এই প্রধান বলশেভিক পত্রটিকে অস্থায়ী সরকার ২৪শে অক্টোবর (৬ই নভেম্বর) বন্ধ করতে গিয়ে প্রবল প্রতিঘাতের সম্মুখীন হয়।

পেত্রগ্রাদে সেই দিনই শুরু হয়ে গেল সশস্ত্র অভ্যুত্থান। সন্ধ্যা নাগাদ নেভা নদীর ওপর সমস্ত সেতু (প্রাসাদ সেতু বাদে) এবং শহরের সব কটি গুরুত্বপূর্ণ স্থান লাল রক্ষী দল ও বিপ্লবী নাবিক ও সৈন্যদের হাতে রইল, পেত্রগ্রাদের প্রবেশপথ দখল করল তারা, আটকে রাখল ফ্রন্ট থেকে ডেকে পাঠানো প্রতিবিপ্লবী সৈন্য বাহিনীর পথ। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন অস্থায়ী সরকার বিপ্লবী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে গুরুতর কোনো প্রতিরোধ দিতে পারল না। সেই রাত্রেই লেনিন তাঁর গোপন আবাসস্থল পরিত্যাগ করে উঠে আসেন স্মলনিতে এবং সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রত্যক্ষ নেতৃত্ব হাতে নেন। ২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বরের) সকাল নাগাদ অধিকৃত হয় নিম্নলিখিত স্থানগুলি: কেন্দ্রীয় ডাকঘর, নিকলায়েভ, ওয়ারশ ও বল্টিক রেলস্টেশন, বিদ্যুত-স্টেশন, রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক, ডাকঘর, কেন্দ্রীয় টেলিফোন এক্সচেঞ্জ ও সরকারী প্রধান আপিসাদি। শীত প্রাসাদ, সামরিক সদর দপ্তর, মারিনস্কি প্রাসাদ এবং আরো কিছু স্থান তখনো ছিল অস্থায়ী সরকারের হাতে।



স্মলনি ইনস্টিটিউটের ফটকে পেত্রগ্রাদ লাল রক্ষীরা, অক্টোবর, ১৯১৭।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) সকাল ১০টায় বিপ্লবের বিজয় বিষয়ে "রুশ অধিবাসীদের প্রতি!" একটি ঘোষণাপত্র প্রকাশ করে সামরিক বিপ্লবী কমিটি। লেনিন লিখিত এই ঐতিহাসিক দলিলে বলা হয়:

"অস্থায়ী সরকার ক্ষমতাচ্যুত। রাষ্ট্র ক্ষমতা এসেছে পেত্রগ্রাদ প্রলেতারিয়েত ও সৈন্যাবাসের নেতা শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের বিপ্লবী সামরিক কমিটির হাতে।

"যে লক্ষ্যে জনগণ লড়াই করছেন — অবিলম্বে গণতান্ত্রিক শান্তির প্রস্তাব, ভূমি বন্দোবস্তে জমিদারির অবসান, উৎপাদনের ওপর শ্রমিক নিয়ন্ত্রণ ও সোভিয়েত সরকারের প্রতিষ্ঠা — সে লক্ষ্যের পূরণ সুনিশ্চিত।

"শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক বিপ্লব দীর্ঘজীবী হোক!"

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) স্মলনি ইনস্টিটিউটে সকাল ১০টা ৪৫ মিনিটে উদ্বোধন হয় দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের। মেহনতী জনগণের নামে তা ঘোষণা করে সোভিয়েতগুলির হাতে রাষ্ট্র ক্ষমতার হস্তান্তর। ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) রাত দুইটায় শীত প্রাসাদ আক্রমণে দখল করা হয়, গ্রেপ্তার করা হয় অস্থায়ী সরকারকে। ২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) লেনিনের রিপোর্ট শুনে সোভিয়েত কংগ্রেস শান্তির ডিক্রি ও ভূমির ডিক্রি পাশ করে। শান্তির ডিক্রিতে সোভিয়েত সরকার ন্যায্য গণতান্ত্রিক শান্তি নিষ্পন্নের জন্য অবিলম্বে কথাবার্তা শুরু করার প্রস্তাব দেয় সমস্ত যুধ্যমানদের কাছে। ভূমির ডিক্রিতে উচ্ছেদ করা হয় ভূমি বন্দোবস্তের জমিদারি ব্যবস্থা; বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি সম্পত্তি, রাজপরিবার, মঠ ও গির্জার সম্পত্তি তথা তাদের কৃষি যন্ত্রপাতি, গবাদি ও ভারবাহী পশু, ভবনাদি ও অন্যান্য সম্পত্তি তুলে দিতে হবে চাষীদের হাতে। ভূমিতে ব্যক্তিগত মালিকানার অবসান হল চিরকালের জন্য, সমস্ত ভূমিই হল জনগণের সম্পত্তি। বাজেয়াপ্ত করা জমির ১৫ কোটি দেসিয়াতিনা বিনাখাজনায় ব্যবহারের জন্য তুলে দেওয়া হল চাষীদের হাতে, জমিদারদের বছরে ৭০ কোটি স্বর্ণ-রুবল পরিমাণ খাজনা দেবার দায় থেকেও নিষ্কৃতি পেল চাষীরা। ভূমির ডিক্রিতে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী চাষীর মৈত্রী বন্ধনের বনিয়াদ জোর পেল। কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত হল একটি সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি এবং গঠিত হল প্রথম সোভিয়েত সরকার — লেনিন পরিচালিত জনকমিশার পরিষদ। নতুন ধরনের এক রাষ্ট্র, সোভিয়েত রাষ্ট্র, প্রলেতারীয় একনায়কত্ব সংগঠিত করার কাজে নামলেন নবগঠিত সরকার।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) কেরেনস্কি পালিয়েছিলেন উত্তর ফ্রন্টে, তাঁর নেতৃত্বে সোভিয়েত শাসন ধ্বংসের জন্য প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি বিদ্রোহ করে। জেনারেল ক্রাসনভের পরিচালিত তৃতীয় অশ্বারোহী বাহিনীর ইউনিটগুলি আক্রমণ করে বিপ্লবী পেত্রগ্রাদকে। ২৭-২৮শে অক্টোবর (৯-১০ই নভেম্বর) তারা গাৎচিনা ও জার্স্কয়ে সেলো

দখল করে অগ্রসর হয় পুলকভো টিলাগুলির দিকে। রাজধানী তাতে সরাসরি বিপন্ন হয়ে পড়ে। খাস পেত্রগ্রাদেও শ্বেতরক্ষীরা গঠন করে "দেশ ও বিপ্লব ত্রাণ কমিটি" এবং তার নেতৃত্বে অফিসাররা ২৯শে অক্টোবর (১১ই নভেম্বর) বিদ্রোহ করে; সোভিয়েত শক্তি এ বিদ্রোহ দমন করে সেই দিনই। ৩১শে অক্টোবর (১৩ই নভেম্বর) বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী কেরেন্‌স্কি-ক্রাস্‌নভ সৈন্যদলকে পুলকভো থেকে হটিয়ে দেয় গাৎচিনায়, ১লা (১৪ই) নভেম্বর বাধ্য হয়ে প্রতিরোধ বন্ধ করে তারা। ক্রাসনভ বন্দী হন, কিন্তু কেরেনস্কি পালান। প্রতিবিপ্লবী চক্রান্তের কেন্দ্র ছিল মগিলিওভে, সর্বোচ্চ সেনাপতি জেনারেল দুখোনিনের সদরদপ্তরে। ১৯১৭ সালের ২০শে নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর) বিপ্লবী শক্তি তা নিশ্চিহ্ন করে। সোভিয়েতের প্রথম সর্বাধিনায়ক সেনাপতি নিযুক্ত হন বলশেভিক পার্টির সদস্য ক্রিলেঙ্কো। এই সময় "সুসম সমাজতান্ত্রিক সরকার" অর্থাৎ অক্টোবর বিপ্লবের বিরুদ্ধে সক্রিয় সংগ্রামী মেনশেভিক ও দক্ষিণপন্থী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের নিয়ে একটি কোয়ালিশন সরকার গঠনের যে প্রস্তাব ওঠে রেল কর্মচারী ইউনিয়নের সারা রুশ কার্যকরী কমিটি থেকে, তাও পরাজিত হয় বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকারের কাছে। এদের মতের সমর্থন করে সোভিয়েত সরকার ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির কিছু সদস্য (কামেনেভ, জিনভিয়েভ, রিকভ, নগিন ইত্যাদি), কিন্তু সমগ্র কেন্দ্রীয় কমিটি তাঁদের এ মতের নিন্দা করে এবং তাঁরা কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকার থেকে পদত্যাগ করেন। কামেনেভের স্থলে স্‌ভের্দ্‌লভ নির্বাচিত হন সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি।

## সোভিয়েত শক্তির বিজয়ী অভিযান

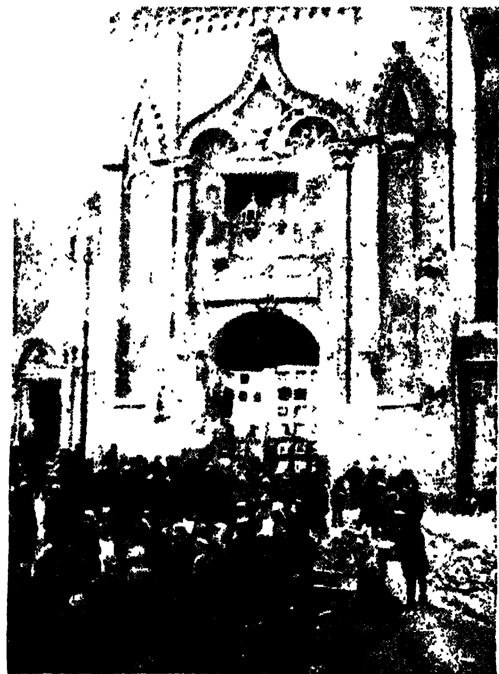
রাজধানীতে সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা এবং দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত থেকে শুরু হল গোটা দেশে সোভিয়েত শক্তির বিজয়ী অভিযান।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সাফল্যের পর মস্কোতেও সশস্ত্র অভ্যুত্থান শুরু হয়। অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য গঠিত হয় একটি পার্টির জঙ্গী কেন্দ্র (ভ্‌লাদিমির্স্কি, পদ্‌বেলস্কি, পিয়াৎনিৎস্কি প্রভৃতি) ও একটি সামরিক বিপ্লবী কমিটি (নগিন, স্‌মিদভিচ, উসিয়েভিচ প্রভৃতি)। মস্কোয় জটিল ও কঠিন একটি পরিস্থিতি গড়ে উঠেছিল। মস্কো সামরিক জেলার ভারপ্রাপ্ত কর্নেল রিয়াব্‌সেভের নেতৃত্বে সংগঠিত প্রতিবিপ্লবের তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন হয় বিপ্লবী শক্তি। কয়েক দিন ধরে চলে জোর লড়াই। মস্কো প্রলেতারিয়েতের সাহায্যে আসে পেত্রগ্রাদের লাল রক্ষীরা, বল্টিক নৌবহরের নাবিকেরা, ফ্রুঞ্জের নেতৃত্বে ইভানভো-

ভজ্‌নেসেন্‌স্ক ও শ্‌য়া'র লাল রক্ষীরা এবং অন্যান্য শহরের লাল রক্ষী। ২রা (১৫ই) নভেম্বর প্রতিবিপ্লব আত্মসমর্পণ করে। ৩রা (১৬ই) নভেম্বরের রাত্রে ক্রেমলিন দখল হয়, সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা হয় মস্কোতে।

২৫-২৭শে অক্টোবরের (৭-৯ই নভেম্বরের) মধ্যে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত হয় মিন্‌স্ক, ক্রনস্তাদ, ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক, লুগান্‌স্ক, কাজান, দন তীরের রস্তভ, ইয়েকাতেরিন্‌বুর্গ, রেভেল, সামারা ও সারাতভে; ৩১শে অক্টোবর (১৩ই নভেম্বর) বাকু'তে, ১লা (১৪ই) নভেম্বর তাশখন্দে, এবং ১৮ই নভেম্বর (১লা ডিসেম্বর) ভ্লাদিভস্তকে। ২৫-৩১শে অক্টোবরের (৭-১৩ই নভেম্বর) মধ্যে সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চলে যায় ১৭টি গুবের্নিয়ার রাজধানীতে এবং নভেম্বরের শেষে—২৮টি গুবের্নিয়ার রাজধানীতে, দেশের সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ শিল্পকেন্দ্রে ও প্রধান ফ্রন্টগুলিতে।

কেন্দ্রে শুরু হয়ে বিপ্লব অব্যাহত গতিতে সারা দেশে ছড়িয়ে পড়ে, পরাজিত শোষক শ্রেণীগুলির বন্য প্রতিরোধ চূর্ণ করতে থাকে। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের কেন্দ্রস্থল ছিল মধ্য রাশিয়া, যার শিল্প, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল পেত্রগ্রাদ ও মস্কো, যার অধিবাসীরা মোটের ওপর একধরনের, প্রধানত রুশী। কেন্দ্রে এবং দূরাঞ্চলে সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা ও শক্তি-অর্জনে অগ্রণী ও নির্ধারক ভূমিকা নেয় মহান রুশ জনগণ। পুরোভাগে রুশ শ্রমিক শ্রেণীকে দিয়ে রাশিয়ায় বহুবিধ জাতি ও জনগণ নিঃস্বার্থে লড়াই চালায় সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়নের বিরুদ্ধে, সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য। বিশেষ করে ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান ও অন্যান্য অ-রুশ অঞ্চলে প্রচণ্ড বাধাবিঘ্নের সম্মুখীন হতে হয় সোভিয়েত শক্তিকে। এসব অঞ্চলের সামাজিক ও অর্থনৈতিক পশ্চাৎপদতা, স্থানীয় প্রলেতারিয়েত ও বলশেভিক সংগঠনগুলির দুর্বলতা এবং বিভিন্ন জাতিগুলির পারস্পরিক সম্পর্কের জটিলতায় সোভিয়েত শাসনের জন্য সংগ্রাম এসব জায়গায়



ক্রেমলিন দখল, মস্কো ১৯১৭।

কঠিনতর হয়। কমিউনিস্ট পার্টির সঠিক কর্মনীতির ফলে বিপ্লবের আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে রাশিয়ার সমস্ত জাতির সম্মিলিত আক্রমণ সুনিশ্চিত হয়। ২রা (১৫ই) নভেম্বর সোভিয়েত সরকার প্রকাশ করে "রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা"। এতে জাতীয় নিপীড়ন থেকে রাশিয়ার জাতিসমূহকে মুক্ত করে সকল জাতির সমানাধিকার ও সার্বভৌমত্ব, অবাধ আত্মকর্তৃত্বের অধিকার, তথা বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বাধীন রাষ্ট্র পর্যন্ত গঠনের অধিকার, জাতিগত ও ধর্মগত বিশেষ সুযোগ-সুবিধা বা বাধানিষেধের অবসান এবং রাশিয়ার অধিবাসী জাতীয় সংখ্যালঘু ও নরকুলের মুক্ত বিকাশের ঘোষণা করা হয়। ২০শে নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর) "রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতী মুসলিমদের প্রতি" একটি ইস্তাহার প্রচার করে জন-কমিশার পরিষদ, তাতে সমস্ত নিপীড়িত জাতিদের কাছে ঘোষণা করা হয় যে সমস্ত অসম চুক্তি নাকচ ও নিপীড়ন নীতির অবসান হল; সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অবদান সমর্থন ও সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য আবেদন জানানো হয় তাদের কাছে। ৩রা (১৬ই) ডিসেম্বর উক্রেনীয় জনগণের নিকট এক ঘোষণাপত্রে সোভিয়েত সরকার উক্রেনের স্বাধীনতাধিকার স্বীকার করে নেয় এবং ১৮ই (৩১শে) ডিসেম্বর মানা হয় ফিনল্যান্ডের স্বাধীনতা। উক্রেনীয় জনগণ রুশ জনগণের দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পথ নেয়। ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বর প্রথম সারা উক্রেন সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে উক্রেনে সোভিয়েত শাসন ঘোষণা করে উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ভিত পাতা হয়। সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে উক্রেনীয় ও অন্যান্য ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলিকে বিপুল সাহায্য করে রুশ জনগণ।

দেশের কয়েকটি অঞ্চলে প্রতিবিপ্লবী শক্তিগুলি প্রতিরোধ দিয়ে যেতে থাকে। ১৯১৭ সালের নভেম্বর থেকে ১৯১৮ সালের মার্চ মাসের মধ্যে মস্কো-পেত্রগ্রাদের লাল রক্ষী বাহিনী, দনেৎস কয়লা এলাকা, রস্তভ, খার্কভ ও অন্যান্য উক্রেনীয় শহরের শ্রমিক ও বল্টিকের নাবিকদের হাতে দন এলাকায় আতামান কালেদিনের বিদ্রোহ নিশ্চিহ্ন হয়, দমিত হয় প্রতিবিপ্লবী উক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা (পরিষদ)। ১৯১৭ সালের ডিসেম্বর ও ১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে পেত্রগ্রাদ ও উরালের লাল রক্ষীরা দমন করে দক্ষিণ উরালের আতামান দুতভের বিদ্রোহ। সোভিয়েত শাসন স্থাপনে মধ্য এশিয়ার জাতিগুলিকে সাহায্য করে রুশ মজুরেরা। ১৯১৭'র অক্টোবর আর ১৯১৮'র ফেব্রুয়ারির মধ্যে সোভিয়েত শাসন রাশিয়ার বিপুল ভূখণ্ড জুড়ে প্রসারিত হয়ে জয়লাভ করে মধ্য গুবের্নিয়াগুলিতে, উক্রেনে, বল্টিক উপকূল এলাকায়, বেলরুশিয়া, উত্তর ককেশাস, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া এবং দেশের অন্যান্য অঞ্চলে।

মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব পুঁজিপতি ও জমিদারদের শাসন উৎখাত করে প্রতিষ্ঠা করে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব, ভূখণ্ডের ষষ্ঠাংশে উচ্ছেদ করে পুঁজিবাদের,



মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিনের বক্তৃতা, ৭ই নভেম্বর, ১৯১৮।

মানুষে মানুষে শোষণ ও জাতিগত নিপীড়নের, পথ কাটে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের সফল নির্মাণের। অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ঐতিহাসিক বিজয়ের অনুপ্রেরক ও সংগঠক হল লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি, সামাজিক বিকাশের নিয়ম ভিত্তি করে যা গড়ে তুলেছিল তার ক্রিয়াকলাপ, সাধারণ গণতান্ত্রিক শান্তি আন্দোলন, জমিদারি সম্পত্তি দখলের গণতান্ত্রিক কৃষক আন্দোলন, জাতীয় সমানাধিকারের জন্য নিপীড়িত জাতিগুলির জাতীয় মুক্তি আন্দোলন আর বুর্জোয়াদের উচ্ছেদ করে প্রলেতারীয় একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠার সমাজতান্ত্রিক প্রলেতারীয় আন্দোলন --- এই বিভিন্ন ধরনের বিপ্লবী আন্দোলনকে যা একটি বিপ্লবী প্রবাহে মিলিত করতে সক্ষম হয়। বিপ্লবের নেতা ও প্রধান চালিকা শক্তি ছিল রুশ প্রলেতারিয়েত। সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়সংগ্রামে নির্ধারক শক্তি হিসেবে শ্রমিক শ্রেণী ও দরিদ্রতম কৃষকদের মৈত্রী সংগঠিত করে পার্টি। মহান অক্টোবর বিপ্লবের অপেক্ষাকৃত ক্ষিপ্র ও সহজ বিজয়ের ব্যাখ্যা হল এই যে এ বিপ্লবের বিরোধী রুশ বুর্জোয়ারা ছিল খানিকটা দুর্বল, অসংগঠিত ও রাজনৈতিকভাবে অনভিজ্ঞ। অধিকন্তু বিপ্লব শুরু হয় এমন এক সময় যখন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ চলছে, পুঁজিবাদী দুনিয়া বিরোধী শিবিরে বিভক্ত, এবং বিপ্লবের বিরুদ্ধে সংগ্রামে পরস্পর যুধ্যমান সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির গুরুতর হস্তক্ষেপের সুযোগ ছিল না। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ক্ষেত্রের শ্রমিক ও সাধারণ গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং সমস্ত দেশের মেহনতী মানুষের গভীর সহানুভূতি ও সক্রিয় সমর্থনের বিপুল ভূমিকা ছিল বিপ্লবের বিজয়ে।

বিশ্ব সাম্রাজ্যবাদের ফ্রন্ট ভেঙে মানব ইতিহাসে একটি নতুন যুগ, পুঁজিবাদের পতন আর সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের যুগের সূচনা করে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব। বিপ্লবের জয়ে মোড় নিল মানব ইতিহাস, মোড় নিল পুরনো পুঁজিবাদী দুনিয়া থেকে নতুন সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দিকে। বিপ্লবের ফলে দুনিয়া ভাগ হয়ে গেল দুটি ব্যবস্থায়, সমাজতন্ত্রে ও পুঁজিবাদে, পুঁজিবাদের সাধারণ সংকট ঘনীভূত হল তাতে। সোভিয়েত বিপ্লবে শুরু হল পুঁজিবাদী দেশগুলিতে প্রলেতারীয় বিপ্লব এবং উপনিবেশিক ও পরাধীন দেশগুলিতে জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের যুগ। সকল দেশের জনগণের জন্য সমাজতন্ত্রের রাজপথ খুলে গেল অক্টোবর বিপ্লবে।

## সোভিয়েত শাসন সংহতির সংগ্রাম

উৎখাত শোষক শ্রেণীগুলির প্রতিরোধ দমন ও বিদেশী সাম্রাজ্যবাদীদের আক্রমণ প্রতিহত করে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুফল রক্ষায় ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণে সক্ষম একটি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনই ছিল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের মূল কর্তব্য। কার্ল মার্ক্স ও ফ্রেডারিক এঙ্গেলসের বৈজ্ঞানিক কমিউনিজ্‌ম্‌ বিষয়ক শিক্ষাকে নতুন

পরিস্থিতির উপযোগী করে লেনিন অর্থনৈতিকভাবে পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে শক্তিশালী, অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার সংগ্রামে প্রধান হাতিয়ার-স্বরূপ সোভিয়েত রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার কর্মসূচি রচনা করেন। বুর্জোয়া ও জমিদারদের উচ্ছেদ করতে গিয়ে বিপ্লব চূর্ণ করে সৈন্যবাহিনী, গুপ্তচর বিভাগ, পুলিসযন্ত্র, আদালত, রাজপুরুষদের আমলাতন্ত্র ইত্যাদি সমেত তাদের রাষ্ট্রকে। তার ফলে উৎখাত শোষক শ্রেণী ও তাদের পার্টিগুলি পুরাতন ব্যবস্থার পুনরুদ্ধারের সংগ্রামে সবচেয়ে শক্তিশালী অস্ত্রটি থেকেই বঞ্চিত হয়।

দ্বিতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে গঠিত সোভিয়েত সরকার শ্রমিক ও কৃষকের একটি নতুন রাষ্ট্র গঠনে অগ্রণী হয়, এমন একটি রাষ্ট্র যা ইতিহাস আগে কখনো দেখেনি। সে কাজে সোভিয়েত সরকারকে সমর্থন করে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্র-রূপ সোভিয়েতগুলি, সৈনিক ও সামরিক বিপ্লবী কমিটি ও ফ্যাকটরি কমিটিগুলি, ট্রেড ইউনিয়ন, লাল রক্ষী বাহিনী, বিপ্লবী সৈন্যবাহিনী এবং শ্রমিক, সৈনিক, কৃষক ও মেহনতী বুদ্ধিজীবীদের বিপুল বিপ্লবী সৃজনোদ্যোগ। প্রতিবিপ্লব ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য ১৯১৭ সালের ৭ই (২০শে) ডিসেম্বর জনকমিশার পরিষদের সারা রুশ বিশেষ কমিশন (চেকা) গঠিত হয় ফেলিক্স জের্জিনস্কির নেতৃত্বে। ২২শে নভেম্বর (৫ই ডিসেম্বর) আদালতের বিষয়ে ডিক্রি স্বাক্ষরিত হল। ১৬ই (২৯শে) ডিসেম্বরের জনকমিশার পরিষদের ডিক্রিতে সাবেকি সৈন্যবাহিনীর গণতন্ত্রীকরণ হয়; সৈন্যবাহিনীর সমস্ত কর্তৃত্ব তুলে দেওয়া হল সৈনিক কমিটি ও সোভিয়েতগুলির হাতে এবং সমস্ত পরিচালক পদ হল নির্বাচনমূলক; পুরনো পদ, খেতাব ও অর্ডারের অবসান ঘটল। ১৫ই (২৮শে) জানুয়ারি পাশ হয় শ্রমিক কৃষক লাল ফৌজ এবং ১লা (১৪ই) ফেব্রুয়ারি শ্রমিক কৃষক লাল নৌবাহিনী গঠনের ডিক্রি। স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সশস্ত্র বাহিনী গড়ে তোলার কাজ শুরু হয়ে গেল।

সামন্ততান্ত্রিক সম্পর্ক, সামাজিক কৌলীন্য ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে অসমানতার শেষ চিহ্ন বিলুপ্ত করে সোভিয়েত শাসন। সামন্ততন্ত্রের জের বজায় রাখার যা ভিত্তি সেই জমিদারি ভূমি ব্যবস্থা উচ্ছেদ করার সঙ্গে সঙ্গে প্রকাশিত হয় সামাজিক কৌলীন্য ভেদের অবসান ও সমান নাগরিকত্ব ডিক্রি (১০ই [২৩শে] নভেম্বর), নারীদের সমানাধিকার ও নাগরিক বিবাহ ডিক্রি (১৮ই [৩১শে] ডিসেম্বর), রাষ্ট্র থেকে গির্জা এবং গির্জা থেকে স্কুলের পৃথকীকরণ (২৩শে জানুয়ারি [৫ই ফেব্রুয়ারি]) এবং অন্যান্য ডিক্রি।

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর সাধনের কাজ শুরু করে সোভিয়েত শাসন। ভূমির জাতীয়করণ ও জনগণের সম্পত্তিতে পরিণতির পর ১৪ই (২৭শে) নভেম্বর প্রবর্তিত হয় উৎপাদন ও বণ্টনের ওপর শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণ। ২৫শে অক্টোবরেই

(৭ই নভেম্বরে) রাষ্ট্রীয় ব্যাংক চলে যায় সোভিয়েত শাসনের হাতে। তথাকথিত সরকারী উদ্যোগগুলি (অবুখভ, বল্টিক, ইজরা ইত্যাদি) এবং যে ব্যক্তিগত উদ্যোগের মালিকেরা শ্রমিক নিয়ন্ত্রণের ডিক্রি বানচাল করতে থাকে ও সোভিয়েত শাসনের সঙ্গে সহযোগিতা অস্বীকার করে সেগুলিকেও রাষ্ট্রের হাতে নেওয়া হয়। অর্থনৈতিক ব্যাপার পরিচালনার জন্য ২রা (১৫ই) ডিসেম্বর সৃষ্টি হয় সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ এবং ১৪ই (২৭শে) ডিসেম্বর সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির এক সিদ্ধান্তে ব্যক্তিগত ব্যাংকগুলির জাতীয়করণ করার ফলে আর একটি শক্তিশালী হাতিয়ার হাতছাড়া হয় বুর্জোয়াদের।

১৯১৮ সালের ৫ই (১৮ই) জানুয়ারি আহূত হয় সংবিধান সভা। এ সভা নির্বাচিত হয়েছিল নভেম্বরে অক্টোবর বিপ্লবের পূর্ববর্তী পার্টি তালিকার ভিত্তিতে। দেশের নতুন শ্রেণী অনুপাতের প্রতিফলন ছিল না এ সংবিধান সভার সদস্য সংবিন্যাসে। প্রতিবিপ্লবী সংখ্যাধিক অংশ সোভিয়েত শাসন মানতে চাইল না, "মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্র"এবং শান্তি ও ভূমি বিষয়ক ডিক্রির অনুমোদন অস্বীকার করে তারা। সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত বলে ৬ই (১৯শে) জানুয়ারি সংবিধান সভা ভেঙে দেওয়া হয়।

অক্টোবর বিপ্লবের সুফল সংহতিতে তৃতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের তাৎপর্য বিপুল — এটির অধিবেশন হয় ১৯১৮ সালের ১০ই (২৩শে) থেকে ১৮ই (৩১শে)



তৃতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস, পেত্রগ্রাদ, ১০ই-১৮ই (২৩শে-৩১শে) জানুয়ারি, ১৯১৮।

জানুয়ারি। একই সময়ে আহূত হয় তৃতীয় সারা রুশ কৃষক প্রতিনিধি কংগ্রেস এবং ১৩ই (২৬শে) জানুয়ারি দুটি কংগ্রেস সম্মিলিত হয়। এ দুই কংগ্রেসের সম্মিলনে সারা দেশ জুড়ে কৃষক প্রতিনিধিদের সোভিয়েত এবং শ্রমিক ও সৈনিক প্রতিনিধিদের সোভিয়েতগুলির মিলন ত্বরান্বিত হয়। এতে সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তি অর্থাৎ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের মৈত্রী জোরদার হয়। লেনিন রচিত "মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার ঘোষণাপত্র" কংগ্রেস গ্রহণ করে — এ ডিক্রিতে রাশিয়াকে ঘোষণা করা হয় সোভিয়েতসমূহের প্রজাতন্ত্র বলে, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের রাষ্ট্ররূপ হিসাবে সোভিয়েতগুলিকে আইনী প্রতিষ্ঠা দেওয়া হয় এবং নির্দিষ্ট হয় সোভিয়েত শাসনের প্রধান লক্ষ্য — মানুষে মানুষে সকল শোষণ এবং সামাজিক শ্রেণী ভেদের অবসান, শোষকদের নির্মম দমন, সমাজের সমাজতান্ত্রিক বিন্যাসের প্রবর্তন ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ। গৃহীত হয় "রুশ প্রজাতন্ত্রের ফেডারেল প্রতিষ্ঠানগুলি সম্পর্কে" একটি সিদ্ধান্ত। কংগ্রেস থেকে গঠিত হয় রুশ সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র।

দেশের দাসসুলভ আর্থিক পরনির্ভরতা অবসানের জন্য ১৯১৮ সালের ২১শে জানুয়ারি (৩রা ফেব্রুয়ারি) সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির একটি ডিক্রি পাশ হয়। এতে জার সরকার ও অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার কর্তৃক গৃহীত বৈদেশিক ও আভ্যন্তরীণ ঋণ নাকচ করা হল। জাতীয়কৃত হল বৈদেশিক বাণিজ্য (২২শে এপ্রিল, ১৯১৮) ও পরিবহণ।

শিল্প জাতীয়করণের প্রস্তুতি চলল ক্রমান্বয়ে। ১৯১৮ সালের প্রথম ছয় মাসের মধ্যে জাতীয়কৃত হয় ১,৫৩০টির বেশি উদ্যোগ। ১৯১৮ সালের ২৮শে জুন সোভিয়েত সরকার কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি কার্যকরী করে, প্রকাশিত হয় সমস্ত বৃহৎ শিল্প জাতীয়করণের ডিক্রি। জাতীয় অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পুনর্নির্মাণে শ্রমিক শ্রেণী ও সকল মেহনতীজন বিপুলতম সৃজনোদ্যোগ ও বিপ্লবী উদ্যমের পরিচয় দেয়। উৎপাদন উপায় দখল করে তাকে জাতীয় সম্পত্তিতে পরিণত করার ব্যাপারটাই তো একটা বিপ্লব, যাতে পুরনো পুঁজিবাদী উৎপাদন পদ্ধতির খাস বনিয়াদটাকেই চূর্ণ করা হল এবং প্রবর্তিত হল জাতীয় অর্থনীতির শিল্পক্ষেত্রে একটি সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন এলাকা, যেখানে পুঁজিবাদী উৎপাদন সম্পর্কের পরিবর্তে দেখা দিল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক। কৃষিতে ছিল ১ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১ কোটি ৬০ লক্ষ পর্যন্ত চাষী খামার — এ ক্ষেত্রে এক লহমায় উৎপাদন উপায়ের সমাজীকরণ করা যায় না। ভূমির জাতীয়করণ এবং শিল্পে উৎপাদন উপায়ের সমাজীকরণের ফলে সৃষ্টি হল সমাজতন্ত্রের সড়কে লক্ষ লক্ষ মেহনতী কৃষকের ক্রমান্বয় উত্তরণের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থা।

দেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবনের বিপ্লবী পরিবর্তনগুলির সাথে সাথে সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল বদল ঘটায় সোভিয়েত শাসন। গড়ে উঠতে লাগল এমন একটি সংস্কৃতি যা রূপে জাতীয় এবং সারমর্মে সমাজতান্ত্রিক। স্কুল, বিশ্ববিদ্যালয়, গ্রন্থাগার, থিয়েটার ও মিউজিয়ম উন্মুক্ত হল জনগণের জন্য, বয়স্কদের নিরক্ষরতা দূরীকরণে বিপুল কাজ হয়। মেহনতী জনগণের জ্ঞান ও শিক্ষার প্রয়োজন মেটাতে নিয়োজিত হল সংবাদপত্র, সাহিত্য, কলা এবং বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সবকিছু কীর্তি।

সোভিয়েত শাসনের গোড়াতেই যেসব ব্যবস্থা নেওয়া হয় তাতে বুর্জোয়া, জমিদার, প্রতিক্রিয়াশীল সরকারী চাকুরিয়া এবং প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলির ক্ষমতা গুরুতর রূপে ঘা খায়, উৎখাত শোষকদের অর্থনৈতিক শক্তি ভেঙে পড়ে এবং নিশ্চিত হয় যে পরিচালনের সমস্ত ঘাঁটি থাকবে সোভিয়েত শক্তির হাতে। অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে গৃহীত সোভিয়েত সরকারের সিদ্ধান্ত থেকে অবিলম্বেই সুপ্রত্যয়ে ফুটে উঠল সোভিয়েত শাসনের খাঁটি জনপ্রিয় চরিত্র, এ শাসন মেহনতীদের ছাড়া আর কোনো স্বার্থেরই রক্ষক নয়।

জার্মানি ও তার মিত্রদের সাথে যতক্ষণ দেশটা যুদ্ধে জড়িত ততক্ষণ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের অবস্থা মজবুত বলে ধরা চলে না। সৃষ্টি থেকেই সোভিয়েত সরকার শান্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করে, তার পরবর্তী সমস্ত বৈদেশিক কর্মনীতিরই অটল বনিয়াদ হয়ে উঠল শান্তির নীতি। সোভিয়েত সরকার যে শান্তির প্রস্তাব দেয় তা বৃটিশ, ফরাসী ও মার্কিন শাসক চক্রগুলি গ্রহণ করে না। শান্তির কথাবার্তা শুরু করার জন্য আঁতাঁত সরকারগুলির কাছে জনকমিশার পরিষদের অসংখ্য আবেদন সত্ত্বেও ১৯১৭ সালের ১৫ই (২৮শে) নভেম্বরে আঁতাঁতের প্যারিস সম্মেলন সোভিয়েত শাসন উচ্ছেদের জন্য সোভিয়েত রাশিয়ায় হস্তক্ষেপ করার এক যুক্তি করে। ১০ই (২৩শে) ডিসেম্বর ফরাসী ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা একমত হয়, কী ভাবে রাশিয়াকে স্ব স্ব প্রভাবাধীন এলাকায় ভাগ করা হবে।

২২শে নভেম্বর (৫ই ডিসেম্বর) জনগণের অভিপ্রায় মান্য করে সোভিয়েত সরকার ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে জার্মানির সঙ্গে একটি যুদ্ধবিরতি চুক্তি করে, ৯ই (২২শে) ডিসেম্বর শুরু হয় জার্মানি ও তার মিত্রদের সঙ্গে শান্তিচুক্তির আলাপ আলোচনা। এই শান্তি আলাপ আলোচনার কালে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের সুদূরপ্রসারী স্ফীতি অভিসন্ধি বেশ প্রকাশ পায়। দম নেবার সময় পেয়ে সোভিয়েত শাসন সংহত ও লাল ফৌজ সংগঠিত করার জন্য সোভিয়েত সরকার প্রতিকূল শান্তি সর্ত গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। শান্তি চুক্তির বিরুদ্ধে ছিলেন ত্রৎস্কির অনুগামীরা, "বামপন্থী" কমিউনিস্ট, "বামপন্থী" সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারির প্রভৃতিরা। ব্রেস্ত্-লিতভ্স্কে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্বে ছিলেন ত্রৎস্কি — সোভিয়েত সরকার ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির নির্দেশ অমান্য করে তিনি শান্তি চুক্তিতে স্বাক্ষর করতে অস্বীকার করেন। ১৯১৮ সালের ১০ই (২৩শে) ফেব্রুয়ারি শান্তি আলাপ ব্যাহত হয়। এই সুযোগে জার্মান সেনানায়ক

গোটা ফ্রণ্টে আক্রমণ শুরু করে। পুরনো সৈন্যবাহিনী পেছিয়ে আসে, নতুন বাহিনী তখনো সবে গড়ে উঠছে। বল্টিক উপকূল এলাকা ও বেলরুশিয়ার বৃহদংশ দখল করে জার্মান বাহিনী উক্রেন অভিযান করে ও পেত্রগ্রাদকে বিপন্ন করে তোলে। গুরুতর বিপদ ঘনিয়ে আসে সোভিয়েত রাশিয়ার ওপর।

আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানায় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার। ২১শে ফেব্রুয়ারী* জনকমিশার পরিষদ একটি ইস্তাহার প্রচার করে — "সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন!" জার্মান সাম্রাজ্যবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে নামে সোভিয়েত জনগণ। পেত্রগ্রাদ অভিমুখে শত্রুর অভিযান প্রতিহত হয় লাল রক্ষী বাহিনী ও লাল ফৌজের প্রথম ইউনিটগুলির বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধে। ১৯১৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি হল লাল ফৌজের জন্মদিন। শান্তি আলোচনা পুনরারম্ভে জার্মান সাম্রাজ্যবাদীরা রাজী হয়। ১৯১৮ সালের ৩রা মার্চ ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক শান্তি চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। এ চুক্তি বলে ১,৫০,০০০ বর্গ কিলোমিটার পরিমিত স্থান সোভিয়েত রাশিয়া হারায় (পোল্যান্ড, বল্টিক দেশগুলির বৃহৎ অংশ, উক্রেন ইত্যাদি); সৈন্যবাহিনী ভেঙে দিতে বাধ্য হয় প্রজাতন্ত্র। ১৯১৮ সালের ২৭শে অগস্টের এক বিশেষ চুক্তি অনুসারে জার্মানিকে কয়েক শ কোটি মার্ক দেবারও কথা হয়। এ শান্তি দুঃসহ, তবু অবস্থাচক্রে তা তখন প্রয়োজনীয়। কমিউনিস্ট পার্টির সপ্তম কংগ্রেস (৬ই-৮ই মার্চ, ১৯১৮) ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক শান্তি চুক্তি প্রসঙ্গে লেনিনের মত গ্রহণ করে, ত্রৎস্কি ও "বামপন্থী" কমিউনিস্টদের মত নিন্দিত হয়। ১০ই ও ১১ই মার্চ পেত্রগ্রাদ থেকে সোভিয়েত সরকার উঠে আসে মস্কোতে — এখানে ১৯১৮'র ১৫ই মার্চ জরুরী চতুর্থ সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অনুষ্ঠানে শান্তি চুক্তি অনুমোদন করা হয়।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ বাড়িয়ে তোলার মতো একটা শান্তিপূর্ণ অবকাশ পেল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। ১৯১৮ সালের এপ্রিলে প্রকাশিত "সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য" নামক একটি ঐতিহাসিক প্রবন্ধে লেনিন সমাজতন্ত্র নির্মাণ শুরু করার একটি কর্মসূচি বিস্তারিত করেন। লেনিনের বিবেচনায় সমগ্র জনগণের পক্ষেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্য হল: গোটা দেশ জুড়ে হিসাব ও নিয়ন্ত্রণের সংগঠন, শ্রমোৎপাদিকা বৃদ্ধির সংগ্রাম, সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার ব্যবস্থা, নতুন প্রলেতারীয় শৃঙ্খলার প্রবর্তন, কলকারখানায় ব্যক্তির একক পরিচালনা এবং উদ্যোগগুলিকে লাভজনক করে তোলার গ্যারাণ্টি। সে সময় লেনিন লিখেছিলেন: "আমাদের প্রাকৃতিক সম্পদ, লোক বলের মজুদ বাহিনী এবং মহান বিপ্লব প্রসূত গণ সৃজনোদ্যোগের অপূর্ব প্রসারের মধ্যে এমন এক রাশিয়া গড়ে তোলার মালমসলা বিদ্যমান, যা সত্যিই হবে পরাক্রান্ত ও প্রাচুর্যভরা।"

* ১৯১৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারির সরকারী ডিক্রি বলে চালু হয় গ্রেগরীয় ক্যালেন্ডার।

সে সময় গ্রামাঞ্চলে সোভিয়েত শাসনের কর্মনীতি ছিল অক্টোবর বিপ্লব প্রসূত কৃষি রূপান্তরকে কার্যকরী করা। সোভিয়েত শাসনের প্রতি কুলাকদের বিরোধিতায় ১৯১৮ সালের বসন্তে গ্রামাঞ্চলে কুলাকদের বিরুদ্ধে একটা ভীষণ শ্রেণী সংগ্রাম শুরু হয়ে যায়। দেশের রুটির নিয়মিত জোগান সংগঠিত করার জন্য কুলাক-বিরোধী সংগ্রাম বিপুল তাৎপর্যময় হয়ে ওঠে। লেনিন লেখেন, "রুটির জন্য সংগ্রামই হল সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রাম।" ১৯১৮ সালের ১১ই জুন গ্রামে গরিবদের কমিটি সংগঠনের একটি ডিক্রি গ্রহণ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি। মস্কো, পেত্রগ্রাদ ও অন্যান্য শহরের অগ্রণী মজুরদের নিয়ে গঠিত খাদ্য বাহিনী প্রেরিত হয় গ্রামে। কোটি পাঁচেক হেকটর জমি কুলাকদের হাত থেকে ছিনিয়ে বিলি করা হয় গরিব ও মাঝারি চাষীদের মধ্যে, উদ্বৃত্ত শস্য বাজেয়াপ্ত করা হয় শহর, লাল ফৌজ ও গ্রাম্য গরিবদের সরবরাহ করার জন্য। অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক আঘাত হানা হল কুলাকদের বিরুদ্ধে। গরিব মেহনতী চাষীদের হাল উন্নত হয়, শুরু হয়ে যায় মধ্য চাষীর স্তরে তাদের টেনে তোলার প্রক্রিয়া। ১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম থেকে গ্রামাঞ্চলের মধ্যমণি হয়ে ওঠে মাঝারি চাষী। গ্রামে প্রলেতারীয় একনায়কত্বের প্রধান সমর্থক হয়ে দাঁড়ায় গরিবদের কমিটিগুলি। যেসব ব্যবস্থা গৃহীত হয় তাতে গ্রামাঞ্চলে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের অধিকতর বিকাশ ও প্রসার ঘটে; সোভিয়েত শাসনের পক্ষে মধ্য চাষীকে টেনে আনার দিক থেকে তার রাজনৈতিক মূল্য প্রভূত; শ্রমিক ও মেহনতী কৃষকদের মৈত্রী সংহত করায় ও তৎফলে সোভিয়েত শাসনের শক্তিবৃদ্ধিতে তা সাহায্য করে।

১৯১৮ সালের ৪ঠা থেকে ১০ই জুলাই অনুষ্ঠিত হয় পঞ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। প্রথম সোভিয়েত সংবিধান গৃহীত হয় এ কংগ্রেসে — রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সংবিধান, যাতে মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব প্রসূত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা পেল আইনী কায়া। সাঁচ্চা গণতান্ত্রিক সংবিধান ইতিহাসে এই প্রথম। ভ্রাতৃপ্রতিম সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির সংবিধান রচনায় তা আদর্শ জুগিয়েছে।

## বৈদেশিক সামরিক হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধ (১৯১৮-১৯২০)

### সামরিক হস্তক্ষেপের সূত্রপাত ও গৃহযুদ্ধ। একটি সামগ্রিক সামরিক শিবিরে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পরিণতি

সোভিয়েত শক্তির বিজয় ও সংহতি এবং বিপ্লবী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে বিদেশের বুর্জোয়াদের এবং রাশিয়ার উৎখাত শ্রেণী ও প্রতিবিপ্লবী পার্টিগুলির মধ্যে সোভিয়েত ব্যবস্থার প্রতি পৈশাচিক ঘৃণার উদ্রেক হয়। এদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত

শাসনের উচ্ছেদ করে সার্বিক বুর্জোয়া-জমিদারি ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এই লক্ষ্যে ১৯১৮ সালের শুরুতে গঠিত হয় সোভিয়েত-বিরোধী শক্তিসমূহের একটি জোট — বৈদেশিক সাম্রাজ্যবাদী ও আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের একটি জোট। আমেরিকা, গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স, জার্মানি ও জাপানের শাসক চক্রগুলি শ্বেতরক্ষীদের যথাসম্ভব সাহায্য দেয় ও শুরু করে সামরিক হস্তক্ষেপ। অসংখ্য বহিঃ ও আভ্যন্তরীণ শত্রুর বিরুদ্ধে ন্যায্য দেশপ্রেমিক লড়াই চালায় সোভিয়েত জনগণ। প্রজাতন্ত্রের প্রতিরক্ষা এবং সোভিয়েত শাসনের শত্রু ধ্বংস করার জন্য সর্বশক্তি সমাবেশের সমস্ত ব্যাপারে বলশেভিক পার্টি ও লেনিন পরিচালিত তার কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গ্রহণ করে।

১৯১৮ সালের জানুয়ারিতে রুমানীয় সৈন্যরা বেসারাবিয়া দখল করে বসে। মার্চে বৃটিশ, আমেরিকান ও ফরাসী সৈন্যরা শ্বেতরক্ষীদের সাহায্যে অধিকার করল মুর্মান্স্ক, তারপর কেম ও ওনেগা, এবং অগস্টে প্রবেশ করল আর্খাঙ্গেলস্কে। স্থাপিত হল শ্বেতরক্ষীদের একটি "উত্তর রুশ সরকার"। এপ্রিল মাসে ভ্লাদিভস্তকে সৈন্য নামাল জাপানিরা। তাদের পেছু পেছু সোভিয়েত দূর প্রাচ্য আক্রমণ করল মার্কিন, বৃটিশ, ফরাসী ও ইটালীয় সৈন্যদল। ২৫শে মে দেখা দিল আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বারা আয়োজিত চেক-কোরের বিদ্রোহ। অস্ট্রীয় যুদ্ধবন্দীদের মধ্য থেকে চেক ও স্লোভাক জাতির লোকেদের নিয়ে এ কোর গঠিত হয়েছিল রাশিয়ায় ১৯১৬ ও ১৯১৭ সালে। সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্য হয়ে এ কোর'কে পশ্চিম ইউরোপে ফিরে যাবার অনুমতি দেয় সোভিয়েত সরকার। সাম্রাজ্যবাদী ও শ্বেতরক্ষীদের চাপে কোরের সেনাধ্যক্ষ সৈন্যদের প্রতারিত করে টেনে নামায় এক সোভিয়েত-বিরোধী জুয়ায়। তার সঙ্গে যোগ করা হয় বহু শ্বেতরক্ষীদের। কোরের মোট সৈন্যসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ থেকে ৫০ হাজার। মে থেকে অগস্টের মধ্যে বিদ্রোহীরা অধিকার করে নেয় সামারা, কাজান, সিম্বির্স্ক, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, চেলিয়াবিন্স্ক, এবং ভ্লাদিভস্তক, পর্যন্ত (২৯শে জুন) ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথের অন্যান্য জায়গা। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের পক্ষ থেকে অধিকতর সক্রিয়তার সংকেত মিলল এ থেকে। কুলাক বিদ্রোহ দেখা দিল ভলগা অঞ্চলে, উরালে ও সাইবেরিয়ায়; মধ্যচাষীদের একাংশও এ বিদ্রোহে জড়িয়ে পড়ে। শিল্প, খাদ্য ও কাঁচামাল সম্পদের দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ বিপুল অধিবাসী সংখ্যার একটি বিরাট এলাকা শত্রুদের হাতে পড়ল। এই অঞ্চলে বুর্জোয়া জমিদারি ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা করল শ্বেতরক্ষীরা, শুরু করল সন্ত্রাসের রাজত্ব। সামারায় স্থাপিত হল একটি শ্বেতরক্ষী সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের "সরকার", "সংবিধান সভা সদস্যদের কমিটি" বলে তা পরিচিত। ওমস্কে রইল শ্বেতরক্ষী সাইবেরীয় "সরকার", ইয়েকাতেরিনবুর্গে উরাল "সরকার" ইত্যাদি। এই সব এবং অন্যান্য শ্বেতরক্ষী "সরকারেরা" এ্যাডমিরাল কলচাকের নেতৃত্বে একটি শ্বেতরক্ষী সামরিক একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করে ১৯১৮ সালের নভেম্বরে, "রাশিয়ার সর্বোচ্চ শাসক"

বলে ঘোষণা করা হয় তাঁকে। প্রকৃতপক্ষে কলচাক ছিলেন আঁতাঁতের হাতের লোক। ১৯১৮ সালের জুলাইয়ের গোড়ায় আতামান দুতভের কসাক বাহিনী ওরেনবুর্গ দখল করে সোভিয়েত তুর্কিস্তানকে সাময়িকভাবে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। বৃটিশ সৈন্য আক্রমণ করে ট্রান্সক্যাসপিয়ান এলাকা ও বাকু এবং স্থানীয় বুর্জোয়া-জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লবীদের সহায়তায় আজেরবাইজান ও ট্রান্সক্যাসপিয়ায় সোভিয়েত শাসনের উচ্ছেদ করে। শাউমিয়ান, আজিজবেকভ ও জাপারিজে প্রমুখ ২৬ জন বাকু কমিশার বৃটিশদের হাতে বন্দী হয়। তাদের ট্রান্সক্যাসপিয়ায় নিয়ে এসে গুলি করে মারা হয় (২০শে সেপ্টেম্বর, ১৯১৮)। ১৯১৮ সালের বসন্ত ও গ্রীষ্মে আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীদের সহায়তায় শ্বেতরক্ষী জেনারেল কর্নিলভ, দেনিকিন ও আলেক্সেয়েভ উত্তর ককেশাসে একটি শ্বেতরক্ষী "স্বেচ্ছাবাহিনী" গড়ে তোলে এবং সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে অভিযান শুরু করে। জার্মান আক্রমণকারীদের সহায়তায় জেনারেল ক্রাসনভ ও মামন্তভ দন অঞ্চলে একটি প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ ঘটিয়ে সারিৎসিনের ওপর চালায় শ্বেত কসাকদের আক্রমণ। পোল্যাণ্ড, ফিনল্যাণ্ড, বল্টিক দেশগুলি ও বেলরুশিয়া ছিল জার্মান সৈন্যদের নিয়ন্ত্রণে, এবার তারা উক্রেন ও ক্রিমিয়া দখল সম্পূর্ণ করে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের এলাকা আক্রমণ করল, দখল করল দন তীরের রস্তভ ও তাগানরগ, এবং তুর্কী পল্টনদের সঙ্গে একত্রে আক্রমণ করল ট্রান্সককেশাস। ১৯১৮ সালের মে মাসে ফিনল্যাণ্ডীয় শ্বেতরক্ষীদের সঙ্গে একত্রে জার্মান দখলদারী বাহিনী ফিনল্যাণ্ডের শ্রমিক বিপ্লব দমন করে। মস্কো, পেত্রগ্রাদ এবং ভলগার উজান ও ভাঁটি এলাকার বহু শহরে একাধিক ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের সৃষ্টি করে ভেতরকার ও বাইরের প্রতিবিপ্লব; সন্ত্রাসমূলক ক্রিয়াকলাপ ঘটতে থাকল।

পঞ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের অধিবেশনকালে মস্কোয় "বামপন্থী" সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের একটি সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ ঘটে (১৯১৮ সালের ৬ই জুলাই), কিন্তু পরদিনই তা দমিত হয়। ৬ই জুলাই জার্মানির সঙ্গে যুদ্ধ উসকিয়ে তোলার জন্য ষড়যন্ত্রীরা মস্কোয় জার্মান রাষ্ট্রদূত মির্বাখকে হত্যা করে। শ্বেতরক্ষী ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের বিদ্রোহ হয় ৬ই জুলাই ইয়ারস্লাভলে, ২১শে জুলাই নাগাদ তা নিশ্চিহ্ন হয়। রিবিন্স্ক, কস্ত্রমা এবং অন্যান্য শহরেও প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দমিত হয়। ৩০শে অগস্ট সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা লেনিনের প্রাণনাশের একটা জঘন্য প্রচেষ্টা করে। সেই দিনই নিহত হন পেত্রগ্রাদ "চেকা"র সভাপতি উরিৎস্কি। আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের সোভিয়েত-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ চালনা করত গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের দূতাবাস ও মিশনাদির কর্মকর্তারা। তার সাক্ষ্য, ১৯১৮ সালের অগস্টে উদ্ঘাটিত একটি গুরুতর সোভিয়েত-বিরোধী চক্রান্ত। এটি বৃটিশ মিশনের কর্তা লকহার্ট কর্তৃক আয়োজিত।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম নাগাদ দেশের তিন চতুর্থাংশ চলে যায় বৈদেশিক হস্তক্ষেপ-কারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাতে। উক্রেন, ককেশাস, উরাল, সাইবেরিয়া ও দূর প্রাচ্য সাময়িকভাবে শত্রুর দখলে যায়, মধ্য এশিয়া বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে কেন্দ্র থেকে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের চারিদিকে তখন আগুনের বেষ্টনী। খাদ্য, কাঁচামাল ও ইন্ধনের প্রধান সরবরাহ থেকে বিচ্ছিন্ন এক অবরুদ্ধ দুর্গের মতো দেশের চেহারা। খাদ্য, অস্ত্রশস্ত্র ও পোষাকপরিচ্ছদের ঘাটতি দেখা দিল। নিয়মিত লাল ফৌজ গড়ে ওঠার কাজ তখনো শেষ হয়নি। সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলির সৈন্যবাহিনী এবং শ্বেতরক্ষীদলগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করছে চারিদিক থেকে।

শত্রু প্রতিহত করতে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার সর্বশক্তি ও সম্পদ সংহত করে, লড়াইয়ের জন্য পুনর্গঠিত করে সমস্ত অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবন, দেশকে পরিণত করে একটি সামগ্রিক সশস্ত্র শিবিরে। লেনিন ধ্বনি দিলেন: "সবকিছুই ফ্রন্টের জন্য!"

সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি বলে ১৮ থেকে ৪০ বছরের মধ্যে সমস্ত পুরুষের জন্য সার্বজনীন সামরিক শিক্ষার প্রবর্তন হয়েছিল ১৯১৮ সালের ২২শে এপ্রিলেই। ১৯১৮ সালের ২৯শে মে তারিখে সারা রুশ কার্যকরী কমিটিতে গৃহীত এবং ১০ই জুলাই পঞ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে অনুমোদিত একটি সিদ্ধান্তে লাল ফৌজে আগের স্বেচ্ছামূলক সামরিক সেবার স্থলে প্রবর্তিত হল বাধ্যতামূলক সামরিক সেবা। নিয়মিত গণ লাল ফৌজ গড়ে তোলার একটা পাকা ভিত্তি তৈরি হল এতে। ১৯১৮ সালের ২রা সেপ্টেম্বর সারা রুশ কার্যকরী কমিটি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে সামরিক শিবির বলে ঘোষণা করে এবং স্থাপন করে প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সমর পরিষদ। লেনিনের সভাপতিত্বে শ্রমিক কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ স্থাপিত হয় ১৯১৮ সালের ৩০শে নভেম্বর। হাজার হাজার শ্রমিক কৃষক যোগ দিল লাল ফৌজে। ১৯১৮ সালের শরৎ নাগাদ বাহিনীভুক্ত হল আট লক্ষাধিক লোক। কমিউনিস্ট পার্টি ও যুব কমিউনিস্ট লীগের প্রায় অর্ধেক সদস্য ফ্রন্টে যায় স্বেচ্ছাসৈনিক হিসাবে, নিঃস্বার্থ কর্তব্যপরায়ণতায় লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষকে তারা উদ্বুদ্ধ করে শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে। লাল ফৌজের রাজনৈতিক শিক্ষায় এবং ফৌজের সংগ্রাম ক্ষমতা ও শৃঙ্খলা উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে কমিউনিস্ট ও কমিশাররা।

১৯১৮ সালের গ্রীষ্ম ও শরতে নিম্নলিখিত ফ্রন্টগুলি আকার নেয়: পূর্ব (জুন মাসে, এই ফ্রন্টই ছিল সে সময়কার প্রধান), দক্ষিণ ও উত্তর (সেপ্টেম্বর)। ১৯১৮'র শেষার্ধেই হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের ওপর প্রাথমিক কতকগুলি বিজয় লাভ করে লাল ফৌজ। কঠিন সংগ্রাম চালিয়ে পূর্ব ফ্রন্টের সৈন্যরা (সেনাপতি ভাৎসেতিস, সমর পরিষদের সদস্য গুসেভ) কাজান মুক্ত করে ১০ই সেপ্টেম্বর, সিমবির্স্ক (বর্তমান উলিয়ানভস্ক) ১২ই সেপ্টেম্বর, সামারা (বর্তমান কুইবিশেভ) ৭ই অক্টোবর এবং সফল

অভিযান চালায় উফা অভিমুখে। বিশেষ রকমের একরোখা লড়াই চলে দক্ষিণ ফ্রন্টে, এখানে ভরনেজের অভিমুখে এগুবার চেষ্টা করছিল অষ্টম ও নবম বাহিনী, এ দুটি বাহিনী শ্বেত কসাকদের হামলা থেকে রক্ষা করছিল দেশের মধ্যাঞ্চলগুলিকে। অগস্ট ও অক্টোবরে দক্ষিণ ফ্রন্টের দশম বাহিনী সারিৎসিনের (বর্তমান ভলগোগ্রাদ) ওপর ক্রাসনভের শ্বেতরক্ষী বাহিনীর দুটি অভিযান প্রতিহত করে। উত্তর ককেশাসে শ্বেতরক্ষী স্বেচ্ছাবাহিনীর বিরুদ্ধে লড়ে ১১শ বাহিনী সেপ্টেম্বরের গোড়াতে কতলাস ও ভলগুদার ওপর শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয় উত্তর ফ্রন্টের সৈন্যরা (সেনাপতি কেদ্রভ)। ১৯১৮ সালের ৬ই-৯ই নভেম্বরে অনুষ্ঠিত ষষ্ঠ জরুরী সোভিয়েত কংগ্রেস রাশিয়ার সঙ্গে যুধ্যমান সরকারগুলির কাছে শান্তি সম্পাদনের জন্য আলোচনা শুরু করার আহবান জানায়। গরিবদের কমিটিগুলির নির্ধারিত কাজ সম্পূর্ণ হয়েছিল, এদের ভেঙে দিয়ে নতুন সোভিয়েত নির্বাচনেব সিদ্ধান্তও কংগ্রেস গ্রহণ করে।

১৯১৮ সালের হেমন্তে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতিতে গুরুত্বপূর্ণ বদল ঘটে। ১৯১৮'র নভেম্বরে জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাজয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসান হল। জার্মানিতে বিপ্লব শুরু হয়ে উচ্ছেদ হল রাজতন্ত্র। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমর্থনে পূর্বে ও পশ্চিমে দেখা দিল ব্যাপক আন্দোলন। ইউরোপ ও এশিয়ায় ভেঙে-পড়া পরাক্রান্ত এই বিপ্লবী তরঙ্গটা ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে এক গুরুত্বপূর্ণ সহায়। ১৯১৮ সালের ১৩ই নভেম্বর সারা রুশ কার্যকরী কমিটি ব্রেস্ত চুক্তি নাকচ করে। তার সঙ্গে সঙ্গেই শুরু হল উক্রেন, ক্রিমিয়া, বেলরুশিযা ও বল্টিক দেশগুলি থেকে জার্মান দখলকারীদের বিতাড়ন, পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত শাসন। ১৯১৮'র নভেম্বরে গঠিত হল উক্রেনের সোভিয়েত সরকার। ১৯১৯ সালের ১লা জানুয়ারি বেলরুশিয়ায় সোভিয়েত সরকার স্থাপিত হয় ও বেলরুশিয়াকে ঘোষণা করা হয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র বলে। ১৯১৮ সালের ২৯শে নভেম্বর সোভিয়েত শাসন পুনর্বহাল হয় এস্তোনিয়ায়, গঠিত হয় এস্টল্যান্ড শ্রম কমিউন। লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত শাসন বিজয়ী হয় ১৯১৮'র ১৬ই ডিসেম্বর এবং লাতভিয়ায় — ১৭ই ডিসেম্বরে। ২৫শে ডিসেম্বর রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের কার্যকরী কমিটি এস্তনীয়, লাতভীয় ও লিথুয়ানীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে একটি সিদ্ধান্ত নেয়।

জার্মানি ও তার মিত্রদের পরাজয় ঘটিয়ে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর আঁতাঁত দেশগুলি সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রে হস্তক্ষেপের মাত্রা বাড়াতে থাকে। উক্রেন ও ট্রান্সককেশাসে জার্মান সৈন্যদের জায়গা নিল বৃটিশ ও ফরাসী সৈন্যরা। নভেম্বর ও ডিসেম্বরে তারা সৈন্য নামায় ওদেসা, সেভাস্তপল ও অন্যান্য দক্ষিণী বন্দরে। দক্ষিণে হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদের সংখ্যা ছিল ১ লক্ষ ৩০ হাজার। উত্তর ককেশাসে ১১শ বাহিনী বীরোচিত

প্রতিরোধের পর পরাজিত হয়ে অ্যাস্ত্রাখানে পিছু হটে আসতে বাধ্য হয়। ব্রিটিশ, মার্কিন ও ফরাসী নৌবহরের জাহাজ প্রবেশ করল বাল্টিকে। মুর্মানস্ক, আর্খাঙ্গেলস্ক ও সুদূর প্রাচ্যে প্রেরিত হল নতুন নতুন সাম্রাজ্যবাদী সৈন্য। পশ্চিমী দেশরা অবরোধ করে রাখল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রকে। ১৯১৮ সালের ডিসেম্বরে কলচাকের শ্বেতরক্ষী সৈন্যবাহিনী পূর্ব ফ্রন্টে অভিযান শুরু করল পের্মের উপর। মস্কো ও পেত্রগ্রাদে যুগপৎ আঘাত হানার জন্য এ ছিল আর্খাঙ্গেলস্ক থেকে অগ্রসরমান হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদের সঙ্গে মিলিত হবার একটা চেষ্টা। কলচাকের সৈন্যরা তখন সংখ্যায় অনেক বেশি, তার প্রতিরোধে ছিল মাত্র তৃতীয় লাল ফৌজ বাহিনী — দীর্ঘ বীরোচিত প্রতিরোধে এ বাহিনী তখন গুরুতর রূপে জখম। কলচাক বাহিনী পের্মে প্রবেশ করল ২৪শে ডিসেম্বর। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি স্থানীয় পার্টি ও সোভিয়েত সংগঠনগুলির সঙ্গে একত্রে তৃতীয় বাহিনীর সংগ্রাম ক্ষমতা বাড়িয়ে তোলার প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে পূর্ব ফ্রন্টের অন্যান্য বাহিনীগুলি সফল অভিযান চালায় কলচাকের বিরুদ্ধে — পঞ্চম বাহিনী দখল করল উফা, ১ম ও ৪র্থ বাহিনীর হাতে মুক্ত হল ওরেনবুর্গ ও উরালস্ক, ২য় বাহিনী অগ্রসর হল কুঙ্গুরের দিকে। জানুয়ারি মাসে ৩য় বাহিনী অভিযান শুরু করল পের্মের ওপর। শত্রুর সুদূর প্রসারী অভিসন্ধি ব্যর্থ হল।

হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে দীর্ঘ একবোখা লড়াইয়ের জন্য তৈরি হতে লাগল দেশ। ১৯১৮ সালের অক্টোবরে লেনিন বলেছিলেন: “বসন্তের মধ্যে ১০ লক্ষ লোকের এক সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলার সিদ্ধান্ত নিই আমরা, কিন্তু এখন আমাদের দরকার ৩০ লক্ষ লোকের ফৌজ। এ ফৌজ গড়তে আমরা সক্ষম এবং তা আমরা গড়বই।”

পশ্চাদভূমির অধিকতর সংহতি ও ফ্রন্টের জন্য সর্বশক্তি ও সম্পদ সমাবেশের জন্য সোভিয়েত সরকার ১৯১৮ ও ১৯১৯ সালে পরপর কতকগুলি জরুরী রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা গ্রহণ করে যা ইতিহাসে যুদ্ধ-কমিউনিজম নামে পরিচিত। সমস্ত বৃহৎ শিল্পোদ্যোগ আগেই স্বহস্তে গ্রহণ করেছিল সোভিয়েত শাসন, এবার নিয়ন্ত্রণে আনল মাঝারি ও ছোটোখাটো উদ্যোগগুলিকে, রুটির বিক্রয়ে একচেটিয়া ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করল, নিষিদ্ধ হল ব্যক্তিগত ব্যবসা এবং ফৌজ ও শ্রমিকদের সরবরাহের জন্য কৃষকদের সমস্ত উদ্বৃত্ত শস্য বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে প্রদানের ব্যবস্থা চালু হল; প্রচলিত হল নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের জন্য রেশন কার্ড; শুরু হল সার্বজনীন শ্রম সমাবেশ, এতে বুর্জোয়ারা মেহনত করতে বাধ্য হল। এই সব জরুরী ব্যবস্থা সে পর্যায়ের পক্ষে ছিল সঠিক, এবং সামরিক হস্তক্ষেপ, গৃহযুদ্ধ, অবরোধ ও দেশ প্রতিরক্ষার অসাধারণ দুরূহ পরিস্থিতিতে আবশ্যক; এর ফলে সম্ভব হয় একটি যুদ্ধকালীন অর্থনীতি গড়ে তোলা; প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে নিয়োজিত হয় সর্বসম্পদ

এবং ভেতরকার ও বাইরের প্রতিবিপ্লবের ওপর সোভিয়েত রাষ্ট্রের বিজয়ের জন্য প্রয়োজনীয় অবস্থার সৃষ্টি হয়।

বিজয় সংগঠনে ১৯১৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য বিপুল। কমিউনিস্ট পার্টির একটি নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে কংগ্রেস, এটি প্রণীত হয় লেনিনের পরিচালনায়। সমাজতন্ত্রের নির্মাণে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের ভবিষ্যৎ পরিষ্কার করে দেখানো হয় কর্মসূচিতে। কংগ্রেসে পরাজিত হয় সামরিক-বিরোধীরা, এরা ছিল পার্টিজান ধাঁচে লড়াই চালাবার পক্ষে। সোভিয়েত রাষ্ট্রের নিয়মিত বাহিনী রূপে, কঠোর শৃঙ্খলার প্রেরণায় উদ্দীপ্ত এক বাহিনী রূপে লাল ফৌজকে গড়ে তোলার জন্য গ্রহণীয় ব্যবস্থাগুলি রচিত হয় এ কংগ্রেসে। মধ্যচাষীর সঙ্গে শ্রমিক শ্রেণীর সম্পর্ক বিষয়ে পার্টির নতুন লাইনও এ কংগ্রেসে সূচিত হয়। অষ্টম কংগ্রেসের আগে মধ্যচাষীকে শ্রমিক শ্রেণীর পক্ষে টেনে আনার জন্য পার্টি যথাসাধ্য করেছে কিন্তু প্রধানত নীতিটা ছিল মধ্যচাষীকে নিরপেক্ষ করে রাখা। এবার মধ্যচাষীকে মিত্র করার নীতি গ্রহণ করে কংগ্রেস। গৃহযুদ্ধের কালে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী চাষীদের মধ্যে একটা সামরিক রাজনৈতিক মৈত্রী গড়ে ওঠে। এ মৈত্রীর ভিত্তি ছিল: চাষীরা জমি পেল এবং জমিদার ও কুলাকদের হাত থেকে তাদের রক্ষা করতে লাগল সোভিয়েত শাসন, আর শ্রমিকেরা পেল চাষীদের কাছ থেকে প্রাপ্তব্য সবকিছু খাদ্য সরবরাহ। মধ্যচাষী প্রসঙ্গে লেনিন রচিত ও কংগ্রেসে অনুমোদিত পার্টির নীতিতে দাবি করা হল যে রাষ্ট্রে অগ্রণী স্থান বজায় রাখার সঙ্গে সঙ্গে প্রলেতারিয়েত মধ্যচাষীর সঙ্গে দৃঢ় মৈত্রী রাখবে এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে নির্মম সংগ্রামে ভরসা করবে গরিব চাষীদের ওপর। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজয়ে চূড়ান্ত শক্তি ছিল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে মেহনতী কৃষকদের সামরিক রাজনৈতিক মৈত্রী।

১৯১৯ সালের মার্চে স্ভের্দলভের মৃত্যুতে লেনিনের প্রস্তাবে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন কালিনিন।

## হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজয়

১৯১৯ ও ১৯২০ সালে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে আঁতাঁত তিনটি অভিযান চালায় — তাদের পরাজয়ের জন্য প্রয়োজন হয় সোভিয়েত জনগণের সর্বশক্তির সর্বোচ্চ সমাবেশ।

আঁতাঁতের প্রথম অভিযান শুরু হয় ১৯১৯ সালের বসন্তে। এটি এক মিলিত আক্রমণ: এতে প্রধান ছিল কলচাকের ৪ লক্ষ লোকের শ্বেতরক্ষীবাহিনী আর সহায়তায় ছিল বৃটিশ, মার্কিন ও জাপানী সৈন্য, যাদের মিলিত সংখ্যা দেড় লক্ষের বেশি। দক্ষিণ



কিয়েভে লাল ফৌজ দলের প্রবেশ, ১৯১৯।

থেকে আক্রমণ করে জেনারেল দেনিকিনের লক্ষাধিক লোকের বাহিনী। একই সঙ্গে বল্টিক অঞ্চল থেকে পেত্রগ্রাদের ওপর অভিযান চালায় জেনারেল ইউদেনিচ। পশ্চিমে শ্বেত পোলিশ সৈন্য, উত্তরে বৃটিশ, মার্কিন, ফরাসী ও শ্বেতরক্ষীরা, আর তুর্কিস্তান ও ট্রান্সককেশাসে বিদেশী দখলদারী ও শ্বেতরক্ষীরাও আক্রমণ চালায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ওপর। ১৯১৯ সালের বসন্ত নাগাদ সমস্ত ফ্রন্ট মিলিয়ে আঁতাঁত দেশগুলি ও শ্বেতরক্ষীরা লাল ফৌজের বিরুদ্ধে জমায়েত করে ১০ লক্ষ সৈন্য। বৃটেন, মার্কিন, জাপান, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের শাসক চক্রগুলি মুক্তহস্তে টাকা ঢালে এবং শ্বেতরক্ষীবাহিনী-গুলিকে, বিশেষ করে কলচাকের ফৌজকে সজ্জিত করে অস্ত্রশস্ত্র, গোলাবারুদ ও সাজসরঞ্জাম দিয়ে। ঐ সব দেশ থেকে কলচাক পায় ৭ লক্ষ রাইফেল, ৩,৫৫০টি মেশিনগান, ৫৩০টি কামান, ৩০টি বিমান এবং লক্ষ লক্ষ কার্তুজ আর গোলা, ২,৪০,০০০ লোকের একটি বাহিনীর জন্য পোষাকআশাক, সাজসরঞ্জাম এবং তদুপরি ২০ লক্ষ জোড়া বুট আর লাখ লাখ অন্তর্বাসাদি। ১৯১৯ সালের মার্চের গোড়ায় গোটা ২,০০০ কিলোমিটার পূর্ব ফ্রন্ট জুড়ে আক্রমণ শুরু করে কলচাক। এপ্রিলের গোড়ায় কলচাক উরাল দখল করে অগ্রসর হতে থাকে মধ্য ভল্‌গার দিকে। সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে অবস্থা অতি সঙ্গীন হয়ে দাঁড়ায়। কলচাকের সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে লড়াইয়ে সর্বশক্তি সমাবেশ করার একটি জঙ্গী কর্মসূচি দেওয়া হয় "পূর্ব ফ্রন্টের পরিস্থিতি প্রসঙ্গে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির থিসিস"এ। এটি লেনিন লেখেন



মস্কোর রেড স্কোয়ারে লেনিনের বক্তৃতা, ১৯১৯।

১৯১৯ সালের ১১ই এপ্রিল। কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মেহনতীরা উত্থিত হয় আঁতাঁতের প্রথম অভিযান চূর্ণ করার জন্য। পূর্ব ফ্রন্টে প্রেরিত হল লাল ফৌজের নতুন নতুন ইউনিট ও দল। কমিউনিস্ট পার্টি, কমসমল ও ট্রেড ইউনিয়ন সভ্যদের জমায়েত করা হল। এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে এ ফ্রন্টে নতুন জোগান গেল ১,১০,০০০ সৈন্য ও কম্যান্ডার। ফ্রন্টে প্রেরিত হয় প্রায় ২০,০০০ কমিউনিস্ট, শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামে তারা প্রলেতারীয় শৃঙ্খলা ও বীরত্বের প্রেরণা এনে দেয় বাহিনীতে।

ফ্রন্টের জন্য অস্ত্রশস্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরির কারখানাগুলিতে নিঃস্বার্থে কাজ করে যায় সোভিয়েত মানুষ। গৃহ ফ্রন্টে মেহনতী জনের বিবেকী মনোভাবের একটি প্রকাশ দেখা যায় কমিউনিস্ট সুবৎনিক বা ছুটির সময়ে স্বেচ্ছামূলক কাজের মধ্যে। এ রকম সুবৎনিক প্রথম গড়ে ১৯১৯ সালের ১২ই এপ্রিল কলচাকের বিরুদ্ধে কঠিনতম সংগ্রামের কালে মস্কো মার্শালিং ইয়ার্ডের কমিউনিস্ট শ্রমিকরা। ১০ই মে মস্কো-কাজান রেলপথে অনুষ্ঠিত হয় একটি ব্যাপক কমিউনিস্ট সুবৎনিক। এই প্রথম কমিউনিস্ট সুবৎনিকগুলিকে লেনিন "মহৎ সূচনা" বলে অভিহিত করেন। শ্রম, শৃঙ্খলা ও শ্রমোৎপাদিকার প্রতি শ্রমিক শ্রেণীর একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় ফুটে ওঠে সুবৎনিকগুলিতে এবং সমাজতন্ত্র নির্মাণের কমিউনিস্ট পদ্ধতি হিসাবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার বনিয়াদ গড়ে ওঠে।



তুর্কিস্তান ফ্রন্টে কালিনিন এবং ফ্রুঞ্জে সৈন্য পরিদর্শন করছেন, ১৯১৯।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সামরিক-রাজনৈতিক মিলন গড়ে ওঠে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে ভীষণতম সংগ্রামের মধ্যেই। ১৯১৯ সালের ১লা জুন সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি একটি ডিক্রি পাশ করে। তাতে বাইরের ও ভেতরকার শত্রুর বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির অর্থাৎ রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র, উক্রেন, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও বেলরুশিয়ার সামরিক ও অর্থনৈতিক প্রচেষ্টার একীকরণের কথা থাকে।

শত্রুর পরাজয় ঘটাতে পার্টি ও জনগণের এই বিপুল ক্রিয়াকলাপের সমস্তটাই পরিচালিত হয় লেনিনের নেতৃত্বে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও প্রতিরক্ষা পরিষদ দ্বারা। এপ্রিলের শেষাশেষি পূর্ব ফ্রন্টের (ফ্রন্ট কম্যান্ডার কামেনেভ, সমর পরিষদের সদস্য গুসেভ; ১৯১৮ সালের জুলাই থেকে ফ্রন্ট কম্যান্ডার ফ্রুঞ্জে) দক্ষিণী সৈন্যদলগুলি (কম্যান্ডার ফ্রুঞ্জে, সমর পরিষদের সদস্য কুইবিশেভ) একটি প্রতিআক্রমণ চালায় এবং মে-জুন মাসের মধ্যে শত্রুর প্রধান শক্তিকে ছত্রভঙ্গ করে। ১৯১৯ সালের শেষার্ধে পার্টিজানদের সাহায্য নিয়ে লাল ফৌজ উরাল থেকে ও সাইবেরিয়ার বৃহৎ অংশ থেকে শ্বেতরক্ষীদের নিশ্চিহ্ন করে। সামনে লাল ফৌজ ও পেছনে পার্টিজানদের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে কলচাকের সৈন্যবাহিনী পূর্বের দিকে হটে যায়, এবং যে ক্ষতি হয় তা আর পূরণ করা সম্ভব হয় না। ১৯১৯ সালের শেষাশেষি কলচাকের ফৌজ ধ্বংস পায়।



চাপায়েভের অধিনায়কত্বে ২৫ নং পদাতিক বাহিনী উফার কাছে বেলায়া নদী পার হচ্ছে, ৮ই জনু, ১৯১৯।

পূর্ব ফ্রণ্টে কলচাক বাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম যখন প্রচণ্ড হয়ে উঠেছে ঠিক তখন ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতরক্ষীরা (এপ্রিল) ও ইউদেনিচের বাহিনী (মে) আক্রমণ শুরু করে পেত্রগ্রাদের দিকে। উত্তর ককেশাস ও দন অঞ্চলের বৃহৎ অংশ দখল করে দেনিকিনের বাহিনী আক্রমণ করে দনেৎস কয়লা এলাকা এবং ৩০শে জুন অধিকার করে সারিৎসিন। পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা দখল করল ভিলনিউস। জুনের শেষে ফিনল্যাণ্ডের শ্বেতবাহিনী ছত্রভঙ্গ হয় এবং ইউদেনিচের বাহিনী পরাজিত হয় অগস্টে। পূর্বে এবং উত্তর-পশ্চিমে (পেত্রগ্রাদের কাছে) হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষী সৈন্যদের পরাজয়ে এবং দক্ষিণে দেনিকিনের সৈন্যদের বিরুদ্ধে যে প্রতিরোধ দেওয়া হল তাতে সমগ্রভাবেই আঁতাঁতের প্রথম অভিযানের ব্যর্থতা নিশ্চিত হয়ে উঠল। শত্রুর বিরুদ্ধে পরবর্তী সংগ্রামের ক্ষেত্রে ১৯১৯ সালের ২৪শে অগস্ট লেনিনের লেখা "কলচাক বিজয়ে শ্রমিক কৃষকদের কাছে চিঠি"র গুরুত্ব অসাধারণ; কলচাকের শ্বেতরক্ষীবাহিনীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম থেকে প্রধান প্রধান কী কী জিনিস শেখা গেল তা এই চিঠিতে বলা হয়।

কলচাক অভিযানের ব্যর্থতা টের পেয়ে আঁতাঁত সাম্রাজ্যবাদীরা দ্বিতীয় অভিযান শুরু করে। এও একটি মিলিত আক্রমণ, তবে এবার প্রধান শক্তি হল দেনিকিনের ফৌজ। আক্রমণ ক্ষেত্র বদল হল দক্ষিণে। দেনিকিনকে পুরো সহায়তা ও সাজসরঞ্জাম দেয় আঁতাঁত। ১৯১৯ সালের মার্চ থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে ইংলণ্ড ও ফ্রান্স থেকে দেনিকিন পায়: ৫৫৮টি কামান, ১২টি ট্যাঙ্ক, ১৭ লক্ষ গোলা, ১৬ কোটি কার্তুজ

এবং আড়াই লক্ষ পোষাকআষাক। মার্কিন রাষ্ট্রের একচেটিয়াপতিরা মোট ৮ কোটি ৬৭ লক্ষ ডলার মূল্যের নানা ধরনের সাজসরঞ্জাম, গোলাবারুদ পাঠায় দেনিকিনকে। দেনিকিনের সৈন্যবাহিনীর সহায়তা করে পশ্চিমে পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা এবং উত্তর-পশ্চিমে ইউদেনিচের ফৌজ। মস্কোর দিকে যাত্রা শুরু করার আদেশ দিল দেনিকিন ৩রা জুলাই। মস্কো দখলের আশায় আক্রমণে নামল তিনটি শ্বেতরক্ষী বাহিনী (ককেশীয়, দন ও "স্বেচ্ছাবাহিনী")। ফ্রন্ট প্রসারিত হল দ্নেপর থেকে ভলগা পর্যন্ত।

১৯১৯ সালের ৯ই জুলাই রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সমস্ত পার্টি সংগঠনের কাছে চিঠি পাঠাল: "দেনিকিনের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সর্বশক্তি নিয়োগ!" ফ্রন্টের জন্য কমিউনিস্ট, কমসমল ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মীদের জড়ো করা হল নতুন করে। দক্ষিণ ফ্রন্টে নতুন শক্তি যোজনা হল ৬০,০০০ লোকের। লাল ফৌজের সর্বোচ্চ কম্যান্ডকে জোরদার করা হল। ১৯১৯ সালের ৮ই জুলাই ভাৎসেতিসের স্থলে প্রধান সেনাপতি নিযুক্ত হলেন কামেনেভ। দেনিকিনের বাহিনীর প্রধান ঘাঁটি ছিল কসাক জেলাগুলি, এই জেলাগুলির মধ্যে দিয়ে প্রধান অভিযান চালিয়ে প্রতিআক্রমণ শুরু করে সোভিয়েত কম্যান্ড অগস্টে। শত্রু কিন্তু লাল ফৌজের অগ্রগমন ঠেকাতে সমর্থ হয়। প্রতিআক্রমণের প্রস্তুতি ও পরিপূরণ ক্ষতিগ্রস্ত হয় ত্রৎস্কির বানচালী ক্রিয়াকলাপে (ত্রৎস্কি তখন প্রজাতন্ত্রের বিপ্লবী সমর পরিষদের সভাপতি ও নৌবাহিনীর জনকমিশার)। সেপ্টেম্বর অক্টোবরে ফ্রন্টের মধ্য অংশে বেশ সাফল্য লাভ করে শত্রু। শ্বেতরক্ষীরা দখল করল কুর্স্ক, ভরনেজ, ওরিওল, এবং পৌঁছল তুলা'র বহির্ভাগে — লাল ফৌজের অস্ত্রশস্ত্র যোগানোর দিক থেকে এটি ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ শিল্প কেন্দ্র। বিপন্ন হল মস্কো। ইতিমধ্যে ইউদেনিচের বাহিনী পৌঁছয় পেত্রগ্রাদের কাছে পুলকভো টিলাভূমিতে। পোলিশ শ্বেতরক্ষীরা দখল করল মিন্স্ক্। শত্রুকে প্রতিহত ও ছত্রভঙ্গ করার জন্য সর্ববিধ গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেয় সোভিয়েত সরকার ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি। দক্ষিণ ফ্রন্ট ভাগাভাগি করা হল দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টে। ইয়েগরিয়েভের স্থলে দক্ষিণ ফ্রন্টের সেনাপতি নিযুক্ত হলেন ইয়েগরভ। দক্ষিণ ফ্রন্টে শুধু সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর মাসেই যে নতুন শক্তি যোজনা হল তার পরিমাণ ৫০,০০০ লোক। ১৯১৯ সালের শরতে দক্ষিণ ফ্রন্টের ইউনিটগুলিকে জোরদার করল ১৫,০০০ কমিউনিস্ট ও ১০,০০০ কমসমল সদস্য। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির একটি সিদ্ধান্তক্রমে ১৯১৯ সালের শরতে পালিত হল একটি পার্টি সপ্তাহ — তাতে মাত্র ৩৮টি কেন্দ্রীয় গুবের্নিয়া থেকেই ২ লক্ষ নতুন সদস্য যোগ দেয় পার্টিতে। প্রচণ্ড বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও মেহনতীদের বীরোচিত উদ্যমে অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদের উৎপাদন বাড়ল। শত্রু সৈন্যের পেছন দিকে পার্টিজান



সারিৎসিনে লাল ফৌজ দলের প্রবেশ, ৩রা জানুয়ারি, ১৯২০।

লড়াই বহু পরিমাণ সক্রিয় হয়ে উঠল গোপন বলশেভিক সংগঠন ও বিপ্লবী কমিটিগুলির নেতৃত্বে।

এই পরিবর্তমান পরিস্থিতিতে দেনিকিনের বিরুদ্ধে আক্রমণকেন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ব থেকে সরিয়ে আনা হল দক্ষিণ ফ্রন্টে। খারকভ ও দনেৎস কয়লা এলাকা হয়ে রস্তভের ওপর আক্রমণের একটি নতুন পরিকল্পনা রচিত হল লেনিনের উদ্যোগে।

১১ই ও ১২ই অক্টোবর শুরু হল ওরিওল ও ভরনেজ অভিমুখে দক্ষিণ ফ্রন্ট সৈন্যগুলির পাল্টা আক্রমণ। এই দুই শহরের কাছে শ্বেতরক্ষীদের যে পরাজয় হয় তার ওপরেই ভবিষ্যৎ নির্ধারিত হয়ে যায় (ওরিওল মুক্তি পায় ২০শে অক্টোবর, ভরনেজ ২৪শে অক্টোবর)। দক্ষিণ ফ্রন্টের পাল্টা আক্রমণ দক্ষিণ-পূর্ব ফ্রন্টের সহায়তা পেয়ে ডিসেম্বর নাগাদ পরিণত হয় উভয় ফ্রন্টেরই এক অভিযানে। শত্রুদের ছত্রভঙ্গ করে পশ্চাদ্ধাবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় প্রথম ঘোড়সওয়ার বাহিনী (১৯১৯ সালের ১৯শে নভেম্বর প্রতিষ্ঠিত, সেনাপতি বুদিওনি, সমর পরিষদের সভ্য ভরশিলভ)। আস্ত্রাখান রক্ষা করেছিল ১১শ বাহিনী, এটিও আক্রমণ চালাল উত্তর ককেশাস অভিমুখে। ১৯২০ সালের ৯ই জানুয়ারি লাল ফৌজ মুক্ত করে দন তীরের রস্তভকে। ১৯২০ সালের গোড়ায় দেনিকিনের বাহিনী সম্পূর্ণ ছত্রভঙ্গ হয় দক্ষিণ উক্রেন ও

কুবানে; হতাবশিষ্টরা পালায় ক্রিমিয়ায়। সোভিয়েত শাসন পুনরায় প্রতিষ্ঠিত হল উক্রেনে। ১৯১৯ সালের অক্টোবর নভেম্বরে ইউদেনিচের বাহিনী পরাজিত হল পেত্রগ্রাদের কাছে। উত্তরের শ্বেতরক্ষী বাহিনীগুলিও পরাজিত হল ১৯২০ সালের গোড়ায়; ২১শে ফেব্রুয়ারি মুক্তি পায় আর্খাঙ্গেলস্ক আর ১৩ই মার্চ মুর্মানস্ক প্রবেশ করে লাল ফৌজ।

আঁতাঁতের দ্বিতীয় অভিযান ব্যর্থ হবার পর যুদ্ধব্যাহত জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার শুরু করার মতো স্বল্প একটু অবকাশ পায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র। দেশের অবস্থা তখন অতি গুরুতর। শান্তিকালীন অর্থনৈতিক নির্মাণে উত্তরণের আলোচনা কবে সপ্তম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস (৫ই-৯ই ডিসেম্বর, ১৯১৯) এবং রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নবম কংগ্রেস (২৯শে মার্চ — ৫ই এপ্রিল, ১৯২০)। ১৯২০ সালের ফেব্রুয়ারিতে লেনিনের উদ্যোগে ক্রজিজানভ্স্কির সভাপতিত্বে স্থাপিত হয় রাশিয়ার বিদ্যুতীকবণের রাষ্ট্রীয় কমিশন (গএলরো)।

তৃতীয় অভিযান আঁতাঁত শুরু করে ১৯২০ সালের বসন্তে, প্রধান শক্তি হিসাবে ধরা হল পোলিশ শ্বেতরক্ষী বাহিনী এবং ক্রিমিয়ায় ঘাঁটি গাড়া ভ্রাঙ্গেলের শ্বেতরক্ষী বাহিনীকে। বিপুল পরিমাণ অস্ত্রশস্ত্র গোলাবারুদ সাজ পোষাক সাম্রাজ্যবাদীরা দের পোলিশ শ্বেতবক্ষীদের ও ভ্রাঙ্গেলকে। ১৯২০ সালের এপ্রিলের শেষাশেষি পোলীয়রা আক্রমণ কবে উক্রেন এবং ৭ই মে দখল কবে কিয়েভ। জুন মাসে ভ্রাঙ্গেলের ইউনিটগুলিও আক্রমণ শুরু করে দখল করে উত্তর তাউবিদা, দনেৎস কয়লা এলাকা বিপন্ন হয়।

১৯২০ সালের ২৩শে মে প্রকাশিত হল রুশ কমিউনিস্ট পার্টিব (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিব থিসিস "পোলিশ ফ্রন্ট ও আমাদের কর্তব্য"; এ থিসিসে পোলিশ ও রুশী শ্বেতবক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রত্যক্ষ লক্ষ্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় জনগণ ও সৈন্যবাহিনীর জন্য। ফ্রন্টগুলিতে নতুন শক্তির জোগান গেল। ২০,০০০'এর বেশি কমিউনিস্ট প্রেরিত হল পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে। ১ম ঘোড়সওয়ার বাহিনী (কুবান থেকে), ২৫শ চাপায়েভ ডিভিসন এবং অন্যান্য দলকে স্থানান্তরিত করা হল দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে। মে মাসে পশ্চিম ফ্রন্টেব সৈন্যবা (সেনাপতি তুখাচেভস্কি, সমর পরিষদের সদস্য উন্শ্লিখ্ট) আক্রমণ শুরু করে, কিন্তু কোনো ফল হয় না। জুনের গোড়ায় পাল্টা আক্রমণ শুরু করে দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্ট (সেনাপতি ইয়েগরভ, সমর পরিষদের সদস্য স্তালিন, পশ্চাদভূমির ভারপ্রাপ্ত — জের্জিনস্কি)। ১ম ঘোড়সওয়ার বাহিনী শত্রু লাইন ভেঙে দিয়ে মুক্ত করে জিতমির। প্রচুর ক্ষতি সহ্য করে বিশৃঙ্খল হয়ে পিছু হটতে শুরু করে ২য় ও ৩য় পোলিশ বাহিনী। উক্রেনেব রাজধানী কিয়েভ মুক্ত হল ১২ই জুন। দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টের অভিযান তখন চলল ল্ভভ অভিমুখে। জুন মাসে পশ্চিম ফ্রন্টে পাঠানো হল ৩য় ও ৪র্থ বাহিনী এবং ছোটোখাটো কয়েকটি



দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টে ১৯২০ সালে ১ নং ঘোড়সওয়ার বাহিনীর একটি সভায় সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি মিখাইল কালিনিন বক্তৃতা দিচ্ছেন।

দলকে। জুলাইয়ের গোড়ায় ফের পাল্টা আক্রমণ শুরু হল এবং এইটেই হল সোভিয়েতের প্রধান অভিযান। ১১ই জুলাই বেলরুশিয়ার রাজধানী মিন্‌স্ককে মুক্ত করল সোভিয়েত বাহিনী।

উক্রেন ও বেলরুশিয়ার মাটি থেকে পোলিশ শ্বেত সৈন্যদের নিশ্চিহ্ন করে সোভিয়েত সৈন্য প্রবেশ করে পোল্যাণ্ডে। ১ম ঘোড়সওয়ার বাহিনী এগুতে লাগল ল্‌ভভ অভিমুখে আর পশ্চিম ফ্রণ্টের সৈন্যরা চলল ওয়ারশয়ের দিকে। বুর্জোয়া ও জমিদারদের শাসনাধীন পোল্যাণ্ডের সামনে তখন চরম পরাজয় আসন্ন। আঁতাঁত দেশগুলির সাহায্যে শ্বেত পোল্যাণ্ড আঘাত হানার মতো একটি সৈন্যদল গঠিত ও সজ্জিত করতে সমর্থ হয়। আক্রমণ চালিয়ে তারা লাল ফৌজকে ওয়ারশ থেকে হটিয়ে দেয়। লাল ফৌজ হটে আসে কতকগুলি কারণে: আক্রমণের একটা চূড়ান্ত মুহূর্তে পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের মধ্যে যোগাযোগের ভাঙন, আক্রমণের সংগঠন ও সৈন্য পরিচালনার ত্রুটি; পেছনকার সার্ভিস ইউনিটগুলি থেকে সামনের ইউনিটগুলি এগিয়ে যায় ২০০ থেকে ৪০০ কিলোমিটার অবধি, ফলে লড়াইয়ের সংকট মুহূর্তে তারা মজুদবাহিনী বা গোলাবারুদ পায় না; পিছু হটার অন্যান্য কারণও ছিল।

যুদ্ধ চালিয়ে যাবার মতো শক্তি অবশ্য পোল্যাণ্ডের ছিল না, শান্তি সম্পাদনে রাজী হয় সে। ১৯২০ সালের ১২ই অক্টোবর রিগাতে প্রাথমিক শান্তি সর্তে সই দেয়

পোলিশ কম্যান্ড এবং সংঘর্ষ বন্ধ হয়। ১৯২১ সালের ১৮ই মার্চ রিগা শহরে নিষ্পন্ন হয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ও পোল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি, তদনুসারে পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়া পোল্যান্ডের অংশভুক্ত রইল। পোল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিচুক্তির ফলে ভ্রাঙ্গেল বাহিনীর বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় শক্তি কেন্দ্রীভূত করতে পারল সোভিয়েত কম্যান্ড।

১৯২০ সালের অক্টোবরের শেষে দক্ষিণ ফ্রন্টের সৈন্যদের হাতে (সেনাপতি ফ্রুঞ্জে) উত্তর তাভরিদায় পরাজিত হয় ভ্রাঙ্গেল বাহিনী; শত্রু পশ্চাদপসরণ করে ক্রিমিয়ায়। ৭ই থেকে ১১ই নভেম্বরের মধ্যে ঝঞ্ঝাভিযানে পেরেকপ ও চঙ্গারের সুদৃঢ় ঘাঁটি দখল করে সোভিয়েত সৈন্য। ১৬ই নভেম্বর নাগাদ হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের হাত থেকে ক্রিমিয়া মুক্ত করে তারা। ১৯২০ সালের শেষাশেষি বিধ্বস্ত হল হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের প্রধান সৈন্যদল।

কলচাক, দেনিকিন, ইউদেনিচ, ভ্রাঙ্গেল ও বৈদেশিক হস্তক্ষেপকারীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে রুশ শ্রমিক শ্রেণীর নেতৃত্বে দেশের সকল জাতিসত্তার সক্রিয় যোগদান নিশ্চিত হয় সোভিয়েত শাসনের সঠিক জাতীয় কর্মনীতির ফলে। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের কবল থেকে মুক্তি অর্জনে রাশিয়ার অন্যান্য জাতিকে সাহায্য করে রুশ জনগণ ও লাল ফৌজ।

১৯১৯ সালের শেষে এবং ১৯২০ সালে কলচাক বাহিনীর পরাজয়ের পর ফ্রুঞ্জে ও কুইবিশেভের সেনাপত্যে তুর্কিস্তান ফ্রন্ট হস্তক্ষেপকারী ও জাতীয়তাবাদী প্রতিবিপ্লব পরাস্ত করতে সাহায্য করে মধ্য এশিয়ার জাতিগুলিকে। সমগ্র মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে পুনঃপ্রতিষ্ঠা হল সোভিয়েত শাসনের। ১৯১৮ সালের ৩০শে এপ্রিল তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা ছাড়াও খরেজ্‌ম্‌ জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল ১৯২০ সালের এপ্রিলে এবং বোখারা জনগণের সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত হল ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বরে।

আজেরবাইজান, আর্মেনীয় ও জর্জীয় জাতিকে সাহায্য করে সোভিয়েত জনগণ ও লাল ফৌজ এবং তাদের সঙ্গে মিলিত হয়ে হস্তক্ষেপকারী, শ্বেতরক্ষী আর মুসাভাত, দাশনাক ও মেনশেভিক সরকারগুলির হাত থেকে মুক্ত করে ট্রান্সককেশাস। "মুসাভাত" ছিল বুর্জোয়া ও জমিদারদের একটি প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী দল, ১৯১২ সালে আজেরবাইজানে তার সৃষ্টি, সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠার পর তা পরাস্ত ও উৎখাত হয়। দাশনাকরাও (বা দাশনাকৎসুতিউন) হল আর্মেনিয়ায় অনুরূপ একটি দল, জার্মান ও তুর্কীদের সাহায্যে আর্মেনিয়ায় যে প্রতিবিপ্লবী বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকার গঠিত হয় তার নেতৃত্ব এরা করে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত। জনগণের সশস্ত্র অভ্যুত্থানে এ "সরকারের" উচ্ছেদ হয় ১৯২০ সালের নভেম্বরে, সোভিয়েত শাসনের বিজয়ের পর পার্টিটিকে বিলুপ্ত করা হয়।

এই মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয় ১৯২০ সালের ২৮শে এপ্রিল, আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হয় ২৯শে নভেম্বর আর ১৯২১ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ১৯২০ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের ওপর থেকে অবরোধ তুলে নিতে বাধ্য হয় আঁতাঁত। ১৯২০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয় এস্তনিয়ার সঙ্গে, ১২ই জুলাই লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে আর ১১ই অগস্ট লাতভিয়ার সঙ্গে — ১৯১৯ ও ১৯২০ সালে শ্বেতরক্ষী ও হস্তক্ষেপকারীরা এ সব দেশে বুর্জোয়া শাসন ফের কায়েম করে ফেলেছিল। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্তিচুক্তি হল ১৪ই অক্টোবর।

দূর প্রাচ্যের লড়াই গড়ায় ১৯২২ সালের শরৎ পর্যন্ত। বৃটিশ ও মার্কিন সৈন্য দূর প্রাচ্য থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় ১৯২০ সালে, কিন্তু জাপানী সৈন্যরা টিকে থাকে ১৯২২ সালের অক্টোবর পর্যন্ত। পূর্ব ফ্রন্টকে অবকাশ দেওয়া ও জাপানের সঙ্গে যুদ্ধ ঠেকাবার জন্য ১৯২০ সালের এপ্রিলে ঘোষিত হয় দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র; চেহারায় বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হলেও তা খাঁটি সোভিয়েত কর্মনীতিই অনুসরণ করে। রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সাহায্যে দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র গড়ে তোলে তার নিজস্ব জনবিপ্লবী বাহিনী; আক্রমণ শুরু করে এ বাহিনী পার্টিজানদের সাহায্যে অধিকার করে ভলচায়েভকা (১২ই ফেব্রুয়ারি, ১৯২২), স্পাস্ক (৯ই অক্টোবর) ও ভ্লাদিভস্তক (২৫শে অক্টোবর), শেষ শ্বেতরক্ষীদেরও বিতাড়িত করে দূর প্রাচ্য থেকে। ততদিনে জাপানী সৈন্যরাও দূর প্রাচ্য থেকে সরে যায় (সাখালিন ছাড়া)। ১৯২২ সালের নভেম্বরে দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র মিলিত হয় রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে। দূর প্রাচ্যে হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালাতে চালাতে লাল ফৌজ মঙ্গোলীয় জনবাহিনীকে সাহায্য করে উন্‌গের্নের শ্বেতরক্ষী দঙ্গলদের হাত থেকে মঙ্গোলিয়াকে মুক্ত করতে (১৯২১)।

আন্তর্জাতিক সাম্রাজ্যবাদ ও বুর্জোয়া জমিদারদের আভ্যন্তরীণ প্রতিবিপ্লবের মিলিত শক্তির ওপর এক ঐতিহাসিক বিজয় অর্জন করে সোভিয়েত জনগণ ও তার লাল ফৌজ। এ ছিল এক ন্যায্য দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, যাতে করে মেহনতী মানুষ ও তাদের স্থল ও নৌবাহিনী রক্ষা করছিল মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সুফলগুলিকে, রক্ষা করছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মুক্তি ও স্বাধীনতা। অক্টোবর বিপ্লব থেকে গড়ে ওঠা সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রকাঠামো যুদ্ধের দুঃখকষ্ট ও অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তার অবিনাশী শক্তির পরিচয় দেয়। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের ওপর সোভিয়েত জনগণ ও তাদের লাল ফৌজের ঐতিহাসিক বিজয়গুলির সংগঠক ও অনুপ্রেরক ছিল লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টি। ভেতরকার ও বাইরের শত্রুদের হাত থেকে প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার কাজ সংগঠিত করে যে যৌথ সংস্থা সেটি হল রুশ

কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) লেনিন পরিচালিত কেন্দ্রীয় কমিটি। দেশের প্রতিরক্ষা সংক্রান্ত প্রশ্ন সর্বাগ্রে আলোচিত হত রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটিতে এবং গৃহীত সিদ্ধান্ত তৎক্ষণাৎ কার্যকরী করা হত। পার্টি ও জনগণের নেতা, সরকারের প্রমুখ, শ্রমিক কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদের সভাপতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিন দেশ, পার্টি ও গৃহযুদ্ধ ফ্রন্টগুলির কার্যকলাপের দৈনন্দিন পরিচালনা করেছেন। বিপ্লবের ভাগ্য যেখানে নির্ধারিত হচ্ছিল সেই ফ্রন্টে, সৈন্যবাহিনীতে, বলশেভিক পার্টি পাঠিয়েছিল তার সেরা কর্মীদের। ১৯১৮ সালে লাল ফৌজে ছিল প্রায় ৩০,০০০ কমিউনিস্ট, ১৯১৯ সালেই এ সংখ্যা বেড়ে হয় ১,২০,০০০ আর ১৯২০ সালের অগস্টে তা দাঁড়ায় প্রায় ৩,০০,০০০—পার্টির মোট সদস্যসংখ্যার যা প্রায় অর্ধেক। বিপ্লবের আদর্শে দৃঢ়তা, বীরত্ব ও অসীম আনুগত্যের পরিচয় দেয় কমিউনিস্টরা, অ-পার্টি জনগণের কাছে তারা হয়ে ওঠে দৃষ্টান্তস্থল। সারা দেশকে একটি একক সামরিক শিবিরে পরিণত করে পার্টি, গড়ে তোলে শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতী কৃষক সম্প্রদায়ের অটুট মৈত্রী, শত্রুর ওপর বিজয় লাভে যার ভূমিকা ছিল চূড়ান্ত। গণবীরত্ব, আত্মত্যাগ ও অফুরন্ত সৃজনোদ্যোগের পরিচয় দেয় সোভিয়েত জনগণ। ১৪ হাজার সেনানায়ক ও সৈনিক এবং ৩৬টি সামরিক ইউনিট ও দলকে ভূষিত করা হয় প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সম্মানে — লাল ঝাণ্ডা অর্ডারে। এক নতুন ধরনের চমৎকার সব অফিসার ও জেনারেল গড়ে ওঠে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী চাষীদের মধ্য থেকে, গড়ে ওঠে সেরা সংগঠক ও রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ, সামরিক কমিশার ও বীরেরা, যাঁদের নাম উপকথার মতো হয়ে উঠেছে, যথা চাপায়েভ, বুদিওনি, বুলুখের, দুন্দিচ, শ্চর্স, লাজো, কতভস্কি, পার্খমেঙ্কো এবং আরো অনেকে। সোভিয়েত রাশিয়ার যুদ্ধের ন্যায়সঙ্গত চরিত্র ও তার পরবর্তী ধারাবাহিক শান্তিপূর্ণ আন্তর্জাতিক নীতির ফলে পুঁজিবাদী দেশগুলির মেহনতী জনের গভীর সহানুভূতি জেগে ওঠে, "রাশিয়া থেকে হাত সরাও!" আন্দোলন করে তারা তাদের সমর্থন জানায়।

## জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার (১৯২১-১৯২৫)

### শান্তিকালীন নির্মাণে উত্তরণ

হস্তক্ষেপ ও শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের বিজয়ী অবসানের পর সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে হাত লাগায় সমাজতান্ত্রিক সমাজনির্মাণের বিপুল কাজে। সবচেয়ে জরুরী কর্তব্য ছিল চার বছরের সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধ এবং তিন বছরের গৃহযুদ্ধে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার। ১৯২০ সালের শিল্পোৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের শতকরা ১৩·৮, লোহার উৎপাদন প্রায় শতকরা ২·৭ আর ইস্পাতের উৎপাদন যুদ্ধ পূর্ব মানের তুলনায় শতকরা ৪·৬, জ্বালানি ও কাঁচামালের ঘাটতি ছিল গুরুতর। ১৯২১ সালে সুতাকলগুলিতে উৎপন্ন হয় তাদের

১৯১৩ সালের উৎপাদনের মাত্র একের তেইশ ভাগ। রেলওয়ে প্রায় অচল। দেশের প্রায় শতকরা ৬৯টি ইঞ্জিনই ছিল "রুগ্নতালিকা ভুক্ত" আর ১৯২০ সালে বাহিত মালের পরিমাণ মাত্র ৪ কোটি টন — ১৯১৩ সালে এ সংখ্যা ছিল ১৩ কোটি ২০ লক্ষ টন। পরিবহণের ভগ্নদশায় দেশের সমগ্র অর্থনৈতিক জীবন অচল হয়ে পড়ার আশঙ্কা দেখা দিল। ১৯২০ সালের কৃষিফলন ছিল যুদ্ধ পূর্বের প্রায় অর্ধেক এবং এ বছরেও শস্যহানি হয় বেশ কয়েকটি গুবেনির্য়ায়। খামারগুলি থেকে ১৯২১ সালে শহরে যে খাদ্য আসে তার পরিমাণ ১৯১৩ সালের প্রায় একতৃতীয়াংশ। এ অবস্থায় শহরবাসী ও সৈন্যবাহিনীকে খাদ্য ও লঘু শিল্পকে কাঁচামাল জোগানো অসম্ভব হয় খামারগুলির পক্ষে। শিল্পও তেমনি ছিল কৃষক সম্প্রদায়কে নিত্যপ্রয়োজনীয় ভোগ্যদ্রব্য সরবরাহ করতে অক্ষম (কেরোসিন, লবণ, চিনি, দেশলাই, সাবান, বস্ত্রাদি)। ফলে কৃষকেরা বহু পরিমাণে ফিরে গেল স্বভাব অর্থনীতি বা স্বাবলম্বী অর্থনীতিতে। রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যতামূলক উদ্বৃত্ত অর্পণ এবং ব্যবসায় নিষেধের ফলে খামার উন্নত করায় চাষীদের উৎসাহ থাকছিল না। যুদ্ধের শেষে যুদ্ধ-কমিউনিজমের নীতিতে অসন্তোষ দেখা যেতে লাগল কৃষকদের মধ্যে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ছিন্ন হতে পারে, এ বিপদ দেখা দিল। কৃষির উন্নতি ঘটাতে এবং নব পরিস্থিতিতে শ্রমিক শ্রেণী ও মেহনতী কৃষকদের মৈত্রী বন্ধন যথেষ্ট পরিমাণে নিশ্চিত করার জন্য খাদ্য ও কাঁচামাল উৎপাদনে উৎসাহ দিতে একটি নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থাধারার প্রয়োজন হল।

ক্ষুধা, ধ্বংস ও ক্লান্তিতে অসন্তোষ দেখা গেল শ্রমিকদের কিছু কিছু অংশের মধ্যে। ফ্রন্টে এবং দেশাভ্যন্তরে যুদ্ধের প্রধান ধকলটাই সয়েছে শ্রমিক শ্রেণী। শ্রেণী হিসাবে সংখ্যায় তারা অনেক কমে যায়, সংবিন্যাসেও বদল হয়। পুরনো মজুরদের অগ্রণীতমরা যায় ফ্রন্টে ও সোভিয়েত রাষ্ট্র যন্ত্রের কাজে। কিছু কিছু শ্রমিক গাঁয়ে ফিরে শ্রেণীচ্যুত হয়। ১৯১৩ সালে বৃহত্তর শিল্পগুলিতে নিযুক্ত ছিল মোট ২৫,৯৮,০০০ শ্রমিক। ১৯২১ সাল নাগাদ সে সংখ্যা নেমে দাঁড়ায় ১২,২৮,০০০। প্রলেতারীয় একনায়কত্বের শ্রেণী ভিত্তিটা দুর্বল হতে শুরু করেছিল। প্রধান বিপদ ছিল এইটেই, সোভিয়েত শক্তির অস্তিত্বটাই তাতে বিপন্ন হয়ে পড়ছিল। সোভিয়েত-বিরোধী উদ্দেশ্যে দেশের দুরূহ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিস্থিতির সুযোগ নেবার জন্য তাড়া পড়ে গেল আভ্যন্তরীণ ও বহিঃশত্রুদের মধ্যে। ১৯২০ সালের শেষার্ধে ও ১৯২১ সালে শ্বেতরক্ষী, সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিরা ও মেনশেভিকরা আন্তর্জাতিক প্রতিক্রিয়ার সহায়তায় দেশের নানাঞ্চলে উসকিয়ে তোলে সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ: তাম্বভ গুবেনির্য়ায় আন্তনভ বিদ্রোহ, উক্রেনে মাখনোর বিদ্রোহ. ভলগা অঞ্চল ও সাইবেরিয়ায় কুলাক বিদ্রোহ, ১৯২১ সালের ক্রনস্তাদ্ বিদ্রোহ, মধ্য এশিয়ায় বাসমাচ আন্দোলন প্রভৃতি। বাসমাচ আন্দোলন ছিল মধ্য এশিয়ায় একটি প্রতিবিপ্লবী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, চলে ১৯১৮ সাল থেকে ১৯২৪ সাল পর্যন্ত;

এদের লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত রাশিয়া থেকে মধ্য এশিয়ার প্রজাতন্ত্রগুলিকে বিচ্ছিন্ন করে শোষক শ্রেণীগুলির ক্ষমতা পুনরুদ্ধার করা। বে ও মোল্লাদের সমর্থন পুষ্ট এক ধরনের রাজনৈতিক গুণ্ডামির আকার নেয় এ আন্দোলন। লাল ফৌজের হাতে ছত্রভঙ্গ হয়ে বাসমাচ দলের বাকি দঙ্গলগুলি পারস্য ও আফগানিস্তানে পালায়। সমস্ত প্রতিবিপ্লবীদেরই স্বাভাবিক ধ্বনি ছিল "কমিউনিস্টদের বাদ দিয়ে সোভিয়েত!" এ সমস্ত বিদ্রোহই দমন করে সোভিয়েত শাসন। ১৯২১ সালের শেষে ও ১৯২২ সালের প্রথমে ফিনল্যান্ডের শ্বেতরক্ষীরা কারেলিয়া আক্রমণ করে, কিন্তু তাদের হটিয়ে দেওয়া হয়।

শান্তিপূর্ণ নির্মাণে উৎক্রমণ যুগের পক্ষে অষ্টম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসের (২২শে-২৯শে ডিসেম্বর, ১৯২০) সিদ্ধান্তগুলির তাৎপর্য বিপুল। শিল্প ও কৃষি পুনরুদ্ধারের বিষয়ে আলোচনা করে কংগ্রেস এবং রেল ও জলপথ পরিবহণ স্বাভাবিকভাবে চালু করার জন্য জরুরী ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। এ কংগ্রেসের একটি প্রধান ব্যাপার হল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিদ্যুতীকরণ পরিকল্পনার আলোচনা ও অনুমোদন — এই বিখ্যাত "গএলরো" পরিকল্পনায় দশ কি পোনেরো বছরের মধ্যে মোট ১৫ লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতার ৩০টি বড়ো বড়ো বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণ এবং শিল্পোৎপাদন যুদ্ধপূর্বের তুলনায় শতকরা ৮০-১০০ ভাগ বৃদ্ধির কথা হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের দীর্ঘমেয়াদী অর্থনৈতিক পরিকল্পনা এই প্রথম, পাকা আধুনিক একটা টেকনিকাল ভিত্তির ওপর শিল্প তথা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সমগ্র জাতীয় অর্থনীতিকে পুনঃসজ্জিত ও পুনর্গঠিত করার এই ছিল প্রথম নির্দিষ্ট কর্মসূচি।

"গএলরো" পরিকল্পনাকে লেনিন অভিহিত করেছিলেন পার্টির দ্বিতীয় কর্মসূচি বলে। কমিউনিজম নির্মাণে বনিয়াদী কর্মসূচির একটা মূল ইউনিট হিসাবে ধরা হয়েছিল বিদ্যুতীকরণের প্রশ্নটিকে। লেনিন বললেন, "**কমিউনিজম হল সোভিয়েত শাসনের সঙ্গে গোটা দেশের বিদ্যুতীকরণের যোগফল।**" সোভিয়েত প্রশাসনের ব্যাপারেও কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস। শ্রম ফ্রণ্টে বীরত্বের সর্বোচ্চ সম্মান হিসাবে ২৮শে ডিসেম্বর প্রতিষ্ঠিত হল শ্রমের লাল ঝাণ্ডা অর্ডার এবং ২৯শে ডিসেম্বর লেনিনের নেতৃত্বে একটি শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠন অনুমোদন করল কংগ্রেস ও সৈন্যবাহিনী থেকে লোক সরিয়ে নেওয়ার কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিল।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার যখন জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার ও প্রলেতারীয় একনায়কত্বের ভিত্তিস্বরূপ শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী জোরদার করছিল — এই দুটি সমস্যাই ছিল ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মূলকথা — তখন ত্রৎস্কি ও তার অনুগামীরা ১৯২০ সালের শেষে পার্টিকে টেনে আনে ট্রেড ইউনিয়ন সংক্রান্ত একটি আলোচনায়; তাদের দাবি ছিল ট্রেড ইউনিয়ন চলুক বাধ্যতামূলক হুকুমদারি পদ্ধতিতে, প্রত্যক্ষ আদেশে চলুক স্বেচ্ছামূলক গণসংগঠনগুলি। পার্টির আভ্যন্তরীণ অন্যান্য বিরোধী গ্রুপগুলি সমর্থন করে ত্রৎস্কিকে। এদের ক্রিয়াকলাপের ফলে ভাঙন

দেখা দেয় পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়নের মধ্যে, দুর্বল হয়ে পড়ে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী, কেননা আলোচনা শুধু ট্রেড ইউনিয়নেই আবদ্ধ থাকেনি, যুদ্ধ-কমিউনিজমের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী কৃষক সম্প্রদায় তথা অ-পার্টি শ্রমিকদের প্রসঙ্গে কী মনোভাব গ্রহণ করা হবে সে মূল প্রশ্নও ওঠে বিতর্কে। ত্রৎস্কি ও তাঁর অনুগামীদের পরাস্ত করে পার্টি গ্রহণ করে ট্রেড ইউনিয়ন বিষয়ে লেনিনের বক্তব্য; এ বক্তব্য তিনি সূত্রবদ্ধ করেন এই ভাষায়: ট্রেড ইউনিয়ন হল "শিক্ষামূলক একটি প্রতিষ্ঠান, দৃষ্টি আকর্ষণ করে শিক্ষা দেবার একটি সংগঠন, অর্থাৎ একটি স্কুল, প্রশাসনের একটি স্কুল, পরিচালনার একটি স্কুল, কমিউনিজমের স্কুল।"

## নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রবর্তন

১৯২১ সালের মার্চে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসে লেনিনের উদ্যোগে কৃষকদের বাধ্যতামূলক উদ্বৃত্ত অর্পণের বদলে ফসলী ট্যাক্স প্রবর্তনের ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় ও প্রবর্তিত হয় নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি। ১৯১৮ সালের বসন্তেই লেনিন পুঁজিবাদী বেষ্টনীর অভ্যন্তরে ও দেশের ভিতরে পুঁজিবাদী ও সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির তীব্রদ্বন্দ্বের পরিস্থিতিতে সমাজতন্ত্র গঠনের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের কী অর্থনৈতিক কর্মনীতি গ্রহণ করা উচিত, তার সাধারণ সূত্র দিয়েছিলেন। হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের পরাজয়ের পর সোভিয়েত রাষ্ট্র যুদ্ধ-কমিউনিজমের নীতি পরিবর্তিত করল নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতিতে। বাজার, বাণিজ্য ও মুদ্রা সঞ্চালনের মাধ্যমে পুঁজিবাদী উপাদানগুলিকে পরাস্ত করে সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি গড়ে তোলার উদ্দেশ্য নিয়ে পরিকল্পিত হল নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি। এ কর্মনীতির মূলকথা হল একটা পাকা অর্থনৈতিক বনিয়াদের ওপর গড়ে তোলা শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির শুরুতে শহর ও গ্রামাঞ্চলে অনিবার্যভাবেই পুঁজিবাদী উপাদানগুলির পুনরুজ্জীবন ও দেশে তীব্রতর শ্রেণী সংগ্রাম দেখা দেয়। কিন্তু সোভিয়েত শক্তির হাতে জাতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠিগুলি থাকাতে প্রলেতারীয় একনায়কত্বে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি পুঁজিবাদী উপাদানগুলির ওপর সমাজতান্ত্রিক উপাদানগুলির বিজয়ই সুনিশ্চিত করে। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের সঙ্গে ক্ষুদে কৃষক অর্থনীতি যুক্ত করার একটা দৃঢ় ভিত্তি জোগায় নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি, শক্তিশালী করে শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং সেইহেতু প্রলেতারীয় একনায়কত্ব; শ্রমোৎপাদিকা বাড়িয়ে তোলার উৎসাহ দেয় সোভিয়েত জনগণকে এবং জাতীয় অর্থনীতির দ্রুত পুনরুদ্ধার ও মেহনতীজনের জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের অবস্থা সৃষ্টি করে, অর্থাৎ এমন অবস্থা যাতে সমাজতন্ত্র নির্মাণের পাকা ভিত পত্তন করা যায়। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি কার্যকরী করার সংগ্রামে কমিউনিস্ট পার্টিকে পরাস্ত করতে

হয় ট্রৎস্কি ও তাঁর অনুগামীদের প্রতিরোধ — এ নীতিকে এ'রা আখ্যাত করেন পুঁজিবাদে প্রত্যাবর্তন বলে।

নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি কার্যকরী করায় রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বাধাবিঘ্ন ছিল প্রচণ্ড। দেশের অর্থনীতি তখন পাঁচটি ক্ষেত্র নিয়ে তৈরি — কৃষক ও তার পরিবারের মেহনতের ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং প্রায় সম্পূর্ণ স্বনির্ভর পিতৃপ্রধান কৃষক অর্থনীতি; ক্ষুদে পণ্যোৎপাদন, প্রধানত মাঝারি কৃষকের এবং সেই সঙ্গে মজুর-না-খাটানো ছোটো ছোটো কুটির শিল্পের; ব্যক্তিগত মালিকানার পুঁজিবাদী ক্ষেত্র, যাতে ছিল শোষক শ্রেণীগুলির মধ্যে সবচেয়ে যারা জনবহুল সেই কুলাকরা এবং পুঁজিবাদী শিল্প ও বাণিজ্যোদ্যোগ, প্রধানত ছোটো ও মাঝারি আকারের, যা জাতীয়করণ করা হয়নি; রাষ্ট্রীয় পুঁজিবাদী ক্ষেত্র (প্রধানত বিদেশী পুঁজিবাদীদের জন্য মঞ্জুর করা সুযোগ সুবিধা, অর্থনীতির খুবই ক্ষুদ্র অংশ এটি); সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র, সোভিয়েত রাষ্ট্রের হাতের সমস্ত প্রতিষ্ঠান যথা শিল্প ও বাণিজ্য উদ্যোগ, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, রাষ্ট্রীয় খামার, ভ্রেতা, সরবরাহ, ঋণ ও উৎপাদক সমবায়াদি এর অন্তর্ভুক্ত। দেশের অর্থনীতিতে প্রধান ভূমিকা ছিল সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের। যে কর্তব্য সামনে রাখা হল, তা এই বহু ক্ষেত্রের বিলোপ করে জাতীয় অর্থনীতির সর্ব শাখায় সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয় সুনিশ্চিত করা।

রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত অনুসারে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশন ১৯২১ সালের ২১শে মার্চ "উদ্বৃত্ত খাদ্য ও কাঁচামাল দখলির পরিবর্তে ফসলী ট্যাক্সের প্রবর্তন বিষয়ে" আইন পাশ করে। ১৯২০-২১ সালে উদ্বৃত্ত দখলি ব্যবস্থায় সংগৃহীত ৪২ কোটি ৩০ লক্ষ পুদ শস্যের বদলে ১৯২১-২২ সালের জন্য মোট ট্যাক্স অনধিক ২৪ কোটি পুদ শস্য নির্দিষ্ট করে (তুর্কিস্তান ও উক্রেন বাদে) জনকমিশার পরিষদ একটি ডিক্রি প্রচার করে ১৯২১'এর ২৮শে মার্চ। ৪৪টি গুবের্নিয়ায় খাদ্য ও বিচালি শস্যের অবাধ বিনিময়ও মঞ্জুর করা হয় এ ডিক্রিতে। উদ্বৃত্ত দখলির পরিবর্তে ফসলী ট্যাক্সের প্রবর্তন ও অবাধ বাণিজ্যের ফলে শস্যচাষের এলাকা বাড়ানো ও যথাসম্ভব পশুপালন ও কৃষির উৎপাদনশক্তি বর্ধিত করায় অধিকতর উৎসাহ পায় চাষীরা। তার ফলে আবার শিল্প ও পরিবহণ পুনরুদ্ধারের মতো অবস্থা এল। ১৯২১ সালের এপ্রিল থেকে জুলাইয়ের মধ্যে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রসঙ্গে জনকমিশার পরিষদ কতকগুলি ডিক্রি পাশ করে; যেমন, খরিদ্দার সমবায় ডিক্রি, এতে সমবায় কর্তৃক খাদ্য ক্রয়ের ভূতপূর্ব বাধা নাকচ করা হয়; অবাধ বাণিজ্যের ডিক্রি; মুদ্রা সঞ্চালনের বাধা নাকচ এবং আমানৎ বৃদ্ধি ও মুদ্রা হস্তান্তর বিষয়ক বাধানিষেধ দূর করার ডিক্রি; সমবায় ও অনুরূপ সংস্থা তথা ব্যক্তি নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রীয় শিল্পোদ্যোগ ভাড়া নিয়ে খাটানোর ডিক্রি; পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বা শিল্পপতি-গোষ্ঠীগুলিকে সুবিধা দিয়ে চুক্তি সম্পাদনের ডিক্রি, ইত্যাদি।

জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি স্থাপনের মতো প্রয়োজনীয় অবস্থা সৃষ্টি হয় নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রবর্তনে। এই কর্মনীতির প্রথম বছরেই তাৎপর্যপূর্ণ সুফল দেখা গেল। ১৯২০ সালের শতকরা ১৩·৮ ভাগের স্থলে ১৯২১ সালে শিল্পোৎপাদন উঠল যুদ্ধপূর্ব স্তরের শতকরা ৩১ ভাগ। এক বছরেই সুতিবস্ত্রের উৎপাদন বাড়ল তিনগুণ; রবার শিল্প ছয় গুণ (যুদ্ধপূর্ব স্তরের শতকরা ৫০ ভাগ)। গুরু শিল্পের পুনরুদ্ধার আরো ধীরে এগিয়ে হল ১৯১৩ সালের মাত্র শতকরা ২১ ভাগ; আর এক বছরে শতকরা ৬৫ ভাগ বৃদ্ধি পেয়েও ধাতু শিল্প পেঁছিল যুদ্ধপূর্ব স্তরের মাত্র শতকরা ৭ ভাগ।

“গএলরো” পরিকল্পনার কার্যায়ন শুরু হয় ভল্‌খভ ও বালাখ্‌না বিদ্যুতকেন্দ্র এবং তার পরে ১৯২২ সালে শাতুরা ও শ্‌তেরভকা বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণে। কাশিরা বিদ্যুতকেন্দ্র বিদ্যুত দিতে লাগল ১৯২২ সালের ১লা মে থেকে। ১৯২১ সালে দেশের একটা সাংঘাতিক প্রাকৃতিক বিপর্যয় — অনাবৃষ্টি, শস্যহানি ও তার ফলস্বরূপ দুর্ভিক্ষ সত্ত্বেও অর্জিত হয় অর্থনীতি পুনরুদ্ধার ও বিকাশের প্রথম এই সব সাফল্য। দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধে উদ্যোগী ব্যবস্থা নেয় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার। দুর্ভিক্ষপীড়িত গুবের্নিয়াগুলির জন্য বরাদ্দ হয় খাদ্য ও বীজ বাবদে ২ কোটি ৪০ লক্ষ পুদের বেশি শস্য; এ সব এলাকার জন্য সাহায্য সংগঠন করে সারা দেশের মেহনতী মানুষেরা। দুর্ভিক্ষের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অবিশ্বাস্য বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করে সোভিয়েত জনগণ এবং ১৯২১ সালের শরৎকালীন বপন মোটের ওপর সফলভাবে সম্পন্ন হয়। অনাবৃষ্টি পীড়িত গুবের্নিয়াগুলিতেও আগের বছরের তুলনায় শতকরা ৭৫ ভাগ জমিতে বোনা হয় শীত শস্য। দুর্ভিক্ষের জের মেটে ১৯২২ সালের সু-ফসলে।

নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রাথমিক ফলাফলের হিসাব নেওয়া হয় নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস (ডিসেম্বর ১৯২১) ও রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) একাদশ কংগ্রেসে (মার্চ-এপ্রিল, ১৯২২)। এ সব ফলাফলের সার নির্যাস করে একাদশ কংগ্রেসে লেনিন নতুন পর্যায়ে পার্টি কর্তব্য নির্ধারণ করেন এই বলে:

“গোটা একটা বছর ধরে পিছু হটেছি আমরা। এবার পার্টির নাম নিয়ে বলতে হবে, ‘আর নয়!’ পিছু হটার উদ্দেশ্য পূর্ণ হয়েছে। এ পর্যায় শেষ হচ্ছে বা হয়ে গেছে। এবার আর একটি লক্ষ্য এসেছে সামনে — শক্তির পুনর্বিন্যাস।”

লেনিন দেখালেন যে “কে জিতবে” এই প্রশ্নে পুঁজিবাদ ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে একটা দারুণ লড়াই হল নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি, তিনি জোর দিয়ে বললেন যে পশ্চাৎপদ রাশিয়াকে অগ্রসর সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য প্রয়োজনীয় সবকিছুই দেশে আছে। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির পরবর্তী পরিপূরণের নির্দেশ দেওয়া হল একাদশ কংগ্রেস থেকে।

বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে সোভিয়েত সরকার অনুসরণ করে সুসঙ্গত একটি শান্তি

নীতি, শান্তিপূর্ণ নির্মাণের পক্ষে অনুকূল একটা আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সৃষ্টির চেষ্টা করে। ১৯২০ সালে এস্তনিয়া, লাতভিয়া, লিথুয়ানিয়া ও ফিনল্যান্ডের সঙ্গে প্রথম শান্তিচুক্তিগুলির পর অন্যান্য চুক্তি সম্পাদিত হল ১৯২১ সালে: পারস্যের সঙ্গে (২৬শে ফেব্রুয়ারি), আফগানিস্তানের সঙ্গে (২৮শে ফেব্রুয়ারি), তুরস্কের সঙ্গে (১৬ই মার্চ), পোল্যান্ডের সঙ্গে (১৮ই মার্চ); বাণিজ্য চুক্তি হল বৃটেনের সঙ্গে (১৬ই মার্চ), জার্মানির সঙ্গে (৬ই মে), নরওয়ের সঙ্গে (২রা সেপ্টেম্বর), অস্ট্রিয়ার সঙ্গে (৭ই ডিসেম্বর), ইটালির সঙ্গে (২৬শে ডিসেম্বর) এবং চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে (১৯২২ সালের ৫ই জুন)। সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সহাবস্থানের সম্ভাবনা বিষয়ে লেনিনের নীতির ভিত্তিতে সোভিয়েত সরকার বাইরের দেশগুলির সঙ্গে কূটনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রসারিত ও শক্তিশালী করার জন্য যথাসাধ্য করে।

১৯২২ সালের জানুয়ারিতে সোভিয়েত সরকার আহূত হয় জেনোয়া সম্মেলনে; এটি শুরু হয় ১৯২২ সালের ১০ই এপ্রিল। আঁতাঁত দেশগুলির প্রতিনিধিরা দাবি করে যে জার রাশিয়া, অস্থায়ী সরকার ও শ্বেতরক্ষী সরকারগুলির সমস্ত ঋণ স্বীকার করতে হবে সোভিয়েত প্রতিনিধিদের, সোভিয়েত শাসন যেসব ফ্যাকটরী জাতীয়করণ করেছে তা ফিরিয়ে দিতে হবে বিদেশী পুঁজিপতিদের এবং বৈদেশিক বাণিজ্যে একচেটিয়া তুলে নিতে হবে। লেনিনের নির্দেশ অনুসারে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সাম্রাজ্যবাদীদের মতলব বানচাল করে। ঋণের প্রশ্নে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল একটি পাল্টা দাবি হাজির করে: তারা বলে, হস্তক্ষেপের জন্য ৩,৯০০ কোটি স্বর্ণ রুবল ক্ষতিপূরণ তাদেরই প্রাপ্য, অর্থাৎ সাম্রাজ্যবাদীরা সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের কাছ থেকে যা দাবি করছে (১,৮৫০ কোটি স্বর্ণ রুবল) তার দ্বিগুণ। এ পাল্টা দাবি মানতে অস্বীকার করে বৈদেশিক প্রতিনিধিরা। এই সম্মেলনেই ইতিহাসে সর্বপ্রথম সার্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের প্রশ্ন উত্থাপন করে সোভিয়েত প্রতিনিধিরা। পুঁজিবাদী দেশের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে কোনো সমর্থন এ প্রস্তাব পায় না। সম্মেলন কালে জার্মান প্রতিনিধিদলের সঙ্গে সফল কূটনৈতিক আলাপ আলোচনা চালায় সোভিয়েত প্রতিনিধিরা, এবং ১৯২২ সালের ১৬ই এপ্রিল সম্পাদিত হয় রাপাল্লো চুক্তি, এতে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হয় রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র ও জার্মানির মধ্যে। সোভিয়েত সরকারের এ এক গুরুত্বপূর্ণ কূটনৈতিক বিজয়; সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির বিরুদ্ধে পুঁজিবাদী দেশগুলির যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের চেষ্টা ব্যর্থ হয় এতে।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের সৃষ্টি। অর্থনীতি পুনরুদ্ধারে সাফল্য

লেনিন পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন গড়ে ওঠে তার এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে। একটি বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের

মধ্যে সার্বভৌম সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির স্বেচ্ছাকৃত মৈত্রীর নির্দেশ মিলছিল এই সব প্রজাতন্ত্রের সমগ্র রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশ ধারা থেকেই এবং তার পথ তৈরি হয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের সঠিক লেনিনবাদী জাতীয় কর্মনীতি দ্বারা। বাইরের ও ভেতরকার অসংখ্য শত্রুদের বিরুদ্ধে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মিলিত সংগ্রাম থেকে বোঝা যাচ্ছিল সোভিয়েত শাসনের প্রথম বছরগুলিতে তাদের মধ্যে যেসব চুক্তি সম্পর্ক ছিল, তা দেশের অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমাজতন্ত্র নির্মাণ এবং সাম্রাজ্যবাদীদের হাত থেকে রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব রক্ষা উভয় দিক থেকেই যথেষ্ট নয়।

সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির একটি একক রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল প্রধানত অর্থনৈতিক পুনরুদ্ধার ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের জন্য একটি একক অর্থনৈতিক পরিকল্পনা অনুসারে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সমস্ত আর্থিক ও অর্থনৈতিক সম্পদ, সমস্ত শক্তি ও সামর্থ্য ঐক্যবদ্ধ ও যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রযুক্ত করার আবশ্যকতা থেকে। এ কাজ আরো প্রয়োজনীয় এই জন্য যে রাশিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে বহুকালের স্বাভাবিক শ্রমবিভাগ এবং ঘনিষ্ঠ অর্থনৈতিক সম্পর্কের ফলে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সফল বিকাশ অসম্ভব হত। সামগ্রিক পারস্পরিক সাহায্যের দরকার ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির, সর্বাগ্রে এবং প্রধানত তাদের প্রয়োজন ছিল সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির মধ্যে সবচেয়ে শক্তিশালী এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিকভাবে সবচেয়ে বিকশিত রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের সাহায্য। রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রেরও আবার প্রয়োজন ছিল দক্ষিণের শস্য, দনেৎস কয়লা এলাকার কয়লা, বাকু'র তেল আর মধ্য এশিয়ার তুলা। যোগাযোগ ও পরিবহণের একীকরণের জন্যও প্রয়োজন হল একক রাষ্ট্রে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়ন। বিরোধী পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীর দরুন বহির্পারিস্থিতিতেও ইউনিয়ন গঠনের প্রয়োজনীয়তা ছিল। হস্তক্ষেপ ও গৃহযুদ্ধের বছরগুলিতে দেখা যায় যে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির একটি রাষ্ট্রীয় ইউনিয়ন ছাড়া, একটি একক অর্থনৈতিক ও সামরিক শক্তিরূপে তাদের একীকরণ ছাড়া বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সমবেত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের স্বাধীনতা রক্ষা অসম্ভব হবে। মূলত যা আন্তর্জাতিক সেই সোভিয়েত শাসনের প্রকৃতি থেকেও সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের তাগিদ আসে।

১৯২২ সালে কমিউনিস্ট পার্টির উদ্যোগে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে মৈত্রীবদ্ধ হবার জন্য সমস্ত প্রজাতন্ত্রের মেহনতীজনের মধ্যে ব্যাপক আন্দোলন জাগে। ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন ঘোষিত হয় ১৯২২ সালের মার্চে, এবং ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে তা পুনর্গঠিত হয় ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র রূপে। উক্রেনীয়, বেলরুশীয় ও ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির সোভিয়েত কংগ্রেস হয় ১৯২২ সালের ডিসেম্বরে;

ইউনিয়ন গঠনের সিদ্ধান্ত নেয় তারা। ১৯২২ সালের ২৬শে ডিসেম্বর দশম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেসে একটি একক ইউনিয়ন রাষ্ট্রে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রগুলির একীকরণের সময়োপযোগিতা স্বীকার করা হয়। সোভিয়েত ইউনিয়ন গঠনের আন্দোলন কালে লেনিন "বড়ো রুশী" উগ্রজাতিবাদ ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে, প্রশাসনিক জবরদস্তি ও বলশেভিক পার্টির জাতীয় কর্মনীতির অন্যান্য বিকৃতির বিরুদ্ধে দৃঢ় সংগ্রাম করেন। স্বায়ত্তশাসনীভূতি পরিকল্পনার বিরোধিতা করেন তিনি, — এই বৈঠক তত্ত্ব অনুসারে রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের মধ্যে স্বায়ত্তশাসিত ইউনিট হিসাবে উক্রেন, বেলরুশিয়া, জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজেরবাইজানকে যুক্ত করার কথা ওঠে, পার্টির কয়েকজন কর্মকর্তা এই পরিকল্পনার প্রস্তাব করেছিলেন। এর বদলে লেনিন নতুন ধরনের একটি রাষ্ট্র, সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের নীতি বিস্তারিত করেন। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেস মস্কোয় বসে ১৯২২ সালের ৩০শে ডিসেম্বর এবং সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণাপত্র বিচার ও অনুমোদন করে। ঘোষণায় লিপিবদ্ধ করা হয় প্রজাতন্ত্রগুলির ইউনিয়নের মূল নীতি: তাদের সমাধিকার; বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার সহ স্বেচ্ছামূলক ভিত্তিতে ইউনিয়নভুক্তি; নতুন প্রজাতন্ত্রকে সদস্য গ্রহণের জন্য ইউনিয়ন উন্মুক্ত রাখা হল। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের চুক্তিটি কংগ্রেস বিচার ও অনুমোদন করে। এ চুক্তিতে নির্দিষ্ট হয় ইউনিয়নের আওতায় থাকছে কোন কোন প্রশ্ন, রাষ্ট্র শক্তি ও রাষ্ট্র প্রশাসনের উচ্চতর সংস্থাগুলির কাঠামো কী হবে, কী তাদের অধিকার ও দায় এবং ঘোষিত হয় যে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের নাগরিকত্ব হবে সমান। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নে প্রথম যোগ দেয় রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র হল সেই কেন্দ্র যার চারপাশে বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র গড়ে ওঠে ও শক্তিশালী হয়। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রতিষ্ঠায় লেনিনের জাতীয় নীতিরই জয় হল; এ ঘটনার তাৎপর্য ঐতিহাসিক।

১৯২২ সালের নভেম্বরে মস্কো সোভিয়েতের পূর্ণাধিবেশনে লেনিন সোভিয়েত শাসনের পাঁচ বছরের ফলাফলের সার নির্ণয় করে বলেন যে নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির রাশিয়া হয়ে উঠবে সমাজতান্ত্রিক রাশিয়া, এতে তিনি নিঃসন্দেহ। সেই বছরেরই শরতে তিনি ভয়ানক অসুস্থ হয়ে পড়েন। পীড়ার মধ্যে তিনি লেখেন কতকগুলি অতি গুরুত্বপূর্ণ চিঠি ও প্রবন্ধ: "কংগ্রেসের নিকট পত্র" ("ইচ্ছাপত্র" নামে এটি পরিচিত), "রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিশনকে বিধানিক অধিকার মঞ্জুর করা প্রসঙ্গে", "জাতিসত্তার

প্রশ্ন অথবা "স্বায়ত্তশাসনীভূতি", "দিনলিপির পাতা", "সমবায় প্রসঙ্গে", "আমাদের বিপ্লব", "কীভাবে শ্রমিক কৃষক পরিদর্শন পুনর্গঠিত করা উচিত", "বরং অল্প কিন্তু উন্নততর"; এগুলিতে তিনি কৃতকর্মের সারার্থ দিয়েছেন ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ গঠনের জন্য নির্দেশ করেছেন নির্দিষ্ট ব্যবস্থা: দেশের শিল্পায়ন, চাষী খামারগুলির সমবায়করণ (যৌথীকরণ), সাংস্কৃতিক বিপ্লব পরিচালনা ও সমাজতন্ত্রের বিজয় সংগ্রামে প্রধান হাতিয়ার হিসাবে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি। লেনিনের শেষদিককার চিঠিপত্র প্রবন্ধাদিতে এই যে পরিকল্পনার রূপরেখা দেওয়া হয় তাই হল দ্বাদশ পার্টি কংগ্রেস (১৯২৩, এপ্রিল) এবং পার্টি ও সরকারের কর্মনীতির ভিত্তি। দুবছর যাবৎ নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির ফলাফলের খতিয়ান করে কংগ্রেস তার পরবর্তী সফল কার্যায়নের পথ দেখায়। জাতীয় প্রশ্নের ওপর কংগ্রেস যে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে অতীতের উত্তরাধিকার হিসাবে যে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অসাম্য ছিল সোভিয়েত জনগণের মধ্যে তা দূর করার সংগ্রামে একটি পূর্ণাঙ্গ কর্মসূচি তুলে দেওয়া হয় সোভিয়েত জনগণের হাতে। কংগ্রেসে নিন্দিত হয় জাতীয় সমস্যায় পার্টি-বিরোধী বিচ্যুতি — "বৃহৎ শক্তি" ("বড়ো রুশী") জাতিবাদ ও স্থানীয় জাতীয়তাবাদ, এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিসমূহের মৈত্রী জোরদার করার সংগ্রামে সংহত করা হয় পার্টিকে।

অর্থনীতির সর্বশাখায় প্রভূত অগ্রগতি সত্ত্বেও শিল্পের বৃদ্ধি এবং কৃষির উৎপাদনশক্তিগুলির পুনরুদ্ধার তখনো দেশের প্রয়োজনের তুলনায় পেছিয়ে। ১৯২৩ সালের শেষে বেকার ছিল প্রায় দশ লক্ষ। লঘু ও খাদ্যশিল্পের প্রায় ৪,০০০ ছোট ও মাঝারি উদ্যোগ, খুচরা ব্যবসায়ের প্রায় তিন চতুর্থাংশ এবং দেশের পাইকারী ব্যবসার প্রায় অর্ধেক ছিল ব্যক্তিগত মালিকদের হাতে। শহরের নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির মুৎসুদ্দিরা আর গাঁয়ের কুলাকরা, পরাজিত পার্টি মেনশেভিক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের হতাবশিষ্টরা এবং অন্যান্য বিরোধী শক্তি কমিউনিস্ট পার্টির কর্মনীতির বিরুদ্ধে অবিচ্ছিন্ন লড়াই চালিয়ে যায় — অন্তর্ঘাত ও বিধ্বংস, লক্ষ্যবিক্ষেপ ও গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত থাকে তারা, সোভিয়েত ইউনিয়নে পুঁজিবাদী সম্পর্ক পুনঃপ্রতিষ্ঠার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে।

১৯২৩ সালে বেশ অর্থনৈতিক মুশকিলের মধ্যে পড়ে দেশ। শিল্প ও কৃষি পুনরুদ্ধারের অসমান হারে, পরিকল্পনার ত্রুটি এবং শিল্প ও ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠানগুলি কর্তৃক সোভিয়েতের মূল্যনীতি লঙ্ঘনের ফলে শিল্পদ্রব্য বিক্রির সংকট দেখা দেয়। ফলে শিল্পদ্রব্যের দাম হয় ভারি চড়া আর খামারী ফসলের দর অতি নিচু। আর্থিক মুশকিলের ফলে শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন পেতে দেরি হত। এই বিপরীত দরের ফলে (তথাকথিত "কাঁচির" ফলে) শিল্পোৎপাদনের ভিত্তি আরো সংকীর্ণ হয়ে উঠতে পারত, ভেঙ্গে পড়তে পারত শিল্প ও দুর্বল হত শ্রমিক কৃষক মৈত্রী। এ মুশকিল

দূরীকরণ, বিক্রয় সংকটের অবসান ও মূল্যনীতি সংশোধনের জন্য পার্টি ও সরকার পাকা ব্যবস্থা নেয়। শিল্পদ্রব্যের দর কমিয়ে দেওয়া হল, বিশেষ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের; ১৯২২ সালের অক্টোবর থেকেই যে মুদ্রাসংস্কার শুরু করা হয়েছিল তা সমাধা করা হল — এতে করে একটি মজবুত মুদ্রা ইউনিট "চের্ভনেৎস" (১০ রুবল) প্রতিষ্ঠিত হয়। ব্যক্তিগত ব্যবসায়ী ও দাঁওবাজদের হটিয়ে দেবার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সমবায়ী সংস্থা মারফত ব্যবসা বৃদ্ধির ব্যবস্থার নির্দেশ দেওয়া হল। এ সবের ফলে মেহনতীজনের জীবনধারণের মান বেড়ে যায়।

১৯২৩ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটল: বৈদেশিক ব্যাপারের বৃটিশ সেক্রেটারি অব স্টেট লর্ড কার্জন ৮ই মে'র চরমপত্রে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে নতুন হস্তক্ষেপের হুমকি দেন; ঐ মাসেই সুইজারল্যান্ডে খুন হন সোভিয়েত কূটনীতিক ভরভস্কি; মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশে সোভিয়েত-বিরোধী আন্দোলন নতুন করে জেঁকে বসে। পুঁজিবাদী দেশগুলির হামলার কড়া জবাব দেয় সোভিয়েত সরকার। আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক জটিলতা ও লেনিনের পীড়ার সুযোগ নিয়ে ত্রৎস্কি ও তার অনুগামীরা পার্টি ও নেতৃত্বের ওপর নতুন করে আক্রমণ শুরু করে কিন্তু মতাদর্শের ক্ষেত্রে পরাজিত হয়।

১৯২৪ সালের ২১শে জানুয়ারিতে কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও নেতা, দুনিয়ার প্রথম সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা, রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের সভাপতি ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের গভীর শোকাবহ মৃত্যুসংবাদ পায় পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ। শুধু সোভিয়েত জনগণের কাছে নয়, গোটা বিশ্বের মেহনতী মানুষের কাছে লেনিনের মৃত্যু এক দুঃসহ ক্ষতি। কমিউনিস্ট পার্টির সমর্থনে আরো সংহত হয়ে উঠল সোভিয়েত জনগণ, লেনিনের মহান নির্দেশাবলী পরিপূরণ করার শপথ নিল তারা। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি লেনিনের নামে একটি বিশেষ পার্টি-ভুক্তির আবেদন জানায়, অল্পকালের মধ্যেই তাতে সাড়া দেয় আড়াই লক্ষ মানুষ। সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস লেনিনের অমর স্মৃতিতে বিপ্লবী পেত্রগ্রাদের লেনিনগ্রাদ নামকরণের সিদ্ধান্ত নেয়। লেনিনের রচনাবলী প্রকাশ করা এবং লেনিনের নামে কমিউনিস্ট যুব লীগের নামকরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান লেনিন অর্ডার প্রচলিত হয় ১৯৩০ সালে, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়রিঙে শ্রেষ্ঠ কৃতিত্বের জন্য লেনিন পুরস্কার চালু হয় ১৯২৫ সালে এবং ১৯৩৬ সালে মস্কোয় উন্মুক্ত হয় কেন্দ্রীয় লেনিন মিউজিয়ম।

সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস ১৯২৪ সালের ৩১শে জানুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের সংবিধান অনুমোদন করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধানের ভিত্তি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেসে গৃহীত

সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠনের ঘোষণা ও চুক্তি। বিভিন্ন জাতির মৈত্রী ও সমাধিকারের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত বহুজাতিক সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র হিসাবে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন বৈধতা পেল এ সংবিধান দ্বারা। বিপুল আভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক তাৎপর্য ছিল এ সংবিধানের। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নের মেহনতী মানুষদের জন্য নিশ্চিত করা হল বিপুল গণতান্ত্রিক অধিকার ও স্বাধীনতা এবং রাষ্ট্র প্রশাসনে তাদের সক্রিয় যোগদান। নারীপুরুষ ধর্মবর্ণ জাতিসত্তা ও বসবাস নির্বিশেষে প্রতিটি মেহনতী নির্বাচনের দিন আঠারো বছর বয়স হলেই রাষ্ট্রীয় সংস্থায় প্রতিনিধি নির্বাচনের অথবা নির্বাচিত হবার অধিকার পেল। প্রখর শ্রেণীসংগ্রামের পরিস্থিতিতে সাময়িকভাবে সোভিয়েত শাসন বিরোধী শ্রেণীভুক্তদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করতে বাধ্য হয় (কুলাক, ব্যবসায়ী, সকল ধর্মের যাজকসম্প্রদায়, পুলিশ ও সশস্ত্র পুলিশ বিভাগের ভূতপূর্ব কর্মচারী ইত্যাদির)।

এই পর্যায়ে জাতীয় ভিত্তিতে রাষ্ট্রপ্রশাসন নিখুঁতীকরণের কাজ চলতেই থাকে। ১৯২৪ সালে স্মলেনস্ক, ভিতেব্স্ক ও গমেল গুবের্নিয়ায় প্রধানত বেলরুশীয় অধ্যুষিত কতকগুলি জেলা রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র থেকে বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে বদল করা হয়। ফলে বেলরুশীয় প্রজাতন্ত্রের এলাকা দাঁড়ায় দ্বিগুণেরও বেশি। উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ রূপে গঠিত হয় মলদাভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে মধ্য এশিয়ায় জাতীয় রাষ্ট্রগুলির সীমান্ত নির্ধারণের কাজ চলে, ফলে স্বস্ব জাতীয় রাষ্ট্র পায় মধ্য এশিয়ার মানুষেরা। তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং বোখারা ও খরেজ্ম প্রজাতন্ত্রের যেসব অঞ্চলে প্রধানত উজবেক ও তুর্কমেনরা বাস করত তা নিয়ে গঠিত হল উজবেক ও তুর্কমেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও বোখারার যেসব এলাকায় বাস করত তাজিকেরা তা নিয়ে গঠিত হল উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে তাজিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তুর্কিস্তানের কাজাখ অধ্যুষিত জেলাগুলি যুক্ত করা হল কাজাখ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে; কিরগিজ অধ্যুষিত জেলা নিয়ে তৈরি হল কিরগিজ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে তা রইল। ১৯২৫ সালের মে মাসে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নভুক্ত হল দুটি নবগঠিত প্রজাতন্ত্র — উজবেক ও তুর্কমেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। তাছাড়াও কংগ্রেসে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় সোভিয়েত প্রশাসন, শিল্প, কৃষি ও সৈন্যবাহিনীর সংগঠন বিষয়ে — এ বাহিনী শক্তিশালী করার জন্য ১৯২৪ ও ১৯২৫ সালে সৈন্যবাহিনী সংস্কার করা হয়। সৈন্যসংগ্রহ ও ভর্তির একটা নতুন ব্যবস্থা চালু হয়,

তাতে নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর সঙ্গে আঞ্চলিক মিলিশিয়া নীতিকে মেলানো হয়। স্থল ও নৌবাহিনীর প্রশাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সেজে সহজ ও নিখুঁত করে তোলা হয়। তালিম দেবার প্রতিষ্ঠান সংখ্যা বাড়ানো হল, উন্নত করা হল সৈন্যদের রাজনৈতিক ও সামরিক তালিমের পদ্ধতি এবং ঠিকঠাক করা হল সরবরাহ ব্যবস্থা। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও গৃহযুদ্ধের পর্যালোচনা করে সংকলিত করা হল লাল ফৌজের নিয়মকানুন এবং তালিম-কোষ। লাল ফৌজের বিখ্যাত রণনীতিজ্ঞ ফ্রুঞ্জেকে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিপ্লবী সমর পরিষদের সভাপতি এবং স্থল ও নৌবাহিনীর জনকমিশার নিযুক্ত করা হয় ১৯২৫ সালের জানুয়ারিতে।

১৯২৪ সালে বৈদেশিক নীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ কিছু সাফল্য অর্জন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই বছরেই সোভিয়েত ইউনিয়ন কূটনীতিক সম্পর্ক স্থাপন করে গ্রেট বৃটেন (২রা ফেব্রুয়ারি), ইটালি (৭ই ফেব্রুয়ারি), অস্ট্রিয়া (২৫শে ফেব্রুয়ারি), নরওয়ে (১৩ই মার্চ), সুইডেন (১৮ই মার্চ), চীন (৩১শে মে), দেনমার্ক (১৮ই জুন), মেক্সিকো (৪ঠা অগস্ট), ফ্রান্স (২৮শে অক্টোবর) এবং ১৯২৫ সালে জাপান (২০শে জানুয়ারি) ও অন্যান্য দেশের সঙ্গে। ১৯২৫ সালের মে মাসে জাপানী সৈন্য উত্তর সাখালিন ছেড়ে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক চক্র সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রসঙ্গে সবচেয়ে অনমনীয় মনোভাব নিয়ে থাকে, অনুসরণ করে "না-স্বীকারের" কর্মনীতি। ১৯২৪ সালের অগস্টে জার্মান সামরিকতা পুনরভ্যুত্থানের তথাকথিত "ডস্ প্ল্যান" গ্রহণ করে পশ্চিমী শক্তিরা। "ডস্ প্ল্যানের" প্রত্যক্ষ ফল হল ১৯২৫ সালের লোকার্ণো চুক্তি, যার লক্ষ্য সোভিয়েত-বিরোধী একটি জোট গঠন। লোকার্ণো চুক্তির সোভিয়েত-বিরোধী দিকটাকে বহুপরিমাণে কমজোরী করে দিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন সক্ষম হয় সোভিয়েত-জার্মান অর্থনৈতিক চুক্তিতে (১২ই অক্টোবর, ১৯২৫)। বন্ধুত্ব ও নিরপেক্ষতার সোভিয়েত-তুর্কী চুক্তি (১৭ই ডিসেম্বর, ১৯২৫) এবং তারপর সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতা চুক্তি (২৪শে এপ্রিল, ১৯২৬) সম্পাদন করা হয়। সোভিয়েত রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক অবস্থা শক্তিশালী হয় সোভিয়েত সরকারের শান্তিপূর্ণ বৈদেশিক নীতির ফলে।

## পুনরুদ্ধার পর্যায়ের ফলাফল

১৯২৫ সালে শেষ হয়ে আসছিল পুনরুদ্ধার পর্ব। এ বছর বৃহৎ সোভিয়েত শিল্পগুলি উৎপন্ন করে যুদ্ধপূর্ব মানের শতকরা ৭৫ ভাগ এবং কৃষি শতকরা ৮৭ ভাগ। শিল্প ও ব্যবসায়ে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের ভাগ বেড়ে ওঠে এবং প্রথম যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি বাড়তে ও প্রসারিত হতে থাকে। ১৯২৪ সালে মোট শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৭৬·৩ ভাগ, কৃষি উৎপাদনের শতকরা ১·৫ ভাগ ও খুচরা

ব্যবসার শতকরা ৪৭·৩ ভাগ আসে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্র থেকে। জাতীয় আয় বেড়ে ওঠে: ১৯২১ সালে তা ছিল ১৯১৩ সালের শতকরা ৩৮ ভাগ, কিন্তু ১৯২৬ সাল নাগাদ তা উঠে যায় শতকরা ১০৩ ভাগে। ভালো হয় মেহনতীদের বৈষয়িক অবস্থা। ১৯২৫ সালে শিল্পশ্রমিকদের গড় মজুরি ছিল যুদ্ধপূর্বের শতকরা ৯৪ ভাগ, কোনো কোনো শিল্পশাখায় বেশি (যেমন সুতাকলে মজুরি ছিল শতকরা ১৬ ভাগ, রসায়ন শিল্পে শতকরা ২০ ও খাদ্য শিল্পে শতকরা ৪৬ ভাগ বেশি)। ১৯২৫ সালের শেষ নাগাদ শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের সংখ্যা বেড়ে হয় ২৪,৫১,৬০০ অর্থাৎ যুদ্ধপূর্ব সংখ্যার শতকরা ৯০·৮ ভাগ। উৎপাদনের ক্ষেত্রে শ্রমিক শ্রেণীর ক্রিয়াকলাপও বাড়ে — পুনরুদ্ধার পর্বের পাঁচ বছরে শ্রমোৎপাদিকা বাড়ে শতকরা ২৫০ ভাগ। ১৯২৩ সালে প্রচলিত হয় শ্রমিকদের উৎপাদন সম্মেলন, এগুলির বিশেষ গুরুত্ব ছিল। কারখানা বা বিভাগের সমস্ত মজুর এ সম্মেলনে অংশ নিয়ে আলোচনা করত উৎপাদন বৃদ্ধি, পড়তা খরচা কমানো ইত্যাদির উপায়। এই ধরনের সম্মেলনের সূত্রপাত হয় অগ্রণী লেনিনগ্রাদ মজুরদের উদ্যোগে। সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও বিপুল কাজ হয়। প্রাথমিক



নির্মীয়মাণ ভল্‌খভ জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র, ১৯২৫।

ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৪-১৫ সালের ৯৬,৫৬,০০০ থেকে ১৯২৫-২৬ সালে উঠে যায় ১,০২,৮৯,০০০'এ। বয়স্ক জনসংখ্যার মধ্য থেকে অশিক্ষা দূরীকরণের ভিত্তি প্রচারের সময় থেকে (১৯১৯, ২৬শে ডিসেম্বর) অশিক্ষা দূরীকরণের সারা রুশ কংগ্রেস পর্যন্ত (১৯২২, ফেব্রুয়ারি) — এই সময়ের ভেতর লাখ পঞ্চাশেক মানুষ লিখতে পড়তে শেখে। এ ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে অশিক্ষা দূরীকরণের সারা রুশ জরুরী কমিশন, যা ১৯২০ সালে শিক্ষা জনকমিশারিয়েত থেকে গঠন করা হয় -- এবং "অশিক্ষা নাশন" সমাজ। উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৩ সালের ১,১২,০০০ থেকে ১৯২৫ সালে দাঁড়ায় ১,৬২,০০০। ১৯২৫ সালে দেশে প্রকাশিত হয় মোট ৮০ লক্ষ প্রচার সংখ্যার ১,১২০টি সংবাদপত্র — মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের আগে যত খবরের কাগজ প্রকাশিত হত তার তিনগুণ। ১৯২৫ সালে গড়ে ওঠে ৩২,০০০টি সংঘ-প্রতিষ্ঠান (ক্লাব, জন-ভবন, পাঠকুটির ইত্যাদি) এবং সব ধরনের প্রায় ১৭,৮০০টি পাঠাগার। নতুন পরিস্থিতিতে বৈজ্ঞানিক, সাহিত্যিক ও ললিত কলার একটা আমূল ঢেলে সাজার কাজ চলছিল।

শ্রমিক কৃষকদের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক অবস্থার উন্নতির ফলে মেহনতীজনের শ্রমে ও রাজনীতিতে সক্রিয়তা বাড়ে। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী হয় আরো পাকা, প্রলেতারীয় একনায়কত্বের শক্তিবৃদ্ধি হয়, জনগণের মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টির এবং বিশ্বব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রভাব অনেক বেড়ে ওঠে। এই পর্যায়ে চলে দুই ধরনের স্থায়ীভবন (stabilisation) — সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থায়ীভবন এবং পুঁজিবাদী জগতের সাময়িক আংশিক স্থায়ীভবন। দুই ব্যবস্থার প্রতিযোগিতায় সমাজতান্ত্রিক ভূমি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় তার উৎকর্ষের প্রাথমিক পরিচয় দিল।

## দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণ। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয় (১৯২৬-১৯৪০)

### সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নে উত্তরণ

১৯২৬ সাল নাগাদ দেশের অর্থনীতি মোটের ওপর যুদ্ধপূর্ব মানে পৌঁছয়। কিন্তু এ মান অর্থনৈতিক ও টেকনিকের দিক থেকে পশ্চাৎপদ এক কৃষিদেশ, জার রাশিয়ার মান। দুনিয়ার সমস্ত দেশের মধ্যে রাশিয়া ভূখণ্ডের আয়তনে দীর্ঘতম, জনসংখ্যায় তৃতীয় (চীন ও ভারতের পর), কিন্তু শিল্পোৎপাদনের পরিমাণে তখন বিশ্বে পঞ্চম ও ইউরোপে চতুর্থ। লৌহ ও লৌহেতর ধাতু, কয়লা, তেল ও বিদ্যুৎশক্তিতে বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী দেশগুলির তুলনায় অনেক পেছিয়ে ছিল রাশিয়া। নিজস্ব ট্র্যাক্টর, অটোমোবিল, বিমান ও মেশিনটুল শিল্প ছিল না এদেশে, রসায়ন শিল্প

বিকশিত হয়নি। মোট উৎপাদনের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ ছিল কৃষি-উৎপন্ন, শিল্প মাল এক তৃতীয়াংশের সামান্য বেশি। রাশিয়ার শিল্প ও কৃষিতে আধুনিক যন্ত্রপাতির নিয়োগ ছিল বড়ো বড়ো পুঁজিবাদী পশ্চিমী দেশগুলির দশমাংশ থেকে পঞ্চমাংশ মাত্র। সোভিয়েত জনগণের সামনে এল জরুরী কর্তব্য: পশ্চাৎপদ কৃষি দেশটাকে রূপান্তরিত করা এক অগ্রণী শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক শক্তিতে। সমাজতন্ত্রের অন্যতম একটি বৈষয়িক ভিত্তি হতে পারত এক বৃহৎ যন্ত্র-সজ্জিত শিল্প যা কৃষিপ্রক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটাতে সক্ষম। বৃহৎ যন্ত্র-সজ্জিত শিল্প ও বিদ্যুতীকরণের সামগ্রিক বিকাশের লেনিনীয় তত্ত্ব অনুসারে কমিউনিস্ট পার্টি প্রধান কর্তব্য হিসাবে জনগণের সামনে হাজির করল গুরু শিল্প গড়ে তোলার কাজ; এতে সমগ্র সোভিয়েত অর্থনীতির ভিত্তিটা পাকা হবে, উন্নত হবে প্রতিরক্ষা সামর্থ্য। সেই সঙ্গে মেহনতীজনদের জীবনধারণের মান ক্রমাগত উন্নত করার উৎস মিলবে। একক দেশে সমাজতন্ত্রের বিজয় সম্ভাবনার লেনিনীয় তত্ত্বের বিরোধিতা যারা করেছিল সেই ত্রৎস্কি ও তার অনুগামীরা এবং পরে দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদীরা দেশ শিল্পায়নের পার্টি লাইনের বিরোধিতা করে। তাদের কর্মনীতিতে পুঁজিবাদের পুনরভ্যুত্থান ছিল অপরিহার্য। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে কমিউনিস্ট পার্টি মতাদর্শের ক্ষেত্রে আত্মসমর্পণবাদীদের পরাস্ত করে ও লেনিনীয় লাইনকে সফলভাবে রক্ষা করে দৃঢ়চিত্তে এগিয়ে যায় দেশের শিল্পায়ন ও সমাজতন্ত্রের নির্মাণে।

১৯২৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) চতুর্দশ কংগ্রেসে সোভিয়েত জনগণের সামনে হাজির করা হয় দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন, সমাজতন্ত্রের বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তির সৃষ্টি এবং পুঁজিবাদী দেশগুলির ওপর অর্থনৈতিক নির্ভরতা মুক্ত এক সমাজতান্ত্রিক শক্তিরূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তর সাধনের কর্তব্য। শিল্পায়নের মারফত প্রত্যক্ষ যেসব সমস্যা সমাধানের কথা হল তা এই: পুরনো কারখানাগুলিকে পুনঃসজ্জিত করা নতুন যন্ত্রে, সাবেকি রাশিয়ায় যা ছিল না তেমন সব নতুন শিল্প শাখা খোলা, ইঞ্জিনিয়রিং, মেশিনটুল, অটোমোবিল, রসায়ন ও ধাতু শিল্প কারখানা তৈরি করা, বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির জন্য বৈদ্যুতিক মোটর ও সাজসরঞ্জামাদির সোভিয়েত উৎপাদন সংগঠন, আকরিক ও কয়লা উত্তোলনের বৃদ্ধি, সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা শক্তি বৃদ্ধির জন্য একটি নতুন প্রতিরক্ষা শিল্প সৃষ্টি এবং লক্ষ লক্ষ ক্ষুদে চাষী খামারকে বৃহদায়তন যৌথ খামারে বদলির জন্য প্রয়োজনীয় বৈষয়িক ও কারিগরি ভিত্তি গঠনার্থে ট্র্যাক্টর ও কৃষিযন্ত্রপাতির কারখানা নির্মাণ। টেকনিক ও অর্থনীতির পশ্চাৎপদতা এবং আক্রমণাত্মক সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির পক্ষ থেকে হস্তক্ষেপের দরুণ নিরন্তর বিপদের জন্য সোভিয়েত রাষ্ট্রের দ্রুতগতি বিকাশ হয়ে দাঁড়ায় একান্ত

আবশ্যক। পঃজিবাদী দেশগঃলির শিল্পায়ন হয়েছিল সাধারণত লঘঃ শিল্পের বিকাশ থেকে শঃরঃ করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন কিন্তু শিল্পায়ন শঃরঃ করল গঃরঃ শিল্প বিকাশের মাধ্যমে।

এই সব জটিল অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধানে মঃশকিল ছিল অনেক — সর্বাগ্রের ও সর্ব প্রধান মঃশকিল হল শিল্পায়নে লগ্নি করার মতো প্রভূত পঃজি পাওয়া যাবে কোথা থেকে। জাতীয় অর্থনীতির চাবিকাঠিগঃলি ছিল সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের হাতে, ছিল কলকারখানা, ভূমি, পরিবহণ, ব্যাঙ্ক, বৈদেশিক বাণিজ্য ইত্যাদি — ফলে শিল্পায়নের জন্য প্রয়োজনীয় তহবিল সঞ্চয় করতে সক্ষম হয় সরকার। জনগণের রাজনৈতিক ও শ্রম সক্রিয়তা জাগিয়ে তোলে পার্টি ও সরকার, তাদের প্রচেষ্টা সংহত করে ব্যয়সংকোচ, বর্ধিত শ্রমোৎপাদিকা ও স্বল্পতর পড়তা খরচার এক আমল তৈরির জন্য সংগ্রামে। পরবর্তী অর্থনৈতিক বিকাশ ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের শক্তিবৃদ্ধি এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার বিশদীকরণে গঃরঃত্বপঃর্ণ সিদ্ধান্ত নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেস (১৮ই-২৬শে এপ্রিল, ১৯২৭)।

১৯২৬-২৭ সালের আর্থিক বৎসরে শিল্প নির্মাণের জন্য সোভিয়েত সরকার বরাদ্দ করে ১০০ কোটি রঃবল। সমাজতান্ত্রিক শিল্পোদ্যোগগঃলির সম্পঃর্ণ পঃনরঃদ্ধার ঘটে, তাদের কতকগঃলি পঃনর্গঠিত ও প্রসারিত হয়, নির্মিত হয় নতুন কলকারখানা, বিদ্যুৎকেন্দ্র, খনি ও ব্লাস্ট ফার্নেস। সফলভাবে কাজে পরিণত করা হয় “গএলরো” পরিকল্পনা। বিদ্যুত দিতে শঃরঃ করল: শাতুরা (ডিসেম্বর, ১৯২৫), তাশখন্দ ও এরিভান (১৯২৬) ও ভল্খভ (ডিসেম্বর, ১৯২৬) জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র। ১৯২৬ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত সরকার অনঃমোদন করে দ্নেপর বিদ্যুৎ প্রকল্প। ঐ বছরেই কৃষিযন্ত্র উৎপাদনের একটি কারখানা (রস্ত্সেল্মাশ) নির্মাণ শঃরঃ হয় দন তীরের রস্তভে আর মধ্য এশিয়ার তুলা-অঞ্চলকে সাইবেরিয়ার শস্য ও অরণ্য অঞ্চলের সঙ্গে যঃক্ত করার জন্য তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথ (১,৪০০ কিলোমিটারের বেশি) স্থাপনের কাজ শঃরঃ হয়।

১৯২৭ সালে পালিত হয় সোভিয়েত শাসনের দশম বার্ষিকী উৎসব। সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির জয়ন্তী অধিবেশনে (লেনিনগ্রাদে অনঃষ্ঠিত, ১৫ই-২০শে ডিসেম্বর, ১৯২৭) ঐতিহাসিক বিজয়গঃলির সার খতিয়ান করা হয়। এই দশ বছরে বলার মতো বিপঃল সাফল্য জমে সোভিয়েত ভূমির। মোট শিল্পোৎপাদন ১৯১৩ সালের মাত্রা ছাড়ায় শতকরা ১১ ভাগ। যঃদ্ধপঃর্বের তুলনায় শতকরা ৩৩ ভাগ বেশি উৎপাদন করতে থাকে সোভিয়েত যন্ত্রনির্মাণ শিল্প, তৈরি হয়ে বেরয় দেশে-তৈরি প্রথম ট্র্যাক্টর, লরি, ট্যাঙ্ক ও বিমান। ১৯২৭ সালে সোভিয়েত বিদ্যুৎকেন্দ্রগঃলির ক্ষমতা ছিল প্রাক-বিপ্লব রাশিয়ার আড়াই গঃণ। জাতীয় অর্থনীতিতে শিল্পের ভাগ

১৯২৫ সালের শতকরা ৩৪ থেকে ১৯২৭ সালে শতকরা ৪২ দাঁড়ায়। ১৯২৮ সালে মোট শিল্পোৎপাদনে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের অংশ দাঁড়ায় শতকরা ৮২·৪ আর খুচরা ব্যবসায়ে শতকরা ৭৬·৪; শিল্পায়নের প্রথম বছরে বৃহৎ শিল্পের বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ১৮; ১৯২৮ সালে মজুর ও আপিস কর্মচারীর সংখ্যা ১ কোটি ৮ লক্ষ দাঁড়ায়। শিল্প বৃদ্ধির এই উঁচু হার কোনো পুঁজিবাদী দেশে কদাচ সম্ভব হয়নি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অপরিমেয় উৎকর্ষের তা প্রমাণ। অর্জিত সাফল্য থেকে দেখা গেল, শিল্পের ক্ষেত্রে "কে জিতবে" এ প্রশ্নের মীমাংসা হয়ে গেছে সমাজতন্ত্রের পক্ষে। ব্যবসা থেকে ব্যক্তিগত পুঁজিও দ্রুত হটে যাচ্ছিল — খুচরা ব্যবসায়ে ব্যক্তিগত পুঁজির অংশ ১৯২৪ সালের শতকরা ৫২·৭ থেকে ১৯২৮ সালে কমে দাঁড়ায় ২৩·৬ আর পাইকারি ব্যবসার ক্ষেত্রে এ সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ৯·৪ ও শতকরা ৫; ১৯২৬-২৭ সালে মাঝারি ও গরিব চাষী খামারগুলি উৎপন্ন করে ৪০০ কোটি পুদেরও বেশি শস্য (বিপ্লবের আগে তারা উৎপন্ন করত ২৫০ কোটি পুদ), কুলাক খামারগুলি উৎপন্ন করে ৬১ কোটি ৭০ লক্ষ পুদ, তার মধ্যে বাজারে ছাড়ে ১২ কোটি ৬০ লক্ষ পুদ: যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন ৮ কোটি, তার মধ্যে বাজারে ছাড়ে ৩ কোটি ৭৮ লক্ষ পুদ।

১৯২৭ সালে আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির অবনতি হয়। রক্ষণশীল বৃটিশ সরকারের (বলডুইন-চেম্বারলেন) জ্ঞাতসারে ১২ই মে হামলা করা হয় লণ্ডনে সোভিয়েত বাণিজ্য কোম্পানির (আর্কস্) ওপর আর তারপর বৃটিশ সরকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে কূটনৈতিক ও বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিন্ন করে (১৯২৭'এর ২৭শে মে)। পিকিঙে সোভিয়েত দূতাবাস আর শাংহাই ও তিয়েনসিনের সোভিয়েত কনসুলেটের ওপর আক্রমণ ঘটানো হয় এবং ৭ই জুন পোল্যাণ্ডের সোভিয়েত রাষ্ট্রদূত ভইকভ খুন হন ওয়ারশয়ে। দেশের অভ্যন্তরে শত্রুভাবাপন্ন শক্তিগুলি আরো সক্রিয় হয়ে উঠল, ত্রৎস্কি-পন্থীরা শুরু করল সোভিয়েত-বিরোধী গুপ্ত ক্রিয়াকলাপ। মতাদর্শ ও সংগঠনের ক্ষেত্রে ত্রৎস্কি-পন্থীদের হারিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি তাদের বহিষ্কৃত করে পার্টি থেকে।

তুরস্ক ও জার্মানির সঙ্গে অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতা চুক্তির পরে সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে অনুরূপ চুক্তি করা হয় আফ্‌গানিস্তান (৩১শে অগস্ট, ১৯২৬), লিথুয়ানিয়া (২৮শে সেপ্টেম্বর, ১৯২৬) ও পারস্যের সঙ্গে (১লা অক্টোবর, ১৯২৭)। ১৯২৭ সালে নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলনের প্রস্তুতি কমিশনের কাজে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল এই প্রথম অংশ গ্রহণ করে এবং পেশ করে সার্বজনীন, সম্পূর্ণ ও অবিলম্ব নিরস্ত্রীকরণের একটি খসড়া প্রস্তাব।

## কৃষি যৌথীকরণের কর্মসূচি

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) পঞ্চদশ কংগ্রেস হয় ১৯২৭ সালের ডিসেম্বরে। তাতে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের জন্য সংগ্রামের প্রথম ফলাফলের খতিয়ান নিয়ে পরবর্তী সমাজতান্ত্রিক বিকাশের পথ নির্ধারণ ও সেইসঙ্গে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশ দেওয়া হয়। সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সাফল্য থেকে দেখা গেল, উৎপাদিকার দ্রুত উন্নতির সহায়ক সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক যেসব শিল্পে কায়েম হয়েছে তারা বিকশিত হচ্ছে প্রসারমান পুনরুৎপাদনের ভিত্তিতে অর্থাৎ ক্রমাগত উৎপাদন বাড়িয়ে যাচ্ছে তারা। বিকাশের দিক থেকে শিল্পের অনেক পেছনে পড়ে থাকছে কৃষি, দেশের বর্ধমান চাহিদা মেটাতে পারছে না। সে সময় গ্রামাঞ্চলে ছিল প্রায় আড়াই কোটি ক্ষুদে চাষী খামার, তার মস্তো বড়ো একটা অংশই প্রসারমান পুনরুৎপাদন করতে তো পারছেই না, নিজেদের সরল-পুনরুৎপাদনও পেরে উঠছে না। শস্যোৎপাদন ১৯২৭ সালে প্রায় যুদ্ধপূর্ব মানে পেঁছিলেও বাজারে যা আসছিল তার পরিমাণ যুদ্ধপূর্বের প্রায় সিকি ভাগ। শহর ও সৈন্যবাহিনীতে রুটির জোগান বানচাল হচ্ছিল এতে এবং দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নও বানচাল হবার আশঙ্কা দেখা দিল। অর্থনীতির প্রধান দুই শাখা — সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও ব্যক্তিগত খামার — পরিষ্কার গরমিল ছিল এদের মধ্যে। সোভিয়েত শাসন ও সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বনিয়াদে থাকতে পারে না দুটি আমূল পৃথক ভিত্তি — বৃহদায়তন সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও ক্ষুদে ব্যক্তিগত খামার, যা থেকে তৈরি হয়ে চলেছিল পুঁজিবাদী উপাদান। ক্ষুদে ক্ষুদে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিগত খামার আধুনিক অতিউৎপাদনশীল যন্ত্রপাতি ও বৈজ্ঞানিক চাষ প্রবর্তনে বাধার সৃষ্টি করে। কৃষি উৎপাদন বাড়াবার সামর্থ্য তাদের ছিল না। এ অবস্থা থেকে বেরুবার রাস্তা লেনিন দেখিয়ে যান তাঁর সমবায় পরিকল্পনায় — এতে ছিল ছোটো ছোটো চাষী খামারগুলির বৃহৎ সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগে, যৌথখামারে উৎক্রমণের কথা। কৃষির যৌথীকরণ ছাড়া সমাজতন্ত্রের একটা পাকা অর্থনৈতিক বনিয়াদ গড়া অসম্ভব হত, দারিদ্র্য ও অজ্ঞতা থেকে লক্ষ লক্ষ চাষীকে টেনে তোলাও সম্ভব হত না।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) পঞ্চদশ কংগ্রেসে দেখানো হল কীভাবে যৌথীকরণ চালাতে হবে। যৌথখামার ব্যবস্থার বিস্তার ও শক্তিবৃদ্ধি এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে পরবর্তী অভিযানের একটি খসড়া পরিকল্পনা রচিত হল। গ্রাম ও শহর উভয় ক্ষেত্রেই সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ চলল তীব্রায়মান শ্রেণীসংগ্রামের পরিস্থিতিতে। উদ্বৃত্ত শস্য সোভিয়েত রাষ্ট্রকে বিক্রি করতে অস্বীকার করল কুলাকেরা, শস্য সংগ্রহে গুরুতর মুশকিল দেখা দিল। ১৯২৮ সালের জানুয়ারি নাগাদ শস্যের

ঘাটতি দাঁড়াল ১২ কোটি ৮০ লক্ষ পুদ। মেহনতী চাষীদের মধ্যে যারা সংখ্যাধিক সেই মধ্য-চাষীদের সঙ্গে মৈত্রী জোরদার করে ও গরিব কৃষকদের ওপর পুরো নির্ভর করে কুলাকদের বিরুদ্ধে অভিযান চালাল সোভিয়েত শাসন। কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা নেওয়া হয় — ফৌজদারি বিধির ১০৭ ধারায় বলা হয় কুলাক বা দাঁওবাজদের হাতের উদ্বৃত্ত শস্য আদালতের আদেশ বলে বাজেয়াপ্ত করা যাবে। বাজেয়াপ্ত শস্যের শতকরা ২৫ ভাগ পায় গরিব কৃষকেরা।

কুলাকদের বিরুদ্ধে জরুরী ব্যবস্থা গ্রহণ তথা যৌথীকরণের পার্টি নীতির বিরোধিতা করে বুখারিন-রিকভ দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী পার্টি-বিরোধী উপদলটা। দক্ষিণপন্থী আত্মসমর্পণবাদীরাও শিল্প বিকাশের ধীরতর গতি এবং যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামার সংগঠন সংকোচের ওপর জোর দেয় ও দাবি করে ব্যবসার ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রণের ভূমিকা ত্যাগ করুক সরকার। মতাদর্শের ক্ষেত্রে সুবিধাবাদী এ উপদলটি পরাজিত হয়।

১৯২৮ সালে দনেৎস কয়লা এলাকার শাখ্‌তি জেলায় উদ্ঘাটিত হয় সাবেকি বিশেষজ্ঞদের একটা মস্তো অন্তর্ঘাতী সংগঠন; এদের সঙ্গে সম্পর্ক ছিল ভূতপূর্ব খনি মালিক রুশী ও বিদেশী পুঁজিপতিদের এবং বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগের। সমাজতান্ত্রিক শিল্পের বিকাশ ব্যাহত করার চেষ্টা করে শাখতি চক্রটি। অন্তর্ঘাতকেরা কয়লা উৎপাদন কমাবার জন্য ভুল পথে খনির কাজ চালায়, যন্ত্রপাতি ও হাওয়া চলাচল ব্যবস্থা নষ্ট করে, খাদের ধস এবং খনিতে আর কলকারখানা বিদ্যুৎ কেন্দ্রাদিতে বিস্ফোরণ ও অগ্নিকাণ্ডের ব্যবস্থা করে। অন্তর্ঘাতকদের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হয়, উপযুক্ত শাস্তি তারা পায়।

শাখতি ঘটনা থেকে শিক্ষা নেবার জন্য পার্টি সংগঠন ও মজুরদের আহ্বান জানায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি। বলা হয় যে শিল্পের বলশেভিক পরিচালকদের নিজেদেরই আয়ত্ত করে নিতে হবে উৎপাদনের টেকনিকবিদ্যা। শ্রমিক শ্রেণীর মধ্য থেকে কারিগরী-বিশেষজ্ঞ শিক্ষিত করে তোলার কাজ বাড়িয়ে তুলতে হবে। সেই সঙ্গে পার্টির এবং অর্থনৈতিক ও সোভিয়েত সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানগুলির কাজে ত্রুটি বিচ্যুতি বার করার জন্য আত্মসমালোচনা নীতির ব্যাপক ব্যবহার করতে পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি মেহনতী মানুষদের কাছে আবেদন জানায়। "সকল পার্টি সদস্য, সকল শ্রমিকদের কাছে" (জুন, ১৯২৮) একটি ইশতেহারে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি বলে: "আত্মসমালোচনার স্লোগান এই: কারো পরোয়া না করে, ওপর থেকে নিচু এবং নিচু থেকে ওপর পর্যন্ত সমালোচনাই আজকের দিনের একটি কেন্দ্রীয় কর্তব্য।"

## প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯২৯-১৯৩২)। সমাজতন্ত্রের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপন

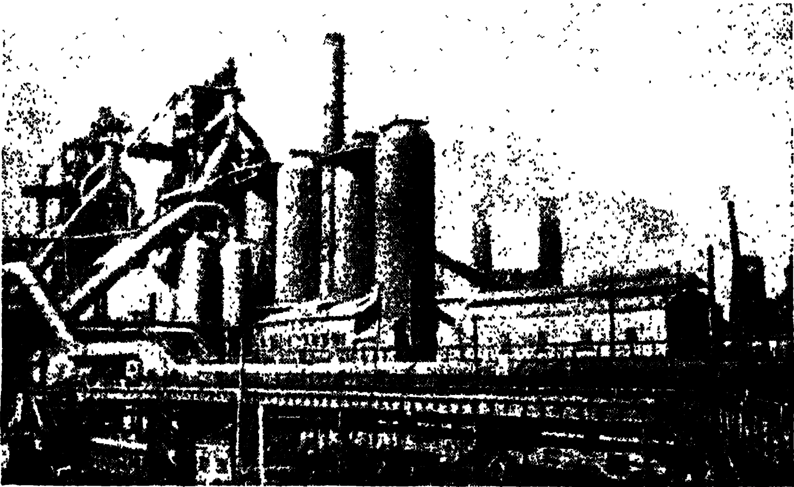
সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেসে (মে, ১৯২৯) অনুমোদিত জাতীয় অর্থনীতির প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা হল সমাজতান্ত্রিক সমাজের অর্থনৈতিক ভিত্তি স্থাপনের একটি নির্দিষ্ট কর্মসূচি। এ পরিকল্পনার মূল কাজটা ছিল দেশে একটি শক্তিশালী শিল্প গঠন — এমন শিল্প যা শুধু শিল্প ও পরিবহণকে নয় কৃষিকেও সমাজতান্ত্রিক ধাঁচে পুনঃসজ্জিত ও পুনর্গঠিত করতে সক্ষম। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা হাসিল করতে জাতীয় অর্থনীতিতে প্রয়োজনীয় পুঁজিলগ্নির পরিমাণ ছিল ৬,১৬০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের দরের ভিত্তিতে)। পরিকল্পনায় গোটা সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির ভিত্তি হিসাবে গুরু শিল্পের সামগ্রিক বিকাশের ওপর অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। সমস্ত শিল্পের জন্য মোট বরাদ্দের মধ্যে শতকরা ৭৮ ভাগই যায় গুরু শিল্পের খাতে। সমস্ত শিল্পের মোট উৎপাদন বাড়ানোর কথা হয় শতকরা ৫০ ভাগ, তার মধ্যে গুরু শিল্প শতকরা ২৩০ ভাগ, যন্ত্রনির্মাণ শিল্প ২৫০ ভাগ ও বিদ্যুৎ শক্তি শতকরা ৩০০ ভাগ। ১৯২৭-২৮ সালের ৩৫ লক্ষ টন থেকে লোহাপিন্ড উৎপাদন ওঠানোর কথা ১৯৩২-৩৩ সালে ১ কোটি টনে, কয়লা ৩ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ৭ কোটি ৫০ লক্ষ টনে এবং তেল ১ কোটি ১৫ লক্ষ থেকে ২ কোটি ২০ লক্ষ টনে। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির সামগ্রিক বিকাশ মারফত সবিশেষ অগ্রগতি ঘটাবার কথা হয় কৃষিতে।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদিত হয় ষোড়শ পার্টি সম্মেলনে (এপ্রিল, ১৯২৯) — ব্যাপকভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা চালাবার জন্য সমস্ত মেহনতীজনের কাছে আবেদন জানায় এ সম্মেলন। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণের বছরগুলিতে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে, শ্রমিক শ্রেণী তার সৃজনোদ্যোগের পরিচয় দেয় এর মারফত। প্রতিযোগিতার মূল চেহারাটা দাঁড়ায় "ঝটিতি মজুর" (উদারনিক) আন্দোলন — ঝটিতি মজুরেরা ছিল সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সেই সব সক্রিয় অংশীদার, যারা নিজেদের নিঃস্বার্থ উদ্যোগে চালু করত উচ্চতর টেম্পো।

একান্ত উৎসাহে পরিকল্পনা পূরণের কাজে নামল সোভিয়েত জনগণ। প্রচন্ড বাধাবিঘ্ন পেরতে হয় তাদের, বিপুল আত্মত্যাগ করে তারা। দ্নেপর বিদ্যুৎকেন্দ্র, রস্তভ কৃষিযন্ত্র কারখানা, মস্কো ও গর্কির অটোমোবিল কারখানা, ক্রামাতর্স্ক ও গর্লভ্কা কারখানা, উরালের গুরুযন্ত্রনির্মাণ কারখানা, বেরেজ্নিকি ও সলিকাম্স্কের রসায়ন শিল্পজোট, তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথ ও অন্যান্য শিল্পের নির্মাণ চলল অভূতপূর্ব গতিতে। শুরু হল মাগনিতগর্স্ক ধাতু শিল্পজোট এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় কয়লা ও লোহা কেন্দ্র — কুজ্নেৎস্ক কয়লা এলাকার কাজ। দেশের মধ্য অঞ্চলে, উক্রেনে,

উরালে, সাইবেরিয়ায়, মধ্য এশিয়ায়, ট্রান্সককেশাসে -- সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বপ্রান্তেই চলল ব্যাপক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ।

পরিকল্পনার প্রথম বছরটা ছিল যৌথীকরণের দিক থেকে একটা আমূল পরিবর্তনের বছর। ১৯২৯ সালে শুরু হয় ব্যাপকভাবে যৌথখামার সংগঠন; তাতে শুধু গরিবেরা নয়, কৃষক সম্প্রদায়ের মধ্যে যারা সংখ্যাধিক সেই মধ্যচাষীরাও যোগ দেয়। ১৯২৮-১৯২৯ সালে চাষী খামারের বিন্যাস ছিল এই রকম -- গরিব চাষী শতকরা ৩৫, মধ্যচাষী শতকরা ৬০ আর কুলাক ছিল শতকরা ৪ থেকে ৫। গ্রামকে গ্রাম, জেলাকে জেলার চাষীরা যোগ দিতে লাগল যৌথখামারে। সেই সঙ্গে বৃদ্ধি পেল রাষ্ট্রীয় খামারের সংখ্যা, দেখা দিল প্রথম মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলি। শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের একটি ডিক্রিতে (১৯২৯, ৫ই জুন) ব্যাপকভাবে মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্র গড়ার ব্যবস্থা হয়। শস্যাধীন ক্ষেত্রের আয়তন দ্রুত বাড়িয়ে তুলল যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি এবং বাজারে ছাড়ার মতো শস্যের পরিমাণ কেবল যৌথখামারগুলির ক্ষেত্রেই এক ১৯২৯ সালেই বৃদ্ধি পায় শতকরা ২৫০ ভাগ। সে বছর যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলির উৎপাদন হয় ৪০ কোটি পুদ শস্যের কম নয়, তার মধ্যে ১৩ কোটিই যায় বাজারে অর্থাৎ ১৯২৭ সালে কুলাকরা যা বাজারে ছেড়েছিল তার চেয়ে বেশি। কমিউনিস্ট পার্টি ও সরকারের প্রাথমিক সমস্ত কাজ এবং দেশের সার্থক শিল্পায়নের ফলে সফল যৌথীকরণের পথ পরিষ্কার হয়। অবশ্যই, কৃষির যৌথীকরণ ব্যাপারটা ছিল নতুন, অপরীক্ষিত বাধাবিঘ্নসংকুল একটা জিনিস। একটা বিরাট সামাজিক সমস্যার সমাধান



মাগনিতগর্স্ক ধাতু কম্বাইনের ব্লাস্ট-ফার্নেস।



তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলওয়ে। আল্মা-আতা স্টেশনের উদ্বোধন, ১৯২৯।

করতে হয় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারকে -- এ সমস্যার সঙ্গে লক্ষ লক্ষ চাষীর জীবন জড়িত, সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের পক্ষে এ একটা মূল ব্যাপার। এবার বিকাশের একটা নতুন পর্যায়ে এসে পেঁছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন — শ্রেণী হিসাবে কুলাকদের উচ্ছেদের ভিত্তিতে ষোল আনা যৌথীকরণের ব্যবস্থা। এতদিন পর্যন্ত সোভিয়েত সরকার কুলাকদের কেবল সংযত করে রাখার কর্মনীতি অনুসরণ করে আসছিল। সোভিয়েত শাসনের এ বিপ্লবী রূপান্তর সাধিত হয় ব্যাপক গরিব ও মধ্যচাষীর সক্রিয় ও প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণে। সোভিয়েত শাসনের কর্মনীতির নতুন মোড় ফেরায় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত "যৌথীকরণের হার ও যৌথখামার সংগঠনে রাষ্ট্রীয় সাহায্যের ব্যবস্থা" (১৯৩০, ৫ই জানুয়ারি) এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত "পূর্ণ যৌথীকৃত জেলায় কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠন শক্তিশালী করা এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম" (১৯৩০, ১লা ফেব্রুয়ারী)। দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন



মস্কো অঞ্চলের কলম্‌না জেলায় পার্ফেন্‌তিয়েভো গ্রামের যৌথখামারে সদস্যভুক্তি, ১৯৩০।

অবস্থা এবং যৌথীকরণের জন্য প্রস্তুতির বিভিন্ন মাত্রার কথা ভেবে কেন্দ্রীয় কমিটি যৌথীকরণের বিভিন্ন হার নির্দেশ করে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত এলাকাকে তিন ভাগে ভাগ করা হয়। প্রথম ভাগটা হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ শস্য অঞ্চলগুলি -- উত্তর ককেশাস এবং মধ্য ও নিম্ন ভলগা — যেখানে যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারের অস্তিত্ব, ট্র্যাক্টরের সংখ্যা এবং কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা বেশি। ১৯৩১ সালের বসন্তের মধ্যেই যৌথীকরণ প্রধানত সমাধা করার কথা হয় এ অঞ্চলগুলিতে। দ্বিতীয় ভাগের শস্যাঞ্চল — উক্রেন, কেন্দ্রীয় কালো মাটি এলাকা, সাইবেরিয়া, উরাল, কাজাখস্তান প্রভৃতিতে ১৯৩২ সালের বসন্তের মধ্যে। তৃতীয় ভাগের মধ্যে ছিল বাকি সমস্ত অঞ্চল, বিভাগ ও প্রজাতন্ত্র (মস্কো অঞ্চল, ট্রান্সককেশাস, মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলি ইত্যাদি); এদের যৌথীকরণ শেষ করার মেয়াদ ধরা হয় পাঁচসালার শেষ পর্যন্ত (১৯৩৩)। যৌথখামারের মূল রূপ হল কৃষি সমবায়, যাতে চাষীদের ব্যক্তিগত স্বার্থ ও যৌথখামারের গোষ্ঠীস্বার্থ সঠিকভাবে মিলবে। যৌথখামারে স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তির লেনিনীয় নীতির ওপর জোর দেয় কেন্দ্রীয় কমিটি, ওপর থেকে "হুকুমজারি" করে যৌথখামার গড়ার প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে পার্টি সংগঠনগুলিকে হুঁশিয়ার করে। কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় শ্রমিক শ্রেণীর ব্যাপক সাহায্য —

গ্রামাঞ্চলে প্রেরিত হয় ২৫,০০০ সেরা শ্রমিক। শ্রমিক কৃষক মৈত্রীর বিরাট শক্তির এ এক পরিচয়। ১৯২৯ সালের শেষে ও ১৯৩০ সালের গোড়ায় বিশেষ রকমের একটা বড়ো আকারে বেড়ে ওঠে যৌথীকরণ। কুলাক ও তাদের দালালদের বিরুদ্ধে তীব্র সংগ্রামের মধ্যে যৌথখামার ব্যবস্থা প্রাধান্য লাভ করে। ১৯৩০ সালের জানুয়ারি নাগাদ যৌথখামারে যোগ দেয় ৫০ লক্ষ চাষী গেরস্ত — অর্থাৎ মোট চাষী গেরস্তের শতকরা ২১·৬ ভাগ, ১৯২৯ সালের ১লা জুলাই এ অনুপাত ছিল মাত্র শতকরা ৩·৯।

যৌথখামার সংগঠনে সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে স্থানীয় পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীদের পক্ষ থেকে গুরুতর ত্রুটিও হয় — যৌথখামারে অন্তর্ভুক্তির অনুপাত বাড়াবার আকাঙ্ক্ষায় এরা কৃত্রিমভাবে যৌথীকরণ চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে, ফলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি যে নীতি নির্ধারণ করেছিল তা এরা লঙ্ঘন করে, লঙ্ঘন করে যৌথখামার গঠনের কালসূচি ও ধাঁচ। কোনো কোনো জেলায় পার্টি ও সোভিয়েত কর্মীরা স্বেচ্ছামূলক অন্তর্ভুক্তির লেনিনীয় নীতি অমান্য করে মধ্যচাষীর ওপর জবরদস্তি চালায়, হুমকি দেয় তাদের সঙ্গে কুলাকের মতো আচরণ করা হবে, কেড়ে নেওয়া হবে ভোটাধিকার। পার্টি কথিত ধীরভাবে সময় নিয়ে রাজনৈতিক ব্যাখ্যার কাজ চালাবার বদলে আমলাতান্ত্রিকভাবে ডিক্রি জারি করে যৌথখামারে চাষীদের যোগ দিতে বাধ্য করার কিছু ঘটনা প্রকাশ পেল। সমবায় সংগঠনের বদলে কমিউন সংগঠন — বাড়িঘর, খামারঘর, ছোটোখাটো গৃহপালিত পশু এমনকি হাঁস মুরগী থেকে শুরু করে উৎপাদনের প্রধান উপায়, লাঙলটানার ভারবাহী পশু, কৃষি যন্ত্রপাতি ইত্যাদি সমাজীকরণের দৃষ্টান্তও ছিল। এই সব বামপন্থী বিচ্যুতি, যৌথখামার সংগঠনে কমিউনিস্ট পার্টি নীতির এই গুরুতর বিকৃতির ফলে দেশের নানা ভাগে কতিপয় অঞ্চলে চাষীদের মধ্যে অসন্তোষ দেখা দেয়। নীতি বিকৃতির দরুন এ সব অঞ্চলে যৌথখামারের আইডিয়াটাই মর্যাদা হারায় এবং শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী ভেঙে পড়ায় আশঙ্কা জাগে। এ ভুলভ্রান্তির সুযোগ নেয় সোভিয়েত শাসনের শত্রুরা, বিশেষ করে কুলাকেরা; অন্তর্ঘাত ও সন্ত্রাসবাদের আশ্রয় নেয় তারা, যৌথীকরণের বিরুদ্ধে বিষাক্ত প্রচার চালায় কৃষকদের মধ্যে, যৌথখামারে যোগ দেবার আগে তাদের গরুবাছুর সব জবাই করার জন্য ওসকায়। শত্রুরা ভেবেছিল, স্থানীয় সংগঠনগুলির ভুলভ্রান্তি ও নীতি বিকৃতিতে চাষীরা এমন ক্ষেপে উঠবে যে সোভিয়েত শাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে তারা যৌথীকরণ রুখবে। ভুলচুক সংশোধনের জন্য এবং যৌথীকরণ নীতির যারা বিকৃতি ঘটাচ্ছিল তাদের প্রসঙ্গে দ্রুত ও চূড়ান্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। ১৯৩০ সালের ১৪ই মার্চ প্রকাশিত হয় কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত "যৌথখামার আন্দোলনে পার্টি নীতি বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম"। যৌথখামার সংগঠনের ত্রুটি বিচ্যুতি উদ্ঘাটিত করে কেন্দ্রীয় কমিটি দেখায় যে, "বামপন্থীদের" কাজের সঙ্গে পার্টি নীতির কোনো সম্পর্ক নেই, কেবল শ্রেণী শত্রুদেরই

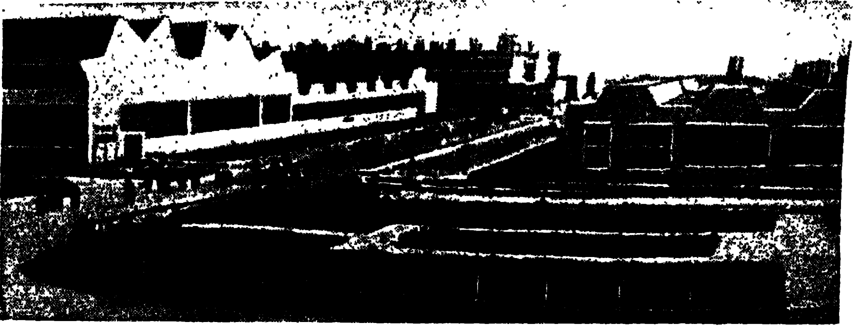
তাতে সুবিধা। বিকৃতি প্রতিকারের ফলে নেহাৎ প্রশাসনিক ব্যবস্থায় যেসব যৌথখামার গড়া হয়েছিল তা থেকে কিছু কিছু চাষী ১৯৩০ সালের বসন্তের গোড়ার দিকে বেরিয়ে আসে। অর্জিত সাফল্যের সংহতি সাধন ও যৌথখামার আন্দোলনের পরবর্তী প্রগতির নিশ্চিতির ব্যবস্থা করে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার। ১৯৩০ সালের ১লা মে নাগাদ প্রধান শস্যাঞ্চলগুলিতে সমস্ত চাষী গেরস্তের শতকরা ৪০-৫০ ভাগ যৌথীকরণের আওতায় পড়ে। ১৯৩০ সালের ১লা জুলাই নাগাদ যৌথখামারী গৃহস্থদের অনুপাত দাঁড়ায় শতকরা ২৩·৬ এবং তাদের খামারী জমির অনুপাত শতকরা ৩৩·৬ ভাগ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ষোড়শ কংগ্রেস শুরু হয় ১৯৩০ সালের ২৬শে জুন। গোটা ফ্রন্ট জুড়ে সমাজতান্ত্রিক অভিযানের প্রসার, শ্রেণী হিসাবে কুলাকদের উচ্ছেদ এবং ষোল আনা যৌথীকরণ সাধনের কংগ্রেস বলে এটি ইতিহাসে পরিচিত। ইতিমধ্যে অর্থনীতিতে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রটা প্রাধান্য লাভ করেছে, সমাজতন্ত্রের পর্বে প্রবেশ করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশের মোট উৎপাদনে শিল্পের ভাগ ছিল ১৯১৩ সালে শতকরা ৪২·১, ১৯২৯-৩০ সালে তা দাঁড়ায় শতকরা ৫৩; শিল্প বিকাশের মান ছিল যুদ্ধপূর্বের শতকরা ১৮০ ভাগ। কংগ্রেসের প্রাক্কালে সম্পূর্ণ হয় কতকগুলি বৃহত্তম নির্মাণ কর্ম: ১৯৩০ সালের ১লা মে তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় রেলপথে গমনাগমন শুরু হয়; জুনে শুরু হয় স্তালিনগ্রাদ (বর্তমান ভলগোগ্রাদ) শহরে ট্র্যাক্টর কারখানার উৎপাদন; এটি হল সোভিয়েতের প্রথম ট্র্যাক্টর কারখানা, বছরে ৪০,০০০ ট্র্যাক্টর তৈরির কর্মসূচি ছিল তার; উৎপাদন শুরু করে রস্তভ কৃষিযন্ত্র কারখানা (রস্ত্‌সেলমাশ্‌), যার পরিকল্পিত উৎপাদনের পরিমাণ বছরে ১১ কোটি ৫০ লক্ষ রুবল (জার রাশিয়ায় কৃষিযন্ত্র ও সাজসরঞ্জাম তৈরি করত মোট ৯০০টি কারখানা, সব মিলিয়েও তাদের মোট উৎপাদনের মূল্য ছিল বছরে মাত্র ৭ কোটি রুবল)।



রস্তভ কৃষিযন্ত্র কারখানা। ২৪ সারির বীজ বপনকারী যন্ত্র, ১৯৩০।

শ্রমিকেরা ধ্বনি দেয়: "চার বছরে পাঁচসালা পরিকল্পনা!" সমাজতান্ত্রিক



চেলিয়াবিন্স্ক ট্র্যাক্টর কারখানা, ১৯৩৩।

প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় কুড়ি লাখের বেশি মজুর আর অন্যূন দশ লাখ মজুর কাজ করে "ঝটিতি-বাহিনীতে"। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ষোড়শ কংগ্রেসে শিল্পায়নের হার আরো বাড়িয়ে চার বছরে পরিকল্পনা পূরণের লক্ষ্য হাজির করা হয়, পাঁচসালা পরিকল্পনা কালের মধ্যেই মোটের ওপর যৌথীকরণ সমাধা করা ও যৌথখামার ব্যবস্থাকে জোরদার করার প্রয়োজনীয়তা দেখানো হয়। জনগণের মধ্যে আরো বেশি রাজনৈতিক ও শ্রমোদ্যোগ জাগিয়ে তোলে পার্টির ষোড়শ কংগ্রেস।

গোটা ফ্রণ্ট জুড়ে পরিপ্রসারিত সমাজতান্ত্রিক অভিযানের ফলে শহরে ও গ্রামে পুঁজিবাদী অংশগুলির পক্ষ থেকে বিপ্লব-বিরোধী ক্রিয়াকলাপ বেড়ে ওঠে। ১৯৩০ সালে একাধিক প্রতিবিপ্লবী অন্তর্ঘাতী সংগঠন উদ্ঘাটিত করে সোভিয়েত রাষ্ট্র — যথা "শিল্পপতি পার্টি", কুলাক ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের "কৃষক শ্রমপার্টি" এবং মেনশেভিকদের "সংশ্লিষ্ট ব্যুরো"। সোভিয়েত-বিরোধী এই সব সংগঠনের সকলেরই সম্পর্ক ছিল বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগ আর রাশিয়ার ভূতপূর্ব কল-মালিকদের সঙ্গে। অন্তর্ঘাত ও গোয়েন্দাগিরিতে লিপ্ত থাকে তারা, লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত শাসনের উচ্ছেদ করে দেশে বুর্জোয়া-জমিদার ব্যবস্থার পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

আভ্যন্তরীণ শত্রুদের এই সব হামলা প্রতিহত করে কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের ষষ্ঠ সোভিয়েত কংগ্রেস (৮ই-১৭ই মার্চ, ১৯৩১) কৃষির যৌথীকরণ ও যৌথখামার ব্যবস্থা জোরদার করার জন্য শক্তি ও অর্থ সংহত করে, বিশেষ নজর দেওয়া হয় যৌথখামারীদের শ্রমসংগঠন ও শ্রমশৃঙ্খলা জোরদার করার দিকে। এর পর থেকে যৌথখামারগুলির সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিক শক্তিবৃদ্ধির দিকে পার্টি ও সরকার ক্রমাগত বেশি করে প্রচেষ্টা নিয়োগ করে। ১৯৩২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক)

কেন্দ্রীয় কমিটি প্রচার করে একটি বিশেষ ডিক্রি: "সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে যৌথখামারগুলিকে জোরদার করার পরবর্তী ব্যবস্থা"; ১৯৩২ সালের ৭ই অগস্ট সোভিয়েত সরকার পাশ করে "রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যৌথখামার ও সমবায়গুলির সম্পত্তি রক্ষা এবং জনসম্পত্তির (সমাজতান্ত্রিক) সংহতিসাধন" বিষয়ে একটি আইন। প্রকাশ্য সংগ্রামে পরাজিত হয়ে লড়াইয়ের অন্য পন্থা গ্রহণ করেছিল কুলাকেরা। যৌথখামারে যোগ দিয়ে ভেতর থেকে তা বানচাল করার চেষ্টা করতে থাকে তারা। তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণ বাড়িয়ে তুলল সোভিয়েত শাসন। সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে যৌথখামারগুলিকে জোরদার করে সেখান থেকে কুলাকদের নির্মূল করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে যৌথখামারগুলির জন্য কর্মরত মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলিতে রাজনৈতিক বিভাগ সংগঠনের সিদ্ধান্ত নেয়। এই সব রাজনৈতিক বিভাগে কাজের জন্য ১৭,০০০ পার্টি সভ্যকে পাঠানো হয় গ্রামাঞ্চলে।

সোভিয়েত অর্থনীতির বিকাশের ফলে প্রয়োজন হল আধুনিক টেকনিকের ভিত্তিতে সবকটি শাখাকে ঢেলে সাজা। নতুন অবস্থায় টেকনিকের তাৎপর্য দাঁড়াল চূড়ান্ত। নতুন একটি স্লোগান দিল কমিউনিস্ট পার্টি: "পুনর্নির্মাণের পর্বে সবকিছুরই নির্ধারণ হবে টেকনিক দিয়ে।" নতুন টেকনিক আয়ত্ত করার দিকে মনোনিবেশ করল পার্টি, সোভিয়েত ও অর্থনৈতিক কর্মীরা, শ্রমিক কৃষকদের মধ্য থেকে একটি নতুন সোভিয়েত কারিগরিবিদ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় গড়ে তোলার কাজ চলল।

নির্ধারিত সময়ের আগে পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণ হয় ১৯৩৩ সালের গোড়ায় অর্থাৎ চার বছর তিন মাসে। সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে এ এক বিশ্ব-ঐতিহাসিক বিজয়, ভূতপূর্ব কৃষি দেশ গড়ে উঠল যৌথীকৃত কৃষি সহ এক সমাজতান্ত্রিক শিল্প শক্তিরূপে। জাতীয় অর্থনীতিতে ১৯৩২ সালে শিল্পের ভাগ দাঁড়াল শতকরা ৭০·৭; বনিয়াদ গড়া গেল সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতির। ১৯৩২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের মোট শিল্পোৎপাদন দাঁড়ায় ১৯১৩ সালের শতকরা ২৬৭ ভাগ আর বৃহৎ শিল্পের উৎপাদন ১৯১৩ সালের শতকরা ৩৫২ ভাগ। সর্বাধুনিক যন্ত্রসজ্জিত যেসব শিল্পোদ্যোগ নির্মিত হয়ে কাজ শুরু করল তাদের সংখ্যা ১,৫০০; তার মধ্যে ছিল নতুন কতকগুলি শিল্প শাখা — ট্র্যাক্টর, অটোমোবিল, বিমান, মেশিনটুল, গুরু ইঞ্জিনিয়রিং, আধুনিক কৃষিযন্ত্র, লৌহ ধাতু ও রসায়ন; লোহা ও কয়লার একটি দ্বিতীয় কেন্দ্র তৈরি হল কুজনেৎস্ক এলাকায়; নতুন নতুন আরো নানা শিল্প কেন্দ্র দেখা দিল এবং "গএলরো" পরিকল্পনার অতিপূরণ হল বহু পরিমাণে। পাঁচসালা পর্বে গুরু শিল্পের বৃদ্ধি হয় শতকরা ২৭৩ ভাগ আর যন্ত্রনির্মাণ শিল্পের শতকরা ৩৯৯ ভাগ (যুদ্ধ পূর্বের শতকরা ৬০০ ভাগ)। ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন বাড়ে শতকরা ১৫৬ ভাগ। এ পাঁচ বছরে শিল্পোৎপাদনের গড় বাৎসরিক বৃদ্ধির পরিমাণ শতকরা ২২;

শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা প্রায় দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়ায় ২,২৬,০০,০০০। গড়ে ওঠে একটি শক্তিশালী প্রতিরক্ষা শিল্প, তাতে সৈন্যবাহিনীর টেকনিকাল সাজসরঞ্জামের আমূল উন্নতি হয়, বেড়ে ওঠে দেশের প্রতিরক্ষা-সামর্থ্য। অ-রুশ প্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলির শিল্পবিকাশ হয় বিশেষ করে বেশি। উক্রেন, বেলরুশিয়া, মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান, ট্রান্সককেশাস, তাতারিয়া, বাশকিরিয়া, পূর্ব ও পশ্চিম সাইবেরিয়া, দূর প্রাচ্য ইত্যাদি স্থলে প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় বহু বড়ো বড়ো শিল্পপ্রতিষ্ঠান নির্মিত হয়, তৈরি হয় নতুন নতুন শিল্পকেন্দ্র। এ সব এলাকায় শিল্পবৃদ্ধির হার ছিল অন্যান্য শিল্পাঞ্চলের চেয়ে অনেক বেশি।

প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার ফলাফলের খতিয়ান টানার সময় যেমন সাফল্য তেমনি কিছু গুরুতর ত্রুটিও উদ্ঘাটিত হল। শ্রমোৎপাদিকা শতকরা ৪১ ভাগ ছাড়িয়ে গেলেও শ্রমোৎপাদিকা বৃদ্ধি, উৎপাদন খরচ হ্রাস, উদ্যোগগুলিকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যাংক পুরোপুরি সফল হয়নি। তার অনেক কারণ ছিল, যেমন শ্রম ও মজুরির ব্যবস্থাপনায় ত্রুটি, শ্রমিকদের একাংশের নিচু কারিগরি মান এবং পরিকল্পনার গলতি। শিল্পের কোনো কোনো শাখা পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণ করতে পারেনি। পরিকল্পিত ২,২০,০০,০০০ টনের বদলে ১৯৩২ সালে তেল উত্তোলিত হয় ২,১৪,০০,০০০ টন; পরিকল্পিত ৭,৫০,০০,০০০ টনের বদলে ওঠে ৬,৪৪,০০,০০০ টন কয়লা আর পরিকল্পনার ১,০০,০০,০০০ টনের বদলে গালাই হয় ৬২,০০,০০০ টন লোহা। নির্ধারিত সময়ের আগেই গুরু শিল্প সমগ্রভাবে পরিকল্পনা পূরণ করে শতকরা ১০৯·৮, কিন্তু ভোগ্যবস্তু শিল্পের পরিকল্পনা পূর্ণ হয় মাত্র শতকরা ৮৪·৪ ভাগ।

যৌথীকরণের ক্ষেত্রে প্রভূত সাফল্য হয়। ১৯৩২ সাল নাগাদ কৃষক গৃহস্থদের শতকরা ৬১·৫ জন এবং মোট শস্যক্ষেত্রের শতকরা ৭৭·৭ ভাগ যৌথীকৃত হয়ে যায়। দেশের প্রধান শস্য জেলাগুলিতে সম্পূর্ণ হয় যৌথীকরণ। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার কালে খামারগুলি পায় ১,২১,০০০ ট্র্যাক্টর (মোট ১৯ লক্ষ অশ্বশক্তি) ও ১৬০ কোটি রুবল মূল্যের কৃষি যন্ত্রপাতি। খামারগুলিতে একই সঙ্গে চলে সামাজিক বিপ্লব ও টেকনিকের পুনঃসজ্জা।

কৃষিতে প্রাধান্য পেল নতুন সমাজতান্ত্রিক উৎপাদন সম্পর্ক। গ্রামাঞ্চলে এ বিপ্লবের বৈশিষ্ট্যসূচক দিক হল এই যে উদ্যোগটা এসেছিল ওপর থেকে, রাষ্ট্রশক্তির কাছ থেকে, আর সেই সঙ্গে ছিল তল থেকে, গরিব ও মধ্য চাষীসাধারণের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ ও সক্রিয় সহায়তা। কৃষিতে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের মূল সমস্যাগুলির সমাধান হল। শোষক শ্রেণী হিসাবে যারা অতি সংখ্যাধিক সেই কুলাকেরা, পুঁজিবাদ পুনরুদ্ধারের সেই শেষ-আশা শ্রেণী হিসাবে আর টিকে রইল না। কুলাকদের জমি ও যন্ত্রপাতি তুলে দেওয়া হল যৌথখামারগুলির হাতে। লক্ষ লক্ষ মেহনতী চাষী নামল সমাজতান্ত্রিক

নির্মাণের পথে। জোরদার হল শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে কৃষক সম্প্রদায়ের মৈত্রী। অর্থনীতির সবচেয়ে প্রসারিত, একান্ত প্রয়োজনীয় অথচ সেই সঙ্গে সবচেয়ে পশ্চাৎপদ একটি শাখায় সমাজতান্ত্রিক ভিত্তি পেল সোভিয়েত শাসন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি হল বৃহদায়তন ও যন্ত্র-সজ্জিত। যৌথখামারগুলির সংগঠন ও অর্থনীতি জোরদার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় যৌথখামারীদের "ঝটিতি কর্মীদের" প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস — এটি অনুষ্ঠিত হয় মস্কোতে, ১৯৩৩ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে।

অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতিটা হয়ে দাঁড়াল শিল্পক্ষেত্রে একতম ও কৃষিক্ষেত্রে প্রধানতম পদ্ধতি। অবসান হল বেকারি ও মানুষে মানুষে শোষণ, শহরে গ্রামে মেহনতীদের ক্রমাগত বৈষয়িক সমৃদ্ধি ও সাংস্কৃতিক মান উন্নয়নের মতো অবস্থা তৈরি হল। সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রার উন্নত মানের প্রধান মাপকাঠি হল জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি; ১৯৩৩ সাল নাগাদ তা ১৯২৮ সালের চেয়ে শতকরা ৮৫ ভাগ ও ১৯১৩ সালের চেয়ে শতকরা ২১৭ ভাগ বৃদ্ধি পায়। শহর ও গ্রামে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যে ১৯৩৫ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে রেশন কার্ড ব্যবস্থার অবসান করতে সক্ষম হয় সোভিয়েত সরকার (রুটি ও অন্যান্য দ্রব্যের জন্য রেশন কার্ড চালু হয় ১৯২৮ সাল থেকে)।

শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণের সাথে সাথে চলে সাংস্কৃতিক বিপ্লব। সংস্কৃতি ক্ষেত্রে আমূল রূপান্তরের দিকে চূড়ান্ত পদক্ষেপ হিসাবে সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেয় ষোড়শ পার্টি কংগ্রেস। ১৯৩০ সালের ১৪ই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদ "সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার" সিদ্ধান্ত নেয় ও সারা দেশে তা কার্যকরী করা হয়। প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষায়তনের ছাত্র সংখ্যা প্রভূত বাড়ে; সাধারণ শিক্ষার শিক্ষায়তনগুলিতে তা ১৯২৭-২৮ সালের ১,১৬,০০,০০০ থেকে ১৯৩২-৩৩ সালে ওঠে ২,১৩,৯৭,০০০, টেকনিকাল স্কুলে ওঠে ১,৮৯,৪০০ থেকে ৭,২৪,০০০ এবং উচ্চ শিক্ষায়তনে ওঠে ১,৬৮,৫০০ থেকে ৫,০৪,৪০০; গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা ১৯২৯ সালের ১,২৬৩ থেকে ১৯৩৩ সালে ওঠে ১,৯০৮ ও দ্বিগুণ হয় বৈজ্ঞানিক কর্মীদের সংখ্যা। শিল্প সাহিত্য বিকাশের দিকে অত্যন্ত মন দেয় কমিউনিস্ট পার্টি, তাকে পরিচালিত করে সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের পথে। ১৯৩২ সালের ২৩শে এপ্রিল "সাহিত্য ও শিল্পসংগঠনগুলির পুনর্গঠন" বিষয়ক সিদ্ধান্তে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি সোভিয়েত বহুজাতিক শিল্প সাহিত্যের লক্ষ্য নির্দেশ করে। প্রথম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত লেখক কংগ্রেসে (১৯৩৪) সোভিয়েত সাহিত্য বিকাশের সার নির্ণয় করেন সমাজতান্ত্রিক বাস্তববাদের প্রতিষ্ঠাতা মাক্সিম গোর্কি।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণ চালানো হয় অতি জটিল আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির মধ্যে। ১৯২৯ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে সংঘর্ষের প্ররোচনা দেওয়া হয়; চীনা জঙ্গীবাদীরা সোভিয়েত মালিকানার পূর্বচীন রেলপথ দখল করে। তাদের হটিয়ে দেয় লাল ফৌজ, সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ সমাধানে বাধ্য করে (১৯২৯ সালের ডিসেম্বর)। ১৯২৯ সালের ৩রা অক্টোবর স্বাক্ষরিত হয় গ্রেট বৃটেনের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপনের একটি প্রোটোকোল — ১৯২৭ সালে এ সম্পর্ক ছিন্ন করেছিল বৃটিশ সরকার। ১৯২৯ সালে পুঁজিবাদী দেশগুলিতে দেখা দিল বিশ্ব অর্থনৈতিক সংকট। পুঁজিবাদী ব্যবস্থার সাধারণ সংকটের পশ্চাৎপটেই তার বিকাশ। শিল্পসংকট ছড়িয়ে পড়ল কৃষিতে, আক্রমণ করল জীবনের সকল ক্ষেত্রকেই, সংকটের ফলাফল সবচেয়ে গভীর হল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। অর্থনৈতিক সংকটের ফলে পুঁজিবাদী শিবিরের সমস্ত বিরোধ প্রভূত প্রখর হয়ে ওঠে। বেড়ে ওঠে নতুন একটা যুদ্ধের বিপদ। জাপানী সমরবাদীরা খোলাখুলি সম্প্রসারণ নীতি অনুসরণ করছিল (১৯৩১ সালে মাঞ্চুরিয়া দখল), যুদ্ধের এক লালনাগার বানিয়ে তোলে তারা প্রাচ্যে। ১৯৩৩ সালের জানুয়ারিতে ক্ষমতায় আসে জার্মান ফাসিস্টরা, প্রধানত মার্কিন পুঁজির আমদানি করে তারা পুনর্গঠিত করে জার্মানির যুদ্ধ-অর্থনৈতিক সামর্থ্য, শুরু করে দেশের সমরীকরণ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি। যুদ্ধের একটি দ্বিতীয় লালনাগার তৈরি হল ইউরোপে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের সরকার আক্রমণকারীদের "তোষণ" করা ও তাদের ব্যাপারে "না-হস্তক্ষেপের" নীতি নেয়। কতিপয় পশ্চিমী দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিরা চাইছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে ফাসিস্ট আক্রমণ পরিচালিত করে সমাজতন্ত্রের দেশের বিরুদ্ধে "জেহাদ" সংগঠিত করতে। সোভিয়েত সরকার অনুসরণ করে শান্তি ও জাতিসমূহের নিশ্চয়কৃত নিরাপত্তার দৃঢ় নীতি। প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার সফল পরিপূরণে, দেশের শিল্পায়ন ও কৃষির যৌথীকরণে, অর্থনৈতিকভাবে পরাক্রান্ত রাষ্ট্ররূপে সোভিয়েত ইউনিয়নের রূপান্তরে বিশ্বব্যাপারে তার মর্যাদা বেড়ে উঠেছিল। ১৯৩২ সালের ২৯শে নভেম্বর ফ্রান্সের সঙ্গে অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার একটি চুক্তি সম্পাদন করে সোভিয়েত সরকার। ১৯৩২ সালে অনুরূপ চুক্তি হয় পোল্যান্ড, ফিনল্যান্ড, লাতভিয়া ও এস্তনিয়ার সঙ্গে। আক্রমণের সংজ্ঞা নির্ধারণ করে এস্তনিয়া, লাতভিয়া, পোল্যান্ড, রুমানিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, যুগোস্লাভিয়া, লিথুয়ানিয়া, পারস্য, তুরস্ক ও আফগানিস্তানের সঙ্গে কনভেনশন সম্পাদন করে সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৩ সালে। ১৯৩৩ সালের ১৬ই নভেম্বর স্বাভাবিক কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। ১৯৩৪ সালের ৯ই জুন স্বাক্ষরিত হল চেকোস্লোভাকিয়া ও রুমানিয়ার সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের চুক্তি। "লীগ অব নেশন্স"এর অধিকাংশ সদস্যের আমন্ত্রণে সোভিয়েত ইউনিয়ন

"লীগ অব নেশন্স"এ যোগ দেয় ১৯৩৪ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর। পারস্পরিক সাহায্যের একটি চুক্তি সোভিয়েত সরকার ফ্রান্সের সঙ্গে সম্পাদন করে ১৯৩৫ সালের ২রা মে আর চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে ১৬ই মে।

## দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়

১৯৩৩ সালের গোড়ায় সোভিয়েত জনগণ শুরু করল তাদের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৩-১৯৩৭)। প্রথম পাঁচসালার চেয়ে এ হল অনেক ব্যাপক এক সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের কর্মসূচি। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তদশ কংগ্রেসে (১৯৩৪ সালের ২৬শে জানুয়ারি থেকে ১০ই ফেব্রুয়ারি)। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার প্রধান রাজনৈতিক লক্ষ্য ছিল সমস্ত পুঁজিবাদী উপাদান এবং শ্রেণীভেদ ও শোষণের উৎস এমন সমস্ত কারণের সম্পূর্ণ উচ্ছেদ এবং অর্থনীতি ও জনগণের চেতনা থেকে পুঁজিবাদের জেরের অবসান। পরিকল্পনায় ছিল অর্থনৈতিক পুনর্নির্মাণ সমাপ্ত করে শিল্পোৎপাদন ১৯১৩ সালের ৮ গুণে তোলা। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির পরবর্তী অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দিকে বিশেষ নজর দেওয়া হয়। পরিবহণ ও যোগাযোগ ব্যবস্থার টেকনিক পুনর্গঠনের একটা বিশিষ্ট স্থান রইল পরিকল্পনায়। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় খামার যৌথীকরণের কাজ সম্পূর্ণ ও যৌথখামারগুলিকে আরো প্রবলভাবে যন্ত্রসজ্জিত এবং সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী করার ব্যবস্থা থাকে। উন্নত শ্রমোৎপাদিকা ও উৎপাদনের সর্বক্ষেত্রে নিম্নতর উৎপাদন খরচ, সাংস্কৃতিক বিপ্লবের বিকাশ ও মেহনতীজনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক স্তরের সামগ্রিক উন্নতির কথা থাকে। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় মোট লগ্নির পরিমাণ ধরা হয় ১৪,১৪০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের দর অনুসারে), অর্থাৎ প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনার দ্বিগুণেরও বেশি।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণে রাজনৈতিক সক্রিয়তা ও শ্রমবীরত্বের কতকগুলি চমৎকার দৃষ্টান্ত স্থাপন করে সোভিয়েত জনগণ। সমাজতান্ত্রিক শিল্প যতই নতুন নতুন অতি-উৎপাদনী যন্ত্রপাতিতে সজ্জিত হতে থাকে ততই নতুন যন্ত্রকে আয়ত্ত করে তাদের সফল ব্যবহারের দায়িত্ব এসে পড়ে দেশের সামনে। প্রয়োজনের তুলনায় কারিগরিবিদ্যায় শিক্ষিত কর্মীর সংখ্যায় ঘাটতি দেখা দেয়; ১৯৩৫ সালে কমিউনিস্ট পার্টি নতুন একটি স্লোগান দিল: "সব কিছুই স্থির হবে কর্মী দিয়ে!"

নতুন উচ্চতর স্তরে উঠল সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। ১৯৩৫ সালে শুরু হল স্তাখানভ আন্দোলন — এ হল সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনে উদ্ভাবকদের এক আন্দোলন, মেশিনকে যারা সম্পূর্ণ কব্জা করেছে। নতুন ধরনের এ প্রতিযোগিতার সূত্রপাত করেন: কয়লা খনিতে স্তাখানভ ও ইজতভ, পরিবহণে ক্রিভনস, অটোমোবিল শিল্পে বুসিগিন, পাদুকা শিল্পে স্মেতানিন, সুতাকলে ভিনগ্রাদভা নামের দুটি বালিকা, বনশিল্পে মুসিনস্কি, কৃষিতে দেমচেঙ্কো, আঙ্গেলিনা ও বরিন, ইত্যাদি। ১৯৩৫ সালের নভেম্বরে মস্কোতে অনুষ্ঠিত স্তাখানভ-পন্থীদের প্রথম সারা ইউনিয়ন সম্মেলন অর্জিত অভিজ্ঞতার খতিয়ান নিয়ে আন্দোলনের বিকাশে সাহায্য করে। গণ চরিত্র গ্রহণ করে আন্দোলন, তাতে থাকে উৎপাদনে উচ্চতর কোটা, অধিকতর শ্রমোৎপাদিকা এবং দক্ষতর উৎপাদন পদ্ধতির জন্য সংগ্রাম। মেয়াদের আগেই দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণের ব্যাপারে স্তাখানভ-পন্থীরা চূড়ান্ত একটা ভূমিকা নেয়। প্রথম পরিকল্পনার মতো দ্বিতীয় পরিকল্পনাও মোটের ওপর পূরণ হয় চার বছর তিন মাসে অর্থাৎ ১৯৩৭ সালের ১লা এপ্রিলে।

১৯৩৭ সালের শেষাশেষি সোভিয়েত শিল্পোৎপাদন দাঁড়ায় ১৯৩২ সালের ২·২ গুণ, ১৯২৮ সালের ৪·৪৬ গুণ ও ১৯১৩ সালের ৫·৮৮ গুণ; বৃহৎ শিল্পোদ্যোগগুলির উৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের ৮·১ গুণ; সমস্ত শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৮০ ভাগই আসে দুটি পাঁচসালা পরিকল্পনায় নতুন-গড়া বা আমূল পুনর্গঠিত কারখানাগুলি থেকে। যেসব নতুন শিল্পোদ্যোগ কাজ শুরু করে তাদের সংখ্যা দাঁড়ায় ৪,৫০০; শ্বেতসাগর-বল্টিক ক্যানাল (২২৭ কিলোমিটার) তৈরি হয়ে উন্মুক্ত হয় ১৯৩৩ সালে এবং মস্কো-ভলগা ক্যানাল (১২৮ কিলোমিটার) খোলা হয় ১৯৩৭ সালের জুলাইয়ে।

১৯৩৫ সালের মে মাসে খোলা হয় মস্কো ভূগর্ভ রেলপথের প্রথম লাইন।

এই পাঁচসালা পর্বে বিদ্যুতশক্তির উৎপাদন বাড়ে শতকরা ১৬০ ভাগ, কয়লা তোলা হয় প্রায় দ্বিগুণ, লোহাপিণ্ড উৎপাদন বাড়ে ১৩০ ভাগ (যদিও লোহাপিণ্ড ও কয়লার লক্ষ্যাংক অর্জিত হয় না) আর ইস্পাত উৎপন্ন হয় প্রায় তিনগুণ। তিনটি অতিকায় ধাতু কারখানা — মাগনিতগর্স্ক, কুজনেৎস্ক ও মাকেয়েভকা থেকেই যত লোহা তৈরি হয় তা প্রাকবিপ্লব রাশিয়ার গোটা লৌহ শিল্পের সমান। এক দ্নেপর বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকেই তখন উৎপন্ন হচ্ছিল ১৯১৩ সালের সারা রাশিয়ার বিদ্যুতকেন্দ্র-গুলির চেয়ে বেশি বিদ্যুত। পরিকল্পিত শতকরা ৬৩'র বদলে শিল্পে শ্রমোৎপাদিকা বাড়ে শতকরা ৮২ ভাগ। এক শ্রমোৎপাদিকার ক্ষেত্রেই পরিকল্পনার অতিপূরণ বাবদ ১৯৩৭ সালে যত শিল্প দ্রব্য পাওয়া যায় তা ১৯১৩ সালের রাশিয়ায় সমস্ত কলকারখানার উৎপাদনের সমান। শ্রমিক কর্মচারীর সংখ্যা ১৯৩৭ সালে ছিল ২,৬৭,০০,০০০। পরাক্রান্ত শিল্পোন্নত দেশ হয়ে উঠল সোভিয়েত ইউনিয়ন,

অর্থনৈতিকভাবে যা পুঁজিবাদী দুনিয়ার মুখাপেক্ষী নয়, স্বীয় অর্থনীতি ও সৈন্যবাহিনীকে যা প্রথম শ্রেণীর সাজসরঞ্জাম ও অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করতে সক্ষম। দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় যন্ত্রনির্মাণের বিকাশ হয় সবিশেষ বৃহদাকারে, তার উৎপাদনের মূল্য পরিকল্পিত ১,৯৫০ কোটি রুবলের বদলে ১৯৩৭ সালে দাঁড়ায় ২,৭৫০ কোটি; ১৯১৩ সালে এ শাখায় যত উৎপাদন হয় সংখ্যাটা তার ২০ গুণ। ১৯২৭-২৮ সালে সোভিয়েত জাতীয় অর্থনীতি যত যন্ত্র পায় তার এক তৃতীয়াংশের বেশি ছিল আমদানি করা, যেমন সমস্ত ট্র্যাক্টরের শতকরা ৬৩টি, সমস্ত মোটরযানের শতকরা ৬৮টিই ছিল আমদানি। ১৯৩২ সালে নতুন সমস্ত যন্ত্রের শতকরা ১৩ ভাগ ছিল আমদানি, আর ১৯৩৭ সালে এ অনুপাত মাত্র ০·৯%। ট্র্যাক্টর, মোটরযান, কৃষিযন্ত্রাদি আমদানির অবসানই শুধু নয়, সোভিয়েত ইউনিয়ন তা রপ্তানি করতেও শুরু করল। উৎপাদন টেকনিক ও শিল্প বিকাশের হারে প্রধান প্রধান পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ছাড়িয়ে গেল সোভিয়েত ইউনিয়ন।

দ্বিতীয় পাঁচসালায় যৌথীকরণ মোটের ওপর সমাধা হয়। দেশে গড়ে উঠল ২,৪৩,৫০০টি যৌথখামার, যার মধ্যে ছিল সকল চাষী গৃহস্থের শতকরা ৯৩ ভাগ ও সমগ্র শস্যাধীন ক্ষেত্রের শতকরা ৯৯ ভাগ। যৌথখামারগুলি সাংগঠনিক ও অর্থনৈতিকভাবে সুদৃঢ় হয়, যৌথখামার ব্যবস্থা সংহতি লাভ করে। যৌথখামারী ঝটিতি কর্মীদের দ্বিতীয় সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসে (১৯৩৫ সালের ফেব্রুয়ারি) গৃহীত হয় কৃষি সমবায়গুলির আদর্শ নিয়মাবলী — যৌথখামারগুলির পক্ষে এটি এক গুরুত্বপূর্ণ দলিল। যৌথখামারগুলি যে জমি চষছিল তা তাদের বরাদ্দ করা হল চিরকালের জন্য। ১৯৩৭ সালে সমাজতান্ত্রিক ক্ষেতে চাষ চলে ৪,৫৬,০০০ ট্র্যাক্টর, ১,২৮,৮০০ হার্ভেস্টার কম্বাইন ও ১,৪৬,০০০ লরির সাহায্যে — মূল কৃষিকর্মটাকে যন্ত্রায়িত করার পক্ষে যা যথেষ্ট। ১৯৩৭ সালে মোট কৃষি উৎপন্নের পরিমাণ ১৯৩২ সালের শতকরা ১৫৩·৯ ভাগ। মোট শস্যাধীন ক্ষেত্র ১৯১৩ সালের ১০ কোটি ৫০ লক্ষ থেকে ১৯৩৭ সালে বেড়ে দাঁড়ায় ১৩ কোটি ৫৩ লক্ষ হেক্টর। কিছু সাফল্য সত্ত্বেও কৃষির গুরুত্বপূর্ণ একটি শাখা পশুপালন তখন পেছিয়ে থাকছিল।

সোভিয়েত জনগণের জীবনধারণের মান দ্রুত বাড়ছিল; ১৯১৩ সালের ২,১০০ কোটি রুবল থেকে জাতীয় আয় প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনায় ওঠে ৪,৫৫০ কোটি রুবলে এবং দ্বিতীয় পাঁচসালায় ৯,৬৩০ কোটিতে — অর্থাৎ প্রায় শতকরা ৪৬০ ভাগ বৃদ্ধি। দ্বিতীয় পাঁচসালা পর্বে উপভোগ দ্বিগুণ হয় এবং রাষ্ট্রীয় সমবায় বাণিজ্যের টার্নওভার দাঁড়ায় তিনগুণেরও বেশি। শ্রমিক কর্মচারীদের আসল মজুরি হয় দ্বিগুণেরও বেশি। ৩,৪০০ কোটি রুবল থেকে মজুরি তহবিল ওঠে ৮,১০০ কোটিতে; রাষ্ট্রীয় বীমা তহবিল ওঠে ৪৬০ কোটি থেকে ৫০০ কোটি রুবলে। যৌথখামারগুলির

নগদ আয় ১৯৩৩ সালের ৫৬৬ কোটি ১৯ লক্ষ রুবল থেকে ১৯৩৭ সালে দাঁড়ায় ১,৪১৮ কোটি ১ লক্ষ রুবলে, এবং তা প্রধানত বড়ো বড়ো অগ্রণী খামারগুলির দৌলতে।

সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রেও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য ঘটে কিছু। ১৯৩২-৩৩ সালের ২,১৩,৯৭,০০০ থেকে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্রসংখ্যা ১৯৩৭-৩৮ সালে দাঁড়ায় ৩,০১,৪৮,০০০; উচ্চশিক্ষায়তনের ছাত্রসংখ্যা ১৯১৩ সালের ১,১২০০০ থেকে ১৯৩৭-৩৮ সালে দাঁড়ায় ৫,৪৭২০০ (১৯৩৭ সালে বৃটেন, জার্মানি, ফ্রান্স, ইটালি ও জাপান মিলিয়ে উচ্চশিক্ষার্থী ছিল ৪,২০,৭০০)। উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষার ব্যাপক প্রসারের ফলে সত্যকার জনগণের বুদ্ধিজীবী, সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সৃষ্টির সমস্যা মেটে। শিক্ষা, বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিত কলার ক্ষেত্রে প্রগতির জন্য পার্টি ও সরকারের অনুক্ষণ যত্নে নিশ্চিত হয় রূপে জাতীয় ও মর্মে সমাজতান্ত্রিক একটি সংস্কৃতির বিকাশ।

সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাফল্যের ফলে পূর্বতন নিপীড়িত জাতিগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাৎপদতার অবসান হয়। ১৯৩৬ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল ১১টি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র — রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, উক্রেনীয়, বেলরুশীয়, কাজাখ, তুর্কমেনীয়, উজবেক, কিরগিজ, তাজিক, আজেরবাইজান, জর্জীয় ও আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র। সোভিয়েত শাসনের আমলে জার রাশিয়ার পূর্বতন পশ্চাৎপদ প্রত্যন্ত দেশগুলি পরিণত হয় অতি বিকশিত শিল্প ও বৃহদায়তন যন্ত্রায়িত কৃষির সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে। মধ্য এশিয়া, কাজাখস্তান এবং দেশের আরো কয়েকটি অঞ্চলের লোকেরা সমাজতন্ত্রে প্রবেশ করে পুঁজিবাদের স্তর এড়িয়ে। আগে যাদের কোনো লিখিত ভাষা ছিল না এমন বহু জাতি পেল তাদের প্রথম বর্ণমালা। অ-রুশ প্রজাতন্ত্রগুলির বিপুল অধিকাংশই হয়ে উঠল সাক্ষর। দেখা দিল অ-রুশ শ্রমিক শ্রেণীর কর্মী ও অ-রুশ বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়।

সোভিয়েত ইউনিয়নে জাতি মৈত্রী ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নিশানের নিচে জেগে উঠল ও বিকাশ পেল নতুন নতুন সমাজতান্ত্রিক জাতি। সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতিগুলির মধ্যে সৌহার্দ্য হল সমাজতন্ত্রের এক বৃহত্তম বিজয়। যে প্রচন্ড সমাজতান্ত্রিক রূপান্তর ঘটে তাতে শ্রমিক ও কৃষকদের মৈত্রী আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। সমাজের মূল চালিকা-শক্তি হয়ে দাঁড়াল নৈতিক রাজনৈতিক ঐক্য, জাতি মৈত্রী ও সোভিয়েত দেশপ্রেম। সোভিয়েতের সমাজ ও রাষ্ট্র ব্যবস্থা সবচেয়ে সজীব ও অবিনাশী বলে প্রমাণিত হল।

লেনিনসূচিত পথের অনুসরণ করে কমিউনিস্ট পার্টি সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণকে নিয়ে যায় সমাজতন্ত্রের বিজয়ে। সোভিয়েত ইউনিয়নের সোভিয়েত সমাজের অর্থনৈতিক বনিয়াদ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয় উৎপাদন উপায়ের সমাজতান্ত্রিক মালিকানা।

দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার শেষ নাগাদ সোভিয়েত ইউনিয়নের সমগ্র উৎপাদন-ভাণ্ডারের শতকরা ৯৮·৭ ভাগই ছিল রাষ্ট্র সম্পত্তি (সমগ্র জনগণের সম্পত্তি) এবং যৌথখামারী ও সমবায়ী সম্পত্তি। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সংগ্রামে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিহ্ন হয় শোষক শ্রেণীগুলি, মানুষে মানুষে শোষণের উদ্ভব হয় যেসব কারণে তা আর রইল না। সৃষ্টি হয় এক নতুন শ্রমিক শ্রেণীর — শোষণ বা বৈকারির সঙ্গে তাদের পরিচয় নেই, রাষ্ট্র ক্ষমতা তাদেরই হাতে; সৃষ্টি হল যৌথখামারী এক কৃষক সম্প্রদায়ের যারা জানে না জমিদার কি কুলাকের গোলামি, সর্ববিধ শোষণ থেকে যারা মুক্ত; আর শ্রমিক কৃষকের মধ্য থেকে জেগে উঠল এক নতুন, খাঁটি জনগণের সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী। ১৯৩৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসীদের শতকরা ৯৪·১ জনই কাজ করেছে সমাজতান্ত্রিক উদ্যোগগুলিতে। তার মধ্যে কলকারখানার শ্রমিক কর্মচারীরা হল শতকরা ৩৬·২ ভাগ (১৯২৮ সালে শতকরা ১৭·৬), যৌথখামারী ও ক্ষুদে সমবায়ী উৎপাদকেরা শতকরা ৫৭·৯ (১৯২৮ সালে শতকরা ২·৯)। অধিবাসীদের শতকরা ৫·৯ জন মাত্র ছিল ব্যক্তিগত চাষী বা সমবায় বহির্ভূত ব্যক্তিগত উৎপাদক (১৯২৮ সালে শতকরা ৭৪·৯ জন)।

সমাজতন্ত্রের বৃহত্তম একটি সাফল্য হল নতুন মানুষ, সোভিয়েত মানুষের সৃষ্টি, নৈতিক ও রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি তাদের নতুন, সমাজতান্ত্রিক সমাজের বিবেকী ও সক্রিয় নির্মাতা তারা। সমাজতন্ত্রের মূলনীতি প্রযুক্ত হল সোভিয়েত সমাজে: "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতানুযায়ী ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুসারে।" সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সুসঙ্গত বিকাশে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের প্রভূত উন্নতির অবস্থা সৃষ্টি হল। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের শিক্ষায় পরিচালিত কমিউনিস্ট পার্টিরই বিজ্ঞ নীতির জয় সূচিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের নির্মাণে, এ নির্মাণ সোভিয়েত জনগণের বীরোচিত শ্রমের ফল।

সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের বিজয়কে আইনের দিক থেকে পাকা করা হল সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধানে, সোভিয়েত রাষ্ট্রের মৌলিক আইন এটি। ১৯২৪ সালের সংবিধানকে বদল করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেসে (জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫)। ১২ই জুন ১৯৩৬ সালে দেশব্যাপী আলোচনার জন্য প্রকাশিত হল নতুন সংবিধানের খসড়া — আলোচনা চলে সাড়ে পাঁচ মাস। ১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর জরুরী অষ্টম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেসে অনুমোদন পেল সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান। মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের পর থেকে সোভিয়েত জনগণের জীবনে যেসব প্রগাঢ় বদল ঘটেছে তাকে রূপায়িত করে সংবিধান। এ হল বিজয়ী সমাজতন্ত্র ও প্রসারিত সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের সংবিধান। নতুন সংবিধান অনুসারে মেহনতীজনের সকল

প্রতিনিধি-সোভিয়েতে প্রতিনিধি নির্বাচন হল সার্বজনীন, সমান ও প্রত্যক্ষ ভোটাধিকারে ও গোপন ব্যালটে।

নতুন সংবিধান গ্রহণের বিশ্ব ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিপুল। পুঁজিবাদী দেশগুলির মেহনতী মানুষদের কাছে সোভিয়েত সংবিধান হয়ে দাঁড়াল এক মহান সনদ স্বরূপ,— যা তাদের ডাক দেয় পুঁজিবাদী প্রতিক্রিয়ার বিরুদ্ধে লড়তে, গণতন্ত্র, শান্তি ও সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে। নতুন সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত নির্বাচিত হল ১৯৩৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর। ৯ কোটি ৪০ লক্ষ নির্বাচকের মধ্যে ভোটাধিকার প্রয়োগ করে ৯ কোটি ১০ লক্ষ বা শতকরা ৯৮·৬ জন। এর মধ্যে ৯ কোটি জন ভোট দেয় কমিউনিস্ট ও অ-পার্টি ব্লকের স্বপক্ষে। কমিউনিস্ট পার্টি, সোভিয়েত সরকার ও জনগণের এ এক অপরূপ ঐক্য-পরিচয়। বিকাশের নতুন পর্যায়ে প্রবেশ করল সোভিয়েত ইউনিয়ন— সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সমাপ্ত করে সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে ক্রমান্বয় উত্তরণের পর্বে।

মানব জাতির জন্য সমাজতন্ত্রের পথ কাটে সোভিয়েত জনগণ প্রথম, সে পথের অপরিসীম বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করতে হয়েছে তাদের। রাশিয়ার বহুযুগের অর্থনৈতিক, টেকনিকাল ও সাংস্কৃতিক ঘাটতি মেটাতে হয় তাদের, শ্রেণী শত্রু ও স্বদেশস্থ তাদের দালালদের মরীয়া প্রতিরোধ সত্ত্বেও গড়ে তুলতে হয় নতুন এক জগত। পার্টির ভেতরে ত্রৎস্কিপন্থী, দক্ষিণপন্থী সুবিধাবাদী ও বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী অংশগুলি সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের সাধারণ কর্মপন্থার ওপর ভীষণ আক্রমণ চালায়। পার্টি তাদের উদ্ঘাটিত ও পরাজিত করে কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে। এই বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা ছিল পুঁজিবাদী পরিবেষ্টনীতে অবরুদ্ধ এক দুর্গের মতো, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণের আশংকা ছিল নিরন্তর।

এই অতীব জটিল পরিস্থিতিতে দেখা দেয় স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজা — মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদ ও সমাজতন্ত্রের কাছে এ এক বিজাতীয় ব্যাপার। পার্টি ও জনগণের প্রচেষ্টায় অর্জিত সাফল্য আরোপ করা হতে থাকল স্তালিনের নামে। ব্যক্তিত্ব পূজার ফলে পার্টি তথা পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও জনগণের ভূমিকা ছোটো করে দেখা হল, পার্টি ও সরকারী যন্ত্রে যৌথ নেতৃত্বের ভূমিকা কমল; এতে প্রায়ই লঙ্ঘন হত পার্টি জীবনের লেনিনীয় মানদণ্ড, গুরুতর ত্রুটি ঘটত কাজে, এবং সমাজতান্ত্রিক বিধান ভাঙা হত স্থূলভাবে। ব্যক্তিত্ব পূজায় কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সমাজের প্রচুর ক্ষতি হয় বটে, কিন্তু দেশের প্রতিষ্ঠিত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার চরিত্র তাতে বদলায় না, বদলাতে পারেনি। ইতিহাসে নতুন পথ কেটে সোভিয়েত জনগণ কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে দুনিয়ার ভূপৃষ্ঠের ষষ্ঠাংশব্যাপী এক বিপুল ও ভূতপূর্ব পশ্চাৎপদ দেশে সমাজতন্ত্রের নির্মাণে স্থাপন করে এক বীরোচিত কীর্তি।

## সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ সমাধা ও কমিউনিজমে ক্রমান্বয় উত্তরণ শুরুর পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ (১৯৩৮-১৯৪০)

১৯৩৯ সালের মার্চে অনুষ্ঠিত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টাদশ কংগ্রেসে খতিয়ান করা হয় সমাজতন্ত্র নির্মাণে সোভিয়েত জনগণের সাফল্য; এবং এ কাজ সমাধা করে সমাজতন্ত্র থেকে "প্রত্যেকের কাছ থেকে তার ক্ষমতা অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার প্রয়োজনানুসারে" এই নীতিতে যখন জীবন চলবে সেই কমিউনিজমে ক্রমান্বয় উত্তরণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের পরবর্তী প্রগতির কর্মসূচি রচিত হয়।

সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে উত্তরণ করা হবে কীভাবে তার পথ নির্ধারণ করে পার্টি কমিউনিজম নির্মাণের জরুরী সমস্যাগুলির সমাধানে সমবেত করে সোভিয়েত জনগণকে, কমিউনিস্ট সমাজ গঠনের মতো সবকিছুই সোভিয়েত ইউনিয়নে বর্তমান এই তথ্যের ওপর ভিত্তি করে তার কর্মসূচি। পার্টি ও জনগণের মূল অর্থনৈতিক কর্তব্য নির্দেশ করে কংগ্রেস—অগ্রণী পুঁজিবাদী দেশগুলিকে অর্থনৈতিকভাবে অর্থাৎ মাথা পিছু উৎপাদনে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যাওয়া।

পার্টির অষ্টাদশ কংগ্রেসে অনুমোদিত তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনায় (১৯৩৮-১৯৪২) সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের আরো অগ্রগতি, মেহনতীজনের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের সামগ্রিক উন্নতি, এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য জোরদার করার কথা হয়। এ পর্বের শেষে শিল্পে শতকরা ৯২ ভাগ উৎপাদন বৃদ্ধির পরিকল্পনা থাকে। নির্মাণী পুঁজির লগ্নি স্থির হয় ১৯,২০০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের দরে)। সাড়ে তিন বছরে প্রকৃতপক্ষে লগ্নি হয় ১৩,৮৭০ কোটি রুবল। কৃষির মোট উৎপাদন বাড়াবার কথা হয় শতকরা ৫২ ভাগ। ঠিক হয় জাতীয় আয় দ্বিগুণ করা হবে এবং মাথা পিছু উপভোগ বাড়বে শতকরা ৫০ থেকে ১০০ ভাগ। পরিকল্পনায় গ্রামাঞ্চলের জন্য সাত বছর ও শহরে দশ বছর বাধ্যতামূলক শিক্ষা প্রবর্তনের কথাও থাকে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার মোটমাট লক্ষ্যগুলি মোটের ওপর পূরণ হচ্ছিল; তিন বছরের মধ্যে উৎপাদন শুরু করে ৩,০০০ নতুন শিল্পোদ্যোগ এবং উৎপাদনের উপায়সমূহের উৎপাদন বাড়ে শতকরা ৫৩ ভাগ। কেবল ১৯৩৮ ও ১৯৩৯ সালেই শিল্পের শ্রমোৎপাদিকা বাড়ে শতকরা ৩৯·৮। এ বছরগুলিতে কিন্তু কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্পশাখা লক্ষ্য পূরণ করতে পারেনি। তিন বছরে লোহা ও ইস্পাতের উৎপাদন বাড়ে মাত্র শতকরা ৩, রোল্ড স্টক শতকরা ১ আর তেল শতকরা ৯ ভাগ। বৈদ্যুতিক, ট্র্যাক্টর, পরিবহণ, রাস্তা তৈরি, গৃহ ও সাধারণ নির্মাণী যন্ত্র এবং অটোমোবিল শিল্পের উৎপাদন ১৯৩৭ সালের তুলনায় নেমে যায় ১৯৪০ সালে।

তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনার পর্বে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ চলে যুদ্ধ পূর্ব পরিস্থিতির রেষারেষির মধ্যে। যুদ্ধের বিপদ দেখে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত

সরকার প্রতিরক্ষা শিল্পগুলির বিকাশ ও দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য উত্থিত করার দিকে অত্যন্ত মন দেয়।

ফাসিস্ট হামলাবাজরা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু করার পথ নিয়েছিল। অটলভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন অনুসরণ করে চলে সকল দেশের সঙ্গে শান্তি ও বাণিজ্যিক সম্পর্কের নীতি, যুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে এবং একটি যৌথ নিরাপত্তা ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করে যায়। ফ্রান্স ও চেকোস্লোভাকিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তির পর সোভিয়েত ইউনিয়ন মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে অনুরূপ চুক্তি করে ১৯৩৬ সালের ১২ই মার্চ। চীনের ওপর জাপানের দস্যুচিত আক্রমণের পর সোভিয়েত ইউনিয়ন ১৯৩৭ সালের ২১শে অগস্ট চীনের সঙ্গে যে অনাক্রমণ চুক্তি করে তা তখনকার অবস্থায় চীনা জনগণের কাছে অতি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে হাসসান হ্রদের কাছে জাপানী জঙ্গীশক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের দূর প্রাচ্য সীমান্ত লঙ্ঘন করতে গেলে লাল ফৌজ তাদের প্রতিহত করে। ১৯৩৯ সালের মে-অগস্ট কালে জাপানীরা ফের খালখিন গলের কাছে মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত্র আক্রমণ করলে আর একবার তাদের পরাজিত করা হয়। দূর প্রাচ্যে একটা বড়ো রকমের যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নকে জড়িয়ে ফেলতে আক্রমণকারীরা সক্ষম হয় না। ১৯৩৮ সালে ফাসিস্ট জার্মানি দখল করে অস্ট্রিয়া ও ১৯৩৮-৩৯ সালে চেকোস্লোভাকিয়া। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স ও গ্রেট বৃটেন দেখেও না দেখার ভান করে। যুদ্ধ বিপদের এই পরিবেশে সোভিয়েত ইউনিয়ন তার সৈন্যবাহিনী জোরদার করতে থাকে। ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৯ সালের মধ্যে লাল ফৌজের সৈন্য সংখ্যা দ্বিগুণেরও বেশি হয়; ১৯৩৯ সাল নাগাদ লাল ফৌজে ট্যাঙ্কের জোগান ১৯৩০'এর তুলনায় বাড়ে ৪৩ গুণের বেশি, বিমান প্রায় ৬·৫ গুণ, মেশিনগান ৫·৫ গুণ, কামান ৭ গুণ, ট্যাঙ্কবিধ্বংসী কামান ও ট্যাঙ্ক কামান ৭০ গুণ; নৌবহরের টনেজ বাড়ে শতকরা ১৩০ ভাগ। দুটি নতুন নৌবহর — প্রশান্ত মহাসাগরীয় ও উত্তর নৌবহর — গড়ে তোলা হল। মিউনিকের বিশ্বাসঘাতকতা কূটনৈতিক মহড়ার চালে চাপা দেবার জন্য বৃটিশ ও ফরাসী সরকার ১৯৩৯ সালে সোভিয়েত সরকারের সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তির জন্য কথাবার্তা শুরু করে। কিন্তু বৃটেন ও ফ্রান্সের প্রতিক্রিয়াশীল শাসকচক্রগুলির দোষে কোনো ঐক্যমতে পৌঁছন যায় না। এই পরিস্থিতিতে দশ বছরের জন্য অনাক্রমণ চুক্তির জার্মান প্রস্তাব সোভিয়েত ইউনিয়ন গ্রহণ করতে বাধ্য হয় (১৯৩৯'এর ২৩শে অগস্টে স্বাক্ষরিত); এর ফলে সোভিয়েত ইউনিয়ন পায় ২২ মাসের মতো একটা শান্তি যাতে সে দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়িয়ে তুলতে পারে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হতে (১লা সেপ্টেম্বর, ১৯৩৯) সোভিয়েত সরকার দেশের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য বাড়াবার জন্য অনেক ব্যবস্থা নেয়। ১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর সর্বোচ্চ সোভিয়েত পাশ করে "সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সামরিক সেবার আইন"; এতে আংশিক

আঞ্চলিক ও আংশিক নিয়মিত সৈন্যবাহিনীর ব্যবস্থা থেকে ষোলো আনা নিয়মিত সৈন্যবাহিনী গঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। সৈন্যবাহিনী জোরদার করার জন্য বাড়ানো হয় অর্থবরাদ্দ। অতি গুরুত্বপূর্ণ হল সোভিয়েত সীমান্ত সুরক্ষিত করার কাজ। পোল্যাণ্ডের ওপর জার্মানির আক্রমণ ও পোল্যাণ্ডের বুর্জোয়া-জমিদার রাষ্ট্রের পতনের পর পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার যে অঞ্চলগুলি ১৯২০ সালে পোল্যাণ্ড সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেয়, সীমান্ত অতিক্রম করে সেখানকার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তি রক্ষণ করতে সোভিয়েত সরকার লাল ফৌজকে নির্দেশ দেয় (১৯৩৯, ১৭ই সেপ্টেম্বর)। পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার জনগণ (জনসংখ্যা ১ কোটি) মুক্ত হয় সামাজিক ও জাতীয় নিপীড়ন থেকে। ১৯৩৯ সালের ১৭ই সেপ্টেম্বর ভিলনিউস শহর ও ভিলনিউস অঞ্চলকেও স্বরক্ষণে গ্রহণ করে সোভিয়েত সরকার, পরে এগুলিকে লিথুয়ানিয়াকে প্রত্যর্পণ করে। পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার জনগণের অনুরোধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশন (১লা-২রা নভেম্বর, ১৯৩৯) এ দুটি অঞ্চলকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে গ্রহণ করে, পশ্চিম উক্রেন হয় উক্রেনীয় আর পশ্চিম বেলরুশিয়া বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ। ১৯৩৯ সালের সেপ্টেম্বর-অক্টোবরে এস্তনিয়া, লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার সঙ্গে পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে সম্পাদিত এ চুক্তি পূরণ এসব দেশের শাসকেরা বানচাল করে, ফলে ২০ বছর শাসনের পর বল্টিক জনগণের ক্রোধে উৎখাত হয় এসব দেশের বুর্জোয়া জাতীয়তাবাদী সরকারগুলি (জুন, ১৯৪০)। ১৯৪০ সালের ১৪ই ও ১৫ই জুলাই লাতভিয়া ও লিথুয়ানিয়ার জন সেইম এবং এস্তনিয়ার রাষ্ট্রীয় দুমার নির্বাচন হয়। লিথুয়ানীয়, লাতভীয় ও এস্তনীয় জনগণ তাদের দেশে সোভিয়েত শাসন স্থাপন করে জুলাই মাসে। সৃষ্টি হয় লাতভীয়, লিথুয়ানীয় ও এস্তনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র এবং ১৯৪০ সালের অগস্ট মাসে তারা স্বেচ্ছায় সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগ দেয়।

১৯৩৯ সালের নভেম্বরে ফাসিস্ট জার্মানি ও অন্যান্য দেশের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তিদের নির্দেশে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে একটা লড়াই উসকিয়ে তোলে ফিনল্যাণ্ড। তার জবাবে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত রক্ষার জন্য আক্রমণ চালাতে সোভিয়েত ইউনিয়ন বাধ্য হয়। শক্তিশালী প্রতিরক্ষা লাইন ভেদ করে এগিয়ে যায় সোভিয়েত সৈন্য ও নতি স্বীকার করতে ফিনল্যাণ্ডকে বাধ্য করে। ১৯৪০ সালের ১২ই মার্চ যে সোভিয়েত-ফিনিশ শান্তিচুক্তি হয় তাতে ফিনল্যাণ্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে নতুন একটি সীমান্ত স্থাপিত হল, এতে লেনিনগ্রাদ ও মুর্মান্স্কের নিরাপত্তা হল নিশ্চিত। ভিবর্গ (ভিপুরি) শহর সহ কারেলীয় যোজক যুক্ত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে। ১৯৪০ সালের ৩১শে মার্চ গৃহীত ভূখণ্ডের বিপুল অংশ তুলে দেওয়া হল কারেলীয়

স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের হাতে, যা কারেলীয়-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে পুনর্গঠিত হয়। ১৯৪০ সালের ২৬শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়ন রুমানিয়ার নিকট প্রস্তাব করে যে ১৯১৮ সালে দখল করে নেওয়া বেসারাবিয়া অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে প্রত্যর্পণ করুক এবং ফিরিয়ে দিক উক্রেনীয় অধ্যুষিত উত্তর বুকভিনা। ২৮শে জুন রুমানিয়া এ প্রস্তাব মেনে নেয়। সোভিয়েত জনগণের পরিবারে যোগ দিল ৩৭,০০,০০০ নতুন নাগরিক। উত্তর বুকভিনা ও বেসারাবিয়ার প্রধানত উক্রেনীয় অধ্যুষিত জেলাগুলি যোগ করা হল উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে, বেসারাবিয়ার বেশির ভাগ অংশ যুক্ত হল মলদাভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে, যা ১৯৪০ সালের ২রা অগস্ট পরিণত হল সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পূর্বাহ্নে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল যৌথখামারী কৃষিব্যবস্থা সহ এক পরাক্রান্ত শিল্পোন্নত সমাজতান্ত্রিক শক্তি; তাতে ১৬টি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র, এবং জনসংখ্যা ১৯,১৭,০০,০০০। ১৯৪০ সালে সোভিয়েত্ বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ছিল ১৯১৩ সালের রুশী বৃহদায়তন শিল্পের প্রায় ১২ গুণ; ইঞ্জিনিয়রিং ও ধাতুকর্মের শিল্পগুলিতে হচ্ছিল এ সব শিল্পের প্রাকবিপ্লব উৎপাদনের ৩৫ গুণ। শিল্পোৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল ইউরোপে সর্বোচ্চ ও বিশ্বে দ্বিতীয়। অনেক এগিয়ে গিয়েছিল কৃষি। ১৯৪০ সালে মেশিন-ট্র্যাকটর কেন্দ্রের সংখ্যা ছিল ৭,০৬৯; ৫,৩১,০০০টি ট্র্যাকটর, ১,৮১,৭০০টি হার্ভেস্টার কম্বাইন, ২,২৮,০০০টি লরি ও লক্ষ লক্ষ আধুনিক কৃষিযন্ত্রে কাজ হচ্ছিল সোভিয়েত খামারে। যৌথখামারগুলিতে লাঙল দেবার বারো আনা ও বপনের আট আনা কাজ হচ্ছিল ট্র্যাকটরে এবং শস্যাধীন মোট জমির শতকরা ৪৩ ভাগের ফসল উঠছিল হার্ভেস্টার কম্বাইনে। যৌথখামার ব্যবস্থার সাফল্যের পরিচয় মেলে ১৯৩৯ সালে মস্কোয় অনুষ্ঠিত সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীতে।

সোভিয়েত জনগণের বীরোচিত প্রচেষ্টায় গড়ে উঠেছিল একটি শক্তিশালী অর্থনীতি -- সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষার যা ভিত্তি।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, ১৯৪১-১৯৪৫

বিশ্ব আধিপত্যের প্রয়াসে বিশ্বসাম্রাজ্যবাদের সবচেয়ে মারমুখী অংশ জার্মান ফাসিবাদ শুরু করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। ১৯৩৯-৪১ সালের মধ্যে জার্মান ফাসিস্ট বাহিনী অধিকার করে পোল্যাণ্ড, ডেনমার্ক, বেলজিয়ম, হল্যাণ্ড, নরওয়ে, ফ্রান্স, গ্রীস ও যুগোস্লাভিয়া। পশ্চিম ইউরোপের বেশির ভাগ অংশ জয় করার পর হিটলারীরা এবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে তাদের আক্রমণ পরিকল্পনা কাজে লাগাতে চাইল।

বিশ্বাসঘাতকের মতো অনাক্রমণ চুক্তি লঙ্ঘন করে ফাসিস্ট জার্মানি যুদ্ধ ঘোষণা না করেই সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করে ১৯৪১ সালে ২২শে জুন। জার্মানির মিত্র ও তল্পীবাহক রাষ্ট্র ইটালি, ফিনল্যান্ড, রুমানিয়া ও হাঙ্গেরিও যুদ্ধে নামল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। ব্যাহত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের শান্তিপূর্ণ সমাজতান্ত্রিক নির্মাণ, ফাসিস্ট জার্মান আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে শুরু হল সোভিয়েত জনগণের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ — এমন নৃশংস যুদ্ধে দেশ আর কখনো জড়ায়নি।

"ব্লিৎসক্রিগের" সাহায্যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর দ্রুত বিজয়ের আশা ছিল ফাসিস্ট জার্মানির। হিটলার সরকার ভেবেছিল একটি সমবেত পুঁজিবাদী জোট তৈরি করে বিশ্বব্যাপারে সোভিয়েত ইউনিয়নকে একেবারে একঘরে করে ফেলবে। সোভিয়েত ব্যবস্থার বে-মজবুতির ওপর, বহুজাতিক রাষ্ট্র ও সোভিয়েত পশ্চাদভূমির অস্থায়িত্বের ওপর, লাল ফৌজের দুর্বলতার ওপর ভরসা করেছিল জার্মান ফাসিস্ট শাসকেরা। কিন্তু সম্পূর্ণ পরাস্ত হয় হিটলার জার্মানি ও তার সাঙ্গপাঙ্গদের লুঠেরা পরিকল্পনা।

দারুণতম বিপদের সামনে যখন সোভিয়েত রাষ্ট্রের জীবন-মরণ প্রশ্ন, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির মুক্তি ও স্বাধীনতার প্রশ্ন নির্ধারিত হচ্ছিল তখন সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির রক্ষায় অপরিসীম সহনশক্তি, অদৃষ্টপূর্ব সাহস ও বীরত্বের পরিচয় দেয় সোভিয়েত জনগণ। আরো সজোরে কমিউনিস্ট পার্টিকে ঘিরে দাঁড়াল সোভিয়েত মানুষ ও তার নেতৃত্বে উত্থিত হল জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে ন্যায্য ও পবিত্র মুক্তিযুদ্ধে। সোভিয়েত জনগণের সমস্ত নৈতিক ও কায়িক গুণের কঠোর অগ্নিপরীক্ষা ছিল এই মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ, আর সে পরীক্ষায় সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজব্যবস্থার স্থায়িত্ব ও প্রাণশক্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার চেয়ে অনেক শ্রেয় বলে প্রমাণিত হয়।

বিপুল আত্মত্যাগ করতে বাধ্য হয় সোভিয়েত জনগণ, তবু সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিক শ্রেণী, কৃষক সম্প্রদায়, বুদ্ধিজীবী বর্গ ও গৌরবোজ্জ্বল সৈন্যবাহিনী কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সসম্মানে তাদের মহান ব্রত উদ্‌যাপন করে, সমাজতান্ত্রিক স্বদেশের মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করে, ফাসিস্ট জোয়াল থেকে বাঁচায় ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে।

যুদ্ধের গোড়ার দিকে জার্মান ফাসিস্ট বাহিনী বেশ সাফল্য লাভ করে, হটে যেতে বাধ্য করে সোভিয়েত সৈন্যদের। এ সাফল্যের কতকগুলি কারণ ছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে আক্রমণ করে ১৯০ ডিভিসনের এক বাহিনী (১৫৩টি জার্মান, ১৮টি ফিনিশ, ১৭টি রুমানীয় ও ২টি হাঙ্গেরীয়); স্থলসৈন্যের সাহায্যে ছিল ৫,০০০ বিমান ও প্রধান নৌশক্তি। নাজী জার্মানির সৈন্যবাহিনীর পেছনে ছিল প্রায় গোটা ইউরোপীয় মহাদেশের পদানত দেশগুলির অর্থনৈতিক সম্পদ ও জনবল, এ বাহিনী ছিল পুরোপুরি সংহত এবং ইউরোপে দুই বছরের আধুনিক যুদ্ধের অভিজ্ঞতায়

সমৃদ্ধ। তাদের সরঞ্জামের মধ্যে ছিল প্রচুর পরিমাণ নতুন নতুন অস্ত্রশস্ত্র ও যন্ত্র। ফ্যাসিস্ট রাষ্ট্রগুলির জোটের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রথমটা একাকী লড়তে বাধ্য হয়, কারণ ১৯৪৪ সালের জুন মাস পর্যন্ত ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট খোলা হয়নি। পশ্চিম থেকে কোনো সার্থক প্রতিরোধ ছিল না বলে হিটলারের সেনানায়কেরা সোভিয়েত ফৌজের বিরুদ্ধে তাদের সৈন্যদের প্রধান অংশটা নিক্ষেপ করার জন্য বিনা বাধায় সোভিয়েত সীমান্তে শক্তি কেন্দ্রীভূত ও স্থানান্তরিত করতে পারে।

যুদ্ধের শুরুতে জার্মানির মতো বৃহদাকার আধুনিক যুদ্ধ চালানোর কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর। সোভিয়েত ইউনিয়নে যখন জার্মান আক্রমণ হয় তখনো সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর পুনর্গঠন ও পুনঃসজ্জার কাজ শেষ হয়নি।

যুদ্ধের শুরুতে সোভিয়েত বিফলতার একটি অন্যতম কারণ হল তখনকার সোভিয়েত সরকারের নেতা স্তালিন কর্তৃক প্রাকযুদ্ধ পরিস্থিতির বেঠিক হিসাব। সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তির তাৎপর্য স্তালিন বাড়িয়ে দেখেছিলেন, সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের জন্য জার্মানরা তৈরি হচ্ছে এই বিষয়ের সংবাদ বিশ্বাস করতে চাননি। দেশের পশ্চিমাঞ্চলে সোভিয়েত সৈন্য যে অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়ে তার এ একটা কারণ। সীমান্ত রক্ষী সোভিয়েত সৈন্য বীরের মতো লড়ে, কিন্তু অতি সংখ্যাধিক শত্রুর সামনে অতি গুরুতর ক্ষতি স্বীকার করে পিছু হটতে বাধ্য হয়।

জুলাইয়ের গোড়া নাগাদ ফাসিস্ট বাহিনী লিথুয়ানিয়া, লাতভিয়ার বেশির ভাগ, বেলরুশিয়ার পশ্চিম অংশ ও উক্রেনের কিছু কিছু পশ্চিমাঞ্চল দখল করে নিয়ে তখনো এগুতে থাকে। অতি দুরূহ ও বিপজ্জনক পরিস্থিতি দেখা দিল সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্মুখে। তাতেও কিন্তু সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর সংগ্রাম-প্রেরণা ধ্বংস হয়নি, সোভিয়েত জনগণের দৃঢ়তা টলেনি, টলেনি তাদের ন্যায্য আদর্শের বিজয়ে গভীর আস্থা।

শত্রু প্রতিহত করার জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি এবং সোভিয়েত সরকার সম্ভবপর সর্ববিধ ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ১৯৪১ সালের ২২শে জুন সোভিয়েত ইউনিয়নের ইউরোপীয় ভাগে ঘোষিত হল সামরিক আইন, এবং সৈন্যসজ্জার আদেশ দেওয়া হল ১৪টি আর্মি কম্যান্ডে। কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার কর্তৃক রচিত লড়াইয়ের সংগ্রামী কর্মসূচি দিয়ে, সমস্ত পার্টি ও রাষ্ট্রীয় সংস্থার কাছে একটি নির্দেশপত্র কেন্দ্রীয় কমিটি ও সরকার অনুমোদন করে ২৯শে জুন। এ নির্দেশপত্র ছিল কাজে নামার এক কর্মসূচি, তাতে সামরিক ও আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির বিশ্লেষণ করে জার্মান সাম্রাজ্যবাদের লুঠেরা দস্যুচিত চরিত্র উদ্ঘাটিত করা হয় ও নির্দিষ্ট করা হয় মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত জনগণ ও সোভিয়েত ফৌজের কর্তব্য। এ চিঠির সারাংশ দেওয়া হয় ৩রা জুলাইয়ে স্তালিনের রেডিও বক্তৃতায়। আক্রমণকারীদের

প্রতিহত করার জন্য জনবল ও বৈষয়িক সম্পদ সংহত করার উদ্দেশ্যে ১৯৪১ সালের ৩০শে জুন রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গঠিত হয় স্তালিনের সভাপতিত্বে। সেই সঙ্গে স্তালিন নিযুক্ত হন সোভিয়েত সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ সেনাধিনায়ক। দেশের সামরিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক নেতৃত্ব কার্যকরী করে রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি এবং পুরো রাষ্ট্র ক্ষমতা স্বহস্তে কেন্দ্রীভূত করে।

জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে জনগণের সংগ্রামে পরিচালক, সংগঠক ও নায়ক শক্তি কমিউনিস্ট পার্টি বিজয়ের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সব শক্তি ও সম্পদ সংহত করে। ফ্রন্ট ও পশ্চাৎ ভাগের প্রধান ক্ষেত্রগুলিতে পার্টি পাঠায় তার অগ্রণী সদস্যদের এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির অনেক সদস্য, ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্র, আঞ্চলিক, বিভাগীয় ও জেলা পার্টি কমিটিগুলির সেক্রেটারিরা কাজ করতে শুরু করেন সৈন্যবাহিনীতে।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের আহ্বানে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষ যোগ দেয় সৈন্যবাহিনীতে। সামরিক কমিশারিয়েতগুলি ঘেরাও করে ফেলে স্বেচ্ছাব্রতীরা -- শ্রমিক, যৌথখামারী ও সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা, অবিলম্বে ফ্রণ্টে যাবার দাবি করে তারা। সামরিক কর্তৃপক্ষ যে সৈন্য সংগ্রহ করে তাছাড়াও ফ্রণ্টের কাছাকাছি শহর ও এলাকাগুলিতে গড়ে তোলা হয় জনরক্ষী বাহিনী। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে মস্কোয় গড়ে ওঠে ১১ ডিভিসন জনরক্ষী এবং কয়েক ডজন বিধ্বংসী ব্যাটালিয়ন। লেনিনগ্রাদে জনরক্ষীতে যোগ দেয় প্রায় ২ লক্ষ লোক। লেনিনগ্রাদ ও মস্কোর চারপাশে প্রতিরক্ষা লাইন গড়ে তোলায় অংশ নেয় লক্ষ লক্ষ নাগরিক। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই শত্রু লাইনের পেছনে একটি জোরালো পার্টিজান আন্দোলন গড়ে তোলে সোভিয়েত দেশপ্রেমিকেরা।

স্থানীয় পার্টি, ট্রেড ইউনিয়ন, সোভিয়েত ও কমসমল সংগঠনগুলির সাহায্যে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটি গোটা জাতীয় অর্থনীতিকে ঢেলে সাজে যুদ্ধ ভিত্তির ওপর। একক সামরিক শিবিরে পরিণত হয় দেশ। যুদ্ধ উৎপাদনের জন্য শিল্পের পুনর্বিন্যাস চলে দ্রুত গতিতে। আগে নাগরিকদের জন্য মাল তৈরি করত এমন হাজার হাজার কারখানায় গোলাবারুদ, অস্ত্রশস্ত্র, সাজসজ্জার ব্যাপক উৎপাদনের দ্রুত ব্যবস্থা হল। বড়ো বড়ো শিল্পোদ্যোগ ও লক্ষ লক্ষ মানুষকে সফলভাবে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হয় যুদ্ধ এলাকা থেকে দেশের পূর্বাঞ্চলে। নতুন এলাকায় ক্লেশ, খাদ্য সংকট ও গৃহাভাব সত্ত্বেও সোভিয়েত জনগণ বিনা বিশ্রামে নিঃস্বার্থে কাজ করে। উরাল, সাইবেরিয়া, মধ্য এশিয়া ও ভলগার পার্শ্ববর্তী এলাকায় সরিয়ে-নিয়ে-আসা কলকারখানা বহু ক্ষেত্রে দু-এক মাসের মধ্যেই খাড়া হয়ে যায় এবং তিন-চার মাসের মধ্যেই তাদের উৎপাদন পৌঁছয় যুদ্ধপূর্ব স্তরে। সামরিক-অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পূরণের প্রত্যক্ষ পরিচালনা করে সোভিয়েত সরকার, জনকমিশার দপ্তরগুলি, রাষ্ট্রীয়

পরিকল্পনা কমিটি ও রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির স্থানীয় প্রতিনিধিরা। নতুন জনকমিশার দপ্তর গঠিত হয়: মর্টার ও ট্যাঙ্ক শিল্প কমিশারিয়েত। খাদ্য ও ভোগ্যবস্তুর নিয়মিত সরবরাহ ও দর নিচু রাখার জন্য চালু হয় রেশন কার্ড।

সোভিয়েত দেশপ্রেমের প্রেরণায় এবং কমিউনিস্ট পার্টি দ্বারা উদ্দীপিত হয়ে শ্রমিকশ্রেণী, যৌথখামারী কৃষক সম্প্রদায় ও সোভিয়েত বুদ্ধিজীবীরা শ্রমোৎপাদিকা, শ্রমশৃঙ্খলা ও সমাজতান্ত্রিক কর্তব্যজ্ঞানের অপূর্ব দৃষ্টান্ত দেয়। যুদ্ধের একেবারে গোড়াতেই দেখা দেয় নতুন ধরনের সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা: আন্দোলন হয় এক একজন দুটি কি তিনটি করে কোটা তুলবে (তার নিজের কোটা ছাড়াও সঙ্গী যে মজুরটি ফ্রন্টে গেছে তার কোটা), সাধারণ পদ্ধতিতে যা বরাদ্দ তার চেয়ে বেশি সংখ্যক মেশিনে কাজ করার আন্দোলন; নিজের কাজ ছাড়াও দ্বিতীয় একটি পেশা আয়ত্ত করার আন্দোলন ইত্যাদি। ফ্রন্টে প্রেরিত ভাই, স্বামী কি বাপের জায়গায় এসে দাঁড়ায় হাজার হাজার নারী, অচিরেই কারখানার কাজ তারা আয়ত্ত করে নেয়। হাজার হাজার পেন্সনভোগী বৃদ্ধ ফেরে কারখানায়। শহর গ্রামের লক্ষ লক্ষ তরুণ তরুণী, অনেকে মাত্র কিশোর — কাজ করতে আসে কলকারখানা খনিতে। যুদ্ধের কালে মাত্র রাষ্ট্রীয় বৃত্তি শিক্ষণ স্কুল থেকেই শিল্পের কাজে তালিম পায় ২০ লক্ষের বেশি তরুণ মজুর। কারখানায় সংগঠিত হয় কমসমল "ফ্রন্ট-লাইন" যুব ব্রিগেড। আভ্যন্তরীণ সম্পদ কাজে লাগাবার পথ খোঁজে উদ্যোগীরা, প্রতিরক্ষা শিল্পের উৎপাদনের উৎকর্ষ ও পরিমাণ বৃদ্ধি করার নতুন কারিগরি পদ্ধতি বার করে তারা। সুকঠিন যুদ্ধ পরিস্থিতির মধ্যে জনবল ও যন্ত্রের বিপুল ঘাটতি সত্ত্বেও যৌথখামারীরা সৈন্য ও নাগরিকদের প্রয়োজন মেটাতে বীরের মতো খাটে। পূর্বাঞ্চলে বাড়ান হল শস্যাধীন এলাকা। রাষ্ট্রকে প্রদেয় কোটা ছাড়াও যৌথখামারী নরনারীরা প্রতিরক্ষা তহবিলে দান করে তাদের শস্য ও পশু সামগ্রী। ১৯৪২ সালের মে মাসে ধাতু, বিমান ও ট্যাঙ্কশিল্পের মজুরদের উদ্যোগে ফ্রন্টের জন্য সর্বোচ্চ সাহায্য পাঠানোর এক সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সূত্রপাত হয় সারা দেশে। এ প্রতিযোগিতায় যোগ দেয় সমস্ত শিল্পের শ্রমিক, রেল ও জলপরিবহণের মজুরেরা, আর তারপর মেশিন-ট্র্যাকটর কেন্দ্র ও রাষ্ট্রীয় খামারের কর্মীরা এবং হাজার হাজার যৌথখামারী। শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী আরো জোরালো হয়ে ওঠে। দ্রুতবর্ধমান একটি যুদ্ধ অর্থনীতি প্রতিষ্ঠিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নে — জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীদের পরাজিত করার বাস্তব ভিত্তি হল এইটে।

১৯৪১ সালের গ্রীষ্মে প্রচণ্ড রিয়ারগার্ড লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্য দেশের প্রতি ইঞ্চি জমি রক্ষা করে বীরের মতো, বিপুল ক্ষতিসাধন করে শত্রুর, তার সেরা সেরা ইউনিট ও সাজসজ্জাকে বিধ্বস্ত করে। যুদ্ধের প্রথম দিন থেকেই সোভিয়েত বাহিনী বহু ক্ষেত্রে গণ বীরত্বের পরিচয় দিয়েছে। স্মলেনস্ক ও কিয়েভ অঞ্চলে লড়াই চলেছে একাদিক্রমে দু মাসেরও বেশি, প্রচুর ক্ষতি সইতে হয় জার্মানদের। ওদেসায় বীরোচিত

প্রতিরোধ চলে ৬৯ দিন, আর সেভাস্তপলের ২৫০ দিন — দ্ জায়গাতেই কৃষ্ণ সাগর নৌবাহিনীর নাবিকেরা গ্রুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। এস্তনিয়ায় প্রচণ্ড লড়াই চলে দেড় মাস ধরে। লেনিনগ্রাদ প্রতিরক্ষার মহাকাব্য শ্রু হয় ১৯৪১ সালের অগস্টের শেষে ও চলে ৯০০ দিনের বেশি। লাল ফৌজের ইউনিট ও বল্টিক নৌবাহিনীর নাবিকদের সঙ্গে শহর রক্ষা করে লেনিনগ্রাদের সমগ্র অধিবাসীরা। আত্মরক্ষাম্লক এই সব লড়াইয়ের গোড়ার দিকে জন্ম হল সোভিয়েত গার্ড-বাহিনীর (১৯৪১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ১০০তম, ১২৭তম, ১৫৩তম, ও ১৬১তম পদাতিক ডিভিসনের নতুন নাম হয় গার্ড ডিভিসন)। এই সব লড়াইয়ে বেড়ে উঠে পোক্ত হয় কমিউনিস্ট পার্টির তালিম পাওয়া সামরিক ও রাজনৈতিক কর্মীরা।

মহান দেশপ্রেমিক য্দ্ধে সোভিয়েত জনগণ নিঃসঙ্গ ছিল না। পিতৃভূমির ম্ক্তি ও স্বাধীনতার জন্য তাদের লড়াই মিশে যায় ইউরোপ, এশিয়া ও আমেরিকার জনগণের স্বাধীনতা ও গণতান্ত্রিক ম্ক্তি সংগ্রামের সঙ্গে। যে হিটলার-বিরোধী য্দ্ধ জোট গড়ে ওঠে তার অগ্রণী ও চূড়ান্ত শক্তি হয়ে দাঁড়াল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪১ সালের ১২ই জ্লাই সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের একটি চুক্তি হয় য্দ্ধে মিলিত সংগ্রামের সম্মতি দিয়ে। ১৮ই জ্লাই চুক্তি হয় চেকোস্লোভাকিয়া সরকারের সঙ্গে, ৩০শে জ্লাই পোল্যাণ্ড সরকারের সঙ্গে। ১৯৪১ সালের ২৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১লা অক্টোবর সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন য্ক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের প্রতিনিধিদের মস্কো সম্মেলনে আক্রমণকারীদের বির্দ্ধে সংগ্রামে হিটলার-বিরোধী জোটের সম্পদ ব্যবহারের প্রশ্নে মিলিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। হিটলার-বিরোধী জোটের সৃষ্টি সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির একটা গ্রুত্বপূর্ণ সাফল্যের পরিচায়ক।

১৯৪১ সালের শরতে জনবল ও যন্ত্রের গ্রুতর ক্ষতির বিনিময়ে নাজী সৈন্য স্থল ভাগের দিক থেকে লেনিনগ্রাদ অবরোধ করতে সমর্থ হয় এবং মস্কো ও দন তীরের রস্তভের ম্খে গিয়ে পেঁছয়। বিশেষ রকমের প্রচণ্ড লড়াই চলে মস্কো অঞ্চলে। সোভিয়েত ইউনিয়নের রাজধানী বিপন্ন হয়। ১৯৪১ সালের ১৯শে অক্টোবর রাষ্ট্রীয় প্রতিরক্ষা কমিটির সিদ্ধান্তে মস্কো অবরোধাবস্থায় বলে ঘোষণা করা হয়। সারা দেশ আসে মস্কো রক্ষায়। অক্টোবর ও নভেম্বর মাসে মস্কোর পরিপার্শ্বে আত্মরক্ষাম্লক য্দ্ধে সোভিয়েত সৈন্য বীরের মতো লড়ে। শত্র্ সৈন্য শীর্ণ হয়ে পড়ে, প্রচণ্ড ঘা খেতে হয় তাদের, লড়াইয়ের জোর আর থাকে না। ৫ই ও ৬ই ডিসেম্বর পশ্চিম ফ্রণ্ট (সেনানায়ক জেনারেল জ্কভ, সমর পরিষদের সভ্য ব্লগানিন), কালিনিন ফ্রণ্ট (সেনানায়ক জেনারেল কনেভ, সমর পরিষদের সভ্য লেওনভ) এবং দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের দক্ষিণ ভাগের (সেনানায়ক মার্শাল তিমশেঙ্কো, সমর পরিষদের সভ্য খ্রুশচভ) সৈন্যরা একটি স্দৃঢ় প্রতিআক্রমণ চালায়, যার ফলে দ্বিতীয় বিশ্বয্দ্ধে জার্মান বাহিনীর প্রথম বৃহৎ পরাজয় ঘটে। মস্কো থেকে শত্র্কে হটিয়ে দেওয়া হয় ১২০-৩৫০

কিলোমিটার দূরে; মুক্তি পায় ৬০টি শহর ও প্রায় ১১,০০০টি গ্রাম। ১৯৪১-৪২ সালেব শীতে মস্কোর জয় ও তিখভিন আর রস্তভে সোভিয়েত সৈন্যের সাফল্যে হিটলারের "ব্লিৎসক্রিগ" পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভেস্তে যায়।

১৯৪২ সালের বসন্তে শীত অভিযানের সাফল্য পুরো কাজে লাগিয়ে অর্জিত রণনৈতিক উদ্যোগটাকে সংহত করা ঠিক করে সোভিয়েত কম্যাণ্ড। জার্মান কম্যাণ্ড কিন্তু জার্মানি ও অধিকৃত দেশগুলির অর্থনৈতিক সামর্থ্য সংহত করে ও ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রণ্ট না থাকার সুযোগে প্রায় ৫০ ডিভিসন তাজা সৈন্য পাঠায় সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে। জার্মানি ও তার মিত্রদের বিরুদ্ধে আসলে একাকী লড়ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন। ১৯৪২ সালের গ্রীষ্মে সোভিয়েত-জার্মান ফ্রণ্টে ২৬৬ ডিভিসন জমায়েত করে জার্মান কম্যাণ্ড। তার মধ্যে ১৯৩টি ডিভিসন জার্মান, অর্থাৎ মোট জার্মান সৈন্যবাহিনীর প্রায় শতকরা ৮০ ভাগ। মস্কোর ওপর সরাসরি সফল আক্রমণের আশা না থাকায় জার্মানরা ককেশাসের তেল এলাকা, স্তালিনগ্রাদের শিল্প এলাকা ও দন ও কুবান স্তেপের কৃষি অঞ্চল দখল করার জন্য বিপুল আক্রমণাভিযান গড়ে তোলে দক্ষিণে। দক্ষিণের আক্রমণে অংশ নেয় ৮০টিরও বেশি শত্রু-ডিভিসন। ১৯৪১ সালের গ্রীষ্মের মতো এবারও সোভিয়েত ফৌজকে রিয়ারগার্ড লড়াই চালিয়ে বহুদূর হটে আসতে হয়। ভরনেজের কাছে, দনে, স্তালিনগ্রাদের বাইরে আর ককেশাস পর্বতমালার পাদদেশে শত্রুর অগ্রগতি রোধ করতে সুবিপুল প্রচেষ্টা করতে হয় জনগণ ও তাদের সৈন্যবাহিনীকে।

১৯৪১-৪২ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অবস্থা ছিল চূড়ান্তরকমের গুরুতর। শত্রুর দখলে উক্রেন, বেলরুশিয়া, বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলি, রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্রের পশ্চিম, উত্তর-পশ্চিম ও কিছু কিছু দক্ষিণ অঞ্চল। যুদ্ধের আগে এই এলাকাগুলিতে ছিল ৮ কোটি ৮০ লক্ষ লোক; উৎপন্ন করেছে গোটা দেশের শিল্পোৎপাদনের শতকরা ৩৩ ভাগ; সোভিয়েত ইউনিয়নের ক্ষেতী জমির শতকরা ৪৭ ভাগ আর দেশের গবাদি পশুপালের শতকরা ৫০ ভাগ ছিল এখানে। এর গোটা অঞ্চল জুড়ে শত্রু তার ফাসিস্ট দখলি কায়েম করে। অধিবাসীদের লুটপাট করে নাজীরা নির্মমভাবে নির্মূল করে। গুপ্ত পার্টি সংগঠনগুলির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণ বাড়িয়ে তোলে তাদের পার্টিজান সংগ্রাম—যা ছিল আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে গোটা জাতির সংগ্রাম।

১৯৪২ সালের গ্রীষ্ম ও শরতে বিশেষ রকমের প্রচণ্ড লড়াই চলে স্তালিনগ্রাদের আশেপাশে ও শহরের ভেতরে। প্রতি ইঞ্চি জমির জন্য স্তালিনগ্রাদের সৈন্যরা দাম আদায় করে ছেড়েছে। প্রচণ্ড ক্ষতি হয় শত্রুর। নগর রক্ষায় অধিবাসীদের জড়ো করে স্তালিনগ্রাদ পার্টি সংগঠন। সৈন্যদের সংগ্রামী সামর্থ্য সংহত করতে ও শহর রক্ষায় স্থানীয় অধিবাসীদের প্রচেষ্টা নিয়োজিত করতে চমৎকার কাজ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির রাজনৈতিক ব্যুরোর সভ্য ও ফ্রণ্টের সমর পরিষদের সদস্য খ্রুশ্চভ।

শহরের বীরোচিত প্রতিরক্ষায় সুপ্রিম কম্যান্ড সময় পায় ও এখানে প্রচুর পরিমাণে ট্যাংক, কামান ও স্ট্র্যাটেজিক মজুৎ বাহিনী এনে জড়ো করতে পারে। ততদিনে বিপুল পরিমাণে সামরিক সাজসরঞ্জাম তৈরি করতে শুরু করেছে দেশের কলকারখানা।

শত্রুকে জীর্ণ ও অবসন্ন করার পর স্তালিনগ্রাদের এলাকায় একটি প্রতিঅভিযানের জন্য তৈরি হল সোভিয়েত ফৌজ। প্রতিঅভিযানের পরিকল্পনা রচনায় সক্রিয় অংশ নেন স্তালিনগ্রাদ ফ্রণ্টের সেনাপতি জেনারেল ইয়েরেমেঙ্কো, সমর পরিষদের সদস্য জেনারেল খ্রুশচভ, দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রণ্টের সেনাপতি জেনারেল ভাতুতিন, সমর পরিষদের সদস্য জেনারেল জেল্‌তভ, দন ফ্রণ্টের সেনাপতি জেনারেল রকসভস্কি। ১৯৪২ সালের ১৯শে ও ২০শে নভেম্বর দক্ষিণ-পশ্চিম, স্তালিনগ্রাদ ও দন ফ্রণ্টের সৈন্যরা চূড়ান্ত একটি প্রতিঅভিযান শুরু করে স্তালিনগ্রাদের কাছে ও তিন লক্ষাধিক সৈন্যের জার্মান বাহিনীকে ঘেরাও করে ফেলে। শহরে অবরুদ্ধ সৈন্যদের রক্ষায় ম্যানস্টেইনের নেতৃত্বে একটি শক্তিশালী সৈন্যবাহিনী নিয়ে আসে জার্মানরা, দুই দল জার্মান বাহিনী মিলিত হবার আশংকা দেখা দেয়, কিন্তু প্রধানত জেনারেল মালিনভস্কির নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয় গার্ড আর্মির চমৎকার কৃতিত্বে সে চেষ্টা বিফল হয়। ১৯৪৩ সালের ২রা ফেব্রুয়ারি পরিবেষ্টিত জার্মান ফৌজ সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতিপথ মোড় নিল স্তালিনগ্রাদ লড়াইয়ের পর থেকে — এর আন্তর্জাতিক তাৎপর্য প্রভূত। ফ্রণ্টের বিরাট এলাকা জুড়ে অভিযান গড়ে তুলে সোভিয়েত ফৌজ কতকগুলি গুরুতর পরাজয় ঘটায় শত্রুর। ১৯৪৩ সালের জানুয়ারিতে উঁত্থিত হল লেনিনগ্রাদের অবরোধ, মুক্ত হল উত্তর ককেশাস, দনেৎস কয়লা এলাকার অংশবিশেষ ও অন্যান্য অঞ্চল।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিভিন্ন ফ্রণ্টের লড়াইয়ের একটা চূড়ান্ত ঘটনা হল ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্মে কুর্স্কের লড়াই (৫ই জুলাই থেকে ২৩শে অগস্ট)। কুর্স্কের বিরুদ্ধে অভিযানের জন্য বিপুল সৈন্য জড়ো করে জার্মান কম্যান্ড — ৫,৫০,০০০ সৈন্য, ২,০০০ বিমান, ৬,০০০ কামান, ২,৭০০ ট্যাংক ও সেল্ফ প্রপেল্‌ড্‌ গান। সময় থাকতেই শত্রুর মতলব টের পায় সোভিয়েত কম্যান্ড। ভরনেজ ও কেন্দ্রীয় ফ্রণ্টগুলির সৈন্যরা যে প্রতিরোধ দেয় তা শুধু শত্রু আক্রমণ প্রতিহতই করে না, একটি প্রতিঅভিযান শুরু করার মতো অনুকূল অবস্থাও তৈরি করে দেয়, যাতে যোগ দেয় পাঁচ ফ্রণ্টের সৈন্যবাহিনী। জার্মান বাহিনীর এমন প্রচণ্ড পরাজয় হয় যে তাতেই হিটলার জার্মানির পরবর্তী সামরিক পরাজয় স্থির হয়ে যায়। বিপুল একটা শক্তি নিয়ে আক্রমণ করে ঘটনাচক্র বদলাবার জন্য ফাসিস্ট কম্যান্ডের শেষ চেষ্টাকে সোভিয়েত ফৌজ পরাস্ত করে কুর্স্কের লড়াইয়ে। কুর্স্কে জার্মানদের চরম পরাজয়ের পর উদ্যোগ চলে আসে পুরোপুরি সোভিয়েত কম্যান্ডের হাতে। দ্নেপরের উজানপ্রান্ত থেকে নভরসিইস্ক পর্যন্ত ২,০০০

কিলোমিটার ফ্রন্ট জুড়ে শুরু হল সোভিয়েত ফৌজের ১৯৪৩ সালের গ্রীষ্ম ও শরৎ অভিযান। সেই গ্রীষ্মে ও শরতে সোভিয়েত সৈন্য ফ্রন্টের মাঝখানটায় ৩০০ কিলোমিটার ও দক্ষিণ অংশে শ ছয়েক কিলোমিটার অগ্রসর হয়, বিধ্বস্ত করে ১১৮টি জার্মান ফাসিস্ট ডিভিসন ও মুক্ত করে ওরিওল, কুর্স্ক, খার্কভ, গোটা দনেৎস কয়লা এলাকা ও পার হয় দ্নেপর। ১৯৪৩ সালের ৬ই নভেম্বর উক্রেনের রাজধানী কিয়েভ মুক্ত হল।

রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র, উক্রেন ও বেলরুশিয়ার পার্টিজানরা প্রচুর সাহায্য করে সোভিয়েত ফৌজকে। বীর পার্টিজান আন্দ্রেয়েভ, দুক, ফিওদরভ, ইগনাতভ ("বাতিয়া") ও তাঁর দুটি ছেলে, ক্রেশ্চভ, কজ্‌লভ, কভ্‌পাক, মেল্‌নিকভ, নাউমভ, পপভ, রুদ্‌নেভ, সাবুরভ, শুকায়েভ, ইয়েম্‌লিউতিন, জাস্‌লনভ, এবং অন্যান্য অনেকেরই নাম মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের ইতিহাসে, সোভিয়েত জনগণের ইতিহাসে লেখা থাকবে।

জয়ের পর জয় হতে থাকল সোভিয়েত ফৌজের। উত্তর আফ্রিকা থেকে শত্রুকে হটিয়ে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্য জুলাই মাসে অবতরণ করে সিসিলিতে ও সেপ্টেম্বর মাসে মূল ইটালীয় ভূখণ্ডে। ফাসিস্ট জোট ভেঙ্গে পড়ে, ১৯৪৩ সালের সেপ্টেম্বরে জার্মানির ইউরোপস্থ প্রধান মিত্র ইটালি আত্মসমর্পণ করে।

১৯৪৩ সাল শুধু ফ্রন্টে নয়, সোভিয়েত পশ্চাদভূমিতেও বিপুল পরিবর্তনের বছর। সোভিয়েত জনগণ লড়েছে আর সেই সঙ্গে গড়ে তুলেছে নতুন নতুন কলকারখানা, ব্লাস্ট ফার্নেস, খনি, আর বিদ্যুত কেন্দ্র। ট্যাঙ্ক, বিমান, মর্টার ও সাবমেশিনগানে জার্মানদের প্রাধান্য ঘুচাল শক্তিশালী যুদ্ধ অর্থনীতি। যুদ্ধের শেষ তিন বছরে সোভিয়েত শিল্পের গড় বাৎসরিক উৎপাদন ছিল ৩০,০০০'এর বেশি ট্যাঙ্ক, সেল্ফ-প্রপেল্‌ড্‌ গান ও সাঁজোয়া গাড়ি, প্রায় ৪০,০০০ বিমান, নানা আকারের প্রায় ১,২০,০০০ কামান, প্রায় ১ লক্ষ মর্টার, প্রায় ৪,৫০,০০০ হালকা ও ভারি মেশিনগান, ৩০ লক্ষের বেশি রাইফেল ও প্রায় ২০ লক্ষ সাবমেশিনগান। সৈন্যবাহিনী ও নগরবাসীদের জন্য যথেষ্ট খাদ্য এবং শিল্পের জন্য যথেষ্ট কাঁচামাল জুগিয়েছে কৃষকেরা।

ফ্রন্টের জন্য সমগ্র জনগণ যে সাহায্য পাঠায় তা দিন দিন বাড়তে থাকে। প্রকারও তার নানা রকম। ১৯৪২ সালের শেষে তাম্বভ অঞ্চলের যৌথখামারীরা একটি ট্যাঙ্ক বাহিনী সজ্জিত করার জন্য তোলে ৪ কোটি রুবল। তাদের দৃষ্টান্ত নেয় সারা দেশ। সারাতভ যৌথখামারী গলভাতি তার সঞ্চয় ১ লক্ষ রুবল দিয়ে দেয় একটি বিমান নির্মাণের জন্য। তার উদাহরণ অনুসরণ করে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত মানুষ। যুদ্ধের চার বছরে বিমান স্কোয়াড্রন, ট্যাঙ্ক বাহিনী, গোলন্দাজ সরঞ্জাম ইত্যাদি নির্মাণের জন্য সোভিয়েত দেশপ্রেমিকেরা দান করে মোট ৯,৪৫০ কোটি রুবল (নগদ, গয়নাগাটি ও ঋণপত্রে)। সোভিয়েত দেশপ্রেমের একটা চমৎকার পরিচয় আছে ফ্রন্টের জন্য এই ক্রমবর্ধমান সাহায্যে।



মহান স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধের সময় ট্যাঙ্ক নির্মাণী একটি কারখানা।

ফাসিস্ট-বিরোধী জোটের অধিকতর সংহতিরও বছর ১৯৪৩ সাল। ২৮শে নভেম্বর থেকে ১লা ডিসেম্বর ত্রিশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) সম্মেলন হয় তেহেরানে, সেখানে পরিকল্পনাগুলি পরস্পর সমন্বিত করা হয় এবং ফাসিস্ট জার্মানি ও তার তাঁবেদারদের সৈন্য বিধ্বস্ত করার জন্য পূর্বে, পশ্চিমে ও দক্ষিণে যেসব আক্রমণ চালানো হবে তার আয়তন ও সময় সীমা নির্ধারিত হয়। গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকাররা ১৯৪৪ সালের অনূর্ধ্ব ১লা মে'র মধ্যেই ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার প্রতিশ্রুতি দেন।

১৯৪৪ সালে শত্রুর প্রধান প্রধান সৈন্য জোটের বিরুদ্ধে চলল একের পর এক সোভিয়েত ফৌজের প্রচণ্ড আঘাত। জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারিতে মুক্ত হল লেনিনগ্রাদ অঞ্চল; ফেব্রুয়ারি-মার্চে সম্পূর্ণ হয় পশ্চিম উক্রেনের মুক্তি এবং শত্রু হটিয়ে দেওয়া হয় দ্নেস্তর ও প্রুতের পেছনে। জার্মানদের দক্ষিণ জোটের সৈন্যবাহিনীগুলিকে পরাস্ত করে সোভিয়েত ফৌজ চেকোস্লোভাকিয়ার সীমান্তে পেঁছিয় ও রুমানিয়ায় প্রবেশ করে। এপ্রিল-মে মাসে মুক্ত হল ক্রিমিয়া ও ওদেসা। জুনে শত্রুর কারেলীয় জোট চূর্ণ হয় ও মুক্তি পায় কারেলিয়ার বেশির ভাগ অংশ। জুন-অগস্টে পার্টিজানদের সক্রিয় সহযোগিতায় সোভিয়েত সৈন্য ছত্রভঙ্গ করে জার্মান "কেন্দ্রীয়" সৈন্যবাহিনীগুলিকে; বেলরুশিয়া ও তার রাজধানী মিন্‌স্ক, রাজধানী ভিল্‌নিউস সহ লিথুয়ানিয়ার অনেকখানি জায়গা আর পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্চল মুক্ত করে পেঁছিয় ভিস্টুলায়, পূর্ব



মিনস্কের নিকটে যুদ্ধ, জুলাই ১৯৪৪।

প্রাশিয়ার সীমান্তে। পোল্যান্ডের পূর্বাঞ্চলের মুক্তিসাধনে প্রথম পোলিশ আর্মির ইউনিটগুলি সোভিয়েত ফৌজের সঙ্গে সহযোগিতা করে। বেলরুশিয়ায় অভিযানের সঙ্গে সঙ্গে ওদিকে বৃহৎ জয়লাভ ঘটে পশ্চিম উক্রেনে, ল্ভভ মুক্ত হয় এবং সান্দমিরের কাছে ভিস্টুলার ওপর একটি গুরুত্বপূর্ণ সেতুমুখ দখল করা হয়।

অগস্টের দ্বিতীয়ার্ধে জেনারেল মালিনভস্কি পরিচালিত ২য় উক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ৩য় উক্রেনীয় ফ্রন্টের সহযোগিতায় ইয়াস্‌সি ও কিশিনেভের কাছে একটি বৃহৎ শত্রু সমাবেশ চূর্ণ করে, মুক্ত করে মলদাভিয়া ও জার্মানির অনুগত রাষ্ট্র রুমানিয়া ও বুলগেরিয়াকে সরে দাঁড়াতে বাধ্য করে যুদ্ধ থেকে। ১৯৪৪ সালের অগস্টে জনবিদ্রোহ দেখা দেয় রুমানিয়ায়, তারপরে সেপ্টেম্বরে বুলগেরিয়ায় এবং ক্ষমতায় আসে বিপ্লবী গণতান্ত্রিক শক্তিরা। জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধে যোগ দেয় এই দুটি রাষ্ট্র। অক্টোবরে সোভিয়েত ফৌজ হাঙ্গেরিতে প্রবেশ করে তার বেশির ভাগ মুক্ত করে। সেপ্টেম্বর ও অক্টোবরে মুক্ত হয় এস্তনীয় এবং লাতভীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের বেশির ভাগ, জার্মানির মিত্র ফিনল্যান্ড সরে দাঁড়াতে বাধ্য হয় যুদ্ধ থেকে। যুগোস্লাভ এলাকার বেশির ভাগটা থেকে ফাসিস্ট দখলদারদের দূর করার ব্যাপারে যুগোস্লাভীয় গণমুক্তি ফৌজকে সোভিয়েত সৈন্য সাহায্য করে অক্টোবরে। চেকোস্লোভাকিয়াকে মুক্ত করার কাজ শুরু করল সৈন্যরা, শত্রুকে বিতাড়িত করল সুমেরু বৃত্তাঞ্চল ও উত্তর নরওয়ে থেকে।

১৯৪৪ সালে ফাসিস্ট সৈন্য বিতাড়িত হয় সোভিয়েত সীমান্ত থেকে। বহু লড়াইয়ে সোভিয়েত সৈন্য সুকৌশলে শত্রুর বড়ো বড়ো সৈন্যদলকে ঘেরাও করে ফেলে—যেমন বব্রুইস্ক, ভিতেব্স্ক ও মিন্স্ক (৩০ ডিভিসন), কর্সুন-শেভ্চেঙ্কভ্স্কিতে (১০ ডিভিসনের বেশি) এবং ইয়াস্‌সি ও কিশিনেভে (২২ ডিভিসন)। বন্দী হয় লক্ষ লক্ষ শত্রু-সৈন্য ও অফিসার।

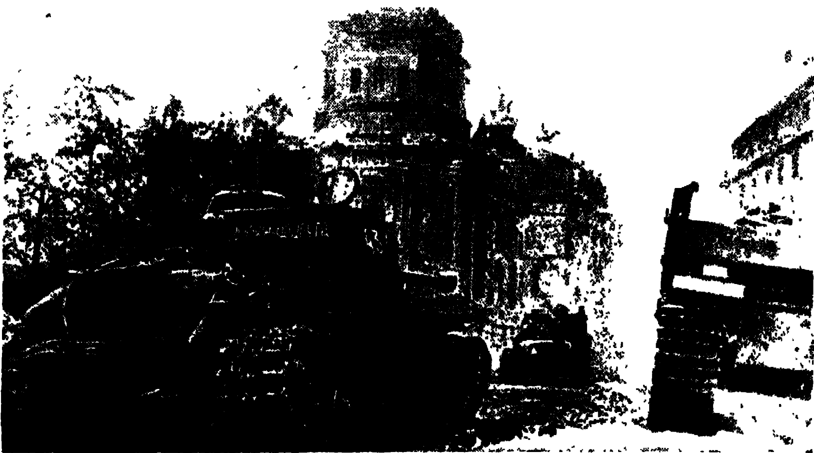
মুক্তির মহাব্রত সাধনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফাসিস্ট নিপীড়ন থেকে ইউরোপীয় জনগণের মুক্তিতে সাহায্য করে। সম্পূর্ণ ভেঙে পড়ল ইউরোপের ফাসিস্ট ব্লক। সামরিক অপারেশন চলল খাস জার্মান ভূখণ্ডে। যুদ্ধের বিজয়ী অবসান আসন্ন হয়ে এল। ৬ই জুন, ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্য ফরাসী উপকূলে অবশেষে অবতরণ করে দ্বিতীয় ফ্রন্ট খুলল জার্মানির বিরুদ্ধে।

ফাসিস্ট দখলদারদের হাত থেকে সোভিয়েত ভূখণ্ড মুক্তির সঙ্গে সঙ্গে বিধ্বস্ত অর্থনীতির পুনর্বাসনের কাজ চলতে লাগল। আর ঠিক তখন ফ্রন্টে পরাজয়ের আঘাতে ভেঙে পড়ছিল ফাসিস্ট-জার্মানির অর্থনীতি। আগের বড়ো বড়ো অধিকৃত ভূখণ্ডগুলি হারিয়ে কাঁচামাল, জনবল ও কলকারখানার উৎস হাতছাড়া হয়ে গেল জার্মানির। পশ্চাদভূমির অস্থায়িত্বে দ্রুত ঘনিয়ে এল জার্মানির পরাজয়।

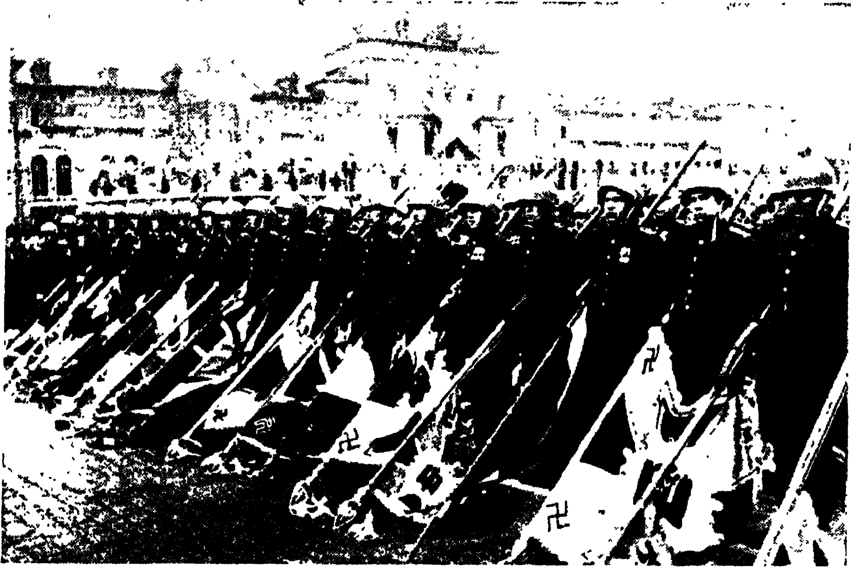
১৯৪৫ সালের জানুয়ারিতে বল্টিক সাগর থেকে কার্পেথিয়ান পর্যন্ত ১,২০০

কিলোমিটার ফ্রণ্টে আর একটা বিরাট অভিযান শুরু করল সোভিয়েত সৈন্য। সেই সঙ্গে বুদাপেস্তে অবরুদ্ধ শত্রুর সঙ্গেও সোভিয়েত সৈন্য লড়তে থাকে হাঙ্গেরিতে। সোভিয়েত সৈন্য ছাড়াও পোলিশ, চেকোস্লোভাক, রুমানীয় ও বুলগেরীয় সৈন্যদলগুলিও আক্রমণে অংশ নেয়। শীতকালীন যুদ্ধের সময়ে সম্পূর্ণ হয় পোল্যান্ডের মুক্তি, খালাস পায় চেকোস্লোভাকিয়ার অনেকখানি অংশ। ভিস্টুলা থেকে ওডের ও নিইসে পর্যন্ত হটিয়ে দেওয়া হয় শত্রুকে। পূর্ব ফ্রণ্টে সোভিয়েত ফৌজের বিজয়ী অভিযানের ফলে আর্দেন্‌সে যেখানে মার্কিন ও বৃটিশ সৈন্যেরা মুশকিলের অবস্থায় পড়েছিল সেখানকার জার্মান আক্রমণ বানচাল হয়ে যায়।

১৯৪৫ সালের ফেব্রুয়ারিতে ক্রিমিয়ায় ত্রিশক্তি সম্মেলন হয় ও ফাসিস্ট জার্মানিকে চূড়ান্ত পরাজয়ের পরিকল্পনাগুলি সমন্বিত করা হয়। ত্রিপক্ষই ঘোষণা করে যে জার্মান সৈন্যবাহিনী নিরস্ত্র করে ভেঙে দিতে ও জার্মান জেনারেল স্টাফকে বাতিল করতে তারা দৃঢ় প্রতিজ্ঞ। সম্মেলনের সম্মিলিত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়: "জার্মানির জনগণকে ধ্বংস করা আমাদের উদ্দেশ্য নয় কিন্তু নাজীবাদ ও সামরিকবাদ নির্মূলে হলেই তবে একটা সুষ্ঠু জীবন ও জাতিসমাজে একটা স্থান পাবার আশা জার্মান জনগণ করতে পারে।" এ সম্মেলনে জার্মানির আত্মসমর্পণ ও ইউরোপে যুদ্ধের অবসানের দু-তিন মাসের মধ্যে জার্মানির মিত্র জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে রাজী হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন।



বার্লিন। রাইখ্‌স্টাগ দখলের পর, ১৯৪৫।



মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিজয় কুচকাওয়াজ। ২৪শে জুন, ১৯৪৫।

সোভিয়েত ফৌজের শেষ অভিযান শুরু হয় ১৯৪৫ সালের বসন্তে। এপ্রিলের মাঝামাঝি মার্শাল জুকভ পরিচালিত ১ম বেলরুশীয় ফ্রন্ট, মার্শাল কনেভ পরিচালিত ১ম উক্রেনীয় ফ্রন্ট ও মার্শাল রকসভ্স্কি পরিচালিত ২য় বেলরুশীয় ফ্রন্ট — এই তিনটি ফ্রন্টের সৈন্যরা চূড়ান্ত আক্রমণ গড়ে তোলে বার্লিনের দিকে এবং শত্রুসৈন্যের একটি বৃহৎ দলকে ছত্রভঙ্গ করে। ১ম বেলরুশীয় ও ১ম উক্রেনীয় ফ্রন্টের সৈন্যরা ঘেরাও করল জার্মান রাজধানী ও ২রা মে তা দখল করল। বার্লিন দখলের পর প্রাগের লড়াই শেষ হয় ও ৯ই মে সোভিয়েত সৈন্য প্রাগে প্রবেশ করে। ৮ই মে মিত্রশক্তিদের (সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স) সর্বোচ্চ কম্যান্ডের প্রতিনিধিদের সমক্ষে বার্লিনের নিকটবর্তী কার্লস্‌হর্স্টে জার্মান সর্বোচ্চ কম্যান্ডের প্রতিনিধিবৃন্দ বিনাসর্তে আত্মসমর্পণের চুক্তিতে সই করে। সোভিয়েত জনগণের মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের অবসান হল নাজী জার্মানির সম্পূর্ণ পরাজয়ে। ১৯৪৫ সালের ৯ই মে বিজয়োৎসব পালন করে সোভিয়েত জনগণ।

১৯৪৫ সালের জুন মাসে সান-ফ্রান্সিস্কোর সম্মেলনে স্থাপিত হল সম্মিলিত জাতিসংঘ। জাতিসঙ্ঘের নিরাপত্তা পরিষদ গঠিত হয় ১১ জন সদস্য নিয়ে, তার মধ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন, চীন ও ফ্রান্স এই পাঁচ দেশের স্থায়ী সদস্য থাকার কথা। শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষা ও শক্তিশালী করা এবং রাষ্ট্রসমূহের মধ্যে শান্তিপূর্ণ সহযোগিতার বিকাশ ঘটাবার জন্য জাতিসঙ্ঘের সৃষ্টি।

১৭ই জুলাই থেকে ২রা অগস্ট অনুষ্ঠিত পট্‌স্‌ড্যাম ত্রিশক্তি সম্মেলনে সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অংশ নেয়। সম্মেলনে জার্মানির বেসমরীকরণ, বেনাজীকরণ ও গণতান্ত্রিক পুনর্গঠনের ওপর নির্দিষ্ট সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ফ্রান্সও তা মেনে নেয়)। পট্‌সড্যাম ঘোষণার উদ্দেশ্য ছিল ঐক্যবদ্ধ শান্তিকামী এক গণতান্ত্রিক জার্মানির সৃষ্টি। ঘোষণার একটি গুরুত্বপূর্ণ অনুচ্ছেদে যুদ্ধ ক্ষতিপূরণের কথা আছে। সম্মেলনে সিদ্ধান্ত হয় পূর্ব প্রাশিয়ার কনিগস্‌বার্গ শহর ও তার সন্নিহিত অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নকে দিতে হবে এবং পোলিশ-জার্মান সীমান্ত হবে ওডের-নিইসের ওপর। পরবর্তী কালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও ফ্রান্স পট্‌স্‌ড্যাম ঘোষণা না-পূরণ করার পথ নেয়।

১৯৪৫ সালের ৯ই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়ন মিত্রশক্তি হিসাবে তার কর্তব্য অনুসারে সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামে। মার্শাল মালিনভ্স্কি পরিচালিত ট্রান্সবৈকাল ফ্রন্টের সৈন্যরা ২য় ও ১ম দূর প্রাচ্য ফ্রন্টের সহযোগিতায় দশ লক্ষ সৈন্যবলের কোয়ানটুং আর্মিকে ছত্রভঙ্গ করে মাঞ্চুরিয়া (ডুনবেই), কোরিয়া, দক্ষিণ সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ মুক্ত করে। জাপানের পরাজয়ে অংশ নেয়: সোভিয়েত ফৌজ, সোভিয়েত প্রশান্ত মহাসাগরীয় নৌবাহিনী, আমুর নৌবহর, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের সৈন্যবাহিনী, মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত্রের সৈন্য এবং চীনা মুক্তি ফৌজের সৈন্যদল। ২রা সেপ্টেম্বর জাপান সরকার বিনাসর্তে আত্মসমর্পণে সই দেয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শেষ হল আক্রমণকারীদের সম্পূর্ণ পরাজয়ে।

কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত জনগণ বিশ্ব ঐতিহাসিক তাৎপর্যপূর্ণ এক জয়লাভ করে, মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে রক্ষা করে তাদের সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির মুক্তি ও স্বাধীনতা। সমাজতন্ত্রের ভূমির ওপর সাম্রাজ্যবাদীদের দ্বিতীয় অভিযানের চরম পরাজয়ে এই জয়। এ বিজয়ের ফলে পূর্বে পশ্চিমে স্বীয় সীমান্তের নিরাপত্তা শক্তিশালী করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কনিগস্‌বার্গ শহর ও বন্দর সহ কনিগস্‌বার্গ অঞ্চল সোভিয়েত ইউনিয়নের অংশ হল — ১৯৪৬ সালে এর নামকরণ করা হয় কালিনিনগ্রাদ। ফিনল্যান্ডের সঙ্গে শান্তি চুক্তির বলে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিরে পেল বারেন্‌ৎস সাগরে পেচেঙ্গা (পেৎসামো) বন্দর সহ পেচেঙ্গা অঞ্চল, অধিকার রইল পর্কালা উদ্দ'এর কাছে ভূখণ্ড ও উপকূলবর্তী জলভাগ ইজারা নেবার (১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন এ অধিকার ছেড়ে দেয়)। দূর প্রাচ্যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ফিরে পেল দক্ষিণ সাখালিন ও কুরিল দ্বীপপুঞ্জ। ফাসিস্ট আক্রমণকারী ও তাদের সাঙ্গোপাঙ্গদের চূর্ণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন শুধু তার স্বীয় মর্যাদা, মুক্তি ও স্বাধীনতা রক্ষা করেনি, ফাসিস্ট দাসত্বের বিপদ থেকে ইউরোপ ও এশিয়ার জনগণকে মুক্ত করতেও নির্ধারক ভূমিকা নিয়েছে। ফাসিস্ট দস্যুদের কবল থেকে পরিত্রাণ পেল বিশ্বসভ্যতা। সমগ্র মানবজাতির জন্য এই বিশ্ব ঐতিহাসিক কাজ করে সোভিয়েত জনগণ।

সোভিয়েত সরকারের নেতার সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও বৃটেনের সরকার প্রধানদের যে যুদ্ধকালীন পত্রালাপ প্রকাশিত হয় ১৯৫৭'এ, তাতে সোভিয়েত সৈন্যবাহিনীর মহত্ত্ব ও সাহসী কীর্তি এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে তাদের নির্ধারক ভূমিকায় জোর দিয়ে অনেক উক্তি আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট ফ্রাঙ্কলিন রুজভেল্ট ও গ্রেট বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলের। পত্রাবলী থেকে এও দেখা যায়, নাজী অধিকার থেকে মুক্তি পাওয়ামাত্র বিভিন্ন দেশের (পোল্যান্ড, যুগোস্লাভিয়া, প্রভৃতি) আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করে প্রতিক্রিয়াশীল শাসন চাপিয়ে দেবার জন্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের শাসক চক্রগুলি যেসব চেষ্টা করে, সোভিয়েত ইউনিয়ন অবিচলভাবে তার প্রতিরোধ করেছে।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যে জয় সেটা সোভিয়েত রাষ্ট্র ও সমাজ ব্যবস্থা, সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী, সোভিয়েত সামরিক বিদ্যা ও সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শের জয়। যুদ্ধের ভেতর সোভিয়েত ব্যবস্থার, অর্থনীতির সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার শ্রেষ্ঠতা প্রমাণিত হয় নবশক্তিতে। মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে গোটা সোভিয়েত জনগণের সহায়তার ওপর ভরসা করতে পেরেছিল সোভিয়েত সৈন্যবাহিনী। দেশ রক্ষায় জনগণের অমিত শৌর্যের কাহিনী হিসাবে ইতিহাসে লেখা থাকবে সোভিয়েত সৈন্যের বীরোচিত সংগ্রামের সঙ্গে সঙ্গে পশ্চাদভূমিতে সোভিয়েত জনগণের নিঃস্বার্থ পরিশ্রমের কথা।

মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত বিজয়ের অনুপ্রেরক ও সংগঠক হল কমিউনিস্ট পার্টি ও তার কেন্দ্রীয় কমিটি। পার্টির বিপুল সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজের ফলে সোভিয়েত জনগণের সমস্ত শক্তি ঐক্যবদ্ধ হয়ে ওঠে ও পরিচালিত হয় শত্রু পরাজয়ের লক্ষ্যে। গোটা যুদ্ধ জুড়ে পার্টি তার সেরা রাজনৈতিক নেতা ও সংগঠকদের পাঠিয়েছে ফ্রণ্ট ও দেশাভ্যন্তরের সবচেয়ে জরুরী ও দায়িত্বশীল কাজে। বিশিষ্ট পার্টি নেতা, কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যরা প্রত্যক্ষভাবে দেশের রাজনৈতিক, সামরিক ও অর্থনৈতিক নেতৃত্ব পরিচালনা করেছেন, নেতৃত্ব করেছেন সৈন্যবাহিনীর। ফ্রণ্টের সন্নিহিত এলাকায় প্রজাতন্ত্রীয়, বিভাগীয় ও আঞ্চলিক পার্টি কমিটির সেক্রেটারীরা থাকেন ফ্রণ্ট ও সৈন্যবাহিনীর সমর পরিষদ রাজনৈতিক বিভাগের সভ্য। সব মিলিয়ে পার্টি ফ্রণ্টে পাঠায় ১৫ লক্ষ কমিউনিস্টকে, তার মধ্যে ৪৮ হাজারের বেশি হলেন উচ্চতর পার্টি ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মী। মস্কো পার্টি সংগঠন ফ্রণ্টে যত কমিউনিস্ট পাঠায় তার সংখ্যা ১ লক্ষের কম নয়। লেনিনগ্রাদ সংগঠন পাঠায় তার পার্টি সভ্যদের শতকরা ৭০ জনের বেশি, ওদেসা ও সেভাস্তপল পাঠায় শতকরা ৯০ জন। যুদ্ধের শেষে সৈন্যবাহিনীতে ছিল ৩৫ লক্ষ কমিউনিস্ট অর্থাৎ মোট সদস্য সংখ্যার শতকরা ৬০ জন। নিজের ব্যক্তিগত দৃষ্টান্ত দিয়ে কমিউনিস্টরা অনুপ্রেরিত করত সৈন্যদের, সৈন্যবাহিনীকে শক্তিশালী ও সংহত করে তুলত। অফিসারদের সঙ্গে নিয়ে রাজনৈতিক সংস্থা ও পার্টি সংগঠনগুলি সৈন্যবাহিনীর লোকেদের মধ্যে জাগিয়ে তুলত দেশের জন্য অসীম বিশ্বস্ততা, বিজয়ে

ভরসা, নিঃস্বার্থ ধৈর্য ও একটা উন্নত সংগ্রামী তেজ। কমিউনিস্ট হিসাবে লড়াইয়ে যেতে পারাটা সোভিয়েত ফৌজের সৈন্যদের কাছে ছিল পরম মর্যাদার ব্যাপার। ফ্রণ্টের বিপুল ক্ষয়ক্ষতি সত্ত্বেও কমিউনিস্ট পার্টির সভাসংখ্যা যুদ্ধের ভেতর আরো ১৬ লক্ষ বাড়ে। কমসমল সংগঠনও প্রভূত বৃদ্ধি পায়।

যুদ্ধকালে সামরিক নেতৃত্বের গুরুদায়িত্ব যাঁরা বহন করেছেন তেমন সুশিক্ষিত ও বিশ্বস্ত অফিসারদের শিক্ষা দিয়ে সৈন্যবাহিনীর অগ্রণী পদে উন্নীত করে কমিউনিস্ট পার্টি।

ফাসিস্ট জার্মানি ও সমরবাদী জাপানের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে অদৃষ্টপূর্ব সামরিক নৈপুণ্য ও সহনশক্তি, অধ্যবসায়, শৌর্য ও গণবীরত্বের যে দৃষ্টান্ত সোভিয়েত সৈন্যরা দেয় ইতিহাসে তার তুলনা নেই। আশ্চর্য সাহসী কীর্তি দেখিয়ে সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমির প্রতি অপরিসীম বিশ্বস্ততায় যাঁরা তাঁদের নাম অমর করে গেছেন সেই সব সৈন্য, অফিসার ও পার্টিজানরা — ব্রেস্ত্ কেল্লার বীর প্রতিরোধীরা, বৈমানিক গাস্তেল্লো ও তালালিখিন, প্রাইভেট মাত্রসভ ও স্মির্নভ, পার্টিজান কশেভয়, কস্মদেমিয়ানস্কায়া, চাইকিনা ও শুমভ্‌ৎসেভ, পানফিলভ রক্ষী ডিভিসনের সৈন্যরা*, তিনবার সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর উপাধিপ্রাপ্ত পক্রিশকিন ও কজেদুব এবং অন্যান্যের মধ্যে রূপ নিয়েছে লক্ষ লক্ষ সোভিয়েত জনগণের বীরত্ব। সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর — এ খেতাব দেওয়া হয়েছে সোভিয়েত সৈন্য ও নৌবাহিনীর ১০,৯৪২ জন সৈন্য ও অফিসারকে। ৭০,০০,০০০'র বেশি সৈন্য, নাবিক, অফিসার ও জেনারেল পেয়েছেন সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্ডার ও পদক (১৯৪৬ সালের ১লা জুলাই তারিখের হিসাব)। সোভিয়েত জনগণের দেশপ্রেম, সোভিয়েত সমাজের নৈতিক ও রাজনৈতিক ঐক্য, রুশ জনগণের নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিভিন্ন জাতির বন্ধুত্ব—এ সবের অপরাজেয় শক্তির প্রমাণ হয়েছে মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধের মহাপরীক্ষার সময়।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরিণতিফলে বিশ্ব ব্যাপারে শক্তি-অনুপাত বদলেছে সমাজতন্ত্রের অনুকূলে। জার্মানি, ইটালি ও জাপান যুদ্ধে পরাজিত হয়। সমগ্রভাবে দুর্বল হয়ে পড়ে পুঁজিবাদী ব্যবস্থা। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয়ের ফলে ইউরোপের বহুজাতি পুঁজিপতি ও জমিদারদের জোয়াল ছুঁড়ে ফেলার মত অনুকূল অবস্থা পেয়ে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পথ গ্রহণে সক্ষম হয়। সাম্রাজ্যবাদী শেকলের আরো গ্রন্থি ছিন্ন

* যুদ্ধের একটি বিরাট কীর্তিস্থাপন করে মস্কো প্রতিরক্ষার কালে জেনারেল পানফিলভ ডিভিসনের একদল সৈন্য। রুশী, উক্রেন, কাজাখ ও কির্‌গিজ সৈন্য দিয়ে গড়া এই দলটি দুবসেকভো স্টেশনের কাছে ঘাঁটি রক্ষা করছিল। ১৯৪১ সালের ১৬ই নভেম্বর পদাতিক বাহিনীর সমর্থনে বহু জার্মান ট্যাঙ্ক এইখান দিয়ে ভেঙে এগুতে চায়। শত্রু ট্যাঙ্কের সঙ্গে এক অসম লড়াইয়ে রুখে থাকে পানফিলভ ডিভিসনের সৈন্যরা, তাদের অধিকাংশই বীরের মৃত্যুবরণ করে সত্যি, কিন্তু জার্মান অগ্রগতি রুদ্ধ হয়।

হয়েছে, তৈরি হয়েছে বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা যার আওতায় বিশ্বজনের এক তৃতীয়াংশের বেশি — ৯০ কোটির বেশি লোক। যুদ্ধোত্তর পর্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান শক্তি ।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান থেকে উপনিবেশ ও পরাধীন দেশগুলির জনগণের জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিরাট আকারে বেড়ে উঠেছে। ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ব্রহ্ম, মিশর এবং এশিয়া ও আফ্রিকার অন্যান্য দেশ উপনিবেশিকতার নিগড় ভেঙে ফেলেছে। শুরু হয়েছে সাম্রাজ্যবাদী উপনিবেশিক ব্যবস্থার ভাঙন।

## সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়। বিপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ (১৯৪৬-১৯৬১)

### চতুর্থ (১৯৪৬-১৯৫০) ও পঞ্চম (১৯৫১-১৯৫৫) পাঁচসালা পরিকল্পনার কালে জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও বিকাশ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বিজয়ী অবসানের পর সোভিয়েত জনগণ ১৯৪১ সালের যুদ্ধে ব্যাহত শান্তিপূর্ণ কমিউনিস্ট নির্মাণের কাজে ফিরল। যুদ্ধের ভেতর জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীরা সোভিয়েত রাষ্ট্রের অশেষ ক্ষতি করে। আংশিক অথবা সম্পূর্ণভাবে দখলদারীরা বিধ্বস্ত বা ভস্মীভূত করে ১,৭১০টি শহর এবং ৭০,০০০'এর বেশি গ্রাম, বিনষ্ট করে ৩১,৮৫০টি শিল্পোদ্যোগ, ৬৫,০০০ কিলোমিটার রেল লাইন, তছনছ ও লুটপাট করে ৯৮,০০০টি যৌথখামার, ১,৮৭৬টি রাষ্ট্রীয় খামার ও ২,৮৯০টি মেশিন-ট্র্যাকটর কেন্দ্র। হামলাদাররা জবাই করে বা জার্মানিতে চালান পাঠায় ৭০,০০,০০০ ঘোড়া, ১,৭০,০০,০০০ গরু, লক্ষ লক্ষ শুয়োর ভেড়া ছাগল এবং ১০,০০,০০,০০০'র বেশি মুরগী হাঁস। যুদ্ধের প্রত্যক্ষ ক্ষতির আসল পরিমাণ ৬৭,৯০০ কোটি রুবল (যুদ্ধপূর্ব মূল্যে); এবং সঙ্গে যুদ্ধ জনিত ব্যয় ও সাময়িকভাবে অধিকৃত অঞ্চলের শিল্প ও কৃষি থেকে সাময়িক আয় হানির হিসাব ধরলে মোট ক্ষতি দাঁড়ায় ২,৫৬,৯০০ কোটি রুবল।

সোভিয়েত ইউনিয়ন যে ক্ষতি ও সর্বনাশ সয়েছে তা সইতে হলে যে কোনো পুঁজিবাদী দেশ এমনকি সর্ববৃহৎ পুঁজিবাদী দেশেরও বিকাশ অনেক পেছিয়ে যেত, অনিবার্যই তাকে দাসের মতো নির্ভর করতে হত বৃহৎ সাম্রাজ্যবাদী শক্তিগুলির ওপর। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও কিছু কিছু পশ্চিম ইউরোপীয় দেশের সাম্রাজ্যবাদী শাসকচক্র ঠিক এই কথাই ভেবেছিল। তাদের আশা কিন্তু ফলবতী হয়নি। দারুণ অগ্নিপরীক্ষার বছরগুলির মতোই যুদ্ধোত্তর পর্বের শান্তিপূর্ণ নির্মাণে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমাজব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থার তুলনায় তার অশেষ উৎকর্ষের পরিচয় দিল; অর্থনীতির

পুনর্বাসন ও অধিকতর বিকাশ জনিত জরুরী সমস্যাগুলি স্বল্প সময়ে সমাধান করার মতো শক্তি ও সামর্থ্য সে খুঁজে পেল নিজের মধ্যেই।

যুদ্ধের পর সোভিয়েত রাশিয়াকে যে সমস্যার সমাধান করতে হয় তা হল: যথাসম্ভব স্বল্প সময়ে বিধ্বস্ত অঞ্চলগুলির পুনর্গঠন, শান্তিকালীন ধারায় অর্থনীতির প্রত্যাবর্তন, উৎপাদনের যুদ্ধপূর্ব মাত্রা অর্জন ও তারপর প্রভূত পরিমাণে তাকে ছাড়িয়ে যাওয়া, জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নয়ন এবং সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য শক্তিশালী করা। তার প্রত্যক্ষ লক্ষ্য স্থির হয় দ্বিতীয় বার আহূত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনে ১৯৪৬ সালের ১৮ই মার্চ গৃহীত চতুর্থ (যুদ্ধোত্তর প্রথম) পাঁচসালা পরিকল্পনায়। যুদ্ধপূর্ব কালের অন্যান্য পরিকল্পনার মতো এ পরিকল্পনাতেও গুরু শিল্পের বিকাশে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়। শিল্পের সাধারণ মোট উৎপাদন পাঁচ বছরের শেষে যুদ্ধপূর্ব মাত্রাকে শতকরা ৪৮ ভাগ ছাড়িয়ে যাবে বলে ধরা হয়। বেশ গুরুত্ব দেওয়া হয় কৃষি, ভোগ্যবস্তু শিল্পের উন্নতি এবং পরিবহণ, যোগাযোগ ও অর্থনীতির অন্যান্য শাখার পুনর্বাসন ও অধিকতর বিকাশের দিকে।

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণ করতে শুরু করে সোভিয়েত জনগণ। পরিকল্পিত লক্ষ্যে পৌঁছবার জন্য দেখা দিল দেশব্যাপী সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা। বহু গুণী, আগুয়ান লোকের সৃষ্টি করে শ্রমিক শ্রেণী, গড়ে তোলে সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের নব নব পদ্ধতির উদ্ভাবকদের। টার্নার বিকভ ও বর্ত্‌কেভিচ ধাতুকাটার দ্রুতগতি পদ্ধতি প্রবর্তনের জন্য আন্দোলন শুরু করেন। করাবেলনিকভা ও কুজনেৎসভ মালমশলা বাঁচিয়ে লক্ষ্যাঙ্ক ছাপিয়ে উৎপাদনের আন্দোলন চালু করেন। ক্রাস্‌নখল্‌ম ওস্টেড মিলের ফোরম্যান চুৎকিখ্‌ শুরু করেন শুধু সেরা মাল তৈরি করার আন্দোলন। সমস্ত উদ্ভাবন গভীরভাবে বিচার করে ব্যাপকভাবে তা কাজে লাগাবার আন্দোলনের প্রবর্তন করেন ইঞ্জিনিয়র কভালিওভ। সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের অগ্রণীদের এই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনে যোগ দেয় লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, কর্মী, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন ও যৌথখামারী।

কৃষির লক্ষ্যাঙ্ক পূরণ ছিল অতীব দুরূহ। খামারগুলিকে প্রচণ্ড রকমের ধ্বংস সইতে হয় যুদ্ধে। আবাদের আয়তন হ্রাস পায়, চাষ হয় নিয়মিত গড়ের চেয়ে কম, ফলন ছিল নিচু, যন্ত্রপাতি যুদ্ধ পূর্বের তুলনায় অল্প। ১৯৪৬ সালে অতি গুরুতর এক অনাবৃষ্টিতে ভোগে দেশ, গুরুত্বপূর্ণ খামারী জেলাগুলির অধিকাংশই তাতে পড়ে। অনাবৃষ্টি পীড়িত এলাকার পরিমাণ ছিল ১৯২১ সালের চেয়ে বেশি, এবং প্রায় ১৮৯১ সালের মতো। যৌথখামারগুলিকে পুনর্গঠিত করার পক্ষে শুধু যুদ্ধক্ষতি ও অনাবৃষ্টি জনিত বাধাবন্ধই ছিল না। কতকগুলি জেলায় "কৃষিসমবায়ের আদর্শ নিয়মাবলী"র নীতিগুলিকে গুরুতরভাবে লঙ্ঘন করা হয় এবং তাতে

যৌথখামার ব্যবস্থার ভিত্তিটাতেই ফাটল ধরছিল। এ অনাচারের মধ্যে পড়ে যৌথখামারগুলির সম্পত্তি ও ভূমির অপব্যবহার, যে কাজ হল তার অযথার্থ রেকর্ড এবং খামারের ব্যবস্থাপনায় গণতন্ত্রের নীতি লঙ্ঘন। যৌথখামার ব্যবস্থা উন্নত ও জোরদার করে কৃষিতে অগ্রগতি ঘটাবার জন্য ব্যবস্থা অবলম্বন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার। যৌথখামার ব্যবস্থাপনায় পার্টি লাইনের বিকৃতি প্রতিবিধানের উদ্দেশ্যে ১৯৪৬ সালের ১৯শে সেপ্টেম্বর গৃহীত হয় "যৌথখামারগুলিতে কৃষিসমবায়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন বন্ধ করার ব্যবস্থা"। ১৯৪৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি "যুদ্ধোত্তর পর্বে কৃষি প্রগতি নিশ্চিত করার জন্য ব্যবস্থা" গ্রহণ করে। ১৯৫০ সালে ছোটো ছোটো যৌথখামারগুলির অর্থনীতি ও ব্যবস্থাপনা উন্নত করার জন্য তাদের কিছু কিছুকে একত্র করা হয়।

যুদ্ধোত্তর পর্বে জাতীয় অর্থনীতির পুনরুদ্ধার ও বিকাশের সঙ্গে সোভিয়েত জনগণের জীবনযাত্রা ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি ঘটে; বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হল ১৯৪৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বরে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও মন্ত্রিপরিষদের আদেশে মুদ্রা সংস্কার এবং খাদ্য ও ভোগ্যদ্রব্যের জন্য রেশন কার্ডের বিলোপ।

শিল্পে চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণ হয় নির্ধারিত সময়ের আগেই—চার বছর তিন মাসে এবং শিল্পোৎপাদনে ১৯৪০ সালের মাত্রায় পৌঁছন যায় আড়াই বছরেই ১৯৪৮



লেনিন সমাধিমন্দির, রেড স্কোয়ার, মস্কো।

সালেই। ১৯৫০ সালের শিল্পোৎপাদন লক্ষ্য ছাপিয়ে যায় শতকরা ১৭ ভাগ এবং সেই বছরেই শিল্পোৎপাদন পরিকল্পনা অনুসারে ১৯৪০ সালের তুলনায় শতকরা ৪৮ ভাগ বেশি হবার বদলে দাঁড়ায় শতকরা ৭৩ ভাগ বেশি। এ পর্বে নিয়োজিত পুঁজির পরিমাণ ৩৪,৮৭০ কোটি রুবল (১৯৫৫ সালের মূল্য হিসাবে)। ৬,০০০টির বেশি শিল্পোদ্যোগ (ক্ষুদ্র উদ্যোগগুলির কথা না ধরে) পুনর্গঠিত বা নতুন তৈরি হয়ে উৎপাদন শুরু করে এবং শ্রমিক কর্মচারীদের সংখ্যা দাঁড়ায় ১৯৫০ সালে ৩,৮৯,০০,০০০ অর্থাৎ ১৯৪০ সালের চেয়ে ৭৭,০০,০০০ জন বেশি। কষ্টসাধ্য গতর-খাটা কাজগুলোতে যন্ত্রায়ন মাত্রা ছিল যুদ্ধ পূর্বের চেয়ে বেশি আর ১৯৫০ সালে শিল্পে শ্রমোৎপাদিকা ছিল ১৯৪০ সালের চেয়ে শতকরা ৪৫ ভাগ উঁচু।

প্রভূত বাধাবিঘ্ন সত্ত্বেও কিছু সাফল্য অর্জিত হল কৃষিতে। ১৯৪৬-৫০ সাল পর্বে খামারগুলিতে সরবরাহ করা হয় ৫,৩৬,০০০ ট্র্যাকটর (১৫ অশ্বশক্তির ইউনিট হিসাবে) ও ৯৩,০০০ হার্ভেস্টার কম্বাইন. খামারগুলির বিদ্যুতীকরণ প্রসারিত করার জন্য বেশ কাজ হয়। যৌথখামারগুলির সংগঠন ও অর্থনীতি জোরদার করার জন্যও অনেক কাজ চলে। এর ফলে শস্যদানা ও শিল্পশস্যের আবাদক্ষেত্র অনেক বেড়ে যায় এবং বাড়ে গবাদি পশুর সংখ্যা। কিন্তু জাতীয় অর্থনীতির এই অতি গুরুত্বপূর্ণ শাখায় তখনো সমাধানের অপেক্ষায় ছিল জরুরী অনেক সমস্যা।

১৯৪১ সালে ফাসিস্ট জার্মানির সোভিয়েত ভূমি আক্রমণে দেশের শিল্প, বিজ্ঞান. সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ ব্যাহত হয়। যুদ্ধোত্তর পর্বের স্বল্প সময়েই কিন্তু এসব ক্ষেত্রে উচ্চতর পর্যায়ে পৌঁছতে পারে সোভিয়েত জনগণ।

সাধারণ, টেকনিকাল ও অন্যান্য ধরনের মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা অনেক বাড়ে — চতুর্থ পাঁচসালায় এ সংখ্যা আরো ৮২,৩৪,০০০ জন বেড়ে পৌঁছয় ৩ কোটি ৬০ লক্ষে। ১৯৫০-৫১ সালে উচ্চশিক্ষায়তনের ছাত্র সংখ্যা ছিল ১২,৪৭,৪০০ (১৯৪০-৪১ সালে ৮,১১,৭০০ জন)। বৈজ্ঞানিক কর্মীদের সংখ্যা ১৯৪০ সালে ৯৮,৩০০ থেকে ১৯৫০ সালে ১,৬২,৫০০-এ ওঠে।

যুদ্ধের ঠিক পরেই ব্যাপক আকারে শুরু হয় গৃহনির্মাণ। ১৯৫০ সাল নাগাদ পুনর্গঠিত ও নবনির্মিত গৃহের মোট বাসক্ষেত্র দাঁড়ায় ১০,২৮,০০,০০০ বর্গ মিটার। একই কালে পুনর্গঠিত ও নবনির্মিত গ্রাম্য গৃহের সংখ্যা ২৭,০০,০০০।

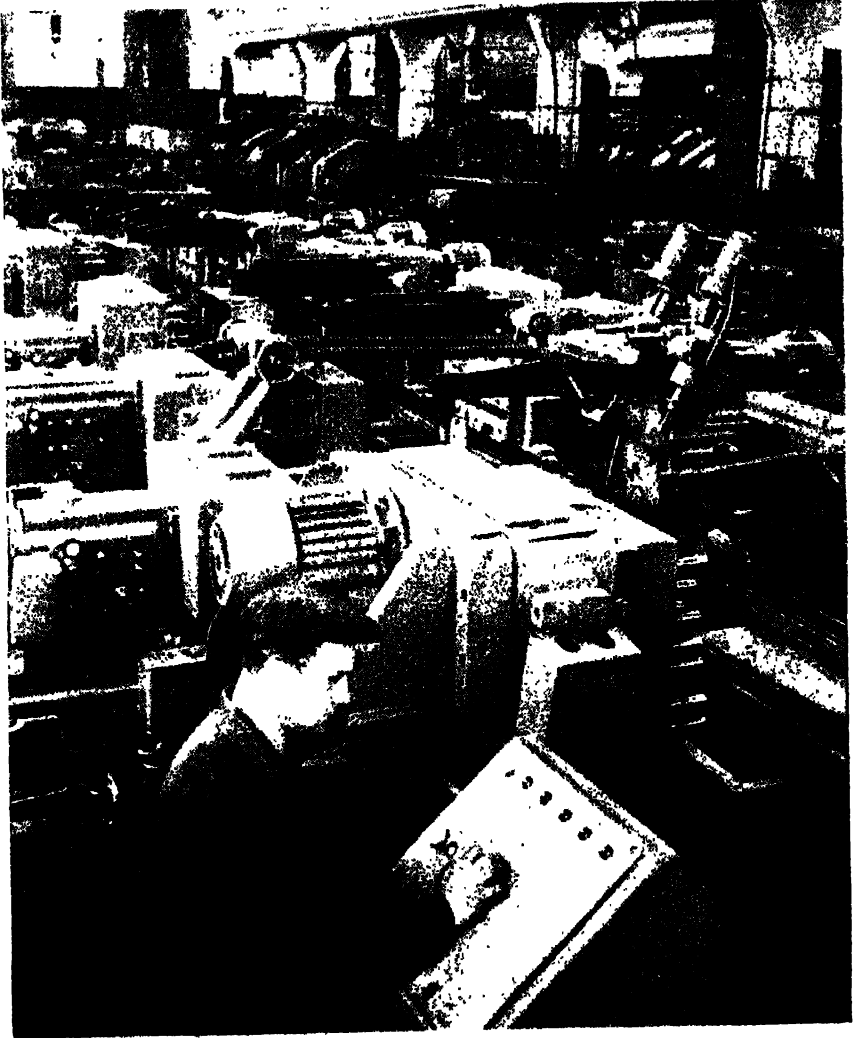
১৯৫০ সালে জাতীয় আয় ১৯৪০'এর চেয়ে শতকরা ৬৪ ভাগ বেশি ছিল (তুলনীয় মূল্যমানে), যদিও পরিকল্পনায় ধরা হয় শতকরা ৩৮ ভাগ, এবং শ্রমিক, কর্মচারী ও কৃষকদের মোট আয় দাঁড়ায় ১৯৪০'এর চেয়ে শতকরা ৬২ ভাগ বেশি (তুলনীয় মূল্যমানে)। এ পাঁচ বছরে জনকল্যাণ ও সাংস্কৃতিক কাজে রাষ্ট্রীয় খরচা দাঁড়ায় ৫২,৪৫০ কোটি রুবল।



মস্কো রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়।

১৯৫২ সালের অক্টোবরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ১৯শ কংগ্রেসে দেশের রাজনৈতিক অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের খতিয়ান হয়। কংগ্রেসে "বলশেভিক" শব্দটি বাদ দিয়ে পার্টির নাম বদলাবার সিদ্ধান্ত হয়: "কমিউনিস্ট" ও "বলশেভিক" এই দুটি নামই এতদিন পর্যন্ত ব্যবহৃত হয়ে আসছিল মেনশেভিকদের সঙ্গে তফাৎ বোঝাবার জন্য। কিন্তু সোভিয়েত দেশে মেনশেভিক পার্টি দীর্ঘ দিন বিলুপ্ত হওয়ায় কমিউনিস্ট পার্টির দুইটি নামের তাৎপর্য আর ছিল না। কমিউনিস্ট পার্টি নামেই পার্টি কর্মসূচির মার্ক্সীয় মর্মবস্তু সেরা প্রকাশ পাচ্ছে, সুতরাং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) এই নাম পরিবর্তিত হল সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি রূপে। কংগ্রেসে গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন নিয়মাবলী।

কমিউনিস্ট পার্টির ১৯শ কংগ্রেসে দেখানো হল যে কমিউনিস্ট পার্টি ও সারা সোভিয়েত জনগণের প্রধান লক্ষ্য হল সমাজতন্ত্র থেকে কমিউনিজমে ক্রমান্বিত রূপান্তরের মাধ্যমে কমিউনিস্ট সমাজের গঠন, ক্রমোন্নত জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের উন্নতি, সোভিয়েত সমাজের সকল সদস্যের মনে সকল দেশের মেহনতী লোকেদের প্রতি আন্তর্জাতিকতা ও সৌভ্রাত্রের প্রেরণা সঞ্চারিত করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতিরক্ষা সামর্থ্য যথাসাধ্য বাড়ানো।



ইঞ্জিনের পার্টস পালিশ করার মতো বারোটি করে মেশিনটুল সহ স্বয়ংক্রিয় লাইন।

এই সব প্রধান লক্ষ্যকে আরো নির্দিষ্ট রূপ দান করা হয় ১৯শ কংগ্রেসে গৃহীত ১৯৫১-৫৫ সালের অর্থনৈতিক উন্নয়নের পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশাবলীতে। এতে শিল্পোৎপাদনের মোট বৃদ্ধি ধরা হয় প্রায় শতকরা ৭০ ভাগ, ফলে ১৯৫৫ সাল নাগাদ মোট শিল্পোৎপাদন দাঁড়ানোর কথা ছিল ১৯৪০ সালের তিনগুণ। এবারেও পরিকল্পনায় অগ্রাধিকার দেওয়া হয় গুরু শিল্পের উন্নয়নে ও দেশের অধিকতর বিদ্যুতীকরণে। পরিকল্পনা হল বিদ্যুত কেন্দ্রগুলির মোট চালু ক্ষমতা প্রায় দ্বিগুণ করা হবে, জল বিদ্যুতকেন্দ্রগুলির ক্ষমতা করা হবে তিনগুণ আর মোট বিদ্যুত উৎপাদন বাড়বে শতকরা ৮০ ভাগ। ৭১১টি বিদ্যুতকেন্দ্রের নির্মাণ ও সম্প্রসারণের পরিকল্পনা হয়। অর্থনীতির ওপর প্রভূত প্রভাব পড়ে কুইবিশেভ ও ভলগোগ্রাদ এলাকার দুটি বৃহৎ জল বিদ্যুতকেন্দ্র নির্মাণে এবং কাখভকা, নভসিবিস্ক ও ইর্কুৎস্ক জল বিদ্যুতকেন্দ্রগুলিতে কাজ শুরু করায়।

কৃষি ক্ষেত্রে প্রধান লক্ষ্য ছিল: সমস্ত শস্যের ফলন বাড়ানো, গবাদি পশুর সংখ্যাবৃদ্ধি ও তাদের উৎপাদনশীলতা বাড়ানো। সোভিয়েত জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের অতি প্রভূত উন্নতির কথা থাকে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনায়।

১৯৫৩ সালের ৫ই মার্চ, ঊনবিংশ কংগ্রেসের কিছু পরেই গুরুতর পীড়ার পর সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সাধারণ সম্পাদক স্তালিনের মৃত্যু হয়।

কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি নির্বাচিত হন খ্রুশ্চভ ১৯৫৩ সালে।

পার্টি ও তার লেনিনবাদী কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে নতুন পাঁচসালা পরিকল্পনা হাসিল করতে সফল হয় সোভিয়েত জনগণ। ১৯৫২ সালের ৩১শে মে লেনিন ভলগা-দন জাহাজগামী ক্যানেল উন্মুক্ত হয়। ১০১ কিলোমিটার দীর্ঘ এই জলপথে সম্পূর্ণ হল পাঁচটি সাগরের সংযোগ — শ্বেত, বল্টিক, কাস্পিয়ান, কৃষ্ণ ও আজভ সাগর। এর ফলে পাওয়া গেল একটি একক আভ্যন্তরীণ জলপরিবহণ ব্যবস্থা, যাতে মস্কো-ভলগা ক্যানেল মারফত দেশের কেন্দ্র — মস্কো সংযুক্ত হল দেশের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলির সঙ্গে। ১৯৫৪ সালের ২৭শে জুন খোলা হল দুনিয়ার প্রথম ৫,০০০ কিলোওয়াট ক্ষমতার পরমাণবিক শক্তিকেন্দ্র — সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞানের প্রস্ফুরণের সাক্ষ্য। শান্তির কাজে পরমাণু শক্তিকে ব্যবহারের একটি সত্যকার পদক্ষেপ এটি।

বিজ্ঞানের সবকিছু সাফল্য নিযুক্ত হয় কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের সেবায়। গণিত, বলবিদ্যা, পদার্থবিদ্যা, রসায়ন ও ইলেক্ট্রনিকসের ক্ষেত্রে সোভিয়েত বৈজ্ঞানিকদের বিশিষ্ট সাফল্য থেকে ধাতুবিদ্যা, ইঞ্জিনিয়রিং, তেজবিদ্যা, রেডিও ইঞ্জিনিয়রিং, স্বয়ংক্রিয়তা, দূর বলবিদ্যার মৌলিক সব সমস্যা সমাধানের ভিত্তি মেলে। সোভিয়েত

জনগণের উদ্যোগ ও সৃজনী প্রচেষ্টায় অর্থনীতির সবকটি ক্ষেত্রে প্রবর্তিত হয় সর্বাধুনিক যন্ত্রপাতি ও অধিকতর শ্রমোৎপাদিকার টেকনলজিকাল প্রক্রিয়া। ১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জুলাই পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে শিল্পের অধিকতর বিকাশ, টেকনিকাল প্রগতি ও উন্নততর উৎপাদন সংগঠনের সমস্যা বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা পূরণের কালে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার বিশেষ করে দৃষ্টি দেয় কৃষির প্রতি — অর্থনীতির এ শাখাটি পেছিয়ে থাকছিল; এ ক্ষেত্রে সবিশেষ প্রগতি নিশ্চিত করার জন্য কতকগুলি নির্দিষ্ট ব্যবস্থা রচনা ও কার্যকরী করে তারা। "সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির অধিকতর উন্নতির জন্য ব্যবস্থা সম্পর্কে" ১৯৫৩ সালের সেপ্টেম্বরে কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে খ্রুশ্চভের রিপোর্টের পর গৃহীত সিদ্ধান্ত, "শস্য চাষের অধিকতর বৃদ্ধি এবং অনাবাদী ও পতিত জমি চাষ বিষয়ে" ১৯৫৪ সালের ফেব্রুয়ারি ও মার্চ পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্ত এবং সরকার ও পার্টির অন্যান্য একাধিক সিদ্ধান্তে কৃষির সর্বক্ষেত্রে বিকাশের একটি ব্যাপক কর্মসূচি গড়ে ওঠে, তাতে চাষের সব শাখার বনিয়াদ রূপে অগ্রাধিকার দেওয়া হয় শস্য উৎপাদনের ওপর। ১৯৫৪ সাল থেকে ১৯৫৬ সালের মধ্যে ভলগাঞ্চল, উরাল, সাইবেরিয়া, কাজাখস্তান ও উত্তর ককেশাসের অংশ এবং অন্যান্য অঞ্চলে ২ কোটি ৮০ লক্ষ থেকে ৩ কোটি হেক্টর অনাবাদী ও পতিত জমি হাসিল করে শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির দায়িত্ব এল সোভিয়েত জনগণের সামনে। ১৯৫৪ ও ১৯৫৫ সালে এ সব অঞ্চলে সংগঠিত হয় মোট



পূর্ব কাজাখস্তানে আবাদ।

৪২৫টি রাষ্ট্রীয় খামার, আধুনিক যন্ত্রপাতিতে তারা সজ্জিত। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির আহ্বানে সাড়া দেয় সাড়ে তিন লক্ষের বেশি লোক — অনেকেই তাদের কৃষিবিশেষজ্ঞ, স্বেচ্ছাসেবক হিসাবে তারা যায় নতুন জমির এলাকায়। শস্যোৎপাদন বাড়াবার সঙ্গে সঙ্গে পশুপালন উন্নত করার জন্যও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়।

পার্টি ও সরকার যেসব পন্থা নেয় তার মধ্যে ছিল উৎপাদন বৃদ্ধিতে যৌথখামার ও খামারীদের উৎসাহ জোগাবার মতো সব ব্যবস্থা, খামারগুলির সভাপতিদের মান উন্নত করা, খামারে কৃষিবিদ, পশুপালনবিদ, ইঞ্জিনিয়র, টেকনিশিয়ন ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞদের আরো বেশি করে টেনে আনা এবং নতুন কর্মসূচী কার্যকরী করার জন্য স্থানীয় পার্টি সংগঠন ও সোভিয়েত সংস্থাগুলিকে ঢেলে সাজার ব্যবস্থা। কৃষিতে রাষ্ট্রীয় লগ্নির পরিমাণ বাড়ানো হল, বাধ্যতামূলক বিক্রয় ও অতিরিক্ত বিক্রয়ের ক্ষেত্রে উচ্চতর দাম ধরল রাষ্ট্র এবং যৌথখামারীদের বাধ্যতামূলক বিক্রয়ের কোটা কমিয়ে দিল; মেশিন-ট্র্যাক্টর স্টেশনগুলির জন্য সামগ্রী হিসাবে যে পাওনা দিতে হত যৌথখামারগুলিকে, তার হার ধার্য করে দিল সরকার এবং হ্রাস করা হল যৌথখামারীদের কৃষি-ট্যাক্স। অবসান করা হল পরিকল্পনার অত্যধিক কেন্দ্রীকরণ, এতে যৌথখামার ও খামারীদের উদ্যোগ আবদ্ধ হয়ে স্বাধীন কার্যকলাপ সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ছিল। যৌথখামারী ও স্থানীয় কৃষি সংস্থাগুলি খামার চাষের পরিকল্পনায় সরাসরি যোগ দিতে লাগল, তাতে করে বিভিন্ন জেলা ও বিভিন্ন খামারের বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থান, মৃত্তিকা ও অন্যান্য পরিস্থিতিকে আরো ভালো করে কাজে লাগাতে পারল।

পার্টি ও সমগ্র জনগণের সৃজনধর্মী স্বাধীন কাজের ফলে পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনার মোট শিল্পোৎপাদন মেয়াদের আগেই পূরণ হয়।

শান্তিপূর্ণ সৃজন-শ্রমে নিযুক্ত সোভিয়েত জনগণ স্থায়ী শান্তি ও নিরাপত্তা রক্ষায় একান্ত আগ্রহী। সোভিয়েত ইউনিয়নের চিরাচরিত শান্তিকামী নীতি সমাজের সমাজতান্ত্রিক প্রকৃতির মধ্যেই নিহিত, এখানে এমন কোনো শ্রেণী বা সামাজিক সম্প্রদায় নেই যারা যুদ্ধে বা অন্য দেশের শোষণ, স্বাধীনতা হরণ বা লুণ্ঠনে আসক্ত। শান্তির কর্মনীতি অনুসরণে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকার এই লেনিনীয় তত্ত্ব থেকে অগ্রসর হয় যে সমাজতান্ত্রিক ও পুঁজিবাদী এই দুই ব্যবস্থার সহাবস্থান ও শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা সম্ভব। সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির সাধারণ লাইন চিরকালই এবং এখনো হল বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতি।

যুদ্ধোত্তর প্রথম কয়েকটি বছর (১৯৪৫-৪৮) সোভিয়েত ইউনিয়ন জনগণতন্ত্রগুলির সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং পারস্পরিক সাহায্য, বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার চুক্তি সম্পাদন করে। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার দেশগুলির মধ্যে গড়ে উঠেছে ইতিহাসে অভূতপূর্ব নতুন ধরনের

এক আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। তার ভিত্তি হল সমাজতান্ত্রিক স্বার্থের ঐক্য, মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী মতাদর্শ, পরিপূর্ণ সমানাধিকার ও জাতীয় সার্বভৌমত্বকে সম্মান-নীতির সুসঙ্গত প্রয়োগ এবং অতি ব্যাপক আকারে পারস্পারিক সাহায্য। সমাজতান্ত্রিক দুনিয়ার জনগণ প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার মহান নীতি দিয়ে বাঁধা।

এ পর্ব ধরে সারা বিশ্বে শান্তি ও নিরাপত্তা জোরদার করার কর্মনীতি চালিয়ে সোভিয়েত সরকার এই কথা ধরে নিয়ে এগোয় যে বিশ্বব্যাপারে এমন কোনো বিতর্কমূলক সমস্যা নেই যা আলাপ আলোচনায় সমাধান করা যায় না। বিশ্ব সম্পর্কে উত্তেজনা প্রশমনের জন্য নিয়মিত সংগ্রাম চালায় সোভিয়েত সরকার।

সোভিয়েত বাজেটের চার পঞ্চমাংশের বেশি ব্যয় হয় অর্থনীতি ও সংস্কৃতি বিকাশের খাতে, অর্থাৎ শান্তিপূর্ণ উদ্দেশ্যে। ১৯৫১ সালের ১২ই মার্চ সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত শান্তি রক্ষার একটি আইন গ্রহণ করে যুদ্ধ প্রচারকে মানবতার বিরুদ্ধে অপরাধ বলে ঘোষণা করে।

সার্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত কর্মনীতি অনুসৃত হয়েছে নিয়মিতভাবে; ১৯৫৫ সালে সশস্ত্র বাহিনী থেকে ৬,৪০,০০০ জন লোক হ্রাস করা হয় এবং ১৯৫৬ সালের জুনে হ্রাস করা হয় আরো ১২,০০,০০০ জন লোক।

জাতিসমূহের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো কার্যকরী একটা সংস্থায় জাতিসংঘকে পরিণত করার জন্য সক্রিয় সংগ্রাম চালায় সোভিয়েত সরকার। নিরস্ত্রীকরণ, অস্ত্র ও সৈন্যবাহিনী হ্রাস ও গণসংহারী অস্ত্র নিষিদ্ধকরণ, পরমাণবিক বোমার পরীক্ষা বন্ধ, পরদেশে সামরিক ঘাঁটি বিলোপ, সামরিক জোটগঠন নাকচ ও ইউরোপে যৌথ নিরাপত্তার একটি নির্ভরযোগ্য ব্যবস্থা গঠনের জন্য জাতিসঙ্ঘে প্রায়ই গঠনমূলক প্রস্তাব পেশ করেছেন সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিনিধিরা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের পররাষ্ট্র নীতির সমর্থন করে সমস্ত শান্তিকামী জাতিই। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর শান্তির জন্য একটি প্রবল গণতান্ত্রিক বিশ্ব আন্দোলন গড়ে ওঠে, অগ্রবাহিনী হিসাবে তার সামনে থাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের নেতৃত্বে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলি। এদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্সের শাসকচক্রগুলি "ঠান্ডা লড়াইয়ের" এবং "শক্তির অবস্থান" বজায় রাখার কর্মনীতি অনুসরণ করে স্থাপন করেছে উত্তর আটলান্টিক চুক্তিসংগঠন (নাটো)। এই কর্মনীতিরই অনুসরণ করে জার্মান সমরবাদীদের স্থাপন করা হয়েছে এই জোটের প্রধান শক্তিরূপে। নাটো এবং অন্যান্য আক্রমণকারী সামরিক জোট সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের বিরুদ্ধে উদ্যত।

১৯৫৫ সালের মে মাসে ইউরোপের শান্তি ও নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করার প্রশ্নে একটি সম্মেলন হয় ওয়ারশতে, তাতে প্রতিনিধি ছিল সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউরোপীয় জনগণতান্ত্রিক দেশগুলি (পরিদর্শক উপস্থিত থাকেন চীন জন-প্রজাতন্ত্র থেকে)।

সম্মেলনের অংশীদাররা বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের একটি চুক্তি সম্পাদন করেন। এদের যে কোনো দেশের ওপর সশস্ত্র আক্রমণ হলে চুক্তিতে স্বাক্ষরকারীরা তাকে সশস্ত্র শক্তি প্রয়োগ সমেত সর্ববিধ সাহায্যদানে প্রতিশ্রুত রইল। ওয়ারশ চুক্তি হল ইউরোপে স্থায়িত্বের একটি করণিকা এবং সারা-ইউরোপীয় নিরাপত্তা সংগঠনের দিকে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। সমাজব্যবস্থা নির্বিশেষে তা অন্যান্য রাষ্ট্রের যোগদানের জন্য উন্মুক্ত। শান্তির অবিচল সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশ শান্তি ও গণতন্ত্রের বিশ্বশিবির বিশ্বউত্তেজনা প্রশমনে গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য লাভ করেছে। কোরিয়ায় যুদ্ধবিরতি চুক্তি, ইন্দোচীনে লড়াই বন্ধ -- শান্তি ও গণতন্ত্রের শক্তিগুলির পক্ষে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ বিজয়। পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরস্পর সম্পর্কের তাৎপর্যপূর্ণ প্রসার ঘটে।

১৯৫৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন ও ফ্রান্স এই চার রাষ্ট্র-প্রধানের জেনেভা সম্মেলন হয়। সেই বছরেরই এপ্রিল মাসে আন্তর্জাতিক সম্মেলন হয় বান্দুংএ, যাতে যোগ দেয় এশিয়া ও আফ্রিকার ২৯টি দেশ। সম্মেলনের ভিত্তি ছিল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের বিখ্যাত "পঞ্চনীতি" ("পঞ্চশীল")। সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্য বহু দেশ এ নীতিগুলিকে সমর্থন করে। প্রতিষ্ঠিত হয় একটি প্রসারিত "শান্তি মণ্ডল" — তাতে রইল ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার সমাজতান্ত্রিক ও অ-সমাজতান্ত্রিক উভয় প্রকারেরই শান্তিকামী দেশগুলি।

১৯৫৫ সালের মে জুন মাসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে যুগোস্লাভিয়ার সম্পর্ক স্বাভাবিক করা হয়। ১৫ই মে সম্পাদিত হয় অস্ট্রিয়ার সঙ্গে একটি রাষ্ট্রীয় চুক্তি এবং সেপ্টেম্বরে স্থাপিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে কূটনৈতিক সম্পর্ক। সেপ্টেম্বরে ফিনল্যান্ডের সঙ্গে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তির (১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিল স্বাক্ষরিত) মেয়াদও বাড়ানো হয় ২০ বছরের জন্য।

সোভিয়েত সরকারের উদ্যোগে পার্লামেণ্টী প্রতিনিধিদলের আদানপ্রদান ও বিভিন্ন জাতির রাষ্ট্রনায়কদের মধ্যে ব্যক্তিগত যোগাযোগ স্থাপনের চল হয় ব্যাপকভাবে। ১৯৫৫ সালে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরু সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর করে। তারপরে সোভিয়েত সরকারী একটি প্রতিনিধিদল যান ভারতে, ব্রহ্ম এবং আফগানিস্তানও তাঁরা সফর করেন। ১৯৫৫ সালের ১৩ই ডিসেম্বর প্রকাশিত হয় সোভিয়েত-ভারত যুক্ত কমিউনিকে; ৬ই ডিসেম্বর সোভিয়েত-ব্রহ্ম যুক্ত কমিউনিকে এবং ১৮ই ডিসেম্বর সোভিয়েত-আফগান যুক্ত কমিউনিকে। সোভিয়েত জনগণের সঙ্গে ভারত, ব্রহ্ম, আফগানিস্তানের জনগণের বন্ধুত্ব গড়া ও শক্তিশালী করার দিক থেকে এ সব কমিউনিকে গুরুত্বপূর্ণ।

## সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস ও তার ঐতিহাসিক সিদ্ধান্ত (১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি)

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেস হল সোভিয়েত ইউনিয়নের পরাক্রম বৃদ্ধি, কমিউনিজমের নির্মাণ ও বিশ্বশান্তির জন্য কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি খ্রুশ্চভ পেশ করেন সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, এ রিপোর্ট শোনে ও আলোচনা করে কংগ্রেস। কংগ্রেসের গোটা কার্যকলাপ হল মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের গঠনমূলক বিকাশের এক নিদর্শন। রিপোর্টে বিকশিত করা হয় দুই বিশ্ব সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান, বর্তমান কালে যুদ্ধ নিরোধের সম্ভাবনা, বিভিন্ন দেশে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণের রূপ বিষয়ে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্ব; শান্তি ও সামাজিক প্রগতির সংগ্রামে তার তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক গুরুত্ব প্রচণ্ড।

স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজা ও তার ফলাফলের প্রশ্ন নিয়েও গুরুত্বপূর্ণ কাজ করে কমিউনিস্ট পার্টির এ কংগ্রেস।

স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজার আমলে যেসব ভুলভ্রান্তি হয় তা অকপটে ও সৎসাহসে উদ্ঘাটিত করে কংগ্রেস। মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মর্ম-বিরোধী ও সমাজতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার প্রকৃতিবিরুদ্ধ এই ব্যক্তিত্ব পূজায় রাষ্ট্রীয় ও পার্টি জীবনে গুরুতর কুফল দেখা দেয়, ব্যাহত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিজম অভিমুখে যাত্রা।

"ব্যক্তিত্ব পূজা ও তার ফলাফল কাটিয়ে ওঠা প্রসঙ্গে" ১৯৫৬ সালের ৩০শে জুন প্রকাশিত কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তে আছে কী কী কারণে স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজার অস্তিত্ব সম্ভব হয়েছিল তার বিশ্লেষণ।

পার্টি ও রাষ্ট্রের কাজে স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজার কুফল কাটিয়ে উঠে পার্টি ও সোভিয়েত গণতন্ত্র এবং সমাজতান্ত্রিক বৈধতাকে আরো শক্তিশালী করা হয়; পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় যৌথ নেতৃত্বের লেনিনীয় নীতি। সোভিয়েত সমাজের সামাজিক ও রাজনৈতিক জীবন বিপুলভাবে পালটায় এতে।

পার্টি স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজার সমালোচনা করে বটে কিন্তু যারা এ সমালোচনাকে সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কমিউনিস্ট পার্টির ওপর আক্রমণের হাতিয়ারে পরিণত করতে চায় তাদের চূড়ান্ত জবাব দেয় পার্টি। স্তালিনের ব্যক্তিত্ব পূজার কুফল নির্মূল করার সঙ্গে সঙ্গে যারা ব্যক্তিত্ব পূজা সমালোচনার আড়ালে স্তালিন যখন কেন্দ্রীয় কমিটির নেতৃত্বে ছিলেন সে সময়কার কমিউনিস্ট পার্টির সমগ্র ঐতিহাসিক কার্যকলাপকেই বিকৃত করতে চায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই চালায় পার্টি। ব্যক্তিত্ব পূজা সোভিয়েত সমাজের সফল বিকাশ রোধ করতে, সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রকৃতি বদলে দিতে পারে না। সোভিয়েত

জনগণের স্বাধীন শ্রম, কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক কাজের ফলে কমিউনিজম নির্মাণে বিশ্ব-ঐতিহাসিক সাফল্য ঘটে। মানবজাতি পায় জলজ্যান্ত একটা সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা এবং সমাজতন্ত্র গঠনের পরীক্ষোত্তীর্ণ বিজ্ঞান।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি এবং সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতা এবং গোটা দুনিয়ার কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের সাফল্য ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে গঠনমূলকভাবে গড়ে-তোলা মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের প্রধান প্রধান বক্তব্য অনুসারে এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণ এবং অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার বিচার করে একটি নতুন কর্মসূচি রচনার নির্দেশ বিংশতিতম কংগ্রেস দেয় কেন্দ্রীয় কমিটিকে।

সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণকার্যের ফলাফলের খতিয়ান দেয় বিংশতি কংগ্রেস এবং সোভিয়েত সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থাকে আরো শক্তিশালী ও বিকশিত করার এক বিরাট কর্মসূচি, ঐতিহাসিক বিকাশের নতুন পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট নির্মাণের এক কর্মসূচি নিরূপণ করে। বিংশতিতম কংগ্রেস সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বনিয়াদী অর্থনৈতিক কর্তব্য সাধনের জন্য অবিচল সংগ্রামের নির্দেশ দেয় — অধিবাসীদের মাথাপিছু উৎপাদনে সবচেয়ে অগ্রসর পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যেতে হবে। ১৯৫৬-৬০ সালের ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনার নির্দেশাবলী গৃহীত হয় এই কংগ্রেসে।

২০তম কংগ্রেসে অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বিকাশের যে কর্মসূচি নিরূপিত হয় তাতে সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বশাখায় প্রভূত প্রগতি ঘটে।

সোভিয়েত কৃষির ইতিহাসে ১৯৫৬ সাল একটি রেকর্ড বছর। রাষ্ট্রের ভাণ্ডারে পৌঁছয় ৩৩০ কোটি পুদেরও বেশি (৫ কোটি ৩০ লক্ষ টনের বেশি) শস্য। সর্বোত্তম ফসলের বছরগুলিতে রাষ্ট্র যে পরিমাণ শস্য পেয়েছে পরিমাণটা তার চেয়েও ১০০ কোটি পুদ বেশি; রুশ ফেডারেটিভ প্রজাতন্ত্র দেয় ২০০ কোটি পুদের বেশি, কাজাখস্তান ১০০ কোটি পুদ। ৩ কোটি ৬০ লক্ষ হেক্টরের মতো নতুন জমি আবাদের চূড়ান্ত ভূমিকা ফুটে ওঠে।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২০তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পরিপূরণার্থে কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা নেয় সোভিয়েত জনগণের জীবনধারণের মান ও কর্মাবস্থার উন্নতির জন্য। ১৯৫৬ সালের মার্চ ও সেপ্টেম্বরের মধ্যে গৃহীত হয়: ১৯৫৬ সালের ৮ই মার্চ, শনিবার ও প্রতি ছুটির আগের দিন দুই ঘণ্টা কাজ কমাবার একটি সরকারী ডিক্রি; ২৬শে মার্চ আসন্ন-প্রসবাদের জন্য ছুটির পরিমাণ ৭৭ দিন থেকে বাড়িয়ে ১১২ দিন করার একটি ডিক্রি;

২৬শে মে, ১৬ থেকে ১৮ বছর বয়সী অপ্রাপ্তবয়স্কদের জন্য কাজের দিন ৬ ঘণ্টা ধার্য করা; ৬ই জুন, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের এক ডিক্রিতে মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চ ক্লাসগুলিতে, বিশেষ মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চ শিক্ষায়তনগুলিতে শিক্ষা-বেতন নাকচ করা হয়। ১৪ই জুলাই, ১৯৫৬, ৪র্থ বার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় পেনশনের যে আইন পাশ হয় তাতে শ্রমিক-কর্মচারীদের পেনশন অনেক বাড়ে। ৮ই সেপ্টেম্বর, অল্প বেতনের শ্রমিক কর্মচারীদের বেতন বাড়াবার সিদ্ধান্ত নেয় সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ, কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদ। সঙ্গে সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর গৃহীত ডিক্রিতে শ্রমিক ও কর্মচারীদের ট্যাক্সযোগ্য বেতনের সীমা কমিয়ে দেওয়া হয়। ১৯৫৬ সালের ৩১শে জুলাই সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ "সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহনির্মাণ বৃদ্ধি প্রসঙ্গে" একটি সিদ্ধান্ত নেয়, তাতে অদূরে ভবিষ্যতে গৃহের ঘাটতি পূরণের কর্তব্য রাখা হয়।

১৯৫৬ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের ছকে একটা বদল হয়। ১৬ই জুলাই সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের অনুরোধে এ প্রজাতন্ত্রটিকে কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পুনর্গঠিত করে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার আইন পাশ হয়। ১৯৫৬ সাল থেকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রগুলির সংখ্যা ১৫।

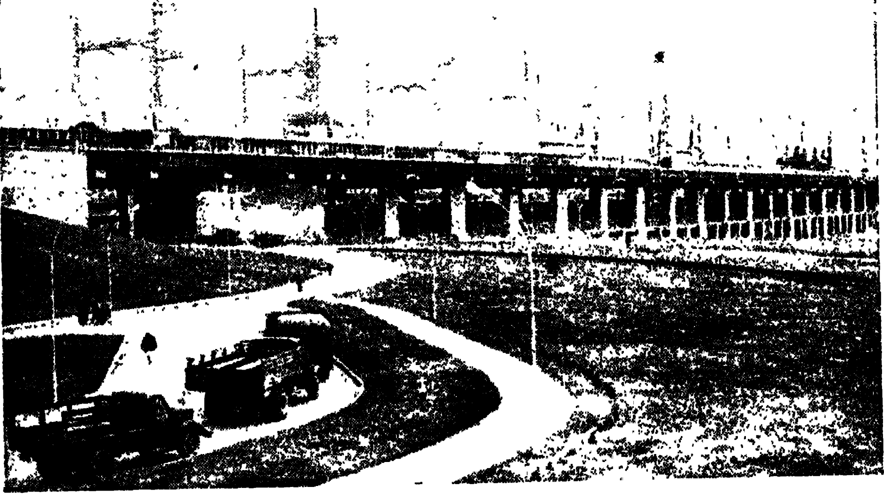
২০তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে সোভিয়েত রাষ্ট্র ব্যবস্থার দুর্জয় শক্তি ও পরাক্রমের পাকা ভিত্তি হিসাবে বিভিন্ন জাতির সমানাধিকার ও বন্ধুত্বের ওপর বিশেষ জোর দেওয়া হয়। সেই অনুসারে যুদ্ধকালে যারা অন্য এলাকায় স্থানান্তরিত হয় এমন কতকগুলি জাতির অধিকার পুনরুদ্ধার করা ও তাদের প্রতি অনুষ্ঠিত কয়েকটি অবিচারের প্রতিকারের জন্য কতকগুলি ব্যবস্থা নেয় কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত সরকার।

রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হয় চেচেনো-ইনগুশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র (১৯৫৭'র ফেব্রুয়ারি); গঠিত হয় কালমিক স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ (১৯৫৮ সালে এটি রূপান্তরিত হয় কালমিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে); কাবার্দা স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র পুনর্গঠিত হয় কাবার্দিনো-বালকারীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে এবং চের্কেস স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশ — কারাচাই-চের্কেস স্বায়ত্তশাসিত প্রদেশরূপে।

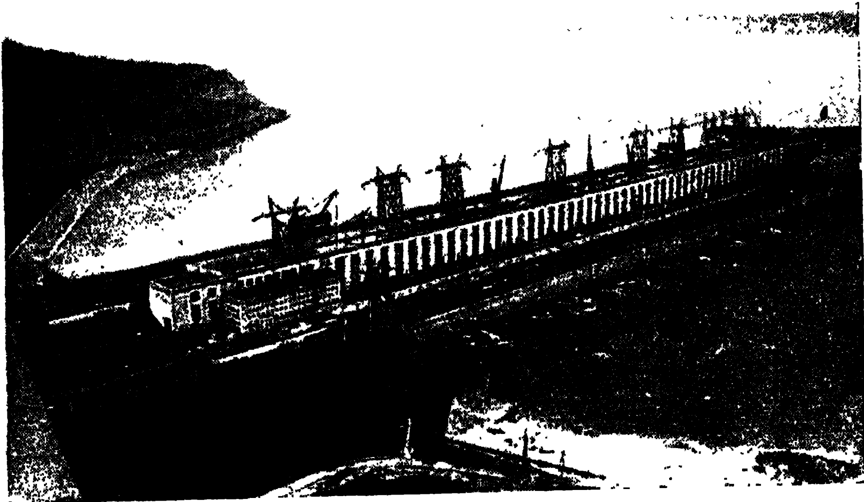
সমাজতান্ত্রিক উৎপাদনের সম্ভাবনা ও অন্তর্নিহিত শক্তির সার্থকতর ব্যবহার ও

অধিকতর বিকাশের জন্য ১৯৫৬ ও ১৯৫৭ সালে কমিউনিস্ট পার্টি অর্থনৈতিক প্রশাসন ও রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনার উন্নতি এবং শিল্প ও নির্মাণে উন্নততর পরিচালনার কতকগুলি ব্যবস্থা প্রণয়ন করে। ১৯৫৬ সালের ডিসেম্বরে ও ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে এই সব ব্যবস্থার আলোচনা করা হয়। কেন্দ্রীয় কমিটির চতুর্থবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সপ্তম পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তিতে অধিবেশন ১৯৫৭ সালের মে মাসে গ্রহণ করে "শিল্প ও নির্মাণে পরিচালনা সংগঠন আরো উন্নত করার প্রসঙ্গে" আইন। সর্বোচ্চ সোভিয়েতে এ প্রশ্ন আলোচনার আগে খ্রুশ্চভ প্রদত্ত একটি রিপোর্টের থিসিস আলোচনা করে গোটা দেশ, তাতে অংশ নেয় ৪,০০,০০,০০০'এর বেশি লোক। থিসিসে হাজির করা বহু জটিল সমস্যার আলোচনা সোভিয়েত জনগণ চালায় সক্রিয়ভাবে, কাজের লোকের মতো, এবং কয়েকটি নতুন মূল্যবান প্রস্তাব যোগ করে, যা সোভিয়েত রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সংস্থার পাশ করা আইনে অন্তর্ভুক্ত হয়। আইনে বলা হয়: "শিল্প পরিচালনার মূল সাংগঠনিক আধার হবে অর্থনৈতিক প্রশাসনিক জেলাগুলিতে প্রতিষ্ঠিত অর্থনৈতিক পরিষদগুলি।" এই জেলাগুলি হল মূল আঞ্চলিক-অর্থনৈতিক ইউনিট, সারা দেশের জাতীয় অর্থনীতি গড়ে উঠছে এই ইউনিটগুলি দিয়েই; গোটা দেশ বিভক্ত হল এই ধরনের শতাধিক ইউনিটে, প্রতিটি ইউনিটের রইল নিজস্ব অর্থনৈতিক পরিষদ। সেই সঙ্গে বিলোপ করা হল ২৫টি ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রীয় মন্ত্রিদপ্তর। পরিচালনের এই পুনর্গঠনে পরিচালন উৎপাদনের সন্নিকট হল, তা হল আরো প্রত্যক্ষ ও স্থানীয় জনগণের উদ্যোগ বাড়ল।

অর্থনীতির দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার ক্ষেত্রে নতুন সমস্যা হাজির করল কমিউনিস্ট নির্মাণের সাফল্য। সোভিয়েত সমাজের বিকাশের কতকগুলি বিশিষ্ট প্রয়োজনের খাতিরে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ১৯৫৭ সালের সেপ্টেম্বরে "সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা বিরচনা প্রসঙ্গে" একটি সিদ্ধান্ত নেয়। এ সিদ্ধান্তে বলা হয়: "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ মনে করে দীর্ঘমেয়াদী একটি পরিকল্পনার খসড়া রচনায় এগুনো উচিত এই মূল কর্তব্যটা থেকে — সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রধান অর্থনৈতিক সমস্যার সমাধান অর্থাৎ ঐতিহাসিকভাবে সংক্ষিপ্ত সময়ে অধিবাসীদের মাথাপিছু উৎপাদনে সর্বোন্নত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যাওয়ার দিকে বৃহৎ পদক্ষেপ হিসাবে উৎপাদন উপায়ের উৎপাদন বৃদ্ধির অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখায় আরো অতি-প্রভূত রকমের অগ্রগতি নিশ্চিত করা। দেশের সামাজিক সম্পদ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মানের অধিকতর উন্নয়ন নিশ্চিত করা চাই।"



সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেস নামাঙ্কিত ভলগা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।



লেনিন নামের ভলগা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

গঠনমূলকভাবে মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী তত্ত্বের বিকাশ ঘটিয়ে কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণ দৃঢ়তার সঙ্গে লড়াই চালায় রক্ষণশীলদের সঙ্গে, যারা কাজের সেকেলে ধরণধারণ আঁকড়ে থেকে লেনিনীয় সাধারণ পার্টি লাইন কার্যকরী করায় বাধা দেয়। কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জুন পূর্ণাধিবেশনে (১৯৫৭) মলতভ, মালেংকভ, কাগানভিচ প্রভৃতি — পার্টি-বিরোধী এই গ্রুপটির স্বরূপোদ্ঘাটন ও তাত্ত্বিকভাবে পরাজয় ঘটে, ২০তম পার্টি কংগ্রেসে গৃহীত কর্মনীতির সাধারণ পার্টি লাইনের বিরোধিতা করেন এ'রা, পার্টির পরিচালক ভূমিকার বিরোধিতা করে নীচ উপদলীয় বিভেদ কৌশল অবলম্বন করেন। অনাবাদী ও পতিত জমি চাষ, অর্থনীতির, বিশেষ করে কৃষি উৎপাদনের পরিকল্পনা ব্যবস্থা এবং শিল্প ও নির্মাণের পরিচালন ব্যবস্থার পুনর্গঠন, জীবনযাত্রার মান উন্নয়নের মতো সময়োপযোগী ও অতি আবশ্যক ব্যবস্থারও বিরোধিতা করেন এই পার্টি-বিরোধী গ্রুপটি, বিশ্বউত্তেজনা প্রশমন, শান্তির সংহতি ও জাতিগুলির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব বিকাশের লক্ষ্যে পার্টির যে বৈদেশিক নীতি পরিচালিত, তারও বিরোধিতা করেন তাঁরা।

পার্টি-বিরোধী গ্রুপটিকে ঝেড়ে ফেলে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তার সভ্যসাধারণের লেনিনীয় ঐক্য জোরদার করে এবং আরো অটুট সারিতে তাদের জমায়েত করে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের পতাকা তলে।

১৯৫৭ সালে সোভিয়েত জনগণ ও সব দেশের প্রগতিশীল মানুষেরা উদ্‌যাপন করেন বিশ্বইতিহাসের একটি স্মরণীয় দিবস — মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের ৪০তম বার্ষিকী। ১৯৫৭ সালের ৬ই নভেম্বর বসে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জয়ন্তী অধিবেশন। এ অধিবেশনে খ্রুশ্চভের "মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চল্লিশ বছর" নামক রিপোর্ট পেশ করা হয়, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের সংগ্রামে সোভিয়েত জনগণের ঐতিহাসিক সাফল্যের খতিয়ান করা হয় এতে। "সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের প্রতি সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বাণী"তে সোভিয়েত রাষ্ট্রের পঞ্চম দশককে আরো মহত্তর সমৃদ্ধির দশকে পরিণত করার জন্য জনগণের নিকট আহ্বান জানান প্রতিনিধিরা — অধিবেশনে এ বাণী গৃহীত হয় সর্বসম্মতিক্রমে। "সকল দেশের মেহনতীজন, রাষ্ট্রনায়ক, বিশিষ্ট জন কর্মী, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিনিধি, পার্লামেণ্ট, ও সরকারগুলির প্রতি বাণী"তে বিভিন্ন সামাজিক ব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা, অস্ত্রশস্ত্র ও সৈন্যসংখ্যার সার্বজনীন হ্রাস, পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার নিষিদ্ধকরণ ও অবিলম্বে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষা বন্ধ, ইউরোপ ও এশিয়ায় যৌথ নিরাপত্তার একটি ব্যবস্থা সৃষ্টি এবং জাতিসমূহের মধ্যে অধিকতর ভরসার নিশ্চিতির জন্য অবিরত সংগ্রামের আবেদন জানায় অধিবেশন।



সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাফল্য প্রদর্শনী।

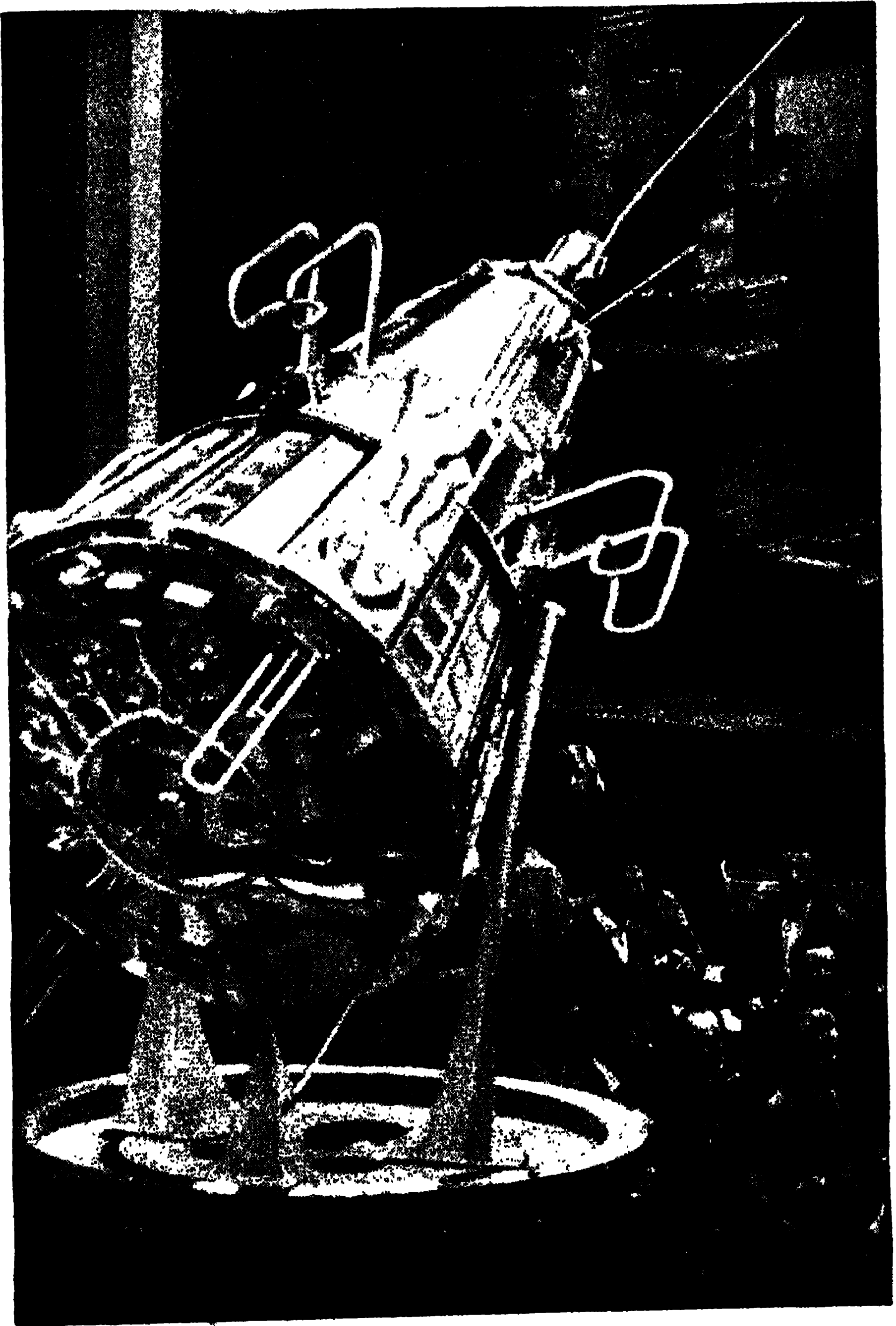
অধিবেশনে প্রদত্ত রিপোর্টে খ্রুশ্চভ কমিউনিজম নির্মাণ সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিশ্ব-ঐতিহাসিক সাফল্যের ফল বর্ণনা করেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের চল্লিশ বছরে ১৯১৩ সালের তুলনায় মোট উৎপাদন বেড়েছে ৩৩ গুণ; এর মধ্যে উৎপাদন উপায়ের উৎপাদন বেড়েছে ৭৪ গুণ; জাতীয় অর্থনীতির সর্বশাখার টেকনিকাল যা ভিত্তি সেই ইঞ্জিনিয়রিং এবং ধাতুকাটা শিল্পের উৎপাদন বেড়েছে দুই শত গুণের বেশি। এ সব থেকে বোঝা যায় যে শিল্প বৃদ্ধির হার, বিশেষ করে গোটা অর্থনীতির যা বনিয়াদ সেই গুরুশিল্প বৃদ্ধির হার ইতিহাসের জ্ঞাত সবকিছু মাত্রার চেয়েও বেশি। মনে রাখা দরকার যে শিল্পোৎপাদন গোটা ত্রিশেক গুণ বাড়াতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানি ও গ্রেট বৃটেনের লেগেছিল ৮০ থেকে ১৫০ বছর। সোভিয়েত ইউনিয়ন তা সম্ভব করেছে চল্লিশ বছরে। মনে রাখা দরকার যে এই সময়টার প্রায় অর্ধেকটা কালই, গোটা ২০ বছরই লেগে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর চাপানো যুদ্ধে এবং অর্থনীতির যুদ্ধোত্তর পুনরুদ্ধারে।

পথের সবকিছু বাধা জয় করার কৃতিত্ব দেখিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন এবং এখন মোট শিল্পোৎপাদনে গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও পশ্চিম জার্মানির মতো অতি উচ্চ বিকশিত ইউরোপীয় পুঁজিবাদী দেশগুলিকে পেছনে ফেলে এসেছে।

চল্লিশ বছরে কৃষিকার্যেরও প্রচুর উন্নতি হয়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছিল ৭৮,২০০'এর বেশি যৌথখামার। রাষ্ট্রীয় খামার গড়া হয়েছে ৫,৯০০'এর মতো, বড়ো বড়ো সমাজতান্ত্রিক এই কৃষি উদ্যোগগুলি চাষ করে দেশের চাষযোগ্য জমির সিকি ভাগের বেশি। ১৯৫৭ সালে শস্য বপন হয়েছিল ১৯,৩৭,০০,০০০ হেক্টরে, অর্থাৎ ১৯১৩ সালের তুলনায় ৭,৫০,০০,০০০ হেক্টর বেশি জমিতে। তার ৩,৬০,০০,০০০ হেক্টরই যুক্ত হয়েছে অনাবাদী জমি হাসিলের ফলে গত চার বছরের মধ্যে। গ্রামাঞ্চলের জনসংখ্যা বর্তমানে প্রাকবিপ্লবের তুলনায় দেড়গুণ কম, কিন্তু বাজারে যে উৎপন্ন আসে তার পরিমাণ কয়েক গুণ বেশি।

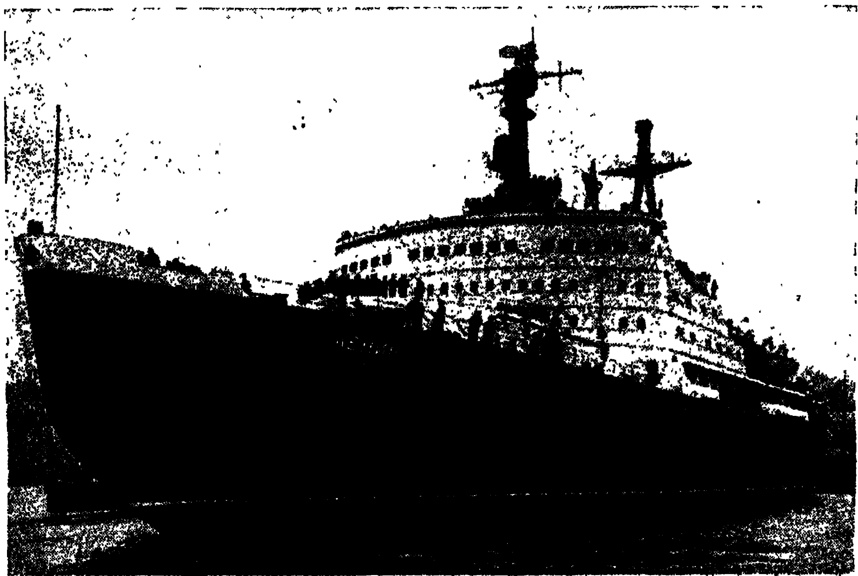
জনগণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান অবিরত বাড়িয়ে যাবার মহৎ সম্ভাবনা খুলে গেছে অক্টোবর বিপ্লবে। প্রথম পাঁচশালা পরিকল্পনার কালেই সোভিয়েত ইউনিয়ন থেকে বেকারি সম্পূর্ণ দূর হয়। ১৯৫৭ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতিতে নিযুক্ত শ্রমিক আর কর্মচারীদের সংখ্যা ছিল ৫,৩১,০০,০০০; ১৯১৩ সালে এসব ক্ষেত্রে যত লোক নিযুক্ত ছিল সংখ্যাটা তার চতুর্গুণেরও বেশী। জনগণের স্বাচ্ছন্দ্যবৃদ্ধির সবচেয়ে সাধারণ সূচক হল মাথাপিছু জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি: চল্লিশ বছরে এ সূচক বেড়েছে ১৪ গুণের বেশি। এই একই সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথাপিছু আয় দাঁড়িয়েছে দ্বিগুণের কিছু কম, বৃটেন ও ফ্রান্সে বেড়েছে শতকরা ৬০ ভাগের কিছু বেশি।



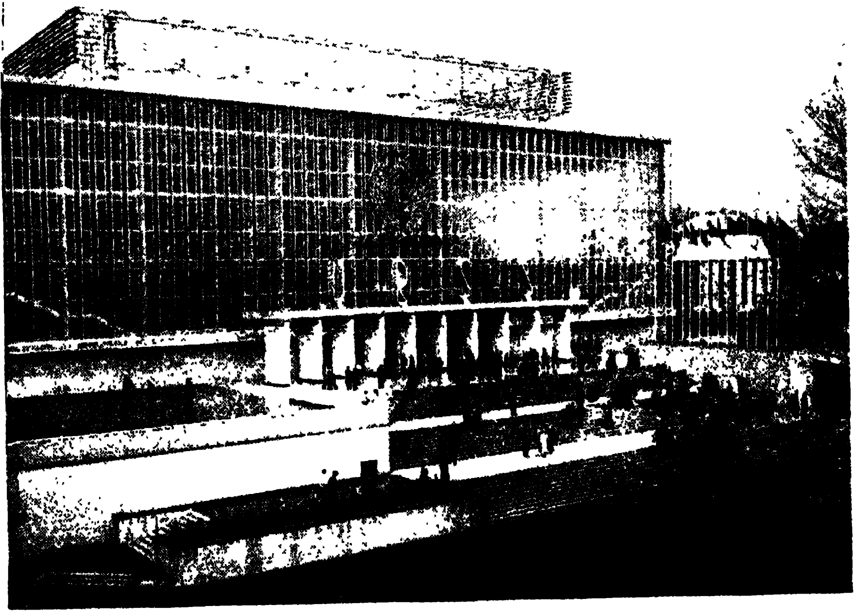
ব্রুসেল্‌স্‌ প্রদর্শনীতে সোভিয়েত মণ্ডপে তৃতীয় স্পুত্‌নিকের মডেল।

সোভিয়েত জনগণের একটি সেরা কীর্তি হল সাংস্কৃতিক বিপ্লব, নিরক্ষরতা দূর করে তা সোভিয়েত ইউনিয়নকে নিয়ে এসেছে বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়রিঙের ক্ষেত্রে প্রথম সারিতে। ১৯৫৭ সালে সব রকমের স্কুল ধরে ছাত্র সংখ্যা ছিল ৫ কোটির বেশি, অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি চতুর্থ মানুষটি অধ্যয়ন করছে। সেই বছরেই উচ্চতর শিক্ষা ও টেকনিকাল-মাধ্যমিক স্কুলের ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪০ লক্ষ। সংখ্যাটা ১৯১৪ সালের (১,৮২,০০০) তুলনায় ২১ গুণ বেশি। উচ্চতর ও বিশেষ মাধ্যমিক শিক্ষায়তন থেকে যারা স্নাতক হয়ে বেড়িয়েছে এমন ৬০ লক্ষাধিক বিশেষজ্ঞ কাজ করছিল অর্থনীতির নানা শাখায় — অর্থাৎ প্রাকবিপ্লব রাশিয়ার তুলনায় প্রায় ৩৩ গুণ বেশি। বিজ্ঞান, সাহিত্য ও ললিত কলার শ্রীবৃদ্ধি চলেছে, সোভিয়েত সমাজের আত্মিক সমৃদ্ধি তাতে বেড়েছে।

সোভিয়েত জনগণের অসামান্য সাফল্য, বিজ্ঞান ও ইঞ্জিনিয়রিঙের ক্ষেত্রে চমৎকার কীর্তিগুলি হল: ১৯৫৭ সালে অতিদূরপাল্লার আন্তর্মহাদেশীয় রকেটের সফল পরীক্ষা, অতি দ্রুতগতি জেট যাত্রীবিমান "তু-১০৪" নির্মাণ (১৯৫৭, এপ্রিল), বিশ্বের প্রথম পারমাণবিক বরফভাঙা জাহাজ "লেনিন"এর জলাবতরণ (১৯৫৭, অক্টোবর), ১৯৫৭ সালের ৪ঠা অক্টোবর প্রথম স্পুতনিক, তারপর ৩রা নভেম্বর দ্বিতীয় স্পুতনিক প্রেরণ যা বনিয়াদ গড়ে মহাকাশ জয়ের। সোভিয়েত স্পুতনিকগুলির মধ্যে সর্ব দেশের



পরমাণু-চালিত বরফভাঙা জাহাজ "লেনিন"।



ব্রুসেল্‌স্‌ প্রদর্শনীতে সোভিয়েত মণ্ডপ।

জনসাধারণ দেখেছে শান্তি ও বিপুল প্রগতির অগ্রদূতকে। পুঁজিবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়নের এই বিপুল সাফল্যের কথা পুঁজিবাদী সংবাদপত্রেও স্বীকৃত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, মার্কিন "নিউ ইয়র্ক হেরাল্ড ট্রিবিউন" লেখে যে বিংশ শতকের এপিক প্রতিযোগিতায় পরাজয় ঘটেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের। সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সব সাফল্য থেকে পুঁজিবাদের চেয়ে সমাজতন্ত্রের প্রভূত উৎকর্ষ প্রমাণ হয়, সমাজতান্ত্রিক সমাজ বিকাশের স্বাভাবিক ফল তা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জয়ন্তী অধিবেশনে বহু অতিথি উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন নানা দেশের ৬৪টি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির নেতৃবৃন্দ ও প্রতিনিধিরা।

১৯৫৭ সালের নভেম্বরে মস্কোয় কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির প্রতিনিধিদের দুটি সম্মেলন হয়। সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ১২টি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির এই সম্মেলনে অনুমোদিত হয় একটি ঘোষণা এবং ৬৪টি দেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের সম্মেলনে গৃহীত হয় "শান্তি ইস্তাহার"; এ দুটি দলিলে প্রতিফলিত হয়েছে মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের অবিচলিত নীতিগুলির ওপর ভিত্তি-করা বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য। যারা মার্ক্সবাদ-লেনিনবাদের মতাবলম্বী এমন সমস্ত

পার্টির কাছ থেকে অখণ্ড অনুমোদন লাভ করেছে মস্কো ঘোষণা, পরিণত হয়েছে বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের সাধারণ কর্মসূচিতে, জোরদার করেছে সমস্ত দেশের কমিউনিস্ট পার্টিগুলির মতাদর্শগত ও রাজনৈতিক ঐক্য। নতুন ধরনের জীবন গড়ে তোলায় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের অন্যান্য দেশের বিপুল অভিজ্ঞতার সাধারণ বিচার করা হয়েছে এ ঘোষণায়, আমাদের কালে বিকাশের প্রধান প্রধান নিয়মগুলিকে সূত্রবদ্ধ করেছে, বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার অধিকতর সংহতি ও ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলির মধ্যে নিবিড় সহযোগিতা বিকাশের একটি কর্মসূচি জুগিয়েছে তা, এবং শান্তি, গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের সংগ্রামের নির্দিষ্ট পরিপ্রেক্ষিত উন্মোচিত করেছে।

১৯৫৭ সালের মস্কো সম্মেলনগুলি, এদের সিদ্ধান্ত হল বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের বৃহৎ সাফল্যের একটা নতুন সাক্ষ্য।

সোভিয়েত জনগণ দেশের অর্থনীতি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিকাশের জন্য সংগ্রাম, নিজেদের সচ্ছলতা বৃদ্ধির সংগ্রাম চালিয়ে যায়।

১৯৫৮ সালে পার্টি ও সরকার যেসব সিদ্ধান্ত নেয় তার প্রধান লক্ষ্য ছিল কৃষির সর্বাঙ্গীন উন্নতি: যথা, যৌথখামার ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি ও মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্র পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত, মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলির কাজের বিনিময়ে সামগ্রী হিসাবে যা দিতে হত তা এবং রাষ্ট্রকে বাধ্যতামূলকভাবে দেয় কোটা অবসানের সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র কর্তৃক খামার উৎপন্ন ক্রয়ের জন্য নতুন ব্যবস্থা, দাম ও সর্তাদির সিদ্ধান্ত। এই সব নতুন ব্যবস্থায় রাষ্ট্রের সঙ্গে যৌথখামারগুলির অর্থনৈতিক সম্পর্কের একটা মস্তো বদল হয়। বহুবছর ধরে সে সম্পর্ক ছিল এই রকম: প্রধান কৃষিযন্ত্রগুলি ছিল রাষ্ট্রীয় সংগঠন — মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের হাতে, খামারের কাছে তা বিক্রি করা হত না, রাষ্ট্র কর্তৃক খামার-উৎপন্ন সংগ্রহের নানা রকমের ব্যবস্থা ছিল, প্রধানত, ট্যাক্সের আকারে এবং মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রগুলির কাজের দাম হিসাবে যৌথখামারগুলিকে বাধ্যতামূলকভাবে ফসল দিতে হত। ১৯৫৮ সাল থেকে যখন যৌথখামারগুলি শক্তিশালী খামারে পরিণত হয় তখন রাষ্ট্র সব ধরনের যন্ত্রপাতি যৌথখামারগুলির কাছে বিক্রি করা শুরু করেছে, এবং খামারগুলির কাছ থেকে উৎপন্ন ক্রয়ের একটি একক প্রথা চালু করেছে। এই সব জরুরী সিদ্ধান্ত সারা দেশে আলোচনার জন্য পেশ করা হয় ও সকলের সম্মতির পর গৃহীত হয়। এই সব সাহসী, সুদৃঢ় ব্যবস্থার লক্ষ্য কৃষি উৎপাদনের দ্রুত উন্নতি, জনগণের জীবনযাত্রার মানে উন্নয়ন এবং শ্রমিক শ্রেণীর সঙ্গে যৌথখামারীদের মৈত্রী আরো শক্তিশালী করা, সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণের পাকা ভিত পাওয়া যাবে তা থেকে।

১৯৫৮ সালের ডিসেম্বরে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের এক অধিবেশনে কতকগুলি আইন ও সিদ্ধান্ত পাশ হয়, যার রাষ্ট্রীয় তাৎপর্য প্রভূত, যা

সম্পূর্ণই সোভিয়েত জনগণের স্বার্থে। ২৪শে ডিসেম্বরের অধিবেশনে গৃহীত হয় "জীবনের সঙ্গে স্কুলের যোগ দৃঢ় করা ও শিক্ষা ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশের প্রসঙ্গে" আইন। অন্যান্য যেসব আইন পাশ হয়েছে তার মধ্যে আছে: "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির মূল ফৌজদারি বিধির মূলকথার অনুমোদন প্রসঙ্গে", "সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি মোকদ্দমা পরিচালনা-আইনের মূলকথা", "সোভিয়েত ইউনিয়ন, ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারী বিধি ও মোকদ্দমা পরিচালনা-আইনের মূলকথা", "রাষ্ট্রীয় বিশ্বাসঘাতকতার অপরাধ-দায়িত্বের ফৌজদারি আইন" এবং আর কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ আইন। এই সব আইনের বিলও সংবাদপত্রে ও জনসভায় সোভিয়েত জনগণের আলোচনার জন্য পেশ করা হয়।

২০তম কংগ্রেসের পর থেকে এবং তার সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের সরকারগুলির সঙ্গে সোভিয়েত সরকার শান্তির সংগ্রাম প্রসারিত করেছে, অনুসরণ করে চলেছে বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের কর্মনীতি। ১৯৫৬ থেকে ১৯৫৮ সালের মধ্যে সোভিয়েত রাষ্ট্রনায়কদের সঙ্গে বাইরের রাষ্ট্রনায়কদের ব্যক্তিগত যোগাযোগ প্রতিষ্ঠিত ও প্রসারিত করার ব্যাপারে বহু কাজ হয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে অনেক রাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধিদল সফরে এসেছেন। সোভিয়েত সরকারী প্রতিনিধিদলও তেমনি সফর করেছেন গ্রেট বৃটেন, ফিনল্যান্ড, চীন জন-প্রজাতন্ত্র, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, ভিয়েতনাম, মঙ্গোলীয় জন-প্রজাতন্ত্র এবং অন্যান্য দেশ। বিশেষ সক্রিয় হয়ে ওঠে সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির মধ্যে পার্টি ও সরকারী প্রতিনিধিদলের সফর। বিশ্বশান্তির মিলিত সংগ্রামে, নতুন জীবনের নির্মাণে এই পরস্পর সফরের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ।



চেরেপভেৎস ধাতু কারখানা।

১৯৫৬ সালের জুলাইয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েত সকল দেশের পার্লামেণ্টগুলির প্রতি একটি বাণী অনুমোদন করে। বাণীটি একালের সবচেয়ে জরুরী ও গুরুত্বপূর্ণ একটি সমস্যা নিয়ে — সমস্ত দেশের জনগণ যা নিয়ে বিচলিত — অর্থাৎ নিরস্ত্রীকরণ, সৈন্যবাহিনী হ্রাস ও পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধকরণের সমস্যা নিয়ে। ১৯৫৭ সালের মে মাসে অবিলম্বে পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমার পরীক্ষামূলক বিস্ফোরণ বন্ধ করার জন্য সর্বোচ্চ সোভিয়েত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেনের বিধান সংস্থাগুলির নিকট এক বাণী অনুমোদন করে। এসব সমস্যা সমাধানের জন্য অবিরাম সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে জাতিসংঘে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল।

১৯৫৬ সালের অক্টোবরে জাপানি সরকারী প্রতিনিধিদলের সঙ্গে যে মস্কো আলোচনা হয় তার ফলে প্রকাশিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে জাপানের যুদ্ধাবস্থা বিরতি এবং নিয়মিত কূটনৈতিক ও দৌত্য সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার একটি কমিউনিকে। নিকট ও মধ্য প্রাচ্য এবং আফ্রিকায় যেখানে কতকগুলি রাষ্ট্র স্বাধীনতা লাভ করেছে তাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব সম্পর্ক স্থাপন করেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। এই বছরগুলিতে বহু দেশের সঙ্গে বাণিজ্য ও সাংস্কৃতিক সম্পর্ক প্রসারিত হয়।

১৯৫৭ সালের ২৮শে জুলাই থেকে ১১ই অগস্ট মস্কোয় অনুষ্ঠিত হয় ষষ্ঠ বিশ্বযুবছাত্র উৎসব। এতে হাজির থাকেন ১৩১টি দেশের যুবকেরা। শান্তি ও মৈত্রীর জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য দেশের জনগণের ঐকান্তিক আকাঙ্ক্ষার চমৎকার প্রকাশ ঘটে ঐ উৎসবে।

এ পর্বে সাম্রাজ্যবাদ ও প্রতিক্রিয়ার শক্তিগুলি শান্তিকে দুর্বল করে বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে লড়াইয়ের আগুন জ্বালিয়ে রাখার জন্য, "যুদ্ধ প্রান্তে দাঁড়ানোর" জন্য তাদের যথাসাধ্য করেছে। ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে হাঙ্গেরিতে প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহের আয়োজন ও সংঘটন করে সাম্রাজ্যবাদীরা। হাঙ্গেরীয় বিপ্লবী শ্রমিক-কৃষক সরকারের নেতৃত্বে হাঙ্গেরির সাঁচ্চা গণতান্ত্রিক শক্তিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায়তায় জনগণতান্ত্রিক ব্যবস্থার সাফল্য রক্ষা করে প্রতিবিপ্লবের বর্বর আক্রমণ প্রতিহত করতে সমর্থ হয়। হাঙ্গেরীয় জনগণকে সশস্ত্র সাহায্য দানে সোভিয়েত ইউনিয়ন ওয়ারশ চুক্তি অনুযায়ী তার কর্তব্য পালন করে. হাঙ্গেরি ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক দেশের প্রতি তার আন্তর্জাতিক দায়িত্ব সাধন করে; এ কাজে বিশ্ব শান্তির স্বার্থই রক্ষিত হয়।

হাঙ্গেরির ঘটনাবলীর সময় গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেলের সাম্রাজ্যবাদীরা মিশরে তাদের সামরিক হস্তক্ষেপ শুরু করে। জাতিসঙ্ঘের শক্তি সংহত করে এবং অন্যান্য জাতির সাহায্য নিয়ে এ আক্রমণ বন্ধ করার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের কাছে আবেদন পাঠায়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাতে অস্বীকৃত হয়: নিকট প্রাচ্য



বিশ্ব যুব ও ছাত্র উৎসব। মস্কো, জুলাই-অগস্ট, ১৯৫৭।

দেশগুলির ব্যাপারে হস্তক্ষেপের জন্য তারা এ ঘটনা ব্যবহারের চেষ্টা করে। ১৯৫৬ সালের ৫ই নভেম্বর গ্রেট বৃটেন, ফ্রান্স ও ইজরেল সরকারের নিকট বিশেষ বাণীতে সোভিয়েত সরকার অবিলম্বে আক্রমণ বন্ধের জন্য আবেদন করে। মিশরীয় জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম, সোভিয়েত ইউনিয়ন, তথা সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশ এবং বহু এশীয় ও আফ্রিকীয় দেশের দৃঢ়তা এবং গোটা দুনিয়ার সাধারণ জনমতের দৃঢ় প্রতিবাদে হস্তক্ষেপকারীরা মিশর থেকে সরে যেতে বাধ্য হয়। ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মে ইরাক বিপ্লবে ভয় পেয়ে মার্কিন ও বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা লেবানন ও জর্ডনে হস্তক্ষেপ সংগঠিত করে। লেবানন ও জর্ডন থেকে হস্তক্ষেপকারী সৈন্যদল অপসারণের জন্য জাতিসঙ্ঘে যে সংখ্যাধিক ভোটের প্রয়োজন ছিল, তা নিশ্চিত করতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সমাজতান্ত্রিক শিবিরের দেশগুলি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। পিছু হটতে বাধ্য হয় উপনিবেশিকরা।

ইতিমধ্যে চীন জন-প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত একটি নতুন যুদ্ধকেন্দ্র সৃষ্টির জন্য যথাসাধ্য করতে থাকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীরা, এ উদ্দেশ্যে তারা ব্যবহার করে চীন ভূখণ্ডের অংশ তাইওয়ান দ্বীপটিকে, যা এখনো মার্কিনরা দখল করে আছে। এখানেও মুখের মতো জবাব পায় তারা। মার্কিন আক্রমণাত্মক ক্রিয়াকলাপের জবাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ঘোষণা করে যে চীন জন-প্রজাতন্ত্রের উপর আক্রমণকে সোভিয়েত ইউনিয়নের ওপর আক্রমণ বলে গণ্য করা হবে।

আন্তর্জাতিক সহযোগিতার নীতি অনুসরণ করার সঙ্গে সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পরাক্রম বৃদ্ধি করছে সোভিয়েত জনগণ আর সর্বশক্তি নিয়োগ করছে শান্তিপূর্ণ কমিউনিস্ট নির্মাণ ও বিশ্বশান্তি সংহতির জন্য।

## বিপুলাকারে কমিউনিস্ট নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশ

১৯৫৯ সালের শুরুতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২১শ জরুরী কংগ্রেস বসে (২৭শে জানুয়ারী — ৫ই ফেব্রুয়ারী)। "১৯৫৯-৬৫ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক বিকাশের নিয়ন্ত্রণাঙ্ক" বিষয়ে খ্রুশ্চভের রিপোর্ট আলোচিত ও অনুমোদিত হয় এ কংগ্রেসে। এ রিপোর্টের থিসিস কংগ্রেসের আগে সারা দেশের সামনে পেশ করা হয়েছিল আলোচনার জন্য; ৭ কোটির বেশি লোক অংশ নেয় এ আলোচনায়।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত জনগণের জীবন ও কর্মের একটি সমগ্র ঐতিহাসিক যুগ নিয়ে এ রিপোর্ট রচিত। এতে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের অসামান্য সাফল্যের খতিয়ান করা হয়েছে এবং প্রসারিত কমিউনিস্ট নির্মাণ ও সোভিয়েত সমাজের বিকাশের জন্য একটি কর্মসূচির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে।

কংগ্রেসে বলা হয় যে শিল্পোৎপাদনে বিশ্বে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন মূল অর্থনৈতিক প্রশ্নের সমাধানে অনেকখানি এগিয়েছে। বহু জিনিসে বিশেষ করে লোহা আকরিক, লোহাপিন্ড, ইস্পাৎ, তেল, কয়লা, সিমেন্ট, পশমী কাপড়, চামড়ার জুতোয় শুধু বৃদ্ধির হারে নয়, প্রত্যক্ষ (absolute) বাৎসরিক বৃদ্ধিতেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে গেছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ শিল্প ও কৃষি বস্তুতে — কয়লা, পশমী কাপড়, চিনি, মাখন, গম, চিনিবীট ও আলুতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ছাড়িয়ে গেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মোট উৎপাদন মাত্রা।

কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত সরকারের সঠিক জাতীয় নীতি, সর্ব জাতি ও জাতিসত্তার সঙ্গে ভ্রাতৃসুলভ সহযোগিতার নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে প্রভূত অগ্রগতি ঘটেছে। মধ্য এশীয় প্রজাতন্ত্রগুলিতে ও কাজাখস্তানে বৃহদায়তন শিল্পের উৎপাদন ১৯৫৮ সালে দাঁড়ায় প্রাকবিপ্লব আমলের ৫০ গুণ। ট্রান্সককেশীয় প্রজাতন্ত্রগুলির শিল্পে একই সময়ে ঘটেছে ৩০ গুণ বৃদ্ধি আর বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলিতে ১৯৫৮ সালে বেড়েছে ১৯৪০ সালের ৯·৫ গুণ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত জাতি ও জাতিসত্তার সংস্কৃতি বিকশিত হয়ে ওঠে।

জনসাধারণের বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক মান বেড়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নে বিজ্ঞান ও টেকনলজির সৃজনধর্মী বিকাশের, নতুন নতুন আবিষ্কার ও উদ্ভাবনের অসীম সম্ভাবনা গড়ে উঠেছে।

বিকাশের এক নতুন ঐতিহাসিক পর্বে প্রবেশ করে দেশ, প্রবেশ করে প্রসারিত কমিউনিস্ট নির্মাণের পর্বে। ২১শ কংগ্রেস নিরূপণ করে এই পর্বের প্রধান কর্তব্য: কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি জোগানো, সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক ও প্রতিরক্ষা শক্তির অধিকতর সংহতি, এবং সঙ্গে সঙ্গে জনগণের ক্রমবর্ধমান প্রয়োজনের সঙ্গে তাল রেখে উৎপাদন বাড়ানো। এ কর্তব্য সাধন করতে হলে মাথাপিছু উৎপাদনে বিকশিত পুঁজিবাদী দেশগুলিকে ধরে ফেলে ছাড়িয়ে যেতে হবে। এর সবটা সমাধানে লাগবে সাত বছরের বেশি সময়; সাতসালা পরিকল্পনাটা হল একটা দীর্ঘমেয়াদী অর্থনীতি ও সংস্কৃতি উন্নয়ন পরিকল্পনার অঙ্গাঙ্গি অংশ।

২১তম কংগ্রেসে খ্রুশ্চভের রিপোর্টে সাতসালা পরিকল্পনার প্রধান প্রধান কর্তব্যগুলির রূপরেখা দেওয়া হয়:

**অর্থনীতির ক্ষেত্রে** -- দেশের উৎপাদনী শক্তিগুলির সর্বাঙ্গীন বিকাশ এবং কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি জোগানোর দিকে অনেকখানি এগিয়ে যাওয়া ও পুঁজিবাদী দেশগুলির সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত



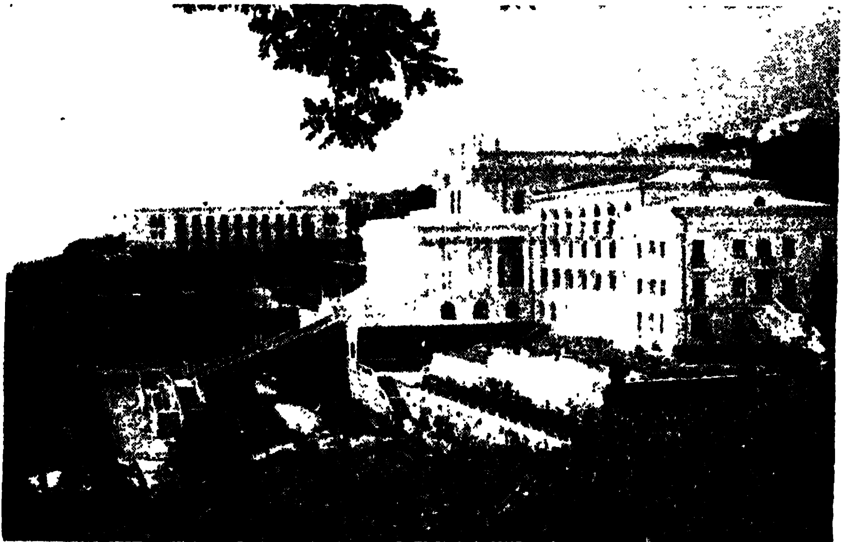
ফসল তোলা।

ইউনিয়নের বিজয় নিশ্চিত করার মতো গুরু শিল্পের অগ্রাধিকার বিকাশের ভিত্তিতে অর্থনীতির সর্বশাখায় যথেষ্ট পরিমাণ উৎপাদন বৃদ্ধি। দেশের অর্থনৈতিক অন্তর্নিহিত শক্তির বৃদ্ধি ও অর্থনীতির সর্বশাখায় অধিকতর টেকনিকাল প্রগতি, সামাজিক শ্রমের অবিরাম উৎপাদিকা বৃদ্ধি। এই সবের ফলে জীবনযাত্রার অনেক উচ্চতর মান নিশ্চিত হবে।

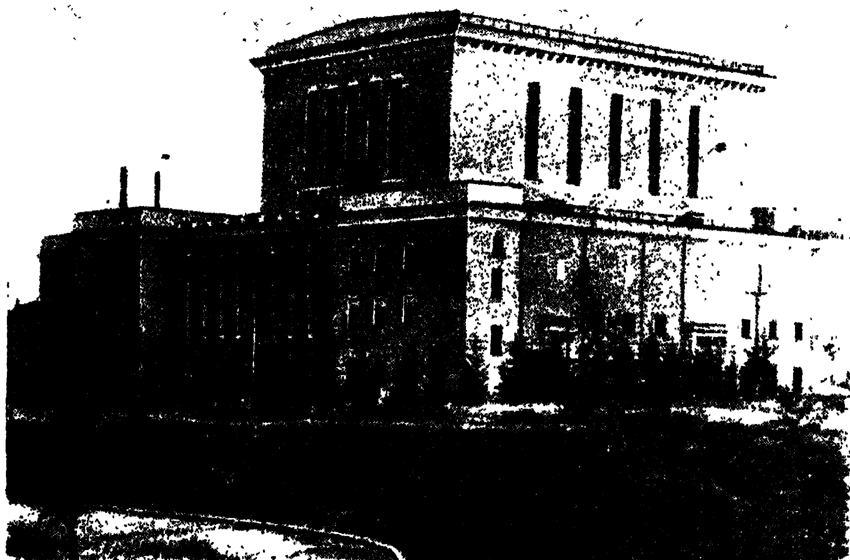
**রাজনীতির ক্ষেত্রে** — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও সোভিয়েত জনগণের ঐক্য ও সংহতি অধিকতর শক্তিশালী করা, সোভিয়েত গণতন্ত্র, কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণে ব্যাপক জনগণের সক্রিয়তা ও স্বাবলম্বনের বিকাশ, রাষ্ট্রীয় সমস্যা সমাধানে জনসংগঠনগুলির কাজের প্রসার, কমিউনিস্ট পার্টি ও সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের সংগঠনমূলক ও শিক্ষামূলক ভূমিকার উন্নতি, শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী এবং দেশের সর্বজাতির বন্ধুত্ব সর্বাঙ্গীনভাবে জোরদার করা।

**মতাদর্শের ক্ষেত্রে** — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে বর্ধিত মতাদর্শগত-শিক্ষামূলক কাজের উন্নতি, মেহনতীজনদের, বিশেষ করে উঠতি পুরুষদের কমিউনিস্ট বিবেক বাড়ানো, শ্রমের প্রতি কমিউনিস্ট মনোভাব, সোভিয়েত দেশপ্রেম ও আন্তর্জাতিকতার প্রেরণায় তাদের শিক্ষিত করা; সেই সঙ্গে জনগণের মন থেকে পুঁজিবাদী জেরগুলি দূর করা ও বুর্জোয়া মতাদর্শের বিরুদ্ধে সংগ্রাম।

**আন্তর্জাতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে** — বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন দেশগুলির শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের লেনিনীয় নীতির ভিত্তিতে শান্তি ও জাতিসমূহের নিরাপত্তা সংরক্ষণ ও জোরদার করার মতো একটি বৈদেশিক কর্মনীতির সুসঙ্গত অনুসরণ; "ঠাণ্ডা যুদ্ধ" বন্ধ ও বিশ্ব উত্তেজনা হ্রাসের জন্য সর্বপ্রচেষ্টা নিয়োগ; সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা ও ভ্রাতৃপ্রতিম জাতিগুলির সহযোগিতা জোরদার করা সর্বাঙ্গীনভাবে।



ক্রিমিয়ার মিশখরে "উক্রেন" স্বাস্থ্যাবাস।



এক লক্ষ কিলোওয়াট ক্ষমতার য়ত পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের রিয়্যাক্টর এ দালানে অবস্থিত। এ কেন্দ্রের ছয় লক্ষ কিলোওয়াট পর্যন্ত বাড়ানো হবে।

সাতসালা পরিকল্পনার মূল কর্তব্য হল পুঁজিবাদের সঙ্গে শান্তিপূর্ণ অর্থনৈতিক প্রতিযোগিতায় সর্বাধিক সময় জিতে নেওয়া।

১৯৫৯-৬৫ পর্বের নিয়ন্ত্রণাংক বিষয়ক রিপোর্টটি হল শিল্প, কৃষি, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির দ্রুত বিকাশ এবং জনগণের জীবনযাত্রার মান প্রভৃত বৃদ্ধির একটি প্রত্যক্ষ কর্মসূচি। এই সাত বছরে চূড়ান্ত রকম এগিয়ে যাবার জন্য পরিকল্পনায় আছে: ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৫ সালের মধ্যে মোট শিল্পোৎপাদন বাড়বে শতকরা ৮০ ভাগ; "ক" গ্রুপ (উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন) বাড়বে শতকরা ৮৫-৮৮ ভাগ; "খ" গ্রুপ (ভোগ্যবস্তুর উৎপাদন) শতকরা ৬২-৬৫ ভাগ। সাত বছরে যা উৎপাদন বাড়বে তা আগের কুড়ি বছরের মোট বৃদ্ধির সমান। সব রকম সূত্র থেকে সাত বছরে টাকা লগ্নির পরিমাণ দাঁড়াবে তিন ট্রিলিয়ন (তেরো সংখ্যার একটা অংক!) রুবল (১৯৫৯ সালের মূল্যে) — সোভিয়েত শাসনের গোটা আমলে যত টাকা লগ্নি হয়েছে প্রায় তার সমান। টেকনলজির অবিরত বিকাশ, সর্বাঙ্গীন যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংচল উৎপাদন পদ্ধতির ফলে শ্রমোৎপাদিকা বাড়বে: শিল্পে (শ্রমিকপিছু) — শতকরা ৪৫-৫০, কৃষিতে — প্রায় দ্বিগুণ।

সাতসালা পরিকল্পনার কয়েকটি লক্ষ্য নিচে দেওয়া হল, এ থেকে তার বিপুল কর্মকাণ্ডের কিছুটা ধারণা করতে পারবেন পাঠক:

**১৯৬৫ সাল নাগাদ লৌহপিণ্ড উৎপাদন হবে বাৎসরিক ৬·৫-৭ কোটি টন,** ইস্পাৎ — ৮·৬-৯·১ কোটি টন; রোল্ড স্টক হবে বছরে ৬·৫-৭ কোটি টন আর লোহা আকরিকের বাৎসরিক নিষ্কাশন পেঁছবে ১৫-১৬ কোটি টনে।

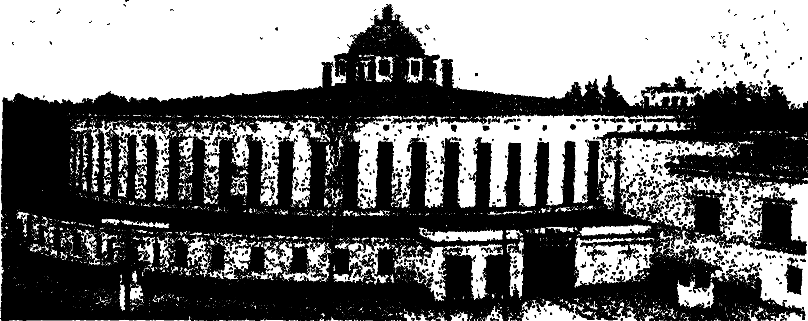
রসায়ন শিল্পে কৃত্রিম তন্তুর উৎপাদন বাড়বে ৪ গুণ, প্লাস্টিক ও রাসায়নিক রেজিন ৭ গুণের বেশি, রাসায়নিক সার প্রায় ৩ গুণ।

জ্বালানি শিল্পে তৈরি হবে ২৩-২৪ কোটি টন তৈল, ১৫,০০০ কোটি ঘন মিটার গ্যাস, ৬০-৬১·২ কোটি টন কয়লা।

শক্তি শিল্পে ৫০,০০০-৫২,০০০ কোটি কিলোওয়াট-ঘণ্টা বিদ্যুৎ। যন্ত্রনির্মাণ ও ধাতুকাটা শিল্পের উৎপাদন দ্বিগুণ হবে। লঘু শিল্পের উৎপাদন বাড়বে প্রায় শতকরা ৫০ ভাগ আর খাদ্য শিল্পে শতকরা ৭০ ভাগ। কৃষিকার্যের ক্ষেত্রে শস্য উৎপাদন বাড়াতে হবে ১,০০০-১,১০০ কোটি পুদে।

আলোচ্য পর্বে জীবনযাত্রার মান বৃদ্ধির জন্য কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ জনকল্যাণ ব্যবস্থা নির্ণয় করে কংগ্রেস।

সাতসালা পরিকল্পনা হল শান্তিপূর্ণ নির্মাণের পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনা ও সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির অর্থনৈতিক পরিকল্পনা পূরণ হলে শান্তিরক্ষায় তার ভূমিকা হবে গুরুত্বপূর্ণ। সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থার মোট উৎপাদন দাঁড়াবে বিশ্বের মোট উৎপাদনের অর্ধেকের বেশি। এতে বৈষয়িক মূল্য-বস্তুর উৎপাদনে অর্থাৎ মানবীয় কর্মের নির্ধারক ক্ষেত্রটিতে পুঁজিবাদী বিশ্ব ব্যবস্থার তুলনায় সমাজতন্ত্রী বিশ্ব ব্যবস্থার প্রাধান্য নিশ্চিত হবে। এ বিজয়ের ঐতিহাসিক গুরুত্ব হবে প্রচণ্ড।



সোভিয়েত এক হাজার কোটি ইলেকট্রন-ভোল্ট শক্তিসম্পন্ন এ্যাক্সেলেরেটর এই ভবনে স্থাপিত।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২১তম কংগ্রেসের আন্তর্জাতিক গুরুত্ব বিপুল। এতে উপস্থিত ছিলেন ৭২টি দেশের মার্ক্সবাদী-লেনিনবাদী পার্টির প্রতিনিধিরা — বিশ্ব কমিউনিস্ট আন্দোলনের ইতিহাসে এত বৃহৎ প্রতিনিধিত্ব আর দেখা যায়নি। ৫০টি ভ্রাতৃপ্রতিম পার্টির প্রতিনিধি-নেতারা কংগ্রেস মঞ্চ থেকে বক্তৃতা দেন এবং অন্যান্য অসংখ্য পার্টির কাছ থেকে পাওয়া যায় ও প্রকাশিত হয় অভিনন্দন বাণী।

সাতসালা পরিকল্পনা পূরণে সোৎসাহে কাজ করে সোভিয়েত জনগণ। সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার নতুন নতুন ধরন দেখা দেয়, যেমন কমিউনিস্ট শ্রমের যৌথ বা কমিউনিস্ট শ্রমের কর্মী এই সম্মানীয় উপাধি অর্জনের আন্দোলন। এ আন্দোলনের উদ্যোক্তারা হলেন মস্কভা-সর্তিরোভচ্‌নায়া রেল কারখানার শ্রমিকেরা। ঘটনাটি তাৎপর্যপূর্ণ। এইখানকার শ্রমিকেরাই ১৯১৯ সালে প্রথম কমিউনিস্ট সুবোৎনিক সংগঠন করেন, লেনিন যাকে 'মহান সূচনা' বলে অভিহিত করেন। আমাদের কালের এই তাৎপর্যপূর্ণ আন্দোলনটির নীতিমন্ত্র হল 'কমিউনিস্ট ধরনে অধ্যয়ন, জীবনযাপন ও শ্রম।'

সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরে মূলশিল্পের লক্ষ্য মেয়াদের আগেই পূরণ হয়। পরিকল্পনা অতিপূরণের জন্য সোভিয়েত জনগণের দেশব্যাপী আন্দোলন, বিজ্ঞানের আধুনিক কীর্তি প্রয়োগের ভিত্তিতে টেকনিকাল প্রগতির দ্রুত বেগ, নবাবিষ্কৃত খনিজ সম্পদ আহরণ, কারখানায় ও শিল্প শাখায় বিশেষীকরণ, সর্বাঙ্গীণ যন্ত্রীকরণ ও স্বয়ংক্রিয়তার ব্যবস্থা, এবং উচ্চতর শ্রমোৎপাদিকার ফলে তা সম্ভব হয়। ১৯৫৯-৬১ সালে মোট শিল্পোৎপাদনে সাতসালা পরিকল্পনার শতকরা ২৭ ভাগ বৃদ্ধির বদলে বেড়ে ওঠে শতকরা ৩৩ ভাগ। শুধু ১৯৬১ সালেই শিল্পোৎপাদন যা হয় সেটা প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯২৯-১৯৩২) সমগ্র উৎপাদনের সমান। ইস্পাৎ, আকরিক ও কয়লা, তেল, মেশিন টুল ও উৎপাদন-উপায়ের উৎপাদন বছর বছর বাড়ছে। বিপুলাকারে পুঁজি লগ্নির ফলে জাতীয় অর্থনীতির সমস্ত শাখায় মূল উৎপাদন শক্তির আধুনিকীকরণে সাহায্য হয়। ১৯৬১ সালে চালু হয় ৮০০'র বেশি বড়ো বড়ো রাষ্ট্রীয় শিল্প প্রতিষ্ঠান ও বহু সংখ্যক নতুন কর্মশালা ও বিভাগ।

দেশের পূর্ণ বিদ্যুতীকরণ বিষয়ে লেনিনের নির্দেশ পালন করছে সোভিয়েত জনগণ। ১৯৬০ সালে দৈনিক বিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিমাণ ১৯২০ সালের গোটা বছরের বিদ্যুৎ উৎপাদনের দেড়গুণ। ১৯৬১ সালে ভলগাতীরে চালু হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসের নামাঙ্কিত পৃথিবীর বৃহত্তম বিদ্যুৎকেন্দ্রটি, ব্রাৎস্ক বিদ্যুৎকেন্দ্র ও আরো অনেক কেন্দ্র উৎপাদন শুরু করে। এ বছর সোভিয়েত ইউনিয়ন যত বিদ্যুৎ উৎপাদন করে সেটা জার রাশিয়ার বার্ষিক উৎপাদনের ১৬০ গুণ।

সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম তিন বছরের লক্ষ্য অর্জনের সাফল্য থেকে এই আস্থা জেগে উঠেছে যে প্রধান পুঁজিবাদী দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে অর্থনৈতিক

প্রতিযোগিতায় সোভিয়েত ইউনিয়ন অচিরেই জয়লাভ করবে। ১৯৬১ সালে সোভিয়েত শিল্পোৎপাদন বাড়ে শতকরা ৯ ভাগ, আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বাড়ে মাত্র শতকরা ১ ভাগ। ইস্পাৎ উৎপাদন সোভিয়েত ইউনিয়নে বাড়ে শতকরা ৮ ভাগ আর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে কমে শতকরা ১·৭।

আগের বছরগুলির মতো ১৯৬১ সালেও সোভিয়েত কৃষিতে ঊর্ধ্বগতি দেখা যায়। যৌথ ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলি সরকারকে বিক্রয় করে ৩২০ কোটি পুদ খাদ্যশস্য। ১৯৬০ সালের চেয়ে এটা ৩২ কোটি পুদ বেশি। সেই সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির জানুয়ারি (১৯৬১) পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্তে বলা হয় যে কৃষিতে গুরুতর ত্রুটি বর্তমান, এখনো তা দেশের বর্তমান প্রয়োজনের তুলনায় পেছিয়ে আছে। সোভিয়েত কৃষিকে অগ্রসর করার নির্দিষ্ট উপায়াদি সাব্যস্ত হয় এ অধিবেশনে।

সোভিয়েত অর্থনৈতিক সাফল্যে জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন সম্ভব হয়। অধিবাসীদের আসল আয় বাড়ে। কেবল ১৯৬০ সালেই রাষ্ট্রীয় বাজেট থেকে ভাতা দান

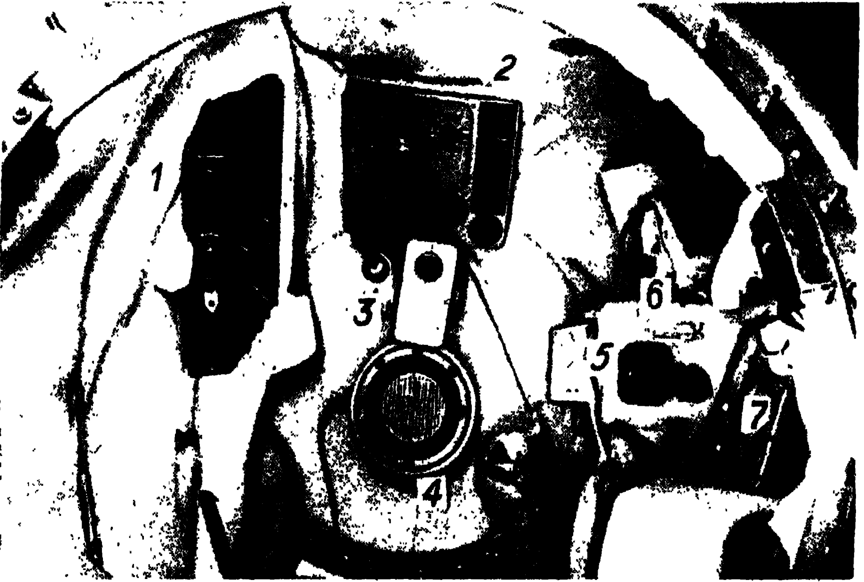


মস্কো, ১৯৬১ সালের ৯ই অগস্ট মহাকাশ-বৈমানিক মেজর গের্মান তিতোভ চালিত 'ভস্তক-২' ব্যোমযানের সফল উড্ডয়ন উপলক্ষে মস্কোর রেড স্কোয়ারে মেহনতীজনের সভা। লেনিন সমাধিমন্দিরের মঞ্চে বীর মহাকাশ-বৈমানিক গের্মান তিতোভ ও ইউরি গাগারিন সহ খ্রুশ্চভ।

ইত্যাদি বাবদ খরচা বাড়ে আরো ১৫০০ কোটি রুবল। আয়কর লোপের আইন (সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে ১৯৬০ সালের মে মাসে গৃহীত) ক্রমশ চালু হতে থাকে ১৯৬০ সালের ১০ই অক্টোবর থেকে। এই বছরেই সমস্ত শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য উচ্চতর বেতনে সাত বা ছয় ঘণ্টা কর্মদিন শুরু হয়।

গৃহনির্মাণে বিপুল অগ্রগতি হয়েছে। গত পাঁচ বছরে কোটি পাঁচেক সোভিয়েত নাগরিক (সমগ্র জনসংখ্যার প্রায় সিকিভাগ) রাষ্ট্রের দেওয়া নতুন ফ্ল্যাটে ঠাঁই নিয়েছেন।

সাতসালা পরিকল্পনার প্রথম বছরগুলি সোভিয়েত বিজ্ঞান ও টেকনলজির গুরুত্বপূর্ণ বিকাশে চিহ্নিত। শুরু হয় মহাজগত জয়ের নতুন পর্যায়। ১৯৫৯ সালে তিনটি মহাজাগতিক রকেট ক্ষেপণ করা হয়, একটি চাঁদের পাশ দিয়ে গিয়ে সূর্যের গ্রহের পরিণত হয়; একটি চাঁদে পৌঁছিয়ে দেয় সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতীক এবং তৃতীয়টি চাঁদের বিপরীত দিকের ফোটো তোলে। ১৯৬০ সালে মহাকাশ জয়ে নতুন সাফল্য লাভ করে সোভিয়েত বিজ্ঞান। পরীক্ষামূলক প্রাণী (কুকুর), পতঙ্গ ও উদ্ভিদসহ ব্যোমযান স্থাপিত হয় পৃথিবীর কক্ষপথে। প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় ক্ষেপণ করা হয় শক্তিশালী ব্যালিস্টিক রকেট। সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা ও কমিউনিজম নির্মাণরত মুক্ত জনগণের




'ভস্তক' ব্যোমযান-স্পুতনিকের বৈমানিক কেবিনের অভ্যন্তর: 1 — পাইলটের সুইচবোর্ড; 2 — গোলক সহ ইনস্ট্রুমেন্ট বোর্ড; 3 — টেলিভিজন ক্যামেরা; 4 — অপটিক যন্ত্রপাতি সহ ইলিউমিনেটর: 5 — ব্যোমযানকে ঘোড়ানো ফেরানোর হাতল; 6 — রেডিও সেট; 7 — খাদ্য আধার।

প্রতিভায় মহাবিশ্বের রহস্যভেদে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটে ও মানুষের মহাকাশ যাত্রার অবস্থা তৈরি হয়।

১৯৬১ সালের ১২ই এপ্রিল মানবজাতি সোল্লাসে শোনে 'ভস্তক-১' ব্যোমযানে ইউরি গাগারিনের পৃথিবী প্রদক্ষিণ (১০৮ মিনিট লাগে)। এই বছরেরই অগস্টে গের্মান তিতোভ পৃথিবী প্রদক্ষিণ করেন ১৭ বার। ১৯৬২ সালের ১৫ই অগস্ট জগতের প্রথম যুগ্ম-মহাকাশ পরিক্রমা সম্ভব করে দুই সোভিয়েত মহাজাগতিক জাহাজ 'ভস্তক-৩' ও 'ভস্তক-৪'। মহাকাশচারী আন্দ্রিয়ান নিকোলায়েভ এবং পাভেল পপোভিচ জাহাজদুটি পরিচালনা করেন। মহাজাগতিক জাহাজ 'ভস্তক-৩' ৯৫ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৬৪ বারেরও বেশি পাক দেয়, 'ভস্তক-৪' ৭১ ঘণ্টায় পৃথিবীকে ৪৮ বারেরও বেশি পাক দেয়। মহাকাশের পথ করে দিলেন সোভিয়েত মানুষ।

প্রধানমন্ত্রী খ্রুশ্চভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র (সেপ্টেম্বর ১৯৫৯), ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ব্রহ্ম ও আফগানিস্তান (ফেব্রুয়ারি — মার্চ ১৯৬০) ও ফ্রান্স (মার্চ — এপ্রিল ১৯৬০) ভ্রমণ বিশ্ব রাজনীতির ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

১৯৬০ সালের মে মাসের মাঝামাঝি খ্রুশ্চভ ফের প্যারিসে আসেন। বৃহৎ চতুঃশক্তির (সোভিয়েত ইউনিয়ন, বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স) প্রধানদের জরুরী আন্তর্জাতিক সমস্যা আলোচনার কথা ছিল সেখানে। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শাসক চক্রগুলির দোষে বৈঠক ভেঙে যায়। মার্কিন সমরবিভাগ সরকারের জ্ঞাতসারে একটি গোয়েন্দা বিমান পাঠায় সোভিয়েত এলাকার অভ্যন্তরে। বিমানটিকে ভূপাতিত করে সোভিয়েত রকেট ইউনিট। মার্কিন বিমান বাহিনীর প্ররোচনামূলক কর্মের নিন্দা করতে অস্বীকার করেন প্রেসিডেণ্ট আইজেনহাওয়ার। এই ভাবে শীর্ষ বৈঠক ভেঙে দেবার জন্য দায়ী হয় মার্কিন শাসক চক্রগুলি।

১৯৬০ সালের সেপ্টেম্বর -- অক্টোবরে খ্রুশ্চভ জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের ১৫শ অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতৃত্ব করেন। সাম্প্রতিক আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির জরুরী সমস্যা বিষয়ে কতকগুলি প্রস্তাব দেয় সোভিয়েত ইউনিয়ন। সমস্ত উপনিবেশিক জনগণকে মুক্তি ও স্বাধীনতা দান, সাধারণ নিরস্ত্রীকরণ সমস্যার সমাধান চাই (২৩শে সেপ্টেম্বর), জাতিসঙ্ঘে চীনের বৈধ অধিকার প্রত্যর্পণ (১লা অক্টোবর), জাতিসঙ্ঘের পরিচালক সংস্থাগুলির গঠনবিন্যাস (৩রা অক্টোবর), নিরস্ত্রীকরণ (১১ই অক্টোবর), পূর্ণাধিবেশনে উপনিবেশিক দেশগুলিকে স্বাধীনতা দানের সমস্যা আলোচনার প্রভৃতি প্রশ্নে খ্রুশ্চভের বক্তৃতায় বিপুল রাজনৈতিক আগ্রহের সৃষ্টি হয়। এ সব বক্তৃতায় সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে, শান্তি ও সামাজিক প্রগতির জন্য জনগণের সংগ্রামের বিপুল ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ করা হয়, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি এবং জাতীয় ও উপনিবেশিক সমস্যায় লেনিনের ভাবনাকে সৃজনমূলকভাবে বিকশিত করা হয় তাতে।

উপনিবেশিক দেশ ও জনগণকে স্বাধীনতা দানের ঐতিহাসিক ঘোষণা সাধারণ পরিষদ গ্রহণ করে ১৯৬০ সালের ১৪ই ডিসেম্বর। খসড়া ঘোষণাটি পেশ করে ৪৩টি আফ্রো-এশীয় দেশ এবং ৮৯টি সদস্য দেশের বিপুল সংখ্যাধিক্যে তা গৃহীত হয়। ঘোষণায় অভিব্যক্তি পায় এই প্রশ্নে সোভিয়েতের মূল প্রস্তাবটি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি ৯টি দেশের প্রতিনিধি ভোট দানে বিরত থাকে — কোনো উপনিবেশিক শক্তিই ঘোষণার বিরুদ্ধে ভোট দিতে সাহস করে না। জাতিসঙ্ঘের এই অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদল সাদর অভিনন্দন পায় সোভিয়েত জনগণ এবং বিশ্বের সমস্ত প্রগতিশীল জনগণ, উভয়ের কাছ থেকেই।

বিশ্ব ইতিহাসের পক্ষে বিপুল তাৎপর্য রাখে ১৯৬০ সালের নভেম্বরে মস্কোয় অনুষ্ঠিত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের সম্মেলন। পাঁচ মহাদেশের ৮১টি মার্কসবাদী-লেনিনবাদী পার্টি এতে যোগ দেয়। ১৯৫৭ সালে গৃহীত ঘোষণা ও শান্তি ইশতেহারের প্রতি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টিগুলির আনুগত্য পুনঃসমর্থিত হয় সম্মেলনে। আমাদের কালের জরুরী সমস্যাগুলির একটি অন্তর্ভেদী বিশ্লেষণ এবং নতুন ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে শ্রমিক শ্রেণী ও জাতীয় মুক্তি আন্দোলন বিকাশের পরিপ্রেক্ষিত দেওয়া হয় ঘোষণায়।

আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি ও শ্রেণীশক্তির সম্পর্ক যখন ক্রমাগত সমাজতন্ত্রের অনুকূলে আমূল পরিবর্তমান তখন মার্কসবাদ-লেনিনবাদের প্রয়োগ ও তার সৃজনশীল বিকাশের জাজ্বল্যমান নিদর্শন হল বিবৃতিতে উপস্থাপিত নতুন নতুন ধারণা ও প্রতিজ্ঞাগুলি। বিবৃতিটি আমাদের কালের একটি প্রধান মার্কসবাদী-লেনিনবাদী দলিল এবং কমিউনিজমের আদর্শ জয়যুক্ত করার জন্য সংগ্রামী সমস্ত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির পক্ষে একটি সাধারণ মতাদর্শগত মঞ্চ ও কার্যক্রম স্বরূপ।

সম্মেলনে গৃহীত বিশ্বজনের প্রতি আবেদনে সামাজিক মর্যাদা, জাতীয়তা এবং রাজনৈতিক ও ধর্মীয় বিশ্বাস নিরপেক্ষে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের নিকট ডাক দেওয়া হয় শান্তি রক্ষায়, সাম্রাজ্যবাদী আক্রমণকারীদের বিরুদ্ধে, নতুন একটি বিশ্বযুদ্ধের বিরুদ্ধে সাধারণ সংগ্রামে সম্মিলিত হবার জন্য। আবেদনের মূলকথা ছিল শান্তি এবং মানবজাতির সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য প্রযত্ন।

প্রতি জাতির স্বাধীন অস্তিত্বের নীতি স্বীকার করে সোভিয়েত ইউনিয়ন সদ্যস্বাধীন আফ্রিকীয় দেশগুলিকে সর্ববিধ সাহায্য দেয়। এই বছরগুলিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে বেশ কয়েকটি আফ্রিকীয় রাষ্ট্রের সরকারী প্রতিনিধিদলের ঘন ঘন বিনিময় হয়। এ সব দেশের সঙ্গে সম্পাদিত হয় অর্থনৈতিক, কারিগরী ও সাংস্কৃতিক সহযোগিতার চুক্তি।

জাতিসঙ্ঘে কঙ্গো সমস্যা মীমাংসার জন্য সক্রিয় অভিযান চালায় সোভিয়েত ইউনিয়ন। কিউবা বিদ্রোহকে হত্যা করার চেষ্টা চালালে আক্রমণকারীদের গুরুতর

প্রতিফল সইতে হবে, সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সতর্কীকরণে কিউবা প্রজাতন্ত্রের খুব সাহায্য হয়।

স্থায়ী শান্তির জন্য প্রযত্নশীল সোভিয়েত ইউনিয়ন আন্তর্জাতিক উত্তেজনার সমস্ত জট পরিষ্কারের জন্য কঠিন পরিশ্রম করে। কূটনৈতিক দিক থেকে ইউরোপে উত্তেজনার কেন্দ্র বিলোপের জন্য সক্রিয় চেষ্টা করে সে, জার্মান শান্তি চুক্তি সম্পাদন করে সেই ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিন সমস্যা সমাধানের দাবি করে।

সোভিয়েত ইউনিয়ন মনে করে, সমস্ত আন্তর্জাতিক বিরোধ মীমাংসার একমাত্র সঠিক পন্থাই হল আলাপ আলোচনা। ১৯৬১ সালের জুন মাসে ভিয়েনায় মার্কিন প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির সঙ্গে সোভিয়েত প্রধানমন্ত্রী নিকিতা খ্রুশ্চভ দুই দিন ব্যাপী এক বৈঠকে মিলিত হন। তাতে বড়ো বড়ো আন্তর্জাতিক সমস্যা নিয়ে মত বিনিময় করেন তাঁরা।

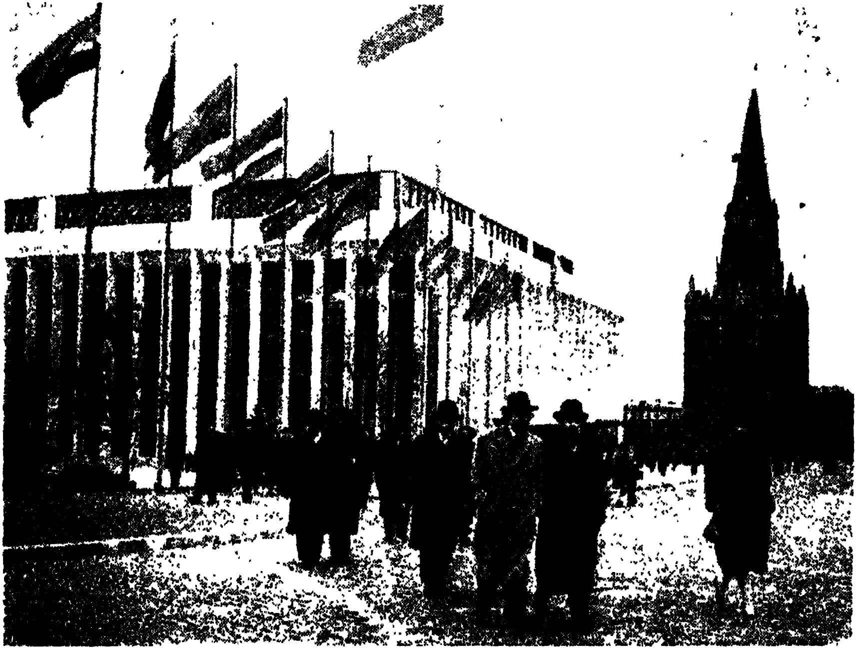
পরিপূর্ণ ও সার্বজনীন নিরস্ত্রীকরণের একটি চুক্তি সম্পাদন ও পরমাণবিক অস্ত্র পরীক্ষা বন্ধের জন্য কাজ করে যায় সোভিয়েত ইউনিয়ন।

## সোভিয়েত ইউনিয়নে কমিউনিজম নির্মাণের মহা পরিকল্পনা

১৯৬১ সালের অক্টোবরে অনুষ্ঠিত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির দ্বাবিংশ কংগ্রেস — কমিউনিজম নির্মাতাদের কংগ্রেস। এতে সোভিয়েত জনগণের সংগ্রামের ফলাফল ও তাদের বিশ্ব-ঐতিহাসিক সাফল্যের পর্যালোচনা করা হয় ও গৃহীত হয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির একটি নতুন কর্মসূচি — সঙ্গতভাবে এটি অভিহিত হয়েছে এ কালের কমিউনিস্ট ইশতেহার বলে। কংগ্রেসে অনুমোদিত হয় নতুন পার্টি নিয়মাবলী।

'দ্বাবিংশ পার্টি কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট' ও 'সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি প্রসঙ্গে' খ্রুশ্চভের বক্তৃতায় এবং কংগ্রেসে গৃহীত পার্টি কর্মসূচি ও নিয়মাবলী এবং সিদ্ধান্তসমূহে আমাদের কালের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নগুলির জবাব ও আমাদের বর্তমান যুগের একটি সর্বাঙ্গীন ও বিজ্ঞানভিত্তিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে। পার্টি কর্মসূচিতে বলে: 'বর্তমান যুগের মূল আধেয় হল পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উৎক্রমণ; এ হল দুটি বিরোধী সমাজ ব্যবস্থার মধ্যে সংগ্রামের যুগ, সমাজতান্ত্রিক ও জাতীয় মুক্তি বিপ্লবের যুগ, সাম্রাজ্যবাদের ভাঙন ও উপনিবেশিক ব্যবস্থা উচ্ছেদের যুগ, সমাজতন্ত্রের পথে ক্রমেই নতুন নতুন জাতির উত্তরণ, বিশ্ব ব্যেপে সমাজতন্ত্র ও কমিউনিজমের বিজয়ের যুগ। বর্তমান যুগের কেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী এবং তার প্রধান সৃষ্টি বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা।'

কমিউনিস্ট পার্টির পরিচালনায় সোভিয়েত জনগণের কার্যকলাপের প্রধান ফল হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়নে সমাজতন্ত্রের পরিপূর্ণ ও চূড়ান্ত বিজয়। বিপুলাকারে



মস্কো, ১৯৬১ সালের অক্টোবর; ক্রেমলিনের কংগ্রেস প্রাসাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা।

কমিউনিজম নির্মাণের কাজে নেমেছে দেশ। এটা একটা যুগান্তকারী কীর্তি। পার্টি কর্মসূচিতে আছে: 'সোভিয়েত জনগণের সনিষ্ঠ শ্রম ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক ক্রিয়াকলাপের ফলে **মানবজাতি পেয়েছে একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ যা জলজ্যান্ত বর্তমান, পেয়েছে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের এমন একটি বিজ্ঞান যা কার্যক্ষেত্রে যাচাই হয়েছে। সমাজতন্ত্রের রাজপথ বাঁধানো হয়েছে।** ইতিমধ্যেই এ রাজপথে কদম বাড়িয়েছে বহুজাতি, বিলম্বে বা অবিলম্বে সব জাতিই সে পথ নেবে।'

সোভিয়েত ইউনিয়নের বিকাশের সাধারণ গতিপথ ও তার প্রধান লক্ষ্য নির্ধারণ করে কমিউনিস্ট পার্টি তার কর্মসূচিতে সগাম্ভীর্যে ঘোষণা করেছে যে দুই দশকের মধ্যে (১৯৬১-৮০) সোভিয়েত ইউনিয়নে মূলত একটি কমিউনিস্ট সমাজ গড়ে উঠবে ও সোভিয়েত জনগণের বর্তমান পুরুষেরা কমিউনিজমে দিন কাটাবে। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নতুন কর্মসূচিটি হল এ দেশে কমিউনিজম প্রতিষ্ঠার দার্শনিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বনিয়াদস্বরূপ। কংগ্রেসে খ্রুশ্চভ বলেন, 'নতুন কর্মসূচি গ্রহণ করে পার্টি ও জনগণ কমিউনিস্ট সমাজ নির্মাণকে তাদের আশু ব্যবহারিক কাজ করে তুলেছে।'



সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসে ন. স. খ্রুশ্চভের বক্তৃতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নে ও সমস্ত সমাজতান্ত্রিক দেশে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের অভিজ্ঞতা তথা বিশ্ব কমিউনিস্ট ও শ্রমিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতার সাধারণীকরণ ও সার নিষ্কাশন করে মার্কসবাদ-লেনিনবাদী তত্ত্বের একটা সৃজনধর্মী বিকাশের দ্বারা কংগ্রেসের

সিদ্ধান্তগুলি চিহ্নিত। তাতে নিঃসংশয়ে দেখানো হয়েছে পুঁজিবাদ থেকে সমাজতন্ত্রে উত্তরণের নিয়মশাসিত আবশ্যিকতা এবং সমাজতান্ত্রিক সমাজ থেকে কমিউনিস্ট সমাজে রূপান্তরের নিয়মগুলির রূপরেখা দেওয়া হয়েছে তাতে; কমিউনিজমের একটা সর্বাঙ্গীন চরিত্র-নির্ধারণ এবং তা অর্জনের পন্থাদি নির্দিষ্ট হয়েছে এতে।

সামাজিক অসাম্য থেকে, সর্ববিধ রূপের শোষণ ও নিপীড়ন থেকে, এবং যুদ্ধের বিভীষিকা থেকে সমস্ত মানবজাতিকে মুক্ত করার ঐতিহাসিক ব্রত পালন করে কমিউনিজম এবং পৃথিবীতে স্থাপিত করে সকল জাতির জন্য শান্তি, শ্রম, স্বাধীনতা. সাম্য, ভ্রাতৃত্ব ও সুখ।

কর্মসূচির কেন্দ্রীয় কথা হল কমিউনিজম নির্মাণের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি গড়া এবং এমন একটা উৎপাদন, শ্রমোৎপাদিকা ও শ্রমসংগঠন অর্জন যা বৈষয়িক মূল্যবস্তুর প্রাচুর্য সৃষ্টি এবং 'প্রত্যেকে দেবে তার সাধ্যমতো, প্রত্যেকে পাবে তার প্রয়োজন অনুসারে' কমিউনিজমের এই মূলনীতি রূপায়ণে অপরিহার্য। কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি গড়ার কর্তব্য রূপ পেয়েছে সুনির্দিষ্ট অঙ্কে এবং সোভিয়েত অর্থনীতির সর্বশাখা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির জন্য তা স্থিরীকৃত হয়েছে।

দশ বছরে সোভিয়েত শিল্পোৎপাদন বাড়বে শতকরা ১৫০ ভাগ। এই সময়ের ভেতর মোট শিল্পোৎপাদনে দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে। দ্বিতীয় দশকের শেষে সোভিয়েত শিল্প হয়ে দাঁড়াবে পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ ও সবচেয়ে শক্তিশালী শিল্প। দেশের শিল্পোৎপাদন বাড়বে ছয় গুণের কম নয়। দুই দশকের মধ্যে সোভিয়েত শিল্প যে পরিমাণ উৎপাদন করবে সেটা বর্তমানের সমস্ত অসমাজতান্ত্রিক দেশের সমবেত উৎপাদনের দ্বিগুণ।

কমিউনিস্ট নির্মাণের লক্ষ্য স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি লেনিনের এই ভাস্বর প্রতিজ্ঞায় চালিত যে 'কমিউনিজম হল সোভিয়েত শক্তির সঙ্গে গোটা দেশের বিদ্যুতীকরণের যোগফল।' কমিউনিজমের অর্থনীতি নির্মাণ কর্মসূচির মূলে আছে লেনিনের এই ধারণাটি এবং এইটেই তার মূলনীতি।

টেকনিকাল প্রগতিতে বিদ্যুতশক্তি বিকাশের ভূমিকা প্রধান। সমস্ত শিল্পের দ্রুত অগ্রগতি এবং স্বয়ংক্রিয়তা, রেডিও ইঞ্জিনিয়রিং, ইলেকট্রনিকস কাইবারনেটিকস ইত্যাদির ভিত্তি হওয়া চাই বিদ্যুতীকরণ। নতুন কর্মসূচিতে শিল্পের ক্ষেত্রে শ্রমের বিদ্যুত-সজ্জায় প্রায় তিনগুণ বৃদ্ধি, উচ্চহারে বিদ্যুত খরচা করার মতো শিল্পগুলির প্রভূত প্রসার এবং পরিবহন ও কৃষির সর্বাঙ্গীন বিদ্যুতীকরণের কথা ধরা হয়েছে।

১৯৮০ সালে বাৎসরিক বিদ্যুত উৎপাদন দাঁড়াবে ২,৭০,০০০ থেকে ৩,০০,০০০ কোটি কিলোওয়াট ঘণ্টার মতো অর্থাৎ ১৯৬০ সালের ৯-১০ গুণ। বর্তমানে সমস্ত দেশ একত্রে মিলে যত বিদ্যুত উৎপাদন করে তার শতকরা ৫০ ভাগ বেশি হবে সোভিয়েত ইউনিয়নের বিদ্যুৎ উৎপাদন।

কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তির অর্থ হল গোটা দেশের পরিপূর্ণ বিদ্যুতীকরণ এবং তার ভিত্তিতে সামাজিক উৎপাদনের টেকনিক ও সংগঠনের পরবর্তী উন্নয়ন, শিল্পের প্রভূত প্রসার ও অগ্রণী টেকনিকের প্রবর্তন।

কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি সৃষ্টির প্রধান উপায় হল একটা সর্বাঙ্গীন ও দ্রুত টেকনিকাল প্রগতি, যাতে শ্রমোৎপাদিকার একটা খাড়া ঊর্ধ্বগতি নিশ্চিত হবে। এই ভাবে পরের দশ বছরে শিল্পে শ্রমোৎপাদিকা বাড়বে দ্বিগুণের বেশি এবং দুই দশকে তা বাড়বে শতকরা ৩০০—৩৫০ ভাগ।

দুই দশকে কমিউনিজমের বৈষয়িক ও টেকনিকাল ভিত্তি নির্মাণ সম্পূর্ণ হলে সোভিয়েত ইউনিয়নের উৎপাদনী শক্তি হবে সবচেয়ে পরাক্রান্ত এবং মাথাপিছু উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন হবে বিশ্বে প্রথম। পার্টি কর্মসূচিতে বলে: **'যে কোনো পুঁজিবাদী দেশের চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে জীবনযাত্রার উচ্চতর মান অর্জনের বিশ্ব** ঐতিহাসিকভাবে জরুরী কর্তব্য সামনে রাখছে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি।'

দেশের প্রতিরক্ষা, সোভিয়েত জনগণের সমস্ত চাহিদা মেটাবার মতো ভোগ্যবস্তু শিল্পের ত্বরিৎ বিকাশ এবং দেশের উৎপাদনী শক্তির সর্ববিধ বিকাশ নিশ্চিত করার মতো উপযুক্ত হারে গুরু শিল্প এই পর্বে বিকশিত হবে। তা উৎপাদন করবে বহু সংখ্যক কার্যকরী ও কম খরচার মেশিনটুল, যন্ত্রপাতি, স্বয়ংক্রিয়তা ও রেডিও ইলেকট্রনিকস'এর জন্য নানাবিধ কলকব্জা এবং শিল্প ও কৃষিতে ব্যবহারের জন্য আধুনিক যান্ত্রিক ব্যবস্থা। ইঞ্জিনিয়ারিং ও ধাতুকর্ম শিল্পের উৎপাদন বাড়বে ১০-১১ গুণ এবং স্বয়ংক্রিয় উৎপাদন লাইন ৬০ গুণ।

ভোগ্যবস্তু শিল্প খুব বাড়বে। দুই দশকে বস্ত্রের উৎপাদন বাড়বে শতকরা ২০০-২৩০ ভাগ, চামড়ার জুতো শতকরা ১১০-১৪০ ভাগ, রেডিও, টেলিভিজন, রেফ্রিজারেটর এবং অন্যান্য গৃহস্থালী জিনিসপত্র শতকরা ৯০০ ভাগ।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তে কৃষিতে দ্রুত প্রগতির একটা কার্যক্রম নেওয়া হয়েছে, কৃষি সরবরাহ যাতে চাহিদাকে ছাপিয়ে যায় তেমন একটা বিকাশ হার অর্জনের উপায় নির্দেশ করা হয়েছে এতে।

অতি বিকশিত, উৎপাদনশীল ও বিবিধ কৃষি নইলে কমিউনিজম গড়া যায় না।

বিপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে কৃষির উৎপাদনী শক্তিতে একটা জোরালো ঊর্ধ্বগতির জন্য সংগঠন করে পার্টি। তাতে দুই দশকে দুটি প্রধান সমস্যা সমাধান করা যাবে: প্রথমত অধিবাসীদের জন্য উঁচু দরের খাদ্য ও শিল্পের জন্য কাঁচামালের প্রাচুর্য সৃষ্টি; দ্বিতীয়ত, সোভিয়েত গ্রামাঞ্চলে ক্রমশ কমিউনিস্ট সমাজ সম্পর্কের প্রবর্তন এবং শহর ও গ্রামের মূল পার্থক্য লোপ। মোট কৃষি উৎপাদন বাড়বে প্রথম দশকে শতকরা ১৫০ ভাগ এবং দ্বিতীয় দশকে শতকরা ২৫০ ভাগ।

প্রথম দশকেই প্রধান প্রধান কৃষি দ্রব্যের মাথাপিছু উৎপাদনে সোভিয়েত ইউনিয়ন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ছাড়িয়ে যাবে।

সমস্ত কৃষি শাখা বিকশিত হবে বৃহত্তর শস্য উৎপাদনের মারফত। দুই দশকে মোট শস্য উৎপাদন দ্বিগুণের বেশি হবে। গবাদি পালন বাড়বে দ্রুত গতিতে। প্রথম দশকে মাংসের উৎপাদন হবে প্রায় তিন গুণ আর দুধ দুই গুণের বেশি।

এই কর্তব্যগুলি সাধিত হবে কৃষির উৎপাদন পদ্ধতির সর্ববিধ যন্ত্রীকরণ, নিয়মিত প্রখরীকরণ ও দ্রুত বিদ্যুতীকরণ এবং অগ্রণী পদ্ধতি ও উন্নততর শ্রমসংগঠন মারফত।

নতুন কর্মসূচিতে রূপায়িত হচ্ছে পার্টির এই ধ্বনি: 'সবকিছুই মানুষের নামে, মানুষের কল্যাণার্থে।' প্রথম দশ বছরে সমস্ত সোভিয়েত নাগরিক সচ্ছল অবস্থায় দিন কাটাবে, বৈষয়িক নিরাপত্তা থাকবে তাদের। এই পর্বে অধিবাসীদের মাথাপিছু আসল আয় দ্বিগুণ হবে এবং কুড়ি বছরে তা বাড়বে শতকরা ২৫০ ভাগের বেশি।

গৃহ সমস্যার প্রতি বিশেষ নজর আছে পার্টির। প্রথম দশকে দূর হবে গৃহ সংকট। বর্তমানে যত গৃহ আছে তার তিনগুণ গৃহ নির্মিত হবে কুড়ি বছরে।

কমিউনিজমের দেশে থাকবে হ্রস্বতম কর্মদিন। প্রথম দশকে অধিকাংশ শ্রমিক ও কর্মচারীদের জন্য প্রবর্তিত হবে ছয় ঘণ্টা রোজ বা ৩৫ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ আর বাকি অংশগুলির জন্য ৩০ ঘণ্টার কর্মসপ্তাহ।

দ্বিতীয় দশকের শেষে জন পরিভোগ খাতে যে ব্যয় হবে সেটা অধিবাসীদের মোট আয়ের অর্ধেক। তা হবে রাষ্ট্রের খরচে ছেলেমেয়ে ও অকর্মণ্যদের ভরণপোষণের একটা ব্যবস্থা ক্রমশ চালু করে, অবসর যাপন কেন্দ্র ও ওষুধের জন্য পয়সা লাগবে না, ঘর ভাড়া দিতে হবে না, পৌর সেবা ব্যবস্থা, পৌর পরিবহন হবে বিনামূল্যে এবং উদ্যোগপ্রতিষ্ঠানাদির ভোজনালয়ে দ্বিপ্রাহরিক আহার মিলবে বিনা পয়সায়।

বিপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রবেশে সমাজতান্ত্রিক গণতন্ত্রের একটা নতুন ও উচ্চতর পর্যায় সূচিত হচ্ছে। যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের উদ্ভব হয়েছিল প্রলেতারীয় একনায়কত্বরূপে তা বিপুলাকারে কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে নতুন ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে পরিণত হয়েছে সমগ্র জনসাধারণের রাষ্ট্রে, সমস্ত অধিবাসীদের স্বার্থ ও অভিপ্রায় প্রকাশের এক সংস্থায়।

কর্মসূচিতে কমিউনিজম নির্মাতাদের নৈতিক মানদণ্ড সূত্রবদ্ধ করা হয়েছে।

কমিউনিজম নির্মাণের কাজটায় একটা সংগঠিত, পরিকল্পিত ও বিজ্ঞান ভিত্তিক চরিত্র এনে দেয় কমিউনিস্ট পার্টি। তাই সোভিয়েত সমাজের পরিচালক ও নেতৃশক্তি হিসাবে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা ও তাৎপর্য কমিউনিজম নির্মাণের পর্বে আরো বেড়ে ওঠে। কমিউনিজম নির্মাণের নির্ধারক শক্তি হল জনগণ। জনগণের অগ্রবাহিনী হল পার্টি, জনসেবাই তার লক্ষ্য ও সার্থকতা।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি ও ২২শ কংগ্রেসের সিদ্ধান্তগুলির আন্তর্জাতিক তাৎপর্য বিপুল। কংগ্রেসে উল্লিখিত হয় যে 'বর্তমান আন্তর্জাতিক পরিস্থিতির নির্ধারক বৈশিষ্ট্য হল বিশ্বজুড়ে সমাজতন্ত্র গণতন্ত্র ও শান্তির শক্তিগুলির অধিকতর বিকাশ।' আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর প্রধান কীর্তি হল বিশ্ব সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রতিষ্ঠা। এখনকার একটি মূল কর্তব্য হল সমাজতান্ত্রিক শিবিরের ঐক্য আরো জোরালো করা এবং তার অধিকতর পরাক্রম ও প্রতিরক্ষা ক্ষমতা নিশ্চিত করা। বর্তমান পুঁজিবাদের একটি গভীর বিশ্লেষণ দেওয়া হয়েছে কর্মসূচিতে এবং বিশ্ব রাজনীতির প্রধান প্রধান সমস্যা সমাধানের পথ নির্দেশ করা হয়েছে।

সমস্ত কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টির বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা, মার্কসবাদ-লেনিনবাদ ও প্রলেতারীয় আন্তর্জাতিকতার নীতির ভিত্তিতে তাদের অখণ্ড ঐক্য জোরদার করার প্রয়োজনীয়তাকে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি তার প্রধান কর্তব্য বলে চিরকাল গণ্য করে এসেছে ও এখনো করে।

কংগ্রেসে এই সব পার্টি যে অভিনন্দনবাণী পাঠায় ও তাদের প্রতিনিধিরা যে সব বক্তৃতা করেন তাতে আন্তর্জাতিক কমিউনিস্ট আন্দোলনের ঐক্য জাজ্বল্যমান হয়ে উঠেছে। ভ্রাতৃপ্রতিম কমিউনিস্ট পার্টিগুলি সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির মধ্যে দেখে সমগ্র মানবজাতির উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ — কমিউনিজমের জন্য সংগ্রামে পুরোগামীর ঐতিহাসিক ব্রত পালন করার মতো তাদেরই এক অগ্রবাহিনীকে।

সাম্রাজ্যবাদের আক্রমণী নীতির লুঠেরা চরিত্র নিঃসন্দেহে উদ্ঘাটিত করে দেয় কংগ্রেস। বিভিন্ন সমাজব্যবস্থাধীন রাষ্ট্রের শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতি, লেনিন প্রস্তাবিত এই নীতিটির প্রতি প্রচুর মনোযোগ দেওয়া হয়েছে কর্মসূচিতে। সোভিয়েত বৈদেশিক নীতির মূল ধারা হল শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান। এ হল আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র ও পুঁজিবাদের মধ্যে এক শান্তিপূর্ণ প্রতিযোগিতা এবং সেই সঙ্গে তাদের মধ্যেকার শ্রেণী সংগ্রামের একটা বিশেষ রূপ। বর্তমানে বিশ্ববিকাশের প্রধান ধারা নির্দেশ করছে সাম্রাজ্যবাদ নয়, সমাজতন্ত্র। কর্মসূচিতে এই বলে জোর দেওয়া হয় যে পরাক্রান্ত সমাজতান্ত্রিক শিবির, শান্তিকামী অ-সমাজতান্ত্রিক দেশসমূহ, আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী ও শান্তি সমর্থক সমস্ত শক্তির মিলিত প্রচেষ্টায় বিশ্বযুদ্ধ নিরোধ করা সম্ভব। কংগ্রেস ঘোষণা করে যে, **'সামাজিক প্রগতি ও জনসমূহের সুখের মহাদর্শের সমারোহে জাতিসমূহের মধ্যে শান্তি ও মৈত্রী সুরক্ষিত ও দৃঢ় করার জন্য যা প্রয়োজন তা করবে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি।'**

# কালপঞ্জী

## খৃষ্টপূর্ব

| | |
|---|---|
| আঃ ৮,০০,০০০ থেকে ৪০,০০০ | --সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিতে আদি বা নিম্ন পুরা প্রস্তর যুগ। |
| ৪০শ-১৩শ সহস্রক | —সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিতে অন্ত বা উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগ। |
| ১৩শ-৭ম-৫ম সহস্রক | —মধ্য প্রস্তর যুগ (পুরা প্রস্তর থেকে নব্য প্রস্তরে উৎক্রমণ)। |
| ৫ম-২য় সহস্রক | —সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিতে নব্য প্রস্তর ও তাম্র যুগ। প্রাচীনতম তাম্র যুগের চাষী ও রাখালিয়া কালচার। |
| ৪র্থ-৩য় সহস্রক | —আনাউ কালচার (১ম ও ২য়)। |
| ৪র্থ-৩য় সহস্রক | —কেলতেমিনার কালচার। |
| ৩য়-২য় সহস্রক | —ট্রান্সককেশীয় কালচার। |
| ৩য়-২য় সহস্রক | —ত্রিপলিয়ে কালচার। |
| ৩য় সহস্রকের শেষার্ধ-২য় সহস্রক | —সোভিয়েত ইউনিয়নের ভূমিতে ব্রোঞ্জ যুগ। |
| ৩য়-২য় সহস্রক | —বিবর ও সুরঙ্গ-কবর কালচার। |
| ৩য় ও ২য় সহস্রকের সন্ধিকাল | —আফানাসিয়েভ্স্কায়া কালচার। |
| ২য়-১ম সহস্রকের শুরু | —আবাশেভো কালচার। |
| ২য় ও ১ম সহস্রকের সন্ধিকাল | —আন্দ্রনভ্স্কায়া কালচার। |
| ২য় সহস্রক | —৩য় আনাউ কালচার। |
| ২য় সহস্রক | —তাজ্জা-বাগিয়াব কালচার। |
| ২য় ও ১ম সহস্রকের সন্ধিকাল | —কারাসুক কালচার। |
| ২য় ও ১ম সহস্রকের সন্ধিকাল | —স্রুব্নায়া কালচার। |

২য় সহস্রক — ত্রিয়ালেতি কালচার।

২য় ও ১ম সহস্রকের সন্ধিকাল-১ম সহস্রকের মাঝামাঝি — কলচিস ও কবান কালচার।

৯ম-৬ষ্ঠ শতক — উরারতু রাষ্ট্রের উদ্ভব ও স্বর্ণযুগ।

৭ম-৫ম শতক — কৃষ্ণ সাগর তীরে গ্রীক উপনিবেশগুলির প্রতিষ্ঠা।

৭ম-৩য় শতক — কৃষ্ণ সাগর স্তেপভূমিতে শক আধিপত্য।

৫২২-৫১৭ — খরেজমীয়, সগদীয়, সাসায়ে ও বক্তৃয়দের সম্পর্কে প্রথম লিখিত রেকর্ড (প্রথম দারিয়ুস হিস্তাস্পের বেহিস্তুন লিপি)।

খৃঃপূঃ ৫ম-খৃষ্টাব্দ ৪র্থ শতক — বসফোরাস রাজ্য।

খৃঃপূঃ ৩২৯-৩২৮ — ম্যাসিডনের আলেকজান্দর কর্তৃক মধ্য এশিয়া বিজয়।

খৃঃপূঃ ৪র্থ-খৃঃ ৩য় শতক — কৃষ্ণ সাগর স্তেপ অঞ্চলে সারমেসিয়ানরা।

খৃঃপূঃ ৩য়-খৃঃ ৩য় শতক — ক্রিমিয়ায় শক রাষ্ট্র।

আঃ খৃঃপূঃ ২৫০-১৩০ — মধ্য এশিয়ায় গ্রীক-বক্তৃয়া রাজ্য।

খৃঃপূঃ ১৯০ — আর্মেনিয়ায় সেলিউসিদদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ।

খৃঃপূঃ ১০৭ — বসফোরাস রাজ্যে সাভ্মাকাসের নেতৃত্বে ক্রীতদাস বিদ্রোহ।

**খৃষ্টাব্দ**

৩য় শতক — কৃষ্ণ সাগর অঞ্চলে গথ্দের আবির্ভাব।

৩৭৫ — কৃষ্ণ সাগর স্তেপ অঞ্চলে হূন অভিযান।

৬ষ্ঠ-৮ম শতক — পূবী স্লাভদের প্রথম রাজনৈতিক জোট।

আঃ ৫৫২ — তুর্কী কাঘানেতের উদয়।

আঃ ৫৮৮ — পূর্ব ও পশ্চিম খণ্ডে তুর্কী কাঘানেতের বিভাগ।

৭ম-১০ম শতক — খাজার কাঘানেত।

আঃ ৬৫০-৭৫০ — আর্মেনিয়া, আলবেনিয়া (উত্তর আজেরবাইজান), পূর্ব জর্জিয়া ও মধ্য এশিয়ার আরব বিজয়।

৭৭২-৭৭৫ — আরব শাসনের বিরুদ্ধে মুশেগ মামিকনিয়ান ও সম্বাৎ বাগ্রাতুনির নেতৃত্বে আর্মেনিয়ায় বিদ্রোহ।

৭৭৬-৭৮৩ — মুকান্নার নেতৃত্বে মধ্য এশিয়ায় আরব শাসনের বিরুদ্ধে জন অভ্যুত্থান।

৮১৬-৮৩৭ — বাবেকের নেতৃত্বে আজেরবাইজান, আর্মেনিয়া ও পূর্ব জর্জিয়ায় কৃষক সমর ("হোররামাইট" বা লাল ঝাণ্ডা আন্দোলন)।

৯ম শতকের দ্বিতীয়ার্ধ — প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা।

৮৭৫-৯৯৯ — মধ্য এশিয়ায় সামানিদ রাষ্ট্র।

৮৭৯-১০ম শতকের প্রথম দিক — ওলেগের রাজত্ব।

৯১১ — বাইজানটিয়ামের সঙ্গে কিয়েভের রাজা ওল্গেগের চুক্তি।

১০ম শতকের প্রথম দিক — কিয়েভের রাজা ইগরের রাজত্ব।

৯৪৫-৯৭২ — কিয়েভের রাজা স্ভিয়াতস্লাভ ইগরেভিচের রাজত্ব।

আঃ ৯৮০-১০১৫ — কিয়েভের রাজা ভ্লাদিমির স্ভিয়াতস্লাভিচের রাজত্ব।

আঃ ৯৮৮-৯৮৯ — প্রাচীন রুশের খৃষ্টধর্ম গ্রহণ।

১০১৯-১০৫৪ — কিয়েভের রাজা ইয়ারস্লাভ ভ্লাদিমিরভিচের রাজত্ব।

১১শ শতকের প্রথম দিক — বাইজানটিয়াম কর্তৃক আর্মেনিয়ার ভূমি অধিকার। প্রাচীনতম আইন সংহিতা — "ইয়ারস্লাভের আইন"।

১০২৪ — রস্তভ-সুজদাল রাজ্যে গণবিদ্রোহ।

১০৩০ — ইয়ারস্লাভ মুদ্রি (জ্ঞানী) কর্তৃক এস্তদের দেশে ইউরিয়েভ (তার্তু) সহরের প্রতিষ্ঠা।

১০৬৮ — পলভৎসি কর্তৃক রুশ দেশে প্রথম বৃহৎ অভিযান। কিয়েভে গণঅভ্যুত্থান।

আঃ ১০৭১ — রস্তভ ভূমিতে গণবিদ্রোহ।

১০৮০-১৩৭৫ — সিলিসিয়ায় (এশিয়া মাইনর) আর্মেনীয় রাষ্ট্র।

১০৮৯-১১২৫ — জর্জিয়ায় নির্মাতা চতুর্থ ডেভিডের রাজত্ব।

১০৯৭ — লুবেচে রাজন্যসভা; রাজা ইয়ারস্লাভের পৌত্রেরা এ সভায় পৃথক পৃথক নির্দিষ্ট সীমারেখায় প্রাচীন রুশ রাষ্ট্রকে নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেয়।

১১১৩ — কিয়েভে গণঅভ্যুত্থান।

১১১৩ — ১১২৫ — কিয়েভে ভ্লাদিমির মনমাখের রাজত্ব।

১১২২ — নির্মাতা চতুর্থ ডেভিডের আমলে জর্জিয়ার রাজধানী কুতাইসি থেকে ত্বিলিসিতে স্থানান্তর।

১১২৫-১১৫৭ — রস্তভ-সুজদালে ইউরি দলগরুকির রাজত্ব (১১৫৫ থেকে কিয়েভের মহারাজা)।

১১৩৬ — নভগরদ ও তার চতুষ্পার্শ্বে গণ অভ্যুত্থান। রাজা ভ্সেভলদ ম্স্তিস্লাভিচ বিতাড়িত; সামন্ত প্রজাতন্ত্রের অভ্যুদয়।

১১৪৭ — ইতিবৃত্তে মস্কোর প্রথম উল্লেখ।

| | |
|---|---|
| ১১৫৩-১১৮৭ | —গালিসিয়ায় ইয়ারস্লাভ অস্‌মমিস্‌লের রাজত্ব। |
| ১১৫৭-১১৭৪ | —রস্তভ-সুজদালে আন্দ্রেই ইউরিয়েভিচ বগলিউবস্কির রাজত্ব। |
| ১১৭৪ | —ভ্‌লাদিমির-সুজদাল রাজ্যে গণ অভ্যুত্থান। |
| ১১৭৬-১২১২ | —ভ্‌লাদিমির-সুজদালে বলশয়ে গ্নেজদো (বড়ো বাসা) ভ্‌সেভলদ ইউরিয়েভিচের রাজত্ব। |
| ১১৮৪-১২১৩ | —জর্জিয়ায় রাণী তামারার রাজত্ব। |
| ১১৮৫ | —পলভংসিদের বিরুদ্ধে নভগরদ-সেভের্স্কির রাজা ইগরের অভিযান। |
| আঃ ১১৯৫ | —নভগরদের গংল্যান্ড দ্বীপ এবং জার্মান শহরগুলির সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি। |
| ১২০০ | —ক্রুসেডারদের সঙ্গে লিভোনিয়ায় ব্রেমেন ভূমির বিশপ এ্যালবার্টের আগমন। |
| ১২০১ | —রিগার প্রতিষ্ঠা। |
| ১২০২ | —অসিবাহী নাইট বর্গের প্রতিষ্ঠা। |
| ১২০৬ | —তেমুচিন মঙ্গোল রাষ্ট্রপতি বলে ঘোষিত, চেঙ্গিস খাঁ নামগ্রহণ। |
| ১২০৬-১২০৭ | —সাঞ্জার মালিকের নেতৃত্বে বোখারায় গণবিদ্রোহ। |
| ১২১৯-১২২১ | —মঙ্গোল-তাতারগণ কর্তৃক মধ্য এশিয়া জয়। |
| ১২২৩ | —কাল্‌কা নদীতীরে রুশ ও মঙ্গোল-তাতারদের মধ্যে যুদ্ধ। |
| ১২৩৫-১২৩৯ | —মঙ্গোল-তাতারগণ কর্তৃক ট্রান্সককেশাস জয়। |
| ১২৩৬ | —বাতু কর্তৃক বুলগার রাজ্য জয়। |
| ১২৩৭-১২৪০ | —রুশে বাতুর আগমন। |
| ১২৩৭ | —টিউটনিক বর্গ ও অসিবাহী নাইট বর্গের মিলন ও লিভনীয় বর্গের সৃষ্টি। |
| ১২৩৮ | —সিৎ নদী তীরে মঙ্গোল-তাতারদের সঙ্গে রুশীয়দের যুদ্ধ। বোখারায় মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে মাহ্‌মুদ তারাবির নেতৃত্বে গণবিদ্রোহ। |
| ১২৪০, ১৫ই জুলাই | —নেভার যুদ্ধ: আলেক্সান্দর ইয়ারস্লাভিচ (নেভস্কি) কর্তৃক সুইডীয় সৈন্যদল পরাজিত। |
| ১২৪০ | —মঙ্গোল-তাতারদের হাঙ্গেরি ও পোল্যান্ড অভিযান। |
| ১২৪২, ৫ই এপ্রিল | —লেক পেইপাসের তুষার যুদ্ধ। |
| ১৩শ শতকের চল্লিশে | —স্বর্ণ ওর্দার সৃষ্টি। |

| | |
|---|---|
| ১২৫২-১২৬৩ | —মহারাজ আলেক্সান্দর নেভস্কির রাজত্ব। |
| ১২৫৭-১২৫৯ | —মঙ্গোল-তাতারগণ কর্তৃক রুশ রাজ্যের গৃহস্থ-গণনা। |
| ১২৫৯ | —নভগরদে মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। |
| ১২৬২ | —রস্তভ, ভ্লাদিমির, সুজদাল ও ইয়ারস্লাভলে মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান। |
| ১৩০২ | —মস্কোর সহিত পেরেয়াস্লাভ্ল্ রাজ্যের মিলন। |
| ১৩১৬-১৩৪১ | —লিথুয়ানিয়ায় মহারাজ গেদিমিনাসের রাজত্ব। |
| ১৩২৫-১৩৪০ | —মস্কোয় ইভান কালিতার রাজত্ব (১৩২৮ সাল থেকে মহারাজ)। |
| ১৩২৬ | —ক্লিয়াজমা তীরের ভ্লাদিমির থেকে মস্কোয় গির্জা-পীঠের স্থানান্তর। |
| ১৩২৭ | —মঙ্গোল-তাতারদের বিরুদ্ধে ত্ভেরে অভ্যুত্থান। |
| ১৩৪০-১৩৫৩ | —মস্কোর মহারাজ অহংকারী সেমিওন ইভানভিচের রাজত্ব। |
| ১৩৪৩-১৩৪৫ | —দেন ও জার্মানদের শাসনের বিরুদ্ধে এস্তনীয়দের বিদ্রোহ ("সেণ্ট জর্জের রাত্রি")। |
| ১৩৪৫-১৩৭৭ | —লিথুয়ানিয়ায় মহারাজ অলগিয়ার্দাসের রাজত্ব। |
| ১৩৫৯-১৩৮৯ | —মস্কোর মহারাজ দ্মিত্রি দন্স্কইয়ের রাজত্ব। |
| ১৩৬৫-১৩৬৬ | —মাওয়েরান্নারে মঙ্গোল অভিযান; আবু বেকর কেলেভি ও মৌলানা জাদার নেতৃত্বে সমরখন্দে গণবিদ্রোহ। |
| ১৩৬৭ | —মস্কোয় প্রস্তর-প্রাচীর ক্রেমলিন নির্মাণ। |
| ১৩৭০-১৪০৫ | —মাওয়েরান্নারে তৈমুরলঙ্গের শাসন। |
| ১৩৭৮ | —ভোজা নদীর যুদ্ধে মস্কো সৈন্যদলের কাছে তাতারদের পরাজয়। |
| ১৩৮০, ৮ই সেপ্টেম্বর | —কুলিকভোর যুদ্ধ। দ্মিত্রি দনস্কইয়ের নেতৃত্বে রুশ সৈন্যদলের নিকট মঙ্গোল-তাতারদের পরাজয়। |
| ১৩৮২ | —তকতামিশের অভিযান। মস্কোয় অভ্যুত্থান। রুশে আগ্নেয়াস্ত্রের প্রথম উল্লেখ। |
| ১৩৮৫ | —লিথুয়ানিয়া ও পোল্যাণ্ডের ক্রেভ্স মিলন। |
| ১৩৮৯-১৪২৫ | —মস্কোর মহারাজ, প্রথম ভাসিলি দ্মিত্রিয়েভিচের রাজত্ব। |
| ১৩৯২ | —মস্কো কর্তৃক সুজদাল — নিজনি নভগরদ রাজ্য অধিকার। |
| ১৩৯২-১৪৩০ | —লিথুয়ানিয়ার মহারাজ ভিতাওতাসের রাজত্ব। |

| | |
|---|---|
| ১৩৯৫ | —তৈমুরের নিকট স্বর্ণ ওর্দার পরাজয়। |
| ১৪শ শতকের শেষ | —নগাই ওর্দার সৃষ্টি। |
| ১৫শ শতকের প্রথম দিক | —উজবেক খাঁনেতের সৃষ্টি। |
| ১৪১০, ১৫ই জুলাই | —গ্রুনভাল্‌দের যুদ্ধ (তানেনবার্গ): সম্মিলিত পোলীয়, লিথুয়ানীয় ও রুশ সৈন্যদলের নিকট টিউটনিক নাইটদের পরাজয়। |
| ১৪২৫-১৪৬২ | —মস্কোর মহারাজ আলোহীন দ্বিতীয় ভাসিলি ভাসিলিয়েভিচের রাজত্ব। |
| ১৪২৭ | —ক্রিমীয় খাঁনেতের সৃষ্টি। |
| ১৫শ শতকের তিরিশে | —কাজান খাঁনেতের সৃষ্টি। |
| ১৪৪৭ | —লিথুয়ানিয়ার মহারাজ কাসিমিরের অর্ডিন্যান্স: কৃষকদের ওপর জমিদারদের অধিকার প্রসার। |
| আঃ ১৪৫৯-১৪৬০ | —আস্ত্রাখান খাঁনেত সৃষ্টি। |
| ১৪৬২-১৫০৫ | —মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ইভান ভাসিলিয়েভিচের রাজত্ব। |
| ১৪৬৩ | —মস্কো কর্তৃক ইয়ারস্লাভ্‌ল্ রাজ্য অধিকার। |
| ১৪৬৫ | —উত্তর উরালে (ইউগ্রা) মস্কো সৈন্যবাহিনীর অভিযান। |
| ১৪৭১ | —নভগরদের বিরুদ্ধে তৃতীয় ইভানের অভিযান, শেলন নদী তীরের যুদ্ধে মস্কো সৈন্যদের জয়লাভ। |
| ১৪৭২ | —পের্ম অঞ্চলগুলির মস্কো অন্তর্ভুক্তি। |
| ১৪৭৪ | —মস্কো কর্তৃক রস্তভ রাজ্য অধিকার। |
| ১৪৭৫ | —ক্রিমিয়ায় তুর্কী অভিযান; ক্রিমিয়ার খাঁনেত তুরস্কের করদ রাজ্যে পরিণত। |
| ১৪৭৮ | —নভগরদের মস্কো অন্তর্ভুক্তি। |
| ১৪৮০ | —"উগ্রায় রুখে দাঁড়ানো"; রুশের মঙ্গোল-তাতার অধীনতা অবসান। |
| ১৪৮৩ | —উরাল ইউগ্রা এলাকায় তৃতীয় ইভানের অভিযান। |
| ১৪৮৫ | —ত্‌ভের রাজ্যের মস্কো অন্তর্ভুক্তি। |
| ১৪৮৯ | —খ্লিনভ (ভিয়াৎকা অঞ্চল) মস্কোর অন্তর্ভুক্ত। |
| ১৪৯০-১৪৯২ | —মলদাভিয়া ও গালিসিয়ায় মুখার নেতৃত্বে বিদ্রোহ। |
| ১৪৯৭ | —তৃতীয় ইভানের "আইন বিধি" (সুদেবনিক)। |
| ১৪৯৯-১৫০০ | —উরাল ছাড়িয়ে (ইউগ্রায়) তৃতীয় ইভানের সৈন্যদলের অভিযান। |

| | |
|---|---|
| ১৫শ শতকের শেষ | —সাইবেরীয় খানেতের সৃষ্টি। |
| ১৬শ শতকের শুরু | —মলদাভীয় রাজ্যে তুরস্ক শাসনের শুরু। |
| ১৫০০-১৫০৩ | —ওকার উজান ভাগ ও দেসনার অববাহিকায় লিথুয়ানীয় শাসনাধীন রুশ রাজ্যগুলির জন্য রুশ-লিথুয়ানীয় যুদ্ধ। |
| ১৫০৫-১৫৩৩ | —মস্কোর মহারাজ তৃতীয় ভার্সিলি ইভানভিচের রাজত্ব। |
| ১৫১০ | —রুশ রাষ্ট্রের অধীনে প্স্কভের অন্তর্ভুক্তি। |
| ১৫১৪ | —স্মলেন্স্ক রুশ রাষ্ট্রের অংশে পরিণত। |
| ১৫২১ | —রিয়াজান রাজ্যের রুশ রাষ্ট্রে অন্তর্ভুক্তি। |
| ১৫২৯ | —প্রথম লিথুয়ানীয় স্ট্যাটুট। |
| ১৫৩৩-১৫৮৪ | —মস্কোর মহারাজ ভয়ংকর চতুর্থ ইভানের রাজত্ব (১৫৪৭ সাল থেকে রাশিয়ার জার)। |
| ১৫৪৫-১৫৪৬ | —চুভাশ ও মারি উপজাতিদের একাংশের রুশ রাষ্ট্রে যোগদান। |
| ১৫৪৭, ১৬ই জানুয়ারি | —রুশ জার হিসাবে মহারাজ চতুর্থ ইভানের অভিষেক। |
| ১৫৪৭ | —মস্কোয় গণবিদ্রোহ। |
| ১৫৪৯ | —প্রথম দেশসভা (জেমস্কি সবর)। |
| ১৫৫০ | —চতুর্থ ইভানের "আইন বিধি" (সুদেবনিক)। স্থায়ী যোদ্ধবাহিনী (স্ত্রেলেৎস) সৃষ্টি। সৈন্যবাহিনীতে বয়ারদের জন্য উন্মুক্ত পদগুলি হ্রাস করার আদেশ। |
| ১৫৫১ | —শতকসভা (স্তগ্লাভি সবর)। |
| ১৫৫২ | —কাজান খানেত জয়। |
| ১৫৫২-১৫৫৭ | —রাশিয়ার সঙ্গে চুভাশ ও মারিদের মিলন সম্পূর্ণ; উদমুর্ত, বাশকির ও তাতারদের রুশ রাষ্ট্রে যোগদান। |
| ১৫৫২-১৫৫৭ | —চের্কেস ও কাবারদার রাজ্য রুশ রাষ্ট্রের করদ রাজ্য রূপে পরিণত। |
| ১৫৫৫-১৫৫৬ | —স্থানীয় শাসক ব্যবস্থার (কর্মলেনিয়ে) বিলোপ ও ফৌজদারী আদালতী ব্যবস্থার (গুবনই সুদ) প্রবর্তন; গ্রাম্য প্রশাসনের (জেমস্তভো) সংস্কার। |
| ১৫৫৬ | —আস্ত্রাখান খানেত গ্রাস। |
| ১৫৫৮-১৫৮৩ | —লিভনীয় যুদ্ধ। |
| ১৫৬২ | —কুরল্যান্ড রাজ্যের সৃষ্টি। |
| ১৫৬৫-১৫৮৪ | —ওপ্রিচ্নিনা। |

| | |
|---|---|
| ১৫৬৯ | —লিথুয়ানিয়া মহারাজ্যের সঙ্গে পোল্যাণ্ডের লুবলিন মিলন; সম্মিলিত এক রাষ্ট্রের (রেচ পস্পলিতা) সৃষ্টি। |
| ১৫৭১ | —ক্রিমিয়ার খাঁ দেভলেত গিরেই কর্তৃক মস্কোর ওপর হামলা। |
| ১৫৮১ | —"নিষেধ কাল", যতদূর জানা গেছে এই প্রথম ভূমিদাসদের মুক্তিদান নিষিদ্ধ হল।<br>সাইবেরিয়ায় ইয়ের্মাকের অভিযান শুরু। |
| ১৫৮২ | —জাপল্স্কি ইয়ামে পোল্যাণ্ডের সঙ্গে দশ বৎসর যুদ্ধবিরতি চুক্তি, লিভনিয়ায় রাশিয়ার দাবি পরিহার। |
| ১৫৮৩ | —প্লুস্সে নদী তীরে রুশ ও সুইডেনের মধ্যে যুদ্ধবিরতি চুক্তি। |
| ১৫৮৪-১৫৯৮ | —ফিওদর ইভানভিচের রাজত্বকাল। |
| ১৫৮৯ | —রুশ প্যাট্রিয়ার্কের (রুশ গির্জা মোহান্ত) প্রতিষ্ঠা। |
| ১৫৯০-১৫৯৩ | —রুশ-সুইডেন যুদ্ধ; রাশিয়া কর্তৃক ইয়াম, ইভানগরদ, কপরিয়ে ও করেলা পুনরুদ্ধার। |
| ১৫৯১-১৫৯৩ | —কসিন্স্কির নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহ। |
| ১৫৯৪ | —ভলকলামস্কের সেণ্ট জোসেফ মঠে কৃষক হাঙ্গামা। |
| ১৫৯৪-১৫৯৬ | —নালিভাইকো ও লবদার নেতৃত্বে উক্রেন ও বেলরুশিয়ায় বিদ্রোহ। |
| ১৫৯৫ | —সুইডেনের সঙ্গে তিয়াভ্জিন শান্তি চুক্তি। |
| ১৫৯৬ | —ব্রেস্তের গির্জা-মিলন। |
| ১৫৯৭, ২৫শে এপ্রিল | —বাঁধা গোলামদের বিষয়ে হুকুমনামা। |
| ১৫৯৭, ২৪শে নভেম্বর | —পলাতক ভূমিদাসদের পুনর্বন্ধনের মেয়াদ পাঁচ বছর নির্দিষ্ট করে হুকুমনামা। |
| ১৫৯৮-১৬০৫ | —বরিস গদুনভের রাজত্বকাল। |
| ১৬শ শতকের শেষ | —কনিষ্ঠ, মধ্য ও জ্যেষ্ঠ — এই তিনটি কাজাখ ওর্দার (জুজ) সৃষ্টি। |
| ১৬০১-১৬০৩ | —রুশ রাষ্ট্রে দুর্ভিক্ষ। |
| ১৬০৩ | —খ্লপকের নেতৃত্বে চাষী ও বাঁধা গোলামদের বিদ্রোহ। |
| ১৬০৫-১৬০৬ | —প্রথম জাল-দিমিত্রির রাজত্ব। |
| ১৬০৬, ১৭ই মে | —পোলীয় হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে মস্কোয় গণবিদ্রোহ। জাল-দিমিত্রি নিহত। |
| ১৬০৬-১৬০৭ | —ইভান বলত্নিকভের নেতৃত্বে কৃষক যুদ্ধ। |

| | |
|---|---|
| ১৬০৬-১৬১০ | —ভাসিলি শুইস্কির রাজত্ব। |
| ১৬০৭, ৯ই মার্চ | —ভাসিলি শুইস্কির অর্ডিন্যান্স। |
| ১৬০৯-১৬১১ | —পোলীয়দের বিরুদ্ধে স্মলেন্স্কের বীরোচিত প্রতিরক্ষা। |
| ১৬১০, সেপ্টেম্বর | —পোলীয় অভিযানকারীদের মস্কো প্রবেশ। |
| ১৬১১, ১৯শে মার্চ | —পোলীয়দের বিরুদ্ধে গণবিদ্রোহ; মস্কোতে অগ্নিপ্রয়োগ করে পোলীয়রা। |
| ১৬১১ | —প্রথম গণসৈন্যবাহিনী। |
| ১৬১১, জুলাই | —সুইডীয়দের নভগরদ দখল। |
| ১৬১১, সেপ্টেম্বর-অক্টোবর | —নিজনি নভগরদে কুজমা মিনিন কর্তৃক দ্বিতীয় গণসৈন্যবাহিনী গঠন। |
| ১৬১২, ২২শে-২৪শে অগস্ট | —মস্কোর মুক্তির জন্য মিনিন ও পজার্স্কির নেতৃত্বে গণসৈন্যবাহিনীর লড়াই। |
| ১৬১২, ২৬শে অক্টোবর | —পোলীয়দের হাত থেকে মস্কো ক্রেমলিনের উদ্ধার। |
| ১৬১৩ | —দেশসভায় জার হিসাবে মিখাইল রমানভের নির্বাচন। |
| ১৬১৩-১৬৪৫ | —জার মিখাইল ফিওদরভিচ রমানভের রাজত্ব। |
| ১৬১৭ | —সুইডেনের সঙ্গে রাশিয়ার স্তলবভা শান্তিচুক্তি। |
| ১৬১৮ | —রুশ-পোল্যান্ডের দেউলিনো যুদ্ধবিরতি। |
| ১৬২৩ | —কার্তলিতে পারসিকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ; বিদ্রোহে গেওর্গি সাআকাজে, "মহা মৌরাভির" নেতৃত্বদান। |
| ১৬৩০ | —তারাস ফিওদরভিচের (ত্রিয়াসিলো) নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহ। |
| ১৬৩১-১৬৩২ | —"বৈদেশিক কায়দায়" রুশ সৈন্যবাহিনী গঠন (হালকা ঘোড়সওয়ার, বন্দুকধারী অশ্বারোহী ও পদাতিক পল্টন)। |
| ১৬৩২-১৬৩৪ | —রুশ-পোলীয় যুদ্ধ। |
| ১৬৩৪ | —পোল্যান্ডের সঙ্গে পলিয়ানভো চুক্তি। |
| ১৬৩৫ | —ইভান সুলিমার নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহ। |
| ১৬৩৭-১৬৩৮ | —পাভলিউক (পাভেল বুত), দিমিত্রি গুনিয়া ও ইয়াকভ অস্ত্রিয়ানিনের নেতৃত্বে উক্রেনে বিদ্রোহাদি। |
| ১৬৩৮ | —উক্রেনে নথিভুক্ত কসাকদের স্বশাসন নাকচ করে হুকুমনামা। |
| ১৬৪৫-১৬৭৬ | —জার আলেক্সেই মিখাইলভিচের রাজত্ব। |
| ১৬৪৮ | —মস্কোয় ("লবণ বিদ্রোহ" নামে পরিচিত) তথা কুর্স্ক, কজ্লভ, ভেলিকি উস্তিউগ, সল ভিচেগদস্কায়া ও তম্স্কে জন অভ্যুত্থান। |

| | |
|---|---|
| ১৬৪৮ | —বগ্দান খ্মেল্নিৎস্কির নেতৃত্বে উক্রেনীয় মুক্তিযুদ্ধের শুরু। |
| ১৬৪৯ | —জার আলেক্সেই মিখাইলভিচ কর্তৃক সভা অর্ডিন্যান্স। |
| ১৬৪৯ | —জ্বরোভের কাছাকাছি বগ্দান খ্মেলনিৎস্কির জয়। জবরোভের চুক্তি। |
| ১৬৫০ | —প্স্কভ ও নভগরদে বিদ্রোহ। |
| ১৬৫২-১৬৬৬ | —নিকন, রাশিয়ার প্যাট্রিয়ার্ক (ধর্মাধিপতি মোহান্ত)। |
| ১৬৫৪, ৮ই (১৮ই) জানুয়ারি | —পেরেয়াস্লাভ্ল সম্মেলনে (রাদা) রাশিয়া ও উক্রেনের পুনর্মিলন সিদ্ধান্ত গ্রহণ। |
| ১৬৫৪-১৬৬৭ | —রুশ-পোলীয় যুদ্ধ। |
| ১৬৫৬-১৬৫৮ | —রুশ-সুইডীয় যুদ্ধ। |
| ১৬৬১ | —সুইডেনের সঙ্গে কার্দিস শান্তিচুক্তি। |
| ১৬৬২, ২৫শে-২৬শে জুলাই | —মস্কোয় গণবিদ্রোহ ("তাম্র বিদ্রোহ" নামে পরিচিত)। |
| ১৬৬৬ | —ভাসিলি উস'এর নেতৃত্বে গরিব কসাকদের আন্দোলন। |
| ১৬৬৭ | —পোল্যান্ডের সঙ্গে আন্দ্রুস্সভো যুদ্ধবিরতি চুক্তি। |
| ১৬৬৭-১৬৭১ | —স্তেপান রাজিন পরিচালিত কৃষকসমর। |
| ১৬৬৮-১৬৭৬ | —সলভেৎস্কি মঠে বিদ্রোহ। |
| ১৬৭৬-১৬৮১ | —তুরস্ক ও ক্রিমিয়ার সঙ্গে রাশিয়ার যুদ্ধ। |
| ১৬৭৬-১৬৮২ | —ফিওদর আলেক্সেয়েভিচের রাজত্ব। |
| ১৬৭৯-১৬৮১ | —আর্থিক রাজস্ব সংস্কার: খামার করের প্রবর্তন। |
| ১৬৮২ | —স্থানীয় শাসক ব্যবস্থার বিলোপ। মস্কোয় পল্টন (স্ত্রেলেৎস) বিদ্রোহ। |
| ১৬৮২-১৬৮৯ | —সফিয়া আলেক্সেয়েভনার রাজত্ব। |
| ১৬৮২-১৭২৫ | —প্রথম পিটারের রাজত্ব। |
| ১৬৮৬ | —রাশিয়া ও পোল্যান্ডের "শাশ্বত শান্তি"। |
| ১৬৮৭ | —প্রথম ক্রিমীয় অভিযান। |
| ১৬৮৯ | —দ্বিতীয় ক্রিমীয় অভিযান।<br>রাশিয়া ও চীনের নের্চিনস্ক্ চুক্তি। |
| ১৬৯৫ | —প্রথম আজভ অভিযান। |
| ১৬৯৬ | —দ্বিতীয় আজভ অভিযান। আজভ অধিকার। |
| ১৬৯৭ | —চীনে রাশিয়ার প্রথম বাণিজ্য কারাভাঁ (কাফেলা)। |

| | |
|---|---|
| ১৬৯৭-১৬৯৮ | — পশ্চিম ইউরোপে "মহান দৌত্য"। প্রথম পিটারের বিদেশ ভ্রমণ। |
| ১৬৯৮ | — মস্কোয় পল্টন (স্ত্রেলেৎস) বিদ্রোহ। |
| ১৬৯৯ | — পৌর ব্যবস্থার সংস্কার, মস্কোয় পৌর ভবন এবং অন্যান্য শহরে পৌর দপ্তরের সৃষ্টি। |
| ১৭০০, ১লা জানুয়ারি | — রাশিয়ায় নতুন পঞ্জিকার প্রবর্তন। |
| ১৭০০-১৭২১ | — উত্তরাঞ্চল যুদ্ধ। |
| ১৭০৩, ১৬ই মে | — সেন্ট পিটার্সবুর্গের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭০৩ | — মস্কোব প্রথম মুদ্রিত রুশ সংবাদপত্র "ভেদোমস্তি" ("সমাচার") প্রকাশ। |
| ১৭০৫ | — রাশিয়ায় প্রথম বাধ্যতামূলক সৈন্যদলভুক্তি। |
| ১৭০৫-১৭০৬ | — আস্ত্রাখান বিদ্রোহ। |
| ১৭০৫-১৭১১ | — বাশ্‌কির বিদ্রোহ। |
| ১৭০৭-১৭০৮ | — বুলাভিনের নেতৃত্বে বিদ্রোহ। |
| ১৭০৮ | — প্রথম পিটারের গুবের্নিয়া সংস্কার: ৮টি গুবের্নিয়া স্থাপন। |
| ১৭০৯, ২৭শে জুন | — পলতাভার যুদ্ধ। |
| ১৭১০ | — রুশ সৈন্যের ভিবর্গ, রিগা ও রেভেল দখল। |
| ১৭১১ | — সরকারী সেনেটের প্রবর্তন। |
| ১৭১১ | — প্রুত নদীতে প্রথম পিটারের অভিযান। |
| ১৭১৪ | — হাঙ্কোয় (গাঙ্গুটে) সুইডীয়দের বিরুদ্ধে রাশিয়ার জয়লাভ। |
| ১৭১৪ | — জ্যেষ্ঠ সন্তানের পূর্ণ উত্তরাধিকার বিষয়ে প্রথম পিটারের আদেশনামা। |
| ১৭১৫ | — সেন্ট পিটার্সবুর্গে নৌ-আকাদমী স্থাপন। |
| ১৭১৬ | — প্রথম পিটারের ফৌজী বিধি। |
| ১৭১৮ | — কলেজিয়ামগুলির প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭১৮ | — সাধারণ লোকগণনার নির্দেশনামা। |
| ১৭১৯ | — আঞ্চলিক সংস্কার। |
| ১৭২০ | — গ্রোনহামনে রুশ নৌবাহিনীর নিকট সুইডীয়দের পরাজয়। |
| ১৭২০ | — নগর শাসক ও সেন্ট পিটার্সবুর্গে প্রধান শাসক ব্যবস্থার প্রবর্তন। |
| ১৭২১ | — রুশ-সুইডেন নিস্টাড চুক্তি। |

| | |
|---|---|
| ১৭২১ | —পণ্য যাজক সমিতি প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭২১ | —কারখানার জন্য ভূমিদাস ক্রয়ের অধিকার দেওয়ার হুকুমনামা। |
| ১৭২১ | —প্রথম পিটারের সম্রাট উপাধি গ্রহণ। |
| ১৭২২ | —“পদমর্যাদার পর্যায়”। |
| ১৭২২-১৭২৩ | —প্রথম পিটারের “পারস্য অভিযান”। |
| ১৭২৪ | —বিজ্ঞান আকাদমী প্রতিষ্ঠা (১৭২৫ সালে উন্মুক্ত)। |
| ১৭২৫-১৭২৭ | —প্রথম ক্যাথারিনের রাজত্ব। |
| ১৭২৭-১৭৩০ | —দ্বিতীয় পিটারের রাজত্ব। |
| ১৭৩০-১৭৪০ | —আন্না ইভানভনার রাজত্ব। |
| ১৭৩১ | —কনিষ্ঠ জুজের (ওর্দা) কাজাখরা রুশ প্রজায় পরিণত। |
| ১৭৩৫-১৭৩৯ | —রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। |
| ১৭৪১-১৭৪২ | —কাজাখস্তানের মধ্য জুজ জুনগারীয় যাযাবরদের নিকট পরাজিত ও অধীনস্থ। |
| ১৭৪১-১৭৪৩ | —রুশ-সুইডেন যুদ্ধ। |
| ১৭৪১-১৭৬১ | —এলিজাবেথের রাজত্ব। |
| ১৭৪৪-১৭৯৮ | —জর্জিয়ার জার দ্বিতীয় ইরাক্লির রাজত্ব। |
| ১৭৪৯ | —মস্কো ফেল্ট বস্ত্র কারখানার মজুরদের মধ্যে হাঙ্গামা। |
| ১৭৫৩ | —রাশিয়ায় আভ্যন্তরীণ শুল্ক বিলোপের নির্দেশনামা। |
| ১৭৫৪ | —দ্ভরিয়ানস্তভোর ব্যাঙ্ক ও বণিকদের ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭৫৫ | —মস্কো বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন। |
| ১৭৫৫ | —বাশকিরিয়ায় বাতির্শা পরিচালিত অভ্যুত্থান। |
| ১৭৫৬-১৭৬২ | —সপ্তবর্ষ যুদ্ধে (১৭৫৬-১৭৬৩ সাল) রাশিয়ার যোগদান। |
| ১৭৫৭ | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গে কলা আকাদমীর প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭৫৭ | —গ্রস-ইয়েগের্সদর্ফে রুশ সৈন্যের জয়লাভ। |
| ১৭৫৯ | —কুনের্সদর্ফে রুশ সৈন্যের জয়লাভ। |
| ১৭৬০ | —রুশ সৈন্যের বার্লিন দখল। |
| ১৭৬০ | —সাইবেরিয়ায় স্থায়ী বসতের জন্য কৃষক নির্বাসনের অধিকার জমিদারদের প্রদান করে নির্দেশনামা। |
| ১৭৬১-১৭৬২ | —তৃতীয় পিটারের রাজত্ব। |

| | |
|---|---|
| ১৭৬২ | —"দ্ভোরিয়ানস্তভোর অধিকার বিষয়ে" — তৃতীয় পিটারের ঘোষণাপত্র। |
| ১৭৬২-১৭৯৬ | —দ্বিতীয় ক্যাথারিনের রাজত্ব। |
| ১৭৬৪ | —গির্জার জমিকে নাগরিক আওতায় আনয়ন (secularisation)। |
| ১৭৬৪ | —উক্রেনের গেতমান ব্যবস্থার বিলোপ। |
| ১৭৬৫ | —জমিদারদের হাতে সাইবেরিয়ায় চাষীদের কারাদণ্ডে শাস্তিমূলক নির্বাসনের অধিকার প্রদানের নির্দেশনামা। |
| ১৭৬৫ | —মুক্ত অর্থনৈতিক সমাজ স্থাপন। |
| ১৭৬৭ | —মালিকের বিরুদ্ধে ভূমিদাসদের নালিশ আনা নিষিদ্ধ করে হুকুমনামা। |
| ১৭৬৮ | —পশ্চিম উক্রেনে কৃষক বিদ্রোহ (কলিইভশ্চিনা)। |
| ১৭৬৮-১৭৭৪ | —রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। |
| ১৭৭০, ২৬শে জুন | —চেস্মায় রুশ নৌবাহিনীর বিজয়। |
| ১৭৭২ | —রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের প্রথম বিভাগ। |
| ১৭৭৩-১৭৭৫ | —ইয়েমেলিয়ান পুগাচেভ পরিচালিত কৃষকসমর। |
| ১৭৭৪ | —তুরস্কের সহিত কুচুক-কাইনার্জি শান্তিচুক্তি। |
| ১৭৭৫ | —নয়া "সেচ" (কসাক ঘাঁটি) বিলোপ। |
| ১৭৭৫ | —গুবের্নিয়া সংস্কার। |
| ১৭৭৬ | —মস্কোয় বলশয় থিয়েটার প্রতিষ্ঠা। |
| ১৭৭৯ | —কৃষ্ণ সাগর নৌবাহিনীর প্রবর্তন। |
| ১৭৮০ | —"সশস্ত্র নিরপেক্ষতার ঘোষণা"। |
| ১৭৮৩ | —ক্রিমিয়ার রুশভুক্তি। |
| ১৭৮৩ | —জর্জিয়া কর্তৃক রাশিয়ার করদ অধীনতা গ্রহণ। |
| ১৭৮৩ | —পূর্ব উক্রেনের কৃষকদের ভূমিদাসে পরিণত করার হুকুমনামা। |
| ১৭৮৪ | —আলাস্কায় শেলেখভের নেতৃত্বে প্রথম বসতি স্থাপন। |
| ১৭৮৫ | —দ্ভোরিয়ানস্তভোকে দত্ত সনদ; "রুশ সাম্রাজ্যের শহরগুলির অধিকারাদি নির্দিষ্ট করে সনদ"। |
| ১৭৮৭-১৭৯১ | —রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। |
| ১৭৮৮ | —রুশ সৈন্যের ওচাকভ দখল। |
| ১৭৮৮-১৭৯০ | —রুশ-সুইডেন যুদ্ধ। |

| | |
|---|---|
| ১৭৮৯ | —ফকশানি ও রিম্‌নিকে সুভরভ পরিচালিত রুশ সৈন্যের বিজয়। |
| ১৭৯০ | —তেন্দ্রায় এ্যাডমিরাল উশাকভ পরিচালিত রুশ নৌবাহিনীর নিকট তুরস্কের পরাজয়। |
| ১৭৯০ | —সুভরভের নেতৃত্বে রুশ সৈন্যদলের ইসমাইল দখল। |
| ১৭৯০ | —রাদিশ্চেভের "সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে মস্কো যাত্রা" প্রকাশিত। |
| ১৭৯১ | —রাশিয়া-তুরস্কের ইয়াস্‌সি শান্তিচুক্তি সম্পাদন। |
| ১৭৯৩ | —রাশিয়া ও প্রাশিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের দ্বিতীয় বিভাগ। |
| ১৭৯৪ | —কস্তিউস্‌কোর নেতৃত্বে পোলীয় অভ্যুত্থান। |
| ১৭৯৫ | —জর্জিয়ায় পারস্য অভিযান। |
| ১৭৯৫ | —রাশিয়া, প্রাশিয়া ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে পোল্যাণ্ডের তৃতীয় বিভাগ। বেলরুশিয়া, লিথুয়ানিয়া ও কুরল্যাণ্ড রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। |
| ১৭৯৬-১৭৯৭ | —৩২টি গুবের্নিয়ায় কৃষক উত্থান। |
| ১৭৯৬-১৮০১ | —প্রথম পাভেলের রাজত্ব। |
| ১৭৯৭ | —তিন দিন বেগার খাটার হুকুমনামা। |
| ১৭৯৯ | —ইটালি ও সুইজারল্যাণ্ডে সুভরভের অভিযান। |
| ১৭৯৯ | —"রুশ আমেরিকান কোম্পানি" স্থাপন। |
| ১৮০১ | —পূর্ব জর্জিয়ার রাশিয়াভুক্তি। |
| ১৮০১-১৮২৫ | —প্রথম আলেক্সান্দরের রাজত্ব। |
| ১৮০২ | —মন্ত্রিদপ্তর ও মন্ত্রিসমিতির প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮০৩ | —"মুক্ত কৃষিজীবীদের বিষয়ে" একটি আজ্ঞপ্তি। |
| ১৮০৪-১৮১৩ | —রুশ-পারস্য যুদ্ধ।<br>গুলিস্তান শান্তিচুক্তি (১৮১৩), উত্তর আজেরবাইজান ও দাগেস্তান রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। |
| ১৮০৪ | —প্রথম বিশ্ববিদ্যালয় সনদ। |
| ১৮০৪ | —প্রথম সেন্সর সনদ। |
| ১৮০৫-১৮০৭ | —নেপোলিয়নীয় ফ্রান্সের বিরুদ্ধে অস্ট্রিয়া, বৃটেন ও প্রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রীবদ্ধ রাশিয়ার যুদ্ধ। |
| ১৮০৬-১৮১২ | —রুশ-তুর্কি যুদ্ধ; বুখারেস্ট চুক্তি (১৮১২), বেসারাবিয়া ও পশ্চিম জর্জিয়া রাশিয়ার অন্তর্ভুক্ত। |
| ১৮০৭ | —ইউরোপীয় অবরোধে রাশিয়ার যোগদান। |

| | |
|---|---|
| ১৮০৭ | — রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে টিলসিট শান্তিচুক্তি। |
| ১৮০৮-১৮০৯ | — রুশ-সুইডেন যুদ্ধ; ১৮০৯ সালে ফ্রেডরিকশাম চুক্তি। ফিনল্যান্ডের রাশিয়া ভুক্তি। |
| ১৮০৯ | — রুশ রাষ্ট্রসংস্কারের জন্য স্পেরান্স্কির পরিকল্পনা। |
| ১৮১০ | — রাষ্ট্রীয় পরিষদের প্রবর্তন। |
| ১৮১০ | — প্রথম সামরিক বসতির স্থাপনা। |
| ১৮১২ | — প্রথম নেপোলিয়নের রুশ অভিযান। রুশ জনগণের স্বদেশপ্রেমিক যুদ্ধ। |
| ১৮১২, ২৬শে অগস্ট | — বরদিনোর যুদ্ধ। |
| ১৮১৩-১৮১৪ | — পশ্চিম ইউরোপে রুশ সৈন্যের অভিযান। |
| ১৮১৪-১৮১৫ | — ভিয়েনা কংগ্রেস। |
| ১৮১৫ | — রাশিয়ায় প্রথম বাষ্পীয় পোত নির্মাণ। |
| ১৮১৫ | — "পূত মৈত্রী" সংগঠন। |
| ১৮১৬ | — "পরিত্রাণ সমিতির" সংগঠন — ডিসেম্ব্রিস্টদের প্রথম গুপ্ত সংঘ। |
| ১৮১৬-১৮১৯ | — বল্টিক গুবের্নিয়াগুলিতে কৃষি সংস্কার (১৮১৬ সালে এস্তল্যান্ড, ১৮১৭ সালে কুরল্যান্ড ও ১৮১৯ সালে লিফল্যান্ড)। |
| ১৮১৭ | — রাষ্ট্রীয় বাণিজ্য ব্যাঙ্কের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮১৮ | — "সচ্ছলতা সমিতির" প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮১৯ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গ বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত। |
| ১৮১৯ | — চুগুয়েভে সামরিক বসতকারীদের বিদ্রোহ। |
| ১৮১৯-১৮২০ | — ইমেরেতিয়ায় বিদ্রোহ। |
| ১৮২০ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গের সেমিওনভ্স্কি রক্ষিবাহিনীতে হাঙ্গামা। |
| ১৮২১ | — উত্তরী ও দক্ষিণী ডিসেম্ব্রিস্ট গুপ্ত সমিতি স্থাপিত। |
| ১৮২৩ | — সম্মিলিত স্লাভ ডিসেম্ব্রিস্ট সমিতির প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮২৫, ১৪ই ডিসেম্বর | — সেণ্ট পিটারসবুর্গের সেনেট স্কোয়ারে ডিসেম্ব্রিস্ট বিদ্রোহ। |
| ১৮২৫-১৮৫৫ | — প্রথম নিকলাসের রাজত্ব। |
| ১৮২৫, ২৯শে ডিসেম্বর-১৮২৬, ৩রা জানুয়ারি | — উক্রেনে ডিসেম্ব্রিস্টদের নেতৃত্বে চের্নিগভ রেজিমেণ্টে বিদ্রোহ। |
| ১৮২৬ | — নতুন সেন্সর সনদ ("লোহায় ঢালা নিয়মকানুন")। |

১৮২৬ — ইম্পিরিয়াল চ্যান্সেলারির "তৃতীয় বিভাগ" প্রতিষ্ঠা।

১৮২৬, ১৩ই জুলাই — পাঁচজন ডিসেম্ব্রিস্টের মৃত্যুদণ্ড: পেস্তেল, মুরাভিওভ-আপস্তল, বেস্তুজেভ-রিউমিন, রিলেয়েভ ও কাখভস্কি।

১৮২৬-১৮২৮ — রুশ-পারস্য যুদ্ধ; তুর্কমানচাই শান্তিচুক্তি (১৮২৮), পূর্ব আর্মেনিয়ার রুশভুক্তি।

১৮২৬, ২৫শে সেপ্টেম্বর (৭ই অক্টোবর) — রাশিয়া ও তুরস্কের আক্কারমান সম্মেলন।

১৮২৭ — মস্কোয় ক্রিৎস্কি ভাইদের নেতৃত্বে বিপ্লবী ছাত্রচক্রের ক্রিয়াকলাপ।

১৮২৭, ৬ই জুলাই — গ্রীক সমস্যায় রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্স কর্তৃক লণ্ডন সম্মেলনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

১৮২৭, ৮ই (২০শে) অক্টোবর — নাভারিনো উপসাগরে রাশিয়া, বৃটেন ও ফ্রান্সের সম্মিলিত নৌবাহিনীর নিকট তুর্কী নৌবাহিনীর পরাজয়।

১৮২৮-১৮২৯ — রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। আদ্রিয়ানোপল শান্তিচুক্তি, ১৮২৯।

১৮২৮ — কারখানাওয়ালাদের পরিষদ প্রবর্তিত।

১৮২৯ — প্রথম সারা রুশ শিল্প প্রদর্শনী।

১৮৩০ — সেভাস্তপলে অভ্যুত্থান।

১৮৩০-১৮৩১ — পোলীয় অভ্যুত্থান।

১৮৩১ — নভগরদ গুবের্নিয়ায় সামরিক বসতকারীদের বিদ্রোহ।

১৮৩২-১৮৩৫ — পশ্চিম উক্রেনে কার্মালিউক পরিচালিত কৃষক আন্দোলনের সর্বোচ্চ পর্যায়।

১৮৩২ — পোল্যাণ্ড রাজ্যের প্রাদেশিক প্রতিষ্ঠা, পোলীয় সংবিধান নাকচ।

১৮৩৩ — "রুশ সাম্রাজ্যের আইন সংহিতা" প্রবর্তন (১৮৩৫ সাল থেকে) বিষয়ে ঘোষণা।

১৮৩৩ — প্রকাশ্য নিলামে ভূমিদাস বিক্রয় নিষেধের হুকুমনামা।

১৮৩৩, ২৬শে জুন (৮ই জুলাই) — রাশিয়া ও তুরস্কের উন্কিয়ার-ইস্কেলেস্সি চুক্তি।

১৮৩৪-১৮৫৯ — দাগেস্তানের ইমাম পদে শামিল। স্বাধীনতার জন্য পাহাড়িয়াদের সংগ্রাম।

১৮৩৬-১৮৩৭ — কাজাখস্তানে ইসাতাই তাইমানভের আন্দোলন।

১৮৩৭ — প্রথম রুশ রেলপথের উন্মুক্তি (জারস্কয়ে সেলোতে)।

১৮৩৭-১৮৪১ — রাষ্ট্রীয় ভূমিদাসদের প্রশাসনিক ব্যবস্থার পুনর্গঠন (কিসেলিওভের সংস্কার)।

| | |
|---|---|
| ১৮৩৯,অগস্ট | -পুলকভো মানমন্দিরের উদ্‌ঘাটন। |
| ১৮৩৯-১৮৪০ | -জেনারেল পেরভস্কির খিবা অভিযান। |
| ১৮৪০ | -সর্তবন্দী মজুরদের মুক্তি দেবার অধিকার কারখানা মালিকদের হস্তে অর্পণের আইন। |
| ১৮৪০-১৮৪১ | -দুইটি লণ্ডন সম্মেলন; কৃষ্ণ সাগর প্রণালী শাসনের বিধিবিধান; রাশিয়া কর্তৃক উনকিয়ার-ইস্কেলেস্সি চুক্তি ভঙ্গ। |
| ১৮৪০ | -লিথুয়ানীয় স্ট্যাটুট বিলোপের হুকুমনামা, পশ্চিমী গুবের্নিয়াগুলিকে রুশ আইনের আওতায় আনয়ন। |
| ১৮৪১ | -উরালের রেভদা কারখানায় মেহনতকারীদের বিদ্রোহ। |
| ১৮৪১ | -গুরিয়ায় কৃষক অভ্যুত্থান। |
| ১৮৪১-১৮৪৫ | -কিসেলিওভ সংস্কারের পর কতকগুলি গুবের্নিয়ায় রাষ্ট্রীয় ভূমিদাসদের হাঙ্গামা। |
| ১৮৪২-১৮৪৫ | -বাল্টিক প্রদেশগুলিতে কৃষক হাঙ্গামা। |
| ১৮৪২ | -সর্তবন্দী চাষীদের বিষয়ে হুকুমনামা। |
| ১৮৪৩ | -রাশিয়ায় প্রথম কৃষি প্রদর্শনী। |
| ১৮৪৫-১৮৪৯ | -সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পেত্রাশেভ্‌স্কি চক্র। |
| ১৮৪৮-১৮৪৯ | -পশ্চিম ইউরোপে বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। |
| ১৮৫১ | -সেণ্ট পিটার্সবুর্গ ও মস্কোর মধ্যে নিকলায়েভ্‌স্কায়া (অধুনা অক্তিয়াব রুস্কায়া) রেলপথের উদ্ঘাটন। |
| ১৮৫৩ | -লণ্ডনে হের্ৎসেন সংগঠিত "স্বাধীন রুশ প্রেসের" কাজ শুরু। |
| ১৮৫৩ | -জেনারেল পেরভস্কির কখন্দে অভিযান। |
| ১৮৫৩-১৮৫৬ | -ক্রিমীয় (পূর্ব) যুদ্ধ। |
| ১৮৫৩, ১৮ই (৩০শে) নভেম্বর | -সিনপে তুর্কিদের বিরুদ্ধে এ্যাডমিরাল নাখিমভ পরিচালিত রুশ নৌবাহিনীর বিজয়। |
| ১৮৫৪, সেপ্টেম্বর-১৮৫৫, অগস্ট | -সেভাস্তপলের বীরোচিত প্রতিরক্ষা। |
| ১৮৫৫-১৮৮১ | -দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের রাজত্ব। |
| ১৮৫৫ | -কিয়েভ গুবের্নিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ। |
| ১৮৫৬, ১৮ই (৩০শে) মার্চ | -প্যারিস শান্তিচুক্তি। |
| ১৮৫৭-১৮৬৭ | -হের্ৎসেনের "কলোকল" ("ঘণ্টা") প্রকাশ। |
| ১৮৫৭ | -"কৃষিসংস্কার" প্রস্তুতির জন্য গুবের্নিয়া কমিটি স্থাপনের ডিক্রি (সরকারী ঘোষণা) প্রচার করেন দ্বিতীয় আলেক্সান্দর। |

| | |
|---|---|
| ১৮৫৮ | —রাশিয়া ও চীনের আইগ্বন ও তিয়ানৎসিন চুক্তি। |
| ১৮৫৯-১৮৬১ | —রাশিয়ায় বিপ্লবী পরিস্থিতি। |
| ১৮৫৯ | —সুরা আইনের বিরুদ্ধে কৃষক আন্দোলন। |
| ১৮৬০ | —রাষ্ট্রীয় ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৬০, ২রা (১৪ই) নভেম্বর | —রুশ-চীন পিকিং প্রটোকোল। |
| ১৮৬১, ১৯শে ফেব্রুয়ারি | —"কৃষিসংস্কার"। ভূমিদাসপ্রথার বিলোপ। পুঁজিবাদী পর্বে রাশিয়ার প্রবেশ। |
| ১৮৬১ | —১৮৬১ সালের সংস্কার হেতু কাজান গুবের্নিয়ার বেজ্‌দ্‌না গ্রামে ও পেন্‌জা গুবের্নিয়ার কান্দেয়েভ্‌কা ও চের্নগাইতে কৃষক বিদ্রোহ। |
| ১৮৬১ | —"রুশদের প্রতি", "তরুণদের প্রতি", "জমিদারদের অধীনস্থ চাষীদের প্রতি", "সৈনিকদের প্রতি" ঘোষণা প্রচারিত। |
| ১৮৬১ | —সেন্ট পিটারসবুর্গ, মস্কো ও অন্যান্য রুশ শহরে ছাত্র হাঙ্গামা। |
| ১৮৬২, মে | —জাইচনেভ্‌স্কির "তরুণ রাশিয়া" ঘোষণাপত্র। |
| ১৮৬২-১৮৬৪ | —গুপ্ত বিপ্লবী সমিতি "ভূমি ও স্বাধীনতা"। |
| ১৮৬৩-১৮৬৪ | —পোল্যান্ড, লিথুয়ানিয়া ও বেলরুশিয়ায় গণ অভ্যুত্থান। |
| ১৮৬৩ | —"কাজান চক্রান্ত"—কাজান গুবের্নিয়ায় কৃষক বিদ্রোহ ঘটাবার জন্য রুশ ও পোলীয় বিপ্লবীদের চেষ্টা। |
| ১৮৬৩-১৮৬৬ | —সেন্ট পিটার্সবুর্গে ইশুতিনের বিপ্লবী চক্র। |
| ১৮৬৩, ১৮ই জুন | —বিশ্ববিদ্যালয় সংস্কার। নতুন বিশ্ববিদ্যালয় বিধিবিধান। |
| ১৮৬৩, ২৬শে জুন | —রাজকীয় তালুকের ভূমিদাসদের ভূমি বরাদ্দ করার নির্দেশধারা। |
| ১৮৬৩ | —কলম্না ইঞ্জিনিয়রিং (অধুনা ডিজেল-লোকোমোটিভ) কারখানা স্থাপিত। |
| ১৮৬৪, ১লা জানুয়ারি | —জেমস্তভোর সংস্কার। |
| ১৮৬৪ | —বিচার-সংস্কার (আদালতী বিধিবিধান)। |
| ১৮৬৪ | —বিদ্যালয় সংস্কার। প্রাথমিক বিদ্যালয় নির্দেশধারা, মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নতুন বিধিবিধান। |
| ১৮৬৪-১৮৮৫ | —মধ্য এশিয়া বিজয়। |
| ১৮৬৫, ৬ই এপ্রিল | —সেন্সর ব্যবস্থা সংস্কার, ("সংবাদপত্রের জন্য সাময়িক নিয়মাবলী")। |
| ১৮৬৬, ৪ঠা এপ্রিল | —কারাকজভ কর্তৃক দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেষ্টা। |

| | |
|---|---|
| ১৮৬৬ | —রাষ্ট্রীয় চাষীদের জমি বরাদ্দ করার আইন। |
| ১৮৬৭ | —জার সরকার কর্তৃক আলাস্কা ও আলেউশীয় দ্বীপপুঞ্জ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিকট বিক্রয়। |
| ১৮৬৭ | —তুর্কিস্তানের জন্য বড়োলাট শাসনের ব্যবস্থা। |
| ১৮৬৮ | —রুশ প্রশাসনাধীন এলাকা হিসাবে কাজাখস্তানকে বিভক্ত করার জন্য "স্তেপ-অঞ্চলের সরকারের নিকট সাময়িক নির্দেশনামা"। |
| ১৮৭০ | —নগর সংস্কার (নাগরিক নির্দেশ)। |
| ১৮৭০ | —প্রথম আন্তর্জাতিকের রুশ শাখা সৃষ্টি। |
| ১৮৭০, ১০ই (২২শে) এপ্রিল | —সিম্‌বির্স্ক শহরে ভ্‌লাদিমির ইলিচ লেনিনের (উলিয়ানভ) জন্ম। |
| ১৮৭০, মে | —সেণ্ট পিটারসবুর্গে নেভা সুতাকলে ধর্মঘট। |
| ১৮৭১ | —লণ্ডন সম্মেলন। কৃষ্ণ সাগরে, রাশিয়ার নৌবহর রাখা ১৮৫৬ সালের প্যারিস প্রটোকোলের যেসব ধারাবলে নিষিদ্ধ করা হয় তার নাকচ। |
| ১৮৭২ | —ক্রেনহল্মে (নার্ভার নিকট) ধর্মঘট। |
| ১৮৭২ | —কার্ল মার্ক্সের "পুঁজি" বইখানির প্রথম খণ্ড রুশ সংস্করণে প্রকাশ। |
| ১৮৭৩ | —"তিন সম্রাটের মৈত্রী" (রুশ-অস্ট্রিয়া-জার্মান চুক্তি)। |
| ১৮৭৩ | —মধ্য এশিয়াকে প্রভাবাধীন এলাকায় বিভক্ত করার ইঙ্গ-রুশ সমঝোতা। |
| ১৮৭৩ | —খিবা অভিযান। খিবার সঙ্গে শান্তিচুক্তি। খিবা রাশিয়ার করদ রাজ্যে পরিণত। |
| ১৮৭৩-১৮৭৭ | —রাশিয়ায় শিল্প-সঙ্কট ও মন্দা। |
| ১৮৭০ ও পরবর্তী বছর | —নারোদ্‌নিকদের "জনগণের মধ্যে যাওয়া" আন্দোলন। |
| ১৮৭৪ | —রাশিয়ায় ফৌজ-সংস্কার। সার্বজনীন বাধ্যতামূলক সৈন্যদলভুক্তির প্রবর্তন। |
| ১৮৭৫ | —ওদেসায় "দক্ষিণ রুশ শ্রমিক সংঘের" কাজ। |
| ১৮৭৫ | —সাখালিন দ্বীপে রাশিয়ার অধিকার স্বীকার করে রুশ-জাপান চুক্তি। কুরিল দ্বীপপুঞ্জ জাপানের নিকট হস্তান্তরিত। |
| ১৮৭৫ | —কখন্দ খানেতের রাশিয়া ভুক্তি। |
| ১৮৭৬ | —নারোদ্‌নিকদের "ভূমি ও স্বাধীনতা" সমাজের প্রতিষ্ঠা |

| | |
|---|---|
| | (১৮৭৮ সাল পর্যন্ত "উত্তরের বিপ্লবী নারোদনিক গ্রুপ" বলে পরিচিত)। |
| ১৮৭৬, ৬ই ডিসেম্বর | — সেণ্ট পিটারসবুর্গে কাজান ক্যাথেড্রাল স্কোয়ারে শোভাযাত্রা; প্লেখানভের বক্তৃতা। |
| ১৮৭৭, ২১শে ফেব্রুয়ারি-১৪ই মার্চ | — "পঞ্চাশ জনের বিচার"। বিপ্লবী মজুর পিওতর আলেক্সেয়েভের বক্তৃতা। |
| ১৮৭৭-১৮৭৮ | — রুশ-তুর্কি যুদ্ধ। সান স্টেফানো চুক্তি (১৮৭৮)। |
| ১৮৭৭, ১৮ই অক্টোবর থেকে ১৮৭৮, ২৩শে জানুয়ারি | — "১৯৩'এর বিচার"। মিশকিনের বক্তৃতা। |
| ১৮৭৮ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মেয়র ত্রেপভের প্রাণনাশ চেষ্টা, ভেরা জাসুলিচের বিচার। |
| ১৮৭৮-১৮৮০ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গে "রুশ শ্রমিকদের উত্তর সংঘ"। |
| ১৮৭৮-১৮৭৯ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গে গণ ধর্মঘট। নয়া সুতাকলে ধর্মঘট। |
| ১৮৭৯ | — নারোদনিক সলভিওভ কর্তৃক দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেষ্টা। |
| ১৮৭৯ | — "ভূমি ও স্বাধীনতা" সমাজ "গণ স্বাধীনতা" ও "কালো পুনর্বণ্টন" সমাজে বিভক্ত। |
| ১৮৭৯-১৮৮০ | — রাশিয়ায় বিপ্লবী পরিস্থিতি। |
| ১৮৮০, ৫ই ফেব্রুয়ারি | — খালতুরিন কর্তৃক দ্বিতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেষ্টা (সেণ্ট পিটার্সবুর্গের শীত প্রাসাদে বোমা বিস্ফোরণ)। |
| ১৮৮০, ফেব্রুয়ারি-অগস্ট | — লরিস-মেলিকভ পরিচালিত "সর্বোচ্চ প্রশাসনিক কমিশন"। |
| ১৮৮০-১৮৯৬ | — ট্রান্সকাস্পীয় রেলপথের প্রধান লাইনের নির্মাণ। |
| ১৮৮০-১৮৮১ | — দ্বিতীয় আখাল-তেকিন অভিযান (জেনারেল স্কবেলেভ); গিয়ক-তেপে অধিকার (১২ই জানুয়ারি, ১৮৮১)। |
| ১৮৮১, ১লা মার্চ | — "গণ স্বাধীনতা" সমিতির সদস্যগণ কর্তৃক দ্বিতীয় আলেক্সান্দর নিহত। |
| ১৮৮১-১৮৯৪ | — তৃতীয় আলেক্সান্দরের রাজত্ব। |
| ১৮৮২ | — ক্রিভই রগ লোহা খনির কাজ শুরু। |
| ১৮৮১ | — ইলি অঞ্চল প্রসঙ্গে রাশিয়া-চীনের সেণ্ট পিটার্সবুর্গ চুক্তি। |
| ১৮৮১, ১৪ই অগস্ট | — "রাষ্ট্রের শৃঙ্খলা ও জনশান্তি রক্ষার ব্যবস্থা" প্রসঙ্গে প্রতিক্রিয়াশীল নির্দেশ। |

| | |
|---|---|
| ১৮৮১, ২৮শে ডিসেম্বর | —জমিদারদের কাছে কৃষকদের সাময়িক বাধ্যবাধকতা নাকচের আইন (১৮৮৩ সালের ১লা জানুয়ারি থেকে)। |
| ১৮৮২-১৮৮৬ | —শিল্প-সংকট। |
| ১৮৮২ | —কৃষক ভূমি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮২, ১লা জুন | —রাশিয়ায় কারখানা আইনের সূত্রপাত। কলকারখানায় অপ্রাপ্তবয়স্কদের নিয়োগ সীমাবদ্ধ করে আইন। কারখানা পরিদর্শন ব্যবস্থার প্রচলন। |
| ১৮৮২, ২৭শে অগস্ট | —সংবাদপত্রে "সাময়িক নিয়ম" — "শাস্তিমূলক সেন্সর" ব্যবস্থার প্রবর্তন। |
| ১৮৮২ | —মস্কোয় সারা রুশ প্রদর্শনী। |
| ১৮৮৩ | —জেনেভায় প্লেখানভ কর্তৃক মার্ক্সবাদী "শ্রমমুক্তি দল"এর প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮৩-১৮৮৪ (শীতকাল) | —ব্লাগয়েভের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক গ্রুপের প্রতিষ্ঠা ("রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্টি")। |
| ১৮৮৩ | —মস্কো ইতিহাস মিউজিয়ামের উদ্বোধন (১৮৭৩ সালে ভিত্তি স্থাপিত)। |
| ১৮৮৪, ২৩শে অগস্ট | —প্রতিক্রিয়াশীল বিশ্ববিদ্যালয় বিধি; বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বায়ত্তশাসন নাকচ। |
| ১৮৮৫, জানুয়ারি | —ওরেখভো-জুয়েভোতে মরজভ মিলে ধর্মঘট। |
| ১৮৮৫ | —দভোরিয়ানস্তভোর ভূমি ব্যাংকের প্রতিষ্ঠা। |
| ১৮৮৫ | —নারী ও অপ্রাপ্তবয়স্কদের রাত-কাজ সীমাবদ্ধ করে আইন। |
| ১৮৮৫-১৮৮৮ | —সেণ্ট পিটারসবুর্গে তচিস্স্কির চক্র ("সেণ্ট পিটার্সবুর্গ মেহনতীদের সমিতি")। |
| ১৮৮৫, ২৯শে অগস্ট (১০ই সেপ্টেম্বর) | —রুশ-আফগান সীমান্ত বিষয়ে গ্রেট বৃটেনের সহিত চুক্তি। |
| ১৮৮৬, ৩রা জুন | —জরিমানা বিষয়ে আইন। |
| ১৮৮৬ | —ক্ষেতমজুর লাগানো বিষয়ে ডিক্রি। |
| ১৮৮৭, ১লা মার্চ | —তৃতীয় আলেক্সান্দরের প্রাণনাশ চেষ্টা (আলেক্সান্দর উলিয়ানভ, শেভিরিওভ ও অন্যান্য)। |
| ১৮৮৭, ৬ই (১৮ই) জুন | —রুশ-জার্মান নিরপেক্ষতা চুক্তি ("নিশ্চিতি চুক্তি" বলে পরিচিত)। |
| ১৮৮৮-১৮৮৯ | —কাজানে ফেদসেয়েভের চক্র, তাতে লেনিনের যোগদান। |

| | |
|---|---|
| ১৮৮৮-১৮৯২ | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গে ব্রুসনেভের সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক চক্র। |
| ১৮৮৯, মার্চ | —ইয়াকুৎস্কে রাজনৈতিক নির্বাসিতদের হত্যা ("ইয়াকুৎস্ক ট্রাজেডি")। |
| ১৮৮৯ | — আদালতের জুরিদের ক্ষমতা সঙ্কুচিত। |
| ১৮৮৯ | —গ্রামাঞ্চলে শাসক (জেম্স্কি নাচালনিক) নিয়োগের ডিক্রি। |
| ১৮৮৯ | —"কারা ট্রাজেডি" (কারা জেলখানায় রাজনৈতিক বন্দীদের গণ-আত্মহত্যা)। |
| ১৮৯০, ফেব্রুয়ারি-মার্চ | — ছাত্র হাঙ্গামা। |
| ১৮৯০ | —জেমস্তভো প্রতিষ্ঠান বিষয়ে নতুন ডিক্রি (জেমস্তভোর প্রতিসংস্কার)। |
| ১৮৯১ | —বৃহৎ ট্রান্সসাইবেরীয় রেলপথের নির্মাণ শুরু। |
| ১৮৯১, ১৫ই এপ্রিল | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গে শেলগুনভের অন্ত্যেষ্টি অনুষ্ঠানে শোভাযাত্রা। |
| ১৮৯১ | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গে প্রথম মে দিবসী গুপ্ত সমাবেশ। |
| ১৮৯১-১৮৯২ | —ইউরোপীয় রাশিয়ার ২১টি গুবের্নিয়ায় দুর্ভিক্ষ। |
| ১৮৯২, ৫ই (১৭ই) অগস্ট | —ফরাসী-রুশ সামরিক সম্মেলন। |
| ১৮৯২ | —তাসখন্দে হাঙ্গামা ("কলেরা-দাঙ্গা")। |
| ১৮৯২ | —লজ সুতাকলে ধর্মঘট। শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ। |
| ১৮৯৩, ৮ই জুলাই | —ভূমির পুনর্বণ্টন সীমাবদ্ধ করে আইন। |
| ১৮৯৩, ১৪ই ডিসেম্বর | —কৃষক জোত হস্তান্তর নিষিদ্ধ করে আইন। |
| ১৮৯৩ | —ফরাসী-রুশ সামরিক জোট সৃষ্টি। |
| ১৮৯৩ | —সুরা উৎপাদনে রাষ্ট্রীয় একচেটিয়ার প্রবর্তন। |
| ১৮৯৩ | —সামারায় মার্ক্সীয় চক্র গঠিত, লেনিনের অংশগ্রহণ। |
| ১৮৯৩-১৮৯৪ | —রাশিয়া ও জার্মানির মধ্যে শুল্ক লড়াই। |
| ১৮৯৩-১৮৯৫ | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গের মার্ক্সীয় চক্রে লেনিনের বিপ্লবী ক্রিয়াকলাপ। |
| ১৮৯৩-১৮৯৯ | —রাশিয়ায় শিল্পের ঊর্ধ্বগতি। |
| ১৮৯৪ | —"মস্কো শ্রমিক ইউনিয়ন" স্থাপিত। |
| ১৮৯৪ | —"'জনগণের বন্ধুরা' কী এবং কীভাবে তাঁরা সোশ্যাল-ডেমোক্রাটদের সঙ্গে লড়েন?" লেনিনের এই পুস্তকের লিথোগ্রাফ সংস্করণ। |
| ১৮৯৫ | — সেণ্ট পিটার্সবুর্গে লেনিন কর্তৃক "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘ" গঠন। |

| | |
|---|---|
| ১৮৯৫, ডিসেম্বর | —লেনিন এবং "শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তির জন্য সংগ্রাম সংঘের" অন্যান্য সভ্যদের গ্রেপ্তার। |
| ১৮৯৬, ১৮ই মে | —দ্বিতীয় নিকলাসের অভিষেক উৎসব কালে মস্কোয় খদিনস্কয়ে পলে'র বিপর্যয়। |
| ১৮৯৬, ২২শে মে (৩রা জুন) | —রাশিয়া ও চীনের মধ্যে পূর্বচীন রেলপথ নির্মাণ ও জাপানের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক মৈত্রী চুক্তি। |
| ১৮৯৬, মে-জুন | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গ সুতাকল শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। |
| ১৮৯৬, ১৫ই-২০শে জুলাই | —লণ্ডনের আন্তর্জাতিক সমাজতান্ত্রিক কংগ্রেসে রুশ শ্রমিকদের প্রতিনিধিদল। |
| ১৮৯৬ | —নিজনি নভগরদে সারা রুশ শিল্প ও কলা প্রদর্শনী। |
| ১৮৯৬ | —নিজনি নভগরদে প্রথম সারা রুশ শিল্প ও বাণিজ্য কংগ্রেস। |
| ১৮৯৬-১৮৯৭ | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ওরেখভো-জুয়েভো, ইয়েকাতেরিনস্লাভ ও অন্যান্য রুশ শহরে বড়ো বড়ো ধর্মঘট। |
| ১৮৯৬-১৮৯৯ | —লেনিনের "রাশিয়ায় পুঁজিবাদের বিকাশ" পুস্তকের রচনাকাল (১৮৯৯ সালে প্রকাশিত)। |
| ১৮৯৭, ৩রা জানুয়ারি | —স্বর্ণমুদ্রার সঞ্চালন বিষয়ে আইন (ভিত্তে'র মুদ্রাসংস্কার)। |
| ১৮৯৭ | —প্রথম নিখিল রুশ লোকগণনা। |
| ১৮৯৭, ২রা জুন | —কারখানায় কাজের ঘণ্টা ১১½ ঘণ্টা সীমাবদ্ধ করে আইন। |
| ১৮৯৭ | —সাইবেরিয়ার শুশেনস্কয়ে গ্রামে লেনিনের নির্বাসন। |
| ১৮৯৮, ১লা-৩রা মার্চ (১৩ই ১৫ই মার্চ) | —মিন্স্কে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রেটিক লেবর পার্টি'র প্রথম কংগ্রেস। |
| ১৮৯৮, মার্চ | —পোর্ট আর্থার ও দালনি (দাইরেন) প্রসঙ্গে রুশ-চীন সম্মেলন। |
| ১৮৯৯, ৮ই ফেব্রুয়ারি | —প্রথম নিখিল রুশ ছাত্র ধর্মঘট। |
| ১৮৯৯, ২৯শে জুলাই | —"হাঙ্গামায়" অংশগ্রহণের জন্য ছাত্রদের সৈন্যদলভুক্ত করার "সাময়িক আইন"। |
| ১৯০০-১৯০৩ | —লেনিনের "ইস্ক্রা" ("স্ফুলিঙ্গ") সংবাদপত্রের প্রকাশ। |
| ১৯০০-১৯০৩ | —রাশিয়ায় শিল্প সঙ্কট। |

**১৯০১**

| | |
|---|---|
| এপ্রিল | -সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, ওয়ারশ, তিফ্লিস ও অন্যান্য শহরে মে দিবস শোভাযাত্রা। |
| ৭ই মে | -সেণ্ট পিটার্সবুর্গের ওবুখভ কারখানায় ধর্মঘট। |

| | |
|---|---|
| ১৯০১-১৯০২ | -যেসব শহরে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তমান সেখানে — মস্কো, সেন্ট পিটার্সবর্গ, কাজান, খার্কভ ইত্যাদিতে — ছাত্র হাঙ্গামা। |
| **১৯০২** | |
| ৯ই মার্চ | -বাতুমে শ্রমিকদের রাজনৈতিক শোভাযাত্রা। |
| মার্চ | -লেনিনের পুস্তক "কী করিতে হইবে?" প্রকাশিত। |
| মার্চ-এপ্রিল | -পল্তাভা, খার্কভ, ভরনেজ ও অন্যান্য গুবের্নিয়ায় কৃষক হাঙ্গামা। |
| ২রা-২৬শে নভেম্বর | -দন তীরের রস্তভে শ্রমিক ধর্মঘট। |
| ১৯০২ | -সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের পার্টির সৃষ্টি। |
| **১৯০৩** | |
| ১লা-১৪ই জুলাই | -বাকুতে সাধারণ ধর্মঘট। |
| ১৭ই (৩০শে) জুলাই-১০ই (২৩শে) অগস্ট | -ব্রুসেল্স্ ও লন্ডনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির দ্বিতীয় কংগ্রেস; মার্ক্সবাদী পার্টির সৃষ্টি, কর্মসূচি ও নিয়মাবলী গৃহীত। |
| জুলাই-অগস্ট | -দক্ষিণ রাশিয়ায় সাধারণ ধর্মঘট। |
| শরৎ | -ককেশাস ও উক্রেনের কৃষক আন্দোলনে জোয়ার। |
| **১৯০৪** | |
| ৩রা-৫ই জানুয়ারি | — পিটার্সবুর্গে উদারনৈতিক-বুর্জোয়া গোষ্ঠীর "মুক্তি সমিতির" প্রতিষ্ঠা কংগ্রেস। |
| ১৯০৪, জানুয়ারি-১৯০৫, অগস্ট | — রুশ-জাপান যুদ্ধ। |
| ২৭শে জানুয়ারি (৯ই ফেব্রুয়ারি) | — পোর্ট আর্থারে রুশ স্কোয়াড্রনের ওপর জাপানের আক্রমণ। চেমুলপোর নিকটে জাপানি স্কোয়াড্রনের বিরুদ্ধে রুশ ক্রুইজার "ভারিয়াগ" ও গান বোট "করেয়েৎস"এর বীরত্বপূর্ণ লড়াই। |
| মে | — লেনিনের "এক পা আগে, দুই পা পিছে" প্রকাশ। |
| ১৭ই (৩০শে) অগস্ট-২১শে অগস্ট (৩রা সেপ্টেম্বর) | — রুশ-জাপান সৈন্যদলের লিয়াওইয়াঙ যুদ্ধ। |
| ১৩ই-৩১শে ডিসেম্বর | — বাকু তৈল শ্রমিকদের ধর্মঘট। রাশিয়ায় প্রথম যৌথচুক্তি সম্পাদন। |

| | |
|---|---|
| ১৯০৪, ২০শে ডিসেম্বর (১৯০৫, ২রা জানুয়ারি) | —জেনারেল কর্তৃক পোর্ট আর্থার সমর্পণ। |
| ১৯০৪, ডিসেম্বর-১৯০৫, মে | —লেনিনের সম্পাদনায় জেনেভা থেকে বলশেভিক সংবাদ "ভ্পেরিওদ" ("অগ্রগতি") প্রকাশ। |

**১৯০৫**

| | |
|---|---|
| ১৯০৫-১৯০৭ | —রাশিয়ায় প্রথম বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লব। |
| ৩রা-১৮ই জানুয়ারি | —পুতিলভ কারখানায় ধর্মঘট। সেণ্ট পিটার্সবুর্গে সাধারণ ধর্মঘট। |
| ৯ই জানুয়ারি | —"রক্তাপ্লুত রবিবার"। জারের নিকট আবেদন পেশ করতে যাবার সময় সেণ্ট পিটার্সবুর্গ শ্রমিকদের ওপর গুলিবর্ষণ। |
| জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | —সারা দেশে ধর্মঘট-শোভাযাত্রার তরঙ্গ। |
| ৬ই-২৫শে ফেব্রুয়ারি (১৯শে ফেব্রুয়ারি-১০ই মার্চ) | —রুশ-জাপান স্থলসৈন্যের মধ্যে মুকদেন লড়াই। |
| ১২ই (২৫শে) এপ্রিল-২৭শে এপ্রিল (১০ই মে) | —লণ্ডনে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির তৃতীয় কংগ্রেস। |
| ১২ই মে-২৩শে জুলাই | —ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্কে ধর্মঘট। শ্রমিক প্রতিনিধিদের অন্যতম প্রথম একটি সোভিয়েত গঠন। |
| ১৪ই-১৫ই মে | —সুশিমার নৌযুদ্ধ। এ্যাডমিরাল রজেস্ত্‌ভেনস্কির স্কোয়াড্রনের পরাজয়। |
| ১৪ই (২৭শে) মে | —জেনেভা থেকে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় মুখপত্র "প্রলেতারি"র প্রথম সংখ্যা প্রকাশ, সম্পাদক লেনিন। |
| ১৪ই-২৪শে জুন | —"পতেম্‌কিন" বিদ্রোহ। |
| ২২শে-২৪শে জুন | —লজে সশস্ত্র অভ্যুত্থান। |
| ৩১শে জুলাই | —মস্কোতে সারা রুশ কৃষক সমিতির প্রথম (প্রতিষ্ঠা) কংগ্রেসের উদ্বোধন। |
| জুলাই | —লেনিনের পুস্তক "গণতান্ত্রিক বিপ্লবে সোশ্যাল-ডেমোক্রাসির দুই রণকৌশল" প্রকাশিত। |
| ৬ই অগস্ট | —রাষ্ট্রীয় পরামর্শমূলক দুমা (বুলিগিন দুমা) স্থাপনের খসড়া-আইন প্রকাশ। |
| ২৩শে অগস্ট (৫ই সেপ্টেম্বর) | —রুশ-জাপান পোর্টস্‌মথ শান্তিচুক্তি। |

| | |
|---|---|
| ৭ই অক্টোবর | —সারা রুশ রাজনৈতিক ধর্মঘটের সূত্রপাত। |
| ১৩ই অক্টোবর | —শ্রমিক প্রতিনিধিদের পিটার্সবুর্গ সোভিয়েতের প্রথম বৈঠক। |
| ১৭ই অক্টোবর | —রাজনৈতিক অধিকার ও বিধানিক ক্ষমতাসম্পন্ন দুমা আহ্বানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে জার দ্বিতীয় নিকলাসের ঘোষণাপত্র। |
| ২০শে অক্টোবর | —১৮ই অক্টোবর প্রতিক্রিয়াশীলদের হস্তে নিহত বলশেভিক বাউমানের অন্ত্যেষ্টি কালে মস্কোয় রাজনৈতিক শোভাযাত্রা। |
| অক্টোবর | —কন্স্টিটিউশন্যাল-ডেমোক্রাটদের পার্টির সৃষ্টি (কাদেত)। |
| অক্টোবর-ডিসেম্বর | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গ, মস্কো, কিয়েভ, নিজনি নভগরদ, ওদেসা, চিতা ও অন্যান্য রুশ শহরে শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েত স্থাপিত। |
| ২৪শে-২৮শে অক্টোবর | —ক্রন্স্তাদ সৈনিক ও নাবিকদের সশস্ত্র বিদ্রোহ। |
| ২৭শে অক্টোবর (৯ই নভেম্বর)-৩রা (১৬ই) ডিসেম্বর | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গে লেনিন সম্পাদিত বলশেভিক দৈনিক পত্রিকা "নভায়া জীজন্"এর ("নবজীবন") প্রকাশ। |
| ১১ই-১৫ই নভেম্বর | —লেফ্টেন্যাণ্ট শ্মিদ্তের নেতৃত্বে সেভাস্তপল বিদ্রোহ। |
| ২১শে নভেম্বর | —মস্কো শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের প্রথম বৈঠক। |
| নভেম্বর | —অক্টোব্রিস্ট দলের সৃষ্টি — "১৭ই অক্টোবরের সংঘ"। |
| ডিসেম্বর | —মস্কো, নভরসিইস্ক, চিতা, পের্ম, খার্কভ, গর্লভকা, ক্রাস্নয়ার্স্ক, সর্মভো ও অন্যান্য শহরে সশস্ত্র ডিসেম্বর অভ্যুত্থান। |
| ১২ই (২৫শে)-১৭ই (৩০শে) ডিসেম্বর | —ফিনল্যাণ্ড তাম্মারফর্সে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির প্রথম সারা রুশ সম্মেলন। |
| ১৯০৫, ডিসেম্বর-১৯০৬, | —মস্কো অঞ্চল, বল্টিক জেলা ও সাইবেরিয়ায় জার সৈন্যদলের পিটুনি অভিযান। |

**১৯০৬**

| | |
|---|---|
| ১০ই (২৩শে) এপ্রিল-২৫শে এপ্রিল (৮ই মে) | —স্টকহোল্মে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির চতুর্থ (মিলন) কংগ্রেস। |
| ২৩শে এপ্রিল | —রুশ সাম্রাজ্যের "মূল আইন" প্রকাশিত। |
| ২৭শে এপ্রিল-৮ই জুলাই | —প্রথম রাষ্ট্রীয় দুমা। |
| ১৭ই-২০শে জুলাই | —নাবিক ও সৈনিকদের স্ভিয়াবর্গ বিদ্রোহ। |
| ১৯শে-২০শে জুলাই | —নাবিক ও সৈনিকদের ক্রন্স্তাদ বিদ্রোহ। |
| ২০শে জুলাই | —রেভেলে "পামিয়াৎ আজভা" ক্রুইজারে নাবিক বিদ্রোহ। |

| | |
|---|---|
| ১৯শে অগস্ট | —বিপ্লবী আন্দোলন দমনে জার সরকার কর্তৃক ফিল্ড মার্শাল কোর্ট প্রবর্তন। |
| ১৯০৬, ২১শে অগস্ট (৩রা সেপ্টেম্বর)-১৯০৯, ২৮শে নভেম্বর (১১ই ডিসেম্বর) | —অবৈধ বলশেভিক সংবাদপত্র "প্রলেতারি"র প্রকাশ (ফিনল্যান্ড, সুইজারল্যান্ড ও ফ্রান্স থেকে)। |
| ৯ই নভেম্বর | —জার সরকার কর্তৃক গোষ্ঠী (পঞ্চায়েতী) মালিকানা থেকে ব্যক্তিগত খামারের কৃষকদের বিচ্ছিন্নকরণের ডিক্রি জারি, স্তলিপিন কৃষি সংস্কারের সূত্রপাত। |

**১৯০৭**

| | |
|---|---|
| ২০শে ফেব্রুয়ারি-২রা জুন | —দ্বিতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা। |
| ৩০শে এপ্রিল (১৩ই মে)-১৯শে মে (১লা জুন) | —রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির পঞ্চম কংগ্রেস, লণ্ডন। |
| ৩রা জুন | —৩রা জুনের কুদেতা। নতুন নির্বাচনী আইন। |
| অগস্ট | —পারস্য, আফগানিস্তান ও তিব্বতকে "প্রভাবাধীন এলাকায়" ভাগ করে নেবার জন্য রুশ-বৃটেন সমঝোতা; বৃটেন, রাশিয়া ও ফ্রান্সের মধ্যে মৈত্রীর (আঁতাঁত) চূড়ান্ত রূপায়ণ। |
| ১৯০৭, ১লা নভেম্বর-১৯১২, ৯ই জুন | —তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমা। |

**১৯০৯**

| | |
|---|---|
| এপ্রিল-মে | —লেনিনের পুস্তক "বস্তুবাদ ও হাতুড়ে সমালোচনা" প্রকাশিত। |

**১৯১০**

| | |
|---|---|
| ১৪ই জুন | —১৯০৬ সালের ৯ই নভেম্বরের ডিক্রি অনুমোদন করে তৃতীয় রাষ্ট্রীয় দুমায় আইন পাশ। |
| ১৬ই (২৯শে) ডিসেম্বর | —বৈধ বলশেভিক সংবাদপত্র "জ্ভেজদা"র ("তারকা") প্রথম সংখ্যা সেণ্ট পিটার্সবুর্গ থেকে প্রকাশিত। |
| ১৯১০ | —রুশ-এশীয় ব্যাঙ্ক স্থাপিত। |

**১৯১১**

| | |
|---|---|
| ২৯শে মে | —কৃষকদের জমির পুনর্বিন্যাসের আইন। |
| ৬ই অগস্ট | —পারস্য প্রশ্নে রাশিয়া ও জার্মানির পট্স্ডাম চুক্তি। |

**১৯১২**

| | |
|---|---|
| ৫ই(১৮ই)-১৭ই(৩০শে) জানুয়ারি | - রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাতিক লেবর পার্টির ষষ্ঠ (প্রাগ) সারা রুশ সম্মেলন। |
| ৪ঠা এপ্রিল | —লেনা স্বর্ণখনি শ্রমিকদের ওপর জার সৈন্যের গুলিবর্ষণ। |
| ২২শে এপ্রিল (৫ই মে) | —বলশেভিক সংবাদপত্র "প্রাভ্দা"র ১ম সংখ্যা প্রকাশ। |
| এপ্রিল | —দেশ জুড়ে মে দিবস ধর্মঘট। |
| জুলাই | —তাশখন্দের কাছে সৈনিকদের বিদ্রোহ। |
| ১৯১২, ১৫ই নভেম্বর ১৯১৭ ২৫শে ফেব্রুয়ারি | —চতুর্থ রাষ্ট্রীয় দুমা। |

**১৯১৪**

| | |
|---|---|
| মে | —বাকু শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট শুরু। |
| জুলাই | —সেণ্ট পিটার্সবুর্গের পুতিলভ কারখানা এবং অন্যান্য শহরে ধর্মঘট। |
| ১৮ই (৩১শে) জুলাই | —রাশিয়ার প্রতি জার্মানির চরমপত্র। |
| ১৯শে জুলাই (১লা অগস্ট) | রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মানির যুদ্ধ ঘোষণা। |
| ১৯১৪ ১৯১৮ | · প্রথম বিশ্বযুদ্ধ। |
| ১৭ই অগস্ট ১৫ই সেপ্টেম্বর | পূর্ব প্রাশিয়ায় আক্রমণ। |
| সেপ্টেম্বর নভেম্বর | জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিরুদ্ধে ওয়ারশ ইভান্গরদ আক্রমণ। |
| ১৬ই (২৯শে) ১৭ই (৩০শে) অক্টোবর | কৃষ্ণ সাগরে রুশ উপকূলে তুর্কী ও জার্মান নৌবহরের আক্রমণ, তুরস্কের বিরুদ্ধে রাশিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা ১৯শে অক্টোবর (২রা নভেম্বর)। |
| ১লা নভেম্বর | সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের ওপর রুশ সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির ঘোষণাপত্র প্রকাশ (লেনিনের লেখা)। |
| নভেম্বর | - রুশ জার্মান ফ্রণ্টে লজ আক্রমণ। |

**১৯১৫**

| | |
|---|---|
| মে জুন | - গালিসিয়ায় রুশ সৈন্যের পরাজয়। |
| মে-জুলাই | - সমর শিল্প কমিটি এবং নিখিল রুশ গ্রাম নগর মৈত্রী (জেমগর) গঠিত। |
| ২৩শে-২৬শে অগস্ট (৫ই-৮ই সেপ্টেম্বর) | - আন্তর্জাতিকতাবাদীদের জিমার্ভাল্দ্ সম্মেলন, লেনিনের অংশ গ্রহণ। |

| | |
|---|---|
| সেপ্টেম্বর-ডিসেম্বর | —সমর-শিল্প কমিটিগুলির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিক-গ্রুপের নির্বাচন। বলশেভিকদের নেতৃত্বে শ্রমিকদের নির্বাচন বয়কট। |

**১৯১৬**

| | |
|---|---|
| জানুয়ারি-জুন | —"সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদের সর্বোচ্চ পর্যায়" পুস্তক রচনায় লেনিন ব্যাপৃত (১৯১৭ সালে প্রকাশিত)। |
| ১১ই (২৪শে)-১৭ই (৩০শে) এপ্রিল | —লেনিনের উদ্যোগে কিয়েনথালে আন্তর্জাতিকতাবাদীদের সম্মেলন। |
| ২২শে মে-৩১শে জুলাই | —দক্ষিণ-পশ্চিম রুশ ফ্রন্টে আক্রমণ। লুৎস্কের ব্যূহ-ভেদ। |
| গ্রীষ্ম-শরৎ | —মধ্য এশিয়া ও কাজাখস্তানে সামন্তবিরোধী ও সাম্রাজ্যবিরোধী অভ্যুত্থান। |

**১৯১৭**

| | |
|---|---|
| ৯ই জানুয়ারি | —পেত্রগ্রাদ, মস্কো, বাকু, নিজনি নভগরদ ও অন্যান্য রুশ শহরে বলশেভিকদের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ধর্মঘট। যুদ্ধ-বিরোধী শোভাযাত্রা ও সভা। |
| ১৮ই ফেব্রুয়ারি (৩রা মার্চ) | —পেত্রগ্রাদ পুতিলভ শ্রমিকদের ধর্মঘট শুরু। |
| ২৩শে ফেব্রুয়ারি (৮ই মার্চ) | —বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বানে বুভুক্ষা, যুদ্ধ ও জারতন্ত্রের বিরুদ্ধে পেত্রগ্রাদের নারী শ্রমিকদের শোভাযাত্রা; পুরুষ শ্রমিকদের সমর্থনসূচক ধর্মঘট (আন্তর্জাতিক মেহনতী নারী দিবস)। |
| ২৫শে ফেব্রুয়ারি (১০ই মার্চ) | —পেত্রগ্রাদ শ্রমিকদের সাধারণ ধর্মঘট। সর্বত্র মিছিল ও পুলিসের সহিত সংঘর্ষ। পেত্রগ্রাদ বলশেভিক কমিটির পাঁচজন সদস্য গ্রেপ্তার। |
| ২৬শে ফেব্রুয়ারি (১১ই মার্চ) | —রাষ্ট্রীয় দুমা ভেঙে দিয়ে দ্বিতীয় নিকলাসের ঘোষণা। |
| ২৭শে ফেব্রুয়ারি (১২ই মার্চ) | —রাশিয়ায় ফেব্রুয়ারি বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক বিপ্লব। পেত্রগ্রাদ সৈন্যাবাসের সৈন্যদের সদলবলে অভ্যুত্থানীদের পক্ষ গ্রহণ। পেত্রগ্রাদ শ্রমিক প্রতিনিধি সোভিয়েত গঠিত। রাশিয়ায় জারতন্ত্রের উচ্ছেদ। রদ্‌জিয়াঙ্কোর নেতৃত্বে রাষ্ট্রীয় দুমা সদস্যদের অস্থায়ী কমিটি গঠিত। |
| ২রা (১৫ই) মার্চ | —প্রিন্স্ ল্‌ভভের সভাপতিত্বে অস্থায়ী বুর্জোয়া সরকার গঠিত। |
| ২রা (১৫ই) মার্চ | —জার দ্বিতীয় নিকলাসের সিংহাসন ত্যাগ। |
| ৫ই (১৮ই) মার্চ | —"প্রাভদা"র পুনঃপ্রকাশ। |

| | |
|---|---|
| মার্চ | —শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধিদের মস্কো সোভিয়েত গঠিত। |
| ৩রা (১৬ই) এপ্রিল | —বিদেশের নির্বাসন থেকে লেনিনের পেত্রগ্রাদে আগমন। ফিনল্যান্ড স্টেশন স্কোয়ারে লেনিনের বক্তৃতা। |
| ৪ঠা (১৭ই) এপ্রিল | —শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতগুলির সারা রুশ সম্মেলনের বলশেভিক সদস্যদের সভায় "বর্তমান বিপ্লবে প্রলেতারিয়েতের কর্তব্য" (এপ্রিল থিসিস) বিষয়ে লেনিনের রিপোর্ট। |
| ১৫ই (২৮শে) এপ্রিল | —বলশেভিক সংবাদপত্র "সলদাৎস্কায়া প্রাভদা"র ("সৈনিক সত্য") ১ম সংখ্যা প্রকাশ। |
| ১৮ই এপ্রিল (১লা মে) | —"বিজয়-সমাপ্তি পর্যন্ত যুদ্ধ" — এই মর্মে মিত্রদেশের সরকারগুলির নিকট অস্থায়ী সরকারের পররাষ্ট্র মন্ত্রী মিলিউকভের নোট প্রেরণ। |
| ২০শে-২১শে এপ্রিল (৩রা-৪ঠা মে) | —মিলিউকভের পদত্যাগের দাবি করে পেত্রগ্রাদে শ্রমিক সৈন্যদের শোভাযাত্রা।<br>বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের প্রথম সঙ্কট। |
| ২৪শে-২৯শে এপ্রিল (৭ই-১২ই মে) | —পেত্রগ্রাদে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) সপ্তম (এপ্রিল) সারা রুশ সম্মেলন। |
| এপ্রিল | —লাল রক্ষী গঠনের কাজ শুরু। |
| ৪ঠা (১৭ই) মে | —পেত্রগ্রাদের সারা রুশ কৃষক প্রতিনিধি কংগ্রেসের উদ্বোধন। |
| ৫ই (১৮ই) মে | —প্রিন্স ল্ভভের সভাপতিত্বে প্রথম অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকারের গঠন। |
| ৩রা (১৬ই) জুন-২৪শে জুন (৭ই জুলাই) | —পেত্রগ্রাদে শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস; অস্থায়ী সরকারের মনোভাব ও যুদ্ধের বিষয়ে লেনিনের বক্তৃতা। |
| ১৬ই (২৯শে) জুন-২৩শে জুন (৬ই জুলাই) | —পেত্রগ্রাদে ফ্রন্টস্থিত ও দেশাভ্যন্তরের সামরিক বলশেভিক সংগঠনগুলির সারা রুশ সম্মেলন। |
| ১৮ই জুন (১লা জুলাই) | —দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে আক্রমণ শুরু। সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা চাই — এই বলশেভিক ধ্বনি তুলে পেত্রগ্রাদ, মস্কো প্রভৃতি শহরে শ্রমিকদের যুদ্ধ-বিরোধী গণ শোভাযাত্রা। |
| ৩রা (১৬ই)-৪ঠা (১৭ই) জুলাই | —"সব ক্ষমতা চাই সোভিয়েতের হাতে!" ধ্বনিতে পেত্রগ্রাদে শ্রমিকদের স্বতঃস্ফূর্ত শোভাযাত্রা; শোভাযাত্রায় নাবিক ও সৈনিক ইউনিটগুলির যোগদান। শোভাযাত্রার ওপর গুলিবর্ষণ; দ্বৈত ক্ষমতার অবসান। |

| | |
|---|---|
| ৫ই (১৮ই) জুলাই | —অস্থায়ী সরকার কর্তৃক বলশেভিক দলন শুরু। পার্টি আধা-বেআইনী সংগঠনে পরিণত। |
| ৭ই (২০শে) জুলাই | —লেনিনের গ্রেপ্তারের জন্য অস্থায়ী সরকারের আদেশ। |
| ১২ই (২৫শে) জুলাই | —অস্থায়ী সরকার কর্তৃক ফ্রণ্টে মৃত্যুদণ্ডের পুনঃপ্রবর্তন। |
| ২৪শে জুলাই (৬ই অগস্ট) | —কেরেনস্কির সভাপতিত্বে দ্বিতীয় অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠিত। |
| ২৬শে জুলাই (৮ই অগস্ট)-৩রা (১৬ই) অগস্ট | —পেত্রগ্রাদে রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) ষষ্ঠ কংগ্রেস, কমিউনিস্ট পার্টি ও শ্রমিক শ্রেণীর প্রতি সশস্ত্র অভ্যুত্থানের নির্দেশ দান। |
| ১২ই (২৫শে)-১৫ই (২৮শে) অগস্ট | —মস্কোয় প্রতিবিপ্লবী শক্তিসমূহের "রাষ্ট্রীয় সম্মেলন"। |
| ১২ই (২৫শে) অগস্ট | —মস্কোয় সাধারণ ধর্মঘট (৪ লক্ষের অংশগ্রহণ)। |
| ২১শে অগস্ট (৩রা সেপ্টেম্বর) | —জেনারেল কর্নিলভ কর্তৃক বিশ্বাসঘাতকতা করে জার্মানদের নিকট রিগা সমর্পণ। |
| ২৫শে অগস্ট (৭ই সেপ্টেম্বর) | —কর্নিলভের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ শুরু। সসৈন্যে পেত্রগ্রাদ অভিমুখে যাত্রা। |
| ২৬শে অগস্ট (৮ই সেপ্টেম্বর) | —কর্নিলভকে প্রতিরোধের জন্য বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির আহ্বান। |
| ৩০শে অগস্ট (১২ই সেপ্টেম্বর) | —কর্নিলভ চক্রান্ত প্রতিহত করার রণকৌশল বিষয়ে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির নিকট লেনিনের পত্র।<br>বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে বিপ্লবী জনগণের হাতে কর্নিলভ বিদ্রোহ পরাজিত। |
| ৩১শে অগস্ট (১৩ই সেপ্টেম্বর) | —পেত্রগ্রাদ সোভিয়েতের বলশেভিক পক্ষগ্রহণ। |
| অগস্ট-সেপ্টেম্বর | —লেনিনের "রাষ্ট্র ও বিপ্লব" পুস্তক রচনা (১৯১৮ সালে প্রকাশিত)। |
| ১লা (১৪ই) সেপ্টেম্বর | —কেরেনস্কির নেতৃত্বে ডিরেক্টরি (পরিচালকমণ্ডলী) গঠিত। রাশিয়াকে প্রজাতন্ত্র ঘোষণা। |
| ৫ই (১৮ই) সেপ্টেম্বর | —মস্কো সোভিয়েতের বলশেভিক পক্ষগ্রহণ। |
| ১৪ই (২৭শে) সেপ্টেম্বর-২২শে সেপ্টেম্বর (৫ই অক্টোবর) | —পেত্রগ্রাদে "গণতান্ত্রিক সম্মেলন"।<br>প্রাক-পার্লামেণ্ট গঠনের সিদ্ধান্ত। |
| ২৫শে সেপ্টেম্বর (৮ই অক্টোবর) | —কেরেনস্কির নেতৃত্বে তৃতীয় অস্থায়ী কোয়ালিশন সরকার গঠন। |

১লা (১৪ই)-২রা (১৫ই) অক্টোবর — কেরেনস্কি সরকার উচ্ছেদ করে শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের হাতে ক্ষমতা অর্পণের জন্য "শ্রমিক কৃষক ও সৈনিকদের প্রতি" লেনিনের আবেদন।

৭ই (২০শে) অক্টোবর — ভিবর্গ থেকে গোপনে লেনিনের পেত্রগ্রাদ আগমন।

৯ই (২২শে) অক্টোবর — ওবুখভ কারখানার হাজার হাজার শ্রমিকের সভা থেকে বুর্জোয়া অস্থায়ী সরকারের উচ্ছেদ ও সোভিয়েতের হাতে সর্বক্ষমতা অর্পণের দাবি।

১০ই (২৩শে) অক্টোবর — বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সভায় সশস্ত্র অভ্যুত্থানকে প্রধান কর্তব্য হিসাবে নির্দেশ করে লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত; সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি পরিচালনার জন্য লেনিনের নেতৃত্বে রাজনৈতিক ব্যুরো গঠিত।

১১ই (২৪শে)-১৩ই (২৬শে) অক্টোবর — পেত্রগ্রাদে উত্তরাঞ্চল সোভিয়েত কংগ্রেস।

১২ই (২৫শে) অক্টোবর — পেত্রগ্রাদে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের সদর ঘাঁটি — সামরিক বিপ্লবী কমিটি গঠন।

১৬ই (২৯শে) অক্টোবর — বলশেভিক পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির বর্ধিত অধিবেশনে সশস্ত্র অভ্যুত্থানের প্রস্তুতি বিষয়ে লেনিনের প্রস্তাব গৃহীত। অভ্যুত্থান পরিচালনার জন্য পার্টির ব্যবহারিক সামরিক কেন্দ্র নির্বাচিত।

২৪শে-২৫শে অক্টোবর (৬ই-৭ই নভেম্বর) — পেত্রগ্রাদে শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) — মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের বিজয়; পেত্রগ্রাদে সোভিয়েত রাজের প্রতিষ্ঠা। "রাশিয়ার অধিবাসীদের প্রতি" সামরিক বিপ্লবী কমিটির ঘোষণাপত্র।

২৫শে-২৬শে অক্টোবর (৭ই-৮ই নভেম্বর) — পেত্রগ্রাদের স্মলনি ইনস্টিটিউটে শ্রমিক সৈনিক প্রতিনিধি সোভিয়েতের দ্বিতীয় সারা রুশ কংগ্রেস। "ভূমি" ও "শান্তি" বিষয়ক ডিক্রি গ্রহণ। লেনিনের সভাপতিত্বে প্রথম সোভিয়েত সরকার — জনকমিশার পরিষদ গঠন; সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি নির্বাচিত।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর)-৩রা (১৬ই) নভেম্বর — মস্কোয় শ্রমিক সৈনিকদের সশস্ত্র অভ্যুত্থান। মস্কোয় সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত।

২৫শে অক্টোবর (৭ই নভেম্বর) — দন অঞ্চলে আতামান কালেদিনের প্রতিবিপ্লবী অভিযান শুরু।

২৬শে অক্টোবর (৮ই নভেম্বর) — পেত্রগ্রাদ শীত প্রাসাদে অস্থায়ী সরকার গ্রেপ্তার।

২৫শে-২৭শে অক্টোবর (৭ই-৯ই নভেম্বর) — মিন্‌স্ক, ক্রন্‌স্তাদ্‌, ইভানভো-ভজ্‌নেসেন্‌স্ক্‌, লুগান্‌স্ক, কাজান, দন তীরের রস্তভ, ইয়েকাতেরিনবুর্গ, রেভেল, সামারা, সারাতভ ও অন্যান্য শহরে সোভিয়েত শাসন স্থাপিত।

| | |
|---|---|
| ২৯শে অক্টোবর (১১ই নভেম্বর) | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক ৮ ঘণ্টা কর্মদিনের ডিক্রি। প্রতিবিপ্লবী "দেশ ও বিপ্লব পরিত্রাণ কমিটি" কর্তৃক সংগঠিত পেত্রগ্রাদের সামরিক ক্যাডেট বিদ্রোহ দমন। |
| ৩১শে অক্টোবর (১৩ই নভেম্বর) | —বাকুতে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠিত। |
| ১লা (১৪ই) নভেম্বর | —তাশখন্দে সোভিয়েত শাসন। পেত্রগ্রাদের বিরুদ্ধে ক্রাস্নভ-কেরেনস্কি প্রতিবিপ্লবী আক্রমণ দমিত। |
| ২রা (১৫ই) নভেম্বর | —রাশিয়ার জাতিসমূহের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা (জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক গৃহীত)। |
| ৮ই (২১শে) নভেম্বর | —ইয়াকভ স্ভের্দলভ সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতি নির্বাচিত। |
| ১০ই (২৩শে) নভেম্বর | —সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রিতে সামাজিক সম্প্রদায় ও নাগরিক মর্যাদাভেদের অবসান। |
| ১০ই (২৩শে) নভেম্বর-২৫শে নভেম্বর (৮ই ডিসেম্বর) | —পেত্রগ্রাদে কৃষক প্রতিনিধি সোভিয়েতের সারা রুশ জরুরী কংগ্রেস। |
| ১৪ই (২৭শে) নভেম্বর | —সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক শ্রমিক-নিয়ন্ত্রণের নির্দেশ জারি। |
| ১৮ই নভেম্বর (১লা ডিসেম্বর) | -ভ্লাদিভস্তকে শাসন প্রতিষ্ঠিত। |
| ২০শে নভেম্বর (৩রা ডিসেম্বর) | -মগিলিওভে পুরনো ফৌজের প্রতিবিপ্লবী সদরদপ্তর বিলোপ। জার্মান জোটভুক্ত দেশগুলির সঙ্গে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের যুদ্ধবিরতি নিষ্পন্নের জন্য ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক আলাপ আলোচনার শুরু। "রাশিয়ার ও প্রাচ্যের সকল মেহনতী মুসলিমদের প্রতি" জনকমিশার পরিষদের আবেদন। |
| ২২শে নভেম্বর (৫ই ডিসেম্বর) | —গণতান্ত্রিক নির্বাচন মারফত আদালত গঠন ও বিপ্লবী ট্রাইব্যুনাল প্রবর্তনের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২রা (১৫ই) ডিসেম্বর | —সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদ গঠন করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ৭ই (২০শে) ডিসেম্বর | —প্রতিবিপ্লব ও অন্তর্ঘাতের বিরুদ্ধে সংগ্রামের জন্য সারা রুশ বিশেষ কমিশন (চেকা) গঠন করে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত; কমিশন নেতা ফেলিক্স জের্জিন্স্কি। |
| ১১ই (২৪শে) ডিসেম্বর | —খার্কভে প্রথম সারা উক্রেনীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। উক্রেনীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত। প্রথম উক্রেনীয় সোভিয়েত সরকার নির্বাচন। |

| | |
|---|---|
| ১২ই-২০শে ডিসেম্বর (২৫শে ডিসেম্বর, ১৯১৭ — ২রা জানুয়ারি, ১৯১৮) | —খাবারভ্স্কে তৃতীয় দূর প্রাচ্য সোভিয়েত আঞ্চলিক কংগ্রেস। সমগ্র দূর প্রাচ্য এলাকায় সোভিয়েত শাসনের ঘোষণা। |
| ১৪ই (২৭শে) ডিসেম্বর | —সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকর কমিটি কর্তৃক ব্যাংক জাতীয়করণের ডিক্রি। |
| ১৬ই (২৯শে) ডিসেম্বর | —সৈন্যবাহিনী গণতন্ত্রীকরণের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ১৮ই (৩১শে) ডিসেম্বর | —ফিনল্যান্ডের রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা স্বীকার করে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |

**১৯১৮**

| | |
|---|---|
| ৫ই (১৮ই) জানুয়ারি | -পেত্রগ্রাদে সংবিধান সভা আহূত। |
| ৬ই (১৯শে) জানুয়ারি | —সংবিধান সভা সোভিয়েত শাসন মেনে নিতে এবং মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার বিষয়ে ঘোষণা, শান্তি ও ভূমি বিষয়ক ডিক্রি অনুমোদন করতে অস্বীকার করায় সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি বলে সংবিধান সভার বিলোপ। |
| ১০ই (২৩শে)-১৮ই (৩১শে) জানুয়ারি | —পেত্রগ্রাদে শ্রমিক সৈনিক কৃষক প্রতিনিধিদের তৃতীয় সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস; মেহনতী ও শোষিত জনগণের অধিকার বিষয়ক ঘোষণাপত্র গৃহীত। |
| ১৫ই (২৮শে) জানুয়ারি | —শ্রমিক কৃষকদের লাল ফৌজ সংগঠনের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২১শে জানুয়ারি (৩রা ফেব্রুয়ারি) | — রাষ্ট্রের আভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ঋণ নাকচ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি। |
| ২৩শে জানুয়ারি (৫ই ফেব্রুয়ারি) | —রাষ্ট্র থেকে ধর্মপ্রতিষ্ঠান এবং ধর্মপ্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষাকে বিচ্ছিন্ন করে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি প্রকাশ। |
| ২৬শে জানুয়ারি (৮ই ফেব্রুয়ারি) | — ১৯১৮ সালের ১৪ই ফেব্রুয়ারি থেকে গ্রিগরীয় পঞ্জিকা প্রবর্তন করে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি প্রকাশ।<br>কিয়েভে সোভিয়েত শাসন প্রতিষ্ঠা। |
| জানুয়ারি | —রুমানিয়া কর্তৃক বেসারাবিয়া দখল। |
| জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | —দন অঞ্চলে কালেদিনের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দমন। |
| ১৪ই. ফেব্রুয়ারি | —জার নৌবহর ভেঙে দিয়ে শ্রমিক কৃষকের লাল নৌবাহিনী গঠনের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি প্রকাশ। |
| ১৮ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে জার্মান আক্রমণের শুরু। |

| | |
|---|---|
| ১৯শে ফেব্রুয়ারি | —ভূমির সমাজীকরণ বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি। |
| ২১শে ফেব্রুয়ারি | —জনকমিশার পরিষদের ঘোষণাপত্র "সমাজতান্ত্রিক পিতৃভূমি বিপন্ন"। |
| ২৩শে ফেব্রুয়ারি | —লাল ফৌজ দিবস। |
| ২৫শে ফেব্রুয়ারি-২৪শে এপ্রিল | —রেভেল (তালিন) ও হেলসিঙ্গফর্স (হেলসিঙ্কি) থেকে ক্রন্‌স্তাদে সোভিয়েত সামরিক ও বাণিজ্য জাহাজগুলির বীরোচিত প্রত্যাবর্তন। |
| ১লা মার্চ | —জার্মান সৈন্যবাহিনীর কিয়েভ দখল; প্রতিবিপ্লবী উক্রেনীয় কেন্দ্রীয় রাদা'র (পরিষদ) পুনঃপ্রতিষ্ঠা। |
| ৩রা মার্চ | —রুশ সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের সঙ্গে জার্মানি, অস্ট্রো-হাঙ্গেরি, তুরস্ক ও বুলগেরিয়ার ব্রেস্ত-লিতভ্‌স্ক শান্তিচুক্তি নিষ্পন্ন। |
| ৬ই-৮ই মার্চ | —পেত্রগ্রাদে রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তম কংগ্রেস; রুশ সোশ্যাল-ডেমোক্রাটিক লেবর পার্টির (বলশেভিক) নাম পরিবর্তন করে রুশ কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক) নামকরণ স্থির হয়। |
| ৯ই মার্চ | —মুরমানস্কে আঁতাঁতের সৈন্যাবতরণ। |
| ১০ই-১১ই মার্চ | —পেত্রগ্রাদ থেকে মস্কোয় লেনিন পরিচালিত সরকার স্থানান্তরিত; অতঃপর সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের রাজধানী হল মস্কো। |
| ১৪ই-১৬ই মার্চ | —মস্কোয় জরুরী চতুর্থ সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। ব্রেস্ত্-লিতভ্‌স্ক শান্তিচুক্তি অনুমোদিত। |
| মার্চ | —পিয়াতিগর্স্কে তেরেক অববাহিকার জনগণের দ্বিতীয় কংগ্রেস কর্তৃক উত্তর ককেশাসে সোভিয়েত শাসন ঘোষণা। |
| ৫ই এপ্রিল | —ভ্লাদিভস্তকে জাপানী সৈন্যের অবতরণ। |
| ২২শে এপ্রিল | —১৮ থেকে ৪০ বছর বয়স্ক সমস্ত শ্রমিক ও মেহনতী চাষীদের বাধ্যতামূলক সার্বজনীন সামরিক তালিমের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি।<br>বৈদেশিক বাণিজ্য জাতীয়করণের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২৬শে এপ্রিল-২রা জুলাই | —লুগানস্ক থেকে সারিৎসিনে সোভিয়েত সৈন্যদলের বীরত্বপূর্ণ মার্চ। |
| ২৮শে এপ্রিল | —লেনিনের প্রবন্ধ "সোভিয়েত সরকারের আশু কর্তব্য" প্রকাশিত। |

| | |
|---|---|
| ৩০শে এপ্রিল | —তাশখন্দে অনুষ্ঠিত তুর্কিস্তান অঞ্চলের পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেস থেকে তুর্কিস্তান স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ২রা মে | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক শর্করা শিল্প জাতীয়করণের ডিক্রি (একটা সমগ্র শিল্প শাখার জাতীয়করণ এই প্রথম)। |
| ৮ই মে. | —জার্মান ও শ্বেত কসাক বাহিনী কর্তৃক দন তীরের রস্তভ দখল। |
| ৯ই মে | —"শস্য লুকিয়ে মুনাফাখোরির বিরুদ্ধে গ্রাম্য বুর্জোয়াদের দমনের জন্য খাদ্য জনকমিশারের হস্তে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান" বিষয়ক সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি।<br><br>সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের অধীনে রাষ্ট্রীয় নির্মাণ কমিটি গঠিত — সারা দেশ জুড়ে নির্মাণ কার্য পরিচালনার প্রথম সংগঠন। |
| ২৫শে মে | —অর্থনৈতিক পরিষদগুলির প্রথম সারা রুশ কংগ্রেসের উদ্বোধন। চেকোস্লভাক কোর'এর সোভিয়েত-বিরোধী বিদ্রোহ শুরু। |
| ২৯শে মে | —শ্রমিক কৃষকের লাল ফৌজে বাধ্যতামূলক সার্বজনীন লোকভর্তির জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি। |
| ১লা জুন | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক "সরকারী রেকর্ডের পুনর্গঠন ও কেন্দ্রীকরণের" ডিক্রি। |
| ৮ই জুন | —চেকোস্লভাক শ্বেত সৈন্যদল কর্তৃক সামারা দখল। সামারায় শ্বেতরক্ষী ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারি সরকার — সংবিধান সভা সদস্যদের কমিটি গঠিত (১৯১৮ সালের ৬ই জুন স্থাপিত)। |
| ১১ই জুন | —সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক গরিবদের কমিটি গঠনের ডিক্রি। |
| ২০শে জুন | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক তৈল শিল্প জাতীয়করণের ডিক্রি। |
| ২৮শে জুন | —সমস্ত বৃহৎ শিল্প ও রেল উদ্যোগগুলিকে জাতীয়করণ করে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২৯শে জুন | —চেকোস্লভাক শ্বেত সৈন্যদলের ভ্লাদিভস্তক দখল, স্বায়ত্তশাসিত সাইবেরিয়ার শ্বেতরক্ষী অস্থায়ী সরকার স্থাপন। |
| ৪ঠা-১০ই জুলাই | —মস্কোয় পঞ্চম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। প্রথম সোভিয়েত সংবিধান — রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সংবিধান গৃহীত। |
| ৬ই-৭ই জুলাই | —মস্কোয় "বামপন্থী" সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিদের প্রতিবিপ্লবী বিদ্রোহ দমন। |

| | |
|---|---|
| ১৭ই জুলাই | —ইয়েকাতেরিনবুর্গে (বর্তমান স্ভের্দলভস্ক) ভূতপূর্ব জার দ্বিতীয় নিকোলাস ও তার পরিবার বর্গের মৃত্যুদণ্ড। |
| ২০শে জুলাই | —সমস্ত নিষ্কর্মা অধিবাসীদের কাজে জমায়েত করা বা আভ্যন্তরীণ বাহিনী বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২১শে জুলাই | —ইয়ারস্লাভ্লে সোভিয়েত বাহিনী কর্তৃক শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহ দমন। |
| ২২শে জুলাই | —ফাটকাবাজি বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ১৯১৮'র জুলাই-১৯১৯'এর জুন | —শ্বেতরক্ষীদের বিরুদ্ধে সারিৎসিনের বীরত্বপূর্ণ প্রতিরক্ষা সংগ্রাম। |
| ২রা অগস্ট | —আর্খাঙ্গেলস্কে আঁতাঁত সৈন্যের অবতরণ। হস্তক্ষেপকারীদের সাহায্যে উত্তরাঞ্চলের অস্থায়ী শ্বেতরক্ষী সরকার গঠন। |
| ৪ঠা অগস্ট | —সমস্ত বুর্জোয়া সংবাদপত্র নিষিদ্ধ করে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি।<br>বৃটিশ হস্তক্ষেপকারীদের বাকু দখল। |
| ১৫ই-১৬ই অগস্ট | —ভ্লাদিভস্তকে মার্কিন হস্তক্ষেপ। |
| ২৬শে অগস্ট-১৭ই সেপ্টেম্বর | —তামান উপদ্বীপ থেকে তুআপ্সে হয়ে আর্মাভির পর্যন্ত তামান ফৌজের বীরোচিত যাত্রা। |
| ৩০শে অগস্ট | —মস্কোর ভূতপূর্ব মিখেল্সন কারখানায় জনসভান্তে সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিগণ কর্তৃক লেনিনের প্রাণনাশের চেষ্টা। |
| ৪ঠা সেপ্টেম্বর | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক ব্যক্তিগত রেলপথ উচ্ছেদের ডিক্রি। |
| ১০ই সেপ্টেম্বর | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক আন্তর্জাতিক মেট্রিক পরিমাপ ব্যবস্থা প্রবর্তনের ডিক্রি। |
| ১৫ই সেপ্টেম্বর | —তুর্কী হস্তক্ষেপকারীদের বাকু দখল। |
| ১৬ই সেপ্টেম্বর | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের লাল ঝাণ্ডা সামরিক অর্ডারের প্রবর্তন। |
| ২০শে সেপ্টেম্বর | —বৃটিশ হস্তক্ষেপকারী ও সোশ্যালিস্ট-রেভোলিউশনারিগণ কর্তৃক ২৬ জন বাকু কমিশারকে গুলি করে হত্যা। |
| ১০ই অক্টোবর | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক নতুন বানান প্রবর্তনের ডিক্রি। |
| ১৬ই অক্টোবর | —একই প্রকার শ্রমিক বিদ্যালয় সংগঠনের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি। |
| ২৯শে অক্টোবর-৪ঠা নভেম্বর | —মস্কোয় যুব কমিউনিস্ট লীগের প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস। |

| | |
|---|---|
| ৩১শে অক্টোবর | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক মেহনতীজনের সামাজিক বীমার ডিক্রি। |
| ২রা নভেম্বর | —হাজার কোটি রুবলের একটি একক জরুরী বিপ্লবী ট্যাক্স বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি প্রকাশ। |
| ৬ই-৯ই নভেম্বর | —ষষ্ঠ জরুরী সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ১৩ই নভেম্বর | —ব্রেস্ত-লিতভ্স্ক শান্তিচুক্তি নাকচ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির প্রস্তাব পাশ। |
| ১৮ই নভেম্বর | —সাইবেরিয়ায় আঁতাঁতের দালাল এ্যাডমিরাল কল্চাকের প্রতিবিপ্লবী একনায়কত্ব প্রতিষ্ঠা। |
| ২১শে নভেম্বর | —জনগণকে সমস্ত খাদ্যবস্তু এবং ব্যক্তিগত ও সাংসারিক ব্যবহারের সমস্ত সামগ্রী সরবরাহের ব্যবস্থা বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২৯শে নভেম্বর | —গেতমানের উচ্ছেদ করে উক্রেনে সোভিয়েত শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা বিষয়ে উক্রেনের অস্থায়ী শ্রমিক কৃষক সরকারের ঘোষণাপত্র। নার্ভায় এস্তল্যান্ড শ্রম কমিউন প্রতিষ্ঠা (এস্তনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)। |
| ৩০শে নভেম্বর | —লেনিনের নেতৃত্বে শ্রমিক কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠনের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| নভেম্বর | —ওদেসায় বৃটিশ ও ফরাসী যুদ্ধ জাহাজের উপস্থিতি। দক্ষিণ রাশিয়ায় ইঙ্গ-ফরাসী হস্তক্ষেপ শুরু। |
| নভেম্বর-ডিসেম্বর | —লাল ফৌজ ও পার্টিজান বাহিনীগুলি কর্তৃক সোভিয়েত ভূখণ্ড থেকে অস্ট্রো-জার্মান দখলদারি সৈন্যেরা বিতাড়িত। |
| ২রা ডিসেম্বর | —বৈদেশিক ব্যাংক বিলোপের ডিক্রি। |
| ১০ই ডিসেম্বর | —জার্মান হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে লাল ফৌজের মিন্স্ক উদ্ধার।<br>সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক "শ্রম-আইন সংহিতা"র অনুমোদন। |
| ১১ই-২০শে ডিসেম্বর | —ভূমি বিভাগ, গরিবদের কমিটি ও কমিউনগুলির প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস। |
| ১৬ই ডিসেম্বর | —লিথুয়ানিয়ায় সোভিয়েত শাসন স্থাপিত। |
| ১৭ই ডিসেম্বর | —লাতভিয়ায় সোভিয়েত শাসনের প্রতিষ্ঠা। |

১৯১৯

| | |
|---|---|
| ১লা জানুয়ারি | —বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ৩রা জানুয়ারি | —জার্মান হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে লাল ফৌজের রিগা উদ্ধার। |
| ১১ই জানুয়ারি | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক উদ্বৃত্ত শস্য বাধ্যতামূলকভাবে রাষ্ট্রকে প্রদানের ব্যবস্থা বিষয়ক ডিক্রি। |
| ২রা-২৮শে ফেব্রুয়ারি | —লিথুয়ানীয়-বেলরুশীয় সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ১১ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত রাশিয়ার বিরুদ্ধে পোলীয় শ্বেতরক্ষীদের আক্রমণ শুরু। পোলীয় সৈন্যের ব্রেস্ত্-লিতভ্স্ক দখল। |
| ১৪ই ফেব্রুয়ারি | —গ্রামাঞ্চলের সমাজতান্ত্রিক সংগঠন ও সমাজতান্ত্রিক চাষে উৎক্রমণ ব্যবস্থা বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক অনুমোদিত ডিক্রি প্রকাশ। |
| ২রা-৬ই মার্চ | —মস্কোয় কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের প্রথম কংগ্রেস। |
| মার্চ-জুলাই | —সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের বিরুদ্ধে প্রথম আঁতাঁত অভিযানের পরাজয়। |
| ১৮ই-২৩শে মার্চ | —মস্কোয় রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টম কংগ্রেস। নতুন পার্টি কর্মসূচি গ্রহণ। |
| ২৩শে মার্চ | —বাশকিরীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ৩০শে মার্চ | —সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিপদে মিখাইল কালিনিন নির্বাচিত। |
| ৬ই এপ্রিল | —ইঙ্গ-ফরাসী হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের কবল থেকে লাল ফৌজের ওদেসা উদ্ধার। |
| ১২ই এপ্রিল | —মস্কো সংযোজন ইয়ার্ডে প্রথম কমিউনিস্ট সুবর্তনিক। |
| ২৮শে এপ্রিল | —ফ্রুঞ্জের সেনাপতিত্বে পূর্ব ফ্রন্টের সৈন্যদলের প্রতিআক্রমণ শুরু। |
| ১০ই মে | —মস্কো-কাজান রেলপথে প্রথম গণ কমিউনিস্ট সুবর্তনিক। |
| ১৩ই-১৬ই জুন | —লালপাহাড়ী কেল্লায় (ক্রাসনায়া গর্কা) শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহ দমন। |
| জুন | —ত্রিপলিয়ে ট্রাজেডি। উক্রেনের ত্রিপলিয়েতে শ্বেতরক্ষীদের হাতে কমসোমল সদস্যদের বর্বর নির্যাতন। |
| ৬ই জুলাই | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে ও আফগানিস্তানের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ৯ই জুলাই | —“সর্বশক্তিতে দেনিকিনের বিরুদ্ধে লড়াই”—সমস্ত পার্টি সংগঠনের প্রতি রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির বাণী। |

| | |
|---|---|
| ১৯১৯'এর জুলাই-১৯২০'র মার্চ | —দ্বিতীয় আঁতাত অভিযানের পরাজয়। |
| ১০ই অক্টোবর | —আঁতাঁতের সুপ্রিম কাউন্সিল কর্তৃক সোভিয়েত রাশিয়াকে অর্থনৈতিকভাবে অবরোধের সিদ্ধান্ত। |
| অক্টোবর-নভেম্বর | —পেত্রগ্রাদের বহির্ভাগে ইউদেনিচের শ্বেতরক্ষী কোর পর্যুদস্ত। |
| ১৪ই নভেম্বর | —কলচাক ফৌজের হাত থেকে লাল ফৌজের ওমস্ক্ উদ্ধার। |
| ৩রা-৫ই ডিসেম্বর | —ভূমি কমিউন ও কৃষি সমবায়গুলির প্রথম সারা রুশ কংগ্রেস। |
| ৫ই-৯ই ডিসেম্বর | —সপ্তম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ১৬ই ডিসেম্বর | —দেনিকিন বাহিনীর হাত থেকে লাল ফৌজের কিয়েভ উদ্ধাব। |
| ২৬শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত রাশিয়ায় নিরক্ষরতা দূরীকরণে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |

**১৯২০**

| | |
|---|---|
| ১৫ই জানুয়ারি | —"শ্রমের প্রথম বিপ্লবী বাহিনী বিষয়ে" প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২৯শে জানুয়ারি | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক সার্বজনীন বাধ্যতামূলক শ্রমের ডিক্রি। |
| জানুয়ারি | —সাইবেরিয়ায় সোভিয়েত শাসনের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। হস্তক্ষেপকারীদের রাশিয়া-অবরোধ প্রত্যাহার। |
| ২রা ফেব্রুয়ারি | —ইউরিয়েভে (তার্তু) রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও এস্তনিয়ার শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর। |
| ২১শে ফেব্রুয়ারি | —হস্তক্ষেপকারী ও শ্বেতরক্ষীদের কবল থেকে লাল ফৌজের আর্খাঙ্গেলস্ক উদ্ধার। |
| ফেব্রুয়ারি | —দেনিকিনের শ্বেত ফৌজের কবল থেকে লাল ফৌজ কর্তৃক উক্রেন মুক্ত। |
| ১৩ই মার্চ | —শ্বেতরক্ষীদের কবল থেকে লাল ফৌজের মুর্মান্স্ক উদ্ধার। উত্তর ফ্রন্টের অবসান। |
| ২৩শে মার্চ | —জনকমিশার পরিষদ কর্তৃক রাশিয়ার বিদ্যুতীকরণের রাষ্ট্রীয় কমিশন ("গএলরো") অনুমোদিত। |
| ২৭শে মার্চ | —শ্বেতদের হাত থেকে লাল ফৌজের নভরসিইস্ক উদ্ধার। |
| ২৯শে মার্চ-৫ই এপ্রিল | —রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) নবম কংগ্রেস। |
| ৬ই এপ্রিল | —দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি। |

| | |
|---|---|
| ২৫শে এপ্রিল-১৮ই অক্টোবর | —পোল-সোভিয়েত যুদ্ধ (১৯২১ সালের ১৮ই মার্চ শান্তিচুক্তি স্বাক্ষর)। |
| ২৬শে এপ্রিল | —খরেজম্ জন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র ঘোষিত। |
| ২৮শে এপ্রিল | —শ্বেতদের হাত থেকে লাল ফৌজের বাকু উদ্ধার। |
| ২৮শে এপ্রিল | —আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ৩০শে এপ্রিল | —দেশের খনিজ সম্পদ ও ভূমির পুনর্বণ্টন বিষয়ে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| এপ্রিল | —জাপানী সাম্রাজ্যবাদীদের উত্তর সাখালিন দখল।<br>শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ রূপে শ্রমিক ও কৃষক প্রতিরক্ষা পরিষদের পুনর্গঠন। |
| এপ্রিল-নভেম্বর | —তৃতীয় আঁতাঁত অভিযানের পরাজয়। |
| ১লা মে | —মে দিবসে সারা রুশ সুবর্ণনিক। |
| ২৭শে মে | —তাতার স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ৮ই জুন | —কারেলীয় শ্রম কমিউন গঠন। |
| ১২ই জুন | —পোলীয় শ্বেতবাহিনীর কবল থেকে লাল ফৌজের কিয়েভ উদ্ধার। |
| ২৪শে জুন | —চুভাশ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। |
| জুন | —লেনিনের বই "কমিউনিজমে 'বামপন্থার' বালখিল্য রোগ" প্রকাশিত।<br>—গ্রেট বৃটেনে ইঙ্গ-রুশ বাণিজ্য কোম্পানি ("আর্কস") গঠিত। |
| ১১ই জুলাই | —পোলীয় শ্বেতবাহিনীর হাত থেকে লাল ফৌজের মিন্স্ক উদ্ধার। |
| ১২ই জুলাই | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি। |
| ১৯শে জুলাই-৭ই অগস্ট | —নিরক্ষরতা দূরীকরণের সারা রুশ জরুরী কমিশন স্থাপিত। |
| ১৯শে জুলাই | —কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের দ্বিতীয় কংগ্রেস। |
| ১১ই অগস্ট | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও লাতভিয়ার মধ্যে শান্তিচুক্তি। |
| ২৬শে অগস্ট | —কির্গিজীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি (১৯৩৬ সালের ৫ই ডিসেম্বর থেকে কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র)। |

| | |
|---|---|
| ১৩ই সেপ্টেম্বর | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও খরেজ্‌ম জন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী ও অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার চুক্তি। |
| ১৪ই সেপ্টেম্বর | —বোখারা জন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ৩০শে সেপ্টেম্বর | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও আজেরবাইজান সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি। |
| ২রা অক্টোবর | —রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের তৃতীয় সারা রুশ কংগ্রেসে লেনিনের বক্তৃতা — "যুব লীগের কর্তব্য"। |
| ১৪ই অক্টোবর | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি। |
| ৪ঠা নভেম্বর | —ভতিয়াক (উদমুর্ত্) জাতির স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল, মারিদের স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল ও কালমিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠনের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ৭ই-১১ই নভেম্বর | —লাল ফৌজ কর্তৃক পেরেকপ দখল। |
| ১৬ই নভেম্বর | —লাল ফৌজের কের্চ অধিকার। ক্রিমিয়ার মুক্তি সম্পূর্ণ। |
| ২৯শে নভেম্বর | —আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি। |
| ২৯শে নভেম্বর | —উদ্যোগসমূহের জাতীয়করণ বিষয়ে সর্বোচ্চ অর্থনৈতিক পরিষদের সিদ্ধান্ত (যান্ত্রিক শক্তি সম্পন্ন যে কারখানায় ৫ জনের বেশি এবং যান্ত্রিক শক্তিহীন যে কারখানায় ১০ জনের বেশি মজুর নিযুক্ত, তার জাতীয়করণ)। |
| ২২শে-২৯শে ডিসেম্বর | —মস্কোয় অষ্টম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। "গএলরো" পরিকল্পনা গৃহীত। শ্রমের লাল ঝাণ্ডা অর্ডারের প্রবর্তন। |
| ২৮শে ডিসেম্বর | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শ্রমিক কৃষক মৈত্রী চুক্তি। |
| ১৯২০ | —এস্তনিয়া, গ্রেট বৃটেন, জার্মানি, সুইডেন, লিথুয়ানিয়া, তুরস্ক, ইটালি, পারস্য ও অস্ট্রিয়ায় সোভিয়েত বাণিজ্য প্রতিনিধি দপ্তর স্থাপিত। |

**১৯২১**

| | |
|---|---|
| ১৬ই জানুয়ারি | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে সামরিক ও অর্থনৈতিক মিলনের শ্রমিক-কৃষক মৈত্রী চুক্তি। |

| | |
|---|---|
| ২০শে জানুয়ারি | —দাগেস্তান ও গর্স্কায়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ১১ই ফেব্রুয়ারি | —লাল অধ্যাপক তালিমী প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২২শে ফেব্রুয়ারি | —রাষ্ট্রীয় পরিকল্পনা কমিটি স্থাপন। |
| ২৫শে ফেব্রুয়ারি | —জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ২৬শে ফেব্রুয়ারি | —মিত্র সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার জন্য পারস্য ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের চুক্তি। |
| ২৮শে ফেব্রুয়ারি | —মিত্র সম্পর্ক স্থাপনার্থে মস্কোয় সোভিয়েত-আফগান চুক্তি সম্পাদন।<br>"প্রজাতন্ত্রের জন্য একটি একক নির্মাণ পরিকল্পনা" বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ২৮শে ফেব্রুয়ারি-১৮ই মার্চ | —ক্রনস্তাদে শ্বেতরক্ষী বিদ্রোহ। রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেসের প্রতিনিধি দলের সহায়তায় লাল ফৌজ ইউনিট কর্তৃক এই বিদ্রোহ দমন। |
| ৪ঠা মার্চ | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও বোখারা জন সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী ও অর্থনৈতিক বোঝাপড়ার চুক্তি।<br>আবখাজীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি। |
| ৮ই-১৬ই মার্চ | —রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দশম কংগ্রেস। নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতি প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত। |
| ১৬ই মার্চ | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও তুরস্কের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সৌভ্রাত্রের চুক্তি মস্কোয় সম্পাদিত।<br>রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে অস্থায়ী বাণিজ্যচুক্তি সম্পন্ন। |
| ১৮ই মার্চ | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও পোল্যান্ডের মধ্যে শান্তিচুক্তি রিগা শহরে নিষ্পন্ন। |
| ২১শে মার্চ | —উদ্বৃত্ত খাদ্য দখলির অবসান ও কৃষকদের ওপর একটা ফসলী ট্যাক্সের প্রবর্তন করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি (নয়া অর্থনৈতিক কর্মনীতির শুরু)। |
| ২৮শে মার্চ | —জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি: "যেসব গুবের্নিয়া রাষ্ট্রের পাওনা শোধ করেছে সেখানে কৃষি উৎপন্নের অবাধ বিনিময় ও ক্রয়বিক্রয়"। |

| | |
|---|---|
| ৭ই এপ্রিল | —জনকমিশার পরিষদের খরিদ্দার সমবায় বিষয়ক ডিক্রি। |
| ২১শে এপ্রিল | —শস্য, আলু ও তৈলবীজের ওপর ফসলী ট্যাক্স বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি প্রকাশ। |
| ২৯শে এপ্রিল | —অনাবৃষ্টির বিরুদ্ধে সংগ্রামে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২১শে মে | —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে শ্রমিক কৃষক মৈত্রী চুক্তি। |
| ১৬ই জুন | —জর্জীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রূপে আজারীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ২২শে জুন-১২ই জুলাই | —কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের তৃতীয় কংগ্রেস। |
| ৭ই জুলাই | —উৎপাদক সমবায় বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি। |
| ১৮ই জুলাই | —দুর্ভিক্ষপীড়িতদের সাহায্যের জন্য মিখাইল কালিনিনের সভাপতিত্বে একটি কেন্দ্রীয় কমিশন গঠনের জন্য সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত। |
| ১২ই অগস্ট | —বৃহৎ শিল্পাদির পুনরুদ্ধার ও উৎপাদনের উন্নয়ন ও বিকাশের জন্য বনিয়াদী ব্যবস্থা বিষয়ে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২২শে অগস্ট | —কমি (জিরিয়ানে) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত। |
| ২৬শে অগস্ট | —ডাইরেন (দালনি) সম্মেলন শুরু, দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র ও জাপানের অংশ গ্রহণ। |
| ১লা সেপ্টেম্বর | —কাবার্দিনীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। |
| ২৬শে সেপ্টেম্বর-২রা অক্টোবর | —ভল্‌গা দুর্ভিক্ষপীড়িতদের জন্য সাহায্য সপ্তাহ। |
| ৩০শে সেপ্টেম্বর | —আর্থিক ব্যাপারে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও আর্মেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী চুক্তি। |
| ১২ই অক্টোবর | —রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্ক স্থাপন ও রাষ্ট্রীয় ব্যাংক বিধি গ্রহণ বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত প্রচার। |
| ১৮ই অক্টোবর | —ক্রিমিয়া স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |

১৯২১'এর অক্টোবর-১৯২২'এর ফেব্রুয়ারি — কারেলিয়ায় ফিনিশ শ্বেতরক্ষী হস্তক্ষেপ।

২৩শে-২৮শে ডিসেম্বর — নবম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস।

১৯২১ — জার্মানি, নরওয়ে, অস্ট্রিয়া ও ইটালির সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তি নিষ্পন্ন।

**১৯২২**

৯ই জানুয়ারি — বুরিয়াৎ-মঙ্গোলীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত।

১২ই জানুয়ারি — কারাচাই-চের্কেসীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি।

১২ই ফেব্রুয়ারি — জাপানের হাত থেকে লাল ফৌজ ও পার্টিজান ইউনিটগুলির ভলচায়েভকা উদ্ধার।

২রা মার্চ — একই প্রকার ফসলী ট্যাক্স প্রবর্তনে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত।

১২ই মার্চ — ট্রান্সককেশীয় ফেডারেশন গঠিত।

২৭শে মার্চ-২রা এপ্রিল — রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) একাদশ কংগ্রেস।

১০ই এপ্রিল-১৯শে মে — গ্রেট বৃটেন, বেলজিয়ম, ইটালি, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে জেনোয়া সম্মেলন।

১৬ই এপ্রিল — রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও জার্মানির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের রাপাল্লো চুক্তি।

২৭শে এপ্রিল — ইয়াকুত স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন।

১লা মে — কাশিরা শক্তিকেন্দ্রের উদ্বোধন।

২২শে মে — মেহনতী চাষীগণ কর্তৃক জমি ব্যবহারের আইন সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির তৃতীয় অধিবেশনে গৃহীত।

১লা জুন — ঐরৎ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত (১৯৪৮ সালে ৭ই জানুয়ারি থেকে গর্নি-আলতাই স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল)।

৫ই জুন — রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে বাণিজ্য ও অর্থনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৫ই জুন-১৯শে জুলাই — বৃটেন, বেলজিয়ম, রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র, ইটালি, জাপান, ফ্রান্স ও অন্যান্য দেশের অংশগ্রহণে হেগ সম্মেলন।

২৭শে জুলাই — চের্কেস (আদিগেই) স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি।

৮ই সেপ্টেম্বর — একই প্রকার মুদ্রা সঞ্চালন বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি।

২৮শে সেপ্টেম্বর — "দুর্ভিক্ষের ফলাফল কাটিয়ে ওঠার জন্য কেন্দ্রীয় কমিশনের বিধি" সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে অনুমোদিত।

২৫শে অক্টোবর — লাল ফৌজ ও পার্টিজান ইউনিট কর্তৃক জাপানী হস্তক্ষেপকারীদের হাত থেকে ভ্লাদিভস্তক উদ্ধার।

৩১শে অক্টোবর — ১০ কোটি রুবল টাকা তোলার জন্য শতকরা ৬ ভাগ সুদে প্রথম রাষ্ট্রীয় প্রিমিয়ম বন্ড ছাড়ার বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের ডিক্রি।

১৫ই নভেম্বর — দূর প্রাচ্য প্রজাতন্ত্র ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে ঐক্যবদ্ধ করে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির ডিক্রি।

১৩ই ডিসেম্বর — ট্রান্সককেশীয় সমাজতান্ত্রিক ফেডারেটিভ সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি।
ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য প্রথম ট্রান্সককেশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের প্রস্তাব পাশ। ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য সপ্তম সারা উক্রেনীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের ঘোষণা।

১৮ই ডিসেম্বর — ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের জন্য চতুর্থ সারা বেলরুশীয় সোভিয়েত কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত।

২৩শে-২৭শে ডিসেম্বর — দশম সারা রুশ সোভিয়েত কংগ্রেস। ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠনের সিদ্ধান্ত।

৩০শে ডিসেম্বর — সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়নের প্রথম সোভিয়েত কংগ্রেস মস্কোয় অনুষ্ঠিত। সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ইউনিয়ন গঠিত।

## ১৯২৩

১৭ই-২৫শে এপ্রিল — রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) দ্বাদশ কংগ্রেস।

৮ই-১১ই মে — কার্জনের চরমপত্র; নতুন হস্তক্ষেপের হুমকি; সোভিয়েত সরকারের জবাব।

১০ই মে — ১৯২৩-১৯২৪ সালের জন্য একইরূপ কৃষি-ট্যাক্স প্রবর্তনে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত।

৩০শে মে — বুরিয়াৎ-মঙ্গোলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত।

| | |
|---|---|
| ৬ই জুলাই | —সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটিতে গৃহীত; সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদ গঠনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির দ্বিতীয় অধিবেশনে সিদ্ধান্ত গৃহীত। |
| ৭ই জুন | —খনিজ সম্পদ ও তার নিষ্কাশন বিষয়ে সারা রুশ কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ২৫শে জুলাই | —কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ১৯শে অগস্ট | —মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের কৃষি ও কুটির শিল্পের প্রথম প্রদর্শনীর উদ্বোধন। |

১৯২৪

| | |
|---|---|
| ২১শে জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জনকমিশার পরিষদের সভাপতি, কমিউনিস্ট পার্টির সংগঠক ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠাতা ভ্লাদিমির ইলিচ লেনিনের মৃত্যু। |
| ২৬শে জানুয়ারি-২রা ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ২৬শে জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে পেত্রগ্রাদের লেনিনগ্রাদ নামকরণের সিদ্ধান্ত। |
| ৩১শে জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের দ্বিতীয় সোভিয়েত কংগ্রেসে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম সংবিধান অনুমোদিত। |
| ২রা ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ৭ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইটালির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ২৫শে ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অস্ট্রিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ৮ই মার্চ | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রীসের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১০ই মার্চ | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও নরওয়ের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১৮ই মার্চ | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সুইডেনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১৯শে মার্চ | —৫ কোটি রুবলের জন্য প্রথম কৃষক প্রিমিয়ম বন্ড। |

| | |
|---|---|
| ২৩শে-৩১শে মে | —রুশ কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ত্রয়োদশ কংগ্রেস। |
| ৩১শে মে | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১৭ই জুন-৮ই জুলাই | —কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের পঞ্চম কংগ্রেস। |
| ১৮ই জুন | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ডেনমার্কের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| জুলাই | —উরালে ডিজেল শক্তিকেন্দ্র উদ্বোধন। |
| ৭ই জুলাই | —উত্তর-ওসেতীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। |
| ১১ই জুলাই | —মস্কোয় মার্ক্স-এঙ্গেল্স ইনস্টিটিউট সংগঠন। |
| ১২ই-১৮ই জুলাই | —কমসোমলের ষষ্ঠ কংগ্রেস; রুশ যুব কমিউনিস্ট লীগের নাম রুশ লেনিনবাদী যুব কমিউনিস্ট লীগ রূপে পরিবর্তিত। |
| ১২ই অক্টোবর | —উক্রেনীয় সোভিযেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রূপে মলদাভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি। |
| ১৪ই অক্টোবর | —উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত রূপে তাজিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিযেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের সৃষ্টি। |
| ২৭শে অক্টোবর | —তুর্কমেনীয় ও উজবেক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |
| ২৮শে অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত। |
| ১৯২৪ | —কাজান-স ভের্দলভস্ক রেলপথ সমাপ্ত। ইটালি (ফেব্রুয়ারি) ও সুইডেনের সঙ্গে (মার্চ) বাণিজ্য চুক্তি নিষ্পন্ন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে "আমতর্গ" যৌথ কোম্পানির প্রতিষ্ঠা (মে)। |
| ১৯২৪-১৯২৫ | —জাতিগত ভিত্তিতে মধ্য এশীয় দেশগুলির সীমানা নির্ধারণ। |

**১৯২৫**

| | |
|---|---|
| ২রা জানুয়ারি | —গর্নি বাদাখশান স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত। |
| ২০শে জানুয়ারি | —কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন ও উত্তর সাখালিন সোভিয়েত ইউনিয়নকে প্রত্যর্পণ করে জাপান-সোভিয়েত ইউনিয়নের চুক্তি। |
| ২১শে এপ্রিল | —চুভাশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ১১ই মে | —কারা-কল্পাক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল সৃষ্টি। |

| | |
|---|---|
| ১৩ই-২০শে মে | —সোভিয়েত ইউনিয়নের তৃতীয় সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ২৪শে মে | —"কমসোমলস্কায়া প্রাভদা" সংবাদপত্রটির প্রথম সংখ্যা প্রকাশ। |
| ১৪ই অগস্ট | —অর্থনৈতিক পুনর্বাসনার্থে সাড়ে চার বছরের মেয়াদে ৩০ কোটি রুবল রাষ্ট্রীয় আভ্যন্তরীণ ঋণ চালুর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ১২ই অক্টোবর | —সোভিয়েত-জার্মান বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষর। |
| ৬ই ডিসেম্বর | —শাতুরায় লেনিন বিদ্যুৎশক্তি কেন্দ্রের উদ্বোধন। |
| ১৭ই ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও তুরস্কের মধ্যে বন্ধুত্ব ও নিরপেক্ষতার চুক্তি। |
| ১৮ই-৩১শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) চতুর্দশ কংগ্রেস; দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের কর্মনীতি গৃহীত। |
| ১৯২৫ | —ইয়ারস্লাভল মোটর কারখানায় প্রথম সোভিয়েত মোটর-লরি নির্মাণ।<br>সলিকামস্কে পৃথিবীর বৃহত্তম পটাসিয়ম খনিতে কাজ সুরু। |

**১৯২৬**

| | |
|---|---|
| ১লা ফেব্রুয়ারি | —কির্ঘিজ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি। |
| ২৪শে এপ্রিল | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে নিরপেক্ষতা ও অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ১১ই জুন | —ব্যয় সংকোচ চালুর জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৩১শে অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আফগানিস্তানের মধ্যে নিরপেক্ষতা ও পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ২৮শে সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লিথুয়ানিয়ার মধ্যে নিরপেক্ষতা ও পারস্পরিক অনাক্রমণ চুক্তি। |
| সেপ্টেম্বর | —লেনিনগ্রাদের "ক্রাসনি ত্রেউগলনিক" কারখানায় শ্রমিকদের প্রথম "ঝটিতি বাহিনী" গঠিত। |
| ১৯২৬ | —ভলখভে লেনিন জলবিদ্যুৎ শক্তিকেন্দ্র চালু।<br>সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম যন্ত্রায়িত কাচ কারখানা—"দাগেস্তানী আলো"র উদ্বোধন। |

**১৯২৭**

| | |
|---|---|
| জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের বিমান ও রাসায়নিক প্রতিরক্ষা সমিতি ("অসআভিআখিম") স্থাপিত। |
| ১৯শে ফেব্রুয়ারি | —বিদ্যুতীকরণের অবস্থা ও আগামী পাঁচ বছরের সম্ভাবনা বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১৮ই-২৬শে এপ্রিল | —সোভিয়েত ইউনিয়নের চতুর্থ সোভিয়েত কংগ্রেস। জাতীয় অর্থনীতি উন্নয়নের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা বিশদীকরণের সিদ্ধান্ত। |
| মে | —লণ্ডনের "আর্কস" দপ্তরে বৃটিশ পুলিসের প্ররোচনামূলক হামলা; সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে গ্রেট বৃটেনের বাণিজ্য ও কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন। |
| ২৪শে অগস্ট | —দশ বছরের মেয়াদে ২০ কোটি রুবলের প্রথম শিল্প ঋণ চালু। |
| ১লা অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পারস্যের মধ্যে নিশ্চিতি ও নিরপেক্ষতার চুক্তি। |
| ১৫ই-২০শে অক্টোবর | —লেনিনগ্রাদে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির জয়ন্তী অধিবেশন। সাত ঘণ্টা কর্মদিনে ক্রমান্বয় উত্তরণের ঘোষণাপত্র গৃহীত। |
| ২১শে-২৩শে অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও কেন্দ্রীয় কণ্ট্রোল কমিশনের পূর্ণাঙ্গ যৌথ অধিবেশনে জাতীয় অর্থনৈতিক পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনার নির্দেশসূত্র গৃহীত। |
| ২রা-১৯শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) পঞ্চদশ কংগ্রেস; কৃষি যৌথীকরণের কর্মপন্থা গৃহীত। |
| ১৯২৭ | —জেমো-আভ্‌চালায় লেনিন জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র চালু।<br>"দে-এল" টাইপের প্রথম কয়লা কাটা যন্ত্রের উৎপাদন। |

**১৯২৮**

| | |
|---|---|
| ১৮ই মে-৫ই জুলাই | —শাখ্‌তি অন্তর্ঘাতী সংগঠনের বিচার। |
| ১লা অগস্ট | —বৃহৎ বৃহৎ রাষ্ট্রীয় শস্য খামার সংগঠনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৭ই সেপ্টেম্বর | —গ্রাম্য গরিবদের অর্থনৈতিক সাহায্যদানের জন্য জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |

| | |
|---|---|
| নভেম্বর | —উক্রেনের শেভ্‌চেঙ্কো রাষ্ট্রীয় খামারে সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্র স্থাপন। |
| ১৯২৮ | —রস্তভ প্রদেশের সাল্‌স্ক স্তেপে "গিগান্ত" রাষ্ট্রীয় শস্য খামার প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯২৯ | |
| ৯ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, রুমানিয়া, লাতভিয়া ও এস্তনিয়ার মধ্যে কেল্লোগ-ব্রিয়ান্দ চুক্তির পূর্বাভাস স্বরূপ মস্কো প্রটোকোল স্বাক্ষরিত। |
| ৫ই মার্চ | —সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংগঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সমস্ত উদ্যোগের প্রতি লেনিনগ্রাদের "ক্রাস্নি ভিবর্জেৎস" কারখানার শ্রমিকদের আবেদন "প্রাভদায়" প্রকাশিত। |
| ২৩শে-২৯শে এপ্রিল | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ষোড়শ সম্মেলন, প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা গ্রহণ। পাঁচশালা পরিকল্পনা পূরণের জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা গড়ে তুলতে সকল মেহনতীর কাছে আবেদন। |
| ৯ই মে | —কলকারখানায় সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতা সংগঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ২০শে-২৮শে মে | —সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চম সোভিয়েত কংগ্রেস। সরকার কর্তৃক গৃহীত জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদিত। |
| ৫ই জুন | —মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্র গঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২১শে জুন | —যৌথখামার ব্যবস্থা জোরদার করার বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৩রা জুলাই | —জাতীয় অর্থনীতির জন্য ইঞ্জিনিয়র শিক্ষিত করে তোলার ব্যবস্থা বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৭ই অক্টোবর | —খামারী উৎপন্নের চুক্তি প্রসঙ্গে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৫ই ডিসেম্বর | —তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। শিল্প পরিচালনার পুনর্গঠন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ৫ই-১০ই ডিসেম্বর | —ঝটিতি-শ্রমিকদের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। |
| ১৯২৯ | —পূর্বচীন রেলপথে সংঘর্ষ। |
| ১৯২৯-১৯৩২ | —প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা। |

১৯২৯-১৯৩১ — উরাল অঞ্চলে মাগ্‌নিতগর্স্ক শহর স্থাপন।

১৯২৯-১৯৩০ — পূর্ণ যৌথীকরণের ভিত্তিতে কুলাকদের ক্রিয়াকলাপ সংকুচিত করার নীতি থেকে শ্রেণী হিসাবে তাদের বিলোপের নীতিতে উৎক্রমণ।

১৯২৯-১৯৩৪ — কৃষিতে পূর্ণ যৌথীকরণের পর্ব।

১৯৩০

৫ই জানুয়ারি — যৌথীকরণের হার এবং যৌথখামার সংগঠনে রাষ্ট্রীয় সাহায্য ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।

১০ই জানুয়ারি — মর্দভীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত।

৩০শে জানুয়ারি — ঋণ সংস্করণ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত।

১লা ফেব্রুয়ারি — কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত: যেসব এলাকায় যৌথীকরণ সম্পূর্ণ হয়েছে সেখানে কৃষির সমাজতান্ত্রিক পুনর্গঠনকে এগিয়ে নেওয়া ও কুলাকদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের ব্যবস্থা।

১লা মার্চ — কৃষি সমবায়ের আদর্শ নিয়মাবলী বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত।

১৪ই মার্চ — যৌথখামার আন্দোলনে পার্টি নীতি বিকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রামে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।

৬ই এপ্রিল — কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি কর্তৃক লেনিন অর্ডার ও লাল তারকা অর্ডার প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত।

১লা মে — তুর্কিস্তান-সাইবেরীয় (তুর্কসিব) রেলপথ উন্মুক্ত।

১৫ই মে — "উরালমেত"এর কাজ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত (প্রাচ্যে দ্বিতীয় একটি কয়লা ও ধাতু ঘাঁটি স্থাপন প্রসঙ্গে নির্ধারিত কাজ)।

২৬শে জুন-১৩ই জুলাই — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) ষোড়শ কংগ্রেস — সারা ফ্রন্ট জুড়ে বর্ধিত সমাজতান্ত্রিক অভিযানের কংগ্রেস।

| | |
|---|---|
| ১৪ই অগস্ট | - সার্বজনীন বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষার জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২০শে অক্টোবর | - খাকাস্ স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। |
| ২৫শে নভেম্বর-৭ই ডিসেম্বর | - শিল্প পার্টির বিচার। |
| ১০ই ডিসেম্বর | - করিয়াক, চুকৎকা, তাইমির, এভেঙ্ক, অস্তিয়াক-ভগুল, ইয়ামালো-নেনেৎস, ভিতিমো-ওলেক্মা এবং ওখত্স্ক জাতীয় এলাকা গঠিত। |
| ১৯৩০ | - কোলা উপদ্বীপের খিবিনি পাহাড়ে আপাটাইট খনিতে কাজ আরম্ভ।<br>লেনিনগ্রাদ ধাতু কারখানা থেকে ২৪,০০০ কিলোওয়াট ও ৫০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন কনডেন্সার টার্বাইনের সিরিয়াল উৎপাদন শুরু। |

**১৯৩১**

| | |
|---|---|
| ১লা জানুয়ারি | — দন তীরের রস্তভে কৃষিযন্ত্র কারখানা উন্মুক্ত (রস্ত্সেলমাশ)। |
| ২১শে জানুয়ারি | — কারাগান্দা কয়লা-ক্ষেত্র বিকাশের পরিকল্পনা বিষয়ে শ্রম ও প্রতিরক্ষা পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৩০শে জানুয়ারি-৪ঠা ফেব্রুয়ারি | — সমাজতান্ত্রিক শিল্প কর্মকর্তাদের প্রথম সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। |
| ৮ই-১৭ই মার্চ | — সোভিয়েত ইউনিয়নের ষষ্ঠ সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ২৭শে এপ্রিল | — ইজরা কারখানায় প্রথম সোভিয়েত ব্লুমিং মিল তৈরি। |
| ১লা অক্টোবর | — মস্কোর পুনর্গঠিত "আমো" মোটর কারখানায় (বর্তমানের লিখাচভ অটোমোবিল কারখানা) উৎপাদন শুরু। খার্কভের ওর্জোনিকিজে কারখানায় প্রথম ট্র্যাক্টর উৎপাদন (নির্মাণ শুরু হয়েছিল ১৯৩০ সালে)। |
| নভেম্বর | — মস্কোয় মার্ক্স-এঙ্গেলস্-লেনিন ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা। |
| ১৯৩১ | — রাশিয়ায় বিদ্যুতীকরণের "গএলরো" পরিকল্পনার সমস্ত প্রধান প্রধান দিকের পরিপূরণ।<br>জাপানের মাঞ্চুরিয়া দখল — দূর প্রাচ্যে সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের নতুন আশঙ্কা। |

**১৯৩২**

| | |
|---|---|
| ১লা জানুয়ারি | - গোর্কি অটোমোবিল কারখানায় উৎপাদন শুরু (১৯৩০ সালে নির্মাণ শুরু হয়)। |

| | |
|---|---|
| ৫ই জানুয়ারি | —গুরু, লঘু ও কাষ্ঠ শিল্পে জনকমিশার দপ্তর স্থাপনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২১শে জানুয়ারি | — অনাক্রমণ এবং সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ নিরসন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিনল্যান্ডের চুক্তি। |
| ৩১শে জানুয়ারি | —মাগ্‌নিতগর্স্ক ধাতু কম্বাইনের প্রথম ব্লাস্ট ফার্নেস চালু (নির্মাণ শুরু হয় ১৯২৯ সালে)। |
| ৫ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লাতভিয়ার অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ২০শে মার্চ | —কারা-কলপাক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র সৃষ্টি। |
| ২৯শে মার্চ | —মস্কোয় প্রথম রাষ্ট্রীয় বলবেয়ারিং কারখানায় উৎপাদন শুরু। |
| ৩রা এপ্রিল | —কুজনেৎস্ক ধাতু কম্বাইনের প্রথম ব্লাস্ট ফার্নেস চালু। প্রথম ওপেনহার্থ ফার্নেস চালু হয় ১৮ই সেপ্টেম্বর (নির্মাণের শুরু ১৯৩০ সালে)। |
| ২৩শে এপ্রিল | — বেরেজ্‌নিকি রসায়ন কম্বাইনে উৎপাদন শুরু।<br>সাহিত্যিক ও কলা সংগঠনগুলি পুনর্গঠনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ৪ঠা মে | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও এস্তনিয়ার মধ্যে অনাক্রমণ ও সংঘর্ষের শান্তিপূর্ণ নিরসন চুক্তি। |
| ২৫শে জুলাই | —পোল্যান্ড ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ৭ই অগস্ট | —রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ, যৌথখামার ও সমবায়ের সম্পত্তি সংরক্ষণ এবং জন (সমাজতান্ত্রিক) সম্পত্তির সংহতিকরণ বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১০ই অক্টোবর | —দ্নেপ্রে লেনিন বিদ্যুৎকেন্দ্রের উদ্বোধন। |
| ২৯শে নভেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ১৯৩২ | — আমুর তীরের কমসোমলস্ক নগরের স্থাপন।<br>ইশিম্‌বায়েভো তৈল খনির উদ্ঘাটন, উত্তর উরালের তৈল খনিগুলিতে কাজ শুরু।<br>সোভিয়েত ইউনিয়নের লেখক সংঘ, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থপতি সংঘ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সুরকার সংঘ স্থাপিত। |

**১৯৩৩**

| | |
|---|---|
| ১৫ই ফেব্রুয়ারি | -যৌথখামারী ঝটিতি কর্মীদের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেসের উদ্বোধন। |

| | |
|---|---|
| ২০শে জন | —শ্বেতসাগর-বল্টিক ক্যানাল উন্মুক্ত। |
| ১৫ই জুলাই | —উরাল গুরু যন্ত্র কারখানায় (উরালমাশ) উৎপাদন শুরু (নির্মাণ শুরু ১৯২৮ সালে)। |
| ২৮শে জুলাই | —স্পেন ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত। |
| ২রা সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইটালির মধ্যে বন্ধুত্ব, অনাক্রমণ ও নিরপেক্ষতার চুক্তি। |
| ১৬ই নভেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত। |
| ১৯৩৩-১৯৩৪ | —বরফ ভাঙা জাহাজ "চেলিউস্কিন"এর উত্তর মেরু অভিযান। |
| ১৯৩৩-১৯৩৭ | —দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। |
| ১৯৩৪ | |
| ২৬শে জানুয়ারি-১০ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) সপ্তদশ কংগ্রেস। ১৯৩৩-১৯৩৭ সালের জন্য জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা অনুমোদিত। |
| ৪ঠা ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১৬ই এপ্রিল | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সম্মান, সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর খেতাব প্রবর্তনের জন্য কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ৭ই মে | —ইহুদী স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠিত। |
| ৯ই জুন | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানিয়া এবং সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ২৩শে জুলাই | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| অগস্ট | —সোভিয়েত লেখকদের প্রথম সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। সোভিয়েত সাহিত্যের কর্তব্য বিষয়ে গোর্কির রিপোর্ট। |
| ১৭ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আলবেনিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ১৮ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের "লীগ অফ নেশনস"এ প্রবেশ। |
| ১৭ই নভেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের দ্বিতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৩-৩৭) বিষয়ে কেন্দ্রীয় কার্যকরী কমিটি ও জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |

| | |
|---|---|
| ১লা ডিসেম্বর | —কমিউনিস্ট পার্টি ও সোভিয়েত রাষ্ট্রের অগ্রগণ্য নেতা সের্গেই কিরভ নিহত। |
| ৭ই ডিসেম্বর | —রুটি, ময়দা ও শস্যের রেশন কার্ড এবং শিল্প শস্য ক্রয়ার্থে খাদ্যশস্য দিয়ে মূল্যশোধ ব্যবস্থার অবসান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২০শে ডিসেম্বর | —মর্দভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ২৮শে ডিসেম্বর | —উদ্‌মূর্ত্ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ১৯৩৪ | —বার্নাউল সূতাকল টেক্সটাইল মিলে উৎপাদন শুরু। |

**১৯৩৫**

| | |
|---|---|
| ২৮শে জানুয়ারি-৬ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সপ্তম সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ১১ই-১৭ই ফেব্রুয়ারি | —যৌথখামারী ঝটিতি কর্মীদের দ্বিতীয় সারা ইউনিয়ন কংগ্রেস। কৃষি সমবায়ের আদর্শ নিয়মাবলী গৃহীত। |
| ২৩শে মার্চ | —পূর্বচীন রেলপথ বিক্রয় বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মাঞ্চুকুয়ো'র চুক্তি। |
| ২রা মে | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফ্রান্সের মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি। |
| ১৫ই মে | —মস্কোর ভূগর্ভস্থ রেলপথের (মেট্রো) প্রথম লাইনে গাড়ি চলাচল শুরু। |
| ১৬ই মে | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি। |
| ৭ই জুলাই | —যৌথখামারগুলির হাতে চিরকালের জন্য ভূমি ব্যবহারের রাষ্ট্রীয় অধিকার অর্পণ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১০ই জুলাই | —সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি কর্তৃক মস্কো পুনর্গঠনের সাধারণ পরিকল্পনা বিষয়ে সিদ্ধান্ত। |
| ১৩ই জুলাই | —মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্য চুক্তি নিষ্পন্ন। |
| ৩০শে-৩১শে অগস্ট | —"কেন্দ্রীয় ইর্মিনো" খনিতে ৬ ঘণ্টায় ১০২ টন অর্থাৎ চলতি কোটার ১৪ গুণ কয়লা কেটে দনেৎস খনি শ্রমিক আলেক্সেই স্তাখানভের বিশ্বরেকর্ড স্থাপন। স্তাখানভ আন্দোলনের শুরু। |

| | |
|---|---|
| ১৩ই সেপ্টেম্বর | —মস্কোর ওর্জনিকিজে ইঞ্জিনিয়রিং কারখানায় মিলিং মেশিনের কর্মী গুদভ কর্তৃক শ্রমোৎপাদিকার রেকর্ড উন্নতি, নির্দিষ্ট কোটার শতকরা ৮২০ ভাগ। |
| ২১শে সেপ্টেম্বর | —স্বকীয় নতুনত্বের উদ্ভাবনের ফলে "স্করখদ" জুতা কারখানার মজুর স্মেতানিন কর্তৃক এক এক শিফ্‌টে ১,৪০০ জোড়া জুতার সোল লাগানোর রেকর্ড স্থাপন। |
| ২৫শে সেপ্টেম্বর | —রুটির মূল্যহ্রাস এবং মাছ, মাংস, চিনি, চর্বি ও আলুর রেশন কার্ড অবসানের জন্য জনকমিশার পরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ১৪ই-১৭ই নভেম্বর | —স্তাখানভপন্থীদের প্রথম সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। |
| ২৫শে নভেম্বর | —"সম্মান" পদকের প্রবর্তন। |
| ২১শে-২৫শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্তাখানভপন্থী আন্দোলন প্রসঙ্গে শিল্প ও পরিবহণের কাজের আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। |
| ১৯৩৫ | —নিজনি তাগিলের উরাল রেলবগি কারখানায় উৎপাদন শুরু। যৌথখামারী মারিয়া দেমচেঙ্কো, মারিনা গ্নাতেঙ্কো, আন্না কশেভায়া প্রভৃতিদের প্রতি হেক্টরে ৫০০ সেন্টনার করে চিনি-বীটের ফসল তোলা এবং "পঞ্চশত" আন্দোলনের সূত্রপাত। হার্ভেস্টার কম্বাইনের আরো ফলপ্রদ ব্যবহারের জন্য কুবান অঞ্চলে বরিনের আন্দোলন শুরু। |

**১৯৩৬**

| | |
|---|---|
| ২৯শে জানুয়ারি | -কামা কাগজ কলে উৎপাদন শুরু। |
| ১৫ই মে | -মস্কোয় কেন্দ্রীয় লেনিন মিউজিয়ম উদ্ঘাটিত। |
| ২৫শে নভেম্বর-৫ই ডিসেম্বর | -জরুরী অষ্টম সারা ইউনিয়ন সোভিয়েত কংগ্রেস। |
| ৫ই ডিসেম্বর | -সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন সংবিধান গ্রহণ। ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্ররূপে কাজাখ ও কির্গিজ স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির পুনর্গঠন; কোমি, মারি, উত্তর-ওসেতীয়, কাবার্দিনো-বলকার ও চেচেনো-ইঙ্গুশ স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠিত। |

**১৯৩৭**

| | |
|---|---|
| ২৮শে এপ্রিল | -জাতীয় অর্থনীতির তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৩৮-১৯৪২) বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |

| | |
|---|---|
| ১৮ই-২০শে জুন | — সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর চ্কালভ, বাইদুকভ ও বেলিয়াকভের মস্কো থেকে উত্তর মেরু হয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পোর্টল্যান্ড পর্যন্ত আকাশ পথে অবিরাম যাত্রা। |
| ১২ই-১৪ই জুলাই | — সোভিয়েত ইউনিয়নের বীর গ্রমভ, ইউমাশেভ ও দানিলিনের মস্কো থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সান জাসিন্তো পর্যন্ত অবিরাম বিমান যাত্রা। |
| ১৫ই জুলাই | — মস্কো-ভলগা ক্যানাল উন্মুক্ত। |
| ২১শে অগস্ট | — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন প্রজাতন্ত্রের অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ১লা নভেম্বর | — শিল্প ও পরিবহণে স্বল্প বেতনের শ্রমিক ও কর্মচারীদের বেতন বৃদ্ধি বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১২ই ডিসেম্বর | — নতুন সংবিধান অনুসারে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম নির্বাচন। |
| ১৯৩৭-১৯৩৮ | — উত্তর মেরু অঞ্চলে মেরু মহাসাগরে ভাসমান তুষারের ওপর প্রথম সোভিয়েত ভাসমান বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র (পাপানিন, শির্শভ, ফিওদরভ ও ক্রেঙ্কেল)। |

**১৯৩৮**

| | |
|---|---|
| ১২ই জানুয়ারি | — প্রথমবার নির্বাচিত সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনের উদ্বোধন। |
| ২৯শে জুলাই-১১ই অগস্ট | — হাসান হ্রদের নিকটে সোভিয়েত ভূখণ্ডে অভিযানকারী জাপানী সৈন্যেরা লাল ফৌজের কাছে পর্যুদস্ত। |
| ১৭ই অক্টোবর | — "শৌর্য" পদক ও "শ্রেষ্ঠ সামরিক সেবা"র পদক প্রবর্তিত। |
| ১৭ই ডিসেম্বর | — "সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীর" খেতাব প্রবর্তনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সিদ্ধান্ত। |
| ১৯৩৮-১৯৪২ | — তৃতীয় পাঁচসালা পরিকল্পনা। |
| ১৯৩৮ | — মস্কো ভূগর্ভস্থ রেলপথের দ্বিতীয় লাইনে গাড়ি চলাচল শুরু। |

**১৯৩৯**

| | |
|---|---|
| ১০ই-২১শে মার্চ | — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) অষ্টাদশ কংগ্রেস। |
| ২৯শে এপ্রিল | — কক্কিনাকি ও গর্দিয়েঙ্কোর মস্কো — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অবিরাম বিমান যাত্রা। |

| | |
|---|---|
| ১১ই মে-৩১শে অগস্ট | —মঙ্গোলীয় জনপ্রজাতন্ত্রের খালখিন গল নদী এলাকায় জাপানের প্ররোচনামূলক আক্রমণ। সোভিয়েত ও মঙ্গোলীয় সৈন্যদল কর্তৃক জাপানী ফৌজ বিতাড়িত। |
| ২১শে-২৪শে, ২৭শে মে | —অপচয়ের হাত থেকে যৌথখামারী ভূমি রক্ষার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের খসড়া সিদ্ধান্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে অনুমোদিত। |
| ১লা অগস্ট | —মস্কোয় সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন। |
| ১লা অগস্ট-১৫ই সেপ্টেম্বর | —ফের্গানা ক্যানাল নির্মাণ। |
| ২৩শে অগস্ট | —সোভিয়েত-জার্মান অনাক্রমণ চুক্তি। |
| ১লা সেপ্টেম্বর | —সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জরুরী চতুর্থ অধিবেশনে বাধ্যতামূলক সৈন্যভুক্তি আইন গৃহীত।<br>দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু। জার্মানির পোল্যান্ড আক্রমণ। |
| ১৭ই সেপ্টেম্বর | —লাল ফৌজ কর্তৃক পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়ার অধিবাসীদের জীবন ও সম্পত্তির হেফাজত গ্রহণ। |
| ১৬ই অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের বীরদের "স্বর্ণ তারকা" পদক প্রদানের প্রচলন। |
| ১লা-২রা নভেম্বর | —উক্রেনীয় ও বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অংশ হিসাবে পশ্চিম উক্রেন ও পশ্চিম বেলরুশিয়া সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত। |
| ১৯৩৯'এর ৩০শে নভেম্বর-১৯৪০'এর ১২ই মার্চ | —সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড যুদ্ধ। |

**১৯৪০**

| | |
|---|---|
| ১২ই মার্চ | —সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত। |
| ৩১শে মার্চ | —কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্ররূপে কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের পুনর্গঠন। |
| ৭ই মে | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক উচ্চতম সামরিক র‍্যাঙ্ক প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত। |
| ২২শে মে | —সমাজতান্ত্রিক শ্রমবীরদের জন্য "কাস্তে-হাতুড়ি" স্বর্ণ পদক প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত। |

| | |
|---|---|
| ১৭ই জন | —লিথ্যানিযায ফাসিস্ট একনায়কত্বের পতন ও জন সরকার স্থাপিত। |
| ২০শে জন | —লার্তভিযায ফাসিস্ট একনাযকত্বেব পতন ও জন সবকার স্থাপিত। |
| ২১শে জন | —এস্তনিযায ফাসিস্ট একনাযকত্বেব পতন ও জন সরকার স্থাপিত। |
| ২৮শে জন | -ব্মানিযা কর্তৃক বেসাবাবিযা ও উত্তব ব্কভিনা সোভিযেত ইউনিযনেব নিকট প্রত্যর্পণ। |
| ২১শে জলাই | -লার্তভিযা, লিথ্যানিযা ও এস্তনিযায সোভিযেত শাসনেব পুনঃপ্রতিষ্ঠা। লাতভীয, লিথ্যানীয় ও এস্তনীয সোভিযেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র গঠন। |
| ২বা অগস্ট | মলদাভীয সোভিযেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র স্থাপিত। |
| ৩বা ৬ই অগস্ট | -লাতভীয, লিথ্যানীয ও এস্তনীয সোভিযেত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রেব সোভিযেত ইউনিযনে যোগদান। |
| ২বা অক্টোবব | -বাষ্ট্রীয শ্রম মজুদ বাহিনী গঠনে সোভিযেত ইউনিযনের সর্বোচ্চ সোভিযেতেব সভাপতিমন্ডলীব ডিক্রি। |

**১৯৪১**

| | |
|---|---|
| ১৫ই ২০শে ফেব্রুযাবি | -সোভিযেত ইউনিযনেব কমিউনিস্ট পার্টিব (বলশেভিক) অষ্টাদশ সম্মেলন। |
| ৫ই এপ্রিল | সোভিযেত যুগোস্লাভ বন্ধুত্ব ও অনাক্রমণ চুক্তি নিষ্পন্ন। |
| ১৩ই এপ্রিল | -সোভিযেত জাপান নিবপেক্ষতা চুক্তি। |
| ২২শে জন | -সোভিযেত ইউনিযনেব ওপর ফাসিস্ট জার্মানিব বিশ্বাসঘাতক আক্রমণ। ফাসিস্ট জার্মান অভিযানকাবীদেব বিরুদ্ধে সোভিযেত জনগণেব মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধ শুরু। |
| ২৬শে জন | -বিমান বাহিনীব ক্যাপ্টেন নিকলাই গাস্তেল্লোব বীবোচিত কীর্তি ও মৃত্যুববণ। |
| ৩০শে জন | -বাষ্ট্রীয প্রতিবক্ষা কমিটি গঠন। |
| ১২ই জুলাই | -ফাসিস্ট জার্মানিব বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিযেত ইউনিযন ও গ্রেট ব্রিটেনের মিলিত সংগ্রামের চুক্তি। |
| ১০ই অগস্ট-১৬ই অক্টোবব | -ওদেসাব বীবোচিত আত্মরক্ষা। পাবস্পরিক মালপ্রদান, ঋণ ও পবিশোধ বিষযে সোভিযেত ইউনিযন ও গ্রেট ব্রিটেনের চুক্তি। |

| | |
|---|---|
| ২৫শে অগস্ট | —১৯২১ সালের সোভিয়েত-পারস্য চুক্তির ষষ্ঠ ধারা বলে সোভিয়েত সৈন্যের ইরান প্রবেশ বিষয়ে ইরান সরকারের নিকট সোভিয়েত নোট। |
| ২৯শে সেপ্টেম্বর-১লা অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের মস্কো সম্মেলন। |
| ১৯৪১'এর অক্টোবর-১৯৪২'এর | —মস্কোর লড়াই। |
| ১৯শে অক্টোবর | —২০শে অক্টোবর থেকে মস্কোর অবরোধাবস্থা ঘোষিত। |
| ১৯৪১'এর ৩০শে অক্টোবর-১৯৪২'এর ৩রা জুলাই | --সেভাস্তপলের বীরোচিত আত্মরক্ষা। |
| ১৬ই নভেম্বর | —পানফিলভ বাহিনীর বীরগণ কর্তৃক মস্কোর বহির্ভাগে জার্মান অভিযানের গতিরোধ। |
| ২৫শে নভেম্বর | —সোভিয়েত যুদ্ধবন্দীদের ওপর জার্মান কর্তৃপক্ষের পৈশাচিক নির্যাতন বিষয়ে কূটনৈতিক সম্পর্কাধীন সমস্ত দেশের রাষ্ট্রদূতের নিকট সোভিয়েত সরকারের নোট। |
| ২৯শে নভেম্বর | —যুব কমিউনিস্ট লীগের সদস্য পার্টিজান বালিকা জোয়া কস্‌মদেমিয়ান্‌স্কায়ার বীরোচিত কীর্তি ও মৃত্যুবরণ। |
| ৬ই ডিসেম্বর | —পশ্চিম, কালিনিন ও দক্ষিণ-পশ্চিম ফ্রন্টে সোভিয়েত সৈন্যের আক্রমণ। মস্কোয় জার্মান সৈন্য পর্যুদস্ত। |

**১৯৪২**

| | |
|---|---|
| ১লা জানুয়ারি | —ত্রয়ী শক্তির (জার্মানি-ইটালি-জাপান) বিরুদ্ধে ২৬টি দেশের মিলিত সংগ্রামের ঘোষণা ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত। |
| ১লা মে | —ফ্রন্টে যথাসাধ্য সর্বোচ্চ সাহায্য প্রেরণের জন্য শিল্প শ্রমিকদের সারা ইউনিয়ন সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার উদ্বোধন। |
| ২০শে মে | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক দেশপ্রেমিক যুদ্ধের প্রথম শ্রেণী ও দ্বিতীয় শ্রেণীর অর্ডার প্রবর্তিত। |
| ২৬শে মে | —ফাসিস্ট জার্মানি ও তার ইউরোপীয় জোটের বিরুদ্ধে যুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও গ্রেট বৃটেনের সম্মিলিত সংগ্রাম ও যুদ্ধের পর সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি লণ্ডনে স্বাক্ষরিত। |

| | |
|---|---|
| ১১ই জুন | — আক্রমণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনায় পারস্পরিক সহায়তার নীতিতে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চুক্তি ওয়াশিংটনে স্বাক্ষরিত। |
| ১৯৪২'এর ১৭ই জুলাই-১৯৪৩'এর ২রা ফেব্রুয়ারি | — স্তালিনগ্রাদের যুদ্ধ। |
| ২৯শে জুলাই | — প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর সুভরভ অর্ডার, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর কুতুজভ অর্ডার এবং আলেক্সান্দর নেভস্কি অর্ডার প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| সেপ্টেম্বর | — জার্মান অধিকৃত ক্রাস্নদনে "তরুণ রক্ষী" নামে পরিচিত গুপ্ত কমসোমল সংগঠনের গঠন। |
| ২রা নভেম্বর | — ফাসিস্ট জার্মান অভিযানকারী ও তাদের সঙ্গীদের পৈশাচিক কীর্তিকলাপ অনুসন্ধান ও নির্ণয়ের জন্য জরুরী রাষ্ট্রীয় কমিশন গঠন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১৯শে-২০শে নভেম্বর | — স্তালিনগ্রাদের নিকটে সোভিয়েত সৈন্যের পাল্টা আক্রমণ। |
| ২২শে ডিসেম্বর | — "লেনিনগ্রাদ প্রতিরক্ষা", "ওদেসা প্রতিরক্ষা", "স্তালিনগ্রাদ প্রতিরক্ষা" ও "সেভাস্তপল প্রতিরক্ষা" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১৯৪২-১৯৪৩ | — ব্রিয়ান্স্কের জঙ্গল থেকে দ্নেপরের অপর পারে কভ্পাক পরিচালিত সম্মিলিত পার্টিজান বাহিনীর হামলা। |
| **১৯৪৩** | |
| ১২ই-১৮ই জানুয়ারি | — লেনিনগ্রাদ ও ভল্খভ ফ্রন্টের সোভিয়েত সৈন্যগণ কর্তৃক লেনিনগ্রাদ অবরোধ লাইনের ভেদ। |
| ২রা ফেব্রুয়ার | — "দেশপ্রেমিক যুদ্ধের পার্টিজান" নামক প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর পদক প্রবর্তিত। |
| ২৩শে ফেব্রুয়ারি | — গার্ডস্ প্রাইভেট, কমসোমল সদস্য আলেক্সান্দর মাত্রসভের বীরোচিত আত্মদান। |
| ৪ঠা এপ্রিল | — সোভিয়েত ফৌজ ও নৌবহরের অস্ত্রসজ্জায় সোভিয়েত জনগণের ৭০০ কোটি রুবল দান; এই দেশপ্রেমিক আন্দোলনের ফলাফল বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদের কমিউনিকে। |
| ৫ই জুলাই-২৩শে অগস্ট | — কুর্স্কের লড়াই। |

| | |
|---|---|
| ৫ই অগস্ট | —ফাসিস্ট জার্মান আক্রমণকারীদের হাত থেকে ওরিওল ও বেলগরদ মুক্ত। মস্কোয় প্রথম অভিনন্দন তোপ। |
| ২২শে অগস্ট | —জার্মান অধিকার থেকে মুক্ত অঞ্চলের অর্থনীতি পুনর্বাসনের জরুরী ব্যবস্থা সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ। |
| ১৯৪৩'এর গ্রীষ্ম | —কভ্‌পাকের সেনাপত্যে পার্টিজান বাহিনীগুলির কার্পেথীয় অভিযান। |
| ৩রা সেপ্টেম্বর | —বিনাসর্তে আত্মসমর্পণপত্রে ফাসিস্ট ইটালির স্বাক্ষর, ৮ই সেপ্টেম্বর প্রকাশিত। |
| ৮ই সেপ্টেম্বর | —জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীদের কবল থেকে দনেৎস কয়লা এলাকার মুক্তি সম্পূর্ণ। |
| ১০ই অক্টোবর | —প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর বগদান খ্‌মেল্‌নিৎস্কি অর্ডার প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১৯শে-৩০শে অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র সচিবদের মস্কো সম্মেলন। |
| ৬ই নভেম্বর | —সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক উক্রেনের রাজধানী কিয়েভ মুক্ত। |
| ৮ই নভেম্বর | —বিজয় অর্ডার ও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর গৌরব অর্ডার প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ২৮শে নভেম্বর-১লা ডিসেম্বর | — য়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন এই তিন মিত্রশক্তির রাষ্ট্রপ্রধানদের তেহেরান সম্মেলন। |
| ১২ই ডিসেম্বর | —বন্ধুত্ব, পরস্পর সাহায্য ও যুদ্ধোত্তর সহযোগিতা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার চুক্তি। |

**১৯৪৪**

| | |
|---|---|
| ১৪ই জানুয়ারি-২৯শে ফেব্রুয়ারি | —লেনিনগ্রাদ ও নভ্‌গরদ জার্মান ফাসিস্ট বাহিনীর পরাজয়। লেনিনগ্রাদ প্রদেশের মুক্তি। |
| ২৭শে জানুয়ারি | —লেনিনগ্রাদের অবরোধ উত্তোলন। |
| জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ফৌজের কর্সুন-শেভ্‌চেঙ্কভ্‌স্কি লড়াই। বৃহৎ জার্মান সেনাদল পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস। |

| | |
|---|---|
| ৩রা মার্চ | —প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর উশাকভ অর্ডার, প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর নাখিমভ অর্ডার এবং উশাকভ ও নাখিমভ পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ২৬শে মার্চ | —২য় উক্রেনীয় ফ্রন্টের সোভিয়েত সৈন্যদল প্রুত নদীতীরস্থ সোভিয়েত ইউনিয়নের রাষ্ট্রীয় সীমান্তে উপস্থিত। |
| ৮ই এপ্রিল | —১ম উক্রেনীয় ফ্রন্টের সোভিয়েত সৈন্যরা সোভিয়েত-রুমানীয় ও সোভিয়েত-চেকোস্লোভাকীয় সীমান্তে উপনীত। সোভিয়েত ভূখণ্ড ছাড়িয়ে লড়াই। |
| ১০ই এপ্রিল | —ফাসিস্ট জার্মান দখল থেকে ওদেসার মুক্তি। |
| এপ্রিল-মে | —ফাসিস্ট জার্মান দখল থেকে সোভিয়েত ফৌজের ক্রিমিয়া উদ্ধার। |
| ১লা মে | —"মস্কো প্রতিরক্ষা" ও "ককেশাস প্রতিরক্ষা" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ৯ই মে | —ফাসিস্ট জার্মান দখল থেকে সেভাস্তপলের মুক্তি। |
| ৬ই জুন | —ফ্রান্সের নর্মাণ্ডি উপকূলে ইঙ্গ-মার্কিন সৈন্যের অবতরণ; ইউরোপে দ্বিতীয় ফ্রন্টের শুরু। |
| ২৩শে জুন-২৮শে জুলাই | —সোভিয়েত ফৌজের বেলরুশীয় লড়াই; জার্মান ফাসিস্ট দখল থেকে বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মুক্তি। |
| জুন | —কারেলীয় যোজকে ফিনিশ ফৌজের পরাজয়; কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মুক্তি। |
| ৩রা জুলাই | —জার্মান ফাসিস্ট দখলদারদের হাত থেকে বেলরুশীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী মিন্স্কের মুক্তি। |
| ৮ই জুলাই | —"বীর জননী খেতাব"; "বীর জননী" ও প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর "মাতৃ গৌরব" অর্ডার এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর "মাতৃ পদক" প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১৩ই জুলাই | —জার্মান ফাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে লিথুয়ানীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী ভিল্নিউস উদ্ধার। |
| ২২শে জুলাই | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সিরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |

| | |
|---|---|
| ৩রা অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও লেবাননের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন। |
| ২০শে অগস্ট-৪ঠা সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ফৌজের ইয়াস্‌সি-কিশিনেভ লড়াই; বৃহৎ জার্মান সেনাদল পরিবেষ্টিত ও ধ্বংস। |
| ২৪শে-২৫শে অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে ফাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে রুমানিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা। |
| ৩১শে অগস্ট | —রুমানিয়ার রাজধানী বুখারেস্টে সোভিয়েত ফৌজের প্রবেশ। |
| ৪ঠা সেপ্টেম্বর | —ফিনল্যান্ড কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাহার। |
| ৭ই-৮ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধ প্রত্যাহার করে ফাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে বুলগেরিয়ার যুদ্ধ ঘোষণা। |
| সেপ্টেম্বর-অক্টোবর | —ফাসিস্ট জার্মান দখলদারদের কবল থেকে বল্টিক প্রজাতন্ত্রগুলির বৃহদঞ্চল সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক মুক্ত। |
| ১৬ই সেপ্টেম্বর | —বুলগেরিয়ার রাজধানী সফিয়ায় সোভিয়েত সৈন্যের প্রবেশ। |
| ১১ই ঐ | —তুভা জনপ্রজাতন্ত্রের সোভিয়েত ইউনিয়নে যোগদান। রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত তুভা স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চল গঠন। |
| ১৩ই অক্টোবর | —ফাসিস্ট জার্মান দখলদারদের হাত থেকে লাতভীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের রাজধানী রিগার মুক্তি। |
| ২০শে অক্টোবর | —ফাসিস্ট জার্মান দখলদারদের কবল থেকে সোভিয়েত ফৌজ ও যুগোস্লাভ জনমুক্তি ফৌজ কর্তৃক একত্রে যুগোস্লাভিয়ার রাজধানী বেলগ্রেড উদ্ধার। |
| ২৫শে অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইটালির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। |
| | —জার্মান ফাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে সোভিয়েত ফৌজের পেচেঙ্গা প্রদেশ (পেৎসামো) ও উত্তর নরওয়ে উদ্ধার। |
| ১০ই ডিসেম্বর | —মস্কোয় সোভিয়েত-ফরাসী মৈত্রী ও পারস্পরিক সাহায্য চুক্তি সম্পাদিত। |
| ১৯৪৪ | —পোল্যান্ড, পশ্চিম বেলরুশিয়া ও পশ্চিম উক্রেনে ১ম উক্রেনীয় কভ্‌পাক পার্টিজান বাহিনীর হামলা। |

**১৯৪৫**

| | |
|---|---|
| ১৭ই জানুয়ারি | —পোলীয় ফৌজের সঙ্গে একত্রে সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক জার্মান ফাসিস্ট দখলদারদের কবল থেকে পোল্যান্ডের রাজধানী ওয়ারশ মুক্ত। |
| ২৬শে জানুয়ারি | —লেনিনগ্রাদ নগরীকে লেনিন অর্ডার প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ৪ঠা-২২শে ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গ্রেট বৃটেন — এই তিন মিত্র রাষ্ট্রপ্রধানের ক্রিমীয় (ইয়াল্‌তা) সম্মেলন। |
| ১৩ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ফৌজের হস্তে জার্মান ফাসিস্ট ফৌজের বুদাপেস্ত বাহিনী বিধ্বস্ত এবং জার্মান ফাসিস্ট দখল থেকে হাঙ্গেরির রাজধানী বুদাপেস্তের পূর্ণ মুক্তি। |
| ৪ঠা এপ্রিল | —স্লোভাকিয়ার প্রধান শহর ব্রাতিস্লাভা সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক মুক্ত। |
| ৯ই এপ্রিল | —কনিগ্‌স্‌বার্গ (বর্তমান কালিনিনগ্রাদ) শহর ও দুর্গ সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক দখল। |
| ১১ই এপ্রিল | —মস্কোয় সোভিয়েত-যুগোস্লাভ বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সহায়তা ও যুদ্ধোত্তর সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর। |
| ১৩ই এপ্রিল | —সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা মুক্ত। |
| ২১শে এপ্রিল | —মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোল্যান্ডের বন্ধুত্ব, পারস্পরিক সাহায্য ও যুদ্ধোত্তর সহযোগিতার চুক্তি স্বাক্ষর। |
| ২৫শে এপ্রিল | —সানফ্রানসিস্কোতে সম্মিলিত জাতি সম্মেলন শুরু। |
| ২রা মে | —সোভিয়েত ফৌজ কর্তৃক জার্মানির রাজধানী বার্লিন অধিকার। |
| ৮ই মে | —কার্লস্‌হর্স্টে জার্মান সর্বোচ্চ কম্যান্ডের প্রতিনিধিগণ কর্তৃক জার্মান সৈন্যবাহিনীর বিনাসর্ত আত্মসমর্পণপত্রে স্বাক্ষর। |
| ৯ই মে | —জাতীয় উৎসব — ফাসিস্ট জার্মানির বিরুদ্ধে বিজয় দিবস। |
| ৯ই মে | —জার্মান ফাসিস্ট অভিযানকারীদের হাত থেকে সোভিয়েত সৈন্যের চেকোস্লোভাক রাজধানী প্রাগ উদ্ধার। |
| ৯ই মে | "১৯৪১-৪৫ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে জার্মানদের উপর বিজয়" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ৫ই জুন | —জার্মানির পরাজয় এবং চার মিত্রশক্তি (সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ফ্রান্স) কর্তৃক সর্বোচ্চ ক্ষমতা গ্রহণের ঘোষণাপত্র বার্লিনে স্বাক্ষরিত। |

৬ই জুন — "১৯৪১-৪৫ মহান দেশপ্রেমিক যুদ্ধে বীরোচিত শ্রম" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২৪শে জুন — মস্কোর রেড স্কোয়ারে বিজয়ী কুচকাওয়াজ।

২৯শে জুন — ট্রান্সকার্পেথীয় উক্রেনের উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে যোগদান বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাকিয়ার মধ্যে চুক্তি।

১৭ই জুলাই-২রা অগস্ট — মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, গ্রেট বৃটেন ও সোভিয়েত ইউনিয়ন — এই তিন মিত্র রাষ্ট্রপ্রধানের বার্লিন (পট্‌স্‌ড্যাম) সম্মেলন।

৬ই অগস্ট — সোভিয়েত ইউনিয়নের সঙ্গে রুমানিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত।

৯ই অগস্ট-২রা সেপ্টেম্বর — সাম্রাজ্যবাদী জাপানের বিরুদ্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের যুদ্ধ।

১৪ই অগস্ট — মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীনের মধ্যে বন্ধুত্ব মৈত্রী চুক্তি স্বাক্ষরিত।

১৪ই-১৬ই অগস্ট — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্কের পুনঃপ্রতিষ্ঠা।

১৬ই অগস্ট — সোভিয়েত-পোলীয় রাষ্ট্র সীমান্ত বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও পোলীয় প্রজাতন্ত্রের মস্কো চুক্তি।

২রা সেপ্টেম্বর — টোকিওতে জাপানী সৈন্যবাহিনীর বিনাসর্ত আত্মসমর্পণে জাপানী প্রতিনিধিদের স্বাক্ষর।

১৩ই সেপ্টেম্বর — জার্মান ফাসিস্ট অভিযানকারীদের হাতে সোভিয়েত ইউনিয়নের বৈষয়িক ক্ষতির পরিমাণ বিষয়ে জরুরী রাষ্ট্রীয় কমিশনের রিপোর্ট।

২৫শে সেপ্টেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরির মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনঃস্থাপিত।

৩০শে সেপ্টেম্বর — "জাপান জয়" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২৪শে অক্টোবর — জাতি সঙ্ঘের সনদ বলবৎ।

১০ই নভেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও আলবেনিয়ার মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপন।

১৯৪৫'এর ২০শে নভেম্বর-১৯৪৬'এর ১লা অক্টোবর — নুরেমবার্গে প্রধান জার্মান যুদ্ধাপরাধীদের বিচার।

| | |
|---|---|
| ১৯৪৫'এর নভেম্বর | -জার্মান ফাসিস্ট আক্রমণকারীগণ কর্তৃক বিধ্বস্ত সোভিয়েত ইউনিয়নের ১৫টি প্রাচীন শহরের পুনর্নির্মাণ বিষয়ে জনকমিশার পরিষদের সিদ্ধান্ত। |

**১৯৪৬**

| | |
|---|---|
| ১৮ই জানুয়ারি | -জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের প্রথম অধিবেশন লন্ডনে শুরু। |
| ২৭শে ফেব্রুয়ারি | -মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মঙ্গোলীয় জন প্রজাতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও পারস্পরিক সহায়তা এবং সাংস্কৃতিক ও অর্থনৈতিক সহযোগিতার বোঝাপড়া চুক্তিতে স্বাক্ষর। |
| ১৫ই মার্চ | সোভিয়েত ইউনিয়নের জনকমিশার পরিষদকে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ এবং ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির জনকমিশার পরিষদকে ইউনিয়ন ও স্বায়ত্তশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলির মন্ত্রিপরিষদ রূপে পুনর্গঠনের আইন পাশ। |
| ১৮ই মার্চ | -১৯৪৬-১৯৫০ সালের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতির পুনর্বাসন ও বিকাশের পাঁচসালা পরিকল্পনা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে আইন পাশ। |
| ১২ই এপ্রিল | -সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রের প্রথম বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত। |
| ২৯শে জুলাই-১৫ই অক্টোবর | -প্যারিস শান্তি সম্মেলন। |
| ১৯শে সেপ্টেম্বর | -যৌথখামারগুলিতে কৃষি সমবায়ের নিয়মাবলী লঙ্ঘন নিরোধের ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ১৯৪৬-১৯৫০ | -চতুর্থ পাঁচসালা পরিকল্পনা। |

**১৯৪৭**

| | |
|---|---|
| ২৮শে ফেব্রুয়ারি | -কৃষিতে যুদ্ধোত্তর প্রগতি নিশ্চিত করার ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্ত। |
| ৩রা মার্চ | -লেনিন দ্নেপর শক্তিকেন্দ্রের পুনর্গঠন (প্রথম টার্বাইনের কাজ শুরু)। |
| ১০ই মার্চ-২৪শে এপ্রিল | -পররাষ্ট্র মন্ত্রিপরিষদের মস্কো অধিবেশন। |
| ১৬ই অগস্ট | -সারাতভ-মস্কো গ্যাস পাইপ লাইন সম্পূর্ণ। |

২৯শে অগস্ট — ১০ই ফেব্রুয়ারি প্যারিসে সম্পাদিত ইটালি, রুমানিয়া, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া ও ফিনল্যাণ্ডের সঙ্গে শান্তিচুক্তি সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে অনুমোদিত।

৬ই সেপ্টেম্বর — মস্কোর অষ্ট শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক মস্কোকে লেনিন অর্ডার প্রদানের ডিক্রি।

৭ই সেপ্টেম্বর — মস্কোর অষ্ট শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত।

১৪ই ডিসেম্বর — মুদ্রা সংস্কার এবং খাদ্য ও শিল্পদ্রব্যের রেশনকার্ড প্রত্যাহার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির (বলশেভিক) কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।

১৯৪৭ — সোভিয়েত ইউনিয়নের শিল্প আকাদমী স্থাপিত।

**১৯৪৮**

৪ঠা ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও রুমানীয় জনপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদন।

১৮ই ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও হাঙ্গেরীয় জনপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদন।

১৮ই মার্চ — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও বুলগেরীয় জনপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন।

৬ই এপ্রিল — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিনল্যাণ্ডের মধ্যে বন্ধুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি সম্পাদন।

১০ই এপ্রিল — ১৯৪৮ সালের ১০ই এপ্রিল থেকে কতকগুলি দ্রব্যের রাষ্ট্রীয় খুচরা বাঁধা দরের আরো হ্রাস বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

**১৯৪৯**

২৫শে জানুয়ারি — পারস্পরিক অর্থনৈতিক সাহায্য পরিষদ প্রতিষ্ঠার রিপোর্ট প্রকাশিত (সোভিয়েত ইউনিয়ন, পোল্যাণ্ড, চেকোস্লোভাকিয়া, বুলগেরিয়া, হাঙ্গেরি ও রুমানিয়াকে নিয়ে; ফেব্রুয়ারি মাসে পরিষদে আলবেনিয়ার যোগদান; ১৯৫০ সালের অক্টোবরে জার্মান গণতন্ত্রের যোগদান)।

২৫শে অগস্ট — মস্কোয় শান্তি পার্টিজানদের প্রথম সারা ইউনিয়ন সম্মেলন শুরু।

২৫শে সেপ্টেম্বর — টাস কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়নে পরমাণু বোমা পরীক্ষার সংবাদ প্রকাশ।

**১৯৫০**

১৪ই ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও চীন জনপ্রজাতন্ত্রের মধ্যে বন্ধুত্ব, মৈত্রী ও পারস্পরিক সহায়তার চুক্তি সম্পাদন।

১লা মার্চ — রুবলের স্বর্ণমানে আগমন ও বৈদেশিক মুদ্রা প্রসঙ্গে রুবলের বিনিময় হার বৃদ্ধি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের

জুলাই — পরমাণু অস্ত্র নিষিদ্ধ করার জন্য বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের স্থায়ী কমিটি কর্তৃক প্রচারিত স্টক্‌হলম্ আবেদনে সহি সংগ্রহ।

২১শে অগস্ট — ভলগায় কুইবিশেভের নিকট শক্তিকেন্দ্র নির্মাণের জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

৩১শে অগস্ট — ভলগায় স্তালিনগ্রাদের নিকটে (বর্তমানে ভলগোগ্রাদ) বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের জন্য মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

২১শে সেপ্টেম্বর — দ্নেপরে কাখভকা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র এবং সেচের জন্য দক্ষিণ উক্রেনীয় ও উত্তর ক্রিমীয় ক্যানাল নির্মাণার্থে সোভিয়েত ইউনিয়নেব মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

২৮শে ডিসেম্বর — ভলগা-দন ক্যানাল নির্মাণের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ।

১৯৫০ — দ্রুতগতি ধাতু-কর্তনে টার্নার বর্ত্কেভিচ (লেনিনগ্রাদ), বিকভ (মস্কো) ও সেমিন্‌স্কির (কিয়েভ) অসাধারণ সাফল্য; এঁরা ধাতু কাটা ব্যবস্থার পুনর্গঠন ও নতুন ধরনের মেশিনটুল ডিজাইনেব প্রস্তাব করেন।

**১৯৫১**

১২ই মার্চ — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতে শান্তি রক্ষার আইন গৃহীত।

১৯৫১-১৯৫৫ — পঞ্চম পাঁচসালা পরিকল্পনা।

**১৯৫২**

৩রা-১২ই এপ্রিল — মস্কোয় আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক সম্মেলন।

৩১শে মে — লেনিন নামাঙ্কিত ভলগা-দন জাহাজ চলাচলের ক্যানাল উন্মুক্ত।

| | |
|---|---|
| ৫ই-১৪ই অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির উনবিংশ কংগ্রেস। |
| ১৯৫২ | —সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক চাঙচুন রেলপথ চীন জনপ্রজাতন্ত্রের হস্তে প্রত্যর্পণ। |
| ১৯৫২ | লেনিনগ্রাদ "এলেক্ত্রসিলা" কারখানায় ১,৫০,০০০ কিলোওয়াট শক্তি সম্পন্ন হাইড্রোজেন-শীতল টার্বো-জেনারেটর নির্মিত। |
| **১৯৫৩** | |
| ৫ই মার্চ | —সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি স্তালিনের মৃত্যু। |
| ৮ই অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে খামার ট্যাক্স বিষয়ে আইন পাশ। |
| ২০শে অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়নে হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষার রিপোর্ট সরকার কর্তৃক ঘোষণা। |
| ৭ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির অধিকতর বিকাশের ব্যবস্থাবিষয়ক সিদ্ধান্ত। |
| ২৬শে সেপ্টেম্বর | —দেশের পশুপালন উন্নয়নের ব্যবস্থা এবং যৌথখামারী, শ্রমিক ও কর্মচারীদের ব্যক্তিগত জমি থেকে রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় সামগ্রীর পরিমাণ হ্রাস করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ। |
| ২৩শে অক্টোবর | —সোভিয়েত বাণিজ্য অধিকতর বিকাশের ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ। |
| ২৮শে অক্টোবর | —কারখানাজাত ভোগ্যবস্তু উৎপাদনের প্রসার এবং তার উৎকর্ষ বৃদ্ধি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| ৩০শে অক্টোবর | —খাদ্যবস্তু উৎপাদনের প্রসার ও তার মান উন্নয়ন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |
| **১৯৫৪** | |
| ২৫শে জানুয়ারি-১৮ই ফেব্রুয়ারি | —বার্লিনে চতুঃশক্তি পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন (সোভিয়েত ইউনিয়ন, গ্রেট বৃটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ফ্রান্স)। |

১৯শে ফেব্রুয়ারি —রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র থেকে উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের নিকট ক্রিমিয়া অঞ্চল হস্তান্তর বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২রা মার্চ —দেশে বর্ধিত শস্যোৎপাদন এবং অনাবাদী ও পতিত জমি চাষ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্ত।

২৬শে এপ্রিল-২১শে জুলাই —জেনেভা পররাষ্ট্র সচিব সম্মেলন।

মে —উক্রেন ও রাশিয়ার পুনর্মিলনের ত্রিশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন; উক্রেনীয় সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র ও রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে লেনিন অর্ডার প্রদান।

৭ই-১৫ই জুন —সোভিয়েত ইউনিয়নের একাদশ ট্রেড ইউনিয়ন কংগ্রেস; নতুন ট্রেড ইউনিয়ন নিয়মাবলী গ্রহণ।

২৭শে জুন —সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রথম শিল্প-প্রযুক্ত পরমাণু বিদ্যুতকেন্দ্র চালু।

১লা অগস্ট —মস্কোয় সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীর উদ্বোধন।

১৭ই অগস্ট —শস্যোৎপাদন বৃদ্ধির জন্য অধিকতর অনাবাদী ও পতিত জমি কর্ষণ বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

১২ই অক্টোবর —পিকিঙে মিলিত সোভিয়েত-চীন ঘোষণা স্বাক্ষরিত।

**১৯৫৫**

২৫শে জানুয়ারি —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মানির মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২৫শে-৩১শে জানুয়ারি —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন; গবাদি পশু উৎপন্নের বর্ধিত উৎপাদনের সিদ্ধান্ত।

৯ই ফেব্রুয়ারি —সব দেশের পার্লামেন্টের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংযোগ স্থাপন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ঘোষণা।

৯ই মার্চ —কৃষি পরিকল্পনার প্রচলিত রীতি অদলবদল বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

| | |
|---|---|
| ১৪ই মে | —আল্‌বেনিয়া, ব্‌ল্‌গেরিয়া, চেকোস্লোভাকিয়া, জার্মান জন প্রজাতন্ত্র, হাঙ্গেরি, পোল্যান্ড, র‍ুমানিয়া ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মধ্যে বন্ধ‍ুত্ব, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সহায়তার ওয়ারশ চুক্তি। |
| ১৬ই-১৮ই মে | —বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়ারিং ও ব্যবহারিক অভিজ্ঞতাপ্রস‍ূত সর্বাধ‍ুনিক স‍ুকৃতিগ‍ুলির শিল্পপ্রয়োগ বিষয়ে আলোচনার জন্য ক্রেমলিনে শিল্পকর্মীদের সারা ইউনিয়ন সম্মেলন। |
| ৪ঠা-১২ই জ‍ুলাই | —শিল্পের উন্নতি, কারিগরি অগ্রগতি ও বর্ধিত উৎপাদন সংগঠনের অধিকতর প্রগতি, বসন্তকালীন বপনের ফলাফল, শস্যচাষ, ফসল তোলা ও ১৯৫৫ সালের জন্য রাষ্ট্রের নিকট শস্যোৎপন্ন প্রদান পরিকল্পনার পরিপ‍ূরণ নিশ্চিত করা এবং সোভিয়েত-য‍ুগোস্লাভ আলাপ-আলোচনার ফলাফল এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস আহ‍্বানের সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প‍ূর্ণাধিবেশন। |
| ৯ই অগস্ট | —শিল্পোদ্যোগ-পরিচালকদের অধিকার ব‍ৃদ্ধি বিষয়ে সোভিয়েত মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২৩শে অগস্ট | —নির্মাণ কর্মের অধিকতর যন্ত্রায়ন, উৎকর্ষ ব‍ৃদ্ধি ও খরচা হ্রাস বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৯ই-১৩ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জার্মান ফেডারেল প্রজাতন্ত্রের মস্কো আলোচনা; কূটনৈতিক সম্পর্ক স্থাপিত। |
| ১৯শে সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড কমিউনিকে; সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ফিনল্যান্ডের মধ্যে ১৯৪৮ সালের ৬ই এপ্রিলের মৈত্রী ও পারস্পরিক সহায়তা চুক্তির মেয়াদ ২০ বছর বর্ধিত। |
| ২রা নভেম্বর | —গোর্কি জলবিদ‍্যুৎ কেন্দ্রের প্রথম অংশ চাল‍ু। |
| ১৫ই নভেম্বর | —লেনিনগ্রাদ ভূগর্ভ রেলের প্রথম লাইনে গাড়ি চলাচল শ‍ুর‍ু। |
| ২৯শে ডিসেম্বর | —কুইবিশেভের নিকটে ভলগার লেনিন জলবিদ‍্যুৎ কেন্দ্রের বিদ‍্যুৎ উৎপাদন শ‍ুর‍ু। |

**১৯৫৬**

| | |
|---|---|
| ২৬শে জান‍ুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়ন কর্তৃক পর্ককালা উপদ্বীপ অঞ্চল ফিনল্যান্ডের হাতে সমর্পণের জন্য হেলসিঙ্কিতে স্বাক্ষরিত চ‍ূড়ান্ত প্রটোকোল। |
| ১৪ই-২৫শে ফেব্র‍ুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেস। |

| | |
|---|---|
| ২৯শে ফেব্রুয়ারি | - রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির একটি ব্যুরো স্থাপনের কমিউনিকে প্রচারিত। |
| ৮ই মার্চ | - রবিবার ও ছুটির দিনের পূর্বদিনে শ্রমিক ও কর্মচারীদের হ্রস্বতর কর্মদিন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১০ই মার্চ | - কৃষি সমবায়ের নিয়মাবলী এবং খামারী উৎপাদনের সংগঠন ও ব্যবস্থাপনায় যৌথখামারীদের উদ্যোগ বৃদ্ধির বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১০ই মার্চ | - যৌথখামারীদের কাজের জন্য মাসিক অগ্রিম এবং পরিপূরক পারিশ্রমিক প্রদান বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১৩ই মার্চ | - ভোজনালয়গুলির কাজ উন্নত করা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত প্রকাশ। |
| ২৬শে মার্চ | - প্রসবের আগে ও পরে প্রসূতি ছুটির মেয়াদ বৃদ্ধি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ২৬শে মে | - ১৬-১৮ বছর বয়সের তরুণদের জন্য ৬ ঘণ্টা কর্মদিনের প্রচলন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ৩রা জুন | - অর্থনীতির কতকগুলি শাখার উদ্যোগ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির নিকট হস্তান্তর ও তৎপ্রসঙ্গে গ্রহণীয় ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৪ঠা জুন | - মস্কোয় সারা ইউনিয়ন কৃষি প্রদর্শনীর এলাকায় সারা ইউনিয়ন শিল্প প্রদর্শনীর উদ্বোধন। |
| ৬ই জুন | - মাধ্যমিক স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীগুলিতে, বিশেষ মাধ্যমিক স্কুল ও উচ্চতর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র-বেতন তুলে দিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ২০শে জুন | - মস্কোয় সোভিয়েত-যুগোস্লাভ যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষরিত। |
| ৩০শে জুন | - ব্যক্তিত্ব পূজা ও তার ফলাফল অবসানের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত। |

১৪ই জুলাই — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে রাষ্ট্রীয় পেনশন আইন গ্রহণ।

১৬ই জুলাই — কারেলো-ফিনিশ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রকে কারেলীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে পুনর্গঠিত করে রুশ সোভিয়েত ফেডারেটিভ সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের অন্তর্ভুক্তির আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশনে গৃহীত।

১৬ই জুলাই — নিরস্ত্রীকরণের জন্য সকল দেশের পার্লামেন্টের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের বাণী।

১৬ই অগস্ট — তুলা উৎপাদন বৃদ্ধির জন্য উজবেক ও কাজাখ সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের গলদ্‌নায়া (ক্ষুধিত) স্তেপে জল সেচের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৬ই সেপ্টেম্বর — জাতিতে জাতিতে শান্তি জোরদার করার জন্য আন্তর্জাতিক লেনিন পুরস্কার রূপে স্তালিন-পুরস্কারের নব নামকরণ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

৮ই সেপ্টেম্বর - বিজ্ঞান, ইঞ্জিনিয়রিং, সাহিত্য ও ললিতকলার ক্ষেত্রে অসাধারণ সাফল্যের জন্য লেনিন পুরস্কার বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৮ই সেপ্টেম্বর — অল্প বেতনের শ্রমিক কর্মচারীদের মজুরি বৃদ্ধি করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ, সোভিয়েত কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও ট্রেড ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় পরিষদের সিদ্ধান্ত।

৮ই সেপ্টেম্বর — শ্রমিক কর্মচারীদের করযোগ্য আয়ের নিম্ন সীমা বৃদ্ধির বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

১৭ই-১৯শে অক্টোবর — ক্রেমলিনে শিল্প র‍্যাশনালাইজার উদ্ভাবক ও আবিষ্কারকদের সারা ইউনিয়ন সম্মেলন।

১৯শে অক্টোবর — সোভিয়েত ইউনিয়ন ও জাপানের মধ্যে যুদ্ধাবস্থার অবসান এবং কূটনৈতিক ও রাষ্ট্রদূত সম্পর্ক স্থাপনে মতৈক্য বিষয়ে সোভিয়েত-জাপান ঘোষণা।

২০শে অক্টোবর — "অনাবাদী জমি হাসিল" পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

| | |
|---|---|
| ৩০শে অক্টোবর | –সোভিয়েত ইউনিয়ন ও অন্যান্য সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতার বিকাশ ও অধিকতর শক্তিবৃদ্ধির ভিত্তি বিষয়ে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা। |
| ৫ই নভেম্বর | –অনাবাদী ও পতিত জমি চাষে কমসোমল সভ্য ও সোভিয়েত তরুণ-তরুণীদের আত্মোৎসর্গী কাজের জন্য সারা ইউনিয়ন যুব কমিউনিস্ট লীগকে লেনিন অর্ডার প্রদান করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ১৭ই ডিসেম্বর | –পোল্যাণ্ডে সাময়িকভাবে বহাল সোভিয়েত সৈন্যদলের বৈধ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সোভিয়েত-পোল্যাণ্ড কমিউনিকে ও চুক্তি ওয়ারশতে স্বাক্ষরিত। |
| ২০শে-২৪শে ডিসেম্বর | –ষষ্ঠ পাঁচসালা পরিকল্পনা রচনা সম্পূর্ণ করা, ১৯৫৬-৬০ সালের জন্য নির্দিষ্ট লক্ষ্য ও ১৯৫৭ সালের অর্থনৈতিক পরিকল্পনা স্থির করা এবং সোভিয়েত ইউনিয়নে অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনাব উন্নতির বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে আলোচনা। |
| ১৯৫৬ | –ভলগার লেনিন বিদ্যুৎকেন্দ্র থেকে মস্কোর নিকটস্থ নোগিনস্ক উপকেন্দ্র পর্যন্ত ৯০০ কিলোমিটার লম্বা চার শ কিলোভোল্টের ট্রান্সমিশন লাইন চালু। |
| **১৯৫৭** | |
| ১১ই ফেব্রুয়ারি | সর্বোচ্চ সোভিয়েতের ষষ্ঠ অধিবেশনে ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির নিকট ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির অভ্যন্তরস্থ বিচারবিভাগীয় ব্যাপারে আইন প্রণয়নের অধিকার হস্তান্তর; দেওয়ানী, ফৌজদারি ও আদালতীবিধি ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির আওতায় গ্রহণ এবং আঞ্চলিক ও বিভাগীয় প্রশাসনিক সীমানা নির্ধারণ ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির এক্তিয়ারে দেবার আইন পাশ। |
| ১৩ই-১৪ই ফেব্রুয়ারি | –শিল্প ও নির্মাণ ব্যবস্থাপনার সংগঠনে আরো উন্নতি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। |
| ১৪ ই মার্চ | –জার্মান গণ প্রজাতন্ত্রে সাময়িকভাবে বহাল সোভিয়েত সৈন্য প্রসঙ্গিত সমস্যায় সোভিয়েত সরকার ও জার্মান গণতান্ত্রিক সরকারের বোঝাপড়া। |
| ১০ই মে | –শিল্প ও নির্মাণ পরিচালন ব্যবস্থার আরো উন্নতির আইন সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সপ্তম অধিবেশনে গৃহীত। |

১৫ই মে — মস্কোয় সোভিয়েত-মঙ্গোলীয় যুক্ত ঘোষণা স্বাক্ষর।

১৬ই মে — লেনিনগ্রাদের ২৫০তম বার্ষিকীর স্মারক পদক প্রবর্তন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২৭শে মে — হাঙ্গেরি জনপ্রজাতন্ত্রের ভূখণ্ডে সাময়িকভাবে বহাল সোভিয়েত সৈন্যের বৈধ প্রতিষ্ঠা বিষয়ে সোভিয়েত-হাঙ্গেরি চুক্তি বুদাপেস্তে স্বাক্ষরিত।

১২ই জুন — হেলসিংকিতে সোভিয়েত-ফিনিশ কমিউনিকে স্বাক্ষর।

২২শে-২৯শে জুন — পার্টি-বিরোধী গ্রুপ মলতভ, মালেংকভ, কাগানভিচ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনের সিদ্ধান্ত।

২৩শে জুন — লেনিনগ্রাদের ২৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন।

৪ঠা জুলাই — যৌথখামারী এবং শ্রমিক কর্মচারীগণ কর্তৃক রাষ্ট্রের নিকট বাধ্যতামূলক খামারোৎপন্ন প্রদানের অবসান বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

২৮শে জুলাই-১১ই অগস্ট — মস্কোয় ষষ্ঠ বিশ্ব যুব-ছাত্র উৎসব।

৩১শে জুলাই — "সোভিয়েত ইউনিয়নে গৃহ নির্মাণ বৃদ্ধি বিষয়ে" সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

২০শে অগস্ট — রাশিয়ায় প্রথম বিপ্লবী ট্রেড ইউনিয়ন প্রতিষ্ঠার ৫০তম বার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক ট্রেড ইউনিয়নগুলিকে লেনিন অর্ডার প্রদান।

১৯শে সেপ্টেম্বর — মর্দভীয় রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৪ঠা অক্টোবর — দুনিয়ার প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুৎনিক) প্রেরণ।

১৩ই অক্টোবর — দাগেস্তান রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৩রা নভেম্বর — অভ্যন্তরে প্রাণী সহ দ্বিতীয় কৃত্রিম উপগ্রহ (স্পুৎনিক) প্রেরণ।

৬ই নভেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের জয়ন্তী অধিবেশন; অধিবেশনে "মহান অক্টোবর সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের চল্লিশ বছর" বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির

কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি খ্রুশ্চভের রিপোর্ট; "দুনিয়ার সমস্ত দেশের সকল মেহনতী, রাজনীতিবিদ ও জনকর্মী, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির প্রতিনিধিগণ, পার্লামেন্ট ও সরকারগুলির নিকট" বাণী অধিবেশনে গৃহীত।

১৪ই-১৬ই নভেম্বর — মস্কোয় সমাজতান্ত্রিক দেশগুলির ১২টি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের সভা; ঘোষণা গৃহীত।

১৬ই-১৯শে নভেম্বর — মস্কোয় ৬৪টি কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের সভা; সারা দুনিয়ার মেহনতীদের উদ্দেশে একটি শান্তি ঘোষণা গৃহীত।

৫ই ডিসেম্বর — লেনিনগ্রাদে ১৬,০০০ টনের পারমাণবিক বরফ-ভাঙা জাহাজ "লেনিন"এর জলাবতরণ।

১৪ই ডিসেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলী কর্তৃক নিম্নলিখিত সারা ইউনিয়ন মন্ত্রিদপ্তর বিলোপ: বিমান শিল্প, প্রতিরক্ষা শিল্প, রেডিও-ইঞ্জিনিয়ারিং শিল্প, জাহাজ নির্মাণ; সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের নিম্নলিখিত রাষ্ট্রীয় কমিটি গঠনের ডিক্রি: বিমান ইঞ্জিনিয়ারিং, প্রতিরক্ষা ইঞ্জিনিয়ারিং, রেডিও-ইলেক্ট্রনিক ও জাহাজ নির্মাণ।

১৮ই ডিসেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের যেসব শ্রমিক ও কর্মচারীদের ছেলেমেয়ে আছে তথা নিঃসন্তান অবিবাহিত নারীদের ওপর "অবিবাহিত নাগরিক বা যাদের পরিবার ছোট তাদের ওপর ট্যাক্স" নাকচ করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি।

২১শে ডিসেম্বর — সিরীয় প্রজাতন্ত্রের সরকারী প্রতিনিধিদল কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর বিষয়ে সোভিয়েত-সিরিয়া কমিউনিকে প্রকাশ।

**১৯৫৮**

৯ই জানুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নভোসিবির্স্ক রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ডিক্রি।

২৫শে-২৬শে ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে খ্রুশ্চভ কর্তৃক "যৌথখামার ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশ এবং মেশিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্র পুনর্গঠনের রিপোর্ট"।

১৩শে মার্চ — সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চমবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের প্রথম অধিবেশনে যৌথখামার ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশ ও মেশিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্র পুনর্গঠনের আইন পাশ।

১লা এপ্রিল — ৭-৬ ঘণ্টা কর্মদিন প্রবর্তন ও ১৯৫৮ সালে গুরু শিল্পের কয়েকটি শাখায় শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি বিধি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত।

৯ই এপ্রিল — হাঙ্গেরি জনপ্রজাতন্ত্র ও সোভিয়েত ইউনিয়নের পার্টি ও সরকারী প্রতিনিধিদলের আলাপ আলোচনার ফলাফল বিষয়ক যুক্ত ঘোষণা বুদাপেস্তে স্বাক্ষরিত।

১৮ই এপ্রিল — যৌথখামার ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশ ও মেশিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্র পুনর্গঠন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৪ঠা মে — অর্থনীতির পরিকল্পনা উন্নয়নের ব্যবস্থা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

৬ই-৭ই মে — জনগণের চাহিদা এবং জাতীয় অর্থনীতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য রসায়ন শিল্পের, বিশেষ করে সিন্‌থেটিক বস্তু ও তন্নির্মিত সামগ্রী উৎপাদনের ত্বরান্বিত বিকাশ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত।

১৫ই মে — তৃতীয় স্পুতনিক ক্ষেপণ।

১৫ই মে — সোভিয়েত ইউনিয়নে প্রেসিডেন্ট গামেল আব্দুল নাসেরের সফরকালীন আলাপ আলোচনা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও সংযুক্ত আরব প্রজাতন্ত্রের সরকারের যুক্ত বিবৃতি।

৩০শে মে — প্রেসিডেন্ট কেক্কনেনের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর কালে মস্কোয় সোভিয়েত-ফিনিশ কমিউনিকে স্বাক্ষরিত।

১৫ই জুন — উজবেক, কাজাখ ও তাজিক সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে অবস্থিত গলদ্‌নায়া (ক্ষুধিত) স্তেপের সেচ ও কর্ষণ আরো প্রসারিত ও ত্বরান্বিত করা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত।

১৭ই-১৮ই জুন — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। কোটা ধার্য পদ্ধতি ও মেশিন-ট্র্যাক্টর কেন্দ্রের কাজের জন্য ফসলী-পারিশ্রমিকের অবসান এবং শস্য সংগ্রহের নতুন পদ্ধতি, দাম ও সর্ত বিষয়ে খ্রুশ্চভের রিপোর্ট।

| | |
|---|---|
| ২৩শে জন | —সোভিয়েত ইউনিয়নে নেপালের রাজা ও রাণীর রাষ্ট্রীয় সফর উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-নেপাল কমিউনিকে স্বাক্ষর। |
| ৯ই জুলাই | —শিল্পোদ্যোগ, নির্মাণ ক্ষেত্র, রাষ্ট্রীয় খামার, মেশিন ট্র্যাক্টর কেন্দ্র এবং মেরামতি ও রক্ষাণাবেক্ষণ কেন্দ্রে স্থায়ী উৎপাদন সম্মেলনের নির্দেশনামা অনুমোদন করে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১২ই জুলাই | —চেকোস্লোভাক কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি এবং চেকোস্লোভাক প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট নভত্নির সফর উপলক্ষে মস্কোয় কমিউনিকে স্বাক্ষর। |
| ২৪শে জুলাই | —অস্ট্রিয়ার সরকারী প্রতিনিধিদলের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-অস্ট্রিয়া কমিউনিকে স্বাক্ষরিত। |
| ২৯শে জুলাই | —কাল্মিক স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে কাল্মিক স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র রূপে পুনর্গঠিত করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর ডিক্রি। |
| ৩রা অগস্ট | —পিকিঙে খ্রুশ্চভ ও মাও-সে-তুং'এর সাক্ষাৎকার বিষয়ে কমিউনিকে স্বাক্ষরিত। |
| ৭ই সেপ্টেম্বর | —নতুন পরমাণু শক্তি কেন্দ্রের ১ লক্ষ কিলোওয়াটের প্রথম অংশ চালু (সম্পূর্ণ হলে পূর্ণ ক্ষমতা দাঁড়াবে ৬ লক্ষ কিলোওয়াট)। |
| ৮ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়ন ও মরক্কো রাজ্যের মধ্যে প্রতিনিধি বিনিময় বিষয়ে কমিউনিকে প্রকাশ। |
| ১১ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের লেনিন পাইওনিয়র সংগঠনের নিয়মাবলী প্রকাশ। |
| ২০শে সেপ্টেম্বর | —ইর্কুত্স্ক জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের অন্টম (সর্বশেষ) অংশ চালু। |
| ১৭ই-১৯শে অক্টোবর | —ত্বিলিসির ১৫০০তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী উৎসব। |
| ৪ঠা নভেম্বর | —হ্রস্বতর কর্মদিন প্রবর্তন এবং যন্ত্রনির্মাণ, তৈল ও গ্যাস শিল্পের শ্রমিক ও কর্মচারীদের মজুরি বিধি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি, সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ ও সোভিয়েত ইউনিয়নের কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন পরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১০ই নভেম্বর | —পোলীয় জন প্রজাতন্ত্রের প্রতিনিধিদলের সোভিয়েত ইউনিয়ন সফর উপলক্ষে মস্কোয় সোভিয়েত-পোলীয় ঘোষণা স্বাক্ষরিত। |

১২ই নভেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। আলোচিত হয়: ২১শ কংগ্রেসের জন্য খ্রুশ্চভের খসড়া রিপোর্ট "১৯৫৯—১৯৬৫ সালের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের জাতীয় অর্থনীতি বিকাশের নিয়ন্ত্রণাঙ্ক"; জীবনের সঙ্গে স্কুলের সংযোগবৃদ্ধি এবং দেশে জনশিক্ষা পদ্ধতির আরো বিকাশের প্রশ্ন।

১৯শে ডিসেম্বর — "বিগত পাঁচ বছরের কৃষি বিকাশের ফলাফল এবং কৃষি উৎপন্নের অধিকতর উন্নতির সমস্যা বিষয়ে" সোভিয়েত ইউনিয়নেব কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশনে সিদ্ধান্ত গ্রহণ।

২৪শে-২৫শে ডিসেম্বর — সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চমবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের দ্বিতীয় অধিবেশনে "স্কুলগুলিকে অর্থনৈতিক প্রয়োজনের সন্নিকট করা ও সোভিয়েত ইউনিয়নে জনশিক্ষা ব্যবস্থার অধিকতর বিকাশ বিষয়ে", পরমাণু ও হাইড্রোজেন বোমা পরীক্ষা বন্ধ রাখা ও বার্লিন সমস্যা বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সিদ্ধান্ত, "সোভিয়েত ইউনিয়নের এবং ইউনিয়ন প্রজাতন্ত্রগুলির ফৌজদারি বিধানেব ভিত্তি অনুমোদনের আইন", "রাষ্ট্রীয় অপরাধের জন্য ফৌজদারি অপরাধ-দায়িত্বের আইন" ও অন্যান্য আইন পাশ।

**১৯৫৯**

২রা জানুয়ারি — দুনিয়ার প্রথম ব্যোম রকেট ক্ষেপণ, সৌরমণ্ডলের প্রথম কৃত্রিম গ্রহ।

২৭শে জানুয়ারি-৫ই ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির জরুরী একবিংশতিতম কংগ্রেস।

২৪শে-২৯শে জুন — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন; "শিল্প ও নির্মাণে টেকনিকাল প্রগতি ত্বরান্বিত করাব জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নেব কমিউনিস্ট পার্টির একবিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পূরণে পার্টি সংগঠন, সোভিয়েত সরকারী সংস্থা ও অর্থনৈতিক পরিষদগুলির কাজ সম্পর্কে" নির্দেশনামা প্রচারিত।

১৪ই সেপ্টেম্বর — মস্কো সময় ০০ ঘণ্টা ০২ মিঃ ২৪ সেকেণ্ডে সোভিয়েত ব্যোম রকেটের চন্দ্রাঘাত।

১৫ই-২৭শে সেপ্টেম্বর — সোভিয়েতের রাষ্ট্র-প্রধান খ্রুশ্চভের মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সফর।

১৮ই সেপ্টেম্বর — জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে সোভিয়েত রাষ্ট্র-প্রধান খ্রুশ্চভের ভাষণ এবং সাধারণ ও সম্পূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের সোভিয়েত প্রস্তাব পেশ।

| | |
|---|---|
| ৭ই অক্টোবর | —সোভিয়েত ব্যোম রকেট কর্তৃক চাঁদের অদৃষ্টপূর্ব ও অজ্ঞাত দিকটার ফোটোগ্রাফ গ্রহণ ও রেডিও যোগে পৃথিবীতে সে ফোটোগ্রাফ প্রেরণ। |
| ২২শে-২৫শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন; সোভিয়েত ইউনিয়নে কৃষির আরো বিকাশের জন্য নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নির্দেশ। |
| **১৯৬০** | |
| ১৪ই-১৫ই জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চমবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের চতুর্থ অধিবেশনে "সোভিয়েত ইউনিয়নের নতুন তাৎপর্যপূর্ণ সৈন্যহ্রাস আইন" ও "বিশ্বের পার্লামেণ্ট ও সরকারগুলির নিকট আবেদন" গৃহীত। |
| ১৪ই জানুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক "মেডিক্যাল ব্যবস্থার অধিকতর উন্নতি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের অধিবাসীদের স্বাস্থ্যরক্ষা বিষয়ক ব্যবস্থা সম্পর্কে" সিদ্ধান্ত গ্রহণ। |
| ৪ঠা-১৩ই ফেব্রুয়ারি | —সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের প্রথম সহকারী সভাপতি মিকোয়ানের কিউবা সফর। |
| | —মস্কোয় মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ১১ই ফেব্রুয়ারি-৫ই মার্চ | —সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চেভের ইন্দোনেশিয়া, ভারত, ব্রহ্ম ও আফগানিস্তান সফর। |
| ২৩শে মার্চ-৩রা এপ্রিল | —সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চেভের ফ্রান্স ভ্রমণ। |
| ৪ঠা মে | —মুদ্রা হারের পরিবর্তন ও চলতিমুদ্রার বদলে নতুন মুদ্রা প্রবর্তন বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত। |
| ৫ই-৭ই মে | —সোভিয়েত ইউনিয়নের পঞ্চমবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের পঞ্চম অধিবেশন। শ্রমিক কর্মচারীদের বেতনের ওপর আয়কর লোপ; ১৯৬০ সাল থেকে সমস্ত শ্রমিক কর্মচারীদের সাত ও ছয় ঘণ্টার কর্মদিনে উত্তরণ ইত্যাদি আইন পাশ। |
| ১৪ই-১৯শে মে | —বৃহৎ চতুঃশক্তি প্রধানদের বৈঠক উপলক্ষে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চেভের প্যারিস অবস্থান। |
| ১৫ই মে | —পৃথিবীর উপগ্রহ-কক্ষপথে মহাজাগতিক পোত ক্ষেপণ; পোত উপগ্রহটির ওজন ৪ টন ৫৪০ কিলোগ্রাম। |

| | |
|---|---|
| ২৯শে মে | —মুরমানস্ক বন্দর থেকে পরমাণবিক বরফভাঙা জাহাজ "লেনিন"এর প্রথম মেরু যাত্রা। |
| ৭ই জুন | —নিরস্ত্রীকরণের দশ রাষ্ট্রের কমিটির অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা জোরিন কর্তৃক সার্বজনীন ও পরিপূর্ণ নিরস্ত্রীকরণের মূল পরিস্থিতি বিষয়ে নতুন সোভিয়েত প্রস্তাব পেশ। |
| ২৯শে জুন | —নিরস্ত্রীকরণ প্রশ্নে সমস্ত দেশের সরকারের নিকট সোভিয়েত সরকারের নোট প্রকাশ। |
| ১৩ই-১৬ই জুলাই | —শিল্প ও পরিবহণের বিকাশ এবং উৎপাদনে বিজ্ঞান ও টেকনিকের নব নব সুকৃতিগুলির নিয়োগ বিষয়ে এবং একবিংশতিতম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত পরিপূরণের কাজ কেমন এগুচ্ছে সে বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। |
| ১৪ই জুলাই | —কঙ্গো স্বাধীন প্রজাতন্ত্রে সাম্রাজ্যবাদী হস্তক্ষেপ প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা। |
| ১৯শে-২০শে অগস্ট | —পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে দ্বিতীয় ব্যোমযান প্রেরণ ও মহাকাশ থেকে তার পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন। ব্যোমযানের ওজন ৪টন ৬০০ কিলোগ্রাম, তাতে ছিল দুটি কুকুর সহ পরীক্ষাধীন প্রাণী। |
| ২রা-৪ঠা সেপ্টেম্বর | —ফিনল্যান্ডে খ্রুশ্চভের সৌহার্দ্য সফর ও এই সফর উপলক্ষে সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড কমিউনিকে প্রকাশ। |
| ১৯শে সেপ্টেম্বর থেকে ১৩ই অক্টোবর যাবৎ | —জাতিসঙ্ঘের পঞ্চদশ সাধারণ অধিবেশনে সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের প্রধান হিসাবে খ্রুশ্চভের নিউ-ইয়র্ক অবস্থান। |
| ২৩শে সেপ্টেম্বর | —জাতিসঙ্ঘের সাধারণ পরিষদের পঞ্চদশ অধিবেশনে আলোচনার জন্য সোভিয়েত প্রতিনিধিদলের নেতা সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চভের বক্তৃতা। খ্রুশ্চভ কর্তৃক উপনিবেশিক দেশ ও জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দানের খসড়া ঘোষণা ও নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে সোভিয়েত সরকারের বিবৃতি পেশ। |
| ১লা অক্টোবর | —মস্কোয় মৈত্রী বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ শুরু। |
| ১৫ই নভেম্বর | —রুবলের নতুন স্বর্ণপরিমাণ এবং বিদেশী মুদ্রার সঙ্গে রুবলের বিনিময়-হার বৃদ্ধি বিষয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সিদ্ধান্ত প্রকাশ। |
| ২১শে-২৪শে নভেম্বর | —ফিনল্যান্ড প্রজাতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট কেক্কনেনের মস্কো অবস্থান। |

২৫শে নভেম্বর — কেক্কনেনের মস্কো ভ্রমণ উপলক্ষে সোভিয়েত-ফিনল্যান্ড কমিউনিকে প্রকাশ।

১লা ডিসেম্বর — পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে তৃতীয় ব্যোমযান প্রেরণ; ব্যোমযানের ওজন ৪টন ৫৬৩ কিলোগ্রাম।

৬ই ডিসেম্বর — "কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের বৈঠকের ঘোষণা" প্রকাশ।

৯ই ডিসেম্বর — ভলগোগ্রাদের নিকটে পৃথিবীর বৃহত্তম জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র মেয়াদের এক বছর আগেই পূর্ণ শক্তিতে চালু; বর্তমানে এটির নাম: সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেস নামাঙ্কিত ভলগা জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র।

১১ই ডিসেম্বর — বিশ্বের পাঁচ মহাদেশের কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের "বিশ্ব জনের প্রতি আবেদন" প্রকাশ।

১৯শে ডিসেম্বর — এর্নেস্তো চে গেভারের নেতৃত্বে কিউবার বিপ্লবী সরকারের অর্থনৈতিক মিশনের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত কিউবা যুক্ত কমিউনিকে প্রকাশ।

২৮শে ডিসেম্বর — উপনিবেশিক দেশ ও জাতিগুলিকে স্বাধীনতা দান বিষয়ে জাতিসংঘের সাধারণ অধিবেশনের ঘোষণা প্রসঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চভের বিবৃতি প্রকাশ।

১৯৬১

১০ই-১৮ই জানুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন। সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেস আহ্বান, কৃষিকার্য বিকাশের প্রশ্ন এবং কমিউনিস্ট ও শ্রমিক পার্টি প্রতিনিধিদের সম্মেলনের ফলাফল বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ।

৪ঠা ফেব্রুয়ারি — পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে ভারি স্পুতনিক প্রেরণ; ওজন ৬টন ৪৮৩ কিলোগ্রাম।

৯ই-১৯শে ফেব্রুয়ারি — সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ব্রেজনেভের মরক্কো, গিনি ও ঘানা সফর।

১২ই ফেব্রুয়ারি — কক্ষপথে ভারি স্পুতনিক স্থাপন; স্পুতনিক থেকে যাত্রা করে নিয়ন্ত্রিত রকেট, এটি স্বয়ংক্রিয় আন্তর্গ্রহ স্টেশনকে শুক্রগ্রহ অভিমুখী যাত্রাপথে স্থাপন করে।

১৪ই ফেব্রুয়ারি — প্যাট্রিস লুমুম্বা হত্যা প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা।

| | |
|---|---|
| ২২শে ফেব্রুয়ারি | —কঙ্গোবাসীদের স্বার্থে কঙ্গো সমস্যা সমাধানের কার্যক্রম ও বিশ্ব শান্তির স্বার্থে জাতিসঙ্ঘের পুনর্গঠন বিষয়ে এশিয়া, আফ্রিকা, ইউরোপ ও লাতিন আমেরিকার রাষ্ট্র বা সরকার প্রধানদের নিকট সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি খ্রুশ্চভের বাণী। |
| ৯ই মার্চ | —পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী সোভিয়েত চতুর্থ ব্যোমযান কক্ষপথে স্থাপন ও নির্দিষ্ট স্থানে তার অবতরণ; ব্যোমযানের মোট ওজন ৪টন ৭০০ কিলোগ্রাম; ব্যোমযানের অভ্যন্তরস্থ কেবিনে থাকে কুকুর। |
| ২৫শে মার্চ | —পৃথিবী প্রদক্ষিণকারী কক্ষপথে সোভিয়েত দেশের পঞ্চম ব্যোমযান প্রেরণ; ওজন ৪টন ৬৯৫ কিলোগ্রাম; নির্দিষ্ট স্থানে ব্যোমযানের অবতরণ। |
| ১২ই এপ্রিল | —বিশ্বে প্রথম সোভিয়েত ব্যোমযান "ভস্তক"এ মানুষের ভূগোলক প্রদক্ষিণ ও পৃথিবীতে প্রত্যাবর্তন; মহাকাশ যাত্রী প্রথম মানুষ, সোভিয়েত নাগরিক, মেজর ইউরি গাগারিন। |
| ১৮ই এপ্রিল | —কিউবার সশস্ত্র আক্রমণ প্রসঙ্গে সোভিয়েত সরকারের ঘোষণা। |
| ৩রা-৪ঠা জুন | —ভিয়েনায় সোভিয়েত ইউনিয়নের মন্ত্রিপরিষদের সভাপতি নিকিতা খ্রুশ্চভ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেণ্ট জন কেনেডির মধ্যে কথাবার্তা। |
| ৫ই-১২ই জুন | —সোভিয়েত ইউনিয়নে ইন্দোনেশিয়া প্রজাতন্ত্রের সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী সুকার্নোর রাষ্ট্রীয় সফর। |
| ১১ই জুন | —পরমাণবিক ও হাইড্রোজেন অস্ত্রপরীক্ষা বন্ধ, এবং জার্মানির সঙ্গে শান্তিচুক্তি ও এই ভিত্তিতে পশ্চিম বার্লিন সমস্যার সমাধান বিষয়ে ভিয়েনায় কেনেডির নিকট খ্রুশ্চভের স্মারক লিপি সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত। |
| ১৯শে জুন | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন; "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচি বিষয়ে" কেন্দ্রীয় কমিটির প্রথম সেক্রেটারি খ্রুশ্চভের রিপোর্ট এবং "সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া নিয়মাবলী বিষয়ে" কেন্দ্রীয় কমিটির সেক্রেটারি কজলোভের রিপোর্ট অধিবেশন শোনে ও আলোচনা করে। |
| ৬ই জুলাই | —মস্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়ন ও কোরীয় জনগণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রের মধ্যে মৈত্রী, সহযোগিতা ও পারস্পরিক সাহায্যের চুক্তি স্বাক্ষর। |
| ২৫শে জুলাই-৩রা অগস্ট | —মস্কোয় বিশ্বযুব ফোরাম। |

| | |
|---|---|
| ৩০শে জ্বলাই | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মসূচি প্রকাশ। |
| ৫ই অগস্ট | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া নিয়মাবলী প্রকাশ। |
| ৬ই অগস্ট | —পৃথিবীর উপগ্রহ কক্ষপথে সোভিয়েত ব্যোমযান "ভস্তক-২" প্রেরণ; এটির চালক মহাকাশ-বৈমানিক মেজর গের্মান তিতোভ। ব্যোমযান ২৫ ঘণ্টা ১৮ মিনিট কালে ১৭ বারের বেশি ভূগোলক প্রদক্ষিণ করে ও ৭ লক্ষ কিলোমিটার পাড়ি দিয়ে ৭ই অগস্ট সোভিয়েত ইউনিয়নের পূর্বনির্দিষ্ট স্থানে অবতরণ করে। |
| ৬ই-১১ই সেপ্টেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নে ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর আগমন। |
| ১০ই অক্টোবর | —তুভীয় স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলকে তুভীয় স্বায়ত্তশাসিত সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্রে পরিণত করে সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর নির্দেশ। |
| ১৪ই অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্ণাধিবেশন; সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেসের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির রিপোর্ট, এবং খসড়া কর্মসূচি ও নিয়মাবলী আলোচনার ফলাফল বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ। |
| ১৭ই-৩১শে অক্টোবর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির ২২শ কংগ্রেস। |
| ২রা নভেম্বর | —২২শ কংগ্রেসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কর্মসূচি প্রকাশ। |
| ৩রা নভেম্বর | —২২শ কংগ্রেসে গৃহীত সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির নিয়মাবলী প্রকাশ। |
| ৪ঠা-১৫ই ডিসেম্বর | —মস্কোয় পঞ্চম বিশ্ব ট্রেড ইউনিয়নের কংগ্রেস। |
| ৬ই-৮ই ডিসেম্বর | —পঞ্চমবার আহূত সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সপ্তম অধিবেশনে সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ইউনিয়ন-প্রজাতন্ত্রে মূল দেওয়ানী বিধান পালন ও দেওয়ানী আদালতের মূল বিধি বিষয়ে আইন পাশ। |
| ১৫ই-২৯শে ডিসেম্বর | —সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ সোভিয়েতের সভাপতিমণ্ডলীর সভাপতি ব্রেজনেভের ভারত সফর। |